প্রেমবিলাস।

শ্রীশ্রীঈশ্বরীজাহ্নবীমুগত

শ্রীনিত্যানন্দদাস বিরচিত।

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থকর্ত্তৃক—

সংশোধিত।



শ্রীরামদেবমিশ্রকর্ত্তৃক—

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ;

[illegible]

রাধারমণ যন্ত্রে—

শ্রীজানকীনাথসাহা প্রিণ্টারকর্ত্তৃক—

মুদ্রিত।

চৈতন্যাব্দ ৪২৫।

সন ১৩১৮ সাল। বৈশাখ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত

বিজ্ঞাপন।

প্রেমবিলাসগ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দদাস, ইহাঁর আদি বাসস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার দক্ষিণ শ্রীখণ্ড। ১৬ বিলাসমধ্যে ও বিংশবিলাসের অবশেষে গ্রন্থকর্ত্তা যে আত্মপরিচয় লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আর সুন্দর পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। প্রেমবিলাস যে বিংশ বিলাসেই পরিপূর্ণ তাহাও গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহাতে বাসস্থান, মাতা, পিতা ও আরও সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দৃষ্ট হয়। ১৬ বিলাসে আছে, শ্রীজাহ্নবীমাতা যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামিদিগের পরিচয় লইয়া শ্রীরূপগোস্বামির নিকট দানকেলীকৌমুদীপ্রভৃতি শ্রবণ করেন, তখন গ্রন্থকার নিত্যানন্দ জাহ্নবীর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। ২০ বিলাসের শেষে যে পরিচয় আছে, তাহার সঙ্ক্ষেপ এই—শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যজাতি আত্মারামদাসের ঔরসে ও সৌদামিনীদাসীর গর্ভে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। নিত্যানন্দের পূর্ব্ব নাম বলরাম। নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবী ইহার দীক্ষাগুরু। নিত্যানন্দতনয় বীরভদ্র শিক্ষাগুরু। গ্রন্থকার বাল্যকালেই মাতা ও পিতাকে হারাইয়া নিরাশ্রয় হয়েন ও শ্রীজাহ্নবীর সঙ্গেসঙ্গেই জীবন যাপন করেন।

এক্ষণে প্রেমবিলাসের আদর্শ গ্রন্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—

প্রেমবিলাস ২৪৷৷০ সাড়ে চব্বিশ বিলাসে সম্পূর্ণ, ইহাই জনশ্রুতি। প্রথমতঃ আমি ৪। ৫ খানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক পাই, তাহার ৩ খানেই ২০ বিলাস ছিল, কেবল ইন্দ্রাণীপুরনিবাসী ৺রাধাকৃষ্ণঠাকুর বি, এ, মহাশয়ের পুস্তকে ২৪ বিলাস ও শেষে গুটিকত আচার্য্য-প্রভুর শাখাবর্ণনের শ্লোক ছিল, জনশ্রুতি মানিলে ইহাই বোধ হয় অর্দ্ধবিলাস। ঐ শ্লোক কয়টী ২০ বিলাসের পর দেওয়া হইল, বস্তুতঃ তাহাকে গ্রন্থের অংশ বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু "বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং" অর্থাৎ "বিরুদ্ধ মত উপস্থিত হইলে অনেকে যাহা বলে, তাহাই গ্রাহ্য" এই চিরন্তনী প্রথার বলে ৩ খানী পুস্তকের মতেই ২০ বিলাস মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে ২৪ বিলাস আছে, তাহার

সমস্ত কথাই ২০ বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট। বোধ হয় ২০ বিলাসকেই কোন কোন স্থানে অংশ (ভাগ) কল্পনা করিয়া ২৪ চব্বিশ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয় এক। আর ১৮ বিলাস বলিয়া যে এক খানীতে উল্লেখ আছে, তাহাতে এবং বিংশবিলাসে কোনই পার্থক্য নাই। দুই বিলাস কমাইয়া অর্থাৎ দুইটী বিলাসকে ১৮ বিলাসের মধ্যে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে ভ্রমবশতঃ ১৮ বিলাসে গ্রন্থ শেষ করিয়া পুনশ্চ ১৯। ২০ বিলাস মুদ্রিত হয়। যাহা হউক ইহার শেষের ১৯। ২০ বিলাসে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে একটী আন্দোলন চলিয়াছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম দিনে উপবাস করা বিধেয়, তাহারও সন্দেহভঞ্জন হইবে, স্পষ্টাক্ষরে ঐ দিনে প্রবাদভক্ষণ উল্লিখিত আছে এবং রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ শ্রীনিত্যানন্দকন্যা গঙ্গা সহিত বারেন্দ্রশ্রেণী মাধবাচার্য্যের বিবাহাদি অনেক বিষয় অবগত হওয়া যাইবে। দুঃখিনী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীজীবগোস্বামির নিকট অধ্যয়নান্তে মন্ত্রগ্রহণ করেন ও শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম প্রথমে লইয়াছিলেন। এই পঞ্চনামের কথা লইয়া এবং আরও দুই এক স্থানে দুই এক কথায় ক্রমবিপর্য্যয় দেখিয়া এক্ষণে দুই একটী লোক প্রেমবিলাসকে কটাক্ষচক্ষে দেখিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পরবর্ত্তী বাঙ্গলা বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে প্রেমবিলাস অতিপ্রাচীন। ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপির সংবাদও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে বাঁকুড়া ইন্দাশগ্রাম নিবাসী শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের বাটীর পুস্তকই প্রমাণ, ইহা তাঁহার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ আছে। যে গ্রন্থ যত প্রাচীন হয়, তাহার দশা ততই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্নদেশের রামায়ণ, মহাভারত ও অভিজ্ঞানশকুন্তল দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়, প্রেমবিলাসও সেইরূপ নানাস্থানে নানা লোকের হাতে নকল হইয়া কত রকমে গোলযোগ হইয়াছে তাহা বলাও দুষ্কর, আমরা ৪।৫ খানী বিভিন্নদেশের পুস্তকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, বস্তুতঃ এমন প্রাচীনপুস্তকে কটাক্ষ করা উচিত নহে। ইত্যলং বাহুল্যেন॥

৩১৮। ১লা বৈশাখ। নিঃ—শ্রীরামদেব মিশ্র।

প্রেমবিলাসগ্রন্থের

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১ম বিলাসে,—শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বকাহিনী, জননীর গর্ভমাহাত্ম্য শ্রীনিবাসের বৈষ্ণবরূপে প্রকাশ ও জন্মবর্ণন ॥ ... ... ১—২০

২য় বিলাসে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মোৎসব ॥ ... ... ২১—২২

৩য় বিলাসে,—শ্রীনিবাসের বাল্যলীলা, পাঠ ও পাঠবাদ ॥ ২৩—২৬

৪র্থ বিলাসে,—শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ড, উৎকল, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ভ্রমণ ও অদ্বৈতের বিবরণ। (শ্রীনিবাস যে শ্রীনরহরিকে প্রণাম ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, তাহাও ইহার বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। "বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক" শ্রীনিবাসের অবস্থানও বর্ণিত আছে) ॥ ... ... ২৭—৪৬

৫ম বিলাসে,—শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের খড়দহে জাহ্নবীও অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ ও জাহ্নবীসমীপে জয়মঙ্গল নামক চাবুক খাইয়া পরীক্ষা এবং বৃন্দাবনগমনাদি বর্ণন ॥ ... ... ৪৭—৫৮

৬ষ্ঠ বিলাসে,—শ্রীরূপ ও সনাতনের অপ্রকটে শ্রীনিবাসের খেদ, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত সাক্ষাৎ ও দীক্ষালাভ বর্ণন স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যবেশ দর্শন ॥ ... ... ৫৯—৬৭

বিষয়। পৃষ্ঠা।

৭ম বিলাসে,—শ্রীলোকনাথগোস্বামিপ্রভুর জন্ম, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-মিলন, শ্রীরূপাদির পূর্ব্বে ব্রজে আগমন ও দর্শনাদি, তথা শ্রীনিবাস-আচার্য্য-ঠাকুরের জন্মলীলাবর্ণন ॥ ... ... ৮৮—৮৭

৮ম বিলাসে,—পদ্মাবতীতীরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন, পদ্মাবতীনদীতে প্রেমরক্ষা, গড়ের হাটের নিরূপণ ও শ্রীনরোত্তমের আকর্ষণবর্ণন ... ৮৮—৯৪

৯ম বিলাসে,—শ্রীনরোত্তমের জন্ম ও জন্মোৎসববর্ণন ॥ ... ৯৫—৯৯

১০ম বিলাসে,—শ্রীনরোত্তমের প্রেমপ্রাপ্তি ও গৃহত্যাগবর্ণন, দুর্গম পথে ব্রজগমন, স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ১০০—১১০

১১শ বিলাসে,—নরোত্তমের বৃন্দাবনগমন, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত মিলন ও শ্রীলোকনাথগোস্বামির সেবাশুশ্রূষাদিকরণ, হরিনাম লইয়া এক বৎসর নিকটে বাস এবং মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত ক্ষালন, তৎপরে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভ ॥ ... ... ১১১—১৩৩

১২শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের ষট্‌সন্দর্ভ ও নাটকাদি অধ্যয়ন এবং শ্রীনিবাসের "আচার্য্য" পদবী ও নরোত্তমের "ঠাকুর-মহাশয়" পদবী লাভ এবং দুখিকৃষ্ণদাসের জন্মস্থানাদির বিবরণ, "শ্যামানন্দ-প্রভু" নামপ্রাপ্তি, শ্যামানন্দের বিবরণ ও উক্ত তিনজনের গ্রন্থ লইয়া মথুরাতে রাজসমীপে ছাইড় পত্রসহিত গৌড়দেশে যাত্রাপ্রভৃতি বর্ণন। (এই বিলাসে শ্রীজীবসমীপে শ্যামানন্দের অধ্যয়ন, শ্রীরাধা, ও শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম গ্রহণ, প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গপূজা ও পরে শ্রীকৃষ্ণপূজার এবং সাধ্যসাধন তত্ত্ববিষয়ক অনেক কথা বর্ণিত আছে) ॥ ... ... ১৩৪—১৬০

১৩শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আগমন, বনবিষ্ণুপুরের নিকট বীরহাম্বীর রাজাকর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি, গ্রন্থ না পাইয়া তিন জনের খেদ, শ্রীনিবাসের কৌপীনবহির্ব্বাস পরিধানপূর্ব্বক ভ্রমণ। বৃন্দাবনে সংবাদপ্রেরণ, গোস্বামিগণের খেদ, ঐ খেদের পর কৃষ্ণদাস

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কবিরাজের শ্রীরাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ, শ্যামানন্দের ও নরোত্তমের দেশে বিদায় শ্রীনিবাসের নগরভ্রমণ, গ্রন্থপ্রাপ্তি, বীরহাম্বীর রাজার দীক্ষা, শ্রীবৃন্দাবনে ও খেতরীতে গ্রন্থপ্রাপ্তিসংবাদ প্রেরণ, নরোত্তমের মহানন্দ। ইত্যাদি বর্ণন॥ ... ... ১৬১—১৮৬

১৪শ বিলাসে,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে আগমন, শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনের সহিত মিলন, পুনশ্চ যাজিগ্রামে আগমন, রামচন্দ্রকবিরাজের সহিত মিলন ও রামচন্দ্রের দীক্ষা, তেলিয়া বুধরি গমন, গোবিন্দকবিরাজের (দুর্গার আজ্ঞানুসারে) শ্রীনিবাসসমীপে দীক্ষালাভ, গ্রহণীরোগ মোচন, খেতরীতে মহোৎসব, মহান্তগণের আগমন, উত্তমপ্রস্তরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্তাদির অভিষেক, শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের সহিত নরোত্তমের প্রণয়, শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের নিকট যথাক্রমে সৈয়দাবাদের ৺কৃষ্ণরায়ের ও ৺মোহনরায়ের বাটীর মূলপুরুষ হরিরাম ও রামকৃষ্ণাচার্য্যের দীক্ষাপ্রভৃতি বর্ণন ... ১৮৭—২১২

১৫শ বিলাসে,—শ্রীজাহ্নবীগোস্বামিনীর খেতরি হইতে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন, গোস্বামিগণ সহিত মিলন ও শ্রীনরোত্তমাদির গুণবর্ণন ২১৩—২১৭

১৬শ বিলাসে,—জাহ্নবীঠাকুরাণীর প্রথম বৃন্দাবনগমন, গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও গোস্বামিগণের গ্রন্থশ্রবণ, তৎকালে গ্রন্থকারের তথায় অবস্থিতি, শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইতে শ্রীজাহ্নবীকে অনুরোধ করেন, গ্রন্থকারসহিত শ্রীজাহ্নবীর গৌড়ে ও শ্রীখণ্ডে আগমন, ইত্যাদি বর্ণন॥ ... ... ২১৮—২৩৮

১৭শ বিলাসে,—বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবের আগমন, খেতরীতে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ ও শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠাপত্নীর সেবায় তুষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভুর বরদান, বীরচন্দ্রের প্রসাদী তাম্বূলভোজনে ও শক্তিসঞ্চারে গর্ভসঞ্চার, গতিগোবিন্দের জন্ম ও দীক্ষা, ঠাকুরমহাশয়ের ভজন ও গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তির দীক্ষা বর্ণন॥ ... ... ২৩৯—২৬৮

বিষয়। পৃষ্ঠা।

১৮শ বিলাসে,—রাজমহলনিবাসি দ্বিজপুত্র চাঁদরায় ও সন্তোষদত্ত নামক দুই ভ্রাতার নবাবগৃহে বন্ধনমোচন, দীক্ষা ও ভক্তিলাভ, গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনিত্যানন্দদাসের কিছু বিবরণ ও উপাসনাদি বর্ণন॥ ... ২৭৯—২৯৭

১৯শ বিলাসে,—শ্রীনিবাসের সমাধি, রামচন্দ্রকবিরাজের মহিমা। শ্যামানন্দের অম্বিকাদি স্থান হইয়া উৎকলদেশে গমন, প্রেমবিতরণ, সের্‌খাঁ যবন দস্যুর উদ্ধার, রয়ণীগ্রামে গমন ও রসিকমুরারির দীক্ষা, গোপীবল্লভপুরে রসিকের সেবাপ্রকাশ। দামোদরসন্ন্যাসীর আগমন, বিচার, পরাজয়, স্বপ্নদর্শন ও শ্যামানন্দস্থানে দীক্ষা, শ্যামানন্দের তেজঃপ্রকাশ ও যজ্ঞোপবীতপ্রদর্শন। ভক্তগণের আগমন, যজ্ঞোপবীতের সঙ্গোপন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃন্দাবনগমন, রামচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন, নরোত্তমের নীলাচলাদি ভ্রমণ ও দেশে আগমন, বিগ্রহস্থাপনের মনন, স্বপ্নদর্শন, বিপ্রদাসের ধান্যগোলায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চিত প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি লাভ, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের দেশে আগমন। বিস্তাররূপে খেতরীর মহোৎসব বর্ণন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ছয়বিগ্রহের মহাভিষেক, মহান্তগণের আগমন, ঐ দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন। মহাসঙ্কীর্ত্তনে গণসহ গৌরাঙ্গের নৃত্য ও অদর্শন, ফাগুখেলা, মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক, মহান্তগণের বিদায়। চৈতন্যমঙ্গলগান, লোচনদাসের বিবরণ। কৃষ্ণমঙ্গলগান, মাধবাচার্য্যের বিবরণ। চৈতন্যমঙ্গলের "চৈতন্যভাগবত" আখ্যা। বিগ্রহসেবার পরিপাটী। রূপনারায়ণের চরিত্র। জাহ্নবীর বৃন্দাবন যাইতে কুতবউদ্দীন নামক দস্যুর ও পাষণ্ডীর উদ্ধার। রাঢ়ীয় নিত্যানন্দকন্যা গঙ্গার পতি বারেন্দ্রশ্রেণীয় মাধবাচার্য্যের বিবরণ। খেতরীর মহোৎসব ও সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব। নরোত্তমের সমাধি, কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত গুরুদাসভট্টাচার্য্যের উদ্ধার। জগন্নাথ আচার্য্যের দীক্ষা, হরিশ্চন্দ্ররায়ের দীক্ষা। বঙ্গদেশীয় বিপ্রদস্যুর উদ্ধার ও নরসিংহরায়ের সহিত পণ্ডিতগণের দীক্ষা। বলরামপূজারী ও রূপনারায়ণপূজারীর দীক্ষা, খেতরীর মহোৎসব, মহাসভা, বীরচন্দ্রপ্রভুর (নামান্তর বীরভদ্রের) শঙ্কা, নরোত্তমের যজ্ঞোপবীতপ্রদর্শন।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বীরচন্দ্রপ্রভুর কৃপায় রূপনারায়ণের "গোস্বামী" খ্যাতিলাভ। জাহ্নবীর রাধা-মূর্ত্তি বৃন্দাবনে প্রেরণ। বীরচন্দ্রপ্রভুর কৃপায় শ্রীখণ্ডের মহোৎসবে রামাই নামক অন্ধের নয়নপ্রাপ্তি। গুরুপ্রসাদলভনে (বড়) কাঁদ্‌রাগ্রামের জয়-গোপালদাস নামক কায়স্থের বর্জ্জন। বীরচন্দ্রপ্রভুর নীলাচলাদি ভ্রমণ ও বৃন্দাবনাদি দর্শনান্তে গৃহাগমন॥ ... . ২৮৯—৩১৫

২০শ বিলাসে,—পরবর্ত্তি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই প্রি-ত্রয়ের শাখাবর্ণন ও স্বরূপবর্ণন। রামচন্দ্রকবিরাজের শাখাবর্ণন। গ্রন্থকারের দৈন্য ও পরিচয়। (গ্রন্থশেষে কয়েকটী শ্লোকে ৬ চক্রবর্ত্তী ৮ কবিরাজ ও শ্রীনিবাসের প্রধান ২১টী শাখার বর্ণন আছে)॥ ... ... ৩১৬—৩৬১

প্রেমবিলাস।

প্রথম বিলাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং,
নালোকিতঃ কলিযুগে তব গৌরদেহঃ।
নাকর্ণিতা কলিযুগে তব তত্ত্বগাথা,
চৈতন্যচন্দ্র! ভবতা পরিবঞ্চিতোঽহং * ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র। জয় জয় কলিযুগে হরিনামমন্ত্র ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য-ঠাকুর। যাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর ॥ জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর-গোবিন্দ। যাঁর গুণে সপ্তদ্বীপা-জীবের আনন্দ ॥ জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান। রাধাকৃষ্ণলীলা যাঁর হইবেক প্রাণ ॥ আচার্য্য-ঠাকুরের জন্ম হৈল যেন মতে। ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে ॥ নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়ে দিল পাঠাইয়া। তেঁহ গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া ॥ গৌড়-দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে। জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে ॥ কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম। সজ্জন দুর্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ † ॥ কেহ কহে ভক্তি

* একখানি পুস্তকে অন্যরূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে। অসংলগ্ন বোধে ও সংস্কৃতে ভুল থাকায় ত্যাগ করা হইল ॥

† "কেহ কহে নাহি দেশে সঙ্কীর্ত্তন নাম" পাঠান্তর ॥

ছাড়ি আচার্য্যগোসাঞি। মুক্তিকে প্রধান করি লয়াইল ঠাঞি ঠাঞি॥ কেহ কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর। মুক্তি কহি কহি গোসাঞি ভাসাইল সংসার॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল। নিত্যানন্দবিচ্ছেদ দুঃখ অধিক বাঢ়িল॥ এই কালে প্রভু-স্থানে স্বরূপ রামরায়। কহিবারে চাহে প্রভু আনন্দহিয়ায়॥ আইস আইস ভাল হইল আইলা দুই জন। ভক্তিশূন্য হইল গৌড় শুনহ কারণ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য হইলা ঈশ্বরের মূর্ত্তি। ভক্তি না ছুইল, বাখানে পঞ্চ-বিধা মুক্তি *॥ বুঝিতে নারিনু আমি অদ্বৈতের মন। কিসে ভক্তি রহে ইহাঁ কহ দুই জন॥ ঘৃণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ করি। এ লীলার তিঁহ হন মূল অধিকারী॥ লোকের মুখে ত শুনি না হয় প্রতীত। ভক্তি ছাড়ি মুক্তি ব্যাখ্যা তার নহে চিত॥ এই কালে নিত্যানন্দের পত্রিকা আইল। "ভক্তিপথ ছাড়ি আচার্য্য মুক্তি বাখানিল"॥ লিখন পাইঞা বড় ভয় উপজিল। শ্রীহস্তে লিখন করি দর্শনে চলিল॥ ভক্তগণসঙ্গে প্রভু পুরীর ভিতরে। গরুড়ের নিকটে দর্শন আনন্দ অন্তরে॥ সেই কালে আইলা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম। তাঁহারে দেখিয়া প্রভুর হইল ভাবোদ্গম॥ ভক্তি ভক্তি করি প্রভুর প্রেম উপজিল। মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি প্রভু ভক্তি বাখা-নিল॥ ভট্টাচার্য্য কোলে করি হইলা বাহির। মিশ্রের আবাসে আসি হৈলা কিছু স্থির॥ নিত্যানন্দপ্রভুর পত্র হস্তে ত

* পঞ্চবিধা মুক্তি যথা—"সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, একত্ব"॥

আছিল। পত্র পঢ় ভট্টাচার্য্য! প্রভু আজ্ঞা কৈল॥ পত্র পঢ়ি ভট্টাচার্য্য হৈলা মহাক্রোধ। হেন বুঝি গৌড়দেশে নাহি কার বোধ॥ ভক্তি ছাড়ি মুক্তিকে বাখানে কোন্ জন। সেই স্থানে আমরা যাইব তিন জন॥ বিচার করি তাঁরে প্রভু নিরস্ত করিব। প্রৌঢ়ি * করেন যদি বান্ধিয়া আনিব॥ ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রভুর আনন্দহৃদয়। না হইব ভক্তিবাদ শুন মহাশয়॥ স্বাক্ষরেতে এক পত্র যায় অদ্বৈতেরে। আর পত্র লিখেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরে॥ ভাল ভাল বলি এই যুক্তি দৃঢ় কৈল। বৈষ্ণববদ্বারায় পত্র গৌড়ে পাঠাইল॥ এ বাক্য শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহামতি। করযোড় করি কহে আপন দুর্গতি॥ তর্ক পঢ়ি ভক্তি নাহি জানি লব লেশ॥ মুক্তি ব্যাখ্যা ছাড়ি ভক্তিতে আনন্দ বিশেষ॥ শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে কতকাল গেল। গোপীনাথ-আচার্য্যসঙ্গে প্রসঙ্গ হইল॥ দুর্মতি মায়িক নহে, তিঁহ প্রভুর ভক্ত। কেন না জানিবেন প্রভুর স্বরূপের তত্ত্ব॥ তাঁহার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈলা মোরে। সকল দুর্মতি গেল, ভক্তি জন্মিল অন্তরে॥ তিঁহ অতি প্রভুর প্রিয় ভক্তমহারাজ। সংসারে বুঝাবার হয় তাঁর হেন কাজ॥ নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন। তথাপি যে সুখোৎপত্তি না হইল মন॥ ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাঢ়িল। ভক্তিশূন্য হৈল জীব ভয় উপজিল॥ কি-রূপেতে ভক্তি রহিবেক পৃথিবীতে। গৌড়ে কিছু প্রেম-নাম

* "প্রৌঢ়ি" স্থলে "অবিচার" পাঠান্তর॥

চাহি পাঠাইতে ॥ নিত্যানন্দ সাক্ষাতে ইহা কেমতে হইবে। অবিদ্যমানে ভক্তি জীবের কেমনে রহিবে ॥ ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন। বৃন্দাবনে দুই ভাই করিলা গমন ॥ সেই ভক্তি নিলা চাহি গৌড়ে প্রকাশিতে। প্রেমরূপ একপাত্র চাহি জন্মাইতে ॥ "অবনি অবনি!" বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা। যোড়হাতে পৃথিবী তবে প্রভুর নিকটে আইলা ॥ শুন শুন পৃথিবী তুমি হঞা সাবধান। প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান ॥ যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঞি। আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই ॥ আনন্দিত হঞা পৃথিবীরে আজ্ঞা দিল। পাত্রাপাত্র অবধি কথা নাম না হইল ॥ এই কালে প্রভুস্থানে স্বরূপ-রামরায়। প্রভুরে প্রণতি করি নিবেদিতে চায় ॥ কি করিব কি হইবে ভাল হইল আইলা। পৃথিবীতে যে কথা হৈল সকল কহিলা ॥ প্রেম প্রেম বলি প্রভু আবিষ্ট হইলা। নিত্যানন্দ বলি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু, তৃতীয় প্রহর গেল। মধুর স্বরে হরিনাম স্বরূপ শুনাইল ॥ হরিনাম শ্রবণে প্রভুর হইল চেতন। চল যাই করি স্বরূপ! ঈশ্বর দরশন ॥ এইকালে সার্ব্বভৌম প্রভুর সম্মুখে। সার্ব্বভৌম দেখি প্রভু পাইলা বড় সুখে ॥ ভাল হৈল আইলা তুমি বৈস এই খানে। বিশেষ আছয়ে কথা শুন সাবধানে ॥ ভক্তিপথ দূর কৈল অদ্বৈত-আচার্য্য। কি কহিব কি করিব কহ ভট্টাচার্য্য ॥ ভক্তিবাদ শুনি ভট্টের বড় দুঃখ হৈল। মহাপ্রভুর পায়ে তবে নিবেদন কৈল ॥ অদ্বৈত-

আচার্য্য হন জগতের প্রভু। তাঁর মুখে হেন বাক্য না হইবে কভু॥ উদ্ধত-লোক † আসি শুনাইল প্রভুকে। সেই লোক আন দেখি আমার সম্মুখে॥ প্রয়াস করিল লোক দেখা না পাইল। বড় অজ্ঞ সেই লোক ভট্ট আনাইল॥ শুন শুন ভট্টাচার্য্য! পূর্ব্বকথা কহি। নবদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ বড় দুঃখ পাই॥ বুঝি নাহি সেই দুঃখে কি যে আছে মনে। ভয় দেখাইতে করে স্বতন্ত্র আচরণে॥ সকল করিতে তেঁহ ধরেন সামর্থ্য। যাহা করে তাহা হয় নাহি হয় ব্যর্থ॥ আমার প্রতীতি আছে তাঁহার কথাতে। তাঁর আজ্ঞা না পারি আমি অন্যথা করিতে॥ এই যুক্তি কর আজ্ঞা না হয় হেলন; প্রেমরক্ষা পায় পশ্চাৎ যুক্তির কারণ॥ ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু-নিত্যানন্দের সাক্ষাতে। বিদ্যমানে প্রেম যেন নহিবেক বাদে॥ অবিদ্যমানের * কথা কি কহিব আমি। যে তোমার মনে হয় তাহা কর তুমি॥ তার সাক্ষী আছে প্রভু! মোর মায়াবাদ। মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমার প্রসাদ॥ প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ। মুক্তি ছাড়ি ভক্তিপথে হৈনু তবে দাস॥ কলিযুগের লোক সব বড় দুরাচার। তাহার প্রধান কৈল রাজার অধিকার॥ অধিকার রাজার যেই সব দূর কৈল। মহৌষধ হরিনামমন্ত্র প্রকাশিল॥ নামের আভাসে পাপ করিলেন ধ্বংস। ভক্তিকে স্থাপন কৈল নিত্যানন্দ অংশ॥ হেন

† "বৃদ্ধ সব লোক" পাঠান্তর এবং অবিজ্ঞ ইতি পাঠান্তর॥

* অবিদ্যমানের অনুপস্থিতের॥

নিত্যানন্দপ্রভু গৌড়ে পাঠাইলা। পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবিতে লাগিলা॥ সেই সব সত্য কিছু শুন মন দিয়া। ভক্ত-সঙ্গে করি নিত্যানন্দেরে লইয়া॥ সঙ্গ ছাড়া নিত্যানন্দ করি-লাম আমি। কি করিব যেবা হয় যুক্তি দেহ তুমি॥ তোমারে যুক্তি দিতে কেহ নারে অন্যথায়। এক নীলাচলে আছে জগন্নাথরায়॥ ভাল সমাধান কৈল ভট্টমহাশয়। জগন্নাথ বিনা ইহা সমাধা না হয়॥ এই যুক্তি করি সবে গেলা দর-শনে। পশ্চাৎ রাখিতে প্রেম কৈলা নিবেদনে॥ করুণাসাগর তুমি বড় দয়াময়। নিবেদন করি প্রভু কহিবে নিশ্চয়॥ কলি-যুগে জগন্নাথরূপে অবতার। দর্শনে বিশ্বাসে লোকের হইল নিস্তার॥ প্রসাদ-মাধুরী-গন্ধে দেশ ভাসাইলা। বর্ণাশ্রম চণ্ডা-লাদি একত্র করিলা॥ এই মত রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তার। অনুগ্রহ নিগ্রহ পাত্রের না হবে বিচার॥ চৌদ্দহাত দোলন-মালা গলার ছিঁড়িল। আনিয়া পূজারি প্রভুর আগে ত ধরিল॥ আনন্দিত হইয়া প্রভু আইলা আবাসে। আনন্দ হইল চিত্তে অশেষ বিশেষে॥ চিন্তা না হইল চিত্তে করিলা শয়ন। শয্যাপরে জগন্নাথ করিলা গমন॥ হাসি হাসি জগন্নাথ বাক্য কিছু কয়। তোমা হৈতে যোগ্যতা মোর কত বড় হয়॥ এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেক দিন হইতে। অপুত্রক ব্রাহ্মণ আইল পুত্রের নিমিত্তে॥ যখন দর্শনে আইসে মাগে পুত্রবর। রোদন করয়ে সদা কাতর অন্তর॥ বিপ্রেরে ব্যাকুল দেখি দয়া বড় হৈল। সন্তুষ্ট হইয়া তারে পুত্রবর দিল॥ চৈতন্যদাস

আচার্য্য তার নাম হয়। সেই মহাযোগ্যপাত্র প্রেমমূর্ত্তিময়॥ প্রেম সমর্পণ তুমি করিবে তাঁর স্থানে। অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর পত্নী বলরামের কন্যা। অতি-সুচরিতা পতিব্রতা মহাধন্যা॥ সেইকালে মহাপ্রভুর হইল চেতন। জগন্নাথ বলি বহু করিল রোদন॥ কাশীমিশ্রে ডাকি প্রভু জিজ্ঞাসিল তাঁরে। গৌড়িয়া চৈতন্য-দাসকে দেখাহ আমারে॥ তাঁর নিমিত্ত জগন্নাথ আজ্ঞা দিল মোরে। প্রয়াস করিয়া তাঁরে আনহ সত্বরে॥ মিশ্র কহে প্রভু অনেক দিবস হৈল। রোদন করিয়া বিপ্র দেশে চলি গেল॥ প্রভু কহে জান তাঁর বাড়ী কোথা হয়। মিশ্র কহে তাহা আমি করিব নিশ্চয়॥ যেইকালে জগদানন্দ আইলা বৃন্দাবন হৈতে। সনাতনের কুশল প্রভু লাগিলা জিজ্ঞাসিতে॥ তেঁহ কহে সর্ব্বসিদ্ধি আনন্দে আছয়। শুনাইল প্রভুরে তেঁহ যে যেমন হয়॥ মাতার চরণ দেখি আইনু নবদ্বীপে। শান্তিপুরে আসিলাম আচার্য্যসমীপে॥ বিদায়ের কালে গোসাঞি আজ্ঞা দিল মোরে। যে কহিব আমি তাহা কহিও তাহারে॥ প্রহেলী * কহিলা শুনি বলে মহাপ্রভু। যে কহিলা তাহা আমি নাহি শুনি কভু॥ স্বরূপাদি মহাপ্রভু একত্র আছিলা। প্রহেলী শুনিয়া সবে হাসিতে লাগিলা॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। কৃষ্ণের বিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ "যৎ

---

* প্রহেলী-প্রহেলিকা (হেঁয়ালী)॥

কথিতং তৎ ফলিতং” § শুনিলা দুই জন। প্রেমরক্ষা পায় তাহা করহ চিন্তন॥ জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল ব্রাহ্মণে দেখিতে। আনহ প্রয়াস করি দেশে চাহি পাঠাইতে॥ এথা পৃথিবী প্রেমভার সহিতে না পারি। ভূমিকম্প হৈল সব নীলাচল-পুরী॥ দিবানিশি নীলাচল টলমল করে। ভূমিকম্প নহে ভাই চৈতন্য এত করে॥ পূর্ব্বে সমুদ্রকে প্রেম চৈতন্য দান দিয়া। নীলাচলপুরীকে দিলেন প্রেমে ভাসাইয়া॥ সমুদ্রে বুঝি সেই প্রেম রাখিতে নারিলা। তাথে হৈতে লৈঞা প্রেম পৃথিবীকে দিলা॥ পৃথিবী রাখিতে নারে টলমল করে। ঘর দ্বার ভাঙ্গি পাছে লোক জন মরে॥ এতকাল আছি ভাই আমরা নীলাচলে। আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র করে এত বলে॥ সবে মেলি বিচারয়ে কি কর্ত্তব্য হয়। সেই দেশে যাই যাহাঁ সবার প্রাণ রয়॥ কেহ লোক বলে পৃথিবী ছাড়া দেশ নাঞি। যে হউ সে হউ আমি রহিব এই ঠাঞি॥ কেহ বলে তোমার নাহিক পুত্রাপত্য। তাহাতে দরিদ্র তুমি নাহিক সম্পত্য॥ কোন্ ভয়ে ছাড়িবে তুমি এই নীলাচল। উভয়ে মরিয়া যাব আমরা সকল॥ এ বিপত্তে যদি জগন্নাথ রক্ষা করে। তবে অনায়াসে ভাই রহিব সংসারে॥ কেহ বলে ভাই জগন্নাথ কি করিব। চৈতন্যের রস ভাই দ্বিগুণ বাড়িব॥ কেহ বলে সকলেই একত্র হইয়া। মিশ্রের দ্বারাতে সবে উত্তরিলা গিয়া॥ লোক-ভীড়ে দ্বারে বড় কোলাহল হৈল। স্বরূ-

§ (জগন্নাথ) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ফলিত হইল॥

পাদি সহ প্রভু বাহিরে আইল॥ প্রভু দেখি ব্যাকুল লোক নীলাচলবাসী। বাল বৃদ্ধ যুবা গৃহী কি আর তপস্বী॥ জলেতে ভাসিল পুরী তাতে রক্ষা কৈলা। টলমল করে পুরী বিপত্তি হইলা॥ এইবার রক্ষা কর প্রভু-গৌরচন্দ্র। পৃথিবী অস্থির কৈলে কিবা দিয়া মন্ত্র॥ তোমা বহি নাহি বিপত্ত্যে রক্ষা করিবারে। ভয় পাঞা আইলাম নিবেদি তোমারে॥ পতিতপাবন তুমি বড় দয়াময়। এ সবারে না ছাড়িহ জগন্নাথাশ্রয়॥ এই কালে জগন্নাথের প্রসাদ লইয়া। পূজারি প্রভুর স্থানে উত্তরিলা গিয়া॥ দেখিদা প্রসাদ মহাপ্রভু ত উঠিলা। বন্দনা করিয়া প্রসাদ নিকটে রাখিলা॥ পূজারি কহে প্রভু সেবা নারি করিবারে। জগন্নাথে হাত দিতে দেহ সব ঘুরে॥ কি করিব প্রভু রাখ সেবা বাদ হৈল। ভয় পাই আসি আমি তোমারে কহিল॥ সেই কালে পৃথিবীকে আনিল ডাকিয়া। দিবস কথক তুমি রহ স্থির হৈয়া॥ লোকমুখে শুনিয়া পূজারির হৈল ভয়। এ বিপত্ত্যে ঠেকাইল অদ্বৈতমহাশয়॥ যোড়হাতে পূজারি প্রভুকে নিবেদিল। সেবা কর জগন্নাথের অঙ্গে হস্ত দিল॥ পূজারিকে বিদায় দিয়া লোকের সম্মুখে। যাও যাও ভাই সকলে ঘরে যাও সুখে॥ না হইবে ভূমিকম্প জগন্নাথে নিবেদিব। পৃথিবীর স্থানে আমি ভিক্ষা মাগি নিব॥ বিনয় করিয়া সব লোকে বিদায় দিলা। চৈতন্যদাস বিপ্রের লাগি চিন্তিতে লাগিলা॥ এত চিন্তি পৃথিবীকে করিল স্মরণ। পৃথিবী আসিয়া কৈল

প্রভুর বন্দন॥ কিবা আজ্ঞা কর প্রভু পৃথিবী নিবেদিলা। চৈতন্যদাসের বাস প্রভু জিজ্ঞাসিল॥ পৃথিবী কহয়ে প্রভু নাম অনেক হয়। কোন্ রূপে ইহা প্রভু জানিব নিশ্চয়॥ প্রভু কহে পুত্র-নিমিত্ত জগন্নাথ-স্থানে। এক বৎসর কায়মনে করিল স্মরণে॥ সেই চৈতন্যদাসে তুমি করহ প্রয়াস। লক্ষ্মীপ্রিয়া পত্নীর পিতা বলরামদাস॥ যে আজ্ঞা বলিয়া পৃথিবী বিদায় হইলা। তৃতীয় দিবসে আসি প্রভুকে নিবেদিলা॥ চাকন্দিতে বাস তাঁর অতিশুদ্ধাচার। তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার॥ পুত্র-নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা। জগন্নাথে রাখি তেঁহ অল্পকালে গেলা॥ প্রভু কহে পৃথিবী তুমি সহায় কৈলা বড়। জগন্নাথ রাখিল প্রেম-বাক্য এই দড়॥ শুন শুন পৃথিবী শুন সাবধান হৈয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া স্থানে প্রেম তুমি দেহ লঞা॥ সকল প্রেম তারে দিবা কিছু না রাখিবে। আমার বাক্য সত্য এই অবশ্য পালিবে॥ আনন্দিত হৈয়া পৃথিবী লাগিলা নাচিতে। আনি প্রেম দিলা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সম্মুখেতে॥ নিশ্চিন্তে প্রভু এথা কীর্ত্তন আরম্ভিল। জগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে নাচিতে লাগিল॥ জগন্নাথ-সম্মুখে প্রভু যোড়হাত করি। শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি॥ আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া। চৈতন্যদাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া॥ জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হৈল। আজ্ঞাক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল॥ তাহাতে জন্মিবে পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাহাতে অনেক হবে

প্রেমের বিলাস॥ নানাশাস্ত্র প্রকাশিতে রূপ সনাতন। পাঠাইলা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবন॥ রাধাকৃষ্ণ-রূপ শাস্ত্রে হইবে প্রকাশ। আজ্ঞাক্রমে সমর্পিব শ্রীনিবাস-পাশ॥ জগন্নাথে নিবেদিয়া বাসাকে আইলা। আনন্দিত হৈয়া কাশীমিশ্রে বোলাইলা॥ স্বরূপ রামানন্দ সনে বিরলে যুকতি। জগন্নাথের আজ্ঞা পাই হইল সুমতি॥ কহ কহ শুনি প্রভু কহ সমাচার। চৈতন্যদাসের ঘরে প্রেমের প্রচার॥ গৌড়ে নিত্যানন্দরায় আছেন চিন্তিত। পত্র পাঠাইয়া তাঁরে করহ প্রতীত॥ ভাল ভাল বলি প্রভু লিখি হস্তাক্ষরে। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন হবে ঘরে ঘরে॥ অদ্বৈত-আচার্য্যে তুমি পত্র পাঠাইবা। ভক্তি বিনা মুক্তিপদ তুচ্ছ যে করিবা॥ পশ্চাতে ভাবনা তুমি আমার না করিবে। হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে জগৎ ভাসিবে॥ জগন্নাথের আজ্ঞাতে এক বড় পুত্র হবে। রাধাকৃষ্ণলীলাতে যে জগৎ ভাসাইবে॥ গঙ্গাতীর নিকটে চাকন্দি নাম হয়। চৈতন্যদাস-বিপ্র নামে এক মহাশয়॥ প্রেমরূপে এক পুত্র জন্মিবে শ্রীনিবাস। বৈষ্ণবরূপেতে তিঁহ হইব প্রকাশ॥ এইরূপে পত্র লিখি গৌড়ে পাঠাইলা। প্রেম-প্রকাশিয়া তবে নিশ্চিন্তে রহিলা॥ এই কালে সনাতনের পত্রিকা আইলা। গোপালভট্টের আগমন সকল লেখিলা॥ বৃন্দাবনে গোপালের গমন শুনিয়া। আনন্দ হইল বড় ভক্তগণ লঞা॥ শুন শুন স্বরূপ-রামানন্দ সমাচার। গোপালভট্টের আগমন বৃন্দাবনে আর॥ ভট্টের মহিমা প্রভু অনেক কহিলা। সবে প্রভুর মুখে শুনি

আনন্দ হইলা ॥ প্রভু কহে কহ দেখি বিচার কি করি। পাঠাইব কোন দ্রব্য অপূর্ব্বমাধুরী ॥ দরিদ্র সন্ন্যাসী কিছু নাহি মোর ধন। সবে ডোর আছে মোর বসিতে আসন ॥ তাতে মোর শক্তি আছে শুনহ কারণ। দুই দ্রব্য করি আমি ভট্টে সমর্পণ ॥ বসিয়া থাকেন যেন রূপসন্নিধানে। স্বরূপদ্বারায় পত্র করাব লিখনে ॥ সনাতনে প্রভু আপনে লিখি হস্তাক্ষরে। লীলাশাস্ত্র রূপ যেন বর্ণন আচরে ॥ আমার যে এই পত্র রূপে শুনাইবে। শুনিয়া তাহার চিত্তে আনন্দ হইবে ॥ গৌড়দেশে এক রত্নপাত্র জন্মাইব। যোগ্যদেহ হইলে পশ্চাতে পাঠাইব ॥ শ্রীনিবাস নাম তার বিপ্রকুলে জন্ম। গৌড়ে প্রকাশিবে রাধাকৃষ্ণলীলা-মর্ম্ম ॥ মোর অবিদ্যমানে তিঁহ যাবেন বৃন্দাবন। আপনার গ্রন্থ তারে করিবে সমর্পণ ॥ গৌড়দেশে আমি পাঠাইব নিত্যানন্দ। সঙ্গে রামদাস গদাধর সুন্দরানন্দ ॥ পুত্র লাগি চৈতন্যদাস বাস নীলাচলে। প্রেম দিল জগন্নাথ তিঁহ কৈল অঙ্গীকারে ॥ আমিহ আসিতেছি দেখিতে সবাকারে। নিভৃতে করিহ স্থান এক কুঞ্জান্তরে ॥ একাকী আছয়ে সবে স্বরূপ রামরায়। প্রাণ রক্ষা পায় এই দোঁহার দয়ায় ॥ তোমারে আসন দিলাম বৈষ্ণবের হাতে। রামানন্দদ্বারায় খরচ দিল যাইতে পথে ॥ ডোর আসন লৈয়া বৈষ্ণব গেলা বৃন্দাবন। সে দিন একত্র ছিল রূপ সনাতন ॥ পত্রী পাঞা দুই ভাই হৈলা আনন্দিত। ডোর আসন দেখি প্রেমে হইলা মূর্চ্ছিত ॥ অনেক রোদন কৈল

ডোর গলে করি। পড়িলা অবনীতলে বলি গৌ হরি॥ আর কি দেখিব প্রভু গোরাচাঁদের মুখ। না শুনি মধুরবাণী বিদরিছে বুক॥ লোটাঞা লোটাঞা কান্দে আসন বুকে করি। পাইলেন শ্রীঅঙ্গের সৌরভমাধুরী॥ হেন কালে আইলা তথা ভূগর্ব্ভলোকনাথ। পড়িলা পৃথিবীতলে বুকে দিয়া হাত॥ প্রস্তাবে লিখিয়া কিছু শুন শ্রোতাগণ। লোকনাথের বিরক্তভার লিখি এক কণ॥ দ্বিতীয় সঙ্গ নাহি আর নিভৃতে রহে বসি। মুদিত-নয়নে রহে ক্ষণে কান্দে হাসি॥ লোকনাথগোসাঞি প্রিয় প্রভুর গাঢ়তর। রূপ সনাতন মর্য্যাদা করে নিরন্তর॥ এইমত তার শিষ্য হবেন নরোত্তম। অল্পনীতে করিবেন প্রেম প্রকটন॥ নরোত্তম নাম যাঁর গড়েরহাটবাসী। কৃষ্ণানন্দরায়ের পুত্র হন প্রেমরাশি॥ যেন রূপ সনাতন এক দেহ হয়। নরোত্তম শ্রীনিবাস তেন জানিহ নিশ্চয়॥ গৌরাঙ্গ রাখিলেন নাম যার নরোত্তম। কি কহিব তার গুণ সব অনুপম॥ সেই শক্তি সেই লীলা করিল প্রচার। হেন অধিকারিসঙ্গে তুলনা কাহার॥ দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তাঁর পাছে॥ এবে লিখি যে হইল বিরহবেদনা। দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীনহীন জনা॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয়॥ নানাযত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহ

কম্প দ্বিগুণ বাড়িল ॥ সে দিন হৈতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন এই বৃন্দাবন ॥ সম্বিৎ পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্নে করি বুকে। ভট্টের বাসাতে গেলা পাঞা বড় সুখে ॥ দিলেন আসন ভোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা প্রেমের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ যত্ন করি শ্রীরূপ করান কিছু স্থির। সনাতনে দেখি ভট্ট হইলেন ধীর ॥ সনাতন কহেন শুন ভট্ট-গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি। প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভুর কেমনে উপেক্ষিব ॥ প্রভু-আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট আসনে বসিলা ॥ পরস্পর আনন্দচিত্ত সবাকার হৈলা। নিজ নিজ কুঞ্জে সবে গমন করিলা ॥ সেই রাত্রি সনাতন নিদ্রা-স্বপ্নস্থলে। কহিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র ধরি তাঁর গলে ॥ শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণকুমার। সেই দ্বারে গৌড়ে লীলা করিবেন প্রচার ॥ প্রেমরূপে তাঁরে জন্মাইব গৌড়দেশে। আসিবেন শ্রীনিবাস লীলা অবশেষে ॥ তোমরা দেখিবে তাঁরে রহি বৃন্দাবনে। থাকি না থাকি ইহা হবে দরশনে ॥ চৈতন্যের দয়াপাত্রে ভাগ্যে দেখা হয়। অনুমানে বুঝি আমার দশা তেন নয় ॥ চৈতন্যের করুণা যদি থাকে সবাকারে। এই ক্ষণে দেখিবে তাঁরে সবার

ভিতরে॥ ভট্ট কহে প্রভু হেন নিধি পাঠাইব। ভাগ্যে যদি থাকে তাঁরে নয়নে দেখিব॥ রূপ কহে শ্রম কৈলুঁ প্রভুর শক্তি বলে। শ্রম সার্থক হয় যদি আইসেন সকালে॥ বিদ্যমানে আমি তাঁরে সব সমর্পিব। পড়াইয়া সব গ্রন্থ পণ্ডিত করিব॥ এইরূপে পরস্পর সবার আনন্দ। জানিলেন উদ্ধারিব দীনহীন মন্দ॥ সেই হৈতে গোপালভট্টের নিয়ম হৈল। গলে ডোর বান্ধি সবে নিয়ম যে কৈল॥ এক দিন সভামধ্যে বাক্য উঠাইল॥ শ্রীনিবাসে আজি রাত্রে স্বপ্নে যে দেখিল॥ চৈতন্যদাসের ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে। জন্মমাত্র রাধাকৃষ্ণ নামের প্রচারে॥ আচাণ্ডাল উদ্ধারিব আনন্দিত মনে। পরস্পর এই সব দেখিল স্বপনে॥ এককালে সকলের হইল চেতন। দেখিল আনন্দস্বপ্ন বুঝিল কারণ॥ চিন্তিত হইলা সবে প্রভুর নিমিত্তে। অভিপ্রায় কিছু ইহার না পারি বুঝিতে॥ এইরূপে সচিন্তিত সনাতন রূপ। কবে আসিবেন শ্রীনিবাস প্রেমের স্বরূপ॥ নীলাচলে স্বরূপের উৎকণ্ঠিত মন। রাত্রি দিবা অমঙ্গল দেখেন স্বপন॥ এক দিন স্বরূপ বিরলে পাইল। শ্রীনিবাস কেবা প্রভুস্থানে নিবেদিল॥ তাঁর গুণ কহ প্রভু শুনি বিবরিয়া। শুনিলেই তাঁর গুণ আনন্দ হয় হিয়া॥ নাম শুনি স্বরূপের আনন্দ বাঢ়িল। সনাতনে পত্র লেখি পুনঃ নিবেদিল॥ সনাতন পত্র লিখি অপূর্ব্ব করিয়া। বুঝিল সকল কার্য্য তিঁহ ত পড়িয়া॥ এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র নিজ-ঘরে। পুত্রের নিমিত্তে বিপ্র পুরশ্চরণ

করে॥ সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে। স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌরবর্ণরূপে॥ জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র নাম শ্রীনিবাস। তাঁর দ্বারে হইবেক প্রেমের প্রকাশ॥ লক্ষ্মী-প্রিয়ার আজ্ঞা হৈল মস্তকে হাত দিয়া। জন্মিব অপূর্ব্ব পুত্র থাক আনন্দিত হৈয়া॥ প্রভুর হস্ত স্পর্শমাত্রে প্রেমে মত্ত হৈলা। চেতন পাঞা লক্ষ্মীপ্রিয়া কান্দিতে লাগিলা॥ অশ্রু কম্প পুলক দেখি হইলা অস্থির। প্রেমপূর্ণ হইল লক্ষ্মীপ্রিয়ার শরীর॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে আচার্য্য হও সাব-ধান। আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান॥ হাসে কান্দে নাচে গায় এই দশা হৈল। ঘুচিল সকল দুঃখ তোমারে কহিল॥ আমারে ছাড়িয়া তুমি কোথাও না যাবা। ঘরে নামসঙ্কীর্ত্তন কর রাত্রি দিবা॥ আচার্য্য কহেন নিদ্রা কেমনে হইব। নাহিক ঘরেতে ধন কেমতে খাইব॥ লক্ষ্মী-প্রিয়া কহে বড় পাইলাম ধন। ঘুচিল দারিদ্র্য তোমার সফল জীবন॥ রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপহতি। তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পিরিতি॥ গ্রাম ছাড়ি জমীদার ছিল অন্য গ্রামে। সেই উপহতি গেল আসিব নিজ-স্থানে॥ প্রবেশ করিতে প্রেমে আনন্দহৃদয়। অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥ যাবৎ পর্য্যন্ত লোক বলে দুর্গা শিব। এবে কৃষ্ণনাম বিনা নাহি লবে জীব॥ তাঁহা এক প্রাচীন বিপ্র বড় দুরাচার। জমীদারের কর্ণে সেই কহে অবিচার॥ গ্রাম উজাড় হয় ভাই এ নাম শুনিয়া। গ্রামী-লোক বারণ করুক কহিল আসিয়া॥

শিব দুর্গা বিনা আর কেহ যদি বলে। ঘর দ্বার লুটি নিব রাখে কোন্ বলে॥ কোটাল ঢুলিয়া আনি কহে দুর্গাদাস। "শিব দুর্গা" বোল, নহে হবে সর্ব্বনাশ॥ ঢুলিয়া ঢোলেতে বাড়ি প্রথমে ত দিল। "রাধাকৃষ্ণ" শব্দ ঢোলে বাজিতে লাগিল॥ শিশুগণ নাচে প্রেমে বলে রাধাকৃষ্ণ। স্ত্রীগণ নাচয়ে মনে হইয়া সতৃষ্ণ॥ ঢোলের শব্দেতে সব লোক মত্ত হৈলা। রাধাকৃষ্ণ বলি লোক নাচিতে লাগিলা॥ নাচে কান্দে হাসে ঢুলি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। নাচয়ে বালকগণ পড়য়ে ঢলিয়া॥ ঢোলের শব্দেতে সর্ব্বলোক মত্ত হৈল। বালকের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে লাগিল॥ নাচিতে নাচিতে গেলা চৈতন্যদাস-ঘরে। জমীদার দেখি বিপ্র কাতর অন্তরে॥ মান্য করি তাহারে আসনে বসাইলা। কি করিব কি বলিব অস্ত ব্যস্ত হৈলা॥ আদর করিয়া লোক বিদায় করিল। আদর করি দুর্গাদাসে স্নান করাইল॥ ভক্ষ্য সামগ্রী বহু আসিয়া মিলিল। দুর্গদাস কাছে আচার্য্য আনিয়া ধরিল॥ সামগ্রী দেখি দুর্গাদাস হইল আনন্দ। দরিদ্র-ঘরে দ্রব্য দেখি হাসে মন্দ মন্দ॥ ভক্ষণ করিল রায় আচার্য্যের ঘরে। শয়ন করি রহিলেন আনন্দ-অন্তরে॥ নিশাভাগে হয় খোল করতালের ধ্বনি। নিদ্রায় পীড়িত তনু শব্দমাত্র শুনি॥ চেতন হইল আর শুনিতে না পায়। মূর্চ্ছিত হইল রায় পড়িল তথায়॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া বলে আচার্য্য হও সাবধানে। গৌরবর্ণ দুই শিশু নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥ গৌরবর্ণ দুই শিশু একত্র হইয়া। ধরিলা চরণ শিরে হাসিয়া

হাসিয়া॥ আজ্ঞা হৈল দশ মাস থাক সাবধানে। পুনরায় নাচিব আমি তোমার অঙ্গণে॥ দুর্গাদাস শয্যায় বসি করয়ে দর্শনে। শুনিল সকল কথা দেখিল স্বপনে॥ প্রেমে মত্ত হৈল রায় ফুকরিয়া কান্দে। পড়য়ে ধরণীতলে স্থির নাহি বান্ধে॥ অস্তে ব্যস্তে আচার্য্য ধরিয়া কৈল কোলে। ধৈর্য্য হও রায় শান্ত হৈয়া তারে বলে॥ জানি নাহি কি শব্দ শুনিল মুঞি কাণে। চেতন হইল জানি গেল কোন স্থানে॥ আচার্য্য কহে স্বপ্নে দেখিলুঁ দোঁহার স্বভাব। নিদ্রাভঙ্গ হৈল কাঁহা গেল হেন লাভ॥ রায় কহে স্বপ্ন নহে তুমি কেন ভাঁড়। দয়া করি কহিবেন সুখ পাব বড়॥ আচার্য্য কহেন রায় তুমি বড় ধীর। স্বপ্ন দেখি তুমি কেন হইলা অস্থির॥ রায় কহে স্বপ্ন নহে সাক্ষাৎ দেখিল। পাইয়া বিধাতা মোরে বঞ্চিত করিল॥ রায় কহে আচার্য্য করিয়ে নিবেদন। পাসরিল নিজ-ইষ্ট না বুঝি কারণ॥ স্বপ্ন দেখি নিজ-ইষ্ট আমি পাসরিল। রাধাকৃষ্ণ নাম মোর দেহে প্রবেশিল॥ ইষ্টত্যাগে মরণ হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। শাস্ত্রে শুনিয়াছি বাক্য ইথে নাহি আন॥ আচার্য্য কহে রায় তুমি বড় বিজ্ঞ হয়। বুঝিয়া করিবে কার্য্য যাহা মনে লয়॥ রায় কহে লোকমুখে শুনিয়াছি কথা। নবদ্বীপে গৌররূপে জন্মিল বিধাতা॥ সেই ত বিধাতা মোর হৃদয়ে পশিল। প্রবেশিয়া রাত্রে নিজ-ইষ্ট পাসরাইল॥ সেই ত বিধাতা তোমার নাচিল প্রাঙ্গণে। দুই জন গৌরবর্ণ দেখিল স্বপনে॥ কি কার্য্য করিব আমি যুক্তি দেহ তুমি। আচার্য্য

কহে তুমি রাজা আশ্রিত যে আমি॥ রায় কহে সব বৃত্তান্ত তোমারে কহিল। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র লব মোর মনে হৈল॥ এত বলি রায় নিজ-বাসাকে গমন। এখন যোগ্য স্থানে গুরু করিতে হৈল মন॥ যোগ্য স্থান বুঝি রায়ে উপদেশ কৈল। গর্ব্বেতে প্রবেশমাত্র এত ফল হৈল॥ হেন শ্রীনিবাস পায়ে মোর নমস্কার। গর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ নামে ভাসাইল সংসার॥ নবদ্বীপে সর্ব্বজীবে নারিল লয়াইতে *। গর্ব্বে শ্রীনিবাস লয়াইল চাকন্দিতে॥ সাক্ষাতে পাষণ্ডিগণ কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীনিবাসদ্বারায় প্রভুর এতেক উদয়॥ হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে। না মানিয়া দুই ভাই করি বিষভোগে॥ ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্য নিতাই। এ হেন দয়ার ঠাকুর কভু দেখি নাই॥ এথায় লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য আনন্দিত। প্রেমেতে দোঁহার দেহ হইলা পূরিত॥ যে যথা পায় দ্রব্য সেই দেয় আনি। দারিদ্র্য ঘুচিল সব আনন্দিত প্রাণী॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হৈল। শুভক্ষণ করি বালক ভূমিষ্ঠ হইল॥ বৈশাখ-পূর্ণিমা শুভ দিন শুভক্ষণ। দেখিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রের বদন॥ প্রবেশ করিল আচার্য্য ঘরের ভিতর। পুত্র-মুখ দেখি বড় আনন্দ-অন্তর॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার। অন্তরীক্ষে দেব করে মঙ্গল উচ্চার॥ নারীগণ দেয় মঙ্গল হুলাহুলি। বৃদ্ধ বালক নাচে দিয়া করতালি॥ হাম্বারবে গাভীগণ

* অর্থাৎ মহাপ্রভু।

বৎসসঙ্গে ল'য়া। উচ্চপুচ্ছে ফিরে তৃণ মুখেতে করিয়া॥ গ্রামের লোক যৌতুক থালিতে ভরি আনি। দিছেন সকল লোক আনন্দ বড় মানি॥ দুর্গাদাসরায় বাদ্য ভাণ্ড সঙ্গে করি। আইলা আচার্য্য-গৃহে মঙ্গল উচ্চারি॥ আসিয়া প্রাঙ্গণে বহু নৃত্য আরম্ভিল। ব্রাহ্মণেরে বহু দ্রব্য বিতরণ কৈল॥ রাধাকৃষ্ণ শব্দ বিনু অন্য নাহি শুনি। বোল বোল বলিয়া হইল আকাশবাণী॥

আজুক আনন্দের নাহিক ওর *। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥

এই পদ গাওইয়া নাচিতে লাগিল। আনন্দে অবধি নাই দিন শেষ হৈল॥ নিজগণ সঙ্গে রায় গেলা নিজ বাড়ী। ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের হৈল হুড়াহুড়ি॥ পুত্রের কল্যাণে ব্রাহ্মণে নিবেদিল। ঘরে ধন ছিল আগে আনিয়া ধরিল॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্য-ঠাকুরের জন্ম বর্ণন নামক প্রথম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

* "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর" ইহাই পাঠান্তর॥

দ্বিতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়। জয় জয় লক্ষ্মীপ্রিয়া করুণহৃদয়॥ জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা যাঁর প্রাণধনে॥

"পুত্র জন্ম শুনি লোক, পাসরিল দুঃখ শোক, দেখিবারে চলে নরনারী। রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়, পঙ্গু জড় অন্ধ ধায়, গৃহ পুত্র সকল পাসরি॥ আচার্য্য যাইয়া ঘরে, আনন্দে নয়নভরে, দেখি পুত্রের সে চান্দবদন। নয়নে গলয়ে নীর, নিরখিয়া অস্থির, নিছিয়া নিছিয়া * দেয় প্রাণ॥ দেখিয়া আসিতে নারে, সে দুটি নয়ন ঝরে, ধন্য মাতা ধরিল উদরে। গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা, তুলনা নাহিক দিবা, ডুবিলেন প্রেমের সাগরে॥ নাচয়ে নর্ত্তকীগণ, নর্ত্তকাদি যত জন, নাচে গায় সুমধুর স্বরে। ভাট লোক পড়ে কত, কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত, পুলকিত তনু হর্ষ-ভরে॥ মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি ঢোল, বাজনার উতরোল, করতাল পাখোয়াজ বাজায়। মহুরি পিনাক † বাজে, ডম্ফ সপ্তস্বরা গাজে, ধ্বনিতে আকাশ ভেদি যায়॥ আপনাকে ধন্য মানে, অন্ধ বধির জনে, সেহ বিধি করমে নিন্দন। দেখিতাম নয়ন-ভরি, হেন দুঃখে প্রাণে মরি, অরে বিধি তুহুঁ নিকরুণ॥ ইহা

---

* নিছনি করিয়া করিয়া যেন প্রাণ উপহার দেয়॥

† পিনাক—শূলাস্ত্র॥

বলি নাচে গায়, কান্দে ভূমে গড়ি যায়, রাধাকৃষ্ণ বলি উল্লসিত" †। লক্ষ লক্ষ ধায় লোক, তেজি ভয় দুঃখ শোক, ধায় কত বিষয়ী পণ্ডিত॥ আনন্দে পূরিল দেহ, ধনধান্যে পূরে গেহ, প্রেমে সভে হইল মূর্চ্ছিত। শ্রীনিবাস জন্ম এই, তোমারে কহিল ভাই, শুনে যেই সফল জীবনে। নিত্যানন্দদাসগানে, বিথারিব প্রেমধনে, নিজ-তনু করিতে শোধনে॥

শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের জন্মোৎসব বর্ণন নামক দ্বিতীয় বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

---

† " " এই চিহ্নে বেষ্টিত অংশ দুই খানী পুস্তকে নাই॥

তৃতীয় বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য আচার্য্য জয় জয়। জয় জয় লক্ষ্মী-প্রিয়া করুণহৃদয়॥ জয় জয় শ্রোতাগণ শুন সাবধানে। রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা যাঁর প্রাণধনে॥ আপনার ব্যতিক্রমে লিখি একবার। কৃষ্ণভক্ত-জন পায়ে মোর নমস্কার॥ বিদ্যা নাহি পড়ি ভক্তিগুণের নাহি লেশ। তবে যে লিখিয়ে করুণাসমুদ্র আদেশ॥ মোর যত ভক্তগণ অবনী বিহরে। মোর সঙ্গে অবতীর্ণ সমগুণ ধরে॥ কেহ রাধাকৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন। কেহ গৌরলীলা-শাস্ত্র কৈল প্রকটন॥ কৃষ্ণের ভক্তের গুণ যেবা জন লিখে। আনন্দিতচিত্তে কৃপা করিয়ে তাহাকে॥ আমা অন্তর্দ্ধানে প্রেম হবে অবনীতে। তোমায় কহি তাঁর গুণ লিখিয়া বর্ণিতে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দুই মহাশয়। এ দোঁহার গুণ লিখি করি অতিশয়॥ এ দোঁহার গুণ লিখ যে ভজনরীতি। প্রেমবিস্তার কৈল যেন দোঁহা-রূপে ক্ষিতি॥ বর্ণনের লেশ নাহি জানি কোন কালে। তবে যে লিখিয়ে দুই প্রভুর আজ্ঞাবলে। শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে যার আশ। তার আজ্ঞা হৈল গুণ করিতে প্রকাশ॥ মোর প্রাণ শ্রীনিবাস জীবন নরোত্তম। এ দোঁহার গুণ লিখি করিয়া যতন॥ আজ্ঞা-অনুসারে লিখি যে স্ফুরয়ে কথা। বৈষ্ণব-গোসাঞি দোষ না লবে সর্ব্বথা॥ ছয় মাস আচার্য্য কোথাও

না হৈলা বাহির। পুত্রের প্রভাব দেখি আছয়ে সুস্থির॥ আনন্দ হইল দোঁহার পুত্রমুখ দেখি। পুত্রের পালন করে হৈয়া মনে সুখী॥ অন্নপ্রাশনকাল উপস্থিত হৈল। দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন সুদৃঢ় করিল॥ শুভক্ষণ করি প্রসাদ দিল পুত্রমুখে। আনন্দ হইল দোঁহার পুত্র করি বুকে॥ চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইল। বিধিমত ক্রিয়া করি যজ্ঞসূত্র দিল॥ অরুণবসন্ত্র অঙ্গে ঝলমল করে। দেখিয়া ত পিতা মাতা আনন্দ-অন্তরে॥ তৃতীয় দিবসে ঠাকুর উৎকণ্ঠা হইল। পাঠবাদ হইল ঘরে কান্দিতে লাগিল॥ এই কালে বিদ্যানিধি-পণ্ডিত উপস্থিত *। পাঠবাদ শুনি বড় আনন্দিতচিত॥ বিদ্যাবিষয়ে বালকের এত অভিলাষ। বিদ্যাতে প্রবীণ বুঝি হবেন শ্রীনিবাস॥ এক দিন রাত্রিকালে দেখিল স্বপনে। শীঘ্র পড় শ্রীনিবাস যাবে বৃন্দাবনে॥ গৌড়দেশ চৈতন্যের অতিপ্রিয় হয়। ইহাতেই লীলাগ্রন্থের করাবেন উদয়॥ তিন দিবস পাঠবাদ কেন কর তুমি। পিতা মাতার বাক্যে পাঠ পড়াইব আমি॥ এ বাক্য অন্যথা যদি তুমিহ করিবে। যে পড়্যাছ বিদ্যা তাহা মনে না পড়িবে॥ রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে। অতএব বিদ্যা গেল না যান পড়িবারে॥ সুবিস্মিত লক্ষ্মীপ্রিয়া আচার্য্য হইল। কিরূপে বা জন্ম কিছু বুঝিতে নারিল॥ রাধাকৃষ্ণ নাম সদা জিহ্বাতে উচ্চারে। অতএব বিদ্যা গেল আনন্দ-

* ইহাঁর নিবাস যাজিগ্রাম॥

অন্তরে॥ ঘরে বসি শ্রীনিবাস কিবা কহে কথা। পণ্ডিত না হৈলু ভাবক মনে এই ব্যথা॥ কৃষ্ণের করুণা কিছু না পারি বুঝিতে। পড়িয়া পাণ্ডিত্য তার এমন চরিতে॥ অতএব যাজিগ্রামে বাস না করিব। বিদ্যার নিমিত্ত অন্য দেশে আমি যাব॥ দশ দিন ব্যতিরেক মাতা আজ্ঞা কৈল। পড়িবারে যাও বাপু পাঠ বাদ হৈল॥ যে আজ্ঞা বলিয়া পুস্তক হাতেতে করিয়া। শ্রীনিবাস গুরু-স্থানে উত্তরিলা গিয়া॥ ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাস কহে অপরূপ। দেখিতে আনন্দ পাই তোমার স্বরূপ॥ শুন শুন শ্রীনিবাস করি নিবেদন। বিদ্যা স্ফূর্ত্তি নাহি তুমি আইলা কি কারণ॥ আমার সকল বিদ্যা তুমি কৈলে চুরি। শূন্যদেহ আছি আমি নিবেদন করি॥ তোমার চরিত্র কিছু বুঝিতে নারিল। সরস্বতী প্রতিকূল বুঝি মোরে হৈল॥ লজ্জিত হৈয়া শ্রীনিবাস গুরুকে নমস্করি। উঠিল ধনঞ্জয় ভয়ে হায় হায় করি॥ বিশেষে লজ্জিত আর দ্বিগুণ বাড়িল। বিমনা হইয়া পুস্তক বান্ধিয়া চলিল॥ পিতা মাতা এত কথা কিছুই না জানে। পাঠবাদ-দুঃখে শয়নে আছেন নির্জনে॥ রন্ধন প্রস্তুত হৈল বালক নাহি ঘরে। প্রয়াস করিতে গেলা কাতর অন্তরে॥ পণ্ডিত কহেন তিঁহ অনেক ক্ষণ গেলা। উদ্দেশ না পাঞা বড় ব্যাকুল হইলা॥ ঘরের ভিতরে যাঞা হইলা প্রবিষ্ট। দেখেন পুস্তক হাতে নিদ্রাতে আবিষ্ট॥ পিতৃবাক্য শুনি লজ্জায় কিছু না বলিলা। "অন্ন দেহ মাতা" বলি হাসিতে লাগিলা॥ ভোজন করি

শ্রীনিবাস কৈল আচমন। হাসিতে হাসিতে পুন করিল শয়ন॥ আচম্বিতে দৈববাণী ঘরমধ্যে শুনি। সকল বিদ্যা স্ফূরিবেক এই হৈল ধ্বনি॥ সরস্বতী হই আমি চৈতন্য আজ্ঞাতে। স্বপ্ন-চ্ছলে আইলাম তোমাকে বিদ্যা দিতে॥ চক্ষু মেলি চাহেন মনুষ্য নাহি ঘরে। হইব অনেক বিদ্যা দেবতার বরে*॥ হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন সুখে। দাঁড়াইলা পিতা মাতা দুঁহার সম্মুখে॥ আইস আইস বাপ হের করি কোলে। পাঠবাদ নিমিত্ত নহে চুম্ব দিয়ে গালে॥ এই হৈতে পাঠবাদ না পড়িল আর। তাহা ছাড়ি রাধাকৃষ্ণনামের সঞ্চার॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যা-নন্দ দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের পাঠবাদ বর্ণনময় তৃতীয় বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

---

* বর অবশ্যই ফলে, আশীর্ব্বাদ অনিশ্চিত॥

চতুর্থ বিলাস ॥

প্রাতঃকালে শ্রীনিবাস স্নান করিতে। সরকারঠাকুর সঙ্গে দেখা হৈল পথে ॥ গাজিপুর হৈতে ছুঁহে খণ্ডকে গমন। দেখিলা অপূর্ব্ব রূপ কনকবরণ ॥ প্রভুর চরণ স্মরণ আচম্বিতে হৈল। হেন বুঝি সেই মূর্ত্তি সাক্ষাৎ পাইল ॥ শ্রীনিবাস নাম তাঁর বিপ্রকুলে জন্ম। তেজ দেখি বালকের বুঝিলেন মর্ম্ম ॥ জিজ্ঞাসিলে নাম রূপ পাব পরিচয়। দণ্ডবৎ করি বালক দাণ্ডাইয়া রয় ॥ মধুর সম্ভাষণে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে। কিবা নাম হয় বালক কহ সুনিশ্চিতে ॥ নিবেদন করিয়া কহেন শ্রীনিবাস। চাকন্দিতে জন্ম হয় তোমার নিজ-দাস ॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি সুখ উপজিল। চৈতন্যের শক্তি দৃঢ় বিশ্বাস হৈল ॥ আইস আইস বাপু তোমায় করি কোলে। বক্ষে করি ভিজাইলা নয়নের জলে ॥ তোমার নিমিত্ত নিত্যানন্দ যে চিন্তিত। সাধ ছিল দেখা হৈল তোমার সহিত ॥ নাহি শুনি কারো মুখে নহে দরশন। না বুঝি ইহাতে আছে কত গূঢ় ধন ॥ বীরচন্দ্র ডাকি মোরে জাহ্নবা সাক্ষাতে। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাসে পাঠাহ ত্বরিতে ॥ জন্মিয়াছেন গঙ্গা-তীরে অতিশিশু হন। দেখা নাহি হয় তাঁর এই ত কারণ ॥ অনায়াসে চৈতন্য এই পথে মিলাইলেন। তোমাদ্বারে বৃন্দাবনে লীলা প্রকাশিবেন ॥ এবে কার্য্য নাহি সব জিজ্ঞাসিয়ে আর। তোমার সহ খণ্ডে

সুখ হইল আমার ॥ খণ্ড হৈতে গমন হইল গঙ্গা হৈতে পার। মাতা পিতা দুঃখী বড় গৃহে আপনার ॥ ঘরে যাইয়া বালক অস্থির হৈল প্রেমে। হাসে কান্দে নাচে গায় ঘন পড়ে ভূমে ॥ ফুকরি ফুকরি কান্দে অতি উচ্চস্বরে। রোদন উঠিল বড় আচার্য্যের ঘরে ॥ কেন বা হইল হেন কিছুই না জানি। জিজ্ঞাসিলে অধিক কান্দে উড়িল পরাণি ॥ রোদন শুনিলেন আচার্য্য বাড়ির ভিতরে। দেখিলেন পুত্র কান্দে কাতর অন্তরে ॥ জিজ্ঞাসিল কেন পুত্র করহ রোদন। স্থির করি কেনে কান্দ না বুঝি কারণ। একে একে গ্রামের লোক সঙ্ঘট্ট হইল। দেখিয়া বালকের চেষ্টা হাহাকার কৈল ॥ তার মধ্যে ছিলা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ধৈর্য্য কর শুন ইহার কহিয়ে কারণ ॥ খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরমহাশয়। স্নান কালে বালক সনে পথে দেখা হয় ॥ তাঁর দর্শনে বালকের এই দশা হৈল। চিন্তা নাহি ধৈর্য্য ধর স্বরূপে কহিল ॥ নরহরি নাম শুনি বালক হাসিল। বিপ্রের কথাতে কিছু বাহ্য প্রকাশিল ॥ কিন্তু সেই দিন হৈতে আর দশা হৈল। চৈতন্যবিরহ-ব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল ॥ চৈতন্যপ্রভুর নাহি হৈল দরশন। নিত্যানন্দ-প্রভুর নাহি দেখিল চরণ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য রূপ আর না দেখিল। স্বরূপ রায় সনাতন রূপ না পাইল ॥ ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন ॥ ঊর্দ্ধমুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ। পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখ-বাদ ॥ সে কালে আকাশ-বাণী হইল গগনে।

"প্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে॥ তোমাদ্বারে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রচার। চৈতন্যের আস্বাদ্য তুমি ভাসাবে সংসার॥ বৃন্দাবনে রসশাস্ত্র রূপ সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥ ভবিষ্য—চৈতন্যগোসাঞি তোমার নিমিত্তে। দুই ভাই পাঠাইলা গ্রন্থবর্ণন করিতে॥ দুই ভাই সচিন্তিত আছেন বৃন্দাবনে। শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশনে॥ বিলম্ব হৈলে দুই ভাই দর্শন না হৈবে। বৃন্দাবনে গেলে দুঃখ অধিক বাড়িবে॥ পিতা মাতার মনে দুঃখ এ বড় সংশয়। ইহাতে সহায় যদি করেন মহাশয়॥" ক্ষণেক স্থগিত হইল লোক গেল ঘর। সুস্থ দেখি সুখী পিতা মাতার অন্তর॥ পিতার হৃদয় বুঝি শ্রীনিবাস হাসিলা। ক্ষুধা লাগিয়াছে বড় খাইতে চাহিলা॥ আনন্দ হইল বড় পুত্রের বচনে। স্নেহরূপে বহু দ্রব্য করাইলা ভক্ষণে॥

পিতা মাতা বিদ্যমানে কেমনে ছাড়িব। বিশেষে বালক আমি বৃন্দাবনে যাব। চৈতন্য করুণা অতি হয় গাঢ়তর। ঘুচিল সকল দুঃখ আনন্দ অন্তর॥ আচম্বিতে চৈতন্যদাসের দেহে জ্বর হৈল। সপ্তদিবসের মধ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল॥ পিতার বিয়োগে পাইলেন বড় দুঃখ। মাতার ক্রন্দন দেখি শুখাইল মুখ॥ অপুত্রের পুত্র প্রভু দিল শ্রীনিবাস। হইল বিয়োগ বড় না পূরল আশ॥ অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে। অল্পকালে এত দুঃখ দিলা বালকেরে॥ ক্ষীরকণ্ঠ বালক মোর কেমনে দিন যাবে। আপনা বলিতে নাই

মোর কি হইবে॥ অরে শ্রীনিবাস তোর্ বাপ কোথা গেল। কিরূপে কাটিব কাল অনাথ হইল॥ মায়ের করুণা দেখি শ্রীনিবাস কাতর। পিতা পিতা করি ক্রন্দন করিল বিস্তর॥ কার নিকটে ছাড়ি আমা গেলা বা কোথা রে। এত স্নেহ করি ঠাকুর ছাড়ি গেলা মোরে॥ এইরূপে অনেক বিলাপ করি গঙ্গাতীরে। বিধিমত ক্রিয়া করি অস্থি দিলা নীরে॥ গৃহেতে আসিয়া বহু করিল ক্রন্দন। লক্ষীপ্রিয়া প্রবোধিতে আইলা নারীগণ॥ শুন শুন ঠাকুরাণী কেনে শোক কর। আপনার পুত্র দেখি সকল সম্বর॥ কি দিব প্রবোধ শুন ধৈর্য্য কর মনে। পুত্র দেখি পাসরহ না কর ক্রন্দনে॥ এই কালে আকাশবাণী হইল গগনে। "কেনে শোক কর আই চিন্তা কর কেনে॥ বালকের গুণ তুমি নাহি জান কিছু। যাজিগ্রামে গেলে সব জানিবেন পাছু॥ দুহাঁর নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনে রূপদ্বারা কৈল গ্রন্থের আরম্ভ॥ পুত্র রাখিতে যত্ন কর, শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া। মিছা শোক না করহ ধৈর্য্য কর হিয়া॥" স্বামির নিমিত্ত সব শোক গেল দূর। শ্রীনিবাস লাগি বুকে শোকের অঙ্কুর॥ লোকাচার ব্যবহার-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করি। যাজিগ্রাম দেখিয়া দেখিল নরহরি। উৎকণ্ঠা হইল বড় ছাড়ি এই গ্রাম। যাজিগ্রামে মাতা রাখি যাব অন্যস্থান॥ রাত্রিতে আছিলা গ্রামে করিয়া শয়ন। স্বপ্নে চৈতন্যের আজ্ঞা হইল যাহ বৃন্দাবন॥ চেতন হইল তবে

স্বপন দেখিয়া। শীঘ্র কেমনে যাব আমি ইহাঁকে ছাড়িয়া॥ বিশেষতঃ উপাসনা না হয় আমার। বৃন্দাবন যাবার মোর নাহি অধিকার॥ বিলম্ব অতিভাল নহে যাইয়া বাসা করি। যেই যুক্তি দেন মোরে ঠাকুর-নরহরি॥ কতক দিবস চাকন্দিতে বাস করি। আইলেন যাজিগ্রামে স্থান ত্যাগ করি॥ ফাল্গুন মাস পঞ্চমীতে করিলেন বসতি। গ্রামের জমীদার সনে সাক্ষাৎ সম্প্রতি॥ তেজ দেখি জমীদার করিল আদর। এই গ্রামে বাস কর করি দিয়ে ঘর॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব রূপ ভাগ্য করি মানে। আমরাহ ভাগ্যবান্ সার্থক জীবনে॥ এইরূপে কত দিন সেই গ্রামে স্থিতি। বাসনা হইল খণ্ড যাইতে সম্প্রতি॥ দেখিয়া করিল অতি স্থান মনোহর। গ্রামের পশ্চিম ভাগে আলয় সুন্দর॥ মাতা রাখি সেই গ্রামে খণ্ডকে গমন। বহির্দ্বারে বৃক্ষতলে শ্রীরঘুনন্দন॥ তেজ দেখি জিজ্ঞাসিল কি নাম তোমার। কোথা হৈতে আগমন কহ সমাচার॥ সম্প্রতি যাজিগ্রাম হৈতে আইলুঁ দরশনে। শ্রীনিবাস নাম হয় করি নিবেদনে॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা। বাহু পসারিয়া আসি আলিঙ্গন কৈলা॥ ঠাকুরের শ্রীমুখে ত শুনিয়াছি সব। দর্শনমাত্রেতে তোমার গেল সব ক্ষোভ॥ চল চল অহে ভাই ঠাকুরের কাছে। ইষ্টগোষ্ঠী পশ্চাৎ করিব দুহেঁ পাছে॥ হাতে ধরি লঞা গেলা ঠাকুরের পাশ। আইস আইস অহে বাপু বৈস শ্রীনিবাস॥ তোমার নিমিত্ত বীরচন্দ্রের লিখন। শ্রীনিবাসে শীঘ্র করি

পাঠাও বৃন্দাবন॥ দয়া করি অঙ্গেতে শ্রীহস্ত বুলাইলা। শ্রীহস্তপরশে অতিপ্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ নিকটে আছিলা নয়ানসেন মহাশয়। ধরাধরি করি নিল আপন আলয়॥ সে দিবসে তার গুরু-আরাধনা পিতৃবাসর। বৈকালে রঘুনন্দন সহিতে গেলা তাঁর ঘর॥ কহ কহ অহে নয়ান শ্রীনিবাস কোথা। আন, জিজ্ঞাসিব বৃন্দাবন যাবার কথা॥ এই কালে শ্রীনিবাস নরহরি দেখি। প্রণাম করিলা হাস্যমুখ দেখি সুখী॥ কহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের গমন। কিরূপে করিবা বাপু কহ বিবরণ॥ শুনহ ঠাকুর আমি নিবেদন করি। অনাশ্রয় আমি ইহা করিতে কি পারি॥ তোমার নিমিত্ত চৈতন্য আজ্ঞা কৈল ভট্টেরে। উপাসনা করাবেন অশেষ প্রকারে॥ রোদন করিয়া তিঁহ করে নিবেদন। বঞ্চনা করিয়া কেনে পাঠাও বৃন্দাবন॥ চাকন্দি হইতে আসি পাইল দর্শন। সেই কালে করিয়াছি আত্মসমর্পণ॥ ঠাকুর কহে সেই সত্য যে কহিলে তুমি। গোপালভট্ট তোমার গুরু কহিলাম আমি॥ প্রভু-আজ্ঞা অন্যথা করিতে নারি আমি। এথায় সম্প্রতি বাস সেবা কর তুমি॥ হরিনাম মহাপ্রভুর নিজশক্তি হন। বুঝিয়া ত ইহা তুমি করিবে গ্রহণ॥ এতেক শুনিয়া তিঁহ চলিলা বাসাতে। সরকারঠাকুর যে কহিলা, লাগিলা ভাবিতে॥ কার স্থানে হরিনাম করিব গ্রহণ। মনে মনে ভাবি রাত্রি কৈল জাগরণ॥ শেষ রাত্রে বাহ্য হৈল নিদ্রা শেষ হয়। কৃপা করি গৌরচন্দ্র তাঁহারে

কহয়॥ শুন শুন শ্রীনিবাস কেনে ভাব মনে। প্রেমরূপে জন্ম তোমার মোর প্রয়োজনে॥ আশ্রয়ের অপেক্ষা বা কেনে কর তুমি। প্রেমরূপে জন্ম তোমার কহিলাম আমি॥ বৃন্দাবন যাও তুমি বিলম্ব না কর। গোপালভট্টের পদ আশ্রয় যে কর॥ তৈলঙ্গদেশে জন্ম তাঁর * মোর প্রাণরূপ। এক আত্মা দেহভেদ সনাতন রূপ॥ যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ সনাতন। তুমি গেলে তোমারে করিবেন সমর্পণ॥ তোমার বিলম্বে তাঁরা আছেন চিন্তিত। কার্য্য সিদ্ধ হইল তুমি চলহ ত্বরিত॥ ভাবাবিষ্ট হৈয়া প্রভুকে করেন প্রণাম। শিরে হস্ত দিয়া কহেন পূরুক্ মনস্কাম॥ প্রভু অন্তর্দ্ধান কৈল নিদ্রাভঙ্গ হৈল। জাগিয়া ত শ্রীনিবাস মনে বিচারিল॥ প্রভুর আজ্ঞা হৈল মোরে যাইতে বৃন্দাবন। সরকারঠাকুরে যাঞা কৈল নিবেদন॥ এত ভাবি শ্রীনিবাস নরহরি-স্থানে। আসিয়া করিল তাঁরে প্রণাম স্তবনে॥ স্বপ্নে যে দেখিনু তাহা শুন মহাশয়। গৌরশরীর এক শিশু আসি মোরে কয়॥ যতেক দেখিল স্বপ্নে সকলি কহিল। তেঁহ কহে মহাপ্রভুর কৃপা যে হইল॥ আশীর্ব্বাদ কৈল হস্ত দিয়া তার মাথে। অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোতে॥ বীরচন্দ্র-নিকটে পত্র পাঠাইল আমি। শ্রীনিবাসে রাখিয়াছি আজ্ঞা দেহ তুমি॥ যেবা প্রত্যুত্তর আইসে করিব বিধান। তাবৎ এই স্থানে রহ মোর সন্নি-

* তৈলঙ্গদেশের বেলগুণ্ডি (বেলগুঁড়ি) গ্রাম নিবাসি বেদান্তি শ্রীবেঙ্কটভট্টের পুত্র এবং শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র॥

ধান॥ এইরূপে কত দিন খণ্ডে হৈল বাস। জগন্নাথ-দরশনে হৈল অভিলাষ॥ শ্রীভাগবত পড়িব বলি বড় সাধ আছে। জগন্নাথ দেখিব রহি পণ্ডিতের কাছে॥ যাইয়া তাঁহার স্থানে ভাগবত পড়িব। সটীক পড়িয়া আমি বৃন্দাবন যাব॥ এই মনে করি গেলা নরহরি-নিকটে। যে কিছু কহিলা বাপু এই সত্য বটে॥ আমি এক বৈষ্ণব দিয়ে সংহতি * তোমার। পত্র দিয়া কহিবে আমার সমাচার॥ নিবেদন পত্র দিলা বৈষ্ণবের হাতে। যাত্রা করি দোঁহে চলে জগন্নাথ-পথে॥ ক্রমে চলি উত্তরিলা জগন্নাথপুরী। জগন্নাথ দেখি আইলা গোপীনাথের বাড়ী॥ চৈতন্যবিরহে পণ্ডিত-গোসাঞি কাতর। কভু মূর্চ্ছা কভু হাস্য জড়িমা অন্তর॥ চৈতন্য নিত্যানন্দ বলি দণ্ডবৎ কৈলা। চৈতন্যনাম শুনি গোসাঞি ব্যাকুল হৈলা॥ কে তুমি কে তুমি বলি মিলিলেন চক্ষে। আইস আইস বাপু তোমায় করি বক্ষে॥ কি নাম তোমার বাপু কহ দেখি শুনি। শুনিলাম তোমার মুখে কি অপূর্ব্ব বাণী॥ নাম শুনাইয়া মূল্য লইলা আমারে। স্বপ্ন দেখিরাছি আমি বিরহ-অন্তরে॥ শ্রীনিবাস বলি এক আসিব গৌড় হৈতে। প্রেমরূপে জন্ম তাঁর হৈল চাকন্দিতে॥ চৈতন্যদাস পিতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদরে। রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচার হইবার তরে॥ সেই তুমি বট বাপু দেহ পরিচয়। জুড়াও শরীর মোরে কহত নিশ্চয়॥ সেই হঙ বলি পুনঃ হাসে মন্দ মন্দ। তুমি

* সংহতি—সঙ্গে॥

প্রভু মুঞি ছার ভাগ্যহীন মন্দ॥ ভাল হৈল আইলা বাপু দিলা পরিচয়। শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভু-আজ্ঞা হয়॥ শেষলীলাকালে প্রভু আমাকে কহিলা। শ্রীনিবাস আইলে শুনাবা কৃষ্ণলীলা॥ তাঁহার নিমিত্ত তুমি থাকিবে গোপীনাথে। বৃন্দাবনে পাঠাবে পত্র দিয়া তাঁর হাতে॥ শ্রীরূপ সনাতন দুই সহোদর। শাস্ত্রদ্বারে প্রকাশিলা প্রভুর অন্তর॥ সেই সব শাস্ত্র তুমি আনিবা গৌড়দেশে। প্রকাশিবা লীলাশাস্ত্র অশেষ বিশেষে॥ শ্রীভাগবত পড়াইতে প্রভুর আজ্ঞা আছে। অশ্রুজলে অক্ষর সব লুপ্ত হইয়াছে॥ আমার লিখন দিহ নরহরি-হাতে। নবীন পুস্তক এক দেন তোমার সাথে॥ তোমার নিমিত্ত প্রভুর আজ্ঞা বলবান্। বিলম্ব না কর সব কর সমাধান॥ রাধাকৃষ্ণলীলাকালে শ্রীগুণমঞ্জরী। সেই সে গোপাল-ভট্ট সমান মাধুরী॥ শিষ্য হব প্রভু বড় সাধ আছেমনে। গুণমঞ্জরী নাম শুনি উল্লাস শ্রবণে॥ মঞ্জরীকে প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে দেখি। নবদ্বীপে ঈশ্বরীজিউ স্থানে পাবে সাক্ষী॥ গোপীনাথের অধরশেষ করিলা ভক্ষণ। আজি শুভ দিন গৌড়ে করহ গমন॥ পথে বিলম্ব হৈলে না পাইবে দর্শন। চক্ষু মুদ্রিত করি বাক্য করিল শ্রবণ॥ কোথা গেলা প্রভু চৈতন্য কোথা নিতানন্দ। ক্ষণেকে রোদন করি হাস্য মন্দ মন্দ॥ বিরহবেদনা বহি নাহি স্মৃতি হয়। গোপীনাথ আছেন বলি মনে না পড়য়॥ বিরহপ্রলাপ দেহে বিবিধ বিকার। ঊর্দ্ধমুখ করি ক্ষণে করেন ফুৎকার॥ বিকার দেখি শ্রীনিবাস হৈল

চমৎকার। গৌড়দেশে গেলে দেখা না পাইব আর॥ প্রত্যুত্তর লইয়া করিল দণ্ডবৎ। দেশে যাত্রা কর যদি পড়িবা ভাগবত॥ পত্র লইয়া আইলা নরহরির নিকটে। সে দিবস বীরচন্দ্র-বাড়ীতে বহু সঙ্ঘট্টে॥ সেই কালে মহাশয় দণ্ডবৎ হৈলা। আজ্ঞা হৈল শ্রীনিবাস ভাল হৈল আইলা॥ এই পত্র আইল বৃন্দাবন হৈতে শুন। ভাগবত পড়িয়া যাত্রা কর বৃন্দাবন॥ পণ্ডিত-গোসাঞির আজ্ঞা পত্রে বেদ্য হৈল। যাদৃশী দেখিব তাহা সব নিবেদিল॥ বীরচন্দ্র-গোসাঞিকে পত্র শুনাইলা। ভাগবত পড়িতে যাই আজ্ঞা মাগিলা॥ বিলম্ব হইলে নাহি হবে দরশন। অবিলম্বে ক্ষেত্রে তুমি করহ গমন॥ পুনর্ব্বার সেই বৈষ্ণবঠাকুর সঙ্গে দিলা। গদাধর চৈতন্য বলি যাত্রা যে করিলা॥ যাজপুর পর্য্যন্ত শ্রীনিবাস গেলা উৎকণ্ঠাতে। অপ্রকটবার্ত্তা পাইল গ্রামে প্রবেশিতে॥ বার্ত্তা পাইয়া মূর্চ্ছা হইলা সেই স্থানে। ভয় পাইয়া সে বৈষ্ণব ধরিল চরণে॥ সম্বিৎ পাইয়া অনেক করিল প্রণাম। কার্য্যসিদ্ধি নহিল মোরে বিধি হৈল বাম॥ সেই রাত্রি সেই খানে হৈল উপবাস। ক্ষীণ-অঙ্গ দেখি বৈষ্ণবের হইল মহাত্রাস॥ কিরূপে লইয়া যাব গৌড়দেশ আমি। নিগ্রহ করিল ঠাকুর উড়িল পরাণি॥ অনেক শুশ্রূষা করি করাইল ভক্ষণ। নিবেদন করি গৌড়ে করেন গমন॥ কান্দিতে কন্দিতে পুনঃ আইলা গৌড়দেশে। বৈকালে শ্রীখণ্ডগ্রামে করিল প্রবেশে॥ দণ্ডবৎ করিয়া কহিল বিবরণ। হাহাকার করি অনেক করিলা রোদন॥ সে বিরহবিলাপ

কে বর্ণিবারে পারে। গুরুবৈষ্ণব-বিচ্ছেদদুঃখ যাহার অন্তরে॥ সেই দিন হৈতে পুনঃ আর দশা হইল। কিরূপে বৃন্দাবনে যাব উৎকণ্ঠা বাড়িল॥ প্রভাতে শ্রীখণ্ড ছাড়ি আইলা নবদ্বীপে। বৈরাগ্য করি রহিলা প্রভুর বাড়ীর সমীপে॥ পণ্ডিত-গোসাঞি বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। দুই চারি দিবসে অন্ন না দিল উদরে॥ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্তচিত্তে সহিষ্ণুতা না হয়। ছটাক্ তণ্ডুল পাত্র করয়ে সঞ্চয়॥ গঙ্গাতীরে তাহা নিয়া করয়ে রন্ধন। বিরহবেদনা অতি করয়ে ভক্ষণ॥ অষ্টাহ দিবসে অঙ্গ অতিক্ষীণ হৈলা। বংশীবদনদাস * সহ দেখা যে করিলা॥ কি নাম কোথায় থাক নাহি দেখি শুনি। গদাধরবিয়োগে এই স্থানে আছি আমি॥ শ্রীনিবাস নাম হয় যাজিগ্রামে ঘর। না পড়িলাম ভাগবত হৃদয় কাতর॥ গদাধর-পণ্ডিতস্থানে প্রভুর আজ্ঞা ছিল। পড়িতাম অভাগ্য মোর তাহা না হৈল॥ কহিতে কহিতে অতি উঠিল রোদন। সেই কালে ঈশানের হৈল আগমন॥ ঈশানের স্বভাব এই জীবে দয়া হয়। মহাভাগবত দেখি প্রেমের উদয়॥ অতিক্ষীণ দেখি তারে জিজ্ঞাসা করিল। দ্বিতীয় সঙ্গহীন দেখি সুখ বড় পাইল॥ বুঝিল চৈতন্যশক্তি বালকের হয়। ঈশ্বরীনিকটে মোর কহিতে উচিত হয়॥ ফিরিয়া আইলা ঘরে ঈশ্বরীনিকটে। এক অপূর্ব্ব বালক দেখিল গঙ্গাঘাটে॥ গদাধর-পণ্ডিত নামে সদাই রোদন।

* বংশীবদন, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরের আভাস॥

দ্বিতীয় নাহিক সঙ্গ সজল-নয়ন॥ তাহারে দেখিতে দয়া হইল আমার। অন্ন বিনা অতিক্ষীণ শরীর তাহার॥ আজ্ঞা হয় কিছু অন্ন দিই তারে আমি। পশ্চাতে আনিয়া তারে দয়া কর তুমি॥ দেহ যাই তণ্ডুল তারে যে উচিত হয়। চৈতন্য-অপ্রকটে বিরক্ত মনের সংশয়॥ ঈশান লইয়া গেলা সামগ্রী বিলক্ষণ। শ্রীনিবাসনিকটে গেলা আনন্দিত মন॥ শুন অহে বিপ্র এই সামগ্রী লইয়া। গঙ্গাতীরে পাক করি ভক্ষণ কর গিয়া॥ যে আজ্ঞা বলিয়া লইল প্রণাম যে করি। এথা সব বুঝিলেন আপনে ঈশ্বরী॥ তণ্ডুল দিয়া ঈশ্বরীর আনন্দহৃদয়। প্রেমরূপে জন্ম বুঝি বালকের হয়॥ তণ্ডুল লইয়া বিপ্র রান্ধিল যখন। সেই কালে পাঠাইলা বৈরাগী দশ জন॥ অন্ন প্রস্তুতকালে বৈরাগী আকার। ভক্ষণের কালে যাই হৈল সাক্ষাৎকার॥ বৈষ্ণব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। পাইয়া সবারে বহু সম্মান করিল॥ তাঁরা কহে আমরা বড় আছিয়ে ক্ষুধিত। অন্ন দেহ মহাশয় তবে পাই প্রীত॥ বড় দয়া করি আসি দিলা দরশন। প্রসাদ প্রস্তুত আসি করহ ভক্ষণ॥ অল্প অন্ন রন্ধন কৈলা আমরা অনেক। না হইব ক্ষুধাতৃপ্তি দেখি পরতেক॥ ক্ষুধাতৃপ্তি হবে আছে প্রসাদলক্ষণ। মণ্ডলীবন্ধনে বসিলা বৈষ্ণব দশ জন॥ এই মত সবারে করেন পরিবেশন। পাত্রে পাত্রে দেন অতি আনন্দিত মন॥ অর্দ্ধসের তণ্ডুলের অন্ন প্রসাদ করিয়া। এগার বৈষ্ণবে * পাইলেন আনন্দিত হইয়া॥ সে বার্ত্তা ঈশ্বরী

* শ্রীনিবাস সহিত এগার জন॥

শুনি ঈশানের দ্বারে। প্রেমরূপে জন্ম হৈল বুঝিল অন্তরে॥ এমন বালক-গুণ শুনিতে বড় সুখ। অবশ্য দেখিব আমি বালকের মুখ॥ নিশাভাগে গঙ্গাস্নানে দাসীসঙ্গে করি। দেখিলেন বালক অতি-প্রেমের মাধুরী॥ স্নান করি নিশা থাকিতে গেলা অন্তঃপুরে। বালক দেখিয়া হৈল আনন্দ অন্তরে *॥ কিরূপে আনিয়া তারে কথা জিজ্ঞাসিব। অন্য পুরুষের মুখ চাহি কেমনে পুছিব॥ প্রভুর শক্তি যদি হয় লজ্জা যাবে দূরে। তবে সে জানিব আছে করুণা প্রচুরে॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা ঈশানে বালক আনিবারে। কি কারণে দিবা-নিশি রোদন সে করে॥ ঈশান কহিল আসি শুন শ্রীনিবাস। ডাকেন ঈশ্বরী চল প্রভুর আবাস॥ ঊর্দ্ধবাহু করি অনেক নৃত্য আরম্ভিল। পণ্ডিত-গোসাঞির দশা হেন বুঝি হৈল॥ কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন ঈশানের পাছে। ভিতর প্রকোষ্ঠে যাই হইল সঙ্কোচে॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবিষ্ট হৈলা অন্তঃপুরে। নিকটে না গেলেন রহিলেন কিছু দূরে॥ ঈশান কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস। দণ্ডবৎ করেন তোমার হন প্রিয়দাস॥ অন্তঃপট দূর করি করিলা নিরীক্ষণ। আমার প্রভুর শক্তি বুঝিল কারণ॥ লজ্জা উপেখিয়া তাঁরে আপনে ডাকিলা। কি নিমিত্তে রোদন কর ভ্রমহ একলা॥ পণ্ডিত-গোসাঞির বাক্য কৈল নিবেদন। তাঁর দয়া হৈলে যাইতাঙ

---

* "অন্তঃপুরে" স্থানে "অন্তপুর" এবং "আনন্দ অন্তরে" স্থানে "করুণা প্রচুর" পাঠান্তর॥

বৃন্দাবন॥ নীলাচলে তাঁর মুখে শুনিল যেই কথা। না পড়িয়া ভাগবত জন্ম হৈল বৃথা॥ শুনিলাম প্রভুর আজ্ঞা যাইতে বৃন্দাবন। তাহা পূর্ণ নহিল পদে কৈল নিবেদন॥ গদাধর-নিমিত্ত এবে কান্দি নিরন্তর। অতএব প্রভুর শক্তি তোমার উপর॥ অল্প বয়স্ দেখি অতিসুকুমার। বৈরাগ্য কৈলে ঘর যাহ, ব্রাহ্মণকুমার॥ বৈরাগ্য কঠিন তাহা অতিবড় শক্তি। যোড়-হাত করি অনেক করিল বিনতি॥ আজ্ঞা হয় থাকি আমি চরণ-নিকটে। পরাণ যুড়ায় মোর এড়াই সঙ্কটে॥ সংসারে কেহ নাহি একা মাতা বিদ্যমান। কিরূপে বৃন্দাবন যাই তবে রহে প্রাণ॥ চৈতন্যের শক্তি বিনা এমন দয়া নহে। প্রবীণ হৈলে যাবে এবে উপযুক্ত নহে॥ এই আজ্ঞা পাইয়া থাক বাড়ীর বাহির। প্রসাদ-ভক্ষণ কর চিত্ত হউক স্থির॥ গৌরাঙ্গবিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়া কাতর অতি। দ্বিগুণ হইল শোক হইলা বিস্মৃতি॥ ঈশ্বরী তাঁরে ডাকি কহে শুনহ ঈশান। রজনী বহিয়া গেল হইল বিহান॥ ঈশান কহে রাত্রি যায় করিয়া ক্রন্দন। হা পণ্ডিত-গোসাঞি বলি কৈল জাগরণ॥ সে দিবস আর সাক্ষাৎ পুনশ্চ নহিল। দরশন-উৎকণ্ঠাতে রাত্রি দিন গেল॥ ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব। যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥ নবীন মৃৎভাজন আনি দুই পাশে ধরি। এক শূন্যপাত্র আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি॥ একবার জপে যোলনাম বত্রিশ অক্ষর। এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ-অন্তর॥ তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন

হরিনাম। তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥ সেই সে তণ্ডুলমাত্র রন্ধন করিয়া। ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রু-যুক্ত হৈয়া॥ রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সঙ্খ্যা যত। সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥ প্রভুর প্রেয়সী যেঁহ তাঁহার কি কথা। দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥ তাহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি। নাম লয়েন তাহে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি॥ নামের আভাসে যত পাপ যায় নাশ। মনোঽভীষ্ট বাড়ি যায় প্রেমের প্রকাশ॥ নাম কল্পবৃক্ষ হন এই ত নিশ্চয়। সঙ্খ্যা করি নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ নাম সত্য কলিযুগে কহিল তিনবার। অনাসক্ত জনে গৌরাঙ্গ করেন অঙ্গীকার॥ যতেক সাধন হৈতে শ্রেষ্ঠ এই হয়। বহু জন্মের ভাগ্য হৈতে জন্ময়ে প্রণয়॥ এইরূপে রাত্রি যদি তৃতীয় প্রহর গেল। হা চৈতন্য বলি ভূমিতে শয়ন করিল॥ রাত্রিশেষে সঙ্কীর্ত্তনে একত্রে দুই ভাই। নাচিতে নাচিতে কহে কোথা মোর আই॥ তোমার বধূ মোর শ্রীনিবাসে বহির্দ্বারে। রাখিয়া আনন্দে আছেন আপনার ঘরে॥ আমার যতেক কার্য্য শ্রীনিবাস লৈয়া। অভিরাম স্থানে পাঠাও ঈশান সঙ্গে দিয়া॥ চৈতন্যবিরহে রাত্রে নাহি নিদ্রালব। স্বপ্নামৃত বাক্য শুনি হইলা নীরব॥ ঈশান ঈশান বলি ডাকে দাসীগণ। নিদ্রাগত অতি ঈশান নাহিক চেতন॥ বহুক্ষণে ঈশানের চেতন হইল। ভয়ে অতি আপনাকে অধন্য মানিল॥ যোড়-হস্তে ঈশ্বরীর নিকটে আইলা। মোর কাছে শ্রীনিবাসে আন

আজ্ঞা দিলা॥ কুশাসনে শ্রীনিবাস করেন রোদন। উঠ উঠ বটু * শীঘ্র করহ গমন॥ অঙ্গণে দাঁড়ায়ে বহু করিল প্রণাম। আজ্ঞা হৈল ঈশানেরে দেখে অভিরাম॥ এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ-অঙ্গুলি। শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিল মাথে তুলি॥ চরণ-পরশে অতিপ্রেমাবেশ হৈলা। লোটাঞা ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা॥ শুন শুন অহে বাপু তুমি ভাগ্যবান্। তোমাতে চৈতন্যশক্তি ইথে নাহি আন॥ তবে শান্তিপুর যাই খড়দহ যাবে। আচার্য্যগোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে॥ খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ। তোমা পাইয়া জাহ্নবার হইবে আনন্দ॥ বিলম্ব না কর বড় যাও শীঘ্র করি। অনেক শুনিবে দেখিবে রূপের মাধুরী॥ সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন। সর্ব্বসিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ॥ দণ্ডবৎ করি উত্তরিলা শান্তিপুর। কোথা উত্তরিব হৈল ব্যামোহ † প্রচুর॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা আছে অদ্বৈত দেখিতে। কিবা রূপ আজ্ঞা হৈল না পারি বুঝিতে॥ ত্রয়োদশ বৎসর গোসাঞির অপ্রকট। অলক্ষ্য এই আজ্ঞা সন্দেহ পড়িল সঙ্কট॥ এই কালে আজানুবাহু প্রকাণ্ডশরীর। তেজ দেখি অতিকম্প হইলা অস্থির॥ নয়ন মিলিতে নারে পড়িলা ধরণী। আইস আইস শ্রীনিবাস তোমার বাক্যশুনি॥ অভিপ্রায় করিলা হেন অদ্বৈতগোসাঞি। দণ্ডবৎ করি জিজ্ঞাসিল এই ঠাঞি॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া গোসাঞি

* বটু—নবোপনীত ব্রাহ্মণকুমার॥

† ব্যামোহ—মোহ বা অজ্ঞান অর্থাৎ হতজ্ঞান হওয়া॥

কান্দিলা বিস্তর। কোথা গেলা চৈতন্য নিত্যানন্দকলেবর॥ কোথা গেলা পারিষদ স্বরূপ রামরায়। প্রেমে হস্ত দিল শ্রীনিবাসের মাথায়॥ আইস আইস শ্রীনিবাস জুড়াক জীবন। আলিঙ্গন করি স্নিগ্ধ হউক মোর মন॥ গোপালভট্ট পাঠাইল নিমিত্ত তোমার। হইবে তাহার দাস কহিল নির্দ্ধার॥ আমাকে ক্রোধ করি প্রভু তোমাকে জন্মাইল। নিজ-কার্য্য যত ইতি সব প্রকাশিল॥ বৃন্দাবনে পাঠাইল রূপ সনাতন। তাহা প্রকাশিতে কৈল তোমার জনম॥ গোপালভট্ট পাঠাইল তোমার নিমিত্তে। উপদেশ লইল তথা প্রেম প্রকাশিতে॥ আইস আইস বলি প্রভুর শক্তি সঞ্চারিয়া। জগৎ ভাসাইলা প্রেম বিস্তার করিয়া॥ তোমার নিমিত্ত এথা দিলাম দরশন। অন্যত্র কদাচ নাহি কর প্রকাশন॥ "খড়দহ যাঞা তুমি আনন্দ পাইবা। জাহ্নবার দর্শন করি বৃন্দাবন যাবা" *॥ তাঁহা হৈতে শ্রীরূপের পাইবা দর্শন। গোপালভট্টের যাই বন্দিবা চরণ॥ চৈতন্যকরুণা প্রেমে দেশ ভাসাইবা। অদ্বৈত গোবিন্দ বলি দুঃখ না ভাবিবা॥ তোমার যে প্রভু ইহা নাগরবর-দ্বারে। গণ দুষ্ট প্রেম-দ্বারে করিল সংহারে॥ আমার গণে এই বাক্য যে আনিব মুখে। চৈতন্য নিত্যানন্দ ছাড়া পাবে বড় দুঃখে॥ এত বলি অদ্বৈতচন্দ্র হৈলা অন্তর্দ্ধান। দর্শনবিচ্ছেদে অতি হৈলা অগেয়ান †॥ এই কালে

* " " এই চিহ্নিত স্থল কোন পুস্তকে নাই॥

† অগেয়ান—অজ্ঞান॥

সীতামাতা যান গঙ্গাস্নান। দেখেন বালক-রত্ন করেন রোদন॥ বাছা বাছা বলিয়া বালক লৈলা কোলে। সান্ত্বনা করিয়া অতিমধুর বাক্য বোলে॥ জিজ্ঞাসিল কে তুমি কান্দ কি কারণ। হেন বুঝি আমার প্রভুর পাইলা দর্শন॥ কহ দেখি অহে বালক কোথা তোমার ঘর। কি কারণে এথা আইলা কান্দহ বিস্তর॥ শ্রীনিবাস নাম মোর জন্ম চাকন্দিতে। ঈশ্বরী-জিউর আজ্ঞা তোমারে দেখিতে॥ শ্রীনিবাস নাম শুনি আনন্দহৃদয়। অচ্যুতানন্দ লিখন-ক্রমে হৈল পরিচয়॥ সাধ ছিল বড় বাপু তোমাকে দেখিতে। চৈতন্যকরুণা বড় দেখা হৈল পথে॥ গোপালগোসাঞি যান স্নান করিয়া। তাহারে দেখিয়া পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ যাবৎ না আসিয়ে আমি গঙ্গা-স্নান করি। তাবৎ ইহাঁরে রাখিবে যত্ন করি॥ সঙ্গে দিয়া সীতামাতা গেলা গঙ্গাস্নানে। তাবৎ আছিল গোসাঞি একত্র আসনে॥ স্নান করি শীঘ্র তাঁর গমন হইল। শ্রীনিবাস গোপাল দুই একত্রে দেখিল॥ সেই মতে লৈয়া গেলা ভিতর অন্তঃপুরে। অপূর্ব্ব বৈষ্ণব * পাঞা আনন্দ-অন্তরে॥ অদ্বৈত-অধরশেষ দিলা খাইবারে। পাক করিতে আমি যাই বৈস তুমি দ্বারে॥ রন্ধন প্রস্তুত করি ভোগ লাগাইল। আচমন দিয়া কৃষ্ণে শয়ন করাইল॥ আজ্ঞা হৈল গোপালেরে প্রসাদ

* এই বিলাসে পূর্ব্বে "বৈরাগ্য করি" ও "অপূর্ব্ব বৈষ্ণব" এবং ১৩ বিলাসে কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ, ইত্যাদিদ্বারা শ্রীনিবাসকে বেষধারী বৈষ্ণব বলিয়া বোধ হয়॥

পাইতে। শ্রীনিবাস একত্র লৈয়া বৈসহ ত্বরিতে॥ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব তারে আমি পরিবেশিব। সঙ্গে লৈয়া বৈস বাপু সুখ বড় পাইব॥ একত্রে বসিয়া লৈয়া করিতে ভোজন। প্রসাদ অধর-স্পর্শে পুলক সঘন॥ সীতার হস্তের পাক কৃষ্ণাধরশেষে। প্রেমের বিকার হয় অশেষ বিশেষে॥ সে রাত্রি আনন্দে বাস কৈল শান্তিপুরে। প্রাতে বিদায় হইতে গেলা সীতার গোচরে॥ এক নিবেদন করি শুন সাবধানে। অদ্বৈত গোবিন্দ শুনিল এ গ্রামে আগমনে॥ ইহার স্বরূপাখ্যান মাতা কহিবা আমারে। আজ্ঞা হয় যাই খড়দহ দেখিবারে॥ ইহা শুনিতে বালক কিবা আছে প্রয়োজন। আপনার কার্য্য কর, কর পর্য্যটন॥ আজ্ঞা হয় মাতা বড় শুনিতে সাধ হয়। দয়া করি কহিবেন হইয়া সদয়॥ বালকের স্বভাব সে, যে কথায় ধরে। সীতামাতা তাহা অন্যথা করিতে না পারে॥ স্থিরচিত্ত হৈয়া শুন অহে শ্রীনিবাস। শুনিতেই দৃঢ়চিত্তে করিবে বিশ্বাস॥ জগাই মাধাই দুই উদ্ধারের কালে। ক্রোধ করি গোসাঞি হরিদাস প্রতি বলে॥ যদি মোরে প্রেমযোগ না দেয় গোসাঞি। শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই *॥ নিত্যানন্দে ক্রোধ করি বাড়ীতে আইলা। জগদানন্দদ্বারে তর্জ্জা লিখি পাঠাইলা॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর ক্রোধ উপ-

---

* "রাখুক তোমার দেখি চৈতন্যগোসাঞি" এই অংশ কোন পুস্তকে পূর্ব্বার্দ্ধ। "রাখুক তোমার দেখি চৈতন্য আসিয়া। শুষিব শুষিব প্রেম প্রকৃতি হইয়া॥" ইতি পাঠান্তর। মূলের পাঠ দুই খানী পুস্তকেই আছে॥

জিল। নিত্যানন্দসঙ্গী রামাই সুন্দরাদি দিল (১)॥ কামদেব নাগর, দিলা মোর ঠাকুরেরে। ক্রোধ করি নাগর কহিল বাক্যদ্বারে॥ গৌড়দেশ আইলা প্রভু নাগর লৈয়া সঙ্গে। চালাইলা এক বাক্য প্রেমের তরঙ্গে॥ শুনিতেই মাত্র মোর ক্রোধ উপজিল। নাগরের মুখ আমি আর না দেখিল॥ স্বতন্ত্র করিনু আমি সেবক নন্দিনী। সেই বাক্য আমি আর কর্ণে নাহি শুনি॥ সব পুত্র লইল না লইল অচ্যুতানন্দ। গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসাইল নিত্যানন্দ॥ নাগরেরে গোসাঞি নিষেধ করিতে নারিল। তে কারণে এই গণ বিরুদ্ধ হইল॥ শুন শ্রীনিবাস মনে তাপ বড় পাই। পুত্রসঙ্গে বিরোধ করি ঘরে নিদ্রা যাই॥ চৈতন্যের দাসীপুত্র অচ্যুত সহিত। এই বাক্য না কহে যেই সম্বন্ধরহিত॥ আনন্দ হইল বড় শুনিয়া অন্তরে। পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস দণ্ডবৎ করে॥ মনের সন্দেহ মাতা সব ঘুচাইলা। দণ্ডবৎ করি সীতাস্থানে বিদায় হৈলা॥ শ্রীজাহ্নবাবীরচন্দ্র-পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের শ্রীখণ্ড, উৎকল, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর ভ্রমণাদি বর্ণনময় চতুর্থ বিলাস সম্পূর্ণ॥ * ॥

---

(১) নিত্যানন্দপ্রভু যখন অত্যন্ত দুরাচার জগাই মাধাইকে নবদ্বীপে উদ্ধার করেন, তদ্দর্শনে অদ্বৈতপ্রভু "মাদৃশব্যক্তির উদ্ধার হইল না" এই অভিপ্রায়ে স্বভাব সুলভ একটী উপহাস (তর্জ্জা) করেন যথা——

"হে হরিদাস! প্রভু যদি আমাকে প্রেমযোগ না দেন অর্থাৎ উদ্ধার না

পঞ্চম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। ভক্তি দেহ লিখি গ্রন্থ বাঞ্ছাসিদ্ধি হয়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ দেখহ বিলাস। দর্শন-মাত্রে আনন্দ হইলা শ্রীনিবাস॥ যেইক্ষণে খড়দহে প্রবেশ করিলা। প্রেমে মত্ত শ্রীনিবাস নাচিতে লাগিলা॥ বীরচন্দ্র-প্রভু আছে মাতার সমীপেতে। আচম্বিতে বীরচন্দ্র লাগিলা কাঁপিতে॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু হও সাবধান। কোন ভাগবতের বুঝি হৈল অধিষ্ঠান॥ হেন বুঝি চাকন্দির আইল শ্রীনিবাস। নহে বা কেমনে হয় দেহের উল্লাস॥ রাধাকৃষ্ণ নাম শুনি লোকের কোলাহল। প্রেমরূপে তাঁর জন্ম ধরে সেই বল॥ সর্ব্বত্র আনন্দ শুনি কেন হেন হয়। আনন্দ

করেন, তবে আমি নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর বিস্তীর্ণ প্রেমকে শুষিব অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া নষ্ট করিব। তাৎপর্য্য এই যে, শুষ্কজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া সুরস প্রেমকে নীরস করতঃ দূর করিব। "প্রকৃতি হইয়া" এই পাঠে প্রধান হইয়া বা জগতের মূল কারণ হইয়া কার্য্যকলাপের পরিবর্ত্তন করিব। (সাঙ্খ্যমতে যেমন প্রকৃতিই সকল কার্য্যের মূল)। এই সমস্ত উপহাসবাক্য বলিয়া নিত্যানন্দের উপর বাহ্যক্রোধ করতঃ অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে আসিলেন। নিত্যানন্দ এই তর্জ্জা নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট লিখিয়া জগদানন্দদ্বারা প্রেরণ করেন, মহাপ্রভু অদ্বৈতের ক্রোধ সত্য বলিয়া জানিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দের প্রেম-প্রচারে যাহাতে বিঘ্ন না হয়, এই জন্য রাঘবদাস ও সুন্দরানন্দাদিকে প্রেম-প্রচারের সহকারী করিয়া পাঠাইলেন এবং কামদেব, নাগর ও নন্দিনীপ্রভৃতি

জন্মিছে তেঞি সবার হৃদয়॥ আমার প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ হইলা। হেন বুঝি সে বালক গ্রামেতে আইলা॥ তত্ত্ব লও বাপু মোর হও সাবধান। নিশ্চিন্ত হইয়ে তবে জুড়ায় পরাণ॥ এই কালে ঈশান যাই কহিল সত্বরে। এক অপূর্ব্ব বালক আসি কান্দয়ে দুয়ারে॥ যাও যাও অহে বাপু ঈশান করি সাথে। দেখিলে জানিবে গুণ আমার সাক্ষাতে॥ নিত্যানন্দ বলিয়া বাহির প্রভু হৈলা। দেখিয়া বালক-শোভা আলিঙ্গন কৈলা॥ নবদ্বীপে শ্রীনিবাস বলি হইল স্মরণ। নামরূপ প্রেমাবিষ্ট কম্প ঘনে ঘন॥ দণ্ডবৎ বহুত করি চরণে পড়িলা। হাতে ধরি তুলি তবে নাম জিজ্ঞাসিলা॥ কি নাম তোমার হয় দেখিয়া আনন্দ। নাম শ্রীনিবাস হয় ভাগ্য অতিমন্দ॥ আইস আইস

কয় জনকে অদ্বৈতের নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ নাগরাদি অদ্বৈতের শিষ্য হইয়াও তৎপ্রতি ক্রোধ করিয়া আমাকে (নাগরকে) লইয়াই মহাপ্রভু গৌড়দেশে আসিয়াছেন অর্থাৎ আমিই প্রেমপ্রচারবিষয়ে কর্ত্তা। নাগরের ইত্যাদি অনেক গর্ব্ব ও ক্রোধপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অদ্বৈতপত্নী সীতা তাহাকে নিজের সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া দেন, ঐরূপ নন্দিনী, কামদেবপ্রভৃতি শিষ্যকেও নিজগণ হইতে বহির্ভূত করা হয়। ("নাগর অদ্বৈত" বলিয়া এক অদ্বৈতের পরিবার আছে, তাহা ঐরূপে পরিত্যক্ত বুঝিতে হইবে)। সীতাদেবী ও অদ্বৈত, অচ্যুতানন্দ নামক বৈরাগ্যাধর্ম্মাবলম্বী পুত্রের প্রতি সমধিক প্রীতি করিতেন, এমন কি, সীতা বলিতেন। "আমি যেন চৈতন্যের দাসী ও চৈতন্যের দাসীর পুত্র অচ্যুতের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাহার মতের যে অনুগামী নহে, সে আমাদের সম্বন্ধরহিত।" অচ্যুতই অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণমিশ্র, গোপালদাসমিশ্র ও বলরামমিশ্রপ্রভৃতি পুত্রগণমধ্যে অচ্যুত সংসারত্যাগী,

অহে বন্ধু বড় সুখ দিলা। অনায়াসে বিধি মোরে রত্ন মিলাইলা॥ হস্তে ধরি শ্রীনিবাসে বাড়ীর ভিতরে। যথা আছেন ঈশ্বরীজিউ লৈল অন্তঃপুরে॥ যে উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত আছেন ঈশ্বরী। অনায়াসে বিধি দিলা প্রেমের মাধুরী॥ বালক দেখিয়া বড় প্রেম উথলিল। চৈতন্য নিত্যানন্দ বলি ফুৎকার করিল॥ নবদ্বীপ বলি ঘন ছাড়েন নিশ্বাস। নিত্যানন্দের বিরহে বড় হইল উল্লাস॥ হস্তে ধরি বীরচন্দ্র ঈশ্বরীর সাক্ষাতে। শ্রীনিবাসে দেহ প্রেম সমর্পিলা হস্তে॥ বৃন্দাবন যাইতেছেন শীঘ্র আজ্ঞা কর। এই নিবেদন পুনঃ পুনঃ শক্তি সঞ্চার॥ শীঘ্র করি ইহঁ যদি যান বৃন্দাবন। তবে সে দর্শন পাবেন শ্রীরূপ-চরণ॥ বিলম্ব হইলে পথে দেখা না পাইবে। শীঘ্র গমন কৈলে দর্শন আনন্দে হইবে॥ শ্রীনিবাসে শীঘ্র গমনে আজ্ঞা হৈবে। লীলাগ্রন্থের অদ্ভুত সকল কহিবে॥ বিলম্ব না কর আর যাহ বৃন্দাবনে। আশ্রয় করহ গোপালভট্টের চরণে॥ আজ্ঞা হৈল বালকেরে করাহ ভক্ষণে। ঈশান-সঙ্গে দেহ অভিরামের লিখনে॥ সকল মঙ্গল সিদ্ধি চাবুক তোমার পাশে। তিন চাবুক অবশ্য যেন মারেন শ্রীনিবাসে॥ ঈশ্বরীর অবশেষ ছিল পাত্রভরি। তাহা আনি বীরচন্দ্রে

অপর পুত্রগণের বিবাহাদি হয় এবং তাঁহারা পিতার নিকটেই মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাহাদের বংশীয়গণ এখনও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত। অচ্যুতের মতেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। নাগর কামদেবাদি অদ্বৈতের শিষ্য হইলেও পরিত্যক্ত। নাগর শান্তিপুরে "অদ্বৈত গোবিন্দ" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত কৃষ্ণদাস-কৃত চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতের শাখাবর্ণন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে মীমাংসিত হইয়াছে। ইত্যলং শ্রীরাসঃ॥)

দিল হস্তে করি ॥ অধরের শেষ পাই প্রেম উথলিল। হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইল ॥ হাতে ধরি বীরচন্দ্র নিকটে বসাইল। তাঁর হস্ত স্পর্শে পুনঃ বাহ্যজ্ঞান হৈল ॥ শীঘ্র করি শ্রীনিবাস যাহ বৃন্দাবন। বিলম্ব হইলে রূপের নহিবে মিলন ॥ দণ্ডবৎ করি মহাশয় বিদায় হইলা। অভিরামের নিকটে তবে আসি উত্তরিলা ॥ পত্র দিয়া ঈশান তাঁরে করিলা প্রণাম। ঈশ্বরীর আজ্ঞা বালকেরে কর প্রেমদান ॥ কহ কহ ঈশ্বরীর মঙ্গল আখ্যান। আজ্ঞা অনুরূপ তাঁর করিল সমাধান ॥ শ্রীনিবাসে দেখি বড় মনের উল্লাস। দেখিলাম গৌড়দেশে প্রেমের বিকাশ ॥ ঈশানে আসন দিল বসিবার তরে। চাবুকের নাম শুনি আনন্দ-অন্তরে ॥ দেখিব ঈশ্বরী কেমন পাত্র পাঠাইলা। পরীক্ষা করিতে অষ্টকড়া কড়ি দিলা ॥ কিরূপে নির্ব্বাহ ইহাতে বালক করিব। বুঝিয়া বৈরাগ্য তারে চাবুক মারিব ॥ কড়ি হাতে করি অনেক করিল ভাবনা। কিরূপে ভক্ষণ করিব কোন দ্রব্য কিনা ॥ পরীক্ষা করিতে অষ্টকড়া দিলা হাতে। রন্ধন করিয়া চাহি ভক্ষণ করিতে ॥ বণিক্-ঘরে যাই সব সামগ্রী দেখিল। যথা অনুক্রম করি কিনিয়া লইল ॥ মূল্য করি কদলীর উদ্যানে যাইয়া। জলের নিকটে গেলা দ্রব্য সব লঞা ॥ ঠাকুর শ্রীঅভিরাম দুই বৈষ্ণবেরে। কহে যাই অতিথি হও শ্রীনিবাসদ্বারে ॥ রন্ধনের কাল জানি যাবে তার পাশ। ভক্ষণ লাগি করিবে বহু হাস পরিহাস ॥ বিদায় হইয়া যায় শ্রীনিবাসের স্থানে। যেই কালে করেন

রাধাকৃষ্ণে সমর্পণে॥ আচমন-শেষকালে গেলা দুই জন। বৈষ্ণব দেখি শ্রীনিবাসের আনন্দিত মন॥ ক্ষুধার্ত্ত হই আমা দোঁহায় করাহ ভোজন। ভাগ্য মোর বলি কহে বিনয়বচন॥ তুমি কৃষ্ণভক্ত হও মুঞি জীব ছার। করুণার দ্বারে দোঁহে কর অঙ্গীকার॥ সেই ভোগে তিন ভোগ সমান করিয়া। করযোড় করি বলে ভোজন করসিয়া॥ ভোজন করিয়া আচমন কৈল সুখে। দুই বৈষ্ণব কহে যাঞা গোসাঞি-সম্মুখে॥ ব্যঞ্জন নাহি অন্ন লাগে অমৃতের সম। ভক্ষণ করিতে হয় আনন্দিত মন॥ সেই দ্রব্য রাধাকৃষ্ণ করিলা ভোজন। ভোজন করিতে কম্প হয়ে ত রোদন॥ আনন্দিত চিত্ত হৈল শুনিয়া আপনে। শীঘ্র করি আনাইল সাক্ষাতে ঈশানে॥ শ্রীনিবাসে ডাকি আন আমা বিদ্যমান। ঈশ্বরীর প্রেরিত তাঁরে প্রেম করি দান॥ ঈশানে পাঠাইয়া দিলা শ্রীনিবাস-স্থানে। শীঘ্র করি চাবুক আনাইয়া রাখেন বামে॥ ঈশানের সঙ্গে আইলা বিপ্র শ্রীনিবাস। প্রণাম করয়ে আসি মনের উল্লাস॥ প্রেমেতে রোদন করে করযোড় করি। উঠিয়া গোসাঞি চাবুকের বাড়ি মারি॥ ভাসাইনু ভাসাইনু বলি মারেন চাবুক। শ্রীনিবাস আনন্দ বড় প্রেমে হালে বুক॥ মারিলেন তিন চাবুক আপন সাক্ষাতে। বাহির হৈয়া মালিনী ধরিলেন তাঁর হাতে॥ প্রেমে ভাসাইলে গোসাঞি আর নাহি মার। চৈতন্যের শক্তি এই ব্রাহ্মণকুমার॥ হস্তে ধরি লয়ে গেলা নিজ-অন্তঃপুর। ঠাকুরাণী কৈলা অতি করুণা

প্রচুর ॥ সে রাত্রি রহিলা সুখে গোসাঞির স্থানে। শ্রীনিবাসের সঙ্গে দিলেন ডাকিয়া ঈশানে ॥ শীঘ্র তুমি যাহ শ্রীনিবাস বৃন্দাবন। আশ্রয় করহ গোপালভট্টের চরণ ॥ সনাতন রূপ গোসাঞি দেখিবা লোকনাথ। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখ যাইয়া সাক্ষাৎ ॥ চৈতন্য করুণা কিছু বুঝনে না যায়। প্রেমে ভাসাইবেন সব তোমার দ্বারায় ॥ নরহরি করেন তোমার পথ নিরীক্ষণ। তাঁহার দর্শন করি যাহ বৃন্দাবন ॥ বিদায় সময় অনেক করিলা রোদন। আজ্ঞা হয় চরণ-নিকটে রহি অনুক্ষণ ॥ মুঞি ক্ষুদ্র হঙ অতি, করিলেন দয়া। মনোরথ সিদ্ধি হয় নহে কোন মায়া ॥ কিরূপে যাইবে কাল আমি ত ছাওয়াল। আজ্ঞা হয় কুপথে যেন বৃথা না যায় কাল ॥ শুন অহে বালক তুমি না জান আপনা। তোমা প্রতি চৈতন্যের হইঞাছে করুণা ॥ চৈতন্যের শক্তি তুমি প্রেম প্রকাশিতে। বিলম্ব না কর গমন করহ ত্বরিতে ॥ আমিহ দিলাম শক্তি তোমার উপরে। পথেতে বিরোধ কেহ না করিবে তোরে ॥ আনন্দিত চিত্ত হৈল দণ্ডবৎ করি। বিদায় হইয়া যান বলি গৌরহরি ॥ একরূপে চলিলা ক্রমে নরহরি-স্থানে। প্রসাদ পাইলা আসি হইল বিকালে ॥ সরকারঠাকুর শ্রীনিবাসে কৈলা কোলে। দণ্ডবৎ বহু কৈল পড়ি ক্ষিতিতলে ॥ বিলম্ব না সহে বাপু যাহ বৃন্দাবন। শীঘ্র যাও মনোরথ হইবে পূরণ ॥ মাতার নিকটে যাই বিনয় করিয়া। যাত্রা করিবে তাঁর তুমি আজ্ঞা লইঞা ॥ সন্ধ্যাকালে আসি মাতার

চরণ বন্দিল। আদ্যোপান্ত যত কথা সব নিবেদিল॥ বৃন্দাবন যাবার নামে ব্যামোহ হইল। পুত্রের বিচ্ছেদ-দুঃখ হিয়ায় বাঢ়িল॥ স্বামী নিল ঈশ্বর এক পুত্র শ্রীনিবাস। অনাথিনী একাকিনী কিরূপে হবে বাস॥ অরে দারুণ বিধি আমি কি বলিব তোরে। পুত্র গেলা হেন বুঝি অন্ধ করি মোরে॥ মাতৃহীন করি কিবা তোর্ নাহি ভয়। কিরূপে যাইবা বাপু হইয়া নির্দ্দয়॥ বিনয় করিয়া প্রবোধ করিল বিস্তর। হাত দুই যুড়ি কহে বিনয় উত্তর॥ "তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। কোনরূপে তোমার ঋণ নারিব সুধিতে॥" আমি কি করিব চিত্তে নারি স্থির হৈতে॥ শীঘ্র মোরে আজ্ঞা হউক বৃন্দাবন যাইতে॥ দয়া করি আজ্ঞা করুন যাই বৃন্দাবন। অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥ এই-রূপে রাত্রি দোঁহে বিরহ-অন্তরে। নিদ্রা নাহি প্রাণমাত্র ছট্ ফট্ করে॥ শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখি বাহ্যবৃত্তি হয়। যাত্রা করি উঠিলেন আনন্দ-হৃদয়॥ সে রাত্রিতে বৃন্দাবনে শ্রীরূপ-গোসাঞি। শ্রীনিবাসের বিলম্ব দেখি দুঃখ বড় পাই॥ সনাতনবিচ্ছেদে দেহে জন্মিয়াছে ব্যাধি। প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেখিতে সমাধি॥ রোদন করিল বহু শ্রীনিবাস করি। অদ্যাপিহ না আইলা প্রেমের মাধুরী॥ চিন্তাযুক্ত হৈয়া আইলা জীবের নিকটে। একত্রে সকল ছিলা যমুনার তটে॥ শ্রীরূপ দেখিয়া সবে দণ্ডবৎ হৈলা। যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈলা॥ নিশ্চিন্তে আছহ সবে যমুনার তটে।

না আইল শ্রীনিবাস পড়িল সঙ্কটে॥ যাত্রা করিল তিঁহ আসিতে বৃন্দাবন। আসিতে আসিতে হৈল বিলম্ব কি কারণ॥ প্রেমরূপে তাঁর জন্ম হৈল বিপ্রকুলে। কোনরূপে দেখা হৈত আসিত সকালে॥ তোমরা বিরক্ত কেহ না যাবা গৌড়দেশ। অতএব নহিল দেখা হৈল অতিশেষ॥ কহিতে কহিতে শ্রীজীবের হাতে ধরি। কোন বুদ্ধি নাহি আর কেন বা কি করি॥ শুন শুন জীব তোমারে নিশ্চয় কহিল। যাজিগ্রাম হৈতে রাত্রে যাত্রা যে করিল॥ সাবধান থাকিবা সবে তাঁর আগমন। হা চৈতন্য বলি ক্ষণে করেন রোদন॥ কোথা রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। হেন ভাগ্য কবে হবে দেখিব সাক্ষাৎ॥ গড়িদ্বার দেখি উত্তরিলা পাটনায়। কভু উপবাসে থাকে কভু কিছু খায়॥ দুই তিন দিবসে রুটি এক দুই করি। ভক্ষণ করয়ে উদ্যানে রহে রাত্রি করি॥ গৌরদেহ শুষ্ক তেন চলে নিরাহারে। ক্ষণেকে রোদন করে গদগদ স্বরে॥ দুই কালে হরিনাম লয় সর্ব্বথায়। সে দিবসে গঙ্গাপারে বারাণসী পায়॥ যেই ঘাটে প্রভু চৈতন্য করিয়াছেন স্নান। ঘাটের উপরে যাই করিল প্রণাম॥ ঘাটের উত্তরে চন্দ্রশেখরের আলয়। দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হয়॥ সনাতনগোসাঞি যবে দরবেশ-বেশে *। বসিয়া আছিলা প্রভুর দর্শন-লালসে॥ তুলসীর বেদী তাতে করিল প্রণাম। তাহা পাছে করি ভিতর অন্তঃপুরে যান॥ দেখিলেন যাই

* দরবেশ (পারস্যভাষা) ভিক্ষুক—ফকির॥

এক বৈষ্ণব প্রাচীন। তাঁহাকে প্রণাম করে হৈয়া অতিদীন॥ তিঁহ উঠি কোলে করি করিল সম্মান। কোথা হৈতে আগমন কিবা তোমার নাম॥ কহিলেন তাঁরে শ্রীনিবাস মোর নাম। গঙ্গাতীর-নিকট চাকন্দিতে জন্মস্থান॥ ইহাঁরে দেখিতে তাঁর আনন্দ হইল। আদ্যোপান্ত সব কথা কহিতে লাগিল॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর গুরু হয়। তাঁর আজ্ঞায় ইহাঁ রহি কহিল নিশ্চয়॥ এই মহাপ্রভুর দেখ বসিবার স্থান। ইহাঁ রহি সেবা করি আজ্ঞা বলবান্॥ তাহা প্রদক্ষিণ করি করেন প্রণাম। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে ভূমে গড়ি যান॥ অরে নিদারুণ বিধি কি বলিব তোরে। এইরূপে জন্মাইলা দুঃখ দিতে মোরে॥ কেনে বা পাপিষ্ঠ জন্ম এত কালে হৈল। মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ দেখিতে না পাইল॥ অনেক বিলাপ কৈল অনেক রোদন। অধিক বাঢ়িল খেদ হৈল অচেতন॥ তবে শ্রীনিবাস কৈল অনেক সম্বিৎ। মহাভাবের চেষ্টা দেখি কৈলা বড় প্রীত॥ ভক্ষণ করাইল তাঁরে অতিপ্রীতি করি। মোর বহুভাগ্য আজি কহিতে না পারি॥ রাত্রি গোঙাইলা দোঁহে কৃষ্ণকথারসে। প্রভাতে বিদায় হইলেন তাঁর পাশে॥ দ্বিতীয় দিবসে প্রয়াগে আসি উত্তরিলা। ত্রিবেণীতে স্নান করি তাঁহাই রহিলা॥ আর দিন চলি চলি যান রাজপথে। এক ধার্ম্মিক চারি পয়সা দিল তাঁর হাতে॥ তাহাই নির্ব্বাহ হৈল দুই যে দিবস। পথশ্রমে দেহ ক্ষীণ হইল অবশ॥ জিজ্ঞাসিল কত দূর আছে বৃন্দাবন। চারি দিনের পথ

আছে কহে লোকগণ ॥ আর দিন এক কূপতটে স্নান করি। বৃক্ষতলে পড়ি আছেন শয়ন যে করি ॥ বৃন্দাবন হৈতে আইলা পাঁচ ব্রজবাসী। জলের নিকট বৃক্ষতলে বসিলেন আসি ॥ শ্রীনিবাস দেখিলেন অতিশ্রান্ত হন। জল দিল কর ঠাকুর পাদপ্রক্ষালন ॥ স্নান স্মরণ করি জলপানের বেলে। চাণা গুড় দিল শ্রীনিবাসের অঞ্চলে ॥ বসি জলপান কৈল শ্রম গেল দূরে। পরস্পর বাক্য দোঁহে কহেন প্রচুরে ॥ নীলাচল গৌড়-দেশের মঙ্গল সব আর। শুনিয়া বৈষ্ণব সবার আনন্দ অপার ॥ কহ ঠাকুর কৃপা করি বৃন্দাবনের কথা। কোন্ স্থানে বাস করি কেবা আছেন কোথা ॥ তাঁরা নাম করেন ইহঁ করেন প্রণাম। তাঁহা বাস করেন রূপ সনাতন নাম ॥ দুই ভট্ট-লোকনাথগোসাঞি নাম আর। ভূগর্ব্ভ শ্রীজীব নাম কহিল সবার ॥ কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা। সনাতনের অপ্রকটে পাইনু বড় ব্যথা ॥ চারি মাস হইলেন তিঁহ অপ্রকট। শুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছট্ ফট্ ॥ সবারে প্রণাম করি পথে চলি যায়। কতেক পর্ব্বত ভাঙ্গি পড়িল মাথায় ॥ এত দুঃখ না পাইনু মোর জন্মাবধি। যাঁহা গেলে পাব সুখ দুঃখ দিল বিধি ॥ সে দিবস সে ভক্ষণে চলে অতিত্বরা। আর দিন উত্তরিলা যাইয়া আগরা ॥ চলিতে চলিতে চিত্ত হইল আকুল। বামে রাজপথ ছাড়ি গেলেন গোকুল ॥ যমুনাতে পার হৈয়া যান নন্দালয়। দর্শন প্রণাম করে কতেক বিনয় ॥ প্রভাতে মথুরা আইলা কৃষ্ণজন্মস্থান। প্রার্থনা করিয়া

তথা করিলা প্রণাম ॥ যেস্থানে যেস্থানে আছে দেখিল সকল। কম্পিত হইল অঙ্গ নেত্রে বহে জল ॥ মথুরার শোভা দেখি মনে অনুমানি। বৈকুণ্ঠের পরাৎপর ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ মহা-কোলাহল গান কেহ করে নাট। সেইরূপে গেলা কৃষ্ণ-বিশ্রা-মের ঘাট ॥ দর্শন স্পর্শন করে জল ধরে শিরে। কতেক জন্মের ভাগ্য জানিল অন্তরে ॥ পূর্ব্বমুখে দর্শন করে রহেন বসিয়া। তিন ব্রজবাসী যান কহিয়া কহিয়া ॥ কেহ কহে কেহ শুনে কি হবে সর্ব্বথা। তিন অদর্শন হৈলা অন্তরে বড় ব্যথা ॥ প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট। তাহা বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট ॥ শ্রীরূপগোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট। শরীরে না রহে প্রাণ করে ছট্ পট্ ॥ তাঁহারা কহেন কথা শুনে শ্রীনিবাস। আমার অভাগ্য বিধি করিল নৈরাশ ॥ যোড়-হাত করি তাঁরে কৈল নিবেদন। কি কহিলে তিন জনে কথোপকথন ॥ তাঁহারা কহেন ভাই কি বলহ কথা। তোমারে কি কব মোর অন্তরের ব্যথা ॥ বৃন্দাবন শূন্য হৈল না হয় মরণ। রূপের বিচ্ছেদে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ শুনি মাত্র শ্রীনিবাস সে স্থান হৈতে উঠি। বিধিরে কি দিব দোষ প্রাণ যায় ফাটি ॥ না দেখি নয়নে পথ যাব কোথাকারে। দুঃখের সমুদ্রে বিধি ডুবাইল মোরে ॥ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত চলি যায় পথে। কান্দিয়া কান্দিয়া যায় হাত দিয়া মাথে ॥ দেশমুখে চলি যায় কতক দূর যাঞা। এক বৃক্ষতলে যাইয়া রহিলা পড়িয়া ॥ সে কালে যতেক ব্যাধি আসি হৈল মনে।

কতেক লিখিব আমি সেই তাহা জানে॥ কঠিন পরাণ ধরি লিখিলাম ইহা। শুনি দুরাচারের ফাটি নাহি যায় হিয়া॥ লিখি মাত্র গুরু-আজ্ঞা করি বলবান্। তাহা বিনা কিবা জানি আমি সে অজ্ঞান॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাসাচার্য্যঠাকুরের খড়দহে জাহ্নবা অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ ও জাহ্নবাসমীপে চাবুকের আঘাত খাইয়া পরীক্ষাদান এবং বৃন্দাবনগমনাদি বর্ণনময় পঞ্চম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। সেই পাদপদ্ম দুই আমার আশ্রয়॥ এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন শ্রোতাগণ। রাধাকৃষ্ণলীলা যার হন প্রাণধন॥ যেই কহে যেই শুনে তারে নমস্কার। বৃক্ষতলে শ্রীনিবাসের দশার বিস্তার॥ কান্দে ভূমে গড়ি যায় বাউলের প্রায়। রূপ সনাতন বলি করে হায় হায়॥ যেই লোভ করি সেই হয়ে ত বিফল। যত আজ্ঞা হৈল তাহা অসত্য সকল॥ পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নহিল দর্শন। পণ্ডিতের স্থানে নহিল শ্রীভাগবত-পঠন॥ সরকার-ঠাকুরের আজ্ঞা যাহ বৃন্দাবন। শীঘ্র যাও দর্শন কর রূপ সনাতন॥ ঈশ্বরীর আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন। দর্শন করহ রূপসহ সনাতন॥ শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী কহিল আমারে। প্রাণ যায় এই দুঃখ কহিব কাহারে॥ কত অপরাধ কৈল কত জন্মধরি। বিরহবেদনা সহি নাহি প্রাণে মরি॥ নিজদেশ ছাড়ি আইলাম মথুরা বা কোথা। না দেখিল বৃন্দাবন জন্ম হৈল বৃথা॥ ভট্টগোসাঞির পদ করিতাম আশ্রয়। দুই গোসাঞির বিচ্ছেদে কি আর প্রাণ রয়॥ দেশে গেলে কিবা হবে নহিল দর্শন। দেহ বৃথা হৈল আশ্রয় নহিল চরণ॥ শ্রীনিবাস মরিলে আর কে আইসে দেখিতে। জন্মান্তরে

আশা আছে চরণ পাইতে॥ এ ধর্ম্ম আশ্রয় করি কত কত লোক। সুখের সমুদ্রে ভাসে তেজি দুঃখশোক॥ সেই সব দুঃখ দিলেন আমার উপরে। কি দিব প্রবোধ প্রাণ হইল জর্জ্জরে॥ প্রভু রূপ সনাতন শ্রীনিবাসের নাথ। তোমার রূপ নয়নে নাহি দেখিনু সাক্ষাৎ॥ সেইরূপ বৃক্ষতলে ভূমে পড়ি আছে। নিস্পন্দ হইল তনু শ্বাসমাত্র আছে॥ দেখিলেন শ্রীনিবাসের রোদন চীৎকার। রূপ সনাতন আসি হৈলা সাক্ষাৎকার॥ উঠ উঠ শ্রীনিবাস দেখ সন্নিধান। তুমি প্রভুর প্রেমমূর্ত্তি মোর হও প্রাণ॥ এত দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। প্রভুর বিরহে কিবা রহয়ে জীবন॥ ফিরি কেন যাহ বাপু যাহ বৃন্দাবন। মনোরথ সিদ্ধি হউক বাঞ্ছিত পূরণ॥ শ্রীগোপালভট্টপদ করহ আশ্রয়। সেই দ্বারে মোর কৃপা জানিহ নিশ্চয়॥ শ্রীজীবে কহিল আমি তোমার প্রসঙ্গ। তাঁর স্থানে পড় গ্রন্থ কর তাঁর সঙ্গ॥ নিদ্রা নাহি শ্রীনিবাস উঠিলা তখন। উঠি করে দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥ উঠি নিরীখয়ে রূপ নয়নের লোভা। দাণ্ডাইয়া দেখে দুই ভাইর অঙ্গশোভা॥ গৌর স্থূল কলেবর শিখা ক্ষীণ মাথে। তিলক কপালে কণ্ঠী শোভয়ে গলাতে॥ সর্ব্বাঙ্গে লিখিত রাধাকৃষ্ণ দুই নাম। কৌপীন-উপর বহির্বাস পরিধান॥ হরিনাম লয় করে জিহ্বাতে উচ্চার। মধ্যে মধ্যে রাধাকৃষ্ণনামের সঞ্চার॥ অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদিচয়। দন্তপঙ্‌ক্তি শোভা কুন্দ মধুর হাসয়॥ সব দুঃখ দূরে গেল সুখের সাগর। অতিমত্ত হৈল শ্রীনিবাসের অন্তর॥

দেখি ভাবাবেশ চিত্ত পড়িলা অবনী। মাথায় চরণ দিলা তুলিয়া আপনি॥ অন্তর্দ্ধান হৈলা দোঁহে গেলা নিজ-স্থানে। বাহ্য হৈল শ্রীনিবাস বিচারয়ে মনে॥ আর কি করিবা মন চল বৃন্দাবন। অনাথের নাথ প্রভু রূপ সনাতন॥ শ্রীগোপাল-ভট্টপ্রভু জীবন আমার। শ্রীজীবগোসাঞি করুন করুণা অপার॥ ভাবাবেশে গর গর চলি যায় পথে। না জানয়ে কিবা রাত্রি হইল প্রভাতে॥ এথা রূপ সনাতন শ্রীজীবের স্থানে। শ্রীনিবাস আইলা আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সন্ধ্যা-কালে গোবিন্দের আরতিসময়। আসিয়া দর্শন তিঁহ করিব নিশ্চয়॥ গোবিন্দের রূপ দেখি ভাবাবেশ হৈয়া। উন্মাদে পড়িল দ্বারের বামদিকে যাঞা॥ সেই কালে গোবিন্দের দর্শন করিবা। দ্বারের দক্ষিণ বামে তাঁরে অন্বেষিবা॥ সান্ত্বনা করিয়া তবে রাখিবা নিজ-ঘরে। শ্রীগোপালভট্ট-স্থানে লঞা যাবে তাঁরে॥ যেমনে করেন কৃপা শ্রীনিবাস প্রতি। ভক্তিগ্রন্থ পড়াইবা লইয়া সম্প্রতি॥ সেই গ্রন্থ পড়াইবে গৌড়দেশ লাগি। আচরণ করে লোক জ্ঞান-কর্ম্মত্যাগী॥ সেইরূপে গেলা ভট্টগোসাঞির স্থানে। শ্রীনিবাস গমন কহিল বিব-রণে॥ মথুরা আইলা আজি আসিব বৃন্দাবন। আশ্রয় করিব আসি তোমার চরণ॥ তাহারে করিবে কৃপা অশেষবিশেষে। ভক্তিগ্রন্থ লঞা যেন যান গৌড়দেশে॥ এত বলি শ্রীরূপ হইলা অন্তর্দ্ধান। এবে লিখি শ্রীনিবাসের আগমনাখ্যান॥ প্রেমাবেশে চলি যায় নাচিয়া নাচিয়া। পথে চলি যায় ডাহিন

বামে নিরখিয়া ॥ অপূর্ব্ব বৃন্দাবন দেখিয়ে নয়ানে। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কহয়ে বয়ানে ॥ দেখিলেন চক্রবেড় গোবিন্দের মন্দির। দেখিয়া পূরয়ে মন নাহি হয়ে স্থির ॥ গলিছে সতত ধারা নয়নের জল। নিরখিব গোবিন্দের চরণকমল ॥ এত বলি সন্ধ্যাকালে যাই উত্তরিলা। বেণু বীণা পাখোয়াজ কাঁসর বাজিলা ॥ রহিয়া লোকের পাছে রূপ নিরীখয়। দেখেন সভার চক্ষে অশ্রু বরিষয় ॥ দণ্ডবৎ করি সবে গেলা অন্তঃপুরে। শ্রীনিবাস আইলা জগমোহন * ভিতরে ॥ দেখেন গোবিন্দের শোভা আনন্দ-অন্তরে। যেন রূপ তেন গুণ বর্ণন আচরে ॥ অষ্টক করিল রূপ যেমন দেখিল। অক্ষরে অক্ষরে প্রেম তাহাতে গাঁথিল ॥ মনমথ জিনি কিবা গোবিন্দের দেহ। ডুবিলেন শ্রীনিবাস না পাইল থেহ ॥ ভাবের আবেশে দ্বারের বামে পড়ি রহে। জনে জনে কানাকানি কিবা কথা কহে ॥ হেনকালে শ্রীজীবের হৈল আগমন। দণ্ডবৎ করি গোবিন্দের কৈল দরশন ॥ দেউটি জ্বালিয়া সঙ্গে লোক বহুতর। প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে আনন্দ-অন্তর ॥ দ্বারের বামে পড়িয়াছে দেখিল যাইয়া। বসি শান্ত করে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ দেখিল নিবিড়-ভাব অন্তরে অন্তরে। লোক লৈয়া দ্বারে গেলা আপনার ঘরে ॥ যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। কিছু নাহি কহে কণ্ঠ করে ঘড় ঘড় ॥ তখন জানিল জীবভাব শেষ হৈল। নিকটে বসিয়া তাঁর অঙ্গে হস্ত দিল ॥ ক্ষণেক

* বারান্দার ভিতরের অংশ অর্থাৎ মন্দিরের মধ্যভাগ ॥

রহিয়া ডাকে গোবিন্দ বলিয়া। নেত্রে অশ্রু বহে কত বুক্ যে বাহিয়া॥ শ্রীজীব পুছয়ে তাঁরে কি নাম তোমার। কহ শুনি আনন্দ-চিত্ত হউক আমার॥ দণ্ডবৎ করি কহে শ্রীনিবাস নাম। দ্বিজকুলে জন্ম আমার চাকন্দিতে স্থান॥ বন্ধু বন্ধু বলি আলিঙ্গন কৈল তাঁরে। গৌরাঙ্গ দয়ার নিধি আনি দিল মোরে॥ করুণাসাগর হেন না দেখি এমন। নির্দ্ধনেরে ধন দিলা রূপ সনাতন॥ আর দিন উঠি কহে শুন শ্রীনিবাস। প্রভুর আজ্ঞা, চল যাহ ভট্ট-গোসাঞির পাশ॥ যাইয়া করহ তুমি চরণ আশ্রয়। যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীনিবাস কথা কয়॥ এত বলি চলে দোঁহে গোসাঞির স্থানে। দূর হৈতে দণ্ডবৎ করেন প্রণামে॥ বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীনিবাস হয়। আজ্ঞা যদি হয় করি চরণ আশ্রয়॥ আইস আইস শ্রীনিবাস আইস বাপু মোর। বৃদ্ধকালে এত তাপ আমার উপর॥ চরণ-নিকটে আসি দণ্ডবৎ করে। কৃপা করি হস্ত দিল পিঠের উপরে॥ চরণ মস্তকে দিয়া কহে সব কথা। দুই গোসাঞির বিচ্ছেদেতে পাইল বড় ব্যথা॥ এই মোর দেহে দেখ অস্থি-মাত্র আছে। আর আমি যুড়াইব যাঞা কার কাছে॥ এত বিলম্ব করি বাপু কেনে আইলা তুমি। প্রয়োজন আছে সঙ্গে যাইতাম আমি॥ এত কাল কেনে না আইলা শ্রীনিবাস। তোমারে দেখিতে ছিল সবাকার আশ॥ প্রভু নিবেদন করি ক্ষম অপরাধ। শ্রীভাগবত পড়িবারে ছিল বড় সাধ॥ অপরাধ লাগি মোর অন্তর কাতর। পুনরপি গেলাম পণ্ডিত-গোসাঞি-

বরাবর ॥ সে পুস্তকে দেখিলাম প্রভুর হস্তাক্ষর। অক্ষর সব মোছা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥ পণ্ডিত-গোসাঞি বাক্য কহিল আমারে। নবীন পুস্তক আন সরকার ঠাকুরের ঘরে ॥ তাঁর পত্র লইয়া আইনু খণ্ডগ্রামে। পুস্তক দিলেন পুনঃ আইলাম পুরুষোত্তমে ॥ কত দূরে শুনিলাম পণ্ডিত-গোসাঞির অপ্রকট। কাতর হইল চিত্ত পড়িল সঙ্কট ॥ তবে নবদ্বীপে ঈশ্বরীর চরণদর্শন। আজ্ঞা হৈল, দেখ যাহ ঠাকুর-অভিরাম ॥ সবাকার আজ্ঞা হৈল যাহ বৃন্দাবন। সর্ব্বত্র গোচর প্রভুরে করি নিবেদন ॥ তাঁর বাক্য শুনি গোসাঞি কান্দিলা বিস্তর। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ বাপু তুমি ভাগ্যবান্ মুঞি ভাগ্যহত। সেই সব অপরাধে দুঃখ পাই এত ॥ না হইল নিত্যানন্দ-চরণদর্শন। না দেখিনু অদ্বৈতচন্দ্র বিফল জীবন ॥ ঈশ্বরীর পদযুগ না দেখিল আর। সরকার-ঠাকুর দয়া না করিল একবার ॥ এই সব সাধ বাদ কৈল বিধি মোরে। এই সব দুঃখে প্রাণ সদা ঝুরে মরে ॥ এবে অদর্শন দুই রূপ সনাতন। কাষ্ঠ-পাষাণ করি বিধি গড়ল মোর মন ॥ সাক্ষাতে আছিলা জীব বসিয়া আসনে। আমারে বঞ্চিত বিধি কৈল সব গুণে ॥ মুঞি পাপী সবাকার হৈল অদর্শন। এ সব বিচ্ছেদে ধরি এ ছার জীবন ॥ কান্দে শ্রীনিবাস পড়ি দোঁহার চরণে। সে ভাবের চেষ্টা কত করিব লিখনে ॥ ভাবান্তরে শ্রীজীব যান আপন বাসায়। শ্রীনিবাস নমস্করি হইলা বিদায় ॥ এইরূপে দোঁহে রহে কৃষ্ণকথারসে। না জানয়ে রাত্রি দিবা সদা

প্রেমে ভাসে॥ ভাল দিন গণাইল করি শুভক্ষণ। গোসাঞি-সঙ্গে শ্রীনিবাস করিলা গমন॥ তুলসীমঞ্জরী মালা লইল চন্দন। শ্রীনিবাস হস্তে পাছে করিল গমন॥ শ্রীগোপাল-ভট্ট-স্থানে গেলা দুই জন। শ্রীনিবাস প্রণাম করি বিনয় স্তবন॥ উঠ বাপু কহি শুন যেই বাক্য সার। শ্রীনিবাস শুনি বাক্য কহে পুনর্ব্বার॥ মহাপ্রভু জগদ্গুরু যে ধর্ম্ম আচার। শ্রীরূপের গৃহে আছে সে সব বিচার॥ উপদেশকর্ত্তা সেবকের জন্মে জন্মে হয়। অনুগতা অনুগতভাবের নিশ্চয়॥ সেই কালে শ্রীজীব করয়ে নিবেদন। যেমন কহিলে তেমন করহ গ্রহণ॥ ভাল ভাল বলি গোসাঞি উঠিলা সত্বরে। শ্রীনিবাসসঙ্গে গেলা আনন্দ-অন্তরে॥ যে স্থানে বিহার করেন শ্রীরাধারমণ। তাঁহার দর্শনে দোঁহে করিলা গমন॥ পাদ-প্রক্ষালন করি প্রণাম আচরে। পুনঃ দণ্ডবৎ করি গেলা শ্রীমন্দিরে॥ সময় জানি শ্রীনিবাস করয়ে প্রণাম। আইস আইস শ্রীনিবাস মোর সন্নিধান॥ গুরুর বামে বসিলেন হৈয়া পূর্ব্বমুখে। শ্রীঅঙ্গ দর্শন করেন আনন্দিত মুখে॥ পদযুগ ধরি করে আত্মসমর্পণ। আত্মসাৎ করি গোসাঞি কহিল বচন॥ দুই হস্ত ধৌত পুনঃ কর আর বার। যোড়হস্তে কর ধ্যান ব্রজেন্দ্রকুমার॥ তাঁর বামে শ্রীরাধিকা অতিমনোহর। ললিতা-মঞ্জরী আদি শোভিত সুন্দর॥ পূজা করাইল সব পৃথক্ করিয়া। তুলসীমঞ্জরী মাল্য চন্দনাদি দিয়া॥ যূথে মিলাইব সব হস্তে হস্তে করি। শ্রীনিবাসে করাইল সবার অনুচরী॥

শ্রীরাধারমণ-পূজা কর পুনর্ব্বার। সব মনোরথ সিদ্ধি চরণে যাঁহার॥ সুগন্ধি চন্দন দিল হৃদয় উপর। তুলসীমঞ্জরী চরণে দিল বহুতর॥ দক্ষিণ হস্ত মস্তকে ধরি কহে হরিনাম। তবে রাধাকৃষ্ণ পঞ্চনামের বিধান॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কহে করযুগে ধরি। কামবীজ শুনাইল অঙ্গুলি অনুসারি॥ এই সব মন্ত্র তুমি করিবে স্মরণ। যেই কালে তদাশ্রয়ে করিবে মনন॥ গুণ মঞ্জরিকাশ্রয়ে মণিমঞ্জরিকা তুমি। তোমার যূথের বিবরণ কহি সব আমি॥ রূপ গুণ রতি রস মঞ্জুলামঞ্জুল। এই সব সঙ্গে সঙ্গী এই অনুকূল॥ সেবা রাগাত্মিকা রাগ ভজনের মত। শ্রীরূপ-গোসাঞির বাক্য আছয়ে সম্মত॥ সেবা নাম সাধকের যত বড় আর্ত্তি। তাহা সিদ্ধ হৈলে হয় এই সব প্রাপ্তি॥ সাধন করয়ে দেহ সাধক নাম হয়। সখীর আশ্রয় সিদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥ চতুঃষষ্টি অঙ্গসাধন কহিল অনেক। আনুকূল্য প্রাতিকূল্য বুঝিবে পরতেক॥ প্রাতিকূল্য যে হয় তারে করিব বর্জ্জন। আনুকূল্য যেবা হয় প্রাপ্তির কারণ॥ সেবা-নামা-পরাধ যত রক্ষার কারণ। অন্তরে প্রবেশি হানি করয়ে ভজন॥ কৃষ্ণভক্তির অঙ্গ হয় সাধনের প্রাপ্তি। অন্য মত করিলে সাধন উড়ি যায় কতি॥ কৃষ্ণে মন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবার কারণ। সেই অঙ্গ করে তাহে প্রাপ্তি নিরূপণ॥ কিসে অপরাধ হয় শুন শ্রীনিবাস। বিস্তারিয়া কহি আমি করিয়া প্রকাশ॥ না করে ভক্তির অঙ্গ নিন্দয়ে আপনে। প্রাপ্তি নাহি হয় তার যায় অন্য স্থানে॥ বটবীজ ক্ষুদ্র অতি বৃক্ষ অতি হয়। অপরাধ

দিনে দিনে বাড়িয়া পড়য়॥ দেবতানিন্দন জীবে দুঃখ আদি যত। ইথে না লুব্ধচিত্ত যার ভক্তি হয় তত॥ যখন দেখিবা শাস্ত্র তখনে জানিবা। সেই ক্ষণে মোর বাক্য সত্য করি লবা॥ এই পথে পথিক হৈলে হৈও সাবধান। কৃষ্ণভজন সাধু শাস্ত্র ইহার প্রমাণ॥ শ্রীনিবাসে যে করুণা সেই সব সিদ্ধি। লক্ষমুখ লক্ষকর্ণ নাহি দিল বিধি॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীল রূপসনাতনের অপ্রকটে শ্রীনিবাসের খেদ, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত সাক্ষাৎ ও দীক্ষালাভ বর্ণন নামক ষষ্ঠ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সপ্তম বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। সেই পাদপদ্ম হয় আমার আশ্রয়॥ জয় শ্রোতাগণ শুন হৈয়া এক মন। অতি অদভুত কথা করহ শ্রবণ॥ যে কিছু লিখিল ইহা সব সত্য হয়। প্রভুর আজ্ঞাতে লিখি আমার আশ্রয়॥ অবতার কারণে লিখি এই সব কথা। শুনিলে পাইবে সুখ ঘুচিবেক ব্যথা॥ যেই কালে ব্রজে কৃষ্ণ হৈলা অবতার। ব্রজ বৃন্দাবন বলি শাস্ত্রের প্রচার॥ চৌরাশি-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল আছয়ে লিখন। সর্ব্বত্র আছয়ে কৃষ্ণপারিষদ-গণ॥ সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপনাথ। মাতা পিতা দাস সখা সখীগণ সাথ॥ আদ্যে অবতীর্ণ বিষ্ণু হইলা আপনি। শান্তিপুরে অবতীর্ণ অদ্বৈতশিরোমণি॥ ভক্তশিরো-মণি তেঞি কহিয়ে আচার্য্য। সেই দ্বারে সিদ্ধ হৈল প্রভুর সব কার্য্য॥ মাধবেন্দ্র আদি করি চব্বিশ সন্ন্যাসী। অষ্ট অষ্ট তিন এই হন প্রেমরাশি॥ এই সব হন কৃষ্ণের ব্রজ-পরিবার। যতেক আইলা সঙ্গে লিখিয়ে বিস্তার॥ চতুর্ব্বিধ সখা দাস পঞ্চবিধা সখী। প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞায় এই সব লিখি॥ পূর্ব্বাপরে যাঁর নাম স্বরূপ যাঁহার। বিরোধ লাগিয়া তাহা না লিখিল আর॥ যে মত হইল আজ্ঞা লিখিতে প্রভুর। পরম বিশ্বাসে তাহা লিখয়ে প্রচুর॥

জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীঠাকুরাণী। তাঁহার প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জানি॥ রূপের তুলনা নাহি অতিসুপণ্ডিত। দেখিয়া শুনিয়া মাতা পিতা আনন্দিত॥ শচীর পিতার গৃহ বেলপুখুরিয়া। প্রয়োজন আছে লিখি তাহার লাগিয়া॥ যোগেশ্বর-পণ্ডিত পিতার জ্যেষ্ঠতনয়। রত্নগর্ব্ভ-পণ্ডিত শচী তাঁর ছোট হয়॥ তাঁর পুত্র লোকনাথ-পণ্ডিত গুণবান্। যথা বিশ্বরূপ তথা তাঁর সঙ্গে যান॥ এক স্থানে পড়ে বিদ্যা পরম-উল্লাসে। কিবা হৈল তাঁর কথা লিখি কিছু শেষে॥ প্রাণতুল্য জানে মাতা পিতা দুই জনে। অদ্বৈতের সঙ্গ হৈলা তার কত দিনে॥ বাখানয়ে শাস্ত্রজ্ঞান কহয়ে অনেক। অল্পকালে বড় জ্ঞানী হয়ে পরতেক॥ সংসারে বিরক্ত হৈল গেলা দূরদেশে। কান্দে পিতা মাতা তাঁর হৈল প্রাণশেষে॥ শিখা সূত্র ত্যাগ কৈল দণ্ডগ্রহণ। পরিধান কৌপীন আর অরুণবসন॥ শঙ্করারণ্যপুরী নাম হইল তাঁহার॥ কি কহিব গুণ তাঁর যতেক প্রকার॥ তাঁহার হইলা শিষ্য পণ্ডিত লোকনাথ। তীর্থ করেন সেবা করেন নিরবধি সাঁথ॥ দুই বৎসর অন্তে তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল। যোগমায়াস্বরূপিণী তাহা যে কহিল॥ রাঢ়দেশে একচাকা বলি এক গ্রাম। তাহাতে আছয়ে বিপ্র অতিগুণবান্॥ হাড়াইপণ্ডিত তাঁর পত্নী পদ্মাবতী। তাঁহার উদরে জন্ম হইল সম্প্রতি॥ রামনবমীর দিনে গর্ব্ভের সঞ্চার। মাতা পিতার চিত্তে সুখ বাড়িল অপার॥ দিনে দিনে গর্ব্ভ বাড়ি দশমাস

হৈল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মনে আনন্দ বাড়িল॥ মাঘমাস শুক্ল-পক্ষ ত্রয়োদশী দিনে। সর্ব্বসুলক্ষণে জন্মিলেন সেই ক্ষণে॥ নাম দিলেন নিত্যানন্দ আনন্দ সকল। ক্ষণে স্তব্ধ হঞা থাকে হাসে খল খল॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা। এক দিন সন্ন্যাসী আসি গৃহে উত্তরিলা॥ ভিক্ষা করাইল তাঁরে আনন্দিত মনে। সুখী হৈয়া সন্ন্যাসী কিছু কহয়ে বচনে॥ হাড়াই-পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন। এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ কৈল অঙ্গীকার। মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার॥ বৃদ্ধকালে মোরে লঞা তীর্থ করাইবে। সর্ব্বসুখ হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে॥ বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা। সেই কালে নিত্যানন্দে সঙ্গে লঞা গেলা॥ তাঁরে শিষ্য কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ। অবধূতবেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ॥ নন্দনন্দনের ভাবে গর গর মন। কিবা করে কোথায় রহে বাহ্য নহে মন॥ আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয়। এক দিন নিত্যানন্দে হাসিয়া কহয়॥ ভ্রমণ করিল তীর্থ যতেক আছয়। এ কার্য্য করহ বাপু সব সিদ্ধ হয়॥ অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন। তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন॥ সহজ প্রসঙ্গ লিখি আছয়ে বিস্তার। শুনিলেই সুখ হবে আনন্দ অপার॥ সঙ্কর্ষণ বলরাম একই স্বরূপ। বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য কল্পভেদরূপ॥ নিত্যানন্দ নাম গৃহে আশ্রমে অবধূত। এই মত নন্দাত্মজ যেন শচীসূত॥ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ যত নিজগণ। তাহা লিখি প্রভুর মুখে

শুনিল যেমন ॥ তার শেষে অবতীর্ণ শচীর উদরে। ভক্ত-গণ অবতীর্ণ দেশদেশান্তরে ॥ ফাল্গুনীপূর্ণিমা দিনে জন্ম সুলক্ষণে। এই মত মহাপ্রভু বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ পৃথিবীর মধ্যে যেন সব নদ-নদী। একত্র মিলয়ে আসি সকল জলধি ॥ তেন মতে গৌরচন্দ্র প্রেমের সাগর। ক্রমে ক্রমে মিলয়ে আসি আনন্দ-অন্তর ॥ নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে যশোর নামে দেশ। তাহার প্রসঙ্গ লিখি শুন অবশেষ ॥ তার মধ্যে তালগড়ি বলি এক গ্রাম। তাতে জন্ম লইলেন লোক-নাথ নাম ॥ তাঁর পিতা পদ্মনাভচক্রবর্ত্তী নাম। তাঁর মাতার নাম সীতা সর্ব্বগুণধাম ॥ মহাকুলীন দেশে জানে সর্ব্বজনে। পড়াইলা পুত্রে মহা করিয়া যতনে ॥ এমন পণ্ডিত সম নাহি সেই দেশে। দিনে দিনে অধিক গুণ শরীরে প্রবেশে ॥ মাতা পিতা কাতর হয় দেখি তার দশা। গৃহে রহে যদি পুত্র এ বড় ভরসা ॥ ঈশ্বরের স্থানে করে প্রার্থনা বিশেষ। লোকনাথ শরীরে যেন নাহি পায় ক্লেশ ॥ নিরবধি মাতা পিতার মনে বড় ত্রাস। যদি কোন ভাগ্যে পুত্র রহে গৃহবাস ॥ বিবাহ দিয়ে যত্ন করি সাধ হয় মনে। মাতা পিতার যত্ন দেখি বিচারয়ে মনে ॥ মনে করে সংসার ছাড়ি কেমন প্রকারে। বৈরাগ্যের চেষ্টা সব জন্মিল অন্তরে ॥ নিরবধি স্মরণ করে চৈতন্য-চরণ। দেখিব যাইয়া এই উৎকণ্ঠিত মন ॥ অগ্রহায়ণ-মাসে শীতে করিয়া শয়ন। হেন কালে বিচারয়ে নিজ-মনে মন ॥ ঘর ছাড়ি বাহিরায় অর্দ্ধরাত্রিকালে। অষ্টক্রোশ

চলি গেলা হইল সকালে॥ উঠি তাঁর মাতা পিতা না দেখি তাঁহারে। অনেক রোদন করে কাতর-অন্তরে॥ সে বেদনা সে দুঃখ কহনে না হয়। সেই জানে যার চিত্তে হইল উদয়॥ সেই কালে নবদ্বীপে উত্তরিলা গিয়া। মন্দ মন্দ চলি যায় বিচার করিয়া॥ লোকে জিজ্ঞাসিয়া যায় প্রভুসন্নিধানে। কি করিব কি বলিব বিচারয়ে মনে॥ প্রভুরে দর্শন করি দিব পরিচয়। কি জানিয়া প্রভু মোরে হইবে সদয়॥ ইহা বলি ক্ষণে কান্দে যায় মন্দ চলি। অঙ্গী-কার কর মোরে প্রাণনাথ বলি॥ প্রভু বসিয়াছেন চারি-দিকে ভক্তগণ। গদাধর শ্রীবাস মুরারি কথো জন॥ নিরখি প্রভুর রূপ করয়ে রোদন। প্রণাম করয়ে প্রেমে গর গর মন॥ করযোড়ে কি বলিব মুখে না বারায়। হেন কালে প্রভু কোলে করিতেই ধায়॥ অহে লোকনাথ তুমি মোরে পাসরিয়া। কিরূপে বঞ্চিলে কাল কোন্ দেশে যাঞা॥ ইহা বলি কান্দে গৌর কোলে করি তাঁরে। হেন বুঝি বিধি নিধি মিলাইল মোরে॥ অন্ধ হৈয়া আছি আমি সকল পাসরি। লোকনাথ কান্দে প্রভুর পদযুগে ধরি॥ হাতে ধরি লোকনাথে বসাইল কাছে। ক্ষণেকে নেহারে মুখ ক্ষণে ক্ষণে হাসে॥ তাঁহা রহি পণ্ডিতের সহিত মিলন। প্রণাম করিয়া দোঁহে কৈল আলিঙ্গন॥ তোমা হেন রত্ন আমি নয়নে দেখিল। এত দিন ভাগ্যে চক্ষুর শ্লাঘ্য হইল॥ পরম-আনন্দ সবে কৃষ্ণকথারসে। বাহ্য নাহি কারো প্রেমসিন্ধু

মাঝে ভাসে॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি সবার মিলন। প্রণাম করিয়া তাঁরে দিল আলিঙ্গন॥ এইরূপে পঞ্চ রাত্রি প্রভুর মিলন। বহু কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে আস্বাদন॥ এক দিন প্রভু কহে শুন লোকনাথ। কেমনে সংসার ছাড়ি আইলা সাক্ষাৎ॥ কহিলা যেরূপে আইলা সব বিবরণ। অসত্য সকল দুঃখ সত্য এ চরণ॥ কিরূপে ছুটিব আমি ইহা নাহি জানি। কৃপারজ্জু গলে দিয়া আনিলেন টানি॥ এইরূপে মহাপ্রভু নিভৃতে বসিয়া। লোকনাথ প্রতি আজ্ঞা করয়ে ডাকিয়া॥ করে ধরি কহে অহে শুন লোকনাথ। মনে যেই দুঃখ উঠে কহিব কাহাত॥ কিরূপে আইনু আমি তোমরা বা কোথা। না হয় সে কার্য্য সিদ্ধ মনে পাঙ ব্যথা॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি যত ভক্ত সব। সবারে কহিব যার যেই অনুভব॥ মোর মনের অনুভব কহিব বা কায়। মোরে দেখি কেহ নিন্দে কেহ হাসি যায়॥ রাধিকার ভাব লৈয়া আইনু গৌড়দেশ। আস্বাদন নহে দুঃখ অশেষ বিশেষ॥ আমার লাগিয়া রাধা জাতি কুল ধন। সকল ছাড়িয়া কৈল আত্ম সমর্পণ॥ মোর প্রাণনাথ কৈল আমার বিচ্ছেদে। মোর রূপ মোর গুণ দিবানিশি খেদে॥ মৃণাল তন্তুর প্রায় হৈল তার তনু। বসন মলিন বাউলের প্রায় যনু॥ বিধিরে কতেক দোষ দেয় শত শত। লক্ষ চক্ষু না দিলেক মোরে অভিমত॥ অন্যপুরুষের মুখ না দেখে নয়নে। শুনয়ে আমার গুণ কহয়ে বদনে॥ মোর অঙ্গসঙ্গ

লাগি সদাই ব্যাকুল। কুঞ্জে কুঞ্জে বলে কত যমুনার কূল॥ মুঞি শঠ ধৃষ্ট হও অত্যন্ত লম্পট। সত্যকে অসত্য করি বঞ্চনা কপট॥ তথাপি আমায় যদি দেখয়ে সাক্ষাতে। মান যায় লক্ষ সুখ মানয়ে তাহাতে॥ যদি বা মিলন নহে আমা কোন দিনে। তিলেক বিচ্ছেদে শতযুগ করি মানে॥ এত প্রীতি ছাড়ি করে এত আর্ত্তি যার। শাস্ত্রেও কহিতে নারে হেন গুণ তার॥ বৃন্দাবনবিলাসিনী প্রেয়সী আমার। আমার জীবন আমি জীবন তাঁহার॥ তাঁহার লাগিয়া মোর বৃন্দাবনে বাস। দিবানিশি মনে চিন্তি তাঁহার বিলাস॥ সখা দাস পিতা মাতা যে রসে বঞ্চিত। সবে সখীগণ জানে যে রসে মোহিত॥ গুণে প্রীতে তাঁর স্থানে হই আছোঁ ঋণী। তোমাস্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥ একে সে মনের দুঃখ আর শুন কথা। দেখিয়া ব্রাহ্মণ গেলা নিন্দিয়া সর্ব্বথা॥ পূর্ব্বে অপরাধ উপজিল মোর স্থানে। ফলিত হইল ইহা তাহা নাহি জানে॥ কৃষ্ণ জগতের গুরু তাহা না জানিয়া। মিথ্যা মদে মত্ত হৈয়া বেড়ায় ভ্রমিয়া॥ কহয়ে কৃষ্ণের তনু এক দণ্ড করে। হেন কৃষ্ণপদ ছাড়ি অন্যাশ্রয় ধরে॥ তাঁহার মুখেতে জন্ম তাঁহা নাহি মানে। পূজে এক বলে এক করে মদ্যপানে॥ কৃষ্ণতেজ ধরি জগতে মহাবলবান্। ব্যাসদেব যাহা লিখে তাহা করে আন॥ কৃষ্ণকে না বলে গুরু দাসীকে ভজয়। এই অপরাধে কত যাবে যমালয়॥ কৃষ্ণ ছাড়ি নিস্তেজ হৈল

তার মন। জানে নাহি শূদ্র হৈতে হীন সেই জন॥ একে এই দুঃখ আরে এ সব কথন। কহিয়ে শুনহ কিছু ইহার কারণ॥ মধ্যে পৌষমাস আছে মাঘ-শুক্লপক্ষে। তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥ বিপ্র সব দণ্ডধারী গুরু করি লয়। কহিল তোমারে এই মনের নিশ্চয়॥ সত্য এই ব্রাহ্মণ লাগি সন্ন্যাস করিব। গৃহ ছাড়ি দেশে দেশে ভ্রমণ করিব॥ এ বাহ্য বিচার আর মনের আশয়। শুন লোকনাথ ইহা কহিল নিশ্চয়॥ রাধিকার ভাব লঞা সব প্রয়োজন। কেবা বুঝে কেবা শুনে যেই মোর মন॥ মোর অঙ্গের বরণ বসন রাধা-গায়। এই লাগি নীলবস্ত্রে সুখ অতি পায়॥ আমার বিচ্ছেদে পরে অরুণ বসন। আপনাকে নিজদাসী মানে সর্ব্বক্ষণ॥ আমার লাগিয়া রাধা-আদি সখীগণ। বিরহে ব্যাকুল হৈয়া তেজিল জীবন॥ আমিহ তেজিব প্রাণ তাঁহার লাগিয়া। সে দশা হইবে তুমি শুনিবে থাকিয়া॥ ধরিব তাঁহার কান্তি পরিব অরুণবসন। হইব তাঁহার দাস আনন্দিত মন॥ এই লাগি অরুণবসন দিব গায়। জপিব তাঁহার গুণ কহিল তোমায়॥ তাঁহার যতেক গুণ নারিব শোধিতে। শতজন্ম আয়ু যদি হয় পৃথিবীতে॥ গুণে প্রীতে তাঁর স্থানে হইয়াছি ঋণী। তোমা স্থানে লোকনাথ কহিলাম আমি॥ জগৎ ভাসাইব আমি তাঁর যশঃকীর্ত্তি॥ তবে জানি কৃপা মোরে করেন এমতি॥ পাইব তাঁহার প্রেম কান্দিব নয়নে। ধূলায় ধূসর হৈয়া নাচিব সঙ্কীর্ত্তনে॥ ইহা বলি ফুকরিয়া কান্দে

গৌররায়। রাধা বৃন্দাবন বলি ধরণীলোটায়॥ লোকনাথ প্রভুরে কোলে করি স্থির কৈল। কহিতে রাধার গুণ কাঁপিতে লাগিল॥ যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন। কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন॥ প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন। তোমার পশ্চাতে যাবেন রূপ সনাতন॥ শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথভট্ট নাম। তবে রঘুনাথদাস গুণের নিধান॥ সবে মেলি বৃন্দাবনে একত্র হইয়া। লীলাগ্রন্থ বর্ণন নিজ-ভজন করিয়া॥ যেমন কহিলা তাঁরে রূপেরে কহিয়া। বিদায় করিব তাঁরে শক্তিসঞ্চারিয়া॥ আর কিছু কহিব শুন মনের ভাবন। যে আশ্রয় সেই প্রাপ্তি তেমতি ভজন॥ দৃঢ়তর করিবারে কহিল পুনর্ব্বার। গুরুমুখে শুনিলে সব হয়ে ত নির্দ্ধার॥ মোর অভীষ্ট যেই সেই উপাসনা। তাহা কি জিনিতে পারে অন্য অন্য জনা॥ তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি জান সর্ব্বমর্ম্ম। তথাপি শুনাই তার সারাৎ সার ধর্ম্ম॥ পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম শাস্ত্রে কহে। মূর্ত্তিভেদে বস্তুভেদ লক্ষণা কহে যাহে॥ স্বকীয়া পরকীয়া হয় দ্বিবিধ প্রকার। তাহাতে কহিয়ে শুন মতামত আর॥ দ্বারকার যত নারী স্বকীয়া বাখানি। পরকীয়া মধ্যে শ্রেষ্ঠা গোপীগণ জানি॥ কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা কন্যা হয়। সেই ব্রজে আছে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ তাতে যূথেশ্বরী ব্রজে মুখ্য দুই হয়। রাধা চন্দ্রাবলী দুই তাহাতে আছয়॥ স্বভাব দোঁহার হয় দুই ত প্রকার। রাধাদি বামা দক্ষিণা চন্দ্রাবলী আর॥ কহিতে কহিতে প্রভুর আর

দশা হৈল। হাতে ধরি লোকনাথে কহিতে লাগিল॥ এক মোর মনোঽভীষ্ট অনুষঙ্গপ্রায়। যাতে মোর লভ্য আছে করিবে সহায়॥ দেহান্তরে সিদ্ধি ভক্তলীলা বিস্মরণ। আপনাকে জানে অতিপ্রকৃতির সম॥ আপনে চৈতন্য তাঁরে করান শিক্ষণ। শুনিতে শুনিতে সব হয়েত স্মরণ॥ এইরূপ প্রভুর কৃপা সিদ্ধভক্ত প্রতি। সেই সে জানয়ে যার দৃঢ়তর মতি॥ যে করিব যে বলিব মোর মনঃকথা। সেই সে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র হইব সর্ব্বথা॥ রূপ সনাতন যবে পাঠাই বৃন্দাবন। বহুগ্রন্থ বিচারশাস্ত্র করিব চিন্তন॥ সবে মিলি সম্মত করিবে ভাল মতে। কেহ যেন হেলন না করে দুঃখ পাব তাতে॥ লোকনাথ কহে প্রভু করোঁ নিবেদন। সন্দেহ ছেদন করি শুদ্ধ কর মন॥ ব্যাসদেব বহুগ্রন্থ করিল বর্ণন। তাহে নিরূপণ কৈল কৃষ্ণের ভজন॥ যে সব সম্মত নহে ভজনের রীতি। আজ্ঞা হয় প্রভু মুঞি করিয়ে প্রণতি॥ কলা অংশ বিলাসাদি এক আত্মারূপ। যার যেই লীলা শুন তাহার স্বরূপ॥ এ সব বর্ণন শাস্ত্রে আছয়ে অপার। ব্রজ-উপাসনা তাহে নাহিক বিস্তার॥ দাস-সখা বাৎসল্য মধুর ভাব সার। ঐশ্বর্য্য গ্রহণ ইথে নাহিক কাহার॥ বিশেষে মাধুর্য্যভাবের করিতে রচন। ইহাতে প্রবেশ কারো নাহি হয় মন॥ মধুরের যেই মত না জানে বরণ। মধুর জানয়ে যার যেন বিবরণ॥ অন্য রসের অধিকারী না জানয়ে প্রীত। তাতে নায়কের লীলা প্রিয়ার সহিত॥ পরকীয়া

লীলা এই অতি-গাঢ়তর। অন্য কেহ নাহি জানে ইহার অন্তর॥ ভাগবত পুরাণাদি ব্যাসের বর্ণন। প্রভাব ঐশ্বর্য্য তাতে প্রকাশিত হন॥ নিরূপণ না করিল এ সব ভজন। জ্ঞানমিশ্রা ঐশ্বর্য্যাদি তাহে নিরূপণ॥ সাবধান হবে লোক প্রবর্ত্ত হইতে। কৃষ্ণের ভজনোৎকর্ষ লিখিল তাহাতে॥ যে স্থানে যাহার বাস যার সঙ্গে স্থিতি। বর্ণন করিতে তাহা কাহার শকতি॥ শ্রীরূপ দেখিলেন কৃষ্ণ-লীলা যে নয়নে। তথাপি করিব আমি শক্তি সঞ্চারণে॥ দৃঢ়তর লাগি যেই শুনে গুরুমুখে। বর্ণন করিব সেই আনন্দ-কৌতুকে॥ শাস্ত্র সাধু আত্মসনে গাঢ়তর হয়। এক হৈতে সঙ্গ তাহার হয় ত নিশ্চয়। বহু শাস্ত্র আনি তার অভিপ্রায় হয়॥ লীলার ঘটনা হৈলে বুঝিব আশয়॥ সেই সে প্রমাণসিদ্ধ তাঁর মাঝে দিব। দৃঢ়তর বাক্য দেখি সবেই লইব॥ যবে সেই শাস্ত্রে না থাকিবে সেই রস। লিখিব মনের কথা তাহাতে সরস॥ এখন আছেন তিঁহ রাজার সাক্ষাতে। কৃপা করি আমি তাঁরে পাঠাব পশ্চাতে॥ সবার একসঙ্গ হবে সেই বৃন্দাবনে। একসঙ্গে বঞ্চিব কাল লীলা-আস্বাদনে॥ ব্রজ-উপাসনা শাস্ত্রে করিবেন প্রচার। যাহাতেই প্রাপ্তি হয় নন্দের কুমার॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাতে লাভালাভ হয়। শুনিয়া সকল লোক আশ্রয় করয়॥ ইহাতে আনন্দ আছে মোর মনঃকথা। হবে যে কহিব তথা মিলিব সর্বথা॥ যুগে যুগে করে লোক কৃষ্ণ-উপাসনা। রাধিকার

চরণ প্রাপ্তি করে কোন জনা॥ সেই সব দৃঢ়শাস্ত্র অনেক প্রকার। শুনিলে আমার হবে আনন্দ অপার॥ আপনি মাতিব মাতাব জগজন। যার লাগি মোর চিত্ত ঝুরে অনুক্ষণ॥ রাধিকার চরণ দুই পায় যেন লোক। ভজন স্মরণ করে ত্যজি দুঃখশোক॥ তোমার লাগিয়া ভিক্ষা মাগিব তাহারে। আর বা মনের দুঃখ কহিব কাহারে॥ যেখানে যে লীলা করে রাধাপ্রাণনাথ। সেই স্থানে সব সখীগণ লৈয়া সাথ॥ আমার শকতি নাহি করিতে বর্ণন। দরিদ্র সন্ন্যাসী মোর আছে প্রয়োজন॥ খাব আর বিলাইব যত জগজনে। তোমার ধনে মোরে ধনী করি যেন জানে॥ মোর দুঃখে দুঃখী হবে মোর সুখে সুখী। যখন যেমন বার্ত্তা পাঠাইবে লিখি॥ আমি পাঠাইব লিখি তোমা সবাকারে। ভদ্রাভদ্র জানিবেন সেই পত্র দ্বারে॥ তোমার নিজ-বৃন্দাবন যাও সেই স্থানে। মোর ভাগ্য থাকিলে পাইব দরশনে॥ মুঞি অজ্ঞ মূর্খ ইহা কতেক লিখিব। শুনি লিখি ভক্তগণ দোষ না লইব॥ পুনরপি শুন কিছু অহে মহাধীর। যে কহিয়ে তাহা শুন মন করি স্থির॥ সর্ব্বত্যাগ করে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। সেই সে জানয়ে সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্ম্ম॥ বর্ণাশ্রমী নাহি হয় অনন্যশরণে। তারে কৃষ্ণ অঙ্গীকার না করে আপনে॥ নীলাচলে দিন কথো থাকি আসিব গৌড়দেশে। সর্ব্বত্যাগী ভ্রমিব যাই অকিঞ্চন-বেশে॥ লোকনাথ কহে প্রভু করি নিবেদন। শ্রীমুখে শুনিলে হয় সন্দেহ-ছেদন॥ শুনিয়া আমার চিত্তে হৈল

চমৎকার। কিছু নিবেদন করোঁ কর অঙ্গীকার॥ হেন বর্ণাশ্রমী কেহ বর্ণাতীত হয়। সবেই করিব কৃষ্ণচরণ আশ্রয়॥ যেই যারে ভজে তারে অঙ্গীকার করে। আশ্রয় করিয়া জীব যাবে কোথাকারে॥ প্রভু কহে লোকনাথ শুন আরবার। জিজ্ঞাসিলে যেই তার শুন পারাবার। চারি বর্ণাশ্রমী করিলেক কৃষ্ণাশ্রয়॥ যে ভজনে তারে কৃষ্ণ করুণা করয়। তাহা শুন সাবধানে মন করি স্থির। পরিবার শাস্ত্র সাধু আশয় গম্ভীর॥ যে বুঝিতে পারে তার হয় কৃষ্ণসঙ্গ। ব্যতিক্রম হয় যেই তারে করে ভঙ্গ॥ কৃষ্ণেরে ঈশ্বরবুদ্ধি না করে ব্রজবাসী। সদা প্রেমসেবা করে রহে প্রেমে ভাসি॥ সেই সুখলাগি ত্যাগ করিল সকল। আর এক বাক্য তাঁর আছয়ে প্রবল॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি লয় রাগের লক্ষণ। যেই জন হেন করে পায় সেই ধন॥ কর্ম্মত্যাগ রাগোন্মুখী করে যে ভজন। সেই জন মিলে তাহে সে হেন চরণ॥ কায়িক বাচিক মনে করে অন্য মত। ব্রজপ্রাপ্তি নহে সেই অন্য অভিমত॥ করিলে এ দেহে মিলে সেই সব ভাব। নহে দেহান্তরে মিলে সাধনস্বভাব॥ লোকনাথ পাশরিলে আপন স্বভাব। কে তুমি তোমার বাস যেই মত ভাব॥ যে সুখে তোমরা বৈস যেবা নাম তোর। যাহার সেবন কর হইয়া বিভোর॥ মঞ্জুলালী সখী পূর্ব্ব রাধার সঙ্গিনী। অঙ্গবিলেপন সেবা পরায় কিঙ্কিণী॥ রাধিকার সঙ্গে থাকহ নিরবধি। দাসী-অভিমানে সেবা অনুক্ষণ সাধি॥ রাধিকার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী মন।

এইরূপে খ্যাত সখী সেবাপরায়ণ॥ শুনিতে প্রভুর মুখে সব স্ফূর্ত্তি হৈল। নিরীক্ষণ করি মুখ কান্দিতে লাগিল॥ সেই রসে মত্ত হৈয়া থাকে সেই স্থানে। মোর প্রাণরক্ষা কর যাও বৃন্দাবনে॥ গিরিকুণ্ড গোবর্দ্ধন যাবট বর্ষাণ। সঙ্কেত নিভৃত কুঞ্জ যত লীলাস্থান॥ বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবা মনে। মোর মায়া ছাড়ি পথে করহ গমনে॥ তোমার যে জন্মস্থান তাহা বাস করি। ভজন স্মরণ কর কিশোরকিশোরী॥ চির-ঘাট রাসস্থলী কদম্বের সারি। তার পূর্ব্বপাশে কুঞ্জ পরম-মাধুরী॥ তমাল বকুল বট আছে সেই স্থানে। বাস কর সেই স্থানে সুখ পাবে মনে॥ রাসস্থলী বংশীবট নিধুবন স্থান। ধীরসমীরণমধ্যে করিবে বিশ্রাম॥ যমুনাতে স্নান কর অযাচক ভিক্ষা। ভজন স্মরণ কর জীবে দেহ শিক্ষা॥ তুমি সিদ্ধ হও তোমার হইব যে শাখা। তাহার যে গণ হবে তার নাহি লিখা॥ রূপ আদি তোমার গণ মিলিব অল্প-কালে। তখনে জানিবে যবে মিলিবে সকলে॥ নিশি গেল প্রাতঃকালে প্রভু বসি আছে। লোকনাথে কহি কিছু বসা-ইলা কাছে॥ প্রভু কহে লোকনাথ যাহ বৃন্দাবন। সর্ব্ব-দুঃখ যাবে সুখ পাইবে আপন॥ শিক্ষাপাত্র করিয়াছি মনের বেদন। উঠি তাঁরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥ দণ্ডবৎ করিলেন, পদ দিল মাথে। কান্দিতে লাগিলা প্রভু ধরি তাঁর হাতে॥ তোমারে নিজবৃন্দাবন দত্ত তুমি দিলা। বাহ্য নাহি লোকনাথের কান্দিতে লাগিলা॥ প্রভুভৃত্য বিনা কেবা

বুঝয়ে এ সব। কেবা জানে দুই জনার কিবা অনুভব॥ গদাধর-পণ্ডিত আছিলা সেই স্থানে। তাঁর শিষ্য ভূগর্ব্ভ করয়ে নিবেদনে॥ মোরে আজ্ঞা হয় প্রভু যাঙ বৃন্দাবন। বহু দিন সাধ আছে হও সকরুণ॥ মহাপ্রভু কহেন গদাই আজ্ঞা কর দান। লোকনাথ ভূগর্ব্ভ দোঁহে একসঙ্গে যান॥ গদাধর কহেন ভূগর্ব্ভ যাহ ইহার সঙ্গে। দুই জনে যাবে সুখে কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ প্রণাম করিয়া তবে যায় দুই জন। হরি-ধ্বনি করেন ভক্ত আনন্দিত মন॥ লোকনাথ-গোসাঞি যবে গেলা বৃন্দাবন। কাতর হইয়া প্রভু করেন রোদন॥ গদা-ধর কান্দে নিজ ভূগর্ব্ভ লাগিয়া। পাঠাইলা কেনে কান্দে কে বুঝয়ে ইহা॥ প্রভুভৃত্য জানেন না জানে অন্য জন। দুই জনে কিবারূপে করিলা গমন॥ এইরূপে নবদ্বীপে বিহরয়ে রঙ্গে। নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত লঞা সঙ্গে॥ এবে যে লিখিয়ে তাহা শুন দিয়া মন। প্রভুর মনের বাক্য বহু প্রয়োজন॥ পথে চলি যায় দোঁহে হৈয়া আনন্দিত। গৌরভাবে পুলকাঙ্গ পড়য়ে ভূমিত॥ ক্ষণে কৃষ্ণকথারসে পথে চলি যায়। ক্ষণে গৌরাঙ্গের লীলা উচ্চৈঃস্বরে গায়॥ দৈন্য রোদন করি কহে প্রভু কৃপাসিন্ধু। আমারে করহ কৃপা প্রভু একবিন্দু॥ ক্রমে ক্রমে রাজমহল যাই উত্তরিলা। কিরূপে যাইব পথে দোঁহে বিচারিলা॥ সে কালেতে দস্যুভয় নাহি চলে লোক। প্রভু-আজ্ঞা হেলন হয় করে নানা শোক॥ দুঁহে মহাবিচারয়ে কোন্ পথে যাব। কোন্ পথে বৃন্দাবন

দর্শন পাইব॥ লোকেরে পুছয়ে ভাই যাই কোন্ পথে। তারা কহে না পারিবে বৃন্দাবন যাইতে॥ দোঁহে বিচারয়ে মনে কহ দেখি ভাই। তাজপুর পথে যাই তবে সুখ পাই॥ প্রভাতে চলিল নিজ-প্রভু স্মঙরিয়া। সেইরূপে উত্তরিলা গ্রাম পুরণিয়া॥ ভরসা হইল মনে যায় সেই পথে। কতক দিবসে উত্তরিলা অযোধ্যাতে॥ হেন কি হইবে দিন যাব বৃন্দাবন। নয়নে দেখিব স্থান যত কুঞ্জবন॥ প্রভুর আজ্ঞা রক্ষা পায় বাঞ্ছিতপূরণ। সেই সব মনে করি করয়ে রোদন॥ দোঁহে দোঁহার মৈত্র প্রীতি দোঁহে দোঁহার বন্ধু। এই লাগি আজ্ঞা দিল গৌর কৃপাসিন্ধু॥ তবে লক্ষ্ণৌগ্রাম কত দিনে গেলা। তেইশ দিবসে আগরায় উত্তরিলা॥ যমুনা বহিছে তথা কৈল স্নান-পান। ধন্য মানি আপনাকে পথে চলি যান॥ দ্বিতীয় দিবস অন্তে গেলা যে গোকুল। কৃষ্ণজন্ম-স্থান দেখি হইলা ব্যাকুল॥ অহে বন্ধু বড় ভাগ্য দেখিল জন্ম-স্থান। গৌরাঙ্গের সম বন্ধু নাহি কৃপাবান্॥ গৌরাঙ্গ করিলেন সব স্থান উপদেশ। আর দিন বৃন্দাবনে করিল প্রবেশ॥ বৈষ্ণব-গোসাঞির পায় কৈল নিবেদন। অতি-অদভুত কথা করহ শ্রবণ॥ জানাইতে চাহি যাহা শুনিয়াছি আর। কার চিত্তে দুঃখ হউ আনন্দ আমার॥ গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর নিজ-শক্তি। ইথে অবিশ্বাস কেহ না করিবে মতি॥ আমি নাহি জানি গৌরাঙ্গ জানেন আপনে। ইথে যেই হানি লাভ সেই তাহা জানে॥ কৃষ্ণপ্রিয়ারূপে গদাধর অবতরি। সেই সে

জানয়ে তাঁর কৃপা যারে ভারি ॥ নান্দীমুখী যাঁর নাম ভূগর্ভ-মহাশয়। লোকনাথসঙ্গে প্রীতি হয় অতিশয় ॥ মঞ্জুলালি নান্দি-মুখী হয় মহাপ্রীত। গৌরাঙ্গ দিলেন সঙ্গ জানি সুনিশ্চিত ॥ আপনে চৈতন্যচন্দ্র জগতের গুরু। জীব প্রতি কৃপাময় বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ সর্ব্বরস অধিকারী প্রয়োজন সাধ্য। এই ত কারণে সবার হয়েন আরাধ্য ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন। নিজ-ভক্ত জানে প্রভু মোর প্রাণধন ॥ যত গুণে গৌররায় ভক্ত তত গুণে। হেন ভক্তে শিক্ষা দেন কিসের কারণে ॥ স্বপ্ন কহি ভক্তগণে করান সব স্ফূর্ত্তি। গুণ ধরেন প্রভুর ধরিতে নারে শক্তি ॥ লোকনাথ-গোসাঞি যবে ভ্রমে বৃন্দাবন। প্রসঙ্গে করিল প্রভুর শক্তিসঞ্চারণ ॥ বাউলের প্রায় দোঁহে দেখিয়া বেড়ায়। লীলাস্থান দেখি ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় ॥ গোবর্দ্ধনের শোভা দেখি যায় কুণ্ডতীরে। দুই কুণ্ডে খেতি দেখি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ যব গেহুঁ লাগিয়াছে দেখিল নয়নে। যেই লীলা যেই স্থানে চিনিলেন মনে ॥ যতেক সখীর কুঞ্জবন হইয়াছে। ক্ষণে অঙ্গ কম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥ আর দিন গেলা যাবট রাধিকার বাস। চিনিয়া চিনিয়া কান্দে সকল বিলাস ॥ চিনিল সখীর বাস যেই যেই স্থানে। সেই স্থানে নিজ-ঘর জানিলেন মনে ॥ হইল যতেক দুঃখ অন্তরগোচরে। স্তব্ধ-প্রায় রহে কিছু না কহে লোকেরে ॥ তবে নন্দালয় গেলা দেখি যত স্থান। সেই সে জানয়ে যার যে গুণ আখ্যান ॥ তবে গেলা সঙ্কেতকুঞ্জ ভ্রমিয়া বেড়ায়। প্রণাম করয়ে ক্ষণে

করে হায় হায়॥ ভূগর্ভের হাতে ধরি কহেন বচন। কহ দেখি কোন্ স্থানে কিবা লীলা হন॥ কহি দুই জনে ভাব নাহিক সম্বিত। রাধা রাধা বলি কান্দে পড়ে অবনীত॥ সেই স্থানে করিলেন সেই দিন বাস। দেখি ব্রজবাসী লোক পাইল উল্লাস॥ মহাসিদ্ধ জ্ঞান হৈল সবে বিচারিয়া। ভক্ষণে অপূর্ব্ব দ্রব্য দিলেন আনিয়া॥ আর দিন বরষাণ পর্ব্বত উপরে। দুই জনে দেখেন স্থান অঙ্গে প্রেমভরে॥ প্রাতঃকালে সরোবরে স্নান করি যায়। ভাবিতে ভাবিতে মনে কুণ্ডতীর পায়॥ পুনঃ পরিক্রমা করি রহে সেই গ্রামে। ব্রজবাসী বহু প্রীতি কৈল দুই জনে॥ আর দিন বৃন্দাবনে কালি হ্রদ যাই। ভূগর্ভের প্রতি কহেন মনে পড়ে ভাই॥ চিনিয়া চিনিয়া স্থান পথে চলি যায়। নগরভ্রমণ করি রাসস্থলী পায়॥ দেখিয়া জানিল নিধুবন আগে হয়। নিশ্বাস ছাড়িয়া কান্দে ভূমেতে পড়য়॥ যাইতে যাইতে পাইল চিরঘাট-স্থানে। দেখিল সে ঘাটে বন নিরখে নয়ানে॥ কোন্ স্থানে করিব বাস কোথাহ না পায়। দেখিয়া দেখিয়া সব বনেতে বেড়ায়॥ দেখিলেন সেই স্থান সেই বৃক্ষলতা। সেই খানে বাস করি রহিলেন তথা॥ আর না দেখিব গৌরাঙ্গ তোমার চরণ। রহিলাম আজ্ঞামাত্র করিয়া ধারণ॥ ভক্তগণসঙ্গে প্রভু যে করিবেন লীলা। বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥ নয়নে দেখিব কবে রূপসনাতন। তবে সে মানিব ধন্য আপন জীবন॥ আর্ত্তনাদে নিবেদয় প্রভুর চরণে। কবে পাঠাইবেন প্রভু রূপসনাতনে॥ তবে প্রাণ রহে মোর

নাহিক উপায়। কে জানে আমার দুঃখ নিবেদিব কায়॥ রহিলাম তোমার আজ্ঞা করিয়া আধার। শীঘ্র মনোরথ সিদ্ধি করিবে আমার॥ অতিদূর নহে সাধন করে দুই জনে। দিবানিশি সাধন করে যেবা আছে মনে॥ ব্রজবাসী যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন। দর্শন করিয়া সবে ভাবে মনে মন॥ আর এক কহি শুন অদভুত কথা। দুই ব্রহ্মচারী আসি উত্তরিলা এথা॥ ধীরসমীর যাইতে দেখিল আমরা। বুঝিলাম মনে মনুষ্য নহেন তাঁহারা॥ যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে কিবা রূপবান্। কিবা ব্রহ্মচারী, রূপ মদনসমান॥ এত দিন নাহি জানি দেখি নাহি আর। দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হৈল অবতার॥ যত ব্রজবাসী যান দর্শনের আশে। সবা প্রতি সমাদর পরমসম্ভাষে॥ সবারে কহয়ে কর কৃষ্ণ-উপদেশ। শুনিয়া সবার হয় আনন্দ আবেশ॥ কিবা ভজনের রীতি দেখি সর্ব্বজন। যেই দেখে সেই করে আজ্ঞার পালন॥ কত দ্রব্য আনে লোক দূর গ্রাম হৈতে। শত সহস্র লোক তাহা না পারে খাইতে॥ অতিবিরক্ত কারে কিছু না কহে বচন। ব্রজবাসী যত লোক জানে প্রাণসম॥ তিলেক দর্শন করি না রহে জীবন। যেই আজ্ঞা করেন তাহা করেন পালন॥ যত দিন বৃন্দাবনে করেন দোঁহে বাস। কতেক লিখিব তাহা করিয়া প্রকাশ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লিখি কথা। শুনিয়া এ সব কথা না পাইবা ব্যথা॥ শ্রীমতী ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন। মুঞি পামরসঙ্গে রহি করিয়াছোঁ দর্শন॥ ভাই রামচন্দ্রদাস

অনেক বৈষ্ণব। ঠাকুরাণীর সঙ্গে থাকি দেখিয়াছোঁ সব॥ রূপগোসাঞির স্থানে ঈশ্বরী আপনে। সকল গোসাঞি আসি মিলিলা যেমনে॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেম-বিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীশ্রীলোকনাথগোস্বামী জিউর জন্মাদি, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসম্মিলন, শিক্ষা লাভ, শ্রীরূপ সনাতনের পূর্ব্বে দুর্গম পথে ব্রজগমন, দর্শন ও বাস-নিরূপণপ্রভৃতি বর্ণনময় সপ্তম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অষ্টম বিলাস।



জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ ভকত আশ্রয়॥ জয় জয় বিশ্বম্ভর করুণাবিগ্রহ। জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র লোক-অনুগ্রহ॥ জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমের সাগর। জয় জয় গৌরভক্ত রসিকশেখর॥ ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান। প্রণতি করি শুন কিছু প্রেমের আখ্যান॥ গৌড়দেশের ভূষণ সঙ্কীর্ত্তন বড়। শ্রবণমাত্র প্রেম হয় কহিলাম দড়॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এই মহাবল। কলিযুগে আর নাহি মিথ্যা সে সকল॥ এক হরিনাম হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। সঙ্কীর্ত্তনে তার দেহে প্রেম উপজয়॥ যার দেহে হরিনামে নাহি হয় রতি। তার দেহে প্রেম নহে উড়ি যায় কতি॥ কৃষ্ণ পাইবার লাগি যার সাধ আছে। সে লউক হরিনাম পরমলালসে॥ যার যেই রতি সকলে লউক হরিনাম। সঙ্খ্যা করি নাম লইলে পূরে মনস্কাম॥ এবে শুন নরোত্তমের জন্মবিবরণ। শুনিলে আনন্দ পাবে কীর্ত্তনে হবে মন॥ বৃন্দাবন যাবেন প্রভু গৌড়দেশ হৈতে। বৃন্দাবন না গেলা ফিরিলা নাটশালা হৈতে॥ সে কথা বিস্তার আছে পূরব লিখনে। বৃন্দাবন নাহি যাব রহিব এই স্থানে॥ নিত্যানন্দ-প্রভুর শুনি উপজিল হাস। নবদ্বীপ ছাড়ি ভূমি করিলে

সন্ন্যাস॥ পদ্মাবতীতীরে এবে অভিপ্রায় হৈল। ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ হাসিতে লাগিল॥ প্রভু কহেন শ্রীপাদ তুমি কর অবধান। যে স্থানে বসিলে সুখ সেই জন্মস্থান॥ যে নিমিত্ত ছাড়িয়া আইনু নীলাচল। তার সনে দেখা হইলে শুনিবে সকল॥ প্রভু কহে সেই সত্য এহ মিথ্যা নয়। বিশেষিয়া কহি শুন যদি মনে লয়॥ সনাতন রূপসঙ্গে একত্র হইলে। সেই সব শুনিবেন আচার্য্য সকলে॥ ভাল ভাল বলি প্রভু শীঘ্র যে উঠিলা। গৌড়ের নিকটে গ্রাম তাহে উত্তরিলা॥ চতুরপুর নাম তার কিছু অল্পদূর। সনাতন সহ দেখা প্রেমের প্রচুর॥ সেই অর্থে দেখা তার সমাধা করিয়া। তাহা হৈতে নাটশালা উত্তরিলা গিয়া॥ কৃষ্ণের নাটশালা এই নাম শুনি গ্রামে। উথলিল প্রেম দেহে বৃন্দাবনভ্রমে॥ নিত্যানন্দ কহে প্রভু ছাড়ি পদ্মাবতী। সেই হৈতে নদীতীরে রহিতে হৈল মতি॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হঞা সাবধান। অভিপ্রায় প্রভুর কিছু বুঝা নাহি যান॥ এক দিন মহাপ্রভু কীর্ত্তনে নাচিতে। নরোত্তম নাম কহি ডাকে আচম্বিতে॥ নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া। কত শত ধারা বহে নয়ন বাহিয়া॥ প্রেমের বিকার দেখি মনে বিচারয়। কীর্ত্তন নিবৃত্ত কৈল মনে পাঞা ভয়॥ প্রভুকে বেড়িয়া সব কীর্ত্তনীয়াগণ। মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম করেন গায়ন॥ বোল বোল বলি প্রভু পড়িলা ভূমিতে। নিত্যানন্দ-প্রভু আর না পারে ধরিতে॥ মথুরা মথুরা বলি করেন ক্রন্দন। ভক্তগণের শুনিয়া বিদীর্ণ হয় মন॥ দিগ্বিদিগ্ নাহি মথুরার নামে। টলমল

করে প্রেমে নাটশালা গ্রামে। উচ্চৈস্বরে কান্দে প্রভু মথুরা যে করি। বসিলেন নিত্যানন্দ প্রভু-গলা ধরি॥ হুংকার করয়ে সব কোলাহল হৈল। কুলবধূ আদি করি দেখিতে আইল॥ মথুরা মথুরা বলি ভুমে গড়ি যায়। সোণার শরীর প্রভুর ভূমিতে লোটায়॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি প্রেমের মাধুরী। অনিমিখে রূপ দেখে কি পুরুষ নারী॥ হুহুঙ্কার শব্দ করে মথুরা বলয়। প্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু বাউলের প্রায়। কোথা রাধা রাধা বলি ঘন ঘন বোলে। পুড়য়ে শরীর মোর তোমা না দেখিলে॥ ললিতা বিশাখা কোথা কোথা চম্পক-লতা। হা হা মোরে দেখাহ প্রাণসখী আছে কোথা॥ দেখা দিয়া প্রাণ রাখ কেন দুঃখ দেহ মোরে। যমুনা-প্রবেশ করি নারি রহিবারে॥ চল শীঘ্র ললিতা-সখী মধুপুরী যাই। প্রাণনাথ আর কেনে দেখিতে না পাই॥ ব্যাকুল দেখিয়া প্রভু ধরিয়া বসিলা। কি করিব কিবা হবে ভাবিতে লাগিলা॥ চল যাই কেনে আইলাম নাটশালা গ্রামে। হাসাইলাম গোরাচাঁদ ভাবে মনে মনে॥ সঙ্কীর্ত্তনের শ্রীপাদ উপায় সৃজিল। উচ্চ করি জগন্নাথ ধ্বনি উঠাইল॥ জগন্নাথ নামে প্রভুর চেতন হইল। ক্ষণে ইতি উতি যাই ভ্রমণ করিল॥ নরোত্তম বলি প্রভু কান্দে অনুক্ষণ। দিগ্ নিহারে প্রভু না দেখে নরোত্তম॥ সবে কহে প্রভু লই যাই নীলাচল। তবে পূর্ণ হয় মোর সকল মঙ্গল॥ যদি কোন মতে প্রভুর মন ফিরাইব। পদ্মা-বতী পার হৈলে সকল পাইব॥ হেন কালে পুনঃ ডাকে বলি

নরোত্তম। হেন বুঝি আসিবে কেহ ভাগবতোত্তম॥ শ্রীপাদকে ধরি প্রভু করিলেন কোলে। ভিজিল নিতাইর অঙ্গ নয়নের জলে॥ যতন করাইয়া প্রভুকে করাইল স্থির। কাল জানি নিত্যানন্দ হইলেন ধীর॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। জগন্নাথে যাই বহু আছে প্রয়োজন॥ সনাতন-মুখে কৃষ্ণ নিষেধ করিল। লোকভীড় ভয়ে পথ সব জানাইল॥ যাতে যুক্তি ভাল হয় তাহা কর তুমি। যে করিবে সেই হবে স্বতন্ত্র নহি আমি॥ প্রভু কহেন শ্রীপাদ শুন মন দিয়া। কারণ আছয়ে ইহার নাট্যশালা যাঞা॥ কি কার্য্য আছয়ে প্রভু কহ দেখি শুনি। মনে লাগে যাব লৈয়া তবে আমি মানি॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। সঙ্কীর্ত্তনে নরোত্তম করিল স্মরণ॥ অতএব লৈয়া যাব না যাব আমি সঙ্গে। ধরিতে সামর্থ্য নাহি ভাবের তরঙ্গে॥ বিরহবেদনা দেখি চাহিতে না পারি। এই ক্ষণে মরণ হউক ইহা মনে করি॥ প্রভু কহে গড়ের হাট বড় সুখের স্থান। দেখিলেই তোমার থাকিতে হবে মন॥ শুন শুন শ্রীপাদ কহি বিবরিয়া। প্রাণধন সঙ্কীর্ত্তন রাখিতে চাহি ইহা॥ নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন হইল প্রকাশ। গৌড়দেশ ছাড়ি আমার নীলাচলে বাস॥ অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন চাহি রাখিবারে॥ গড়ের হাটে থুইব প্রেম কহিল তোমারে॥ গড়ের হাটের প্রেম প্রভু কেমনে রাখিবা। পাত্র কেবা আছে তাঁরে হেন প্রেম দিবা॥ প্রভু কহে যাবৎ তুমি আছ বিরাজমান। তাবৎ আমার প্রেম নহে অন্তর্দ্ধান॥ পাত্র-স্থানে এই

প্রেম রাখিলে সে হয়। অপাত্রে পড়িলে প্রেম হয় অপচয়॥ প্রেমে মত্ত পৃথিবী না জানে স্থানাস্থান। হেন জনে দেহ প্রেম সবে করে পান॥ অতএব চল ভাই যাই গড়ের হাট। এমন জনে প্রেম দিয়ে কান্দায় ঘাট বাট॥ ভাল ভাল বলি শ্রীপাদ মৌন করিলা। কিরূপে জন্মিবে পাত্র ভাবিতে লাগিলা॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ বুঝি করহ ভাবনা। আপনার গুণ তুমি না জান আপনা॥ নীলাচল যাইতে যত কান্দিয়াছ তুমি। সেই প্রেম দিনে দিনে বান্ধিয়াছি আমি॥ সে প্রেম রাখিব আমি পদ্মাবতীতীরে। নরোত্তম নামে পাত্র দিব আমি তারে॥ প্রেমে জন্ম হবে তাঁর আমা বিদ্যমানে। এখানে রাখিয়া যাব পদ্মাবতী-স্থানে॥ নিত্যানন্দ বলে প্রভু গড়ের হাট কোথা। আমারে লইয়া সঙ্গে চল তুমি তথা॥ পদ্মাবতী দুই কূল অতি-সুশীতল। মধ্যে পদ্মাবতী বহে ধারা নিরমল॥ শুনি আনন্দিত হৈল নিত্যানন্দের মন। শীঘ্র করি কর প্রভু তথা আগমন॥ বৃন্দাবন ছল করি গড়ের হাটে আইলা। নাট্যশালা হৈতে এইরূপে ফিরি গেলা॥ নিত্যানন্দ হাত ধরি হাসিতে হাসিতে। পদ্মাবতী-শোভা দেখি লাগিলা কহিতে॥ এইরূপে আইলা গ্রাম ভুড়োদরপুর। দেখিয়া তীরের শোভা আনন্দ প্রচুর॥ তথায় করিল স্নান কৃষ্ণ-আলাপনে। প্রভাতে চলিলা প্রভু পদ্মাবতী-স্থানে॥ স্নান করি তটে প্রভু, কীর্ত্তন আরম্ভ। হুহুঙ্কারে প্রেমভরে হৈল মহাকম্প॥ কি দেখিব সেই প্রেম কিবা তার অর্থ। সহস্র জনে ধরিতে তারে না হয় সমর্থ॥

সে কালে ফুৎকার করেন নরোত্তম করি। শ্রীপাদ কহেন প্রেমলীলা চুরি করি॥ শুন শুন ভক্তগণ হও সাবধান। এই কালে লয়েন প্রেম করি অনুমান॥ নিত্যানন্দ-বাক্যে ভক্তগণ চমকিত। করিলেন নিত্যানন্দ কীর্ত্তন স্থগিত॥ কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু স্নান আরম্ভিল। প্রেমে মত্ত পদ্মাবতী বাড়িতে লাগিল॥ প্রভু-অঙ্গ পরশে স্রোত হইল স্থগিত। প্রেমভরে জল সব হইল পূরিত॥ বাড়িতে বাড়িতে জলে গ্রাম ভাসি গেলা। বুঝিলাম এইরূপে প্রেমে ভাসাইলা॥ ঘর দ্বার ভাসি নগর কোলাহল হৈল। বর্ষা নহে ইহা কেহ বুঝিতে নারিল॥ শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু। গ্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কভু॥ প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ। নরোত্তম নামে প্রেম তাঁরে তুমি দিহ॥ নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমা-স্থানে। যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে॥ পদ্মাবতী বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম॥ যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা॥ প্রভু কহে এই সব যে কহিলা তুমি। এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞা দিল আমি॥ আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে। বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে॥ পদ্মাবতী বিদায় দিতে প্রভু দাঁড়াইলা। নিত্যানন্দ-সঙ্গে সেই দিগ্ নিহারিলা॥ স্রোত চলিল জানি গ্রাম ছাইল। ছাড়িলেক জনলোক আনন্দ পাইল॥ শ্রীপাদ কহেন প্রভু যে দেখিল শোভা। এথাই থাকিতে মন হইয়াছে লোভা॥

নরোত্তম জন্মাইয়া প্রেম তারে দিবা। হেন বুঝি নরোত্তমের নিকটে রাখিবা॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ যে কহিলা তুমি। নরোত্তম-নিকটে মাত্র রহিলাম আমি॥ হেন কালে পদ্মাবতী প্রভু পার হইলা। ক্রমে ক্রমে চলি প্রভু নীলাচলে আইলা॥ সবে বোলে প্রেম বলি কিবা বস্তু হয়। নাচিলে গাইলে প্রেম তারে কেবা কয়॥ কান্দিলে পড়িলে তারে নাহি কহি প্রেম। কেবা বাখানিবে তাহা কার আছে ক্ষেম॥ প্রেমরূপে আপনেই কৃষ্ণের স্বরূপ। ইহা বাখানিয়াছেন আপনে শ্রীরূপ॥ আমি লিখি লেশমাত্র জানিবার তরে। প্রভু-আজ্ঞাবলে ইহা লিখি আমি করে॥ নব পুত্রদেব রতি কন্যা তার মাতা। আর বা কতেক আছে তাঁর গুণকথা॥ অল্প লিখি ইহা আমি জানিবার তরে। প্রভু-আজ্ঞাবলে ইহা লিখি আমি করে॥ এই ত কহিল গড়ের হাটের মাধুরী। কহিব কীর্ত্তন প্রেম বড় সাধ করি॥ শ্রদ্ধা করি এই প্রেম যে বৈষ্ণব শুনে। অচিরাতে মিলে তারে এই প্রেমধনে॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে পদ্মাবতীতীরে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন পদ্মাবতীতে প্রেমরক্ষা, গড়ের হাট নিরূপণ ও নরোত্তমের আকর্ষণ নামক অষ্টম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবম বিলাস।



বৃন্দাবনপথ হৈতে নীলাচল আইলা। বৈষ্ণবদ্বারে প্রেম গৌড়দেশে পাঠাইলা॥ নিত্যানন্দ-প্রভু বিরলে যুকতি করিলা। ভক্তিশূন্য গৌড়দেশ নিশ্চয় হইলা॥ নিত্যানন্দ-প্রভু আইলেন গৌড়দেশ। প্রকাশিলা প্রেমবস্তু অশেষ বিশেষ॥ প্রেমরূপে প্রকাশ হইলা বীরচন্দ্র। পশ্চাতে রাখিতে প্রেম করিল আরম্ভ॥ হেন বীরচন্দ্র-পায়ে কোটি নমস্কার। যাহা হৈতে গৌড়দেশে প্রেমের সঞ্চার॥ এ সব অদ্ভুতকথা লোকঅগোচর। কেহ না লিখিল শাস্ত্রে এ সব অন্তর॥ তাহার কারণে লিখি শুন মন দিয়া। কারণ আছয়ে তেঞি আমি লিখি ইহা॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত। চৈতন্যপরিবার সব তাহাতে আসক্ত॥ কলিযুগে অবতীর্ণ হৈলা দেশে দেশে। সেই সব পূর্ব্ববাক্যে চৈতন্য-আদেশে॥ হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে মাতল জীবগণ। নিজ-গূঢ় কার্য্যে চৈতন্য কৈল আগমন॥ নিজ-পরিবার যদি তাহা নাহি জানে। অন্তর্বাহ্যে আছে তাহা শাস্ত্রের প্রমাণে॥ সে সকল আস্বাদন করে গৌররায়। স্বরূপ রামানন্দ করে তাঁহার সহায়॥ তাহা আস্বাদয়ে প্রভু আপনার মনে। অন্য কেহ আস্বাদয় শাস্ত্রনিরূপণে॥ ঈশ্বর-আজ্ঞায় হয় শাস্ত্র-দরশন। সে কারণে

পত্র পাঠাইল বৃন্দাবন॥ চৈতন্যের দত্তভূমি গেলা বৃন্দাবন। কেহ আর না করিব গৌড়ে আগমন॥ এক শাস্ত্র করি আর করেন সহায়। এই লাগি সঙ্গে সবে রহেন সদাই॥ গৌরাঙ্গ তবে নিজ মনে করেন বিচার। আমি গেলে প্রেমশূন্য হইবে সংসার॥ আইলেন আমার সঙ্গে যাবেন সর্ব্বথায়। প্রেম-রক্ষা পায় তবে কেমন উপায়॥ তাহার কারণ দুই প্রেমপর-কাশ। গড়ের হাটে নরোত্তম রাঢ়ে শ্রীনিবাস॥ আমি যে লিখিয়ে যাহা প্রভুর আজ্ঞাবলে। নহিলে এ সব কথা জানি কোন্ কালে॥ বিশেষতঃ শ্রীরূপের আছয়ে বর্ণন। আমি কহি কেহ অন্য না করিবে মন॥ যে দেখিল তাহা লিখি আমি এই সব। যে কেহ লিখয়ে সেই বর্ণনা সুলভ॥ আমি যে লিখিয়ে তাহা সর্ব্বশক্তিহীন। মোর প্রভুর আজ্ঞা বল সেই সে প্রবীণ॥ যেই আজ্ঞা সেই লিখি না কর দূষণ। প্রয়োজন অনুসারে করিবে শ্রবণ॥ মজুমদার করে নিজ-ইষ্ট আরাধন। শালগ্রামে তুলসী দেন পুত্রের কারণ॥ ঈশ্বর সন্তুষ্ট তাহে হৈল দৈববাণী। অবশ্য হইবে পুত্র হৈল এই ধ্বনি॥ জন্মিবে অপূর্ব্ব পুত্র সকল শুনিল। নরোত্তম নাম ধুইল তোমারে কহিল॥ জন্মিব বালক বড় সুখ পাবা তুমি। প্রেমবৃষ্টি হবে সর্ব্বত্র কহিলাম আমি॥ নিত্যবস্তু প্রেম প্রভু চাহে রাখিবারে। হইবে বৈশাখমাসে গর্ব্ভের সঞ্চারে॥ নারা-য়ণী নাম হয় রায়ের ঘরণী। গর্ব্ভের সঞ্চারে সুখ পাইল অবনী॥ নারায়ণী নাম বলি অতি সুচরিতা। মজুমদার ডাকি বলে অপ-

রূপ কথা॥ কহিবার কথা নহে শুন মন দিয়া। রাখিবা হৃদয়ে ইহা যতন করিয়া॥ নারায়ণী কহে আমি দেখিল স্বপন॥ মোর দেহে প্রবেশ কৈল পুরুষরতন॥ তোমার দেহ হৈতে আমার দেহে প্রবেশিল। রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপন দেখিল॥ প্রেমে মত্ত হৈল আর আনন্দ অপার। সকল আনন্দ হৈল দুঃখ নাহি আর॥ এক দিবস সভায় এক দৈবজ্ঞ আইল। শুভক্ষণ করি সেই গণিতে লাগিল॥ মজুমদার পাত্রমিত্র লইয়া সভাতে। পুস্তকহাতে করি সেই লাগিল গণিতে॥ নারায়ণীর গর্ব্ভে যেই জন্মিবে বালক। তার জন্মে দেশে না থাকিবে দুঃখশোক॥ এই গর্ব্ভে মহাপুরুষের অধিষ্ঠান। অমঙ্গল ঘুচিবে রায়ের হইবে কল্যাণ॥ হেন কালে জমিদারের লিখন হইল। অনেক দিলাসা করি লোক পাঠাইল॥ দুই সহস্র মুদ্রা সেই আছয়ে লিখনে। দৈবজ্ঞের কথা সব হইল প্রমাণে॥ দৈবজ্ঞ কহে দিনে দিনে আনন্দ হইবে। জন্মমাত্র সব প্রজার অমঙ্গল যাবে॥ দৈবজ্ঞ কহিল নাম রাখিনু নরোত্তম। পরমার্থে অতি বড় হইবে উত্তম॥ এই যে হইল আসি পুণ্য মাঘমাস। শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে হইবে প্রকাশ॥ এত শুনি গণকেরে বিদায় করিল। সম্মান করিয়া তারে বহু ধন দিল॥ দশ মাস দশ দিন আসি পূর্ণ হৈল। এক দুই গণনাতে কৃষ্ণপক্ষ গেল॥ শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে। গোধূলি সময়ে হৈলা পুরুষরতনে॥ পুত্রমুখ দেখি মাতার হইল আনন্দ। সে আনন্দে মজুমদার হাঁসে মন্দ মন্দ॥

যে আনন্দ হৈল তার কি কহিব কথা। জগৎ মঙ্গল হৈল শুন গুণগাথা॥

শ্রীরাগ—

জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল, হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে। জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি, অশ্রু কম্প সবার শরীরে॥ প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব, বর্ণাশ্রম সব গেল দূর। ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা, কৃষ্ণনামে সবে হৈলা শূর॥ বৎস সঙ্গে গাভীগণ, হাম্বারব অনুক্ষণ, ধায় সবে শিরে নিজ-পুচ্ছে। ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে, কেহ ধায় উভরড়ে, শোক দুঃখ ত্যজি সব নাচে॥ কুলবধূ ঘর হৈতে, নাহি পায় বাহিরাতে, নাচিবার তার হয় মন। সব লাগে উচাটন, ধন গৃহ পতিজন, না দেখিয়া না রহে জীবন॥ একত্র হইয়া কবে, বালক দেখিব সবে, বিধাতারে করয়ে বিনয়। স্বামি-সঙ্গে রজনীতে, আইলা বালক দেখিতে, আনন্দেতে মুখ নিরখয়॥ ছাড়ে সেই লজ্জাভয়, আনন্দ করি হৃদয়, ঘরে তারা না পারে থাকিতে। ক্ষণে ইতি উতি ধায়, ক্ষণে করে হায় হায়, এ না দুঃখ পারি না সহিতে॥ থালি ভরি স্বর্ণ ধান, একত্র করি লৈয়া যান, যৌতুকেতে ঘর ভরি গেল। দেখিয়া বালকের জ্যোতিঃ, যেন পূর্ণিমার শশী, অন্ধকার ঘর আলা হৈল॥ ভাট নর্ত্তকের গণে, নানা রত্ন আভরণে, দিল সবে বহু ধন দান। বন্দিগণে ছাড়ি দিল, তারা সব ছুটি গেল, নিত্যা-

নন্দদাস গুণগান ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের জন্ম ও জন্মোৎসব কথন নামক নবম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

দশম বিলাস।

জন্মমাত্র বাদ্যভাণ্ড দুয়ারে বসিল। অষ্ট দিবস পর্য্যন্ত মঙ্গল হইল॥ আখ্যান করিয়া বিপ্র শত শত গ্রামী। বেদ পড়ি পুত্র লাগি করে বেদধ্বনি॥ এক দুই গণনাতে ছয় মাস গেল। অন্নপ্রাশন অতি-সমত্নে করিল॥ শুভক্ষণে মাতা পিতা অন্ন দিল মুখে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল বড় সুখে॥ কুটুম্ব-ভোজন বহু সন্তুষ্ট করিলা। যাকে যেই উপযুক্ত ধন বিলাইলা॥ রাজা শুনিল সুন্দর বালকের কথা। স্বর্ণ রৌপ্য নানা দ্রব্য পাঠায় সর্ব্বথা॥ উকিলের হাতে সব দ্রব্য পাঠাইলা। স্বর্ণের ভূষণ অঙ্গে সব পরাইলা॥ পঞ্চ বৎসর হৈলে তার কর্ণচ্ছিদ্র করি। পড়িবার কালে তার হাতে দিল খড়ি॥ বালকের সঙ্গে পাঠ শুনিতে শুনিতে। পুস্তক পাড়িয়া আর লাগিল পড়িতে॥ বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর। রূপ দেখি পিতা মাতার আনন্দ-অন্তর॥ বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে। বিলম্ব না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে॥ চেষ্টা দেখি পিতা মাতার ভয় উপজিল। এই কালে ঘর ছাড়ি মনে দঢ়াইল॥ সেই রাত্রে স্বপ্নে আসি প্রভু-নিত্যানন্দ। বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া হাসে মন্দ মন্দ॥ কি নিশ্চিন্তে আছ তুমি সব পাশরিলে। পদ্মাবতী-স্থানে প্রেম লওগা সকালে॥

স্নান করিবারে যাও পাবা নিজ-ঘাটে। বিবাহ হইলে পাছে পড়িবে সঙ্কটে॥ এই কালে নরোত্তমের চেতন হইল। না দেখিয়া সেইরূপ উবেগ বাড়িল॥ পিতা মাতা লোক আর কারে না দেখিয়া। প্রাতে পদ্মাবতীস্নানে চলিল উঠিয়া॥ একলা চলিল পথে লৈয়া হরিনাম। পদ্মাবতী দেখি বহু করিলা প্রণাম॥ গৌরাঙ্গ বলিয়া তীরে আসি দাঁড়াইলা। স্নান করিবারে আসি জলে উত্তরিলা॥ চরণ-পরশে পদ্মাবতী উথলিলা। চৈতন্যপ্রভুর বাক্য স্মরণ হইলা॥ যাহার পরশে হবে প্রেমের বিকার। তারে সমর্পিবে প্রেম কহিল নির্দ্ধার॥ সেই নরোত্তম বুঝি আইলা আমা-স্থানে। বিনয় করিয়া পদ্মা কহেন বচনে॥ তোমার নিমিত্ত প্রেম চৈতন্যগোসাঞি। রাখিয়াছে সেই প্রেম লও মোর ঠাঞি॥ শুন শুন নরোত্তম নিবেদন করি। প্রেম রাখি প্রভু গেলা নীলাচলপুরী॥ আপনার দ্রব্য তুমি লও হাত পাতি। ভার সহিবারে নারি আমার শকতি॥ প্রেমভরে পদ্মাবতীর নাহিক বিচার। এই প্রেম লৈয়া কর সর্ব্বত্র প্রচার॥ সেই প্রেমে পদ্মাবতী অদ্যাপি অস্থির। প্রেমের বিকার চিত্তে হইল অধীর॥ দিগ্বিদিক্ নাঞি জ্ঞান ভাসি গেল জলে। তীরে বাস লোক আর না করে সকলে॥ দুই ভাই প্রেম রাখিলেন মোর স্থানে। আপনার দ্রব্য লও সুখ পাবে মনে॥ নরোত্তম কহে প্রেম লৈয়া কি করিব। লিলে কি হইবে ইহা এখনি দেখিব॥ এত বলি পদ্মাবতী ধরিলেন হাতে। চলিলেন নরোত্তম পদ্মাবতী-সাথে॥

প্রেমভরে পদ্মাবতী নরোত্তম পাঞা। হাতে তুলি দিল প্রেম আবিষ্ট হইয়া॥ পদ্মাবতী কহে তুমি রাখিবা ইহা কতি। খাইলে মত্ততা হবে শুন মহামতি॥ পদ্মাবতী-স্থানে প্রেম হাত পাতি লৈলা। তৃষ্ণাতে আকুল দেহ ভক্ষণ করিলা॥ ভক্ষণমাত্রেতে দেহ হৈলা গৌরবর্ণ। হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেমে হৈল পূর্ণ॥ না দেখিয়া নরোত্তম কোলাহল হৈল। পদ্মাতীরে নরোত্তম সবে বার্ত্তা পাইল॥ কান্দিতে কান্দিতে তারা নদীতীরে আইলা। না দেখিয়া নরোত্তম-পরাণ উড়িলা॥ প্রেম-ভক্ষণে নরোত্তম হৈল বর্ণভেদ। না চিনিয়া বালক হৈল বড় খেদ॥ পুত্র না দেখিয়া দেখে শিশু গৌরবর্ণ। নিজ-পুত্র না দেখিয়া শোক হৈল পূর্ণ॥ হা হা নরোমত্ত বলি পড়িলেন তটে। লক্ষ লক্ষ লোক হৈল পদ্মাবতী-ঘাটে॥ গর্ব্ভবতী নারী তারা চলে ধীরে ধীরে। কান্দয়ে সকললোক ব্যাকুল-অন্তরে॥ এই সব নরোত্তম কিছু নাহি জানে॥ বাক্য নাহি নরোত্তমের চাহে চারি পানে॥ লোক নাহি বুঝে কিবা বাউলের প্রায়। ক্ষণে লাফ দিয়া পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ধায়॥ কিবা বা দেহের রূপ রক্ত লোমকূপে। হা গৌরাঙ্গ বলি ক্ষণে করে অনুতাপে॥ ক্ষণে ক্ষণে তনু হয় শুষ্ককাষ্ঠপ্রায়। পুলকে কম্পিত তনু ক্ষণে গড়ি যায়॥ লোক-কলরব আর মাতার ক্রন্দনে। চলিলেন মাতা পিতা জ্ঞান হৈল মনে॥ দেখে তাঁর মাতা পিতা হাসে নাচে কান্দে। পড়িলেন নরোত্তম চৈতন্যের ফাঁদে॥ মাতা পিতার রোদন নরোত্তম দেখিয়া। সব লোকমধ্যে নরু রহে

দাঁড়াইয়া॥ সাক্ষাতে আছিয়ে মাতা তুমি কান্দ কেন। চল ঘরে যাই বাছা মোর কথা শুন॥ বাছা বাছা বলি নরোত্তম কৈল কোলে। শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে॥ আঁধুয়ার নড়ি মোর বাছারে নরাই। চক্ষুর নিমিষে বাছা তোমারে হারাই॥ গৌরবর্ণ দেখি বাপু চিনিতে না পারি। দেখিতে নয়ন জুড়ায় রূপের মাধুরী॥ চল চল অরে বাপু চল ঘরে যাই। না পারে চলিতে পথে নাচয়ে সদাই॥ লোকভীড়-ভয়ে পথে না পারে চলিতে। হেন বুঝি সঙ্কীর্ত্তনে লাগিলা নাচিতে॥ ঘন ঘন হুঙ্কার করে গর্জ্জন অপার। ঊর্দ্ধমুখে রোদন নয়নে শতধার॥ ঘরেতে যাইতে পথ হৈল আফুরান। পুত্রের বিকার দেখি হরিল গেয়ান॥ ঘন ঘন দেই লাফ ঘন ঘন দৌড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥ দেখি অতি পিতামাতার পরাণ উড়িল। ধরাধরি করি স্থির করি বসাইল॥ ভূমিতে বসিতে নারে করিল শয়ন। প্রেমোন্মাদে মূর্চ্ছা যেন হরিল চেতন॥ বহির্দ্বারে আসিবারে জননী নিবারিল। নরু কোলে করি মাতা ঘরে প্রবেশিল॥ সুন্দর করি শোয়াইয়া রাখিলা বিরলে। শোকাকুলি পিতামাতা পড়িল ভূতলে॥ ক্ষণেক থাকিয়া নরু করয়ে ক্রন্দন। পাষাণ গলয়ে তাহা করিলে শ্রবণ॥ চৈতন্য চৈতন্য বলি মারে মালসাটে। না দেখি তোমার মুখ প্রাণ মোর ফাটে॥ কাহারে কহিব দুঃখ, কে যাবে প্রতীত। ঘরে রহিবারে মাতা নাহি রহে চিত॥ শুনিয়া নরুর কথা পরাণ উড়িল। নরোত্তমের গলা-

ধরি কান্দিতে লাগিল ॥ শুন শুন ওরে বাছা এমন বা কেনি। কি দুঃখে কান্দহ বাপু কহ দেখি শুনি ॥ তোমার অগ্রেতে মোর হউক মরণ। পরাণ বিদরে দুঃখ না যায় সহন ॥ মাতার যে দুঃখ দেখি ভয় হৈল মনে। চিন্তা না করিহ মাতা করি নিবেদনে ॥ ক্ষুধায় পীড়িত মাতা আন কিছু খাই। খাইয়া সকল কথা কহিব এথাই ॥ ভক্ষণসামগ্রী সব প্রস্তুত আছিল। অতিযত্ন করি তাহা সব খাওয়াইল ॥ ভক্ষণ করি বসিলেন পিতার নিকটে। কহিতে লাগিলা বড় পড়িনু সঙ্কটে ॥ গৌর-বর্ণ এক শিশু হৃদয় পশিল। সেই হৈতে প্রাণ মোর এমন হইল ॥ না থাকিব এথা আমি যাব বৃন্দাবন। রাখিতে তোমরা মোরে না কর যতন ॥ কহিতে কহিতে দেহে প্রেম উপজিল। অশ্রুজলে দেহ সহিত বসন ভিজিল ॥ ধরিতে না পারে দেহ যে হইল কম্প। ঘোড়ে ঘোড়ে ঘন ঘন দেই পুনঃ লম্ফ ॥ ক্ষণে ডাকে প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ বলিয়া। পড়িলা প্রাঙ্গণে আসি আছাড় খাইয়া ॥ হারাইলাম পুত্র মোর কান্দে পিতা মাতা। রোদন করয়ে দোঁহে হেট করি মাথা ॥ একলা গেলেন পুত্র পদ্মাবতী-স্নানে। সেই হৈতে পুত্র মোর হইল অজ্ঞানে ॥ জিজ্ঞাসা করিলে অতিকান্দে দাঁড়াইয়া। গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দে বুকে হাত দিয়া ॥ গৌরবর্ণ-দেব কোন পুত্রের শরীরে। আনহ সে ওঝা সেই ভূত ছাড়াবারে ॥ আনাইল ওঝা সেই বহু যত্ন করি। কোন্ ভূত পাইল ইহা কহিবে বিবরি ॥ ওঝা কহে ভূত নহে কোন এক দেবতা। মহা-

বায়ু ব্যাধি এই জানিহ সর্ব্বথা॥ শৃগাল মারিয়া আন শিবা-ঘৃত করি। ব্যাধি না রহিবে হবে রূপের মাধুরী॥ শৃগালের নাম শুনি হাসিতে লাগিলা। জীবহত্যা করি পিতা আমাকে রাখিবা॥ পুত্রস্নেহে পিতা যদি শৃগাল মারিবে। ব্যাধি ভাল না হইবে অধিক বাড়িবে॥ পিতা মাতা ব্যাধি নহে যাব বৃন্দাবন। বৃন্দাবন নাম করি করয়ে ক্রন্দন॥ পিতা মাতা কহে বিষ খাইয়া মরিব। তোমা না দেখিয়া বাপু পরাণ হারাব॥ এমন বাক্য নাহি বাপু কহ আর বার। ভিখারি হইয়া যাবে ছাড়ি ঘরদ্বার॥ নরু কহে এবে বড় বিপত্তি হইল। ব্রজ বৃন্দাবন আর দেখিতে না পাইল॥ মনে মনে নরোত্তম উপায় সৃজিল। বিষয়ির প্রায় কার্য্য করিতে লাগিল॥ পিতা মাতাকে কহে সুস্থ হইলাম আমি। আমার লাগিয়া দুঃখ না ভাবিহ তুমি॥ দেখি পিতা মাতা অতি আনন্দিত হয়। রাত্রি হৈলে নরোত্তম বিপাকে পড়য়॥ কিরূপে যাইব আমি শ্রীবৃন্দাবন। অন্যথা শরীরে মোর না রহে জীবন॥ সর্ব্বরাত্রি নরোত্তমের নাহি নিদ্রা লব। পিতা মাতা পরিজন সুখ পায় সব॥ এইকালে জাগিরদারের এক আশোয়ারে। নরোত্তম লইতে আসি বসিল দুয়ারে॥ পত্র পাঠ আসিবে তোমার পুত্রকে দেখিব। শিরোপার ঘোড়া আমি তাহারে করিব॥ পুত্রস্নেহে তথাপিহ ভয় বড় হৈল। কি যুক্তি করিব ইহা মনে বিচারিল॥ পাত্রমিত্র লইয়া বসিলা নরু-স্থানে। তোমা লইতে পাঠাইল শুনাইলা কাণে॥ ভাল

ভাল বলি তবে হাসিতে লাগিলা। আশোয়ার সঙ্গে যাই পিতাকে কহিলা॥ মাতা কহে চক্ষু মোর কোথাও না যাব। লক্ষলাভ হৈলে আমি তোমা না পাঠাব॥ নরোত্তম বাক্য কহে মাতা পিতা স্থানে। আমি গেলে সেই রাজা সুখী হবে মনে॥ দৈবজ্ঞ আনিয়া উত্তম দিবস করিল। গমনের কালে নরু হাতে সমর্পিল॥ মনে মনে নরোত্তম হইল আনন্দ। সহায় করিল মোরে প্রভু নিত্যানন্দ॥ রাজদ্বারে গেলে তুমি আমি কি করিব। তোমা না দেখিয়া বাপু রহিতে নারিব॥ দিন দশে আসিহ বাপু গমন ত্বরিতে। আইলে বিবাহ দিব হৈয়া আনন্দিতে॥ তুমি গেলে আমি বাপু তোমার বিহনে। বৃন্দাবনে যাব যুক্তি করিলাম মনে॥ নরুর মাতাকে বহুরূপে প্রবোধিল। নরোত্তমে আনি তার হাতে সমর্পিল॥ সাবধানে রাখিবে নরু করি বক্ষে সঙ্গে। কোন স্থানে গেলে তারে দেখিবে চক্ষে চক্ষে॥ পুত্র হাতে ধরি গৃহ-বাহির হইলা। পুত্র কোলে করি বহু চুম্বন করিলা॥ দণ্ডবৎ হৈয়া নরু বিদায় হইলা। ফিরে শতবার ফিরি ফিরিয়া চাহিলা॥ হাসিতে হাসিতে যায় আশোয়ার সঙ্গে। অন্তরে উথলে প্রেম ভাবের তরঙ্গে॥ যাই বিচারয়ে এক ভাল ক্ষণ করি। যাইতেই চাহি আমি রাজ বরাবরি॥ সেই রাত্রি নিদ্রা নাহি জাগে সর্ব্বরাত্র। চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিচিত্র॥ সেইকালে লোকগণের নিদ্রা বড় হৈল। উঠি নিত্যানন্দ বলি বাহির হইল॥ মোর প্রভু-চৈতন্য বলি যায় পশ্চিম

মুখে। পথেতে নিহারে নরু কেহ পাছে দেখে॥ ক্রমে ক্রমে পার হৈয়া রহিলা পাহাড়ি। নরোত্তম গেলা বার্ত্তা গেল তার বাড়ী॥ সেইকালে মাতা নরুর বার্ত্তা যে পাইয়া। ঘরের বাহির হৈয়া পড়িল আসিয়া॥ অনাথিনী মায়ে নরু ছাড়িলা বা কেনে। না দেখিয়া তোমা বাপু ছাড়িব জীবনে॥ আরে মোর নরু-পুত্র তুমি গেলা কতি। আউল-চুলেতে কান্দে হইয়া উন্মতি॥ না জানিল নরু মোর ছাড়ি কোথা গেল। বিধাতা দারুণ মোরে এত দুঃখ দিল॥ কোমল শরীর নরুর কেমনে হাঁটিবে। ক্ষুধায় পীড়িত অন্ন কাহারে চাহিবে॥ পালাবার কালে নরু করিলে পিরিতি। অনাথিনী মায়ে ছাড়ি তুমি গেলা কতি॥ হেন কেহ হয় মোর নরুকে রাখয়। সকল তাহারে দিব যেবা সেই চায়॥ যত সব গোষ্ঠীগণ একত্র হইলা। প্রবোধ করিতে সব ধরিয়া বসিলা॥ লোক পাঠাইঞা নরুকে ধরি আনাইব। কথো দূরে যাই অবশ্য তার দেখা পাব॥ চতুর্দ্দিকে লোক বহু বিদায় করিল। শত মুদ্রা দিয়া শত লোক পাঠাইল॥ দিকে দিকে লোক সব তল্লাস করিতে। না পাইল না ফিরিল কহিল ত্বরাতে॥ অনেক করিল যত্ন নারিল ফিরাইতে। সঙ্গেতে খরচ দিল এক লোক সাঁতে॥ বাহুড়িয়া আসি লোক ঘরে বার্ত্তা দিল। বহু যত্ন করিল ফিরি তবু না আইল॥ না ফিরিলা মাতা শুনি হইলা মূর্চ্ছিত। হাহা নরু বলি বলি পড়িলা ভূমিত॥ রাণী প্রবোধিতে যত লোক সব গেল। রাণীর ব্যাকুলে প্রাণ

কাটিতে লাগিল ॥ নরুর গমনরীতি যেবা জন শুনে। বৈরাগ্য প্রবল হয় যাহার শ্রবণে ॥ চৈতন্যের কৃপা যারে তারে এই রীতি। এবে লিখি বৃন্দাবন গমনের ভাঁতি ॥ আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে। ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে ॥ পথেতে চলিতে পায়ে হৈল বড় ব্রণ। বৃক্ষতলে পড়ি রহে হৈয়া অচেতন ॥ সফল নহিল বৃন্দাবনের গমন। না দেখিল প্রভু-লোকনাথের চরণ ॥ এত বলি বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিলা। প্রভু-লোকনাথ বলি ব্যাকুল হইলা ॥ কোথা গৌররায়-প্রভু দেখিতে না পাই। কিবা বা হইবে মোর কোথায় বা যাই ॥ প্রভু রূপ সনাতন না দেখি নয়নে। আমার মনের দুঃখ জানে কোন জনে ॥ শুনিয়া হইল লোভ কোথা গেলে পাব। লাভা-লাভ নাহি জানি কিবা মোর হব ॥ এবে শুন নরোত্তমের দশার প্রসঙ্গ। বৃক্ষতলে উঠি গেল প্রেমের তরঙ্গ ॥ বিরহ হইল যত কহিব বা কেহ। শুনিতে বিদরে হিয়া নাহি বান্ধে থেহ ॥ দুগ্ধভাণ্ড লৈয়া এক বিপ্র গৌরবর্ণ। নরোত্তম এই দুগ্ধ করহ ভক্ষণ ॥ অহে বাপু নরোত্তম এই দুগ্ধ খাও। ব্রণস্বাস্থ্য হবে সুখে পথে চলি যাও ॥ দুগ্ধ রাখি সে ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান হৈলা। পথশ্রমে শ্রান্তদেহ অতিনিদ্রা গেলা ॥ সনাতন রূপ দোঁহে আইলা রাত্রিশেষে। বক্ষে হস্ত দিয়া কহে ঘুচিল সব ক্লেশে ॥ শুন শুন নরোত্তম দুগ্ধ কর পান। শ্রীচৈতন্য-প্রভু আসি দুগ্ধ কৈল দান ॥ তোমা দেখিবারে আইলাম দুই ভাই। চল চল নরোত্তম বৃন্দাবন যাই ॥ আপনে গৌরাঙ্গ তোরে

দুগ্ধ আনি দিল। পথশ্রম পীড়া দেখি অতিকৃপা কৈল॥ এই কালে নরোত্তমের হইল চেতন। তিনের বিচ্ছেদে বহু করিল রোদন॥ হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ কোথা রূপ সনাতন। লোটাইয়া পড়ি কান্দে অবশ হৈল মন॥ কতেক কহিব সে কালের রোদন ফুৎকার। সে কালের দশা কহিবারে শক্তি কার॥ ব্যাকুল দেখিয়া রূপ কাতর হইলা। সহিতে না পারি দোঁহে নিকটে আইলা॥ সাক্ষাৎ দর্শন পাইল অঙ্গের সৌরভে। দিক্ নিহারিতে চিত্ত গদ গদ ভাবে॥ সুবর্ণকান্তিকে জিনি দুই কলেবর। যজ্ঞসূত্র শোভে স্কন্ধে রাতুল অধর॥ কিবা দন্ত-পঙ্‌ক্তি হাসি অমিঞার রাশি। অতিসূক্ষ্ম শিখা মাথে বাক্য কহে হাসি॥ কপালে তিলক চারু শোভিয়াছে তায়। তুলসী-নির্ম্মিত কণ্ঠী শোভয়ে গলায়॥ করযুগে হরিনাম লয়ে দুই ভাই। মধ্যে মধ্যে ডাকে প্রভু-চৈতন্যগোসাঞি॥ এই মত দর্শন করিল বৃক্ষতলে। শুন শুন নরোত্তম বলি কিছু বোলে॥ বৈরাগ্যের কাল নহে এ বাল্যবয়স্। হইয়াছে কৃপা প্রভুর অশেষ বিশেষ॥ রাজপুত্র কভু নাহি জান দুঃখলেশ॥ গৃহ-ত্যাগ শরীরের হয় মহাক্লেশ॥ পর্ব্বতগহ্বরের পথে যাও একাকিনী। এইরূপে মহাপ্রভুর কৃপা হয় জানি॥ চিন্তা নাহি উঠ বাপু যাহ বৃন্দাবন। এ লাগি দর্শন দিল জানি তোর্ মন॥ প্রভু প্রেম রাখিলেন তোমার উদরে। তাহাতেই ভাসাইবা সকল সংসারে॥ তাহাতে ভাসিবে কত চণ্ডাল যবন। অবনীকে আচ্ছাদিবে তোমার যত গণ॥ দুই প্রভু গৌড়দেশে

হইলা প্রকাশ। জগভরি করিলেন প্রেমের বিলাস॥ বিলাসের লাগি দুই নহে এক প্রাণ। নিশ্চয় জানিহ তার আছয়ে প্রমাণ॥ তাহাতে তাঁহার কৃপা আছে বলবান্। নিজপরে জানাইলেন হঞা সাবধান॥ আমি দুই ভাই কোন বরাক * দুর্ম্মতি। আমাতে রোপণ কৈল আপনার শক্তি॥ সনাতন কহে অহে শুন নরোত্তম। দোঁহার শরীরে তেঁহ একই জীবন॥ সেই মত নরোত্তম আর শ্রীনিবাস। প্রভু অপ্রকটে তোমা দোঁহার প্রকাশ॥ নরোত্তম-বাক্য শুনি বদন নিহারে। বিনয় স্তবন করি দণ্ডবৎ করে॥ রোদন করয়ে অতি ভূমে গড়ি যায়। দোঁহে পদ দিল নরোত্তমের মাথায়॥ এই যে কহিল নরোত্তমের গমন। পথে বৃক্ষতলে পাইল যেমন দর্শন॥ সনাতন রূপ কৃপা করিলা যেমন। মোর প্রভুর আজ্ঞায় ইহা করিল বর্ণন॥ শ্রদ্ধা করি যেই জন করয়ে শ্রবণ। অচিরাতে মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করেন যাহারে। সংসার ছাড়ি বৈরাগ্য জন্মে তাহার অন্তরে॥ রূপ সনাতন কৃপা করেন গাঢ়তর। মনোরথ-সিদ্ধি হয় আনন্দ-অন্তর॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের প্রেমপ্রাপ্তি ও গৃহত্যাগপূর্ব্বক দুর্গমপথে বৃন্দাবনগমন, স্বপ্নযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও রূপ সনাতনের দর্শন বর্ণন নামক দশম বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

* বরাক—ক্ষুদ্র, নীচ॥

একাদশ বিলাস।



জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা জয় বীরচন্দ্র। জয় জয় হউক তাঁর কৃপার সম্বন্ধ॥ জয় শ্রীনিবাস জয় নরোত্তম জয়। বহুভাগ্যে মিলে তাঁর চরণ-আশ্রয়॥ আজ্ঞা হৈল শোক ছাড়ি চল মধুপুরী। দেখ যাই লোকনাথের চরণমাধুরী॥ এই ত কহিল দুই ভাইয়ের দর্শন। সব যাত্রা মঙ্গল এই পথের মিলন॥ বৃন্দাবনে হবে সুখ বিলম্ব না করিহ। রাধা-কুণ্ডে রঘুনাথের চরণ বন্দিহ॥ লোকনাথগোসাঞির চরণ-আশ্রয়। যাঁহার আশ্রয় নিলে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥ এই কালে গৌড়িয়া বৈষ্ণব পাঁচ ছয়। জিজ্ঞাসিলে পথে সবার হইল পরিচয়॥ তারা কহে চল যাই কান্দ কেন পথে। প্রেমে গর গর চিত্ত চলি যায় সাঁথে॥ বৈরাগীর সঙ্গে চলে আনন্দ-অন্তরে। ঘুচিল পায়ের ব্রণ চলে ধীরে ধীরে॥ শুনিয়াছে প্রভুর বারাণসী আগমন। অবশ্য যাইব সেই স্থান দরশন॥ বিশেষে পথের মধ্যে না কৈলে দর্শন। তাহা অদর্শনে পাছে অপরাধ হন॥ প্রভুর গমন তাতে মহান্ত-আলয়। তাতে পরিচয় হৈলে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট। বিশ্বেশ্বর যেই ঘাটে ধরিলেন বাট॥ পরি-

ক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে। তাহা যে উত্তরমুখে করিল গমনে॥ ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর। নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ-অন্তর॥ পূর্ব্বমুখে দ্বার বাড়ী তুলসীবেদী বামে। সনাতনের স্থান দেখি করিল প্রণামে॥ ভিতর-আবাস যাই করিল দর্শন। প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন॥ দেখিয়া নয়নে তারে দণ্ডবৎ করে। আইস আইস বলি আনন্দ হৈল অন্তরে॥ উঠি আসি দণ্ডবৎ করে কোলাকুলি। পাদপ্রক্ষালনে জল আনি দিল তুলি॥ নরোত্তম কহে যেই আজ্ঞা সে তোমার। তোমার জল ভক্ষণে ভক্তি হয় ত আমার॥ জিজ্ঞাসিল মহাশয় কহ ত নিবাস। তোমাকে দেখিতে মনে হইল উল্লাস॥ নরোত্তম নাম মোর গড়ের হাটে বাস। বৃন্দাবন দর্শন করি এই মোর আশ॥ সে সিদ্ধ হইল তোমার হইল দর্শন। কৃপা করি কর কিছু ইহাই ভক্ষণ॥ ক্ষণেক অন্তর কিছু ভক্ষণ করি বসি। ইহারে ত পরিচয় দেন হাসি হাসি॥ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য মোর প্রভু হয়। তাঁর আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয়॥ সেই স্থানে গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রসে। শয়নে আছিলা রাত্রি হৈলা অব-শেষে॥ সেইকালে তাঁর স্থানে হইলা বিদায়। মনে মনে স্মরণ করি পথে চলি যায়॥ প্রয়াগ করিল স্নান ভাগ্য করি মানে। বাস করি সেই রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥ ক্রমে ক্রমে চলি পুনঃ আইলা মথুরা। ভূতেশ্বর দেখি গেলা কেশোরায় দ্বারা॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিল নয়নে। শতধারা বহে

বাক্য না স্ফুরে বদনে ॥ বিশ্রামে স্নান করি গ্রামে উত্তরিলা। বৃন্দাবনে শ্রীরূপের প্রত্যাদেশ হৈলা ॥ শুন শুন জীব আমি পাঠাই এক জন। গড়ের হাটে বাস তাঁর নাম নরোত্তম ॥ প্রীতি করি তাঁরে সমর্পিবা লোকনাথে। বিশ্রান্তে আছেন কালি হৈতে মথুরাতে ॥ চেতন পাইয়া মনে আনন্দ হইল। সঙ্গের বৈষ্ণবগণে আজ্ঞা যে করিল ॥ নরোত্তমে আন যাইয়া মথুরা হইতে। বিলম্ব না করিহ তারে আনিবে ত্বরাতে ॥ বিশ্রান্তে স্নান সবে আসিয়া করিলা। সেই ঘাটে সেই স্থানে আসিয়া পাইলা ॥ শীঘ্র তুমি চল আর বিলম্ব না করিহ। পুনরপি আসি ঘাটে স্নান করিহ ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সঙ্গে চলিলা ত্বরা চিতে। প্রেমে ব্যাকুল গোবিন্দের মন্দির দেখিতে ॥ মন্দিরের শোভা দেখি প্রেম উথলিল। হা গোবিন্দ বলি মূর্চ্ছা অধিক হইল ॥ ভাবাবেশ দেখি তাঁর শ্রীজীবগোসাঞি। লোকনাথগোসাঞি স্থানে সব কহে যাই ॥ শীঘ্রগতি চল গোসাঞি আমি যাই সঙ্গে। এ দেহেতে দেখি হেন ভাবের তরঙ্গে ॥ নবীন বয়স্ হেন বৈরাগ্য তাহার। হইল প্রবল ভাব তাহাতে প্রচার ॥ এমন রূপের শোভা কিবা গৌর-অঙ্গ। ডগ মগ করে অঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ ॥ মোর প্রভুর আজ্ঞা হৈল তাহারে আনিতে। আনিল তাহারে যাই ঘাটবিশ্রান্তি হৈতে ॥ গৌরঙ্গ দয়ালু হৈলা পাত্র সব জানি। হেন সঙ্গ হয় আপনার ভাগ্য মানি ॥ সঙ্গে লোকনাথ করি গোসাঞি আইলা। পড়ি আছেন নরোত্তম, গোসাঞি

দেখিলা ॥ মহাপ্রেম দেখি গোসাঞি বসিলেন কাছে। নরোত্তম কার নাম বৈষ্ণবেরে পুছে ॥ এই দেখ নরোত্তম পড়িয়া ধরণী। ভাল বলি বুকে হাত দিলেন আপনি ॥ হস্ত-স্পর্শে নরোত্তমের হইল চেতন। নরোত্তম নিজ-প্রভুর ধরিল চরণ ॥ অশ্রুযুক্ত হৈয়া গোসাঞি করিলেন কোলে। স্পর্শ পাইল নরোত্তম আনন্দবিহ্বলে ॥ তুমি যে আসিবা আজি দেখিলাম স্বপনে। অন্ধ নেত্র পাইলাম তোমার মিলনে ॥ দয়া করি চৈতন্য তোমারে পাঠাইল। দরিদ্র লোকেরে ধন আনি দেওয়াইল ॥ হাতে ধরি লৈয়া গেলা গোবিন্দ-মন্দিরে। জীবগোসাঞি সমর্পিলা হস্তে ধরি তাঁরে ॥ সাহ-জিক প্রেম দোঁহার দেখি দয়া হৈল। অনায়াসে বিধি আনি রত্ন মিলাইল ॥ হাতে ধরি করাইল গোবিন্দদর্শন। দেখিয়া গোবিন্দমুখ হৈলা অচেতন ॥ ধরাধরি লঞা গেলা আপনার কুঞ্জ। গুরুর দর্শনে প্রেম উঠে পুঞ্জ পুঞ্জ ॥ এই কালে গোবিন্দের আজ্ঞা যে আইল। পাইতে প্রসাদ নরোত্তম সঙ্গে নিল ॥ বৈরাগ্য দেখিয়া গোসাঞি সব জিজ্ঞাসিল। আদ্যোপান্ত নরোত্তম সকলি কহিল ॥ গৌরবর্ণ এক শিশু হৃদয়ে পশিল। সেই বলে শ্রীরূপের-চরণ দেখিল ॥ অনা-শ্রিত আছি সঙ্গে কেমনে বসিব। একত্র বসি কেমনে বা প্রসাদ পাইব ॥ শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাসিলা। পুনরপি তাহাকে ত কিছু জিজ্ঞাসিলা ॥ আপনে কহিলে গৌরবর্ণ শিশু এক। তাহাকে দেখিলে তুমি নয়ন পর-

তেক॥ আপনে প্রবেশ কৈল হৃদয়ে তোমার। তিঁহ জগদ্গুরু চাহ গুরু করিবার॥ প্রেমরূপে আপনে চৈতন্য অবধান। সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান॥ যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন। তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥ প্রয়োজন কিবা আছে গুরু করিবার। যেবা সাধ্যবস্তু সেই হৃদয়ে তোমার॥ অবধি বা কিবা আছে শুন নরোত্তম। বাহিরে অন্তরে তোমার হেন প্রেমধন॥ সেই কৃপা সেই প্রেম আইলে বৃন্দাবন। কিবা বা গুরুর কার্য্য সাধ্য প্রয়োজন॥ যাহার হৃদয়ে সেই থাকে রাত্রি-দিবা। তার আর অপ্রাপ্তি আছয়ে আর কিবা॥ সেই কৃপায় হইল গোবিন্দদরশন। তাঁর আজ্ঞা হৈল প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥ নরোত্তম কহে প্রভু! মুঞি অতি-দীন। আপনার যেই আজ্ঞা সেই সে প্রবীণ॥ সাক্ষাতে কহিতে প্রভু মনে বাস ভয়। পুনঃ নিবেদন কর যদি আজ্ঞা হয়॥ কহ দেখি বাপু কিবা আছয়ে কথন। দণ্ডবৎ করি করে সব নিবেদন॥ আপনে চৈতন্য কলিযুগে অবতরি। চণ্ডাল যবন আদি সকল উদ্ধারি॥ তেঁহ জগদ্গুরু তাঁরে সেবে সর্ব্বজন। তথাপি করিহ তিঁহ মর্য্যাদা স্থাপন॥ আপনে করিলা গুরু ধর্ম্মসংস্থাপন। সেই মত পারিষদ্ যত প্রভুর গণ॥ গুরু-আজ্ঞা শিষ্য প্রতি যেই আজ্ঞা করে। প্রাপ্য প্রাপ্ত হয় তাঁর বাক্য অনুসারে॥ গুরু-আজ্ঞা নাহি মোরে কি কহিব কথা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জানিব সর্ব্বথা॥ প্রভুর

সাক্ষাতে কিবা কহিব মুঁঞি ছার। নিবেদন করিতে যোগ্যতা নহিল আমার॥ যেই প্রেম যে বালক আছয়ে হৃদয়ে। মহাপ্রভুর আজ্ঞা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়ে॥ শুনিয়া সকল কথা গোসাঞি হাসিলা। কৃপান্বিত হৈয়া গোসাঞি সকলি কহিলা॥ এক স্থানে বসিতেই ভয় বড় মনে। আমার যোগ্যতা নাই বলি প্রভুসনে॥ নরোত্তম দেখি সবার আনন্দিত মন। তাঁর সহ'য় লাগি সবে করে নিবেদন॥ বৃন্দাবনে কালাকাল নাহি মন্ত্র দিতে। শীঘ্র মন্ত্র দেহ নরোত্তমের কর্ণেতে॥ লোকনাথ কহে আজ্ঞা হইলে না হয়। এক বৎসর শাস্ত্র-আজ্ঞা আছয়ে নির্ণয়॥ হরিনাম দেহ কর্ণে চাহিয়ে বসিতে। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" লাগিলা কহিতে॥ হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল। হরিনাম দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল॥ ইহার প্রসঙ্গ কহি শুন মন দিয়া। গুরুনির্ণয় শিষ্যনির্ণয় কহি বিবরিয়া॥ এ কথা শুনিলে চিত্তে হইও সাবধান। কেহ যদি করে হেন সেই ভাগ্যবান্॥ অভ্যন্তরে লৈয়া গোসাঞি কহে নরোত্তমে। যেই এই মর্ম্মবেত্তা সেই ইহা জানে॥ মহাপ্রভুর আজ্ঞা আছে হরিনাম প্রতি। জীবের রক্ষার লাগি দিবেন সম্প্রতি॥ কত দেহ ভ্রমি জীব নরদেহ পায়। তাহার রক্ষার হেতু মহৌষধ চায়॥ অন্য দেহান্তরে জীবের পাপ তাপ রোগ। তাহার খণ্ডন করে নাহি হেন যোগ॥ জন্মে জন্মে যত পাপ তাপ পাইয়া থাকে। বিস্মরণ জীব নাহি জানে আপনাকে॥ মনুষ্যদেহ পাঞা তাহা সকলি

সাধিব। না সাধিলে সেই দেহ তেমতি পাইব॥ হেন রোগ দূরে করে কৃষ্ণভক্তরূপে। কৃষ্ণনাম দিলে হয়েন গুরুর স্বরূপে॥ গুরু শিষ্যে কথা এই শাস্ত্রেতে আছয়। সেই তাহা জানে সেই অবশ্য করয়॥ তাহা না করিলে শাস্ত্র হয় অনুবাদ। তে কারণে নহে তারে কৃষ্ণের প্রসাদ॥ কৃষ্ণরূপে শাস্ত্র-দ্বারে করেন প্রচার। সদ্গুরু যেঁহ বাক্য করিব বিচার॥ এক বৎসর দেখিবেন গুরুর যে তত্ত্ব। বিশ্বাস করিয়া মনে বুঝিব মহত্ত্ব॥ যে ক্রিয়া করিব গুরু করি নিরীক্ষণ। যেন যোগ্য, তেন সেবা করি অনুক্ষণ॥ গুরু বুঝিবেন শিষ্যের যেমত আচার। যোগ্যতা অযোগ্য মনে করিব বিচার॥ হরিনাম সাধিব গুরুসঙ্গে থাকি সদা। বৈষ্ণবের সঙ্গে লোভ করিব সর্ব্বথা॥ জানিবেন শিষ্য মনে করি দৃঢ়রতি। নহিলে কি যায় জীবের সকল দুর্ম্মতি॥ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সাধি দিবানিশি। কোন যুগে প্রভু কৃপা হয় হেন বাসি॥ অধিক উৎকণ্ঠা হয় গুরু করেন করুণা। ইহা সে বুঝিতে পারে কোন কোন জনা॥ শিষ্য মন বুঝি গুরু বিশ্বাসের কথা। যোগ্যতা নহিলে কৃপা নহিবে সর্ব্বথা॥ এই হয় প্রাচীন বাক্য শুন নরোত্তম। না জন্মে কৃষ্ণের কৃপা এই ত কারণ॥ বহু শিষ্য করিতে গোসাঞির আজ্ঞা নাই। ইহাতে বিশুদ্ধ আছে শুন মন দেই॥ দুই চারি শিষ্য কৈলে ধরে প্রেমফল। বহু শিষ্য কৈলে সব হয় ত বিফল॥ এই যে কহিনু কথা শুন সাবধানে। আর যা আছয়ে কত কতেক আখ্যানে॥ কৃষ্ণ-

নাম হন বাপু ধরে প্রেমফল। তাতে রতি হৈলে অবশ্য মিলয়ে সকল॥ হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল। তদবধি সে সাধন রাত্রি দিন কৈল॥ দুই লক্ষ নাম সাধন নিভৃতে বসিয়া। সন্ধ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া॥ প্রভাতে আসিয়া করে প্রণাম স্তবন। দাঁড়াইয়া নেত্রে করে রূপ নিরীক্ষণ॥ নরোত্তম ভাল আছ কহেন বচন। স্বচ্ছন্দে আছিয়ে এই প্রতাপ চরণ॥ ভাল ভাল বুলি গোসাঞি হাসেন আপনে। দণ্ডবৎ করি কহে মোর নিবেদনে॥ যেমনে আজ্ঞা হয় মোর জানেন অন্তর। এই মত গতায়াত করে নিরন্তর॥ কখন কখন আইসে ভোজনের কালে। পাত্র-অবশেষ পাই বৈসেন বিরলে॥ কখন কখন করেন চরণসেবন। যখন যে আজ্ঞা হয় করেন শ্রবণ॥ কভু বৃন্দাবন-স্থান যান দেখিবারে। যেই স্থানে কৃষ্ণলীলা দণ্ডবৎ করে॥ কখন শ্রীজীব-স্থানে করেন আলাপন। শুনি কৃষ্ণলীলা প্রেমে ভাসি যায় মন॥ আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম। রাত্রিশেষে সেই সেবা করিলা নিয়ম॥ যে স্থানে গোসাঞিজীউ যান বহির্দেশ। সেই স্থান যাই করেন সংস্কার বিশেষ॥ মৃত্তিকা শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে। নিত্য নিত্য এই মত করেন সেবনে॥ গোসাঞি কহে এই কার্য্য করে কোন জন। ইহা নাহি বুঝি করে কিসের কারণ॥ হেনকালে নরোত্তম করেন গমন। সেই কালে সেই স্থানে নাহি কোন জন॥ ঝাঁটা গাছি পুঁতি রাখে

মাটির ভিতরে। বাহির করি সেবা করে আনন্দ-অন্তরে॥ আপনাকে ধন্য মানে শরীর সফল। প্রভুর চরণ প্রাপ্তে এই মোর বল॥ কহিতে কহিতে কান্দে ঝাঁটা বুকে দিয়া। পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া॥ প্রভু-লোকনাথ নরোত্তমের জীবন। বহু-জন্ম ভাগ্যে পাই তোমার চরণ॥ মনে মনে ভাবে গোসাঞি হঞা চমৎকার। কেমনে জানিব হেন কার্য্য বা কাহার॥ এইরূপে বিচার করয়ে মনে মন। কারে জিজ্ঞাসিব কার্য্য কে করে এমন॥ এই শুন নরোত্তমের সাধনের কথা। চমৎকার লাগে ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥ হেন কোথা নাহি দেখি শুনি নাহি আর। গুরু প্রতি হেন প্রীতি হইবে কাহার॥ এই মত সাধন সেবন করে নিতি নিতি। হেন নরোত্তম পায়ে সহস্র প্রণতি॥ এই মত দিনে দিনে সেবন করিতে। গোসাঞি কহেন অবশ্য চাহিয়ে জানিতে॥ বৈশাখে বৈশাখে এক বৎসর বহি গেল। মনে গোসাঞি তবে এক বিচার করিল॥ ছয় দণ্ড রাত্রি যবে হৈল অবশেষ॥ সেই কালে গমন করিব বহির্দেশ॥ তবে সে জানিব ইহা করে কোন জন। নহিলে মনের দুঃখ না যায় সহন॥ শ্রীরূপের বিচ্ছেদে মনের গেল সাধ। বিশেষতঃ বৃন্দাবনে হেন অপরাধ॥ কোন্ ব্রজবাসী আছে হেন কার্য্য যার। লোকেরে কহিতে লজ্জা হয় ত আমার॥ মনোদুঃখে গোসাঞির এইরূপে দিন যায়। নহিলে কি করি ইহার কি আছে উপায়॥ তার পরে নরোত্তম-দর্শনে আইলা। দণ্ডবৎ কৈলা গোসাঞি কিছু

জিজ্ঞাসিলা ॥ ভাল আছ নরোত্তম! কহ দেখি শুনি। সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রভুর কৃপা এই আমি জানি ॥ কহিতে বাসিয়ে লাজ কহা নাহি যায়। হাসিয়া গোসাঞি অতি করে হায় হায় ॥ নরোত্তম প্রণমিয়া হইলা বিদায়। দুই লক্ষ নাম সঙ্খ্যা করেন সদায় ॥ তার পর দিন গোসাঞি যান বহির্দেশ। যখন আছয়ে রাত্রি ছয় দণ্ড শেষ ॥ হেন কালে নরোত্তম সেই স্থানে আছে। ঝাঁটি দিছেন, গোসাঞি দাণ্ডা'লা তাঁর পাছে ॥ ঝাঁটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে। কে বট কে বট বলি লাগিলা কহিতে ॥ নরোত্তম কহে প্রভু মুঞি ভৃত্যাভাস। চরণকমল দুই করিয়াছি আশ ॥ গোসাঞি কহেন নরোত্তম হেন কার্য্য কর। দুঃখ বড় পাই বাপু এ সব সম্বর ॥ নরো-ত্তম কহে ভাগ্যে মিলে এ সেবন। হেন কৃপা কর যেন নহে অন্য মন ॥ এই কথা কহি গোসাঞি শৌচেতে বসিলা। তদবধি নরোত্তম সে স্থানে রহিলা ॥ উঠিয়া আসিয়া ডাকে নরোত্তমদাস। যোড়হাতে দাণ্ডাইলা মনের উল্লাষ ॥ মৃত্তিকা আনহ, জল আন ত্বরা করি। মৃত্তিকা আনিয়া, জল আনিলেন ভরি ॥ দুই হাতে মৃত্তিকা সে তুলি দেহ জল। সাক্ষাতে সেবন পাইল হৈল তার বল ॥ কর যুড়ি নরোত্তম দণ্ডবৎ করে। চরণ তুলিয়া দিল মস্তক-উপরে ॥ যমুনাতে স্নান কৈল আনন্দিত হৈয়া। গোসাঞি কহেন নরোত্তম স্নান কর যাঞা ॥ আনন্দ হই যমুনায় স্নান করি রঙ্গে। গোসাঞি কুঞ্জকে যান ইহঁ যান সঙ্গে ॥ পাদপ্রক্ষালন কৈল স্বহস্তে

নরোত্তম। আসনে বসিলা গোসাঞি করিতে স্মরণ॥ তিলক করিল স্তব পাঠ গাঢ়তর। পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ আনন্দ-অন্তর॥ বসি আছেন নরোত্তম কুঞ্জের ভিতরে। ডাকিলেন অহে বাপু আইস এই ঘরে॥ সে কালে করেন বহু দণ্ডবৎ নতি। ডাকিয়া লইল সাক্ষাতে করেন বহু স্তুতি॥ আনাইল তুলসী চন্দন পুষ্পমালা। কুঙ্কুম কস্তুরী আনেন কেশের রচনা *॥ বাম দিকে বৈস বাপু শুনহ বচন। দুই পদ ধরি কর আত্মসমর্পণ॥ রত্নের মন্দির রত্নসিংহাসন মাঝে। শ্রীনন্দনন্দনবামে রাধিকা বিরাজে॥ আত্মসাৎ করহ শ্রীবিলাসমঞ্জরী। মঞ্জুলালির বিলাসমঞ্জরী অনুচরী॥ কৃষ্ণ-বামে বেষ্টিত হয় ললিতাদিগণ। রাধিকার বামে মঞ্জরী করহ স্মরণ॥ রাধাকৃষ্ণ-হৃদয় দেহ মাল্যচন্দন। কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গে করহ লেপন॥ একে একে সখীগণে করহ পূজন। সখীগণ হস্তে তারে কৈল সমর্পণ॥ বিলাসমঞ্জরী তোমা সবার অনুচরী। গুরুরূপা সখীকে দিল সমর্পণ করি॥ হস্ত ধোয়াইয়া মন্ত্র করান গ্রহণ। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র প্রথম করাইল শ্রবণ॥ কামবীজ শুনাইল অতিযত্ন করি। পশ্চাৎ বসিয়া সব কহিল বিবরি॥ শ্রীজীবগোসাঞিকে যাঞা কর নমস্কার। প্রার্থনা করিবে যেন করেন অঙ্গীকার॥ হস্ত ধুইল নরোত্তম যায়েন বাহিরে। প্রার্থনা করিয়া বহু দণ্ডবৎ করে॥ ডাকিয়া ত কৃপা কৈল পদ দিল শিরে। চরণামৃত দিল গোসাঞি আনন্দ অন্তরে॥ শ্রীজীব-

* "কেশরের মালা" জীণ-পুস্তকের পাঠান্তর॥

গোস্যাঞি-স্থানে যান নরোত্তম। যাইয়া করিল দণ্ড প্রণাম স্তবন॥ কৃপা কৈল বহু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। হাসিতে হাসিতে কহেন আইস নরোত্তম॥ বহু প্রীতি কৈল গোসাঞি বসাইল স্থানে। জিজ্ঞাসেন গোসাঞি হৈয়া আনন্দিত মনে॥ মনোরথ সিদ্ধ হৈল বাঞ্ছিতপূরণে। সর্ব্বসিদ্ধি হয় তোমার কৃপাবলম্বনে॥ মোরে রক্ষা কর গোসাঞি দিয়া নিজ-বল। আর কি কহিব পূর্ণ হইল সকল॥ পুনরপি গেলা তিঁহ গোসাঞির নিকটে। ভোজন করেন গোসাঞি করিলেন দৃষ্টে॥ আইস আইস নরোত্তম বৈস এই স্থানে। পাত্র-অবশেষ দিলা হৈয়া কৃপাবানে॥ এই ত কহিল নরোত্তমের মন্ত্রদীক্ষা। পশ্চাৎ কহিব গোসাঞির ধর্ম্মশিক্ষা॥ উপাসনা যে করিল সাধনের রীতি। মুঞি দুরাচার লিখ করিয়া প্রণতি॥ যেই ইহা শুনে নিজশ্রবণে একবার। তাঁরে কৃপা করিব রাধাকৃষ্ণ-পরিবার॥ যেই জন করে এই সাধন ভজন। তাহা কি কহিব আমি করিয়া লিখন॥ এই ত নিগূঢ় অতি হয় উপাসনা। ইহাতে অনাসক্ত আছে কত কত জনা॥ বহির্ম্মুখ স্থানে ইহা করিব গোপন। কহিবে তাহার স্থানে যেই এই জন॥ প্রাতে আইলা নরোত্তম গোস্বামির স্থানে। প্রণাম করিয়া কিছু করে নিবেদনে॥ কিবা জিজ্ঞাসিব প্রভু উপাসনারীতি। কৃপা করি দেহ প্রভু সম্প্রদায়ে ভক্তি॥ বৈস বাপু নরোত্তম কহি উপাসনা। রাধা-কৃষ্ণ মনে সেই করিবে ভাবনা॥ সিদ্ধদেহ সাধকদেহ দুইয়ের সাধন। এক এক করি কহি করহ শ্রবণ॥ নবলীলা-শরীর

কৃষ্ণ সাধন প্রধান। বয়ঃক্রম আষোড়শ বর্ষ তাহার প্রমাণ॥ করিল বিচার এই সাধনপ্রকার। ব্যক্ততা প্রবীণ রাধা সখী-গণ আর॥ পরমশ্রেষ্ঠ সখী হন ললিতা বিশাখা। মঞ্জরীর গণ হন সেবায় অধিকা॥ সখীখ্যাতি হন তাঁর দাসী-অভি-মান। একত্র লিখিয়ে তাঁর নামের বিধান॥ শ্রীরূপ, লবঙ্গ, রতি, রস, গুণ, আর। মঞ্জুলালি আদি করি এই নাম তাঁর॥ লীলাস্থানে জানিবেন সখীগণের স্থিতি। এই কর্ত্তব্য এই লোভ এই সব প্রাপ্তি॥ নন্দীশ্বর জাবট সঙ্কেত বরষাণে। কুণ্ড কুঞ্জ-রাস যত জানিবেন স্থানে॥ নিত্যলীলা যত যাহা সময় জানিয়া। যাঁর যূথ সেই সেবা করিব বুঝিয়া॥ গুরুরূপা সখীসঙ্গে গমনাগমন। ইঙ্গিত জানিয়া লোভে করিব সেবন॥ নরোত্তম কহে প্রভু করি নিবেদন। কিরূপে জানিব সেই সাধক আখ্যান॥ কালে বাস করিয়া ভাবের অনুসারে। স্মরণ সেবন দুই জানিব অন্তরে॥ সেবন করিব সঙ্গে বাস সখীসঙ্গে। কোন্ স্থানে মন্ত্র জপি জানি কোন্ অঙ্গে॥ কুঞ্জের গবাক্ষে চক্ষু রোপণ করিয়া। যে মন্ত্র জপিব তাঁর অঙ্গ নিরখিয়া॥ কামবীজ জপিবেন কেমন সময়। বিবরিয়া কহ প্রভু শুন দয়াময়॥ কামবীজ তাঁরে জানি বশীকরণ করি। সর্ব্বত্র হইব বশ মন্ত্রের মাধুরী॥ মন্ত্র জপি নিরখিব জন জন করি। বশীকরণ তাহাতেই করিল বিবরি॥ রতি-কালে রাধাসঙ্গ করিব শয়ন। সেইকালে এই মন্ত্র করিব স্মরণ॥ এই ত কহিল শুন ইহার আখ্যান। যে কিছু আছয়ে

তার কহিয়ে বিধান॥ সখী সব সমর্থার সেবা অধিকারী। তাহার আশ্রয় লহ সেই অনুসারি॥ যেই জন আশ্রয় করিব সর্ব্বথায়। যে স্থানে যে স্থানে বাস রহিবে তথায়॥ রাগাত্মিকা বলি সব তাহারে জানিব। সেই সে আশ্রয় মোর ইহা বিচারিব॥ জানিবেন দুই যূথ রাধা চন্দ্রাবলী। দক্ষিণা আর বামা বলি স্বভাব সকলি॥ চন্দ্রাবলী জানিব মনে দক্ষিণা কর্কশা। বামা মৃদু রাধা হন এই ত লালসা॥ রাধিকার সখীগণ তাহারে জানিব। তার নাম পঞ্চবিধা স্বভাব বুঝিব॥ যার যত অধিকার জানিবেন মনে। রাধাকৃষ্ণ অনুরতি তাহাবলম্বনে॥ সেই সে আশ্রয় মোর ইহাই বিচার। কৃপা করি কহ প্রভু মুঞি দুরাচার॥ যতেক করিলে কৃপা মুঞি জীব ছার। প্রসঙ্গে করিতে নহে অন্যত্র যে আর॥ মনের বিচার এক উঠিছে আমার। নিবেদন করোঁ যদি আজ্ঞা তোমার॥ মন্ত্র যে প্রথম কৃপা করিলে আমারে। কৃষ্ণ-রাধা বিচ্ছেদ ইথে জানিল অন্তরে॥ যে কালে বিচ্ছেদ-সেবা তার কি করিব। পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা যে হইব॥ গৃহেতে সঙ্গেতে আর যান নন্দীশ্বর। কুণ্ডকে গমন করেন বৃষভানুঘর॥ ইহাতে জানিল কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের গতি। ইহাতেই দিবানিশি রহিবেক মতি॥ কেমনে করিব সেবা ভাবনা অন্তরে। পৃথক্ পৃথক্ করি আজ্ঞা হউক আমারে॥ নিবেদন কৈল এই তোমার গোচরে। কৃপা করি কহ মোরে স্ফুরুক অন্তরে॥ অহে বাপু নরোত্তম ইহা না জানিলে। উপা-

সনা কিবা প্রাপ্তি কহিব বিরলে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা দুঃখিত-অন্তরে। সখী সব কৃষ্ণলীলা করে গাঢ়তরে॥ চিত্ত স্থির লাগি কহে রূপ গুণকথা। যেখানে যেখানে থাকেন যেমন ব্যবস্থা॥ আনন্দ জন্মাই তবে রাধার অন্তরে। সেই সঙ্গে যার বাস জানিব অন্তরে॥ তখন করিব সেবা কেমন উপায়। মো বিষয়ে কহ প্রভু করুণা আজ্ঞায়॥ গৃহপতি-স্থানে যখন থাকেন রাধিকা। তখন তাঁহার সেবা করিব অধিকা॥ যখন একত্র রহে হইয়া মিলন। সেবন করয়ে সখী আনন্দিত মন॥ তেমতি ভাবনা করি দেহের স্বভাব। ইহা না করিলে হয় অন্তরায় * ভাব॥ তেন মতে যূথে মিলে সেবার লালসা। কুঙ্কুমাদি বারি চন্দন নিরীক্ষণ আশা॥ এই সব শুনিলে জানিলে অনুভব। রাগাত্মিকাময়ী দেহ এই কার্য্য সব॥ সেই দেহ প্রাপ্তি লাগি এতেক উপায়। জানিবে শ্রীরূপগ্রন্থ † লিখিয়াছেন তায়॥ এবে কহি পরকীয়া স্বকীয়ার গতি। স্থান নিরূপণ কহি যেমন বসতি॥ পরকীয়া রাধা-সখীগণের অন্তরে। স্বকীয়ার যত গণ বৃন্দাবনান্তরে॥ সত্যভামা আদি করি যতেক মহিষী। স্বকীয়া সম্পূর্ণ তাতে জানিবা প্রশংসি॥ আমার যে গতি সেই পরকীয়া মত। তুমি এই আস্বাদন সখী-অনুগত॥ যে দেহ ভাবনাময়ী ভাবাশ্রয় গতি। সে সকল সিদ্ধ হৈলে সেই দেহ

---

* অন্তরায়—অর্থাৎ বিঘ্ন॥

† শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত উজ্জ্বলনীলমণি এবং হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥

প্রাপ্তি ॥ অহে নরোত্তম কহি সাধনের কথা। প্রবিষ্ট করিবে মন ইহাতে সর্ব্বথা ॥ কেহ কহে বৃন্দাবন গোলোক করিয়া। কেহ ভাবে দ্বারকাদি সমান বলিয়া ॥ আশ্রয় করয়ে এক, আর হয় প্রাপ্তি। না শুনে শ্রীরূপের গ্রন্থ না করে অবগতি ॥ এ কথা জানিবে নিশ্চয় শাস্ত্রের দ্বারায়। কি করিলে কিবা হয় কেবা কোথা যায় ॥ পুনঃ পুনঃ নিবেদিতে মনে বাসো ভয়। মন্ত্র-উপাসনা নাম যত কিছু হয় ॥ খেঁদ করি জিজ্ঞাসিলে সব সত্য হয়। জিজ্ঞাসা করিতে মনে কেনে বাস ভয় ॥ সব শিক্ষা দিব এই রহ বৃন্দাবনে। বিস্তার লাগিয়া ইহা করিব রোপণে ॥ হেন উপাসনা নহে ধর্ম্ম কেবা জানে। কেবা বা প্রসঙ্গ করে আছয়ে ভুবনে ॥ প্রেমের উদয় হয় তোমার হৃদয়। সে কহায় হেন কথা মোর মনে লয় ॥ শুনহ মন্ত্রের কথা সাধনাঙ্গ সার। সকল বলিয়া শুন যেবা আছে আর ॥ কামগায়ত্রী শুন এই বীজ নাহি তায়। দুই পঞ্চ নাম কহি যেমন উপায় ॥ যে শুনিলে আর কহি সাধনের কথা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর যতেক ব্যবস্থা ॥ আশ্রয় আলম্বন কহি আর উদ্দীপন। লভ্যালভ্য হয় যত কারণাকারণ ॥ সিদ্ধদেহ ভাবনাময়ী সাধনাঙ্গ আর। যেমনে উদয় হয় তাহার প্রকার ॥ কৃষ্ণাশ্রয়ে ত্যাগকরণ কর্ম্ম যেবা হয়। অনন্যশরণ গতি যাঁহার আশ্রয় ॥ না করিলে এই মত না হয় উদয়। কর্ম্মদ্রোহি-মিলনে সে সব যায় ক্ষয় ॥ নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা যেই দেহ হয়। সাধন করিলে যেন পুষ্টতা

করয়॥ গুরুপাদাশ্রয় করি আদি যত হয়। চতুঃষষ্টি অঙ্গ তার প্রকরণময়॥ ভক্ষণ করিলে যেন দেহে হয় বল। সিদ্ধ-দেহ তেন মত করয়ে প্রবল॥ সাধক-দেহের বল নাহিক যাহার। আলম্বনশূন্য সেই নাহিক সঞ্চার॥ নিবেদন করি প্রভু ক্ষম অপরাধ। শ্রীমুখে শুনিতে মনে বড় হয় সাধ॥ রাগ বৈধী কহি প্রভু কহিলে আপনে। চতুঃষষ্টি অঙ্গ বৈধী ইহার কারণে॥ ভাল জিজ্ঞাসিলে বাপু শুন আর বার। সংশয় হইলে নারে সাধন করিবার॥ শুভাশুভ শাস্ত্রভয়ে যে করে সাধন। তারে বৈধী করি কহে গোসাঞির লিখন *॥ মহা-প্রভু শক্তিসঞ্চার কৈল রূপদ্বারে। সে আজ্ঞায় সাধনশাস্ত্র করিল প্রচারে॥ প্রভুরে পাঠাঞা দিল সেই গ্রন্থ সার। পত্রদ্বারায় লিখিল যে সারাসার বিচার॥ গ্রন্থ পত্র লৈয়া লোক গেল পুরুষোত্তম। শুনিয়া সকলে গ্রন্থ আনন্দিত মন॥ রামানন্দ স্বরূপ ডাকি করিল একত্র। বৃন্দাবন হৈতে পাঠা-ইল এক পত্র॥ গ্রন্থ লিখিয়াছেন দেখ দুই মহাশয়। প্রাপ্য প্রাপ্তি যেবা আছে যেবা কিছু নয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে গ্রন্থ নিল কোলে। গ্রন্থ দেখি পড়িলেন আনন্দবিহ্বলে॥

---

* যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥
ইতি হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ॥

অর্থাৎ যে স্থলে রাগাত্মিকাভক্তিতে অধিকার না জন্মায়, কেবল শাস্ত্রের শাসনবশতই যে একটী প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে॥

সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন। আপনে গৌরাঙ্গ করেন যত নিজ মন॥ প্রভু ত্বরায় লিখিলেন পত্র নিজ-হাতে। যে আজ্ঞা হইল প্রভুর লিখিলেন তাতে॥ এই মত ধর্ম্ম হয় সাধনাঙ্গসার। আপনে করিলে পারে করিতে নিস্তার॥ সেই পত্র লৈয়া লোক আইল বৃন্দাবন। বসিয়া শুনিল সব পত্র-বিবরণ॥ সেই দিন হৈতে সবে করেন সাধন। জগতে বিস্তার হৈল, হৈল মহাধন॥ আপনে আচরে ধর্ম্ম কহেন লোকেরে। তাহারেই আপনে গৌরাঙ্গ কৃপা করে॥ অন্যে ধর্ম্ম কহে আপনে না করে পালন। তাহারে চৈতন্য কৃপা না করেন কখন॥ না করে আপনে কেহ ভেদাভেদ করে। কৃষ্ণ নাহি পায় কোন জন্মের ভিতরে॥ প্রভু-স্থানে অপরাধ তার হয় বল। শ্রীরূপের মনোদুঃখে যায় রসাতল॥ গুরুপাদাশ্রয় করি জন্ম যায় বৃথা। যে কিছু করয়ে সব উড়ি যায় কথা॥ নরোত্তম শুনিলে এই সাধনবিবরণ। তার প্রাপ্তি হয় লুব্ধ হয়ে যার মন॥ নাম নামী অভেদ করি লহ হরিনাম। যার রতি হৈলে চৈতন্য হন কৃপাবান্॥ প্রথমেই গ্রহণ করাইল হরি-নাম। সেই দ্বারে জীবের খণ্ডিল কর্ম্ম জ্ঞান॥ যাঁরে কৃষ্ণচৈতন্য বলি এই হৈতে গুরু। এই হৈতে আজ্ঞা আছে নাম কল্পতরু॥ যে বৈষ্ণব হইবে লইবে হরিনাম। সঙ্খ্যা করি নাম লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম॥ পূর্ব্ব অভিপ্রায়ে সবে লহ হরিনাম। কেহ লক্ষ লক্ষ বিশেষতঃ মুখে গান॥ নরোত্তম লক্ষ নাম লয় সঙ্খ্যা করি। নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশক্তি ধরি॥ কৃষ্ণ-

পদপ্রাপ্তি লক্ষ লইলে হরিনাম। গ্রন্থি পূর্ণ হৈলে এক করিবে প্রণাম॥ জানিবে মাধুর্য্য প্রেম স্বাভাবিক রতি। গাঢ়রূপে ভাবনা করিবে দিব্যমতি॥ এই যে সাধন-অঙ্গ শুন নরোত্তম। ক্রমে ক্রমে সাধনাঙ্গ হইবে উত্তম॥ একে একে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল। সাধকের সাধন প্রতি অত্যন্ত প্রবল॥ অতি-দুর্ব্বল লোক সে যাইবেক কতি। দ্বায়ে বসি নাম লবে করিয়া ভকতি॥ ইহাতে প্রবেশ কর নরোত্তম মন। তোমার চরণ দুই আমার জীবন॥ কৃষ্ণ পাইবার তরে যার আছে সাধ। সাবধান হবে যাতে নাহি হয় বাদ॥ রাধাকৃষ্ণ, নাম যত, আর ভক্তগণে। এই স্থানে অপরাধ হবে সাবধানে॥ তিনে অপরাধ হৈলে নাহিক কল্যাণ। দোঁহে অতিগুণ ধরে কৃষ্ণের সমান॥ সংসারে জন্মিয়া গুরুপাদাশ্রয় করে। এই অপরাধ তার না জন্মে অন্তরে॥ স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য তাতে করে রতি। অবজ্ঞা করিলে তাহে হয় বড় ক্ষতি॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ শ্রীরূপগোসাঞি। দেখিলে সে জানিল আছে ঠাঞি ঠাঞি॥ শ্রীদাসগোস্বামির দেখ ভজনের রীতি। দৃষ্ট-শ্রুত বৈষ্ণবের করেন অতিভক্তি॥ সাবধানে নরোত্তম শুন এক কথা। অন্তর্বাহ্যে অপরাধ না জন্মে সর্ব্বথা॥ হেন অধি-কারী কেবা আছয়ে ভুবনে। আচরণ যার হেন হয় সাধ মনে॥ শুনিয়া দেখিয়া বাছা মনে কর রতি। বৈষ্ণবমাত্রকে দেখি করিবেন অতিভক্তি॥ উত্তম হইয়া হয় কনিষ্ঠের প্রায়। নিশ্চয় জানিবা কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়॥ যতেক শুনিলা তাতে

কর দিব্য রতি। ভজন স্মরণ কর বৃন্দাবনে স্থিতি॥ বাহির হইয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি। বৃন্দাবনে বাস কৈল আনন্দিত মতি॥ কুঞ্জে বসি স্মরণ কর সাধনাঙ্গ যত। যতেক মনের কথা কহিব বা কত॥ যেমত হইল আজ্ঞা তেমতি করিল। দিনে দিনে সাধন-ভক্তি বাড়িতে লাগিল॥ প্রভুর সেবন করে যখন যে হয়। এই মত দিবানিশি কাল যে ক্ষেপয়॥ এক দিন কুঞ্জমাঝে করিলা শয়ন। কিছু নিদ্রা যান কিছু বাহ্য-বৃত্তি হন॥ বৃষভানুসুতা সেই কুঞ্জমাঝে আসি। নরোত্তম-প্রতি বাক্য কহে হাসি হাসি॥ গুরুপাদাশ্রয় কর গুরুর সেবন। তাঁর আজ্ঞা যেই তাঁহা করহ সাধন॥ মানসসেবায় তোমার এত অনুভব। পরম-লালসারূপে তোমার সেবা সব॥ সর্ব্বভাবে দৃঢ়তর দেখিয়া তোমার। অতি বড় আনন্দ-চিত্ত হইল আমার॥ মধ্যাহ্নে আমার তীরে কৃষ্ণের মিলন। তাহাতে অনেক সেবা করে সখীগণ॥ ক্ষীর পাক হয় তাহা কৃষ্ণের সুখ যাতে। সর্ব্বসুখ হয় চম্পকলতার কুঞ্জেতে॥ তোমার নিত্য সেবা হয় দুগ্ধ আবর্ত্তন। মোর এই সুখ যাতে কৃষ্ণ সুখী হন॥ নরোত্তম তবে বাহ্য পাইলেন মনে। উঠিয়া বিচার তবে করেন মনে মনে॥ সে কালে যে ভাব হৈল কেহ নাহি জানে। তৃতীয় প্রহরাবধি গড়ি যায় ভূমে॥ বাহ্য পাই মনে মনে করিল বিচার। প্রভুর যে আজ্ঞা হয় কর্ত্তব্য আমার॥ বিচার করিয়া মনে যান প্রভু-স্থানে। যে দেখিল ভাল মতে করে নিবেদনে॥ অনেক

প্রকারে বহু কৈল পরণাম। প্রভুর অগ্রেতে কহে হৈয়া সাবধান॥ শুতিয়া আছিনু কুঞ্জে কিছু বাহ্য হয়। লতা বৃক্ষ ভূমি সব দেখি স্বর্ণময়॥ এক দিব্যাঙ্গনা অগ্রে রূপ অনুপম। কহিলেন বাহ্য হও অহে নরোত্তম॥ মধ্যাহ্নে আমার কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন। তাহাঞি অনেক সেবা করে সখীগণ॥ চম্পক-লতার কুঞ্জ ক্ষীর পাক হন। আজি হৈতে তোমার সেবা দুগ্ধ আবর্ত্তন॥ চম্পকমঞ্জরী বলি দিল তোমার নাম। রোদন সহিত কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম॥ নিবেদন করিতে চাহায় মোর মন। তুমি মোর প্রভু আজ্ঞা করিবে যেমন॥ কম্প স্বেদ রোদন হইল বহুতর। বাহ্য পাই গোসাঞির আনন্দ-অন্তর॥ ধন্য ধন্য নরোত্তম তুমি ভাগ্যবান্। যাঁর পদ-প্রাপ্তি তিঁহ কৈল আজ্ঞা দান॥ এত পরিশ্রম করি যাঁর সেবা লাগি। সাধন স্মরণ করি দিবানিশি জাগি॥ আজি হৈতে সেবা কর এই নাম তোর। ইহাতে যতেক সুখ আনন্দ সে মোর॥ সেই হৈতে আজ্ঞা সেবা আনন্দেতে কৈল। প্রভুর যে সেবাসাধন বাঢ়িতে লাগিল॥ সেবা করে নিতি নিতি পরম-উল্লাসে। এক দিন কি হইল কহি তার শেষে॥ মানসে ঠাকুর করে দুগ্ধ আবর্ত্তন। দর্শন করেন লীলা আনন্দিত মন॥ শুষ্ক-কাষ্ঠ আঁচ দেন উথলে বারে বার। মনে বিচার করেন কিবা করি প্রতিকার॥ পুনর্ব্বার উথলিত হইল যখন। হস্ত দিয়া সেই দুগ্ধ করিল রক্ষণ॥ হস্ত পুড়ি গেল বাহ্যে তাহা নাহি জানে। উতারিয়া সেই দুগ্ধ রাখে সেই খানে॥ বাহ্য পাইলে দেখে

হাত পুড়িয়াছে। হায় হায় করে আর কি বিচার আছে॥ গোসাঞিজীউর সেবা হৈল মোর বাদ। নিশ্চয় জানিল মোর হৈল অপরাধ॥ তথাপিহ নিবেদিতে আইসে প্রভু-স্থানে। দূর হৈতে গোসাঞি দেখিল নরোত্তমে॥ বিজ্ঞ হৈয়া হৈলে তুমি অবিজ্ঞের প্রায়। আইস আইস বলি গোসাঞি করে হায় হায়॥ ওঢ়নবস্ত্রে হাত ঢাকা করে পরণাম। প্রভু কহে নরোত্তম আইস সন্নিধান॥ অনেক কান্দিলা গোসাঞি কোলে করি তাঁরে। কিশোরী কিশোর কৃপা করিল তোমারে॥ অনেক করিল কৃপা শ্রীজীব-গোসাঞি। ভজন স্মরণ হেন দেখি শুনি নাঞি॥ ইষ্টগোষ্ঠী অনেক করিল দোঁহে মিলি। দোঁহে দোঁহা অন্তরঙ্গ করিল মিতালি॥ না দেখিল না শুনিল অদভুত কথা। শ্রীজীব-গোসাঞির সঙ্গে যাহার মিত্রতা॥ কতেক লিখিব নরোত্তমের প্রেমসীমা। শুনিলেই প্রাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেমা॥ যে জন করিবে হেন সাধন স্মরণ। সখীর সঙ্গিনী সেই জানিল কারণ॥ গুরু রতি হেন নাহি শুনি ত্রিজগতে। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল সাক্ষাতে॥ গৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গের প্রেম যাহার অন্তরে। রূপ সনাতনের কৃপা যাহার উপরে॥ গুরু-স্থানে দীক্ষা শিক্ষা যতেক প্রকার। পূর্ব্বপক্ষ করে শুনে তাহার বিস্তার॥ যেই আজ্ঞা করেন গোসাঞি তাতে সাবধান। যেই করে তার সাক্ষী তাতে বিদ্যমান॥ গৃহে পথে বৃন্দাবনে যতেক প্রকার। কহিয়া বলিয়া কেবা পাইবেক পার॥ বহু-জন্মভাগ্যে মিলে হৈল শ্রীচরণ। দিবা-

নিশি প্রেমে ভাসে আনন্দিত মন ॥ আজ্ঞাক্রমে লিখি তাঁর ভজনের রীতি। লেশ না ছুঞিল যায় আমার দুর্ম্মতি ॥ স্মরণে সাধনে যার যায় নিশি দিবা। কিছু লিখি তাঁর গুণ তুলনা কি দিবা ॥ পশ্চাতে লিখিব সেবা ভজনের যশ। তাহাতে ডুবিল সব যে হেন পরশ ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে নরোত্তমের বৃন্দাবনগমন, শ্রীজীবগোস্বামির সহিত মিলন, শ্রীলোকনাথগোস্বামির নিকট এক বৎসর কেবল হরিনাম লইয়া বাস, মল মূত্রাদি পর্য্যন্ত শোধনপূর্ব্বক গুরুসেবা, উপদেশপ্রাপ্তি, মানসদেহে শ্রীরাধার কৃপালাভ এবং উক্ত শ্রীলোকনাথসমীপে দীক্ষা ও শিক্ষালাভ বর্ণনময় একাদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

দ্বাদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপানিধি। জয় জয় নিত্যানন্দ রসের অবধি॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় অকিঞ্চনপ্রাণ। জয় জয় গৌরভক্ত গুণের নিধান॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা, বীরচন্দ্র নাথ। কৃপা করি অধমেরে কর আত্মসাৎ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া সাবধান। শ্রীনিবাস নরোত্তমের যে গুণ আখ্যান॥ যে কিছু লিখিল তাহা আছে অবশেষ। তবে যে লিখিয়ে মোর প্রভুর আদেশ॥ শতহস্ত পদমুখ না দিল বিধাতা। লিখিতাম কহিতাম তবে ঘুচিত মনের ব্যথা॥ প্রেমরূপে অবতীর্ণ দুই মহাশয়। যেরূপে করিলা ব্রজে গুরুপাদাশ্রয়॥ যদবধি বৃন্দাবনে করিলেন বাস। সাধন স্মরণ কৈল পরম-উল্লাস॥ গুরুসেবা ভক্তিগ্রন্থ করিল পঠন। যাঁর যাঁর স্থানে তাহা করিয়ে লিখিন॥ শ্রীনিবাস নাম ছিল আচার্য্য হৈল খ্যাতি। কারণ লিখিব তার প্রয়োজন অতি॥ নরোত্তমের নাম হৈল ঠাকুরমহাশয়। প্রত্যক্ষে সকল দেখ তাহার নিশ্চয়॥ সাক্ষাৎ যেরূপে তাহা করে দুই জনে। যে দিনে যে কুঞ্জে যায় যেই যেই স্থানে॥ একত্র হইয়া দোঁহে আইলা গৌড়-দেশে। সেই সুখে যেই পথে লিখিব বিশেষে॥ আমি লিখি প্রভু-আজ্ঞা করি বলবান্। যেরূপে যেমন আজ্ঞা কৈল মোরে দান॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা গ্রন্থ প্রেমবিলাস। যে

কিছু লিখিল শেষ করিয়ে প্রকাশ॥ নরোত্তমের যেইরূপ সাধন স্মরণ। গম্ভীর যাহার চিত্ত তাহা কি দুর্গম॥ পড়িল কতক দিন নিজ-প্রভু স্থানে। কখনও শ্রীজীবে যাই করে নিবেদনে॥ নাটক, সন্দর্ভ পড়ে গোসাঞির স্থানে। নিভৃতে বসিয়া তাহা পড়ান আপনে॥ এইরূপে যায় কাল আনন্দ-আবেশ। শ্রীজীব করিল প্রীতি অশেষ বিশেষ॥ শ্রীজীব-গোসাঞি কহেন শুন বন্ধু কথা। আপন মনের কথা কহিব সর্ব্বথা॥ কিরূপে কি আজ্ঞা হৈল কিবা সেবা হৈতে। হস্ত যে পুড়িল তাহা কহ আনন্দিতে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া সব কহে বিবরণ। অঙ্গ ফুলে শ্রীজীবের করেন রোদন॥ ভাবা-ন্তরে কহে কিছু দুই ভুজ ধরি। আজি হৈতে তোমার নাম বিলাস-মঞ্জরী॥ শ্রীরূপের বিলাসমূর্ত্তি তুমি মহাশয়। আমাতে এ সব নাম অসম্ভব হয়॥ তবে হাসি কহে গোসাঞি এ বিচিত্র নয়। তোমায় আমায় এক সিদ্ধনাম হয়॥ কে বুঝিতে পারে তোমার সাধন আশয়। আজি হৈতে তোমার নাম ঠাকুরমহাশয়॥ ঠাকুর প্রণাম করে গোসাঞি করে আলিঙ্গন। দৈন্য সবিনয় কহে কাকুতি বচন॥ আজ্ঞা হয় যদি নিবেদিয়ে পুনর্ব্বার। মোরে যেইরূপে আজ্ঞা হৈল রাধিকার॥ শ্রীমুখে কহিল নাম বিলাসমঞ্জরী। জানিয়া দোঁহার গুণ সমান মাধুরী॥ পুনর্ব্বার আলিঙ্গয়ে শ্রীজীব-গোসাঞি। হেন দশা সাধন স্মরণ দেখি নাঞি॥ অবেদ্য তোমার নাহি কেনে তবে আর। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল

তোমার॥ গৌরাঙ্গের প্রেমরূপে জন্ম হৈল যার। তোমার প্রেমেতে সব ভাসিল সংসার॥ শ্রীদাসগোস্বামী এক দিন কুণ্ডতীরে। ঠাকুরমহাশয় নাম শুনিল নির্ভরে॥ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শুনি তাঁর স্থানে। ভজনের গুণ আছে সর্ব্বত্র প্রমাণে॥ শ্রীদাসগোস্বামী কহে শুন কৃষ্ণদাস। নরোত্তম-দাস হৈল কৃপার প্রকাশ॥ যে করিল গুরুসেবা যে ভজন রীতি। তাহাতেই এই সাক্ষী দেখিল সম্প্রতি॥ গুরুকৃপা সাধন করিলে হেন হয়। শ্রীরূপের গ্রন্থবাক্যে আছয়ে নির্ণয়॥ গৌড়বৃন্দাবনে যার ভজনের যশ। যে কেহ শুনয়ে হয় প্রেমেতে অবশ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট এ দুই গোসাঞি। বসি আছেন কৃষ্ণ-আলাপনে এক ঠাঞি॥ হেন কালে শুনিলেন এই সব কথা। এ হেন ভজন তারে মিলয়ে সর্ব্বথা॥ শ্রীভট্টগোসাঞি কহে ধন্য এ জীবনে। সব মনো-রথ-সিদ্ধি হৈল বৃন্দাবনে॥ লোকনাথগোসাঞি হাসেন মুখে দিয়া কর। মুখে কিছু নাহি কহে আনন্দ-অন্তর॥ শ্রীভট্ট-গোসাঞি লোকনাথে নিবেদয়। যাহাতে তোমার কৃপা এতাদৃশী হয়॥ যেঁহো শ্রীরূপের শক্তি শ্রীজীবগোসাঞি। তেঁহ যাঁরে বন্ধু কহে হেন দেখি নাই॥ রাধিকাজীউর কৃপা যাহার হৃদয়। সার্থক ইহাঁর নাম ঠাকুরমহাশয়॥ কতেক লিখিব গুণ কহনে না যায়। শ্রীনিবাস সাক্ষাৎ লিখিব সর্ব্ব-থায়॥ সংস্কৃত নহে এই পয়ারনির্ব্বন্ধ। বহুবিধ বাক্য বাঢ়ে অনেক প্রবন্ধ॥ * এক দিন নরোত্তম গোসাঞির সাক্ষাতে।

* কারণ, সংস্কৃতে বৃহৎ কথাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করা যায়॥

সেইকালে শ্রীনিবাস গেলা আচম্বিতে॥ শ্রীলোকনাথ-গোসাঞি আছেন বসিয়া। শ্রীনিবাস দাঁড়াইলা প্রণাম করিয়া॥ যোড়হাতে নরোত্তম রহে সেই স্থানে। হেন কালে শ্রীনিবাস দেখিল নয়নে॥ আইস বন্ধু বলিয়া ধাইয়া করে আলিঙ্গন। অন্ধে চক্ষু পাইয়া ধন্য মানিল জীবন॥ বিধি অনুকূল হৈল জানি এত দিনে। তোমা সহ সাক্ষাৎ হইল বৃন্দাবনে॥ অনেক আনন্দ হৈল তোমার মিলনে। জন্মদুঃখী বহুরত্ন পাইল হেন মানে॥ ঠাকুরমহাশয় কহে শুন মহাশয়। মুঞি দীনে কৃপা কর হইয়া সদয়॥ প্রভুর নিকটে কহিতে মনে বাসি ভয়। যোড়হাত করি কহে করিয়া বিনয়॥ প্রেমে ফুলে দোঁহার অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার। কতদিনে আগমন হৈল আপনার॥ এক বর্ষ তিন মাস প্রভুর দর্শন। বৈশাখমাসে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ॥ অতিবিরক্ত তিন মাস নিবেদন করি। দোঁহার অবশ চিত্ত ক্ষণেক সম্বরি॥ শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে। গোসাঞি-নিকটে কুঞ্জে দোঁহার মিলনে॥ গোসাঞি হাসিয়া কহে শ্রীনিবাস প্রতি। কোথা যে ইঁহার বাস জানহ সম্প্রতি॥ শ্রীনিবাস প্রভু প্রতি করে নিবেদন। গড়ের হাটে কৃষ্ণানন্দরায়ের নন্দন॥ পরমসদ্গুণ হন নাম নরোত্তম। তোমার চরণসম্বন্ধে আমার প্রাণসম॥ সেই দিন হৈতে ইহাঁর প্রীতি হয় গাঢ়তর। কখন বাসাতে যান আনন্দ-অন্তর॥ কখন সাক্ষাৎ দোঁহে হয় বৃন্দাবনে। নিভৃতে বসিয়া কহেন কথোপকথনে॥ শ্রীনি-

বাস করে নিজগোসাঞির সেবন। রন্ধন করিয়া কভু করান ভোজন॥ শ্রীজীবগোসাঞি স্থানে গ্রন্থ পড়েন যাঞা। কখন স্মরণ করেন কুঞ্জান্তরে গিঞা॥ শ্রীরূপের স্থানে জীব যত পড়িয়াছিলা। শ্রীনিবাস-হৃদয়ে অর্থ সব প্রকাশিলা॥ ব্রজ-লীলা নাটক, সন্দর্ভ পড়াইল। শ্রীরূপের গ্রন্থের অর্থে প্রবীণ করিল॥ এক দিন শ্রীজীব গ্রন্থ করেন নিরীক্ষণ। ললিত-মাধব গ্রন্থে যে সব রচন॥ কৃষ্ণের মথুরাগমন অতিগাঢ়তর। সে বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ রাধাপরিকর॥ গোসাঞি লিখেন জীব করেন ভাবন। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িলা তখন॥ বহুক্ষণে চেতন পাই উঠি বসি আছে। আহা মরি করি দিক্ নিহারয়ে পাছে॥ বৃক্ষলতা কুঞ্জ সব মলিন হইয়াছে। হেঠ-মুণ্ডে রহে জল তাহে বরিষিছে॥ সম্মুখে কদম্ববৃক্ষ তাহে প্রফুল্লিত। পুষ্প দুই চারি তাহে দেখি আনন্দিত॥ ভাবিত হইল চিত্ত গোসাঞি দেখিয়া। হেন কালে শ্রীনিবাস উত্ত-রিলাসিয়া॥ গোসাঞি কহিল শ্রীনিবাস বৈস তুমি। মনে উঠিয়াছে প্রশ্ন নিবেদিব আমি॥ প্রভু মোর কি যোগ্যতা আছে বুঝিবার। জিজ্ঞাসিবেন প্রত্যুত্তর দিবার আমার॥ তোমার রোপিত দেহ আপনে কহিব। যদি ভাগ্য প্রচুর থাকে সকল শুনিব॥ গোসাঞি কহেন শ্রীনিবাস কর অনু-ভব। বৃক্ষলতা কুঞ্জ মলিন হইয়াছে সব॥ তাহাতে বরিষে জল এ আশ্চর্য্য বড়। নবীনলতা বড় ঋতু অতি রহে দড়॥ দেখি চমৎকার হৈল চিত্ত সে আমার। কে আর আছয়ে

এই তত্ত্ব কহিবার॥ কহিয়া রাখহ প্রাণ হইয়াছে ব্যাকুল। না কহিলে হৃদয়ে রহয়ে এই শূল॥ শ্রীনিবাস কহে প্রভু নিবেদি চরণে। প্রহরেকে আসিব তোমার সন্নিধানে॥ ভাল ভাল বলি গোসাঞি কহিল তাহারে। বাসায় নিভৃতে বসি ভাবিহ অন্তরে॥ ভাবিতে অন্তরে উঠি গেল এক কথা। সেই শক্তিবলে তাঁর কহিব সর্ব্বথা॥ শ্রীরূপ-চরণ ধ্যান মনে করি গেলা। যাইয়া দেখিলা গোসাঞি বসিয়া আছিলা॥ দূরে হৈতে শ্রীনিবাস নয়নে দেখিলা। অতি-আদর করি তাঁরে নিকটে বসাইলা॥ কহ কহ শ্রীনিবাস যাতে ধৈর্য্য রয়। কর যুড়ি সাক্ষাতে সকল নিবেদয়॥ কৃষ্ণের লীলার লাগি এই বৃন্দাবন। তাতে বিশেষতঃ আছে সব কুঞ্জগন॥ কৃষ্ণ গৃহে গেলে যত কুঞ্জলতা বন। বিমর্ষ হইয়া তাহে সবে মলিন হন॥ যবে কোন লীলা কালে আইসে সেই বনে। ম্লানি যায় প্রফুল্লিত হয় বাহ্যে মনে॥ তাহাতে বিশেষ আছে অন্যত্র গমন। তাহাতে কি প্রাণে জিয়ে তরুলতাগণ॥ আভাস শুনি গোসাঞির দুই নেত্র ঝরে। পুনঃ পুছে শ্রীনিবাসে আনন্দ-অন্তরে॥ তার যে কদম্ব তাতে প্রফুল্লিত হন। বাল্যকালে নিজ-করে করিল রোপণ॥ মথুরায় রহি কৃষ্ণ মনে আকর্ষয়। সেই যে রোপিত বৃক্ষ কত বড় হয়॥ এই লাগি প্রফুল্লিত হন ক্ষণে ক্ষণে। মোর গম্য এত দূর কৈল নিবেদনে॥ কোলে করি কান্দে গোসাঞি দিলে প্রাণ দান। মোর প্রভুর শক্তি তুমি

ইথে নাহি আন॥ আজি হৈতে তোমার নাম শ্রীনিবাস-আচার্য্য। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন লাগি করাইবে কার্য্য॥ সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের আরতিদর্শনে। শ্রীনিবাসে লৈয়া সঙ্গে করিলা গমনে॥ আরতি দর্শন করি প্রণাম করিলা। পূজারী আনি গোবিন্দের প্রসাদ মালা দিলা॥ সবারে কহিল শ্রীনিবাস-বিবরণ। ইহার যোগ্যতা কিছু শুন সর্ব্বজন॥ ক্রমে ক্রমে কহিলেন যত গুণ তাঁর। আজি হৈতে হৈল নাম আচার্য্য ইহাঁর॥ সবেই সম্মত কহে যে আজ্ঞা তোমার। গোবিন্দেরে আনি দিল প্রসাদ পুষ্পহার॥ কুঙ্কুম তিলক দিল কুঙ্কুম লেপন। সভাই আচার্য্যধ্বনি করিল তখন॥ আনন্দিত চিত্ত হৈলা আচার্য্যঠাকুর। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কৈল প্রণাম প্রচুর॥ যাঁহাকে যেমন আচরণ সম্ভাষিলা। শ্রীজীবগোসাঞি যাই আলিঙ্গন কৈলা॥ তথা হৈতে আইসেন নিজ-বাসাস্থান। সে দিন হইতে হৈল আচার্য্য-আখ্যান॥ লোকনাথগোসাঞি শুনি এ সব আখ্যান। পরম আনন্দচিত্ত হৈল কৃপাবান্॥ নিজ-প্রভুর চরণে যাই প্রণাম করিল। শিরে হস্ত দিয়া বহু আশীর্ব্বাদ কৈল॥ লোকনাথগোসাঞি স্থানে গেলা সেই ক্ষণে। প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে॥ আপনি কহিলা মুখে কহিলা আচার্য্য। শ্রীজীবের আজ্ঞাবলে তুমি হৈলে আর্য্য॥ ঠাকুরমহাশয় আসি দণ্ডবৎ হৈলা। সম্ভাষণ করি আচার্য্য অলিঙ্গন কৈলা॥ সেই রাত্রে বিচারিলা শ্রীজীব-গোসাঞি। প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিব সর্ব্বথাই॥

মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম। গৌড়দেশে কেহ ত না জানে ইহার মর্ম্ম॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়। ঠাকুরমহাশয় সঙ্গে হইব সহায়॥ কার্ত্তিকব্রত মহোৎসব সম্পূর্ণকারণে। শ্রীজীবগোসাঞি বহু কৈলা আয়োজনে॥ সামগ্রীর কথা আমি লিখিব বা কত। গাড়ি ভরা দ্রব্য আইল ভার শত শত॥ পত্রী সব বৈষ্ণবেরে পাঠান কুণ্ডতীর। শ্রীদাসগোস্বামী আর কবিরাজ ধীর॥ সর্ব্বত্র লিখিল পত্র গমন দশমী দিবস। কৃপা করি সবে মিলি আসিবেন অবশ্য॥ শ্রীভট্টগোসাঞি আর লোকনাথগোসাঞি। ভূগর্ব্ভ যতেক আর অন্য অন্য ঠাঞি॥ কতেক লিখিব আর আমন্ত্রণ-কথা। আসিতে লাগিল বৈষ্ণব আছে যথা তথা॥ আগমন হৈল কারো দশমী দিবসে। কেহ পর দিনে একাদশীতে আইসে॥ পরম-আদরে গোসাঞি দিল বাসাস্থান। যাঁহারে যেমন ভক্তি যেমন সম্মান॥ লিখন বাহুল্য হয় গমনাগমনে। সবাই আইলা তাঁহা কে করু গণনে॥ একাদশী রাত্রি হৈতে চড়িল রন্ধন। কেহ কেহ রুটি করে কেহ রান্ধে অন্ন॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন করে ব্যঞ্জনাদি আর। শ্রীজীবগোস্বামির দেখি আনন্দ অপার॥ দশ দণ্ড দিনে হৈল প্রস্তুত সকল। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সর্ব্বত্র কোলাহল॥ স্থানে করাইল সব সংস্কার করিয়া। ভোজনসামগ্রী কৈল যত্নিত হইয়া॥ রাধাকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ স্থানে। সামগ্রী ধরিল আনি করিয়া যতনে॥ সনাতন রূপ রঘুনাথভট্ট আর। স্বরূপ শ্রীরামানন্দ

পার্ষদ অপার॥ ভোগ লাগাইল সভায় আচার্য্য আপনে। শ্রীজীবগোসাঞি তবে কহে বিবরণে॥ ভোজনে বসাইয়া সভায় হইলা বাহির। তত ক্ষণে শ্রীজীব কিছু হইলেন স্থির॥ দুই দণ্ড অতিরিক্ত শ্রীজীবগোসাঞি। আচমন দিতে কহিলেন আচার্য্যের ঠাঞি॥ সেই ক্ষণে আপনে শ্রীজীবগোসাঞি যাইয়া। রঘুনাথ গোপালভট্টে আনিল ডাকিয়া॥ লোকনাথ-গোসাঞি আইলা আর সব যত। অগণ্য বৈষ্ণব বসে আইলা কত শত॥ আসিয়া বসিলা সভে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে। কত শত চন্দ্রাক্ষ দীপ্ত হইল সেই স্থানে॥ তাম্বূল আরতি কৈল আচার্য্যঠাকুর। সর্ব্বত্র করেন স্তব পঠন প্রচুর॥ সর্ব্বভক্তে নিরখয়ে আনন্দিত মন। বাহির হইয়া করেন প্রণাম স্তবন॥ তবে ত শ্রীজীবগোসাঞি করিয়া বিনয়। ভক্ষণের স্থান করি যদি আজ্ঞা হয়॥ সভে মিলি সম্মতি করিলা সেই ক্ষণে। প্রসাদ পাইতে বসিলেন স্থানে স্থানে॥ যেন যোগ্য তেন মত আসন করিলা। কেহ কারো ডাহিনেতে বামেতে বসিলা॥ প্রণাম করি আচার্য্য করেন পরিবেশন। প্রসাদের সৌরভে সভার আনন্দিত মন॥ আপনে শ্রীজীব দ্রব্য দেওয়ান সভারে। অশ্রুযুক্ত হন ধন্য মানে আপনারে॥ নিরখে সভার অঙ্গ হৈয়া অতিশোভা। প্রেমময়মূর্ত্তি যেন করে দিব্য আভা॥ হেন কালে উঠে গোসাঞি করিয়া রোদন। কোথা গেলা মোর প্রভু রূপ সনাতন॥ সেই কালে যে হইলা প্রেমের তরঙ্গ। কতেক লিখিব যেই যতেক প্রসঙ্গ॥ আচমন কৈল সভে

দিল মুখবাস। শ্রীজীবগোসাঞির চিত্তে পরম উল্লাস॥ নিজবাসা যাই সবে বসিলা আসনে। অনন্য হইয়া রহে কৃষ্ণ-আলাপনে॥ আর দিন মহোৎসব তেন মত হয়। দ্রব্য সামগ্রী যত ততোঽধিক হয়॥ সকল গোসাঞি বসিলা একত্র হইয়া। কৃষ্ণলীলা-কথা কহে আনন্দিত হৈয়া॥ তার পর শ্রীজীব প্রসঙ্গ পাইয়া কথনে। সবারে কহেন শ্রীনিবাস-বিবরণে॥ বহু শ্রমে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইল ইহাঁরে। সবে মিলি কৃপা কর ইহাঁর উপরে॥ আমার প্রভুর শক্তি হয় ইহাঁ প্রতি। শ্রীভট্টগোসাঞি ইহাঁরে কৃপা কৈল অতি॥ এ চরণ আশ্রয় করিল যেই দিন। সর্ব্বশাস্ত্রযুক্তিতে হইলা প্রবীণ॥ তোমরা সকল পূর্ব্বে হও একগণ। সেই লাগি প্রভুদত্ত দিল বৃন্দাবন॥ লক্ষ গ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥ অন্য দেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড়দেশ। সর্ব্বমহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥ এ ধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। যেমনে হয়েন তার করহ প্রকার॥ সবেই সম্মত হৈয়া কহে এক কথা। রূপের স্বরূপ সবে জানয়ে সর্ব্বথা॥ এ সকল সিদ্ধ হয় যে মত উপায়। সবেই আনন্দ অতি করিব সহায়॥ তবে ত শ্রীজীব কহে শুন মহাশয়। শ্রীনিবাস-আচার্য্য যান যদি কৃপা হয়॥ অন্য কেহ যোগ্য নহে ইহা প্রচারিতে। ঠাকুরমহাশয় যান ইহাঁর সহিতে॥ লোকনাথগোসাঞি কৃপা কৈল অতিশয়। সমান যোগ্যতা দোঁহার সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥

গাড়িভরি গ্রন্থ লইয়া যান গৌড়দেশ। এ দোঁহার প্রীতি হয় সবার আদেশ॥ তোমার যে আজ্ঞা হয় সম্মতি সবার। তোমরা এই দুই জনে কর অঙ্গীকার॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। দণ্ডবৎ করি কহে করিয়া বিনয়॥ যদি আজ্ঞা হয় প্রভু রহি বৃন্দাবনে। প্রভুর চরণসেবা করি রাত্রি দিনে॥ সবার দর্শন করি অন্য মন নয়। সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষা পায় যদি আজ্ঞা হয়॥ বড় ধর্ম্ম রক্ষা প্রভু ধর্ম্মপ্রচারণ। সবার আজ্ঞায় গৌড়ে করহ গমন॥ শ্রীজীবগোস্বামী কহে ভট্টগোস্বামিরে। তোমার কর্ত্তব্য যেই সম্মতি আমারে॥ সেইকালে দুই জনে দণ্ডবৎ করি। নিকটে আনিয়া তাঁর শিরে হস্ত ধরি॥ সবে মিলি করে দোঁহারে শক্তিসঞ্চারণ। তোমা দোঁহায় কৃপা করেন রূপ সনাতন॥ সবার জীবন নরোত্তম শ্রীনিবাস। শ্রীরূপের আজ্ঞায় সর্ব্বত্র করহ প্রকাশ॥ সর্ব্বত্র জয় তোমা দোঁহার করিবে। যে তোমার শাখা তাহে জগৎ ব্যাপিবে॥ পুনরপি সেই দিন ভোজন আনন্দ। একত্র রহিলা তথা সবাই স্বচ্ছন্দ॥ প্রাতঃকালে স্নান করি হইলা বিদায়। না জানিয়ে কত সুখ হইল তথায়॥ শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুরমহাশয়। দণ্ডবৎ করি যায় প্রেমেতে ভাসয়॥ সবে কৃপা কৈল অতি-আনন্দ হিয়ায়। সর্ব্বত্র মঙ্গল দেখি লোক আইসে যায়॥ গৌরাঙ্গের শক্তি বিনা এত কার হয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কর সর্ব্বত্র হউক জয়॥ সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া যান নিজ-স্থানে। শ্রীজীব-গোস্বামী তবে বিচারিলা মনে॥ মহাজন সেবক আছে মথুরা-

নগরে। নিজহস্তে পত্র লিখি পাঠাইল তারে॥ পত্র শুনি মহাজন শীঘ্রগতি আসি। দণ্ডবৎ কৈল শিরে চরণ পরশি॥ ভাল গাড়ি চারি বলদ বলিষ্ঠ যেন হয়। দশ মনুষ্য-সঙ্গে সেই নিজ-পরিচয়॥ আচার্য্য ডাকিয়া তারে করাইল মিলন। মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাহে বৈষ্ণবের আচার। তিঁহ গৌড়দেশ লঞা করিবেন প্রচার॥ মোমজামা * আনিয়া দিও উপরে বেঠন। পথে লঞা যাবেন সব করি সঙ্গোপন॥ কিছু দ্রব্য দিল তাঁর হস্তের উপরে। কিছু সহায় কৈল তিঁহ আনন্দ-অন্তরে॥ দশ দিনে প্রস্তুত করি আন মোর স্থানে। আপনে গাড়ির সহিত করিবা গমনে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ গেলা নিজ ঘরে। গাড়ি মোমজামা সাজ করিলা সত্বরে॥ শ্রীজীবগোস্বামী এক বৈষ্ণবের দ্বারে। ঠাকুরমহাশয়ে ডাকি বৈসে কুঞ্জান্তরে॥ শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা। এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে এথা॥ ইহারে ত লৈয়া যাই কৃষ্ণ-কথারঙ্গে। নিজ-দেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥ খরচ সহিত দিবে দুঃখ নাহি পায়। সর্ব্বভাবে করিবেন ইহার সহায়॥ শুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন। এই নরোত্তম হন আমার জীবন॥ আমাকে জানহ যেমন ইহাঁকে জানিবে। ভজনপ্রসঙ্গ-কথা ইহাঁরে জিজ্ঞাসিবে॥ ভয়ে কিছু আমাকে না করে প্রশ্ন আর। তাহা জিজ্ঞাসিবে মনে আছয়ে তোমার॥ কিম্বা সাধ-

* মোমজামা—একরূপ চট। ইহার আবরণ দিলে রৌদ্র বৃষ্টি লাগে না।

নাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ-কথা। নিগূঢ়প্রসঙ্গ যত কহিবে সর্ব্বথা॥ আদ্যোপান্ত প্রসঙ্গ ইহার শুনিয়াছি যত। সকল লিখিব তাহা করিয়া বেকত॥ জন্ম আগে লিখি ইহার হয় কোন দেশ। বৃন্দাবনগমন ইহার লিখিব বিশেষ॥ যে মতে সংসার ত্যাগ করিয়া আইলা। তাহার বিশেষ লিখি গুরু-আজ্ঞা হৈলা॥ শুন শ্রোতাগণ মনে করি পরিহার। ব্যতিক্রম করি মনে না লবে আমার॥ প্রভুমুখে শুনি লিখি এই সব কথা। এ সব শুনিয়া মনে নাহি পাবে ব্যথা॥ গৌড়দেশে জন্ম নহে কেবল দক্ষিণে। তাহার বিষয় কিছু করি নিবেদনে॥ সৎকুলপ্রসূত গোপীজনকুলে জন্ম। কিরূপে জানিল ভাগবত-ধর্ম্মমর্ম্ম॥ পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত সাধন আছিল ইহার। তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার॥ বিরক্ত হৈল চিত্ত কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে। অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে॥ রাত্রে উঠি সংসার ছাড়ি গেলা দূরদেশ। সব দূর কৈল লৈল বৈরাগীর বেশ॥ পিতা মাতা দুঃখ পাই বহু অন্বেষিল। অনেক করিল তত্ত্ব লাগি না পাইল॥ বামে পথ ছাড়ি দিয়া ভলপথে যায়। কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায়॥ চেওয়া-নগর দিয়া খানাকুলে যায়। গোপীনাথদর্শন করি মহাসুখ পায়॥ ভাগ্য করি মানে পাট করিয়া দর্শনে। কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না জানে॥ আর দিন অম্বিকাতে গেলা সন্ধ্যাকালে। একাকী বসিলা তিঁহ যাইয়া বিরলে॥ সে ঠাকুরবাড়ীর শোভা অতিমনোহর। চৈতন্য নিত্যানন্দ দেখি

আনন্দ-অন্তর ॥ আরতি করিল কত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি। কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ কেহ নাচে কেহ কান্দে গড়াগড়ি যায়। সে সুখে ডুবিল চিত্ত লাগিলা হিয়ায় ॥ প্রহ-রেক রাত্রি গেল বৈষ্ণব-ভোজন। দেখিয়া আইলা তবে সেবক একজন ॥ জিজ্ঞাসিলা কোথা থাক কহ ভাই তুমি। নিবেদিল দক্ষিণ-দেশেতে থাকি আমি ॥ ঠাকুরমহাশয়ের আজ্ঞা প্রসাদ পাইতে। প্রবেশ করিল বাড়ী বৈষ্ণব সহিতে ॥ দেখিল ঠাকুর বৈষ্ণবগণসনে বসি। কৃষ্ণকথা কহে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসি ॥ দেখিয়া প্রণাম করি প্রসাদ পাইলা। স্বচ্ছন্দে প্রসাদ পাই আচমন কৈলা ॥ আসনে বসিলা যাই ভাবে মনে মনে। কোন্ সেবা করি কাল করিব ক্ষেপণে ॥ শয়ন করিলা রাত্রে হইল বিহান। রাসমণ্ডলে ঝাঁটি দেন করে কৃষ্ণ-গান ॥ হেন কালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবৎ করে। দর্শন করিল তাঁরে আনন্দ-অন্তরে ॥ নিরখিয়া রূপ দোঁহে করয়ে প্রণাম। ভাল ভাল বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান ॥ সেই দিন হৈতে সেবা করিতে করিতে। অপূর্ব্ব বালক দেখি প্রসন্ন হৈলা চিত্তে ॥ অতিনির্ম্মল কার্য্য করে দেখি সুখ পায়। আর এক দিনে ঠাকুর ডাকিয়া আমায় ॥ সম্মুখে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর। কাঁপিছে শরীর, যুড়ি রহে দুই কর ॥ কোন্ দেশে থাক বাপু কহ সমাচার। উদাসীন হও কেবা আছয়ে তোমার ॥ পৃথিবীতে কেহ নাহি হই জন্ম-দুঃখী। চরণ দর্শন করি হইয়াছি সুখী ॥ অপূর্ব্ব বালক দেখি

সুখ বড় পাইল। পূজারা-সেবাতে থাকি আপনে কহিল॥ ইহাঁরে প্রসাদ দিবে স্বচ্ছন্দ করিয়া। সেবা কর বাপু এই স্থানেতে রহিয়া॥ দিবসে দিবসে সেবা অধিক বাড়িল। দেখিয়া সভার চিত্তে সুখ বড় হৈল॥ ঠাকুর করুণা করেন বাঢ়ে দিনে দিনে। কার্য্য বড় করে দয়া হৈল সবার মনে॥ এক দিন ঠাকুর-নাটমন্দিরেতে বসি। সেবা দেখি বালকেরে কহে হাসি হাসি॥ শুন বাছা একা তুমি কেহ নাহি আর। প্রভু আছেন সংসারে সত্য চরণ তোমার॥ কাহার সেবক হও কোন পরিবার। এ দুই চরণ সত্য করিয়াছি সার॥ কেহ নাহি সংসারে প্রভু মুঞি অতিদীন। কহিবার যোগ্য নহি তাহে ভক্তিহীন॥ তোমা বিনু পতিতপাবন কেবা হয়। কৃপা করি দেহ অভয়চরণ-আশ্রয়॥ জানিল সেবক হব এই ইহা মনে। সেই দিন হৈতে অতি করিল যতনে॥ এক দিন ঠাকুর বসিয়া এক স্থানে। যোড়হস্ত করি আগে করে নিবেদনে॥ প্রভু দীনহীনতারণ তোমার অবতার। আমা হেন পতিত কেহ সংসারে নাহি আর॥ রূপ নিরখিয়া কান্দে কেহ নাহি মোর। জীবনে মরণে গতি চরণ দুই তোর॥ কৃপা হৈল প্রভুর ডাকিল সন্নিধানে। মস্তকে ধরিয়া হরিনাম দিল কাণে॥ অনেক প্রণাম করে নিরখে বদন। ডাকিয়া মস্তকে তুলি দিলেন চরণ॥ সেই হৈতে নিজসেবা করিতে আজ্ঞা হৈল। দিনে দিনে চেষ্টা প্রীতি বাঢ়িতে লাগিল॥ বৈষ্ণবে সাবধান অতি-

কৃষ্ণনামে রতি। প্রভুরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্তুতি॥ করিলেন গঙ্গাস্নান আসি সন্নিধানে। দেখিয়া ঠাকুর বলে বৈস এই স্থানে॥ কৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি। শত বার জপিবা মন্ত্র কৃষ্ণ-ধ্যান করি॥ ভজনের যেই রীতি কহিল সকল। অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল॥ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করয়ে প্রণাম। সত্য কৃষ্ণপদযুগ সত্য কৃষ্ণনাম॥ আজি হৈতে তোমার নাম দুঃখিনী কৃষ্ণ-দাস। সেবা কর মোর এই স্থানে করি বাস॥ সেই দিন হৈতে কৃষ্ণনামে অনুরাগী। নিভৃতে বসি কৃষ্ণনাম লয় রাত্রি জাগি॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ হৈল প্রেমামৃতপান। যার সাধনের কথা বৈষ্ণবে করে গান॥ শ্রদ্ধা বলবতী দেখি ঠাকুর আপনে। কহি কিছু বৈস বাপু মোর সন্নিধানে॥ আমার প্রভুর কথা শুন বাপু আর। চৈতন্য নিত্যানন্দ হন জীবন যাঁহার॥ কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল-ঠাকুর। সেই প্রভু-গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর॥ চৈতন্য নিত্যানন্দের দিবা নিশি সঙ্গে। সহিতে না পারি তাঁর প্রেমের তরঙ্গে॥ সাক্ষাতেই দুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ। পূর্ব্বাপর সঙ্গে যাঁর সদাই বিলাস॥ বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইল ভোজন। ভোজন না কৈলা নাহি কহিলা বচন॥ শুনিয়া ত দুই প্রভু পণ্ডিতের স্থানে। ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে॥ শুনিলাম দুই মূর্ত্তি করিয়াছ প্রকাশন। সাক্ষাতে আনহ তাঁরে করিব দর্শন॥ আনিয়া বিগ্রহ দুই সম্মুখে রাখিল। যেই মত দুই প্রভু

তেমন দেখিল॥ রন্ধন করহ যাই করিব ভোজন। রন্ধন করিল পণ্ডিত করিয়া চিন্তন॥ অন্ন ক্ষীর ব্যঞ্জন বহু চারি ভোগ কৈল। দুই প্রভু দুই বিগ্রহ আনি বসাইল॥ বলেন খাও দেখি চারি যুড়াক নয়ন। দুই বিগ্রহ দুই প্রভু করিল ভোজন॥ আচমন করি প্রভু কহে পণ্ডিতেরে। যখন করিবে মনে আসিব তোমা ঘরে॥ এই দুই বিগ্রহরূপে আমরা দুই জন। নিত্য নিত্য তোমার ঘরে করিব ভোজন॥ সেই প্রভু আমারে করিল আত্মসাৎ। এই দুই সেবা দিল মোর প্রাণ-নাথ॥ কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া। এ সব কহিল তোমার যোগ্যতা দেখিয়া॥ অতি-বিরক্ত কিছু মনে নাহি আর। বৃন্দাবন বলি সদা করয়ে ফুৎকার॥ এক দিন দাঁড়া-ইল প্রভুর সাক্ষাতে। ভয় পায় চিত্তে প্রভু না পার কহিতে॥ কহ বাপু ভয় নাহি কি কহ বচন। যদি আজ্ঞা হয় যাই শ্রীবৃন্দাবন॥ ভাল ভাল বলি প্রভু কহিল তাঁহারে। অবি-লম্বে বৃন্দাবন কৃপা করুন তোরে॥ বৃন্দাবন যাহ বাপু করিহ শ্রবণ। হৃদয়চৈতন্যদাস বুঝিলা বচন॥ প্রাতে উঠি ঠাকুর তাঁরে করিল বিদায়। প্রণাম করিলেন পদ দিলেন মাথায়॥ দুই প্রভু বসি আছেন আইল ঠাকুর। কৃষ্ণদাস প্রতি কর করুণা প্রচুর॥ আনিয়া প্রসাদি-বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে। প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে॥ মহাবিরক্ত কৃষ্ণনাম নিরন্তর গায়। ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায়॥ কৃষ্ণ-জন্ম-স্থান দেখি অনেক কান্দিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে

বিশ্রামঘাটে উত্তরিলা॥ রাত্রে মনে বিচারয় সকল বৃন্দাবনে। ভ্রমণ করিয়া করি সর্ব্বত্র দর্শনে॥ প্রভাত হইলে চলে বৃন্দাবনমুখে। চলিতে না পারে অশ্রু বহি পড়ে বুকে॥ দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দূরে হৈতে। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥ গোবিন্দদর্শন করি প্রেমে মত্ত হৈয়া। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া॥ বৃন্দাবনে দেখি যাঞা সেই সেই স্থল। প্রণাম করিয়া কান্দে হইয়া বিকল॥ ধীরসমীর দেখি আর বংশীবট। দর্শন করয়ে সব যমুনার তট॥ চিরঘাট দর্শন করেন আমলীর তলা। দর্শন করিতে বন গোবর্দ্ধন গেলা॥ তার পর আইলা দুই কুণ্ড সরোবর। কুণ্ডেশ্বরে দণ্ডবৎ করে বহুতর॥ কুণ্ডপরিক্রমা করি করেন প্রণাম। শ্রীদাসগোস্বামির সঙ্গে কহে গুণগ্রাম॥ জিজ্ঞাসা করিল লোকে কহে এই স্থানে। নিরীক্ষণ করি রূপ করয়ে প্রণামে॥ সাধন করয়ে কারে কিছু নাহি কহে। অশ্রু পড়ে দুই চক্ষে দাণ্ডাইয়া রহে॥ ক্ষণেক অন্তরে গোসাঞি কহিল বচন। কোথা হৈতে বৈষ্ণব তোমার আগমন॥ দণ্ডবৎ করিয়া করয়ে নিবেদন। দক্ষিণদেশে জন্ম প্রভুর চরণদর্শন॥ কি নাম তোমার কার চরণ-আশ্রয়। মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস নিবেদয়॥ মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্যদাস মহাশয়। শুনিয়া গোসাঞির বাঢ়ে আনন্দহৃদয়॥ পরমগুরু গৌরীদাস-পণ্ডিতঠাকুর। শুনিয়া গোসাঞির হইল আনন্দ প্রচুর॥ বৈস বৈস অহে বাপু দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সুখের বিলাস ॥ অধিকারির কহ দেখি সকল মঙ্গল। যেন জিজ্ঞাসিলা তেন কহিলা সকল ॥ আনন্দ পাইয়া তাঁরে কৃপা কৈল অতি। কুঞ্জান্তরে কবিরাজ * দেখহ সম্প্রতি ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া যায় তাঁহার দর্শনে। কুটীর ভিতরে দেখে করেন স্মরণে ॥ দুই চারি দণ্ড গেল আছেন দাণ্ডাইয়া। অবসর দেখি পড়ে দণ্ডবৎ করিয়া ॥ অতিবৃদ্ধ জরাদেহ সূক্ষ্মবাক্য অতি। ক্ষণেক অন্তরে দেখে পড়ি আছে ক্ষিতি ॥ কে বট কে বট বাপু কহ দেখি কথা। এত দণ্ডবৎ করি কেনে দেহ ব্যথা ॥ উঠিয়া ত নাম কহে দুঃখিনী কৃষ্ণদাস। আসিয়াছে প্রভুর পদ দর্শনের আশ ॥ ভাল ভাল এথা আইস কহ সমাচার। কোথা হৈতে গমন করিলে আসি আর ॥ না জানিয়ে না দেখিয়ে নয়নে অতিশয়। কোন মহাশয়ের কৈলে চরণ-আশ্রয় ॥ দক্ষিণদেশেতে চলা আঝুয়া বলি গ্রাম। হৃদয়চৈতন্যদাস মোর প্রভুর নাম ॥ আমার প্রভুর প্রভু গৌরীদাসপণ্ডিত। চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা হয় অখণ্ডিত ॥ বহু কৃপা করি তাঁরে নিকটে বসাইলা। নিকটে বসাইয়া তাঁর অঙ্গস্পর্শ কৈলা ॥ জিজ্ঞাসিল সকল মঙ্গলসমাচার। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন কহে আর বার ॥ এই মত তাঁর দর্শন করিয়া কুণ্ডবাস। পুনঃ আইলা বৃন্দাবন-দর্শনের আশ ॥ যাইয়া কৈল দর্শন শ্রীমদনমোহন। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমি পড়িলা তখন ॥ তবে আসি শ্রীজীব-গোসাঞির

* কৃষ্ণদাসকবিরাজ, যিনি চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা ॥

দর্শন করিল। বসিয়া আছেন গোসাঞি দেখি সুখ পাইল॥ দর্শন করিয়া চক্ষু না যায় অন্য স্থান। নিরীক্ষণ করি এক করিল প্রণাম॥ গোসাঞি কহেন বৈষ্ণব প্রণাম না কর। বার্ত্তা কহ দেখি প্রণাম সকল সত্বর॥ তাঁহারে দেখিয়া গোসাঞি সুখ পাইল অতি। কোথা হৈতে আগমন হইল সম্প্রতি॥ কি নাম তোমার, ঠাকুরের নাম কহ মোরে। হাসি জিজ্ঞাসেন গোসাঞি তাঁরে ধীরে ধীরে॥ তিঁহ কহে মোর নাম দুঃখিনী কৃষ্ণদাস। পিতা মাতা আমার দক্ষিণ-দেশে বাস॥ হৃদয়চৈতন্যদাস ঠাকুর আমার। পণ্ডিতঠাকুর হন প্রভু সে তাঁহার॥ শুনিয়া তাঁহারে কৃপা করেন অতিশয়। তোমা দেখি সুখ বড় হইল নিশ্চয়॥ গোসাঞি বিরক্ত দেখি ভাবে মনে মনে। আমার নিকটে সুখ পাইবে নিদানে॥ বৈস বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিয়ে সকল বৃত্তান্ত। দেশে কি যাইবে ইহাঁ রহিবে একান্ত॥ আপনার কৃপা বিনা কে পারে রহিতে। এই মত সাধ হয় চাহিয়ে রহিতে॥ ভক্তিমান্ দেখি তাঁর দৈন্য যে বিনয়। কহেন এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয়॥ যদি পড়িবারে সাধ আছে তোমার মনে। সর্ব্বশাস্ত্র পড়াই পড় করিয়া যতনে॥ প্রসাদ পাইবা এথা সাধন করিবা। দুই এক টহল * করি নিকটে পড়িবা॥ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণতি করয়ে বিস্তর। মস্তকেতে হাত দিল আনন্দ-অন্তর॥ বিদ্যার আরম্ভ কৈল করিয়া সুদিন।

---

* টহল—ঠাকুরভোগাদির পরিচর্য্যা। টহল স্থানে প্রহর, পাঠান্তর॥

পড়িতে পড়িতে অতি হইলা প্রবীণ॥ রাত্রে বসি সাধন করে এক কুঞ্জান্তরে। কভু ভক্তিগ্রন্থ শুনে আনন্দ-অন্তরে॥ ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে। কখন বসিয়া ভক্তি-গ্রন্থ কিছু লিখে॥ পড়িতেই ব্যুৎপন্ন হৈল অতিশয়। ভক্তি-গ্রন্থ পড়িতে গোসাঞির আজ্ঞা হয়॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আমূল হইতে। আনন্দিত হৈল চিত্ত পড়িতে পড়িতে॥ সিদ্ধান্ত বৈধী রাগতত্ত্ব দেখিতে শুনিতে। পূর্ব্বপক্ষ করেন গোসাঞি সুখ পান চিতে॥ তাঁর স্থানে উজ্জ্বল পড়ে টীকার সহিতে। সর্ব্বত্র যোগ্যতা হইল কহিতে শুনিতে॥ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে। বিনয় করিয়া কহে গোসাঞির সাক্ষাতে॥ যেই ভাব যেই চেষ্টা সাধনের রীতি। আপ-নার আজ্ঞা হয় এ অধম প্রতি॥ তবে গোসাঞি পঞ্চ-রসের কহিল আখ্যান। বিশেষে মধুর রস তাহাতে শুনান॥ এই ভাব ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত। নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥ শুনিতেই কৃষ্ণদাসের লোভ উপজিল। বিনয় করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ যে আজ্ঞা হইল তাহা কর অঙ্গীকার। শ্রীরূপের অভিমত যেই ধর্ম্ম সার॥ যাঁর গ্রন্থ তাঁর মত করিলে আশ্রয়। তবে সে সকল সিদ্ধি বরদায়ক হয়॥ আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আস্বাদনে। ভয়ে নাহি কহি লোভ হইয়াছে মনে॥ তুমি কৃপাময় মোরে কৈলে অঙ্গীকার। তোমার প্রসাদে জানিনু এই ভাব সার॥ অঙ্গী-কার কৈল গোসাঞি হৈল সফল। শুনিতেই সিংহপ্রায়

হৈল তাঁর বল॥ দুই চারি দিন অন্তে নিকটে বসাইল। রাধিকাজিউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল॥ কৃষ্ণ-পঞ্চনাম রাধিকার পঞ্চনাম। যেই কালে জপিবার কহিল বিধান॥ কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রকার। রাধাকৃষ্ণলীলায় যুক্ত তখন জপিবার॥ সখীভাব গ্রহণ কৈল নিজ-অনুগত। সেবাকাল যার যেই সাধন অভিমত॥ এই যে শুনিলে তার কহি মর্ম্ম কথা। পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্ব্বথা॥ শুন অহে কৃষ্ণদাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। হৃদয়চৈতন্যদাস গুরু সে অবশ্য॥ কৃষ্ণমন্ত্রদাতা তিঁহ তাঁর কৃপা হৈতে। এই সব প্রাপ্তি তাঁর কৃপার সহিতে॥ তাতে অপরাধ হৈলে সব যায় ক্ষয়। এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয়॥ প্রভুর যে আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার। বাহিরে আসি দণ্ডবৎ করিল অপার॥ যে দিন শুনিল সে দিন হৈতে করেন সাধন। গোসাঞি-স্থানে পড়েন কুঞ্জে বসিয়া স্মরণ॥ রাত্রে বসি রাধাকৃষ্ণ-লীলাবেশ চিত্তে। কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। কুঞ্জে নৃত্য গীত সবে বিবিধ তরঙ্গে॥ রাধাসখীগণ নিজ-ভুজে অন্যভুজে। মধ্যে কৃষ্ণ-চন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে॥ নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন। মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ ভুবনমোহন॥ গান বাদ্য করে তাহে সব সখীগণ। রাধা নৃত্য করেন কৃষ্ণ করয়ে দর্শন॥ বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখীগণ গায়। রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায়॥ এই মত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্ত্তন। এই রসে সভে

মত্ত জুড়ায় নয়ন ॥ রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর। খসিয়া পড়িল বামপদের নূপুর ॥ আপনে না জানে সখীগণ না জানিল। চরণে আছয়ে কিম্বা কোথায় পড়িল ॥ নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করেন যাঞা। সখীগণ নিরীখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিঞা ॥ রতিরসে গোঙাইল রাত্রি হৈল শেষ। সখীগণ উঠিবারে করিল আদেশ ॥ বহু ক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গভরে। লাজভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে ॥ সখীগণ চলি গেলা নিজ-নিকেতনে। পড়িয়া রহিল নূপুর কেহ নাহি জানে। সেইকালে উঠিলা দুঃখিনী-কৃষ্ণদাস। রাসস্থলী দেখিবারে মনের উল্লাস ॥ নিরীখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে। নয়নে বহয়ে নীর আনন্দ-অন্তরে ॥ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে রত্নের নূপুর। তাহার সৌরভে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥ হাতে তুলি নিল মাথে যায় ধীরে ধীরে। চলিতে না পারে প্রেম ভরিল অন্তরে ॥ গোসাঞি যেখানে উত্তরিলা সেই স্থানে। বিচিত্র নূপুর গোসাঞি দেখিল নয়নে ॥ জানিলেন মনে এই যাঁহার নূপুরে। হাতে তুলি লইয়া তাঁরে দণ্ডবৎ করে ॥ বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে লৈয়া মাথে। কণ্ঠ রুদ্ধ হৈলা গোসাঞি পড়িলা ভূমিতে ॥ গোসাঞিকে কৃষ্ণদাস ধরি বসাইল। বক্ষঃস্থলে করি নূপুর কান্দিতে লাগিল ॥ কতেক সাধন কৈলে কত কাল ধরি। তোমার ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি ॥ কৃষ্ণদাস চুম্ব দিল আলিঙ্গন বুকে। চরণ-কুঙ্কুম লাগিয়াছে তোমার মস্তকে ॥ পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ ল'য়ে মস্তকে

তাঁহার। ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার॥ দুই দিকে বুকমধ্যে কুঙ্কুমের বিন্দু। শোভিয়াছে স্থান যেন হয়ে পূর্ণ ইন্দু॥ কৃষ্ণপদাকৃতি তিলকবিন্দু রাধিকার। করিলেন মনে সুখ পাই আপনার॥ সর্ব্ব মহাশয় ইথে পাইবে আনন্দ। আজ হৈতে তোমার নাম হৈল শ্যামানন্দ॥ হরিপদাকৃতি তিলকের আছে সর্ব্বত্র প্রমাণে। ইহা জানি লহ দোষ না লইব কোন জনে॥ করিল করুণা অতি সেই শ্যামানন্দে। প্রণাম করয়ে অতি পাইয়া আনন্দে॥ সেই শ্যামানন্দে গোসাঞি বিদায় করিল। ঠাকুরমহাশয়ের হস্তে হস্তে সমর্পিল। যতেক ইহাঁর শাখা যেখানে রহিব। পাপী তাপী নীচ জাতি কত উদ্ধারিব॥ এ সব লিখিতে নাহি করি অনুভব। প্রভুর শ্রীমুখে ইহা শুনিয়াছি সব॥ লিখিমাত্র সেই আজ্ঞা করি বলবান্। ইথে যেই নিন্দা করে সেই অগেয়ান॥ তিঁহ কৃষ্ণভক্ত তাহে এ বিস্ময় নহে। সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকরিয়া পুনঃ পুনঃ কহে॥ প্রাতঃকালে লোক পাঠাইল মথুরায়। শীঘ্র লোক গাড়ি সহিত আনহ এথায়॥ সেইকালে জীবগোসাঞি বিচারিল মনে। ঠাকুরমহাশয় ডাকি আন আমা-স্থানে॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য ডাকি আনহ এখানে। শীঘ্র আনহ দোঁহায় আছয়ে কারণে॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। দেখিয়া গোসাঞি তাঁরে আনন্দ-হৃদয়॥ নিজ নিজ প্রভু-স্থানে হইলা বিদায়। আসিহ আমার স্থানে আনন্দ-হিয়ায়॥ লোকনাথ-গোসাঞি-স্থানে গেলা দুই জন। যাইয়া কহিল গোসাঞির

বিবরণ ॥ শুনিয়া কাতরচিত্ত হইলা অতিশয়। রোদন করিয়া কিছু নরোত্তমে কয় ॥ গোসাঞির আজ্ঞা সেই মোর কার্য্য হয়। আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে অতি হয় অপচয় ॥ পূর্ব্ব-শিক্ষা দীক্ষা যত করিয়াছি আমি। যোগ্যতামন্ত হও তুমি করিবে ইহা জানি ॥ তাহাতে সংশয় করি মনে এই ভয়। বিবাহের কাল অতি মনে জানি লয় ॥ ব্যবহারে রহি সদা বৈরাগ্য সাধিবে। তৈল ত্যাগ হবিষ্যান্ন সদা আচরিবে ॥ প্রথমেই গৌরাঙ্গের সেবা আচরিবা। তার পর রাধাকৃষ্ণ-সেবা যে করিবা ॥ যেন কৃষ্ণসেবা তেন বৈষ্ণবসেবন। একরূপ করিয়া করিবা সমাধান ॥ সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসব যাত্রাদিক করণ। সাবধানে করিবে মোর আজ্ঞার পালন ॥ আচার্য্য ডাকিয়া সমর্পিল তাঁর হাতে। নরোত্তমে লইয়া যাবে সাবধানে পথে ॥ যে ধর্ম্ম কহিল তাহা রক্ষা যেন পায়। অসাবধান নহে সদা করিবে সহায় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে করিল প্রণাম। পুনঃ পুনঃ রোদন করে নিরখে বয়ান ॥ ডাকি আলিঙ্গন দিল চরণ মস্তকে। কেবল আমার প্রাণ জানিয়ে তোমাকে ॥ এই জরাদেহ মোর শক্তি নাহি আর। পুনশ্চ আসিয়া যেন দেখ আরবার ॥ আচার্য্যঠাকুরে ডাকি গোসাঞি কৈল কোলে। দুই হাতে ধরি কহে বহে অশ্রুজলে ॥ শরীরে জীবনে মোর সঙ্গে ছাড়ি যায়। কহিল তোমারে এই মোর নাহি দায় ॥ আচার্য্যঠাকুর লইল চরণের ধূলি। যেন নরোত্তম তেন শ্রীনিবাস বলি ॥ জানাবেন দোঁহার মনে হেন কৃপা করি। জন্মে জন্মে

পদ যেন না পাশরি॥ কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে হইলা বাহির। ব্যাকুল-অন্তর হৈল করিতে নারে স্থির॥ শ্রীভট্ট-গোস্বামিস্থানে গেলা সেই ক্ষণে। দেখিয়া বুঝিলা গোসাঞি সকল কারণে॥ যাইয়া করিল প্রণাম দণ্ডবৎ স্তবন। বৈস বৈস অহে বাপু শুনহ বচন॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে। কে করিবে হেন কেহ না দেখি সংসারে॥ গ্রন্থ-অনুসারে ধর্ম্ম সব প্রচারিবে। আপনার নিজ-ধর্ম্ম পালন করিবে॥ পূর্ব্বে কহিয়াছি যার যেরূপ করণ। সেইরূপে সর্ব্বজনে করাবে শিক্ষণ॥ এই মোর নিজ-কার্য্য, সাবধানে যাবে। যে মত গোসাঞির আজ্ঞা তে মত করিবে॥ এ কার্য্য করিবে বাপু নহে অন্য মন। পুনরপি একবার আসিহ বৃন্দাবন॥ নয়ন ভরিয়া আমি দেখিব আর বার। তবে সে বাঞ্ছিত পূর্ণ হইবে আমার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি দুই জন। আজি হৈতে ছাড়ি গেল শরীরে জীবন॥ সে কালে যে দশা হৈল সেই তাহা জানে। প্রহরেক ভূমে পড়ি করেন রোদনে॥ শ্রীনিবাস বলেন প্রভু কি বলিব আর। চিরদিন না করিনু সেবন তোমার॥ বহু সাধ বাধ বিধি করিল আমার। নয়নে দেখিব আর চরণ তোমার॥ নরোত্তমে কোলে করি কান্দে শ্রীনিবাস। নিজ-কর্ম্মদোষ জানি হইল প্রকাশ॥ নরোত্তমের রোদনেতে পাষাণ বিদরে। ছাড়িয়া প্রভুর পদ যাই কোথাকারে॥ কৃপা করি আপনে দিলেন চরণযুগল। এবে কি ফলিল আসি অপরাধের ফল॥ দোঁহে

গড়ি যায় মোর প্রাণনাথ বলি। কি সুখ পাইতে পথে যাও চিত্ত চলি॥ সে কালে যে দশা হৈল লিখন না যায়। বিন্দু না ছুইল এই পাতকির গায়॥ গুরুতে এমন রতি হয় বা কাহার। শুনিয়া লিখিতে চিত্ত হয় চমৎকার॥ কিবা গুণ কিবা প্রেম কিবা দোঁহার দশা। ভাগ্যবলে করি তাঁর কোন-মাত্র আশা॥ তর্ক ছাড়ি যেই জন করয়ে শ্রবণ। অন্তকালে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের অধ্যয়ন এবং শ্রীনিবাসের "আচার্য্য" পদবী, নরোত্তমের "ঠাকুরমহাশয়" পদবী লাভ, দুঃখিকৃষ্ণদাসের জন্মস্থানাদি চরিত, "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্তি, শ্যামানন্দের বিবরণ ও উক্ত তিন জনের গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে যাত্রাপ্রভৃতি বর্ণনময় দ্বাদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ত্রয়োদশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন। জয় জয় নিত্যানন্দ অকিঞ্চন ধন॥ জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র গুণের অবধি। জয় জয় ভক্তগণ মনোরথসিদ্ধি॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র জয়। হেন শ্রীচরণ যবে করিল আশ্রয়॥ সেই আজ্ঞাবলে লিখি চরণপ্রভাব। শুনিয়া লিখিয়া মোর যত হৈল লাভ॥ যেই বাক্য প্রভুমুখে দেখি তাহা লিখি। কি হৈল লিখিয়া তাহা পরতেক দেখি॥ নিকটে বসাই মোর ক্রম করি কহে। শুনিয়া আনন্দচিত্ত কহিব বা কাহে॥ যখন শুনিয়ে যাহা লিখিয়ে কাগজে। সাক্ষাতে শুনাইল তাহা দণ্ডচারি ব্যাজে॥ আনন্দ হইল চিত্ত কৃপা কৈল অতি। শ্রীমুখের বাক্যসিদ্ধি সেই পদগতি॥ যাও বাপু শ্রীনিবাস কান্দ কি কারণ। শুভাশুভ লিখিবেন পথের গমন॥ নরোত্তম সঙ্গে থাকিবেন সর্ব্বথায়। দুইদেহ একপ্রাণ সর্ব্বলোকে গায়॥ দোঁহার গমনে পাইলাম যত ব্যথা। শুভাশুভ বার্ত্তা পাইলে প্রাণে পাইব সর্ব্বথা॥ সাবধানে পথে যাবে নহে অপচয়। কান্দিতে কান্দিতে গোসাঞি এই কথা কয়॥ আলিঙ্গন কৈল দোঁহে কৃপা অতিশয়। সে কার্য্য করিবে যেন না হয় অপচয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া আচার্য্য হইলা বাহির। যাইতে না পারে দেহ হইলা অস্থির॥ গোসাঞি-সাক্ষাতে রহি

ঠাকুরমহাশয়। প্রণাম করিয়া কিছু তাঁরে নিবেদয়॥ এই নরোত্তম তোমার হয় ভৃত্যাভাস। এ দুই চরণ প্রাপ্তি নহে অন্য আশ॥ যাও বাপু নরোত্তম কি বলিব আর। বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধি হইল তোমার॥ শ্রীনিবাসসহিতে তুমি রহিবে একস্থানে। শুনিয়া আনন্দ চিত্ত হইল যেন মনে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া হৈলা কুঞ্জের বাহির। যত স্থির করেন চিত্ত নাহি রহে স্থির॥ শ্রীজীবগোসাঞি-কাছে গেলা সেইকালে। সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ-গ্রন্থ আর। ধরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥ বহু লোক লৈয়া সিন্ধুক আনিল ধরিঞা। গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥ সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ * দিল তায়। মোমজামায় ঘেরাইল সর্ব্বাঙ্গে লেপটায়॥ পথের খরচ যত দিল তিন জনে। যেখানে যেখানে যাবে হবে সাবধানে॥ বলদ জুড়িল তায় আনন্দিত চিত্তে। রূপ সনাতনের পদ ভাবিতে ভাবিতে॥ চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তগণ। সর্ব্বত্র মঙ্গল লাগি করিয়ে স্মরণ॥ আসি উত্তরিলা গাড়ি গোবিন্দের দ্বারে। শ্রীজীবের সঙ্গে যান দর্শন করিবারে॥ দেখিল গোবিন্দ বসি আছেন সিংহাসনে। অনেক প্রণাম করি করে নিবেদনে॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমের মঙ্গলকারণে। কৃপা কর চরণে করিয়ে নিবেদনে॥ পূজারী প্রসাদি মালা দিলা দোঁহার গলে। প্রণাম করিয়া দোঁহে মথুরা-মুখে চলে॥

* কুলুপ—চাবি সহিত তালা॥

শ্রীজীবগোস্বামিসঙ্গে মথুরানগরে। সেই স্থানে মিলি সভে রাত্রে বাস করে॥ মহাজন পাঠাইয়া রাজপত্র আনে। চৌকী সহিত যাজপুরের করিল লিখনে॥ প্রাতঃকাল হৈল সবে আনন্দ-অন্তর। পথে চলি যায় ক্ষণে করিয়া মন্থর॥ নগর-বাহির হৈলা বিদায়ের কালে। আলিঙ্গন করিয়া শ্রীজীব কিছু বলে॥ সর্ব্বরস শিরোমণি গৌরাঙ্গসুন্দর। তাঁর শক্তি সনাতন রূপ কলেবর॥ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ত্তি দুয়ের শরীরে। রূপ সনাতন শক্তি জানিয়ে অন্তরে॥ সেই চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে। বর্ণন করিলা রূপ সনাতন তাতে॥ সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমাতে। প্রকাশ করিতে দোঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ মোর আজ্ঞা নহে এই প্রভুর আদেশ। শীঘ্র যাহ গৌরাঙ্গের দোঁহে নিজ-দেশ॥ স্বচ্ছন্দে মঙ্গল হউক পথের গমন। আজ্ঞা পালন করি কিবা ছাড়িব জীবন॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম তুমি মোর প্রাণ। একত্র রহিবা নাহি যাব অন্যস্থান॥ গলায় ধরিয়া কান্দে নাহিক সম্বিৎ। তোমা দোঁহার গুণে চিত্ত হৈয়াছে মোহিত॥ জীবনে মরণে লাগি রহিল হিয়ায়। তুমি আমি জানি ইহা অন্যের নাহি দায়॥ শ্রীজীবগোস্বামী ধরি শ্যামানন্দের কর। অনেক করিল কৃপা আনন্দ-অন্তর॥ দেশে যাই কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন। ধর্ম্মপ্রচারণ কর প্রেমপ্রবর্ত্তন॥ দেশে যাহ চিন্তা নাহি সর্ব্বত্র মঙ্গল। তোমার যে শাখাদ্বারে ভাসিবে সকল॥ অচ্যুতানন্দের পুত্র নাম মুরারিদাস। তোমার আশ্রয় মনে করিয়াছে আশ॥

পূর্ব্বে কহিয়াছে আমি তাহে দিহ মন। নরোত্তমের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ॥ কহিব প্রসঙ্গ গণোদ্দেশ-অনুসারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন জানিবা অন্তরে॥ ভক্তিরসামৃতগ্রন্থ অনুসারের মত। স্বচ্ছন্দে বুঝা'বা তাহা করিয়া বেকত॥ রসলীলাগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলের দ্বারে। শিক্ষা দিয়া নিজ-দেশ পাঠা'বা সত্বরে॥ দুই মনুষ্য সঙ্গে দিবে খরচ যাইবারে। দুঃখ নাহি পান যান আনন্দ-অন্তরে॥ কান্দিতে লাগিলা দুই পদ-যুগ ধরি। বিদায় করিলা তারে আলিঙ্গন করি॥ দশ জন অস্ত্রধারী হিন্দু সঙ্গে যায়। দুই গাড়োয়ান তবে দুঃখ নাহি পায়॥ পথে চলি যাবে সর্ব্ব করিয়া বারণ। কোন মতে কারো যেন নহে অন্য মন॥ সেই মতে চলে তিনে কান্দিয়া কান্দিয়া। রূপ সনাতন জীব স্মরণ করিয়া॥ গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন করিলা গমন। শুভ চিন্তা করে সদা পথের চিন্তন॥ রাজপত্র দেখাইয়া যায় স্থানে স্থানে। আগরায় এক রাত্রি করিল ক্ষেপণে॥ প্রভাতে উঠিয়া পথে চলে শীঘ্রগতি। কৃষ্ণ-নাম লয়ে পথে চলে স্তব্ধমতি॥ রাত্রে বসি রহে কৃষ্ণকথা-আলাপনে। কিরূপে বা দিন যায় তাহা নাহি জানে॥ রাজ-পত্র দেখাইয়া যায় সর্ব্ব-স্থানে। ঞিটানগর পর্য্যন্ত করিলা গমনে॥ কথো দিন রাজপথে গমন স্বচ্ছন্দ। ঝাড়িখণ্ডপথে যাব করিলা নির্ব্বন্ধ॥ মগদেশ * বামে করি পথে চলি যায়। বনপথে যাইতেই সুখ অতি পায়॥ কৃষ্ণকথা-আলাপনে দিন যায় রঙ্গে। কথো দূর যান কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে॥ ঝাড়িদেশ

* পাটনাপ্রদেশকে মগদেশ বা মগধ কহে॥

ছাড়াইয়া উত্তরিলাসিয়া। তমলুকে যান মনে আনন্দ পাইয়া॥ রাত্রে বসি ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ-আলাপন। এই মত সুখে যান না জানয়ে বন॥ কোকিল ময়ূর ডাকে নৃত্য করে তারা। তাহা দেখি ভাব উঠে বৃন্দাবন পারা *॥ মহাপ্রভু ঝাড়িখণ্ডে সুখ পাইল অতি। দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাঁতি॥ পরম-আনন্দ সুখ দুঃখ নাহি জানে। ভদ্রাভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে॥ বিষ্ণুপুরিয়া রাজার নাম বীরহাম্বীর। দস্যুবৃত্তি করে তাহে অত্যন্ত দুঃশীল॥ হাত গণি তাপসে ডাকাইত কত। ফাঁসিয়ারা মানুষমারা † আছে শত শত॥ সর্ব্বদেশ মারে যাইয়া সেই সব জন। গাড়ির সঙ্গে পাছে তারা করেন গমন॥ গণিয়া গণিয়া যায় অন্যের রাজ্য-পথে। নিজ-দেশ বলি নাহি মারে যায় সাথে॥ পঞ্চবটী বামে রাখি রঘুনাথপুর। নিজ-দেশ বলি বাঢ়ে আনন্দ-প্রচুর॥ মালিয়াড়া বলি গ্রামে ভৌমিক এক হয়। রহিলা স্বচ্ছন্দে তাহা হইয়া নির্ভয়॥ গণিয়া দেখয়ে গাড়িভরা বহুধন। হীরা মণি মাণিক কত অমূল্যরতন॥ আগে দুই জন যাই কহে রাজা প্রতি। সোণা হীরা মাণিক বলি কহিল দুষ্টমতি॥ রাজা জিজ্ঞাসিল লোক সঙ্গে কত হয়। পঞ্চদশ লোক সঙ্গে কহিল নিশ্চয়॥ দুই শত লোক লৈয়া করহ গমন। প্রাণে নাহি মারিবা আনিবে সব ধন॥ বন্ধুকজালালি কত তিরন্দাজ আর। গাড়ি মারিবারে

---

* বৃন্দাবনের ন্যায়॥

† মানমুড়িয়া, পাঠান্তর॥

যায় করিয়া বিচার ॥ গোপালপুর এক গ্রাম অতিমনোহর। সেই স্থানে রাত্রে বৈসে আনন্দ-অন্তর ॥ দুইপ্রহর রাত্রি কৃষ্ণ-কথারসে। শয়ন করিল কেহ কেহ বসি আছে ॥ কাল-স্বরূপ সব গুলা উত্তরিলাসিয়া। মার মার কাট কাট বলয়ে লুটিয়া ॥ সবে স্তব্ধ হৈয়া রহে মনে ভয় করি। গাড়ির দ্রব্য লুটি লৈল অস্ত্র নাহি ধরি ॥ বনপথে লঞা গেল রাজার নিকটে। প্রাতঃকাল হৈল সবে পড়িল সঙ্কটে ॥ আপনে আইল রাজা গাড়ি লইবারে। গাড়ির বলদ দেখি আনন্দ-অন্তরে ॥ বাড়ীর ভিতরে লইয়া গাড়ি তার রাখে। লোক অন্যত্রেতে করি গাড়ি খুলি দেখে ॥ দেখিল সিন্ধুক বড় ভিতরে আছয়। সে শোভা দেখিয়া রাজা আনন্দিত হয় ॥ তাহাতে দেখিল সব গ্রন্থ বহুতর। দুঃখ বড় হইল চিত্তে ভাবয়ে অন্তর ॥ বাহির হইয়া রাজা লোক বলাইল। যত লোক যাঞা ছিল সকলি আইল ॥ কোন্ পথে আইল গাড়ি শুন দেখি ভাই। কতদূর হৈতে তুমি আনিলে গোড়াই ॥ তোমার সহিত রাজা আসি তার সনে। যখন গণিয়ে তখন দেখি নানা ধনে ॥ মালগাড়া রাজা সবে এই নিবেদন। ভাবিত হইল চিত্ত কারে নাহি কন ॥ তেমতি সিন্ধুক লঞা রাখিল ভাণ্ডারে। সাবধানে রাখিলা ইহা কহিলা লোকেরে ॥ এথা আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। ভ্রমিয়া ফিরয় কারে কিছু না বলয় ॥ শ্যামানন্দের চিত্তে তাতে হৈল চমৎকার। সবার উপরে হইল মহাদুঃখভার ॥ গাড়িয়ান লোক

সব বলয়ে তাহার। যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন ভাই আর॥ এই যে দেশের কথা কহা নাহি যায়। নিজদেশে আসি দুঃখ জন্মিল হিয়ায়॥ যে কিছু আছিল সঙ্গে সব লৈল কাড়ি। দুঃখ না পাইহ তোমরা যাহ নিজ-বাড়ী॥ যে হইল তাহা লিখি গোস্বামির স্থানে। নিজদুঃখ পত্রে সব করি নিবেদনে॥ ভাল ভাল বলি লোক কহিল তাঁহারে। সভারে লইয়া গেলা গ্রামের ভিতরে॥ কাগজ কলম মাঙ্গি লইল তথাই। লিখিলেন যে হইল তাঁ সভার ঠাঁই॥ পথে পথে তাঁরা সব করিল গমন। গ্রামে গ্রামে বলেন যাঞা কান্দে অনুক্ষণ॥ কোথাহ না পায় টের * লোক নাহি কহে। যে দুঃখ হইল চিত্তে কেবা তাহে সহে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দরায়। দেশে আনি এত দুঃখ আছিল দশায়॥ রূপ সনাতন জীব প্রভু প্রাণনাথ। কি সুখে বঞ্চিব কাল হইয়া অনাথ॥ যত পরিশ্রম কৈল আসি এত দূর। অপরাধ কৈল সেবা ছাড়িল প্রভুর॥ ভাবে মনে মনে বসি বনের ভিতরে॥ প্রাণ যায় বড় শেল রহিল অন্তরে॥ যতেক হইল আজ্ঞা সব হৈল বৃথা। কেবা জানে এবা দুঃখ নিবেদিব কোথা॥ পাগল হইয়া অতি বলে গ্রামে গ্রামে। কান্দয়ে সতত বিচারয়ে মনে মনে॥ কারণ আছয়ে ইহার অনুভব হয়। চৈতন্যের ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥ রূপ সনাতন জীব ভঙ্গি উঠাইল। ধন বলি গ্রন্থ সব চুরি করি লৈল॥ অপ্রমাণ

* টের—অনুসন্ধান॥

নহে সেই ধনমাত্র সার। গণিতা গণিল কিবা দোষ আছে তার॥ প্রভু-রামানন্দ সঙ্গে যত প্রত্যুত্তর। লিখিলেন কবি-রাজ আনন্দ-অন্তর॥ রসভক্তি কৃষ্ণতত্ত্বে প্রেমের আখ্যান। কতেক লিখিব তার যতেক প্রমাণ॥ সেই তত্ত্ববেত্তা, যেই মনে তাহা জানে। আমি যে লিখিয়ে তার বুঝিবে কারণে॥ "ধন মধ্যে কহ রায় কোন ধন গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই মহাধনী"॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ। কত প্রেমধন আছে তাহার তরঙ্গ॥ প্রেমধন গাঁথিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে। স্পর্শমণি বলি তারে গণিল অন্তরে॥ যেই গণিয়াছে তার বাক্য মিথ্যা নহে। চুরি করি লৈল তার কারণ আছয়ে॥ কোনরূপে যায় গ্রন্থ লৈল তার ঘরে। অচিন্ত্য শক্তি আছে, প্রেম জন্মায় অন্তরে॥ অল্প লোকে হয় যদি কেবা তাহা গণে। রাজপাত্রে জন্মিলে প্রেম সর্ব্বলোকে জানে॥ আমার লিখন যেই বুঝিবে অনুসার। পশ্চাতে বুঝিবে তার প্রয়োজন আর॥ এথা শ্রীআচার্য্যঠাকুর বলেন খেদ করি। কথো দিনে লোক গেল মথুরানগরী॥ আর দিনে পত্র লৈয়া গোসাঞির স্থানে। পত্র দিয়া সব বাক্য কৈল নিবেদনে॥ শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথগোসাঞি-স্থানে সকল কহিল॥ শ্রীভট্টগোসাঞি শুনিলেন সব কথা। কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥ রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুই জনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥ কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ। কি করিল কিবা হৈল

ভাবে মনে মন॥ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে। অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥ কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥ বিরহ-বেদনা কত সহিব পরাণে। মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমা বিনু আর কেবা আমার আছয়॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণা-হৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥ প্রভু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলা প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট শ্রীজীবগোসাঞি। তোমরা করহ দয়া মোর কেহ নাঞি॥ শ্রীদাসগোসাঞি দেহ নিজপদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥ বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথদাস। মরমে রহল শেল না পূরল আশ॥ তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার। ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর॥ তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া॥ নিজনেত্র কৃষ্ণ-দাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥ অহে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান। রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্॥ যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥ রঘুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত। ছাড়ি গেলা রাখি মোরে করিয়া অনাথ॥ কতেক লিখিব দুঃখ কহনে না যায়। কবিরাজ কবিরাজ বলি সভে গুণ গায়॥ সিদ্ধের প্রসঙ্গ যত কহনে না যায়। সেই সে

জানয়ে মনে যাঁরে কৃপা হয়॥ এই কালে হইয়াছে এমন প্রসঙ্গ। না লিখিলে নিজপ্রভুর আজ্ঞা হয় ভঙ্গ॥ তাহে অপরাধ হৈলে না স্ফুরে বদনে। এখনে লিখিয়ে তাহা শুন বিবরণে॥ অন্বেষণ করি বলে দুই মহাশয়। সেই দুঃখে শ্যামানন্দে সঙ্গে করি লয়॥ একদিন রাত্রে দোঁহে বিচার করয়। আচার্য্যঠাকুর কহে মোর মনে লয়॥ নিজদেশে যাও তুমি আপনার ঘর। এই দুঃখে দুঃখী হয় আমার অন্তর॥ এ সাধ্য নহিলে সাধ্য নহে প্রয়োজন। সব ব্যর্থ হয় নহে আজ্ঞার পালন॥ কে লৈল অবশ্য তাহা চাহি জানিবারে। তবে সে করিব তার যে থাকে প্রকারে॥ লোকদ্বারে পত্র লিখি তোমারে পাঠাব। রাজপত্র করি তবে তেমত হইব॥ নহেবা জানিয়া আমি যাব তোমা স্থানে। আসোয়ার লোক লইয়া করিব গমনে॥ এই যুক্তি কর তবে সব সিদ্ধ হয়। প্রাতঃকালে উঠি তুমি করহ বিজয়॥ প্রাতঃকালে দুই জনে হইলা বিদায়। সেইকালে যত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥ করে ধরি কহে শুন অহে নরোত্তম। না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥ কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইল বিদায়। ইহোঁ দেশে যান তিঁহ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ ঠাকুরমহাশয় দুঃখী অন্তর বাহিরে। না জানয়ে কোথা যায় থাকে কোথাকারে॥ সঙ্গে শ্যামানন্দ যায় কিছু নাহি কহে। গমন করয়ে পথে পড়ি দুঃখমোহে॥ কথো দিনে চলি আইলেন নিজদেশে। বস্ত্রহীন ঘরে যান

অকিঞ্চনবেশে॥ শুনি তাঁর মাতা পিতা আইল ধাইয়ে। মুখ নিরখিয়া পড়ে লোটাঞা লোটাঞা॥ নিজ-পরিবার আইল যত কিছু ছিল। আসিয়া প্রণাম করি চরণে ধরিল॥ নিরখিয়া রূপ তাঁর পড়য়ে কান্দিয়া। হরি বলে দুঃখে দেখে আনন্দিত হৈয়া॥ প্রজা পাত্র মিত্র আনহ দেশ হৈতে। একে একে কহে তাঁরে কান্দিতে কান্দিতে॥ চরণে পড়িয়া কান্দে গেল দুঃখ-শোক। ব্রাহ্মণ সজ্জন আইল আর কত লোক॥ তাঁর প্রেমময়-মূর্ত্তি করিয়া পরশে। নিজ-ঘরে লৈয়া গেলা আনন্দ-আবেশে॥ সভার আনন্দ হৈল ডুবিলা প্রেমায়। হা হা রাধাকৃষ্ণ বলি ভূমে গড়ি যায়॥ মাতা পিতা পরিজন ভাগ্য করি মানে। পুনর্ব্বার প্রেমমূর্ত্তি দেখিল নয়নে॥ তিন বার স্নান করে স্মরণ কীর্ত্তন। দেখিয়া সকল জনের আনন্দিত মন॥ দিবারাত্রি কোথা যায় প্রেমের আবেশে। হরিনাম লয়, দিন হৈল অবশেষে॥ বহুজন্ম ভাগ্য মোর হইল উদয়। কেহ কহে আমা প্রতি কিছু আজ্ঞা হয়॥ কারে কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ হৈয়া। সনাতন রূপ ক্ষণে স্মরণ করিয়া॥ প্রভু-লোকনাথ কোথা মোর প্রাণনাথ। দেখিব সে পদ কবে নয়নে সাক্ষাৎ॥ নিভৃতে কাননমধ্যে একা বসি রহে। মন্দ মন্দ স্বরে মুখে হরিনাম কহে॥ এতেক সাধন করে নাহি জানে লোক। তাঁহার দর্শনে সভার যায় দুঃখ-শোক॥ তাঁহার করুণা হৈলে কিবা গুণ ধরে। কিবা প্রেম-প্রাপ্তি হয় অন্তরে বাহিরে॥ পশ্চাতে লিখিব সব সে আশ্চর্য্য

কথা। যে প্রেম প্রকাশি পাত্র কৈল যথা তথা॥ এখনে লিখিয়ে তার শুনহ প্রসঙ্গ। যে কারণে শ্যামানন্দ আইলেন সঙ্গ॥ নিবেদন করি কিছু শুন মহাশয়। গোস্বামিজিউর আজ্ঞা যেবা কিছু হয়॥ ভাল ভাল বলি তাঁরে লাগিলা কহিতে। গণোদ্দেশদীপিকার যে প্রসঙ্গ তাথে॥ নিজ সিদ্ধ-দেহে করে স্মরণের রীতি। যে কালে যেমন সেবা যার সঙ্গে স্থিতি॥ রতির আশ্রয় কহে যূথনিরূপণ। বিশেষ লালসা-রূপে সেব অনুক্ষণ॥ বর্ণ বেশময় এই সব শাস্ত্রমত। গুরু-রূপা সখীসঙ্গে থাকিবে একত্র॥ সঙ্কেত কুণ্ডতীর ব্রুবাণ নন্দী-শ্বর। যাবট নিবাস সেবায় হইবে তৎপর॥ সাধনাঙ্গ কহিল রসামৃতসিন্ধুদ্বারে। রাগ বৈধী যেই মত তার ব্যবহারে॥ রাগে যুক্ত করিবেন সকল সাধন। এই দৃঢ়তর বাক্য শ্রীরূপের হন॥ আর যে কহিল সাধ্য সাধনপ্রসঙ্গ। তাহা-তেই রক্ষা পায় হেন সাধনাঙ্গ॥ কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ-স্থানে হ'য়ে সাবধান। নামাপরাধ সেবাপরাধ তাহে রক্ষা পান॥ বিশেষ কহিল যত যতেক বিচার। তাহে যেই মত হয় বৈষ্ণব-আচার॥ দশ দিন তাঁরে রাখি করিল বিদায়। খরচ দুই মনুষ্য দিল পথের সহায়॥ গমনের কালে যে বিচ্ছেদ দোঁহার দুঃখ। এত দিনে ভঙ্গ বিধি কৈল সব সুখ॥ শ্যামানন্দ নিজদেশে করিলা গমন। সে কালে যে হৈল তাহা কে করে বর্ণন॥ ঠাকুরমহাশয় তবে বাহিরে আসিয়া। বিদায় করেন তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ প্রণাম করিল ঠাকুর

কৈল আলিঙ্গন। শ্যামানন্দ শোকাকুল করিল গমন॥ কথোদূর যাই করে এক পরণাম। আর কথোদূর যাই নিরখে বয়ান॥ পথে চলি যান মাথে দিয়া নিজ-হাত। সে কালে সে দুঃখ হৈল নিবেদিব কাথ * ॥ এথা ত আচার্য্য-ঠাকুর বনেতে ভ্রমিঞা। এক দিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা॥ কারে নাহি জানে তিঁহ তারে নাহি জানে। বাউলের প্রায় কেহ করে অনুমানে॥ এক বহির্বাস, কৌপীন এক হয়। দেড় হাত বস্ত্র তাতে শরীর মোছয়॥ সেহ পুরাতন অতি-মলিনবসন। অতিথির প্রায় † গ্রামে করেন ভ্রমণ॥ কভু ভিক্ষা মাগি খায় কভু জলপান। কোথা রহেন কোথা যান নাহি স্থানাস্থান॥ দশ দিন নগরমধ্যে ভ্রমণ করিয়া। এক দিন বৃক্ষতলে আছেন বসিয়া॥ হেন কালে আইল এক ব্রাহ্মণকুমার। দেখি জিজ্ঞাসিল তাঁরে কি নাম তোমার॥ তিঁহ কহে "কৃষ্ণবল্লভ" মোর নাম হয়। রাজার রাজ্যে বসি করি রাজার আশ্রয়॥ বিপ্র-পুত্রের সৌন্দর্য্য দেখি সুখ পাইল। বিনয় করিয়া তারে কিছু জিজ্ঞাসিল॥ কহ দেখি কেবা রাজা কিবা নাম হয়। ধার্ম্মিক কি অন্য মত তাহার আশয়॥ তিঁহ কহে রাজা হয় বড় দুরাচার। দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্ব্বার॥ মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট। বীরহাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট॥

---

* কাথ—কাহাকে॥

† অতিকৃশ অঙ্গ। পাঠান্তর॥

এইরূপে গেল কাল দিনকথো হৈল। দুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসি পুরাণ শুনায়। রাজা বসি শুনে বিপ্র বসিয়া শুনায়॥ আমরা বসিয়া শুনি দুই চারি দণ্ড। বিশ্বাস নাহিক তাহে দুর্জ্জন পাষণ্ড॥ তারে জিজ্ঞাসিল কিছু পড়িয়াছ তুমি। ব্যাকরণ হইয়াছে নিবেদিল আমি॥ শ্লোকের আভাস বুঝ অর্থ কিবা হয়। সাহিত্য অলঙ্কার দেখি তবে সে বুঝয়॥ তাহাতে কহিল সন্ধিসূত্রের প্রসঙ্গ। দু'জনে বিচার করে অতি বড় রঙ্গ॥ ব্রাহ্মণের পুত্র প্রীতি পাইল বড় মতে। আপনে পারেন ঠাকুর মোরে পড়াইতে॥ বহু বিদ্যা দেখ মুঞি মোর পড়াবার। তোমারে পড়াইতে পারি কৈল অঙ্গীকার॥ দেউলি বলিয়া গ্রাম অতিদূর নয়। নদী-পারে অর্দ্ধক্রোশ মোর বাসা হয়॥ যদি কৃপা মোরে কর চল মোর ঘরে। শুনিয়া তাহার বাক্য আনন্দ-অন্তরে॥ চল যাই বলি ঠাকুর আনন্দিত মন। সঙ্গে চলি যাই বিপ্র দরশে চরণ॥ দুই জনে ঘরে গেলা ঘরে বসাইঞা। চরণ ধুইতে জল আনিলেন ধা'ঞা॥ আসি বসিলেন কহে পাক করিবারে। পাক-সামগ্রী আনিল বড় আনন্দ-অন্তরে॥ ঠাকুর কহয়ে বাপু শুন মোর কথা। সিঝা পোড়া * ব্যঞ্জন আমি করিয়ে সর্ব্বথা॥ প্রদেশী ব্রাহ্মণ আমি নাহি পরিচয়। হাতে জল আনি খাই, যদি আজ্ঞা হয়॥ জল আনিবারে পাত্র তারে আনি দিল। উঠিয়া যাইয়া জল আপনে আনিল॥ রন্ধন

* সিদ্ধপক্ক। পাঠান্তর॥

করিয়া ভোজন করিল সভাই। ভালরূপে পড়ান তারে মনে সুখ পাই॥ পড়িয়া তাঁহার স্থানে যান রাজদ্বারে। সন্ধ্যা-কালে আইসেন আপনার ঘরে॥ ক্ষণেক বসিলেন ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে। কি পড়িলে কি শুনিলে কহ দেখি মোরে॥ তিঁহ কহেন ভাগবত পণ্ডিত পড়িলা। শুনি রাজা উঠি নিজ-অন্তঃপুরে গেলা॥ শুনিয়া আইল ঘরে ঘুষিবারে চাই। কেবল আমার মন আছে তোমার ঠাঞি॥ আমারে লইয়া তুমি যাও রাজদ্বার। তাহারে দেখিতে চিত্ত হইল আমার॥ ব্রাহ্মণকুমার কহে যে আজ্ঞা তোমার। অবশ্য যাইব আমি সঙ্গে আপনার॥ আর দিন ভোজন করি যায় দুই জনে। তাঁহা উত্তরিলা যাঁহা রাজা বিদ্যমানে॥ ভাগবত পড়ে পণ্ডিত রাজা তাহা শুনে। অর্থ করে ভাল মন্দ কিছুই না জানে॥ সে দিবস আইলা বাসা ব্রাহ্মণের ঘরে। আর দিন পুনশ্চ যান রাজবরাবরে॥ রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়ে সদর্থ না জানে। বসিয়া ঠাকুর কিছু করে নিবেদনে॥ ব্যাস-ভাষিত এই গ্রন্থ ভাগবত। শ্রীধরস্বামির টীকা আছয়ে সম্মত॥ কিবা বাখানহ ইহা বুঝনে না যায়। ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিতপ্রতিভায়॥ না শুনে পণ্ডিত রাজা তার পানে চায়। সেই দিনে ঘরে আইল আর দিনে যায়॥ সেই দিনে পঞ্চাধ্যায়ী পণ্ডিত বাখানে। অসম্মত অর্থ হৈল করে নিবেদনে॥ পণ্ডিতের অর্থ শুনি রাজা আছে বসি। স্বামির যে টীকা ব্যাখ্যা কহ না প্রকাশি॥ পণ্ডিতের ক্রোধ হৈল

রাজা তারে কয়। কিবা অর্থ কর ব্রাহ্মণ কেনে বা দোষয়॥ পণ্ডিত কহে মহারাজ ভাগবতের অর্থ। আমা বিনা বাখানয়ে কাহার সামর্থ্য॥ কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহে কথা। কিবা বাখানিবে তুমি আসি বৈস এথা॥ রাজা কহে বাখানহ ব্রাহ্মণকুমার। ঠাকুর উঠিয়া কহে যে আজ্ঞা তোমার॥ বসি বাখানয়ে সুখে পড়ে পুনর্ব্বার। এক শ্লোকে বাখানয়ে কতেক প্রকার॥ শুনিয়া রাজার চিত্তে পরম উল্লাস। রাজার সাক্ষাতে বিপ্রের হৈল বড় ত্রাস॥ নয়নে বহয়ে অশ্রু কতেক ধারায়। অবাক্য হইল পণ্ডিত রহে বকপ্রায়॥ পুনর্ব্বার শ্লোক পড়ে আনন্দ-আবেশে। বুঝাইয়া অর্থ করে অশেষ বিশেষে॥ শুনিয়া আনন্দ হয় রাজার অন্তর। সভাতে যতেক লোক হৈল চমৎকার॥ কোথা হৈতে আইল বিপ্র কোথা ইহাঁর ঘর। সন্ধ্যাকাল হৈলে তবে পুস্তকে দিল ডোর॥ পণ্ডিত-চরণে পড়ে আনন্দ-অন্তরে। তুমি বড় বিচক্ষণ কৃপা কর মোরে॥ গুণগ্রাহী পণ্ডিত তুমি বুঝিল অভিপ্রায়। অর্থ শুনাইয়া ঠাকুর! কিনিলে আমায়॥ নমস্কার করি রাজা জিজ্ঞাসা করয়। কোথা হৈতে আগমন হৈল মহাশয়॥ শ্রীনিবাস নাম মোর এই দেশে বাস। রাজসভা * দেখিবারে মোর অভিলাষ॥ যেন মহারাজ তেন সভার পণ্ডিত। শুনিয়া দেখিয়া মোর আনন্দিত চিত॥ রাজলোকদ্বারে বাসা দিল নিজস্থানে। অনেক মর্য্যাদা কৈল উঠিয়া

* রাজার শোভা ও রাজসেবা। দুই পুস্তকের পাঠান্তর॥

আপনে॥ লোকসঙ্গে নিজ-বাসা আইল আপনে। চরণ-ধুইয়া তবে বসিলা আসনে॥ ব্রাহ্মণপুত্রের সঙ্গে পণ্ডিত আইলা। ক্ষণেক রহিলে তাঁরে বিদায় করিলা॥ রাত্রে রাজা আইলেন ঠাকুরের স্থানে। ভক্ষণ করিবার লাগি করেন নিবেদনে॥ ঠাকুর কহেন মহারাজ আমি একাহারী। কোন স্থানে রহি ভোজন পুনঃ নাহি করি॥ রাজা কহে কিছু ভক্ষণে যদি আজ্ঞা হয়। আতপ হইলে কিছু অন্য আর নয়॥ রাজা দুগ্ধ শর্করা উখড়া আনাইলা। ঠাকুর বসিয়া রাত্রে জলপান কৈলা॥ শয়ন করিলা রাজা গেলা নিজপুর। ঠাকুরের মনে হৈল আনন্দ প্রচুর॥ ঠাকুর আসনে বসি আনন্দিত মন। রূপ সনাতন বলি করিল স্মরণ॥ প্রভু মোর শ্রীগোপালভট্ট প্রাণনাথ। হেন দুঃখ শ্রীনিবাস নিবেদিল কাথ॥ শ্রীজীব গোসাঞি মোরে হৈলা কৃপাবান্। সেই সে ভরসায় আমি রাখিয়াছি প্রাণ॥ রাত্রি প্রভাত হৈল কিছু আছে শেষ। স্তব পড়ে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-আবেশ॥ রাজার নাহিক নিদ্রা শুনয়ে শ্রবণে। শুনিয়া বিচার করে আপনার মনে॥ এত গুণে মনুষ্য কি পৃথিবীতে হয়। ইহার দর্শনে মোর ভাগ্যের উদয়॥ প্রাতঃকালে উঠি গেলা ঠাকুরের স্থানে। দাঁড়ায়ে দর্শন করি করয়ে প্রণামে॥ ঠাকুর কহেন বৈস ভাল হৈল আইলে। অনেক ভাগ্য হয় রাজা দেখিলে প্রাতঃকালে॥ রাজা কহে যেই আজ্ঞা সেই সত্য হয়। তোমার দর্শনে কত পাপ যায় ক্ষয়॥ ঠাকুর কহে প্রাতঃস্নান প্রত্যহ আমার।

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করিল বিচার॥ জলপাত্র দুইটী নবীন আনাইল। ঠাকুরের আগে লয়ে আপনে ধরিল॥ জলপাত্র নাহি ঠাকুর কর অঙ্গীকার। পতিতের ত্রাণ লাগি তোমার অবতার॥ প্রভু কহে আমি তোমার আশ্রিত ব্রাহ্মণ। যাহা তোমার ইচ্ছা হয় সেই আমার মন॥ পণ্ডিত আনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে। কালি কি শুনিলে তাহা কহ ত আমারে॥ মহারাজ তাঁরে দেখি মোর চমৎকার। অর্থ বুঝিবারে শক্তি নাহিক আমার॥ তাঁরে লঞা রাজা গেলা ঠাকুরের স্থানে। সেবার লাগিয়া তাঁরে করে সমর্পণে॥ সেবার সামগ্রী সব আনি দিল তাঁরে। আপনার হাতে সব ব্যবহার করে॥ ভোজন করিয়া রাজা বসিলেন গিয়া। ঠাকুর নিকটে দিল পুস্তক আনাইয়া॥ ঠাকুর বসিলা ডোর খুলি পুস্তকের। আরম্ভ করিতে ওর নাহি আনন্দের॥ শ্রীমুখের অর্থ শুনি পাষাণ বিলয়। রাজা কান্দে হস্ত মারে আপন মাথায়॥ রূপ নিরখয়ে রাজা চাহে মুখপানে। হেনঞি পাপিরে কৃপা করে কোন জনে॥ রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই এই মহাশয়। শ্রীনিবাসের কর যাই চরণ আশ্রয়॥ শ্রীনিবাস কার নাম কেবা তাঁরে জানে। আজি আসিয়াছেন, রহে তোমার ভবনে॥ হেন কভু নাহি শুনি দেখিয়ে স্বপনে। কাহারে কহিব কেবা কহিব কারণে॥ এত অর্থ করে ঠাকুর কখন না শুনে। বুকে করাঘাত মারে চাহে মুখপানে॥ না পড়িল গ্রন্থে ডোর দিলেন তথায়। বসি-

য়াছে রাজা কান্দে করে হায় হায়॥ পণ্ডিত শুনিল সব যত অর্থ করে। হেন নাহি শুনি কভু ভুবন-ভিতরে॥ নিরখি রূপের শোভা কান্দয়ে পণ্ডিত। ঝরয়ে নয়নে নীর পড়য়ে ভূমিত॥ দেখিয়া ঠাকুর স্তব্ধ কিছু নাহি কয়। রাজা উঠি প্রণমিয়া কিছু নিবেদয়॥ কহ ঠাকুর কোথা হইতে হৈল আগমন। কিবা নাম কহ শুনি স্থির হউক মন॥ শ্রীনিবাস নাম আইল বৃন্দাবন হইতে। লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥ গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার। চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥ তাহার লাগিয়া ফিরি কত দেশে বনে। শয়নভোজন গেল অন্য নাহি মনে॥ মোর প্রভু শ্রীগোপালভট্ট তাঁর নাম। শ্রীজীবগোসাঞি মোরে আজ্ঞা দিল দান॥ গোসাঞি দশ অস্ত্রধারী দুই গাড়োয়ান। ভাল মন্দ নাহি আর পথের জঞ্জাল॥ আমি, শ্যামানন্দ আর ঠাকুর-মহাশয়। এত পথ আইলাম হইয়া নির্ভয়॥ রাত্রেতে গোপালপুরে আসি বাসা করি। বহু অস্ত্রধারী যাইয়া রাত্রে কৈল চুরি॥ গাড়িভরা গ্রন্থ ছিল যত দ্রব্য আর। লুটি নিজ-দেশে গেল এ দশা আমার॥ রাজা কহে বহু-ভাগ্য বংশের আমার। এই দেশে আগমন হইল যে তোমার॥ চুরি না করিলে নহে তোমার আগমন। অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন॥ যেই মত গাড়ি সব তেমত আছয়। উচিত যে শাস্তি তাহা কর মহাশয়॥ আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমন। আমা হেন মহাপাপী নাহি কোন জন॥ ইহা বলি

কান্দে রাজা ভূমে গড়ি যায়। সুবর্ণের প্রায় দেহ গড়াগড়ি যায় *॥ দু'নয়নে ঝরে নীর নাচে মত্ত হৈঞা। কোথায় রাখিয়াছ গ্রন্থ চল দেখি যাঞা॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা যায় সঙ্গে চলি। ঠাকুর দেখিল যাঞা আছয়ে সকলি॥ দণ্ডবৎ করেন ঠাকুর আনন্দ-অন্তর। চরণে পড়িয়া রাজা কান্দয়ে বিস্তর॥ ঠাকুর বাসাতে যান করিবারে স্নান। চন্দন তুলসী মালা আন সন্নিধান॥ করিব গ্রন্থের পূজা সকল মঙ্গল। আপনে আনিল রাজা সাক্ষাতে সকল॥ নবীন আসনে বসি করয়ে পূজন। ঠাকুর কহে স্নানে রাজা করহ গমন॥ অন্তঃপুরে যাঞা রাজা করিলেন স্নান। ঠাকুর-নিকটে আসি করিল প্রণাম॥ ঠাকুর কহেন বৈস শুন কৃষ্ণনাম। যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা পাতিলেন কাণ॥ নিকটে বসাঞা রাজায় কহে হরিনাম। মহামন্ত্র হরিনাম করিল প্রদান॥ গ্রন্থস্পর্শ করাইল গলে দিল মালা। উঠিয়া ঠাকুর নিজ-বাসাতে চলিলা॥ রাজা যাই পণ্ডিতেরে আনিল ডাকিয়া। নিযুক্ত করিলেন তাঁরে সেবার লাগিয়া॥ পণ্ডিত আসিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসেন তাঁরে কিবা তোমার নাম॥ মুঞি ছার বলিয়া ঠাকুরে নিবেদিল। বিদ্যাগুরু ব্যাস বলি আপনে কহিল॥ সেই হৈতে ব্যাস বলি কহে সর্ব্বজনে। আজ্ঞা হয় সমর্পিত হইয়ে চরণে॥ ঠাকুর কৃষ্ণনাম শুনাইলেন কর্ণেতে। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল নামের সহিতে॥

* উঠিয়া ত পদ প্রভু দিলেন মাথায়। ইতি পাঠান্তর॥

রোদন করয়ে, পদে করয়ে প্রণাম। সেইক্ষণে তাঁর হস্তে কৈল জলপান॥ তিলক কপালে দিল প্রভু নিজ-হাতে। আত্মসাৎ করিলেন পদ দিল মাথে॥ সাক্ষাতে আসিয়া রাজা দেখিল সকল। নয়নে গলয়ে নীর আনন্দে বিহ্বল॥ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়াদিবসে। ভাল দিন নাহি পরে বুঝিল বিশেষে॥ সেই দিন মন্ত্র-দীক্ষা রাজার হবেক। ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক॥ রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিল ধ্যানাদিক যত। শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থমত॥ যতেক দিলেন দ্রব্য মনের আনন্দে। নিবেদন করে রাজা চরণারবিন্দে॥ আজ্ঞা হয় প্রভু এই গ্রামে হয় বাস। দর্শন শ্রবণ করোঁ এই অভিলাষ॥ ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল তাঁহার বচন। রহিলা রাজার স্থানে আনন্দিত মন॥ ঠাকুরের সেবক ব্যাস-আচার্য্য-পণ্ডিত। শ্রীভাগবত পড়ান তাঁরে মনের সহিত॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ান আনন্দ-আবেশে। হেন পরমার্থ রাজার ঘোষে সর্ব্বদেশে॥ রাজারে দিলেন নাম "হরিচরণদাস"। কায়-মনোবাক্যে ঠাকুরের পদ আশ॥ এক দিন রাজা বৈসে প্রভুর সাক্ষাতে। সেইক্ষণে ঠাকুর কিছু লাগিল কহিতে॥ এই ব্যাস-ভ্রাতা তোমার আমার সম্বন্ধে। ইহঁ গ্রন্থশাস্ত্র বহু পড়িল স্বচ্ছন্দে॥ তুমি মহারাজ, তোমার সভার পণ্ডিত। ইহঁ পড়িবেন সব শুনিহ আনন্দিত॥ শ্রবণ ভজন কর এই বড় কার্য্য। আজি হৈতে নাম দিল শ্রীব্যাস-আচার্য্য॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করে নমস্কার *। যেমত রাজা তেমত

* পুরস্কার। পাঠান্তর॥

সভাপণ্ডিত তোমার॥ শুন রাজা এক বাক্য আমার মনের। তুমি আমি জানি প্রবেশ নাহিক অন্যের॥ দুই মনুষ্য খরচ সহিত আনহ ত্বরায়। গড়ের হাট দেশ খেতরি-গ্রামে যেন যায়॥ ঠাকুর-নরোত্তম দুঃখী আছেন অন্তরে। লোকে পত্র লৈয়া তাঁরে দিবে অন্তঃপুরে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা লোক আনাইল। সেইক্ষণে ঠাকুর মঙ্গলবার্ত্তা যে লিখিল॥ লোকে পত্র লৈয়া শীঘ্র করিল গমন। কর-যোড়ে রাজা কিছু করে নিবেদন॥ কেবা নরোত্তম প্রভু! কোথা তাঁর ঘর। শ্রবণে শুনিলে হয় আনন্দ-অন্তর॥ ঠাকুর কহেন রাজা বড় সুখ পাবে। তাঁহার আমার সঙ্গ বৃন্দাবনে যবে॥ দুই জনে গ্রন্থের সহিত কৈল আগমন। চোরে লৈল গ্রন্থ দুঃখে করেন ভ্রমণ॥ বহু দুঃখে বিদায় দিল তাঁরে নিজ-ঘরে। এ দুঃখে দুঃখিত তিঁহ ভাবিত অন্তরে॥ গড়ের হাট নামে দেশ তার জমীদার। কৃষ্ণানন্দরায় নাম পরম-উদার॥ অল্পকালে তাঁর পুত্র গৃহে ত উদাস। মহাপ্রভু দিলেন নাম নরোত্তমদাস॥ তবে বৃন্দাবনে তিঁহ করিলা গমন। আশ্রয় করিল লোকনাথের চরণ॥ তাঁহার ভজনরীতি কহিব বা কত। একস্থানে বাস আমার একই সম্মত॥ বৃন্দা-বনে নাম হৈল "ঠাকুরমহাশয়"। কৃষ্ণভজনের বল আছয়ে নিশ্চয়॥ শুনিয়া রাজার চিত্ত আনন্দিত হয়। কিরূপে দর্শন করি হেন মহাশয়॥ ঠাকুর কহে বড় দুঃখে পাই দরশন। কেবা তুল্য আছে কৃষ্ণভক্ত তাঁর সম॥ এক

প্রাণ দুই দেহ তাঁহার আমার। তিঁহ জানেন আমার মন আমি জানি তাঁর॥ যেই দুই লোক গেলা পত্রিকা লইয়া। কথো দিনে খেতরি গ্রামে উত্তরিল গিয়া॥ বসিয়া আছেন ঠাকুর কৃষ্ণলীলারসে। হেন কালে দুই লোক করিল প্রবেশে॥ জিজ্ঞাসিলেন কোথা হৈতে এথা আগমন। ঘর বিষ্ণুপুর আচার্য্য-ঠাকুরের লিখন॥ উঠি পত্র হাতে করি নিজে লইলেন। ঠাকুরের মঙ্গলবাক্য তারে পুছিলেন॥ লোক কহে মঙ্গল হয় লিখিল লিখনে। খাম খুলিয়া পত্রের পড়িল আপনে॥ পড়িতে পড়িতে হয় আনন্দ-অন্তরে। নেত্রে জল ঝরি পড়ে বুকের উপরে॥ ডাকহ বাজনদার বাজাক্ বাজনা। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে হইল ঘোষণা॥ পঞ্চ দিনে লোক-দ্বারে পত্র লিখিয়া। খরচ সহিতে তারে দিল পাঠাইয়া॥ লিখিলেন "তোমার মঙ্গলে মোর বড় সুখ। তৎকাল দর্শন করি তবে যায় দুঃখ॥" সেই পত্র লোক লঞা দিল ঠাকুরেরে। সকল মঙ্গল কহ পুছয়ে লোকেরে॥ রাজা বসিয়াছেন লোক কহিতে লাগিল। শুনি বাদ্য ভাণ্ড বাজে আকাশ ভেদিল॥ নয়নে বহয়ে নীর চিবুক * বাহিয়া। আমরা কি জানি তিঁহ কান্দে কি লাগিয়া॥ পত্র পড়ে ঠাকুর সব রাজাকে শুনায়। নেত্রে কত ধারা বহে করে হায় হায়॥ হেন যে দিবস হবে দেখিব নরোত্তম। সকল কহিব সুখ দুঃখ বা যেমন। কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাহ্মণকুমার। প্রথমে ঠাকুরের

* চিবুক—নিম্ন ওষ্ঠের অধোভাগ, দাড়ির উপর॥

বাসা গৃহেতে যাহার ॥ পশ্চাতে করিল সেই চরণ-আশ্রয়। বহু গুণ ধরে বহু অপূর্ব্ব আশয় ॥ অপূর্ব্ব আভাস রাজা করে একক্ষণে। ঠাকুর বসিলা সুখ পায় দিনে দিনে ॥ একদিন রাজারে ঠাকুর কহিল বচন। রাঢ়দেশে যাব মোর আছে প্রয়োজন ॥ মাতা মোর যাজিগ্রামে আছেন একাকিনী। দেখিতে চাহিয়ে তাঁর চরণ দু'খানী ॥ রাজা বহু সামগ্রী দিল ভারি দুই চারি। লোক বহু সঙ্গে দিল সঙ্ঘট্ট হৈল ভারি ॥ ব্যাস আচার্য্য সঙ্গে চলে আর কৃষ্ণবল্লভ। এই মত গমন করিলেন রাঢ়দেশ সব। বহু গ্রন্থ লইল সঙ্গে পুরাণ ভাগবত। রাজার মহাদুঃখ হৈল ভাবে অবিরত ॥ চারি দিন উপরান্তে আইলা যাজিগ্রাম। মাতার চরণে যাই করিল প্রণাম ॥ মাতা নাহি জিজ্ঞাসয়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ। ঠাকুর কহিল মোর শ্রীনিবাস নাম ॥ প্রাণ ছাড়ি গিয়াছিলা বসিল অন্তরে। হাতে ধরি কান্দে মাতা বদন নিহারে ॥ জিজ্ঞাসিল মাতা সব নিবেদিল পায়। বৃন্দাবন হৈতে গমন তোমার কৃপায় ॥ ঠাকুরের মহিমা জগতে হইল ব্যাপিত। দিনকত রহেন তথা মাতার সহিত ॥ তথাই প্রসঙ্গ হৈল অপূর্ব্ব আখ্যান। তেলিয়া বুধরি এক আছে গণ্ডগ্রাম ॥ পদ্মাবতী-তীর উপারে গড়ের হাট দেশ। সেই পারে কিছু দূর লিখিয়ে বিশেষ ॥ অম্বষ্ঠ-কুলেতে * জন্ম প্রতিষ্ঠিত লোকে। পূর্ব্বে পরে তাঁর গুণ লিখিব অনেকে ॥ একোদর দুই ভ্রাতা পরম সচ্ছন্দ।

* অম্বষ্ঠ—বৈদ্যজাতি ॥

মহাবিদ্বান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥ রামচন্দ্র পূর্ব্ব এক সর্ব্ব লোকে জানে। ঠাকুরের যত গুণ শুনিলেন কাণে॥ দর্শনের লোভ হৈল যান বিষ্ণুপুর। পথে চলে মনে উঠে আনন্দ প্রচুর॥ এক ভৃত্য সঙ্গে কাটোয়াতে আগমন। শুনিল গৌরাঙ্গের সেবা অতিবিচক্ষণ॥ যাইয়া দর্শন করে আনন্দ-আবেশে। ঠাকুরের গুণ সবে বসিয়া প্রশংসে॥ কেহ বলে বৃন্দাবন হইতে বিজয়*। কেহ বলে বিষ্ণুপুরে তাঁহার আলয়॥ কেহ কহে হেন শক্তি নাহি শুনি আর। কেহ কহে পণ্ডিত বড় ব্রাহ্মণকুমার॥ কেহ কহে যাজিগ্রামে দেখিল এখন। কিবা সেই গৌরাঙ্গের এক বর্ণ হন॥ কেহ কহে মাতা তাঁর এই স্থানে ছিল। বৃন্দাবন হৈতে আসি তাহারে দেখিল॥ রামচন্দ্র সেই কথা শুনে মন দিয়া। তৎকালে বাহির হৈলা আনন্দিত হৈয়া॥ গ্রামের বাহিরে যাই পুছিল লোকেরে। যাজিগ্রাম কত দূর কহ ভাই মোরে॥ লোক কহে এক ক্রোশ এখান হইতে। শুনি শীঘ্র চলে পথে দর্শন করিতে॥ যাজিগ্রামমধ্যে গেলা পুছে লোকগণে। আচার্য্য-ঠাকুর গ্রামে করিলা গমনে॥ কেহ কহে তাঁর মাতার ঘর আছে। খণ্ডকে গমন তিঁহ প্রাতে করিয়াছে॥ বাসা কৈল না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত মন। আর দিন ঠাকুর গ্রামে করিলা গমন॥ যখন শ্রীখণ্ডে ঠাকুর গমন করিল। যে কিছু প্রসঙ্গ তাহা যেমন হইল॥ পশ্চাৎ কহিব তাহা যেমন

* বিজয়—যাত্রা॥

প্রসঙ্গ। যাইয়া হইল যেন বিরহ-তরঙ্গ॥ কেহ লিখার শুনিমাত্র লিখয়ে সর্ব্বথা। আমি লিখি নিজ-প্রভুর আজ্ঞায় এই কথা॥ ইথে যে লইবে দোষ সেই তাহা জানে। লাভা-লাভ * যেই হয় কারণাকারণে॥ দুর্ম্মতি মারিক যেই শুনে একবার। কৃষ্ণে মতি হয় তার কহি যে নির্ব্বার॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আগমন, বনবিষ্ণুপুরের নিকট বীরহাম্বীর রাজাকর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরি, গ্রন্থ না পাইয়া তিন জনের খেদ, বৃন্দাবনে সংবাদ-প্রেরণ, গোস্বামিগণের খেদ, ঐ খেদের পর কৃষ্ণদাসকবিরাজের রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ, শ্যামানন্দের ও নরোত্তমের দেশে বিদায়, শ্রীনিবাসের নগর-ভ্রমণ, গ্রন্থপ্রাপ্তি, বীরহাম্বীর রাজার দীক্ষা, গ্রন্থপ্রাপ্তি সং-বাদে নরোত্তমের মহানন্দ, ইত্যাদি বর্ণনময় ত্রয়োদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

* ভাল মন্দ হয়, পাঠান্তর ॥

চতুর্দ্দশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম। জয় জয় নিত্যানন্দ বৈষ্ণবের প্রাণ॥ জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য প্রিয়গণ। যাঁহার প্রকাশ জীব উদ্ধার কারণ॥ জয় জয় শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র-প্রাণ। প্রেমের প্রকাশ সিহঁ আছয়ে আখ্যান॥ এবে লিখি খণ্ডেতে গমন যেন রীতে। দেখিয়াছি আমি যার যেই হইল প্রীতে॥ ঠাকুরবাড়ীর দ্বারে বাহন ছাড়িয়া। পদব্রজে আইলা লোক সঙ্গেতে করিয়া॥ আসিয়া প্রণাম কৈল গৌরাঙ্গ দক্ষিণে। সেইকালে রঘুনন্দন কৈল আগমনে॥ আইস আইস ভাই মোর প্রাণ শ্রীনিবাস। না বুঝিল কোনরূপে তোমার প্রকাশ॥ প্রেমালিঙ্গন করিল দোঁহে আসনেতে বসি। রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করেন হাসি হাসি॥ সব শুনিয়াছি লোক গতায়াত দ্বারে। শুনিয়া আনন্দ পাই কহ ত আমারে॥ বৃন্দাবনে যে হইল যেরূপে গমন। যাইয়া আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ॥ যেরূপে শ্রীজীবস্থানে গ্রন্থের পঠন। আজ্ঞা হৈল গ্রন্থ লৈয়া করহ গমন॥ যেরূপে আনিল গ্রন্থ ঝাড়িখণ্ডপথে। সকল কহিল তাঁরে যত লোক সাথে॥ যেইরূপে চুরি হৈল যেমন প্রকার। যেইরূপে প্রাপ্তি হৈল স্থানেতে রাজার॥ আমি বসি শুনি রঘুনন্দনের বামে। রাজারে করিল কৃপা বসাইয়া গ্রামে॥ রাজারে অত্যন্ত প্রীত হৈল তে-

কারণ। সম্প্রতি করিল আসি মাতার দর্শন॥ আমাদিগের সুখ লাগি রহ যাজিগ্রামে। অনেক পাইয়ে সুখ রহি এই-স্থানে॥ কহিল প্রসঙ্গ যত গৃহের প্রকার। যেরূপে কাটিয়ে কাল যেরূপে নির্ভর॥ শ্রীসরকারঠাকুর অপ্রকট হইয়াছেন। সেই দুঃখে রঘুনন্দন সদাই কান্দেন॥ এই বড় দুঃখ পাই মনের ভাবন। ভৃত্যকে ছাড়িয়া ঠাকুর করিলা গমন॥ মরমে রহিল শেল বাহির না হইল। দুই জনে গলাগলি কান্দিতে লাগিল॥ শ্রীনিবাস কান্দিয়া কহে সেই কৃপা হৈতে। শ্রীমুখের আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইতে॥ আসি অদর্শন হৈল হেন দশা মোর। বিরহে দোঁহার চিত্ত হইল বিভোর। সেই রাত্রি রহিলা তাঁহা কৃষ্ণকথারসে। রহিলা সে দিন তথা হইল রাত্রিশেষে॥ প্রাতঃকালে বসিলেন শ্রীনাট-মন্দিরে। শ্রীরঘুনন্দন বলে কি বলিব তোরে॥ তুমি মোর প্রাণ ভাই! সব ভার তোর। তোমা সহ কাল কাটি এই বাঞ্ছা মোর॥ বিদায়ের কালে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন। হস্তে হস্ত ধরি দোঁহে করিল গমন॥ এক দিন বাস কৈল বসি দুই জনে। সেই স্থানে বসি দর্শন ভাবি মনে মনে॥ রঘুনন্দ-নের রূপ ভুবনমোহন। শ্রীনিবাসের রূপ তাহে অত্যন্ত শোভন॥ দেখিয়া মোহিত হৈল চিত্ত যে আমার। সে জানে দোঁহার রূপ নয়নে লাগে যার॥ সেইরূপে আইলেন নিজ-গৃহ স্থান। মাতার চরণে আসি করিল প্রণাম॥ হেনকালে রামচন্দ্র আছিলা সে গ্রামে। লোকমুখে শুনি শীঘ্র গমন

দর্শনে॥ পথে চলি যান মনে করিয়া ভাবন। দর্শন করিয়া করিব কেমন সম্ভাষণ॥ যাইয়া দেখিল ঠাকুর বসিয়া আসনে। একাকী আছয়ে কেহ নাহি সেই স্থানে॥ যাইয়া সম্মুখে রহে কিছু নাহি কয়। প্রণাম করয়ে রূপ নয়নে দেখয়॥ পাঁচ মুদ্রা আগে রাখি পুনঃ নমস্কার। আশীর্ব্বাদ কৈল জিজ্ঞাসিল একবার॥ কোথা হৈতে আগমন হৈল আপনার। কিবা নাম কোন গ্রামে বসতি তোমার॥ রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ-কুলে জন্ম। কেবল মানস প্রভুর চরণ দর্শন॥ তেলিয়া বুধরিগ্রামে জন্মস্থান হয়। আসন আছিল তাতে বসিতে কহয়॥ অনেক সম্মান কৈল কর স্নান পান। নিকটে বসিতে তাঁরে দিল বাসাস্থান॥ আর দিন ঠাকুর কহয়ে তাঁহা প্রতি। খেতরি হৈতে কত দূর তোমার বসতি॥ তিঁহ কহে চারি ক্রোশ নিবেদন করি। কত দিন আপনে আইলে গৃহ ছাড়ি॥ তিঁহ কহে চারি দিন পথে ত গমন। পঞ্চ দিবসে হৈল চরণ দর্শন॥ কিছু বিদ্যা পড়িয়াছ কহ সমাচার। বহু গ্রন্থ শাস্ত্র আছে দর্শন আমার॥ ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসিল কহিল সকল। শুনিয়া ঠাকুরবাক্যে হইল কৌশল॥ দেখিয়া আনন্দ হয় প্রসঙ্গ না করে। এক দিন ঠাকুর আজ্ঞা করেন আচার্য্যেরে॥ তোমার প্রসঙ্গ হয় রামচন্দ্রসঙ্গে। বসিয়া শুনিয়ে আমি বিচার তরঙ্গে॥ ব্যাস রামচন্দ্র দোঁহে নিকটে আসিয়া। বিদ্যার প্রসঙ্গ করে আনন্দিত হৈয়া॥ প্রথমে ব্যাকরণ টীকার প্রসঙ্গ। তবে উঠাইল দোঁহে কাব্যের তরঙ্গ॥

অনেক বিচার হয় ঠাকুর বসি শুনে। তার পর ঝগড়া হইল দুই জনে॥ তর্কে রামচন্দ্র বড় বলবান্ দেখি। আপনে ঠাকুর কহে ব্যাসাচার্য্য প্রতি॥ অবাক্য হইল আচার্য্য ঠাকুর বসি শুনে। রামচন্দ্রে ডাকি কোলে করিল আপনে॥ রামচন্দ্রের অভিমান থাকয়ে অন্তরে। তর্কশাস্ত্রে মোর সঙ্গে বিচার কে করে॥ ঠাকুর আপনে তাঁর বুঝিল আশয়। আচার্য্যে বারণ করি ঠাকুর কিছু কয়॥ অত্যন্ত বিচার হয় ঠাকুরের সহিত। শুনিয়া বিচার আচার্য্য হইলা মোহিত॥ ঠাকুর জানিল রামচন্দ্রের যোগ্যতা। ব্যাস প্রতি কহে ঠাকুরের অদ-ভুতকথা॥ কিবা সে পণ্ডিত কিছু বুঝা নাহি যায়। দৈব-বিদ্যা কিছু সরস্বতী যে সহায়॥ হেন অভ্যাস বিচার দ্রুত সংস্কার। আমি নাহি দেখি হেন হয় বা কাহার॥ আর দিনে ঠাকুরের বিচার রামচন্দ্রসনে। যতেক কহেন তাহা ব্যাস সব শুনে॥ সন্ধ্যাকালাবধি দোঁহার বিচার হইল। বাহ্য নহে কার হেন স্নান যে নহিল॥ ঠাকুর নিবৃত্ত হৈয়া উঠিলা তখন। যাহ রামচন্দ্র স্নান করহ এখন॥ সে দিন হৈতে মর্য্যাদা করেন অতিশয়। গুণগ্রাহী গুণ জানে অন্যে না জানয়॥ সেই দিন হৈতে ঠাকুর প্রীতি করেন অতি। ঠাকুর অতি প্রীতি পান দেখি অঙ্গজ্যোতিঃ॥ নিকটে বসায়ে করেন আপনে ভো ন। জানিলেন রামচন্দ্র পুরুষরতন॥ আর দিনে ঠাকুর বসিলা তাঁর সনে। আজি আমা সহিত বিচার করহ আপনে॥ যে আজ্ঞা করিয়ে কহেন মনের

সাটোপ * ঠাকুরের সহ বাক্য মোর অনুভব ॥ প্রহরেক পর্য্যন্ত অনেক হইল বিচার। রামচন্দ্র প্রতি ঠাকুর কহেন আর বার ॥ মনুষ্যশরীর ধরি হয় গুণচয়। যেই সাধ্য করে সেই মনে ত উদয় ॥ অবিদ্যা বিদ্যা যত সাধয়ে অন্তরে। গুণ অপগুণ সব শরীরে প্রচারে ॥ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ যত শরীরে সাধন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যত কারণাকারণ ॥ দেহ ধরি নিত্যানিত্য বাখানয়ে যে। পৃথিবীতে সেই ধন্য ইহা জানে কে ॥ যে শাস্ত্র পড়িলে ভবরোগ হয় নাশ। সর্ব্বত্যাগ করি তাহে করি অভিলাষ ॥ নহিলে সকল বৃথা শাস্ত্রে নিষেধয়। সর্ব্বশাস্ত্রে বাক্য আছে নাহিক সংশয় ॥ তর্ক ন্যায় পড়িমাত্র কাল যায় ক্ষয়। অন্তে কিবা লাভ হয় কিবা শাস্ত্রে কয় ॥ প্রথমেই ভাগবত বিচারিব চিতে। এতেক শুনহ বাপু যে হইল তাতে ॥ ভাগবতসিদ্ধান্ত কহে অশেষ বিশেষ। তাহাতেই বাক্য আছে ঈশ্বর-আদেশ ॥ সেই করি সেই পড়ি যাতে লভ্য হয়। কেনে অন্য কার্য্যে করি কাল যায় ক্ষয় ॥ এই লাগি ঠাকুর আইনু তোমা স্থানে। রামচন্দ্রের নাথ হও সর্ব্বলোক জানে ॥ পড়িয়া শুনিয়া মনে না গেল সংশয়। কিবা সে করিব মনে উঠে মহাশয় ॥ ক্ষার ণ খলি খাইতে জনম গেল বৃথা। আপনার শুভাশুভ না করিল চিন্তা ॥ গৌড়ে বৃন্দাবনে নাম আচার্য্য শ্রীনিবাস। রামচন্দ্রে অঙ্গী করি কর

* সাটোপ—সগর্ব্ব ভাব ॥

† শুষ্ক খলি। পাঠান্তর ॥

নিজদাস ॥ দাস হৈয়া আশা করি এ দুই চরণ। তবে সে সফল হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ অধম পতিত দেখি না কর ধিক্কার। মোর পরিত্রাণ হেতু চরণ তোমার ॥ বিলম্ব করিলে এই কাল যায় ক্ষয়। মোর মস্তকে ধর প্রভু চরণ-অভয় ॥ কান্দিয়া নেহারে মুখ ভূমে গড়ি যায়। জন্মে জন্মে হও মোর প্রভু সুনিশ্চয় ॥ চরণে বিক্রীত হৈনু মূল্যে লহ মোর। রামচন্দ্রের নাথ নাম ধরিহ সংসারে ॥ তবে ঠাকুর কৃপা কৈল হস্ত দিল মাথে। জন্মে জন্মে তুমি মোর কৃপা কৈলা তাথে ॥ প্রণাম করিয়া চরণামৃত কৈল পান। হরিনাম শুনাইলা হৈয়া কৃপাবান্ ॥ আর দিন রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল। সাধ্য সাধন বস্তু সকল কহিল ॥ স্মরণ পদ্ধতি দিল সাধনাঙ্গ সার। পড়াইল সব অর্থ কহিল তাহার ॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ পড়ে হঞা কৃপাবান্। নাটক, সন্দর্ভ পড়ে টীকা অভিধান ॥ পড়িতে আভাসমাত্র অন্বয় করয়। কত পূর্ব্বপক্ষ করে কত বাখানয় ॥ হেন অর্থ করেন ঠাকুর কান্দয়ে বিস্তর। আলিঙ্গন করি বোলে প্রাণের দোশর ॥ একমাস মধ্যে সব পড়িল বসিয়া। ঠাকুর শুনয়ে অর্থ কহে উঘাড়িয়া ॥ ইহাতে সন্দেহ নাই শুন মহাশয়। নিরপরাধ চিত্ত হৈলে সব স্ফূর্ত্তি হয় ॥ হেন বিদ্যা হেন গুণ যাঁর দেহে হয়। তাঁহারে প্রাকৃত বলি কোন্ জনে কয় ? ॥ পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব থাকে সপ্তেতে লাগিয়া। আশ্রয়মাত্র সর্ব্বগুণ জন্ময়ে আসিয়া ॥ এই মত পূর্ব্বে মহান্তের সব চেষ্টা। সেই বুঝে যার ভজনের পরাকাষ্ঠা ॥

জন্মিয়া বিষয়ি-ঘরে অন্যাশ্রয় করে। মহৎ জনার আশ্রয় সর্ব্বগুণ ধরে॥ এই মত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকৃপা যারে। গুরু-পাদাশ্রয় তাঁর জন্ময়ে অন্তরে॥ পূর্ব্বগ্রন্থে বাক্য আছে তবে যে লিখিয়ে। না লিখিলে সাবধানে চিত্ত নাহি হয়ে॥ হেন রামচন্দ্রকবিরাজ গুণবান্। যেন গুরু তেন শিষ্য হয় ত প্রধান॥ এক দিন ঠাকুর বসি আছেন নিজ-ঘরে। রামচন্দ্র বিনয় করে থাকি কথো দূরে॥ হেন কালে গৃহের এক পত্রিকা আইল। গোবিন্দকবিরাজ নিজ-হস্তেতে লিখিল॥ শরীর অসুস্থ হয় শীঘ্র আসিবেন। দুই চারি দিন রহি পুনঃ যাইবেন॥ না শুনিল রামচন্দ্র রহে প্রভুস্থানে। অবসর নাহি গ্রন্থ সতত বাখানে॥ ভক্ষণ নাহিক সদা সাধন ভজনে। কি করয়ে কোথা রহে তাহা নাহি জানে॥ পুনরপি দেড় মাস রহে প্রভুসঙ্গে। নিরবধি যায় কাল প্রেমের তরঙ্গে॥ হেন কালে গোবিন্দের অস্বাস্থ্য বাহুল্য। বড় ভ্রাতা প্রতি লিখি কর আনুকূল্য॥ না রহে শরীর মোর ব্যাধি বলবান্। কৃপা করি প্রভু যদি দেন পদ দান॥ লিখিলেন তাঁরে ঠাকুরকে আনিবার তরে। নিবেদিব সব দেখি নয়নগোচরে॥ হস্ত পাদ ফুলিয়াছে গ্রহণী প্রবেশ। সব নিবেদন কৈল কি লিখিব শেষ॥ পত্র পড়ি কবিরাজ না কহিল প্রভুরে। জিজ্ঞাসিলা ঠাকুর অন্য নিবেদন করে॥ এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য কারণ। গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন॥ তাঁর দেবী-উপাসনা শক্তি মহামায়া। সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তাঁর দয়া॥

মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ। মরণসময়ে পদে করে প্রণিপাত॥ "জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি। ভব তরিবার তরে দেহ ত তরণী॥ হেন কাল গেল অন্তে যুক্তি দেহ মোরে। তোমা বিনে গোবিন্দের কৃপা কেবা করে॥ কাতর হইয়া ডাকে কর পরিত্রাণ। জীবনে মরণে তোমা বিনে নাহি আন॥" বহু লোক বেড়ি আছে নহে সাক্ষাৎকার। দৈববাণী হৈল কর্ণে শুনি আপনার॥ "পরিত্রাণহেতু গোবিন্দ স্মর ওহে বাপা। শাস্ত্রে দেখিয়াছ পড়িয়াছ মহাতপাঃ॥ গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিঁহ হন কর্ত্তা॥ আমি কি দিবারে পারি মুক্তিপদ দান। আমিহ ভাবিয়ে তার রাতুল-চরণ॥ আমি কি কহিতে পারি তাহার মহিমা। আমা হেন দাসী তার কত কত জনা॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নন্দের নন্দন। আমা হেন শত দুর্গা করয়ে প্রার্থন॥ অজ ভব আদি যার সীমা নাহি পায়। হেন শত সহস্র তাঁর চরণসেবয়॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র সার হয়। সেই পাদপদ্ম তুমি করহ আশ্রয়॥ সবার যে মুক্তিদাতা পরমগোবিন্দ। হেন প্রভু যে না ভজে মূঢ়মতি মন্দ॥ গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥" শুনিয়া তাঁহার বাক্য উড়িল পরাণে। রামচন্দ্র কোথা গেলা না দেখি নয়ানে॥ নিকটে আছিলা লোক তারে পাঠাইয়া। অস্বাস্থ্যের কথা কহি আনিল ডাকিয়া॥ আইলেন গুরু দিব্য ছিলেন আসনে। নিকটে

বসাইয়া তাঁরে করে নিবেদনে ॥ কৃপা কর প্রভু মোর হউক পরিত্রাণে। কর্ণ রুদ্ধ হৈল আর না দেখি নয়নে ॥ গুরু কহে গোবিন্দস্মরণ কর চিত্তে। কে আছে সংসারে আর উদ্ধার করিতে ॥ হেটমুণ্ডে রহে কারে কিছু না বলিয়া। নিজ-পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া * ॥ জনম গোঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে। আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে ॥ আচার্য্যঠাকুর যাঁহা আছেন বসিয়া। পাঁচ জন শীঘ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়া ॥ শরীর সংশয় লেখ প্রভুর আগমন। এক-বার নয়নে দেখিতে আছয়ে জীবন ॥ রামচন্দ্রকবিরাজ প্রতি পত্র লিখিলা। খরচ সহিত পাঁচ জন লোক পাঠাইলা ॥ রাত্রি দিনে চলি গেলা দুই দণ্ড বেলা। চারি দণ্ডে যাজিগ্রামে যাই উত্তরিলা ॥ লোকে জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের বাড়ী কোথা। দ্বারের ডাহিনে বৃক্ষ বড় আছে যথা ॥ যাইতেই দ্বারে বৃক্ষ দেখি উত্তরিলা। লোক যাই কবিরাজে সমাচার দিলা ॥ শুনিয়া বাহির হৈয়া দেখে পাঁচ লোক। সেই লোক সব পত্র দিয়া করে শোক ॥ পত্র পড়িয়া গেলেন ঠাকুরের স্থানে। পত্র শুনাইয়া কিছু করে নিবেদনে ॥ মোর গোষ্ঠী প্রতি প্রভু কৈল অঙ্গীকার। তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞি ছার ॥ প্রভুর করুণা হৈল তাঁহার বচনে। সেই দিনে যাত্রা কৈলা করিয়া ভোজনে ॥ আর দিনে চলি গেলা যাইতে

---

* "পুত্রে ডাকি বলে সিংহাসন আন গিয়া" পাঠান্তর ॥

নারিলা। এক স্থানে রহি সেই রাত্রি গোঙাইলা॥ প্রাতঃ-কালে চলিলা সভে আগে মনুষ্য গেল। ঠাকুর আইলা লোক যাইয়া কহিল॥ পড়ি আছে গোবিন্দকবিরাজঠাকুর। পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দপ্রচুর॥ গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ রোপা-ইয়া। আম্রের পল্লব রাখি চৌদিকে বেড়িয়া॥ অনুব্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রভুরে। প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে॥ জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র করে নিবেদন। গোবিন্দের পুত্র ইহঁ তোমার ভৃত্য হন॥ প্রভুরে লইয়া যায় আপনার ঘরে। হরি হরি ধ্বনি করে আনন্দ-অন্তরে॥ যাই উত্তরিলা কবিরাজের আবাস। প্রভু কহে কি করিব রামচন্দ্রদাস॥ রামচন্দ্র বলে প্রভু কি বলিব আমি। যেই ইচ্ছা তাহা কর স্বতন্ত্র হও তুমি॥ প্রভু কহে তোমার গণ আমার কিঙ্কর। এত বলি প্রবেশিলা গোবিন্দের ঘর॥ বাজয়ে দুন্দুভিবাদ্য মঙ্গল-হুলাহুলি। যে গৃহে গোবিন্দ আছে গেলা তথা চলি॥ দুই চারি লোকে ধরি বসাইল তাঁরে। মুখে বাক্য নাহি, চক্ষে বদন-নিহারে॥ কর যোড় করে মুখে বাক্য না সরয়। ঠাকুর চরণ দিল তাঁহার মাথায়॥ ঘরে দিব্য আসনে প্রভুকে বসাইল। চন্দনাদি তৈল দিয়া স্নান করাইল॥ পক্কান্ন মিষ্টান্ন কিছু ভক্ষণ করিল। চরণামৃত অধরশেষ রামচন্দ্র লইল॥ গোবিন্দেরে তাহা লৈয়া ভক্ষণ করাইল। খাইতেই মাত্র সব ব্যাধি দূরে গেল॥ কতেক সামগ্রী আইল চড়িল রন্ধন। রন্ধন সম্পূর্ণ করি স্নান মার্জ্জন॥ নৈবেদ্য প্রস্তুত কৃষ্ণে কৈল

সমর্পণ। আপনে ঠাকুর বসি করিল ভক্ষণ॥ প্রভুর পাত্র-অবশেষ গোবিন্দ খাইল। ব্যাধি নাহি মনে হেন আনন্দ জন্মিল॥ সেই রাত্রি গেল প্রাতঃকাল হৈল আসি। রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে হাসি হাসি॥ গোবিন্দের স্নান করাও সম্মতি আমার। আমি স্নান করি তাঁর করিব সংস্কার॥ রামচন্দ্র নিজ-হস্তে স্নান করাইলা। আর্দ্রবাস দূর করি শুষ্ক পরাইলা॥ প্রভু স্নান করি যান কৃপা করিবারে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে॥ রামচন্দ্র কোলে করি বৈসে আপনার। প্রভু "হরেকৃষ্ণমন্ত্র" কর্ণে দিলা তার॥ চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণব করেন নামসঙ্কীর্ত্তন। হেন কালে কৃষ্ণমন্ত্র করান শ্রবণ॥ রাধিকাজীউর মন্ত্র তবে কৃপা কৈল। দোঁহার পৃথক্ ধ্যান সকল কহিল॥ প্রণাম করিল পরে দিলেন মস্তকে। সিংহ-প্রায় বল হৈল মানে আপনাকে॥ অনেক সামগ্রী দিল স্বর্ণ বস্ত্র কত। কাংস্য-পাত্র পিত্তল-পাত্র আদি শত শত॥ প্রভুর কৃপাতে উদরভঙ্গ† গেল দূর। মন্দ মন্দ চলে আনন্দ হইল প্রচুর॥ আমার লিখন অন্য মত নহে ইহ। একথা শুনিয়া দুঃখ না ভাবিহ কেহ॥ কবিরাজের পূর্ব্ববাক্য করহ শ্রবণ। পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্ব্বজন॥

না দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম * পর-

---

† উদরভঙ্গ—গ্রহণীরোগ॥

* "প্রেম" স্থলে কোন কোন পুস্তকে "কাম" লেখা আছে॥

কাশ। গৌরী শঙ্কর, চরণে কিঙ্কর, কহই গোবিন্দদাস॥

প্রভুর কৃপাতে যত গুণের প্রচার। যে করয়ে আস্বাদন মর্ম্ম জানে তার॥ সেই দিন হৈতে সুস্থ হইলা গোবিন্দ। প্রভুর নিকটে আইলেন পরমস্বচ্ছন্দ॥ আপনার পূর্ব্বরীতি কহে প্রভু-আগে। কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দদাস শরণ মাগে॥ কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র। প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাঁহার সম্বন্ধ॥ আপনার নিজ-দোষ কহিব বা কত। অস্পৃশ্য পামর মুঞি সহজে অসত্॥ কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায়। শ্রীনিবাস যার প্রভু কার আছে দায়॥ এবে নিবেদন করোঁ শুন প্রভুবর। নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর॥

তথাহি পদং॥

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে। দুর্লভ মানব,-দেহ সাধুসঙ্গ, তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে॥ ১॥

শীত আতপ, বাত বরিখত, এ দিন যামিনী জাগি রে। বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগি রে॥ ২॥

এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত * রে। নলিনীদল জল, জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতি § রে॥ ৩॥

শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পদ সেবন দাসী রে। পূজহুঁ

* পরতীত—প্রতীতি॥

§ নিতি—প্রতিদিন॥

সখীগণ, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥ ৪ ॥

এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার। আজ্ঞা হয় কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিবার ॥ গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাঁহার বর্ণনে ॥ প্রভু কহে যে মাগিলে শুন কহি তায়। কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ-হিয়ায় ॥ গৌর-প্রিয় বাসুদেবঘোষ-মহাশয়। নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণ-চয় ॥ স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা। আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিলা ॥ পড়হ গোবিন্দদাস রসামৃতসিন্ধু। সর্ব্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি একবিন্দু ॥ উজ্জ্বল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণলীলা। সর্ব্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা ॥ শুভ-ক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা। বিষয় বিভাগ তার সকল কহিলা ॥ শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস। অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ ॥ রসসিদ্ধান্ত ভাব দশা বুঝিনু সকল। এক নিবেদন মোর করহ সফল ॥ বুঝিলাম মনে যেই তোমার করুণা। গৌরকৃপা বিনে লীলার নাহি পায় সীমা ॥ হাসি ভাল ভাল বলি প্রভু কৈল কোলে। গৌরা-ঙ্গের অনুভব জানিল সকলে ॥ যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। কিবা বা আছিল তার হইতে মরণ ॥ কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন ॥ সেই দিন হৈতে লীলার করিল ঘটন। গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিল বর্ণন ॥ এই ত কহিল গোবিন্দকবিরাজের গুণ। যাঁহার শ্রবণে খণ্ডে পাষণ্ড অজ্ঞান ॥ আমি অতি-অন্ধ হই

নাহি লব লেশ। যে কিছু লিখিয়ে আমি কৃপার আদেশ॥ আসি লিখি এই দুই প্রভুর কৃপায়। শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়॥ শুন শুন শ্রোতাগণ করি এক মন। দন্তে তৃণ ধরি এই করি নিবেদন। শ্রীঠাকুরমহাশয়ের লিখি গুণ-কথা। প্রথমে গৌরাঙ্গ-সেবার করিল ব্যবস্থা॥ শুনি ঠাকুরের আগমন কবিরাজ-ঘরে। আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা অন্তরে॥ নবীন-মন্দির কৈল সামগ্রী সকল। মহোৎসব লাগি ইচ্ছা হইল প্রবল॥ নিজ-পরিজন যত গ্রাম অধিকারী। সভেই হইলা মুগ্ধ যত আজ্ঞাকারী॥ যে সামগ্রী চাহি তাহা প্রস্তুত সকল। কিবা গুরু-আজ্ঞা কিবা সাধনের বল॥ লোক দুই চারি সঙ্গে বুধরি আইলা। আগে আসি লোক সব ঠাকুরে কহিলা॥ ঠাকুরের আনন্দ হৈল তাঁর আগমনে। প্রাণ পাইলেন যেন পাইলেন মনে॥ সভারে সাবধান কৈল কহি তাঁর গুণ। পূর্ব্বমর্য্যাদা করিবে যেমত সম্ভাষণ॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ ব্যাস-আচার্য্যেরে। শীঘ্র দুই যাহ অনুব্রজি আনিবারে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দোঁহে বাহির হইলা। অতি-দূর নহে নিকট তাহারে দেখিলা॥ সাক্ষাৎ হইলা দোঁহে দণ্ডবৎ করে। কোন্ মহাশয় তুমি আজ্ঞা কর মোরে॥ সম্ভাষণ করে তাঁরে কোলে উঠাইঞা। আইলা ঠাকুর যথা আছেন বসিঞা॥ বামদিকে রামচন্দ্র দক্ষিণেতে ব্যাস। অঙ্গ-ফুলে প্রফুল্লিত হইঞা উল্লাস॥ দূরে দেখি ঠাকুর তাঁরে অভ্যুত্থান করে। আইস আইস প্রাণ আসি বসিল অন্তরে॥

দণ্ডবৎ কৈল তিঁহ কৈল আলিঙ্গন। আসনে বসিঞা তবে কহেন বচন॥ জিজ্ঞাসিল মঙ্গল যে আজ্ঞাতে তোমার। দুঃখ গেল যাঁহাতে আগমন তোমার॥ গোবিন্দকবিরাজ আসি পড়িল চরণে। উঠাইঞা কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ইহেঁ কোন জিজ্ঞাসিলা পাইঞা আনন্দ। ঠাকুর কহে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥ অনেক হইল সুখ মিলন বহু দিনে। রামচন্দ্র নিবেদিল স্নানের কারণে॥ স্নান জল-পান কৈল কৃষ্ণকথারসে। বসিয়া আসনে কহে আনুপূর্ব্ব ভাষে॥ আচার্য্যঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। বৃন্দাবনে যেমত সুখ যেমতে পরিচয়॥ পথের গমনে যেমতে গ্রন্থ গেল চুরি। বসিয়া শুনেন সভে বচনমাধুরী॥ কৃষ্ণকথারসে সভে রহে দিবা নিশি। সেইরূপে গেল রাত্রি প্রাতঃকাল আসি॥ খেতরী গমন কর করিল প্রসঙ্গ। আপনে না গেলে সব সুখ হবে ভঙ্গ॥ যে আজ্ঞা হইল প্রভুর জ্ঞাত আমি তার। আজ্ঞা আছে তোমাকে সাবধান করিবার॥ আপনে যাঁহাতে আছ কর সেই কথা। পাঁচ দিন মধ্যে আমি যাইব সর্ব্বথা॥ রহিতে নারিব আমি শীঘ্র যাব গ্রাম। যেন অপ-রাধ নহে রহে মোর প্রাণ॥ ব্যাসাচার্য্য সঙ্গে যান হেন আজ্ঞা হয়। ইহেঁ সর্ব্ব সমাধান করিব নিশ্চয়॥ ইহা বলি বিদায় হই গেলা নিজ-গ্রামে। আজ্ঞা হৈল ব্যাস যাই কর সমাধানে॥ উত্তরিলা গ্রামে ব্যস্ত হইল অন্তর। লোক পাঠাইঞা দ্রব্য আনে দূরান্তর॥ শৈল আনি বিগ্রহ প্রকাশ

করেন ঘরে। কারিকর আনেন গৌরাঙ্গ প্রকাশের তরে॥ নবীন আবাস ঘর অনেক হইল। হেন কালে আচার্য্যঠাকুর গমন করিল॥ রামচন্দ্রসঙ্গে প্রভু আইলা অল্প দূরে। ঠাকুর-মহাশয় ব্যাস যান আনিবারে॥ ঠাকুর আনিলা ঘরে মহা-নন্দভরে। সেই সে জানয়ে কেবা জানিবারে পারে॥ শুশ্রূষা যেমন তাহা কতেক লিখিব। তাঁর ঘর তাঁর দ্রব্য অন্য কি কহিব॥ গৌররায় বিগ্রহ প্রকাশ সঙ্গে এক। আচার্য্য হইলা ব্রতী সঙ্গেত অনেক॥ পত্র লোক পাঠাইল নিমন্ত্রণ করি। যেই যেই গ্রামে মহান্ত আছে অধিকারী॥ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবস্থানে দিল আমন্ত্রণ। ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে সভার গমন॥ সহস্র সহস্র লোক সমাধান করে। এইরূপে সভে রহে আনন্দ-অন্তরে॥ [illegible]রন ঠাকুর হয় সঙ্কী-র্ত্তন। হেন কালে গৌররায় প্রকাশ ভেমে॥ আনন্দে করেন সভে হরি হরি ধ্বনি। কি কহিব সেইরূপ অপূর্ব্ব লাবণি॥ তার পর বল্লবীকান্তের পরকাশ। সভার হইল চিত্তে পরম-উল্লাস॥ ক্রমে ক্রমে আসি সবার হইল মিলন। এমতে মহান্ত অধিকারির আগমন॥ কতেক হইল বাসা গ্রামের ভিতরে। বাড়ীর সমীপে কত কত গ্রামান্তরে॥ কতেক নবীন-ঘর কতেক অসারা*। সে জানে যে দেখিয়াছে আর জানে কারা॥ কতেক সামগ্রী দধি চিড়া কদলক। মিষ্টান্ন উখড়া আর শর্করা কতেক॥ যে যে দ্রব্য লাগে সব হইল উপনীত।

* অসারা—যাহা সারা হয় নাই (অসম্পূর্ণ)॥

শত ঘট আনিল পঞ্চামৃতেতে পূরিত॥ আপনে আচার্য্য করেন স্নান অভিষেক। মর্য্যাদা যে ক্রিয়াসিদ্ধ করিল অনেক॥ যতেক মহান্ত মেলি অঙ্গস্পর্শ কৈল। চন্দন তুলসীমালা অঙ্গে পরাইল॥ কীর্ত্তন আরম্ভ যত কৈল স্থানে স্থানে। কেবা কোথা নাচে গায় গড়ি যায় ভূমে॥ গৌরাঙ্গের আগে হৈল কীর্ত্তন যখন। কেহ না বসিলা সভে করিলা গমন॥ কিবা গৃহী কিবা যতি নীচ নীচাচার। সভেই আইলা ঘরে না রহিলা আর॥ দেবিদাস-মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভিল। কিবা সে গায়ন বাজন জানিতে নারিল॥ গৌরাঙ্গবল্লভরায় মৃদঙ্গ বাজায়। ধৈর্য্য নাহি রহে প্রাণে শুনি বাহিরায়॥ গৌররায় বসিঞাছে বল্লবীকান্ত বামে। যেমত দর্শন তেমত করেন গায়নে॥ যতেক মহান্ত অধিকারী কত শত। বৈষ্ণব শুনয়ে গান হইয়া উন্মত্ত॥ কিবা সে মধুর গান কিবা সে বাজনা। কর্ণেতে শুনিলে ধৈর্য্য না ধরে কোন জনা॥ আচার্য্য-প্রভুর সঙ্গে শ্রীব্যাসাচার্য্য। রামচন্দ্রকবিরাজ নাহি ধরে ধৈর্য্য॥ ঠাকুর নাচয়ে গান করে তেন মতে। ধৈর্য্য নহে ভূমে পড়ি কান্দিতে কান্দিতে॥ নয়নে বহয়ে নীর শত শত ধারা। নাচিতে না পারে হৈল বাউলের পারা॥ ধরিতে না পারে কেহ ভাবের বিকার। দেখিয়া অন্যের চিত্তে লাগে চমৎকার॥ ঠাকুর-মহাশয় দেখি শুনি স্তব্ধপ্রায়। কি জাতীয় প্রেম তাহা বুঝন না যায়॥ শুনিতে শুনিতে সুখে হাসে খল খল। নয়নে গলয়ে নীর কিবা অনর্গল॥ না রহিল ধৈর্য্য তবে না রহে কীর্ত্তনে।

কম্প ঝম্প দেখি লোক ধরে দশ জনে॥ কিবা সে অধরকম্প দন্ত-খসি পড়ে। বক্ষে হস্ত দিয়া ক্ষণে অবনীতে পড়ে॥ শিমলীর কাঁটা যেন অঙ্গ সব হয়। ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ক্ষণে তনু সূক্ষ্ম হয়॥ সে হেন অঙ্গের শোভা ভাবের বিকার। ভাবচন্দ্র উদয় হৈল শরীরে সভার॥ কৃষ্ণানন্দমজুমদার স্বগণ সহিতে। সকলে পড়য়ে ভূমে কান্দিতে কান্দিতে॥ হেন দশা হেন সুখ কবে হবে আর। গোটাঞা কান্দয়ে পায় ধরিয়া সভার॥ ক্ষণে ক্ষণে নরোত্তমের চাহে মুখপানে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে দারুণ চরণে॥ পবিত্র করিলা বাপু স্বগণ সহিতে। হেন সুখ কে দেখিল জন্ম পৃথিবীতে॥ বৃন্দাবনসম সুখ হৈল মোর ঘর। মোর যত গণ নরোত্তমের কিঙ্কর॥ হেন প্রেম প্রকাশিল নরোত্তম দেশে। নাচিয়া বুলয়ে যায় প্রেমের উল্লাসে॥ যখন কীর্ত্তনে সব লাগিলেন দিতে। ঘরে হৈতে আনি কেহ পড়য়ে হাতে॥ ঠাকুর-মহাশয় তাহা কিছুই না জানে। কিবা বা কহিব প্রেম কিবা বা বাখানে॥ নাচিবার কথা রহু দাণ্ডাইলা যখনে। যেন গৌরাঙ্গ তেন রূপ ভাবে মনে মনে॥ প্রেমাবেশে ফিরিয়া নেহারে যার পানে। সেই সব লোক কান্দি পড়য়ে চরণে॥ আচার্য্য-ঠাকুর কান্দি করিলেন কোলে। দুই ভুজ ধরি মন্দ মন্দ করি বলে॥ প্রেমমূর্ত্তি প্রেমময় করিলে ভুবন। দেখিয়া আনন্দ চিত্ত সফল নয়ন॥ হেন মহোৎসব করে হেন কার বল। স্বগোষ্ঠী-সহিত গৌর করুণা সকল॥ গৌরাঙ্গ তোমার

বশে কৈল অঙ্গীকার। জীবনে মরণে কারু নাহি অধিকার॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈল ভক্ষণ জলপান। যার যেই বাসা তেন মতে সভে যান॥ আর দিন মহোৎসব সম্পূর্ণের কালে। সভেই একত্র হই যান বাসাস্থলে॥ ঠাকুরমহাশয়ের শিষ্য গোকুলদাস নাম। সে দিন কীর্ত্তনমধ্যে সেই করে গান॥ আরম্ভ করিয়া করে মৃদঙ্গের ধ্বনি। অমৃত জিনিয়া কিবা কর্ণে সভে শুনি॥ সভেই গমন কৈল কীর্ত্তনমণ্ডলে। আলাপ ছাড়িয়া সভে গান করি চলে॥ প্রথমে গৌরাঙ্গগুণ কি মধুর গায়। শুনিতে শুনিতে সভার লাগিল হিয়ায়॥ ঠাকুর মহাশয় শুনে আনন্দ-আবেশে। তার পরে কৃষ্ণলীলা গান করে শেষে॥

তথাহি পদং। যথারাগঃ॥

ও মুখ সম্মুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, পিবইতে জীউ করে সাধা। নয়নে লাগিল যেই, পান করে সদা সেই, ঘন ঘন সোঙরই রাধা॥

ঠাকুরমহাশয় যেই কর্ণে ত শুনিল। আলিঙ্গন করি তাঁরে ভূমিতে পড়িল॥ গোকুল আকুল কৈল কিবা শুনাইঞা। এত বলি ধারা বহে মুখ বুক বাঞা॥ কীর্ত্তনীয়ার হাতে ধরি ভ্রমিয়া বেড়ায়। কিবা শুনাইলে বলি করে হায় হায়॥ কিবা সিদ্ধ কৃষ্ণের রূপ রাধার পিরিতি। নয়নে করয়ে পান হেন করে মতি॥ সে ভাব দশায় চিত্ত ডুবি গেল মন। যতেক সম্ভবে প্রেম বাঢ়য়ে দ্বিগুণ॥ এই ভাবে নৃত্যমধ্যে

দ্বিতীয় প্রহর। ভাবের প্রভাবে তনু হৈল জর জর॥ শত শত আছাড় খায় ধরণী উপরে। কাহার শকতি তারে ধরি রাখিবারে॥ কি বিকার হয় চিত্ত বুঝান না যায়। সাধা সাধা রাধা রাধা * বলি ক্ষণে ধায়॥ কিবা বা দেহের কম্প কোথা যাই পড়ে। হেন দেখি প্রাণ যেন নাহি রহে ধড়ে॥ মাতা পিতা বন্ধুজন কান্দয়ে সকল। নরোত্তমে ধরি রাখে জীবন বিকল॥ দেখিয়া আচার্য্য-ঠাকুর ভাবিত অন্তরে। বসিয়া ধরিলা তাঁরে কাঁপে থরে থরে॥ উজ্জ্বলের শ্লোক পড়ে শ্রীরূপের বর্ণন। যাঁহাতেই ধৈর্য্য ধরে শ্রীরাধারমণ॥ পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ে তবু বাহ্য নাঞি। উপায় সৃজিল মনে লও অন্য ঠাঞি॥ শোয়াইল ঘরে লঞা প্রহরেক অন্তে। বাহ্য হৈল ভাবান্তর বৈশে সেই মতে॥ সে রাত্রি বসিলা সভে কৃষ্ণ-কথারসে। কেহ কহে পূর্ব্বপক্ষ করয়ে বিশেষে॥ আর দিন বিদায় করে যার যেই মত। বিদায়ের যত কথা কহিব বা কত॥ যেন যোগ্য তেন মত হইলা বিদায়। প্রীতি পাই সভে মেলি নিজ-ঘরে যায়॥ বিচ্ছেদে রহিতে নারে ঠাকুরমহাশয়। আচার্য্য-ঠাকুর তাঁর জানিল আশয়॥ ঠাকুরমহাশয় লঞা একত্র আসনে। কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণগুণ কথোপ-কথনে॥ রামচন্দ্রকবিরাজ শ্রীব্যাস-আচার্য্য। আচার্য্য-ঠাকুর কহে শুনে সভে ধৈর্য্য॥ কহ দেখি রামচন্দ্র শুনি তোমার মুখে। এইরূপে যায় রাত্রি আনন্দিত সুখে॥ রামচন্দ্র কৃষ্ণ-

* পূর্ব্বকার গানটীতে "সাধা ও রাধা" শব্দ আছে॥

লীলা কহে দণ্ড চারি। আনন্দিত চিত্ত সভার আপনা পাশরি॥ রামচন্দ্র কহে শুন ঠাকুরমহাশয়। আপনার মুখে শুনি হেন বাঞ্ছা হয়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর লাগিলা কহিতে। শুনিতেই ধৈর্য্য কারু নাহি রহে চিতে॥ ভাবে গর গর মন বাহ্য নাহি রহে। কত ব্যাখ্যা করে কত অলঙ্কার তাহে॥ তার শেষে আচার্য্যঠাকুর আনন্দিতে। কৃষ্ণপূর্ব্বরাগাবস্থা লাগিলা কহিতে॥ পূর্ব্বাপর যে হইল উদয় নিবৃত্তি। পুনঃ কহে পুনঃ পুনঃ বাখানয়ে অতি॥ সভেই আনন্দে ভাসে না বান্ধয়ে দেহ। সেই রাত্রি গোঙাইলা প্রফুল্লিত দেহ॥ এক মাস রহি ঠাকুর কৃষ্ণকথা-রসে। এক দিনের যেই সুখ কি বলিব শেষে॥ এক দিন এই মনে হৈল এক রীতি। ঠাকুর কহয়ে, ঠাকুরমহাশয় প্রতি॥ তিন ঘর হৈল তাহা কহিয়ে বিশেষে। খেতরি যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর তিন দেশে॥ উপায় নাহিক মোর কত উঠে মনে। সর্ব্বত্র কহিতে চাহি যেই সমাধানে॥ গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি। বিষ্ণুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি॥ একবার যাই আমি আসিব পুনর্ব্বার। তোমার নিকটে প্রাণ এই তত্ত্বসার॥ শুনিয়া ঠাকুর হৈলা অত্যন্ত কাতর। বিধি নিদারুণ বলি কান্দয়ে বিস্তর॥ দুই চারি দিন গেল না কহে বচন। রামচন্দ্র রহ তুমি ধরহ সঘন॥ দোঁহে কৃষ্ণলীলা-কথা ভজনপ্রসঙ্গে। ইহাঁর সঙ্গে রহ আজ্ঞা না করিহ ভঙ্গে॥ যে আজ্ঞা হইল প্রভুর সেই বলবান্। রহিলাম

একসঙ্গে মোর মনস্কাম॥ এ বাক্য শুনিয়া ঠাকুরমহাশয় চিতে। রহিব যাইব যথা দোঁহে এক সাথে॥ সেই দিন বিদায় ঠাকুর শোক অতি হৈল। দুই মোহর দুই থান বস্ত্র সাঁথে দিল॥ ব্যাসাচার্য্যকে পাঁচ মুদ্রা এক থান বস্ত্র। কাহার ভারিকে তবে দিলেন একত্র *॥ সে কালে যতেক দুঃখ হইল দোঁহার। সেই দুঃখ সেই জানে প্রাণ পোড়ে যার॥ আমার কঠিন চিত্ত দেখিতে নারিল। এত প্রীতি এত প্রেম চিত্ত না দ্রবিল॥ হেন দর্শন মহোৎসব ভাবের বিকার। শুনিয়া লিখিয়া চিত্ত কাষ্ঠপ্রায় যার॥ রামচন্দ্রকবিরাজ ঠাকুরমহাশয়। শয়ন ভক্ষণ স্নান একস্থানে হয়॥ নিরবধি কৃষ্ণলীলা-কথন বিচার। দিন রাত্রি নাহি জানে হেন প্রীতি যার॥ এক দিন পদ্মাবতী স্নান করিবারে। হাতাহাতি চলে দোঁহে আনন্দ-অন্তরে॥ জলে জলযুদ্ধ করে কৃষ্ণ-কথা কয়। সেই কালে আইলা দুই বিপ্রমহাশয়॥ হরিরাম রামকৃষ্ণ পণ্ডিত সুধীর। দুই জনে দেখি চিত্ত করিল সুস্থির॥ দোঁহে স্নান করিতে জলে হইলা প্রবেশ। কেহ পূর্ব্বপক্ষ করে সিদ্ধান্ত বিশেষ॥ দুই বিপ্র শাস্ত্রবেত্তা কিছু নাহি কয়। যত সিদ্ধান্ত করে সব বুঝয়ে বিষয়॥ শুনিতে শুনিতে বিপ্র বাক্য উঠাইল। যত কহে সিদ্ধান্তদ্বারে সকল খণ্ডিল॥ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য কহয়ে ব্রাহ্মণ। যত কিছু কহে তাহা করয়ে খণ্ডন॥ বর্ণাশ্রয় তার ক্রিয়া স্মৃতিতে লিখয়। ভাগবতপুরাণ-

* কাহার—শিবিকাবাহক (বেহারা)। ভারী, ভারবাহক (বাঙ্গিদার)॥

বাক্যে সকল খণ্ডয়॥ ক্রোধ করে দুই বিপ্র সহিষ্ণুতা করয়। পুনঃ শ্লোক পড়ে দোঁহে স্তব্ধ হঞা রয়॥ স্নান করি দুই মহাশয় আইলা ঘর। সঙ্গে আইলা দুই বিপ্র গেলা অভ্যন্তর॥ সারগ্রাহী মহাশয় অত্যন্ত সদ্গুণ। আসন প্রদান কৈল বসিলা ব্রাহ্মণ॥ বাসা দিয়া উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করাইল। সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের আরতি দেখিল॥ দেখি আনন্দিত হৈল মূর্ত্তি বিলক্ষণ। রাত্রে বসি বিচার দুই করয়ে ব্রাহ্মণ॥ যতেক বিচার করে তাহা নাহি মানে। সেই শাস্ত্র প্রমাণে তাহা করয়ে খণ্ডনে॥ রাত্রিতে শয়ন করি কহয়ে ব্রাহ্মণ। কেহ কহে মহাপুরুষ এই দুই জন॥ অহে ভাই গুরু করি পড়িয়াছি যাহা। এই দুই সিদ্ধান্তদ্বারে না মিলিল তাহা॥ কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা করে অনুক্ষণ। ভাল সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা দুই মহাজন॥ বিচারিল সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর-ভজন। না করিলে স্বামি-দ্রোহি খণ্ডে তারে যম॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে বুঝি শূদ্রত্ব না রহে। এত দিন না শুনিল হেন শাস্ত্রে কহে॥ এত বলি দুই জন নিদ্রায় অচেতন। শেষরাত্রে আসি কহে এক মহাজন॥ অহে ব্রাহ্মণপুত্র তুমি না বুঝ অন্তরে। কৃষ্ণ-ভজিলে ব্রাহ্মণ্য রহে কহে শাস্ত্রদ্বারে॥ তোমার গুরুর গুরু সেই দুই জন। গর্ব্ব কর আপনাকে মানিয়া ব্রাহ্মণ॥ প্রাতঃকালে যাই কর চরণ আশ্রয়। যে হউ সে হউ মোর সংসার গেল ক্ষয়॥ গোবিন্দভজন কর জীব কত কাল। এত দিন যত কৈল সকলি জঞ্জাল॥ পূর্ব্বে কৃষ্ণভজন কৈল এই দুই ব্রাহ্মণ।

তার সাক্ষী পশ্চাৎ দেখিব সর্ব্বজন॥ স্বল্পভাব লাগি দুই বিপ্রকুলে জন্ম। জন্মজন্ম তার গুরু, শিষ্য তার মর্ম্ম॥ প্রভাতে উঠিয়া দোঁহে দণ্ডবৎ করি। বহু নিবেদন করে দুই কর যুড়ি॥ অব্রাহ্মণ করি জন্ম হইল সংসারে। এবে ব্রাহ্মণ-সিদ্ধি কৃপা কর মোরে॥ এ দুই পাতকী আর যাব কোথাকারে। আপন বলিয়া চরণস্পর্শ দেহ শিরে॥ শরীরে না রহে প্রাণ কর মোরে দয়া। ত্রিতাপে * তাপিত মোরে দেহ পদছায়া॥ নির্ম্মঞ্ছন † যাঙ পদ অভয় তোমার। অধমেরে কৃপা কর কে আছে সংসার॥ এত দিন গেল কাল হেন মিথ্যারসে। শ্রীকৃষ্ণচরণ দুই নহিল লালসে॥ কৃপা করি প্রভু কর হেন উপদেশ। এই দুই পদ প্রাপ্তি আছে অবশেষ॥ ধরিল আপন মনে এ দুই চরণ। রামকৃষ্ণনাথ মোর প্রভু নরোত্তম॥ হরিরাম বলে মোর প্রভু রামচন্দ্র। জনমে জনমে ভজি হেন পদদ্বন্দ্ব॥ ইহা বলি কান্দে নিজপ্রভু লইয়া নাম। হা ধিক্ হা ধিক্ বলি ভূমে গড়ি যান॥ দোঁহারে দোঁহার দয়া চিত্তে উপজিল। দোঁহে দোঁহার কর্ণে হরিনামমন্ত্র দিল॥ পাইয়া প্রণাম করে ঝরয়ে নয়ন। কৃপা কর কোন্ কার্য্য করি দুই জন॥ দুই জনে কহে সদা লহ কৃষ্ণনাম। ভোজনে শয়নে মনে নহে যেন আন॥ "গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ" কহে প্রাঙ্গণে আসিয়া। পড়য়ে ভূমিতে দোঁহে রূপ নিরখিয়া॥ যখন কীর্ত্তন

---

* ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক॥

† নির্ম্মঞ্ছন—আরতি॥

হয়ে ভাবের বিকার। কত দীনহীন করি কহে আপনার ॥ কথো দিন সেইরূপে গেল আপন মনে। দুই মহাশয় আজ্ঞা দিল দুই জনে ॥ স্নান করি যাই বিপ্র করে আজ্ঞা দান। বসাইয়া দুই জনে হন কৃপাবান্ ॥ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দেন মনের উল্লাসে। মন্ত্র শুনি ফুলে অঙ্গ ভাবের আবেশে ॥ বাহিরে যাইয়া করে অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। মাথায়ে চরণস্পর্শ পৃষ্ঠে দিল হাত ॥ সাধনের যত অঙ্গ কহিল তাহারে। স্মরণপদ্ধতি পড়ে আনন্দ-অন্তরে ॥ সাধ্যসাধন করে আনন্দ-আবেশে। ব্যতীত * করিল আজ্ঞা দিল অবশেষে ॥ ভক্তিগ্রন্থ পড় বাপু বসি দুই জনে। সাধন করিতে বড় সুখ পাবা মনে ॥ সাধনেতে দৃঢ় মতি জন্মিয়ে যাহাতে। সেই সব গ্রন্থ পড় মর্ম্ম পাবে যাতে ॥ শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থ পড়ে দুই জন। পড়িতে পড়িতে হৈলা বড়ই ব্যুৎপন্ন ॥ এ দোঁহার ভজনরীতি কতেক লিখিব। হেন কৃপা হেন বল পশ্চাতে দেখিব ॥ পূর্ব্ব উপার্জ্জিত আছে সিদ্ধ যে ভজন। সে লাগি উত্তমকুলে হয় উৎপন্ন ॥ পণ্ডিতের হয় অপরাধ প্রতি ভয়। তৎকাল আশ্রয় কৈলে করয়ে উদয় ॥ পশ্চাতে প্রবল হয় বড় শক্তিবল। তাঁর গুণগান যত বৈষ্ণবসকল ॥ আর এক বাক্য লিখি করহ শ্রবণ। সর্ব্বত্র প্রকট আছে গ্রন্থের লিখন ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ ❀ ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের বিষ্ণু-

* ব্যতীত—এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপদেশ ॥

পুর হইতে যাজিগ্রামে আগমন, রঘুনন্দনের সহিত মিলন, পুনশ্চ যাজিগ্রামে আগমন, রামচন্দ্রকবিরাজের সহিত মিলন, রামচন্দ্রের দীক্ষা, তেলিয়া বুধরি গমন, গোবিন্দ্রকবিরাজের (দুর্গার আজ্ঞানুসারে) শ্রীনিবাসাশ্রয় ও দীক্ষালাভ, গ্রহণী-রোগ মোচন, খেতরীতে মহোৎসব, মহান্তগণের আগমন, উত্তম প্রস্তরে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, গৌরাঙ্গ ও বল্লভীকান্তাদির অভিষেক, শ্রীনিবাসের বিদায়, রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুরমহাশয়ের প্রণয়, হরিরাম এবং রামকৃষ্ণাচার্য্যের দীক্ষা ইত্যাদি বর্ণনময় চতুর্দ্দশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

পঞ্চদশ বিলাস।

শ্রীজাহ্নবাগোসাঞি নাম কেবল প্রেমমূর্ত্তি। কিবা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যের শক্তি॥ বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ আইলা সেই পথে। শুনিয়া আনন্দ ঠাকুরমহাশয় চিতে॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ অনুব্রজি দুই জন। ঠাকুরাণীর নিকটে আসি করিল দর্শন॥ বিনয় স্তবন করে প্রণাম বিস্তর। কৃপা করি গমন কর তোমার এ ঘর॥ আসি উত্তরিলা ঠাকুর আপন আবাসে। সেবা করে আনন্দিত মন্দ মন্দ হাসে॥ গৌররায়ে দেখিয়া আপনে ঠাকুরাণী। মনোহর শোভা দেখি কান্দিলা আপনি॥ চারি দিন ঠাকুরাণী রহিলা সেই স্থানে। নিত্য নূতন সেবা কৈল প্রকটনে॥ কতেক সামগ্রী আইল দধি চিড়া যত। চিনি কদলী মিষ্টান্ন হাঁড়ি শত শত॥ ভক্ষণের দ্রব্য আইল কতেক প্রকার। ঘৃত দুগ্ধ আচার আইল কাশন্দি† আর॥ চারি দিন ভক্ষণসুখ কীর্ত্তন মহোৎসব। যে দেখিল সেই জানে যেই অনুভব॥ অক দিন ঠাকুরাণী রাত্রে বসি আছে। নরোত্তম বলি ডাকি বসাইল কাছে॥ আপনার হাতে তাঁর অঙ্গ সম্মার্জয়। অঙ্গের সৌরভ কিবা কুঙ্কুমাদিচয়॥ অহে নরোত্তম শুন মোর মনঃকথা। তোমার যত গুণ শুনি উৎকণ্ঠা সর্ব্বথা॥ তোমারে ত দেখি সব বৈষ্ণব-আচার। মন কর্ণ নয়নের আনন্দ অপার॥ কিবা প্রেমমূর্ত্তি তুমি মোর মনে লয়।

† কাশমর্দ্দি, পাঠান্তর॥

নিশ্চয় তোমার নাম ঠাকুরমহাশয়॥ তোমার যেমন রীতি বৈষ্ণব-সেবন। দেখিয়া আমার চিত্ত হইল প্রসন্ন॥ হেন দিন হৈবে কি দেখিব আরবার। তোমার ভাবে বিস্মিত চিত্ত হইল আমার॥ বৈষ্ণবের মুখে যেই শুনিলাম কথা। অধিক দেখিল সেই নয়নে সর্ব্বথা॥ বৃন্দাবনে হৈল নাম ঠাকুরমহাশয়। ভজনের রীতি সব বৈষ্ণবে কহয়॥ আসিয়া বৈষ্ণব সব কহিল আমারে। এখানে আসিব তাহা না কহিল কারে॥ আমি জানি কহিয়াছি জানে রামচন্দ্র। হেন মত নয়নের হইল আনন্দ॥ হেন সেবা হৈল ভজন বৈষ্ণব-আচার। কেবা করে ত্রিজগতে দেখি নাহি আর॥ তোমার এ সব গুণ গাইব সর্ব্বথা। বৃন্দাবনে গৌড়দেশে যাব যথা তথা॥ গৌরাঙ্গ-কৃপালু ইহা কে বুঝিতে পারে। কোন্ শক্তি কোন্ কৃপা করয়ে অন্তরে॥ প্রেমেতে প্রকাশ তোমার শরীর হইল। আকর্ষিয়া আনি মোরে এত সুখ দিল॥ শুনিলাম রামচন্দ্র তোমার একসঙ্গ। জীবনে মরণে নাহি হয় সঙ্গভঙ্গ॥ যেন শুনি দেখিলাম আনন্দ অপার। আচার্য্য যেমন গুরু শিষ্য হেন তাঁর॥ মোরে দয়া কর সুখে যাই বৃন্দাবন। সর্ব্বত্র দর্শন করি আনন্দিত মন॥ গৌরাঙ্গের প্রিয় যত আছেন বৃন্দাবনে। সাধ আছে একবার দেখিব নয়নে॥ হেন শুভ দিন হবে দেখিব বৃন্দাবন। নয়নে দেখিব রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন॥ আর দিন ঠাকুরাণী বিদায়প্রসঙ্গে। তাহাতে যতেক হৈল বিরহ-তরঙ্গে॥ শত মুদ্রা দিল তাঁরে খরচ লাগিয়া। অর্দ্ধক্রোশ সঙ্গে

যান কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ কত দূরে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মনে। দেখিয়া নয়নে দোঁহে করেন রোদনে ॥ হাত ধরি কহে দোঁহে স্থির কর মন। ঘরে যাও তুমি দুই আমার জীবন ॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর মোর আশীর্ব্বাদে। বৃন্দাবনে গমন যেন করি নির্বিরোধে ॥ ঠাকুরাণী পথে যান আনন্দ-অন্তরে। কাতর হইঞা দোঁহে আইলেন ঘরে ॥ এইরূপে চলি যান রাজপথে পথে। কত দিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥ কৃষ্ণ-জন্মস্থান দেখি বিশ্রামের স্থান। আর দিন বৃন্দাবন-মুখে চলি যান ॥ নয়নে দেখিল বৃন্দাবন-কুঞ্জ সব। ভাগ্যবানে আপনারে করে অনুভব ॥ শ্রীজীবগোসাঞি-স্থানে উত্তরিলা গিয়া। গোসাঞি প্রণাম করে ভাগ্য যে মানিয়া ॥ শুনিলেন ঠাকুরাণীর সভে আগমন। দর্শন করিতে সভে করিলা গমন ॥ শ্রীগোপাল-ভট্টগোসাঞি লোকনাথ। প্রণাম করিল আসি দেখিয়া সাক্ষাৎ ॥ ঠাকুরাণী বহুপ্রীতি করিল সভারে। কার কি নাম না জানি না চিনি কাহারে ॥ শ্রীজীবগোসাঞি কহে ঠাকুরাণী-স্থানে। এই যে গোপালভট্ট আইলা প্রথমে ॥ লোকনাথগোসাঞি এই দেখ বিদ্যমানে। চৈতন্য-আজ্ঞায় বাস করেন এই স্থানে। চৈতন্যের স্বরূপ আপনে ঠাকুরাণী। কৃপায় দর্শন দিলে নিজ-ভাগ্য মানি ॥ বৃন্দাবনে আইলাঙ প্রভু আজ্ঞাবলে। সেই মত দয়া মোরে করিবে সকলে ॥ তোমাদিগের দয়া হৈলে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়। শুনিয়াছি সাধুমুখে আমার নিশ্চয় ॥ লোকনাথ-গোসাঞি প্রতি কহে ঠাকুরাণী। নরোত্তম যার শিষ্য জগতে

বাখানি ॥ আপনাকে ধন্য মানি দেখিল তাঁহারে। এত গুণে তোমার কৃপা হইয়াছে তাঁরে ॥ কিবা সে বৃন্দের সেবা বৈষ্ণবসেবন। কি ধর্ম্ম-আচার কিবা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ॥ ত্রিজগতে শুনি নাই দেখি নাই কারে। দেখিয়া আনন্দ অতি হইল অন্তরে ॥ কিবা সেই প্রেমমূর্ত্তি মোর মনে লয়। সার্থক তাহার নাম "ঠাকুরমহাশয়" ॥ তোমা বিনে কায়মনে নাহি জানে অন্য। এমন সেবক যার ত্রিজগতে ধন্য ॥ ঠাকুরাণী কহেন গোপালভট্ট প্রতি। তোমার শিষ্যের শিষ্য কি আশ্চর্য্য রীতি ॥ রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন। দেখিয়া দোঁহারে মোর আনন্দিত মন ॥ শ্রীনিবাস হেন শিষ্য তেন তাঁর সেবক। জানিল এ সব পাত্র অধম-তারক ॥ ঠাকুরাণী-মুখে শুনি এত গুণ যার। শ্লাঘ্য করি মানিবারে আনন্দ অপার ॥ এই ঠাকুরাণী-পদ করিয়া আশ্রয়। সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয় ॥ আজ্ঞাবলে লিখি মোর নাহি অনুভব। পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সব ॥ মোর প্রয়োজনমাত্র সাধন স্মরণ। সে সব ছাড়ি কোন্ লাভ করিলে বর্ণন ॥ বর্ণনের দোষ অনেক প্রকাশ আছয়। এই হয় আর লিখি সিদ্ধান্তবাদ হয় ॥ ইথে অপরাধ হয় কেহ নাহি লয়। দেখিয়া লিখিয়া তার অন্য মত কয় ॥ তাহে অপরাধ হয় কহে মহাজন। ভয় হয় গুরু-আজ্ঞা করিলে হেলন ॥ যদি অন্য মত হয় আমার লিখন। বিচার করিবে মনে যত সাধুজন ॥ যাঁহার প্রসঙ্গ লিখি গুরুর আজ্ঞায়। বস্তু নিরূপণে জানি সর্ব্বলোক গায় ॥ গৌরাঙ্গের

প্রিয় যেই তার প্রিয়জন। বুঝান না যায় তার কিরূপ ভাবন॥ ইথে অবিশ্বাস না করিবে কোন জন। যাঁহা শুনি তাঁহা লিখি এই মোর মন॥ তবে যে কহিবে কেহ শাস্ত্র এই নহে। সর্ব্ববলবান্ হয়ে গুরু আজ্ঞা যাহে॥ যদি কেহ নাহি লয় হেন বাক্য সার। আমার যোগ্যতা নাহি ইহা লিখিবার॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীজাহ্নবাগোস্বামির খেতুরি হইতে দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনগমন গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও শ্রীনরোত্তমাদির গুণবর্ণনময় পঞ্চদশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

ষোড়শ বিলাস।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ জয় গদাধর-প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় জয় শ্রীজাহ্নবা প্রাণের ঈশ্বর॥ জয় হউক্ গৌরাঙ্গের ভক্তকলেবর। জয় জয় বীরচন্দ্র প্রেমমূর্ত্তি ধর॥ সেই দুই অভয় চরণ করি আশ। শ্রীমুখের আজ্ঞায় নাম নিত্যানন্দদাস॥ শ্রীগৌরাঙ্গ সহায় করিলে সব হয়। যারে সেইরূপ আজ্ঞা সেই সিদ্ধ হয়॥ খণ্ডে বাস পিতা মাতার একই তনয়। না জানি গৌরাঙ্গলীলা কত সুখময়॥ কি গুণে করিলা কৃপা আপনে ঠাকুরাণী। যথা তথা যান তিঁহ সঙ্গে যাই আমি॥ কিবা গুণে গৌরপ্রেমা রহিবে অবনি। দুইবার প্রত্যাদেশে কহিলা আপনি॥ মোর অবিদ্যমানে প্রেম হয়ে যেন মতে। নহে সব ব্যর্থ হয় ভাবিলাম চিতে॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস প্রেমমূর্ত্তি ধর। দেখিব প্রকাশ বর্ণ আনন্দ-অন্তর॥ যত যত আজ্ঞা হৈল মুঞি অধমেরে। সেই সব লিখি যাঁহা আজ্ঞা হৈল মোরে॥ অতিভয়ে নিবেদিয়ে প্রভুর চরণে। গৌরাঙ্গের প্রত্যাদেশে যে সব বর্ণনে॥ ঠাকুরাণীর আজ্ঞা হৈল বর্ণন আচরি। আজ্ঞাবল বান্ধি চিত্তে ভয় নাহি করি॥ গৌরাঙ্গের যেন আজ্ঞা তেন ঠাকুরাণী। ক্রম করি বসাইঞা কহিল আপনি॥ তিন রূপে আজ্ঞাসূত্র লিখিয়ে কাগজে। বিস্তারিঞা সেই সব লিখি গ্রন্থমাঝে॥ কৃষ্ণভক্ত শ্রোতাগণে

মোর নমস্কার। আমার শকতি নাহি বর্ণন করিবার॥ গ্রন্থ-বেত্তা লিখে সেই লীলাবলোকনে। কেবা বর্ণন করে গ্রন্থ তাহা কেবা জানে॥ আমি যে লিখিয়ে গ্রন্থে নাহিক বিস্তার। কেবল শ্রীমুখ-আজ্ঞা সামর্থ্য আমার॥ যার প্রয়োজন আছে সে করু শ্রবণ। দুঃখ নহে মোর মনে করিলে হেলন॥ যেঁহ সর্ব্বকর্ত্তা তেঁহ সর্ব্বত্যাগ করি। করুণা প্রকাশ কৈল আপনে আচরি॥ শ্রীরূপগোসাঞি আদি যত তাঁর গণে। বৈরাগ্য সাধিয়া বাস কৈল বৃন্দাবনে॥ যে ধর্ম্ম-আচার করে গ্রন্থেতে বর্ণন। সে ধর্ম্ম হইল কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ॥ শ্রীরূপের শিষ্য জীব সেইরূপ রাগী *। যার আজ্ঞাবলে বৃন্দাবনে কর্ম্ম-ত্যাগী॥ দাসগোসাঞির শিষ্য যেঁহ কবিরাজ। যাঁহার বর্ণন কৈল বোধে জগমাঝ॥ দুই গোসাঞির শিষ্য কৈল দুই বিষয়। গৃহে থাকি বৈরাগ্য সাধ এই আজ্ঞা হয়॥ কৃষ্ণ-সেবা করি গৌড়ে বৈষ্ণব-সেবন। জীব প্রতি কর সেই ধর্ম্মপ্রব-র্ত্তন॥ ইথে নিবেদন করোঁ শুন দয়াময়। বৈষ্ণবগোসাঞি সব করুণাহৃদয়॥ কৃষ্ণপ্রিয়া প্রিয়পদ আশ্রয় যাঁহার। হেন ভজন প্রতি হয় তার অধিকার॥ রাধাপরিকর যত গৃহ-কর্ম্মত্যাগী। শাস্ত্র লঙ্ঘি হৈলা কৃষ্ণ-সেবায় অনুরাগী॥ গৃহে থাকি পরি-ত্যাগ বন্ধে গুরুজন। লোভ কৃষ্ণসঙ্গে লীলা তনু সমর্পণ॥ সকল তেজিয়া কৃষ্ণ-সুখের লাগিঞা। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ফুকরিঞা॥ যেঁহ সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া কৃষ্ণতেজোময়।

* রাগী—অনুরাগযুক্ত॥

বাহ্যে অন্তরে তার তেন মতি হয়॥ যে সাধন যেন ক্রিয়া যেমন করয়। মহাজন তার বাক্য ক্রিয়া সভে লয়॥ কাহারে কহিব সিদ্ধ-সাধন বলিঞা। তাহা লিখি ইহা শুন এক মন হঞা॥ গোপালমহান্ত চৈতন্যের সঙ্গী সব। ইহারাও সিদ্ধ অন্যে হয় অসম্ভব॥ চৈতন্যের প্রিয় অতি সব ঠাকুরাণী। চতুর্বিংশতি সন্ন্যাসী এই মত জানি॥ ইহার ভজনরীতি কহে সাধুগণ। প্রবেশ করিতে পারি যদি নিজমন॥ মন্ত্রদীক্ষা কর নাহি প্রভু সব জানে। সাধন করিতে গৌরাঙ্গসুখ পান মনে॥ তাহাতে আগ্রহ দেখ প্রভুর যতেক। এই মত ভক্ত-বৃন্দ লিখিব কতেক॥ তবে যে করান শিক্ষা নিজ-ভক্তজনে। অল্পাক্ষরে কহি সব হয় উদ্দীপনে॥ তবে সে সাধন করি সে কেমন রীতি। সেই সব সাধন ভাগবত উৎপত্তি॥ অপ্রাপ্তি কৃষ্ণের পদ প্রাপ্তির কারণ। বৈষ্ণবের এই মত সাধ্য প্রয়োজন॥ যেঁহ সিদ্ধ তাঁর চেষ্টা কহনে না যায়। কভু সাধক-অভিমান কভু জীবপ্রায়॥ দৈন্য বিনয় তার সব শাস্ত্রে কয়। বৈষ্ণব সব নিজ-মুখে তাহা আস্বাদয়॥ আশ্রমী আশ্রমাতীত দুই ত প্রকার। ইতিমধ্যে হেন রীতি কেমন কাহার॥ পূর্ব্ব-মহাজন মত কেবা কোন কয়। না জানি সে সব মত অন্য বাখানয়॥ আত্মরক্ষা লাগি তারে অন্য করি কয়। স্বাভাবিক অন্য কহে যায় সর্ব্বক্ষয়॥ আশ্রমী যে জন সেহ অন্য নাহি হয়। তার ক্রিয়া আচরণ গোসাঞি লিখয়॥ ইহাকেই কহে কর্ম্ম পূর্ব্ব অভিপ্রায়। কহে এক করে এক বুঝা নাহি যায়॥

অপত্যাদি † সহ যোগ করেন কারণ। সেই সব সুখ করি করয়ে গ্রহণ॥ সাধনাঙ্গ গোসাঞি তাহা করিলা বিস্তার। নিরপেক্ষ বিনে তাহা নারে করিবার॥ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা কৃপাবলোকনে। সপরিবার যদি আনন্দ হয় মনে॥ সাপেক্ষ হইলে ভক্তি ভজন না হয়। উপেক্ষিতে নিরবধি মনে উঠে ভয়॥ ভদ্রাভদ্র অন্য কেহ কহে কিছু বলি। অতএব নিষেধ কার্য্য করেন সকলি॥ অধিকারী আমি হই করে অভিমান। কর্ম্ম ক্রিয়া করে ভজনের নাহিক সন্ধান॥ কৃষ্ণ-সেবা করে শিষ্য করিলে কি হয়। গোসাঞির বাক্য শাস্ত্রে হেন নাহি কয়॥ অধিকারী লিখিলেন বৈষ্ণব উপরে। ইহা নাহি বুঝে কেন বৃথা দম্ভ করে॥ উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ হন অধিকারী। যাঁর যেই ক্রম গুণ সকল বিবরি॥ সর্ব্বরসের অধিকারী চৈতন্যগোসাঞি। তেঁহ জগদ্‌গুরু তাঁর সম অন্য নাই॥ তাঁহার ভজনের প্রীতি যেই মত হয়। শাস্ত্রেতে বর্ণন হয় আশয় বিষয়॥ মন্ত্রদীক্ষা কত শিষ্য করিল আপনে। কহ দেখি শাস্ত্রে লিখে কেবা ইহা জানে॥ ভুবনপাবন হৈল যাঁহার কৃপায়। এই শাস্ত্রে লিখে সব মহাজনে গায়॥ যার যেই শাখা পূর্ব্বে কৈল নিয়োজিত। সে সব মহান্ত কৃপা অতি-অলক্ষিত॥ বহু শিষ্য না করিল কোন্ অভিপ্রায়। যাঁহাতে তাঁহার কৃপা বুঝে সর্ব্বথায়॥ যাঁহাতে তাঁহার কৃপা সেই প্রেমমূর্ত্তি। কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥ কেহ

† সর্ব্বত্যাগী। পাঠান্তর॥

না বুঝিয়া দোষ রোপিব ইহাতে। না জানে সে ধর্ম্মমর্ম্ম সারা-সার যাতে॥ তবে যে কহিব গুরু চৈতন্যস্বরূপ। সহজে তাঁহার কৃপা অতি-অপরূপ॥ শিষ্য কৈলে কেনে নাহি জানে প্রেমভক্তি। মধ্যে ভক্ত আছে হেন নহে দৃঢ়মতি॥ পূর্ব্ব-অভিপ্রায় শিষ্য সে সব রতন। কোনরূপে বিনাশ তার নহে এক ক্ষণ॥ আচার্য্য যেমন ধর্ম্ম করে আচরণ। সেই মত শিষ্য-ধর্ম্ম করিবে প্রবর্ত্তন॥ আপনে করেন এক কহয়ে বিস্তারে। আচার্য্য কহয়ে তাহা নাহিক অন্তরে॥ কৃষ্ণ গুরু বৈষ্ণবে যার নাহিক ভকতি। আপনা হইতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন অতি॥ ইহাতে অনেক বাক্য না লিখিব আর। না হয় আপনে সিদ্ধ চাহে করিবার॥ হেন দেহ ধরি করে গুরুপাদাশ্রয়। কেহ কেহ লভে কারো বোধ নাহি হয়॥ কায়মনোবাক্যে যদি করে ধর্ম্মাশ্রয়। তাহার ভজনক্রিয়া যতেক আছয়॥ কায়মনোবাক্যে এই পথে সিদ্ধ হয়। ইহা নাহি জানে কিসে কৈছে কিবা হয়॥ মনে কি করিব কাযে কোন ব্যবহার। বাক্যে বা করিব কিবা কেমন প্রকার॥ এ তিনের কার্য্য সদা গ্রাম্য ব্যবসায়। করে এক বলে এক সিদ্ধদেহপ্রায়॥ ইহা-তেই যেবা কিছু করেন আপন। আমি সিদ্ধ আমাসম আছে কোন্ জন॥ এই দেহে পরিশ্রম সাধন প্রকার। শাস্ত্র-অনু-সারে হয় কহি বার বার॥ মনে কৃষ্ণ কাযে গুরুবাক্যেতে বৈষ্ণব। যেই জানে যার হয় হেন অনুভব॥ কায়মন সহায় হয় বচন একত্রে। তবে যে লিখিয়ে দোষ না বুঝি তাহাতে॥

বচন যাঁহার রুদ্ধ কর্ণে নাহি শুনে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সেই জানিল কেমনে॥ জড়প্রায় হইলে সেই কোথা কোথা যায়। হেন অপরাধে রক্ষা ভাগ্যে কেহ পায়॥ সাধনে পাইব যেই ইহা মনে জানে। গ্রন্থকর্ত্তা লিখে ইহা কারণাকারণে॥ প্রাকৃতের প্রায় জীব জানে আপনাকে। অপরাধ গীড়া নাহি বাধয়ে তাহাকে॥ সত্যবুদ্ধি করে কৃষ্ণে ধর্ম্মের আচার। গুরু-আজ্ঞা যাহে নাহি করিব বিচার॥ জানিব বৈষ্ণবধর্ম্ম এক সম হয়। হেন জনে প্রেমভক্তি অন্তরে জন্ময়॥ জানিব আপন মনে নহে আচরণ। শাস্ত্র সাধুবাক্য সদা করিব শ্রবণ॥ বিষয় সংসার ভোগ করি কত দিন। সকল ছাড়িয়া শেষে হব উদাসীন॥ আশ্রমির প্রতি কহেন হেন ব্যবহার। শ্রীদাস-গোসাঞি আজ্ঞা হয় সর্ব্বসার॥ মলপ্রায় তেজিল সকল সুখভার। হেন অধিকারী কোথা নাহি দেখি আর॥ ত্যাগ কৈল অসার সার চৈতন্যচরণ। পাষাণের রেখা যার ক্রিয়া আচরণ॥ আর এক কহি শুন আপন মনেরে। ইহাতে প্রবেশ চিত্ত না হয় অন্যেরে॥ মোর ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন। সে চরণ-সঙ্গে যাই মোর হেন মন॥ নিবেদন কৈনু কৃপা করিল আমারে। সঙ্গে যাই বহু সুখ জন্মিল অন্তরে॥ রাজপথে পথে যান দুঃখ নাহি জানি। মুঞি ছার প্রভুর এ করুণা বাখানি॥ যে দিবসে যাই উত্তরিলা বৃন্দাবনে। প্রেমে গর গর মন কিছু নাহি জানে॥ কত শত ধারা বহে নয়ন বহিয়া। শ্রীরূপগোসাঞির কুঞ্জে উত্তরিলা গিয়া॥ কত প্রীতি কৈল

গোসাঞি ঠাকুরাণী পাঞা। দর্শন করান সব আপনে যাইঞা॥ সকল গোসাঞি মেলি একত্র হইঞা। যেই স্থানে যেই লীলা সব দেখাইঞা॥ গোবিন্দ গোপীনাথ দেখে মদনমোহন। নয়নে দেখয়ে ভাবে গর গর মন॥ মহামহোৎসব কৈল সামগ্রী করিঞা। ভক্ষণ করিলা সব গোসাঞি বসিঞা॥ পাপ-চক্ষে দেখিয়াছি সেই রূপ সব। গৌরাঙ্গের প্রায় রূপ করি অনুভব॥ সে মুখের বাক্য শুনি পরাণ বিদরে। নয়নে দেখিলে রূপ কেমনে পাশরে॥ এক দিন ঠাকুরাণী কুঞ্জে ত বসিঞা। রূপগোসাঞিকে কিছু কহেন বসাঞা॥ সনাতন লোকনাথ গোপালভট্ট নাম। আমারে শুনাহ কার কি গুণ আখ্যান। গোসাঞি কহেন আমি আছি যে বসিঞা। কহিতে লাগিলা গুণ ঈষৎ হাসিঞা॥ সনাতন মোর জ্যেষ্ঠ মোর প্রভুসম। তাঁর গুণ কি কহিব মুঞি জীবাধম॥ ইহাঁ স্থানে মোর শিক্ষা কৃপা করেন অতি। লোকনাথ অতি-বিরক্ত মহাশুদ্ধমতি॥ কঠোর বৈরাগ্য যার দ্বিতীয়সঙ্গহীন। চৈতন্যের প্রিয় অতি পণ্ডিত প্রবীণ॥ এই গোপালভট্ট দেখ সর্ব্বগুণবান্। মোর অতি বন্ধু হন গৌর প্রাণ॥ ভূগর্ভ আচার্য্য ইহার নাহি গুণ সম। গদাধর-পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম॥ সবে মেলি দয়া করেন প্রভুর সম্বন্ধে। তিঁহ প্রীতি করেন মোর গুণের নাহি গন্ধ॥ ঠাকুরাণী। কিবা দিব নিজপরিচয়। জগতে আমার সম অধম নাহয়॥ ঠাকুরাণী কহে শুনি বচন তাহার। চৈতন্যের

শক্তি তুমি জানিল নির্দ্ধার॥ তোমা দেখিবারে মোর ইহাঁ আগমন। আনুষঙ্গি নয়নে দেখিনু বৃন্দাবন॥ কিবা লীলা-গ্রন্থ তুমি করিলা বর্ণন। শুনাইঞা তাহা সুখী কর মোর মন॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিদগ্ধমাধব। দানকেলিকৌমুদী আর ললিতমাধব॥ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল কোন্ অভিপ্রায়। কিরূপে কেমন ক্রম বর্ণন তাহায়॥ ভাগবতে নাহি সেই লীলার বর্ণন। শুনিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মোর মন॥ সকল গোসাঞি আসি বসিলা একক্ষণে। ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিলা গ্রন্থবিররণে॥ কহিতেই মাত্র গোসাঞি জানিল সব কথা। শ্রবণ করিলে যায় অন্তরের ব্যথা॥ গোসাঞি আনিল গ্রন্থ আপনে যাইঞা। পড়িতে লাগিলা জীব আসনে বসিঞা॥ ঠাকুরাণী শুনি ভাবে গরগর মন। গোসাঞি সকলে মিলি করেন শ্রবণ॥ "রাধা আদি সখীগণ একত্র হইঞা। সুবর্ণ-মুকুট মাথে যায়েন চলিঞা॥ নবনীত ক্ষীরিসা দধি দুগ্ধ সর মাথে। দুই দিকে কুঞ্জপথ সখীগণ সাথে॥ আপনে আসিঞা কৃষ্ণ তথা দান সাধে। মাথায় কি লঞা যাও দান দেহ রাধে॥ হাস পরিহাসবাক্য সখীগণ মেলি। বলাৎকারে কৃষ্ণ তাহা খাইল সকলি॥ রাধিকা বলেন কৃষ্ণ নিবেদিয়ে আমি। বৃন্দাবনে কুঞ্জে রাজা হইলা যে তুমি॥ ললিতা বলেন কৃষ্ণ সব বাহিরাব। কন্দর্পরাজার স্থানে যখন যাইব॥ রাধিকা বলেন আমি বৃষভানুসুতা। আমি কি না জানি তোমার নন্দ হন পিতা॥ গোধন রাখহ বনে মুরলী বাজাও। গোপীগণের

দধি দুগ্ধ লুঠ করি খাও॥ হস্ত দিয়া গোপী-অঙ্গে কহ সব কথা। সব রঙ্গ দূর হবে শুনিলে রাজা কথা॥ আর লাজ কেনে রাধা জিতে কি পাশরি। কুঞ্জকে প্রবেশ কৈল অভিমান করি॥ করিলা মুরলীধ্বনি সুমধুর স্বরে। শুনি রাধা গোপীগণ কর্ণ মন হরে॥ বাহ্য হৈল ললিতাকে কহেন রাধিকা। ত্রিজগতে কৃষ্ণপ্রিয়া আছে কে অধিকা॥ ললিতা কহেন আমি ভালে ইহা জানি। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও সর্ব্বত্র বাখানি॥ শুনিয়া বিশাখা কহে মোর মনে লয়। মুরলী-সমান প্রিয় কেহ নাহি হয়॥ কৃষ্ণের অধরামৃত সদা করে পান। ধ্বনি শুনি গোপীগণের হরয়ে পরাণ॥ বিশাখাকে কহে রাধা এ বোল শুনিঞা। মুরলী জনম হব শরীর তেজিঞা॥ গোবর্দ্ধন-কল্পতরু যাই সেই জানে।" সব মনোরথসিদ্ধি করে সেই খানে॥ শ্রীরূপের ব্যাখ্যা শুনি বসি ঠাকুরাণী। ভাবের বিকারে কান্দি গড়ি যায় ভূমি॥ কহিব বা কি মাধুরী কহিতে কে পারে। প্রেমের বিষয় যার অক্ষরে অক্ষরে॥ সে মুখের বাক্য কিবা কোকিল জিনিঞা। শুনিতে শুনিতে প্রাণ যায় বাহিরাঞা॥ এই মতে কথো দিন যায় বৃন্দাবনে। মদনমোহন দরশনে গেলা আর দিনে॥ ত্রিভঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন। বিড়ম্বি কামের ধনু ভুরুর নর্ত্তন॥ দর্শন করে ঠাকুরাণী মনে বিচারয়। ঠাকুরাণী বামে নাহি সুখ নাহি হয়॥ যখন দর্শনে যান মনেতে ভাবয়। বামে ঠাকুরাণী নাহি বিচার করয়॥ তাঁহার মনের কথা জানে কোন্

জন। মন জানে অন্তর্যামী মদনমোহন॥ সেই রাত্রে মদন-মোহন কহে হাসি হাসি। "কি বিচার কর জাহ্নবা কহ শেষে বসি॥ দেশে যাহ মনে কিছু অন্য না করিবে। মনের বিচার যেই সিদ্ধ সব হবে॥ কমনীয় বিগ্রহ এক প্রকাশ করিঞা। প্রমাণ করিহ উচ্চ কহে বিবরিঞা॥ শীঘ্র আসিয়া মোরে করিবে মিলন। তবে মনোরথসিদ্ধি বাঞ্ছিতপূরণ॥ দুঃখ না ভাবিহ মনে সর্ব্বত্র মঙ্গল। এই মোর মনঃকথা কহিনু সকল॥ আজি হৈতে তোমার পথ করিব নিরীক্ষণ। কবে আসি ঠাকুরাণী করাবে মিলন॥" ঠাকুরাণী উঠি নিজ-মনে বিচারয়। কেমনে ঠাকুর-আজ্ঞা কিসে সিদ্ধ হয়॥ অস্তব্যস্ত হৈল চিত্ত কিছু না বোলয়। উপজিল দুঃখ মনে কে তাহা সহয়॥ আর দিন কহে সব গোসাঞির স্থানে। রাধাকুণ্ড দর্শন করি আসিব তিন জনে॥ সম্মতি করিল সভে বিলম্ব যেন নয়। হেন সুখ বিচ্ছেদ জানি প্রাণ কি করয়॥ প্রাতঃকালে ঠাকুরাণী যাই কুণ্ডতীর। দর্শন করিয়া চিত্তে কিছু হৈলা স্থির॥ রঘুনাথদাস-গোসাঞি আছিলা বসিয়া। সেই ঠাঞি ঠাকুরাণী উত্তরিলা গিয়া॥ দণ্ডবৎ কৈলে ঠাকুরাণী কৈল সম্ভাষণ। তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥ কবিরাজ যাই তাঁহা করিল প্রণাম। অনেক প্রকারে তারে করিল সম্মান॥ সেই স্থানে বসি কৃষ্ণকথা-আলাপনে। পরিক্রমা করি কুণ্ডে রহিলা সে স্থানে॥ এক দিন রাত্রিশেষে আছেন বসিয়া। কি ভাব হইল মনে উঠয়ে হাসিয়া॥ মুঞি নিবেদন কৈল প্রভুর চরণে।

কুণ্ডের মহিমা কিছু কহ দীনজনে॥ ভাল ভাল বলি তিঁহ কহিলা আমা-প্রতি। লীলার শ্রবণ কর হৈয়া শুদ্ধমতি॥ রাধাকৃষ্ণের লীলা লাগি এই বৃন্দাবন। স্থান, কৃষ্ণ, লীলা তিন এক সম হন॥ বিশেষতঃ এই কুণ্ড রাধিকাসরসী। ইথে অদ-ভুত লীলা কৃষ্ণের প্রেয়সী॥ মধ্যাহ্নকালের কথা কহিল শ্রীমুখে। কহিতে কহিতে ভাসে প্রেমানন্দসুখে॥ পুনঃ নিবেদন কৈনু প্রভুর চরণে। শুনিতেই সাধ হয় কহে কৃপা মনে॥ কৃষ্ণ নিত্য, স্থান নিত্য, যতেক প্রেয়সী। কিরূপে কাহার প্রাপ্তি কহেন প্রকাশি॥ অপরাধ নহে চিত্তে হও সাব-ধান। কোন্ স্থানে কোন্ লীলা কেমন বিধান॥ কৃষ্ণের যতেক লীলা বুঝনে না যায়। পড়িলে রূপের গ্রন্থ সব আছে তায়॥ না পড়িলে গুরুমুখে করেন শ্রবণ। শ্রদ্ধান্বিত জন-মুখে শুনি দৃঢ় মন॥ দিবানিশি রাধাকৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে। কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করে তবে মনে॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সতত বিহার। এই নিত্য লীলা গোচর না হয় কাহার॥ পর-কীয়া এই লীলা আশ্চর্য্য ব্যবহার। সখীগণ জানে গোচর না হয় কাহার॥ এক সন্দেহ মোর আছয়ে হৃদয়। কৃপা করি কহিবারে যদি আজ্ঞা হয়॥ অতি-কৃপাবান্ হৈল জিজ্ঞাসিতে মন। শ্রীমুখে কহিল সেই এই বৃন্দাবন॥ বৃন্দাবন কুণ্ডতীর অষ্ট ক্রোশ শুনি। তাথে হৈতে দুই ক্রোশ গিরিবর জানি॥ ইহা হৈতে সঙ্কেত অষ্ট ক্রোশ পরিমাণ। দুই ক্রোশ নন্দীশ্বর সভে করে গান॥ যাবট হয়েন এক ক্রোশ তথা হৈতে। দণ্ড

পরিমাণ তাঁহা আসিতে যাইতে ॥ কেমনে গমন করে সহ-চরীগণ। কেমনে বা তদাশ্রিতজনের গমন ॥ বহু দিন হৈতে শুনিতে আছে মোর মন। নহিলে সাধক কিবা করিব স্মরণ ॥ কৃপা করি কহে শুন নিত্যানন্দদাস। যেই যেই স্থানে সদা কৃষ্ণের বিলাস ॥ পদ্মপ্রায় যেন বৃন্দাবনের ঘটন। শাস্ত্র-বাক্য আছে মহাপ্রভুর স্থাপন ॥ মুদিত প্রকাশ হৈল দুই ত প্রকার। বিলাসে মুদিত হন লীলায় বিস্তার ॥ এইরূপে হয় সব গমনাগমন। তদাশ্রিত যেই তাঁর হয় এই মন ॥ যোগ-মায়াবলে ইহা ঘটনা আছয়। যাঁহার গমন সেই কিছু না জানয় ॥ ইহাতে কেমন হব সিদ্ধ ব্যবহার। মোরে কৃপা করে হেন কে আছয়ে আর ॥ এই লীলা নিত্য কৃষ্ণ নিত্য পরিবার। এই সিদ্ধ সাধনসিদ্ধ কৃপাসিদ্ধ আর ॥ মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পারিষদগণ যত নিত্য পরিবার ॥ এই যে কহিল নিত্য পারিষদগণ। গুরুপদাশ্রয় নাই মন্ত্রাদি গ্রহণ ॥ মাত্র যার যেই যূথ সে শক্তি ধারণ। লালসা দর্শন সেবা এই সবার মন ॥ তবে যে সাধন করে সেই সিদ্ধ পথ। বৈষ্ণবসাধন সেই কহিল সম্মত ॥ বৈষ্ণব কেমনে সিদ্ধ হইবে সাধনে। কৃপা করি কহ সব তার বিবরণে ॥ নিজ-অঙ্গে সাধ-নাঙ্গ করিব পালন। বহু অঙ্গ লিখেন রূপ যাথে সিদ্ধ হন ॥ চল তোমায় শুনাইব তাঁর মুখে যাঞা। কত বা আনন্দ হবে তোমার শুনিঞা ॥ চৈতন্যের নিজ-শক্তি কৃপা সেই ধরে। সেই বলে লক্ষ গ্রন্থ করিল বিস্তারে ॥ বর্ণন করিয়া রূপ

করিলা গ্রহণ। সর্ব্বত্র করিল সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন॥ দেখিয়া আইলা সব তাঁর যত গণ। চৈতন্যের দত্ত ভূমি দিল বৃন্দাবন॥ শুনিতে তাঁহার দৈন্য বসিয়া আছিলে। দৃঢ় হয় কৃষ্ণ-প্রেম অন্তরে রহিলে॥ শুনিয়া প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া। ঠাকুরাণী পদ দিল মাথায় তুলিয়া॥ আর দিন কুণ্ডতীর হৈতে আগমন। রঘুনাথদাস-প্রতি কহেন বচন॥ হাতে ধরি কহে সব আত্মবিবরণ। বহুজন্ম ভাগ্যে হয় তোমার দর্শন॥ কবিরাজ সেইস্থানে বসিঞা আছিলা। ঠাকুরাণী তাঁরে বহু মর্য্যাদা করিলা॥ তেঁহ কহে কি কহিব না জানি বিনয়। চৈতন্যচরণ দেহ তুমি দয়াময়॥ সাধ করি নিবেদিল তোমার চরণে। গৌরপদ-প্রাপ্তি মাগো যে হইল অধমে॥ জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি। দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥ ঠাকুরাণী কান্দে রঘুনাথ-হাতে ধরি। রঘুনাথে জানিবেন নিজভৃত্য করি॥ বিষয়ির ঘরে জন্ম বাসো লাজভয়। কি গুণে চৈতন্যপদ দিবেন অভয়॥ এক দিন না করিনু চরণসেবন। তথাপি চরণ মাগো হেন দীনজন॥ ঠাকুরাণী কহে ছাড় মোরে বিড়ম্বন। দৈন্যদ্বারে আমার শোধন কর মন॥ মুঞি দীন না ছুইনু প্রেমভক্তিকথা। না জানি কি লাগি জন্ম দিলেন বিধাতা॥ পুনর্ব্বার আমি যেন দেখিয়ে সবারে। মনোরথসিদ্ধি হয় কৃপা কর মোরে॥ কুণ্ডকে প্রণাম করি করে নিবেদন। নিজ-তটে বাস দিবে এই মোর মন॥ এই মত সেই স্থানে বিদায় হইঞা। রঘুনাথ কান্দাইয়া যান আপনে

বনে গোসাঞি কুঞ্জে আসি। সকল কুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল বসি॥ দুই দিনে সেইরূপে সবার মিলন। মদনগোপাল যাঞা করিল দর্শন॥ রাত্রে ঠাকুরাণী গোসাঞি বসিঞা একত্রে। চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ কি লিখিলে গ্রন্থে॥ কিরূপে করিব তাঁর ভজনে মর্য্যাদ। কিরূপে তাহাতে রতি নহে অপরাধ॥ গোসাঞি বসিয়া সব কহে বিবরিয়া। ঠাকুরাণী শুনি চিত্তে আনন্দিত হৈয়া॥ আর দিন ঠাকুরাণী সব গোসাঞি মেলি। দেশ যাইবার কথা কহিলা সকলি॥ শুনিয়া গোসাঞি সবার দুঃখ হৈল মনে। বিধিরে কি দিব দোষ ছাড়িয়া জীবনে॥ মদনমোহন দর্শনে যান সবে মিলি। নয়নে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখিল সকলি॥ দেশ যাইবার আজ্ঞা হউক আমার। খসিয়া পড়িল শ্রীঅঙ্গের পুষ্পহার॥ পূজারী আনিয়া দিল ঠাকুরাণী হাতে। প্রণাম করিয়া লয় আপন গলাতে॥ আজ্ঞা হউক শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ। পুনঃ পুনঃ ঠাকুরাণী করে নিবেদন॥ সেইরূপে আইলেন আপন বাসাতে। হেন সঙ্গভঙ্গ হয় দুর্দ্দৈব হইতে॥ প্রাতঃকাল হৈল আসি বিদায় সময়। যার যেই মনের বাক্য সবে নিবেদয়॥ সকল গোসাঞি মেলি যান সঙ্গে সঙ্গে। কতেক উঠিল তাহা বিরহতরঙ্গে॥ গোবিন্দ-দর্শন করি বিদায় হইলা। দাঁড়াইয়া ঠাকুরাণী কহিতে লাগিলা॥ লোভ হয় তোমাদিগের দর্শন করিতে। হেন সুখে দুঃখ বিধি দিল মোর চিতে॥ সবে কৃপা করি কর অভীষ্টপূরণ। পুনর্ব্বার

শীঘ্র আসি দেখিয়ে চরণ॥ সনাতনগোসাঞি কহে করিয়া বিনতি। কৃপা কি করিবে মোরে অতি-দুষ্টমতি॥ চৈতন্য-চরণ দিতে ধর শক্তি বল। অসাধনে গেল কাল জীবন বিফল॥ ঠাকুরাণী কহে কর দৈন্যসম্বরণ। সতত বাঞ্ছিয়ে তোমার কৃপাবলোকন॥ রূপে কহে ঠাকুরাণী চাহিয়া নয়নে। দৃষ্টি করি দেহ মোরে গৌরাঙ্গচরণে॥ লোকনাথ কহে অনাথ নাহি আমা হৈতে। কি গুণে গৌরাঙ্গ কৃপা করিবেন আমাতে॥ পরমকৃপালু তুমি গৌরপ্রেমে সুখী। না ছুইল প্রেম মোরে জন্ম হৈলাম দুঃখী॥ কি জাতীয় দুঃখ সবার হইল বেদনা। যার যে মনের দুঃখ জানে সেই জনা॥ ঠাকুরাণী কহে সবে কর অবধান। আমার মনের বাঞ্ছা কর সমাধান॥ পুনর্ব্বার দর্শন করিহ কৃপাবানে। হেন দশা আর মোর হবে কোন্ দিনে॥ বৃন্দাবনে আসি তোমা দেখিব নয়নে। কান্দিতে কান্দিতে সবে করেন গমনে॥ পশ্চাতে আসিয়া রূপ করে নিবেদন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য পাঠাইবেন বৃন্দাবন॥ ঠাকুরাণী কহে শ্রীনিবাস আছেন দেশে। হেন পাত্রে গৌরপ্রেম রাখিবেন শেষে॥ অবশ্য করিব যাইয়া তাঁর অন্বেষণ। পাঠাইয়া দিব শীঘ্র তাঁরে বৃন্দাবন॥ এত বলি ঠাকুরাণী করিলা গমন। পথে সভার গুণ কহে যার সেই মন॥ এক দিন পথে আমি নিবে-দিনু পায়। বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পাব কেমন উপায়॥ পাদোদক সাধনের ধরে মহাবল। মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে

সকল॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু যেবা জিজ্ঞাসিলে। কেমনে বিশ্বাস সেই কি হয় করিলে॥ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ পাদোদক পান। বৈষ্ণবের ভুক্তশেষ সেই গূঢ়াখ্যান॥ গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠ ভজন এই শরীরে প্রকাশ॥ গুণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের করিব ভজন। জানে নাহি তিঁহ যেন জানি ইহার মন॥ বৈষ্ণবের হাতে তুলি না দিব এখন। ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন॥ লাভ লাগি সাধন করি সর্ব্বত্র ইহা হয়। পূর্ব্ববাক্য নহে এই সাধন যায় ক্ষয়॥ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-আজ্ঞা আছয়ে সে সার। যেবা কেহ না মানিবে বাক্য নাহি আর॥ প্রভু-আজ্ঞা পাদোদক কেহ জানি লয়। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে দুঃখ হয়॥ ছল করি লয় কেহ প্রভু নাহি জানে। গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করেন বারণে॥ পরমবিশ্বাসী কালিদাসমহাশয়। সর্ব্বদেশী বৈষ্ণবের পাদোদক লয়॥ ভুক্তশেষ সভার লয় প্রভু ইহা জানে। নিজ-মুখে তার গুণ প্রভু করেন গানে॥ সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে। অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা খাইতে॥ তিন অঞ্জলি খায় প্রভু লাগিলা কহিতে। ভয় হৈল না দিল আর ভক্ষণ করিতে॥ প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিত্তে। সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাতে॥ অন্যজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়। গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয়॥ গুরুমাত্র কৃপা করি দিবেন শিষ্যেরে। এই বাক্য শাস্ত্রদ্বারে নিষেধ না করে॥ এইমতে ঠাকুরাণী

পথে আগমন। কত কৃষ্ণপ্রেম তাহে আনন্দিত মন॥ এক দিন আজ্ঞা মোরে করে ঠাকুরাণী। বিবাহ না কর বাপু মোর বাক্য মানি॥ সংসার কালকূট করি লিখে মহাজন। অমৃত বলিয়া তারে বলে কোন্ জন॥ মায়াতে মোহিত চিত্ত সব পাশরায়। সহস্র সাধন করে বৃথা হঞা যায়॥ ভক্তিবাদ হয় লিখে যে কার্য্য করিলে। উপেক্ষিলে ইহা লাগি হাসিবে সকলে॥ অনাসক্ত হয় কৃষ্ণকৃপা বলবান্। প্রাপ্তি লাগি আশ্রয় করি শ্রীগুরুচরণ॥ কেহ এই দেহে পায় কেহ দেহান্তরে। মধ্যে মধ্যে কণ্টক কেনে উপজে অন্তরে॥ সাধনসিদ্ধ হয় তার যোগ্য যেই জন। তাহা সে মিলয়ে ভাব তদাত্মকগণ॥ বৈষ্ণব গোসাঞি বাপু কৃষ্ণ পরিকর। তাঁহা প্রতি নির্দ্দম্ভমাত্র করিবে অন্তর॥ যেন গুরু তেন কৃষ্ণ তেমতি বৈষ্ণব। লাভ থাকিলে তাতে করিব অনুভব॥ বৈষ্ণবের ভক্তি কেহ করয়ে গ্রহণ। কেহ কনিষ্ঠ করি জানে আমি গুরুজন॥ এমন যাঁহার মন বিচার করয়। তাহারে ত গুরুকৃপা কোন কালে নয়॥ দেখিলে শুনিলে মনে বহু গুণ হয়। অনুভব থাকে যদি মনে বিচারয়॥ এই মতে ঠাকুরাণী দেশেতে গমন। শুনি বীরচন্দ্ররায় করিল দর্শন॥ যে দিবসে ঠাকুরাণী খণ্ডে বাস হয়। যতেক হইল সুখ নয়নে না রয়॥ সেই সে দিবসে প্রভু আইলা সেই স্থানে। দণ্ডবৎ করি বহু করে নিবেদনে॥ জিজ্ঞাসিল বৃন্দাবনের আনন্দসকল। কহিতে কহিতে ঠাকুরাণী হইলা বিকল॥ নর-

হরি শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন। আনন্দে ভাসয়ে কারো নাহি বাহ্য মন॥ ঠাকুরাণী কহে নরহরি শুনহ বচন। শ্রীনিবাস কে আছে তারে পাঠাও বৃন্দাবন॥ প্রাতঃকালে বিদায় হৈঞা গৃহকে গমন। নরহরি আদি করি চলিলা তখন॥ মোরে আজ্ঞা হৈল বাপু যাও নিজ-ঘর। যে আজ্ঞা করিল তাহা পালিহ অন্তর॥ এই সব সঙ্গসুখে রহ সর্ব্বদায়। সেই সে করিবে যাতে আমার সহায়॥ যখন যাইবা যথা লোক লৈঞা যাবে। কখন আমার সঙ্গে আনন্দে থাকিবে॥ ঠাকুরাণী গেলা আমি রহি এই স্থানে। আর যে প্রসঙ্গ তার হৈল কথো দিনে॥ এক দিন নরহরি সঙ্গে এক জন। শ্রীনিবাস নাম তার পুরুষরতন॥ নয়নে দেখিল বালক অতি-সুন্দর হয়। রঘুনন্দন আদি সুখ পাইল অতিশয়॥ ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল থাক কোন্ গ্রামে। চাখন্দিতে বাস মাতা পিতা সেই স্থানে॥ ভাল হৈল অহে বাপু যাও বৃন্দাবন। শ্রীরূপের আজ্ঞা এই করহ পালন॥ ঠাকুরাণী গিয়াছিলা শ্রীবৃন্দাবন। দিবস কতক হৈল গৃহে আগমন॥ তিঁহ কহিলেন মোরে তোমার প্রসঙ্গ। আছয়ে গৌরাঙ্গ-আজ্ঞা না করিবা ভঙ্গ॥ নয়নে দেখিলাঙ সেই দিন শ্রীনিবাস। আজ্ঞা করিল যেন হইল প্রকাশ॥ লিখিনু তাহার গুণ আজ্ঞা বলবান্। পূর্ব্বে লিখিয়াছি পরে যে আছে আখ্যান॥ মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস। আউলিয়া বলি তাঁকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥ দেশে হৈতে গেলা তেঁহ শ্রীবৃন্দাবন। প্রেমাবেশে দিবানিশি করেন ভ্রমণ॥ শ্রীগোপালভট্ট-

স্থানে গেলা এক দিন। দশা দেখি তাঁহার করিল অভ্যুত্থান॥ জিজ্ঞাসিল দেশের মঙ্গল সমাচার। জিজ্ঞাসিলে গোসাঞি কহেন বার বার॥ আপনে জানহ এক জিজ্ঞাসি তোমারে। শ্রীনিবাস-আচার্য্য কে জানহ তাঁহারে॥ গড়ের হাটে ভ বাস ঠাকুর-মহাশয়। কহ কহ শুনি হউক আনন্দ-হৃদয়॥ যাহা জানি শুনিয়াছি যার যেই কথা। সকল নিবেদন কর যেমন ব্যবস্থা॥ গোসাঞি তাঁহার স্থানে শুনেন সব বসি। কহে এক বাক্য উঠে একবার হাসি॥ বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥ আচার্য্যের সেবক রাজা শ্রীবীরহাম্বীর। শ্রীব্যাস-আচার্য্য আদি পরম-গম্ভীর॥ গ্রামে বাস আচার্য্যের রাজা করিয়াছে। গ্রাম ভূমি সামগ্রী যত রাজা যে দিয়াছে॥ এই ফাল্গুন মাসে তিঁহ বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তাঁর যতেক কহিলা॥ অপত্যাদি নাহি হয় গোসাঞি কহিলা। শুনি ঋতুমতী হৈলা এই নিবেদিলা॥ গড়ের হাটের কথা নহে অতি-দূর। ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি প্রচুর॥ গৌরাঙ্গের সেবা কৈল বড় মহোৎসব। বৈষ্ণব-সেবন করে গৃহে তেজি সব॥ উদাসীন হন তিঁহ জগতে বিখ্যাত। অধিক না জানি আমি কহিল সাক্ষাৎ॥ মৌন করি রহিলেন না বলিল আর। স্খলৎ স্খলৎ বাক্য কহে বার বার॥ এই মত বৃন্দাবন দর্শন-আনন্দে। কতক দিবসে দেশে আইলা স্বচ্ছন্দে॥ তিঁহ আসি উত্তরিলা খণ্ডে ত গমন। শ্রীরঘুনন্দন আগে কহিল বিবরণ॥ সেই মত গেলা তিঁহ

ঈশ্বরীচরণে। বৃন্দাবনের যত সুখ কৈল নিবেদনে॥ যতেক গোসাঞির কথা ক্রমে জিজ্ঞাসিল। শুনিতে শুনিতে মনে আনন্দ বাঢ়িল॥ পুনরায় গেলা রাজস্থানে আগমন। যে দেখিল কহে রাজা করেন শ্রবণ॥ জিজ্ঞাসিল গোসাঞি-জীউ কেমন আছয়। একবার কহে পুনঃ আর নিবেদয়॥ প্রণাম করয়ে রাজা করি যোড়কর। ভাগ্য হবে কবে দেখিব নয়ন-গোচর॥ তাঁর সঙ্গে রাজা যান ঠাকুরের স্থানে। আদর করিয়া ঠাকুর বসি একাসনে॥ আউলিয়া কহে আচার্য্য করেন শ্রবণ। নিজ-প্রভুর বার্ত্তা শুনি আনন্দিত মন॥ কিছু জিজ্ঞাসিলা গোসাঞি আপনার স্থানে। হাসিয়া হাসিয়া কহেন সব বিবরণে॥ প্রসঙ্গে কহিনু পাণিগ্রহণ করিলা। উঠিয়া আসন হৈতে দণ্ডবৎ হৈলা॥ পুনঃ পুছি কি কহিলা গোসাঞি তাহাতে। স্খলৎ স্খলৎ বাক্য লাগিলা কহিতে॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে করি হায় হায়। আপন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায়॥ আজ্ঞা নাহি প্রভুর করিল হেন কার্য্য। কহিতে প্রভুর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধার্য্য॥ ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন। আর কি দেখিব সেই যুগলচরণ॥ শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দ্দয়। মোর সেই প্রভু জীবনমরণে নিশ্চয়॥ সেই দিন হৈতে ভাবিত হৈল নিজ-মন। প্রভুর অগ্রেতে কিবা কহিব বচন॥ শুন শ্রোতাগণ যেই হইয়াছে কথা। পাছে এই বাক্য শুনি কেহ পায় ব্যথা॥ নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তিমন্ত চৈতন্যের প্রেম। শ্রীনিবাসরূপে পৃথিবীতে হৈল জন্ম॥ তথাপি গুরুর

প্রতি মহাভয় মনে। মর্য্যাদাস্থাপন কে করয়ে তাহা বিনে॥ শ্রীরূপের শক্তি তিঁহ জানিহ নিশ্চয়। প্রাকৃত লোকের মত তার মত নয়॥ যে কহিল যে হইল তেন মত লিখি। সেই মত বিরক্ত সদা আসিয়াছি দেখি॥ এই যে লিখিল গ্রন্থে যতেক বৃত্তান্ত। প্রভুর চরণ মোর শরণ একান্ত॥ জীবন-আধার মোর শ্রীমুখ-বচন। তাহা লিখি সেই আজ্ঞা করিয়ে পালন॥ ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ। তার পদরেণু আমি করিয়ে ধারণ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর প্রথম বৃন্দাবন গমন, গোস্বামিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও গোস্বামিগণের গ্রন্থ শ্রবণ শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমনের যুক্তি, পুনশ্চ গৌড়ে গমন ইত্যাদি বর্ণনময় ষোড়শ বিলাস সম্পূর্ণ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

সপ্তদশ বিলাস।

———০ঃ*ঃ০———

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাহৃদয়॥ জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় ভক্তরাজ। যাহা হৈতে চৈতন্যের সিদ্ধ সব কাজ॥ গৌরপ্রিয় ভক্তগণ গৌর যার প্রাণ। জয় জয় শ্রীনিবাস গুণের নিধান॥ জয় জয় নরোত্তম জয় প্রেমরাশি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরূপ গৌর পরকাশি॥ লিখিব অপূর্ব্ব বাক্য প্রেম-রসপূর। সেই বলে লিখি আজ্ঞা হইল প্রভুর॥ যে আনিল প্রেমধন এই অবনীতে। সাধ হয় এই গুণ বর্ণন করিতে॥ গৌরকৃপা তাঁর বল বুঝন না জায়। কারো গুণে কারো দেহে জগত ডুবায়॥ গৌড়দেশে আসিয়াছে দুই মহাশয়। পালয়ে গুরুর বাক্য সাধন করয়॥ এক দিন বৃন্দাবনে জীবগোসাঞি স্থানে। গৌড়বাসী এক বৈষ্ণব করিলা গমনে॥ তারে সব জিজ্ঞাসিল মঙ্গল সমাচার। শুনিঞা গোসাঞিচিত্তে আনন্দ অপার॥ শ্রীনিবাস নরোত্তমের কি গুণ আখ্যান। কি করয়ে কোন স্থানে করে গুণ গান॥ বৈষ্ণব কহেন প্রভু নিবেদি চরণে। শুনিল বৈষ্ণবমুখে দেখিল নয়নে॥ রাজা বীরহাম্বীর মল্লভূমি বিষ্ণুপুর। তারে কৃপা করিলেন আচার্য্যঠাকুর॥ রামচন্দ্র কবিরাজ গোবিন্দ সহোদর। তাহারে করিল কৃপা সর্ব্বগুণধর॥ ঠাকুরমহাশয় খেতরি নামে গ্রাম। আপনে গৌরাঙ্গরায় যাঁহে বিরাজমান॥ হেন সেবা

পরিপাটী বৈষ্ণবসেবন। ত্রিভুবনমধ্যে আর না আছে এমন॥ ঠাকুর হইতে প্রীতি বৈষ্ণবে বিশেষ। প্রেমরসে মত্ত লোক ডুবি গেল দেশ॥ তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজ গুণবান্। কিবা সেই স্থিরপ্রীতি যেন এক প্রাণ॥ আচার্য্য-ঠাকুর কভু খেতরি গমন। কভু বিষ্ণুপুর কভু বুধরি যাজি-গ্রাম॥ বৃন্দাবন আসিতে খেতরি দেখি আইল। এক মুখে কি কহিব এই নিবেদিল॥ আনন্দ হইল যাঞা লোকনাথ-স্থানে। বৈষ্ণব আছেন সঙ্গে কহে সব গুণে॥ শুনিঞা গোসাঞি ভাসে আনন্দসাগরে। এত ভক্তি জন্মিল নরোত্ত-মের অন্তরে॥ আমি কি বলিব সেই তোমার কৃপাতে। এত বলি দুই গোসাঞি লাগিলা কান্দিতে॥ তেন মতে গোপালভট্ট শুনিল বচন। মোর কিবা দায় তোমার কৃপা বল-বান্॥ শ্রীনিবাস-শিষ্য হয় রামচন্দ্র নাম। একবার দেখি যাই জুড়ায় নয়ন॥ হেন কালে সব বৈষ্ণব গৌড়কে গমন। শুনি সব গোসাঞি আনন্দিত মন॥ পূজারি ঠাকুরের শিষ্য কৃষ্ণদাস নাম। অত্যন্ত বিরক্ত সেই মহাগুণবান্॥ ভূগর্ভ ঠাকুর-শিষ্য নাম রামদাস। এই স্থানে দুই জনে বৃন্দাবনে বাস॥ একসঙ্গে গৌড়দেশে করিল গমন। তেন মতি করিব জগন্নাথদরশন॥ সকল গোসাঞি মেলি বিদায় সময়। যার যেই মনোবাক্য সকল কহয়॥ লোকনাথ গোসাঞি কহে বৈষ্ণবের স্থানে। প্রথমে ত বিরাজিবে শুনহ বচনে॥ নরো-ত্তমের স্থানে এই কহিবে বচন। যেন মত আজ্ঞা তেন করিবে

পালন ॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছি করি আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্রে সাবধান যেন নহে অপরাধ ॥ শ্রীজীবগোসাঞি কহে হইয়া কাতর। তোমা না দেখিয়ে আর নয়নগোচর ॥ বৃন্দাবনে প্রেমবৃক্ষ আপনে জন্মিল। খেতরি যাইঞা তাহা ফলিত হইল ॥ খেতরি হইল খেতি সর্ব্বজন খায়। অন্য দেশবাসী কত বান্ধি লঞা যায় ॥ কহিবে জীবের নামে প্রেম আলিঙ্গন। তোমার বিচ্ছেদে অন্ধ হইল নয়ন ॥ যাইয়া চাহিবা শীঘ্র ভোজন করিতে। অপরাধ বলি ভয় না করিহ চিত্তে ॥ আচার্য্যের প্রতি মোর প্রেম আলিঙ্গন। যতেক হইল সুখ নহে বিস্মরণ ॥ তেন মতে দক্ষিণদেশ করিবে গমন। শ্যামানন্দ প্রতি মোর কহিবে বচন ॥ করুণা করিবে বহু মোর প্রয়োজন। আচার বিচার ধর্ম্ম বৈষ্ণবসেবন ॥ শ্রীভট্টগোসাঞি কহে নরোত্তমস্থানে। বহু প্রীতি করি মোর দিবে আলিঙ্গনে ॥ রামচন্দ্র প্রতি কৃপা মোর আশীর্ব্বাদ। নয়নে দেখিয়ে বাপ হেন হয় সাধ ॥ শ্রীনিবাস প্রতি আশীর্ব্বাদ বহু মতে। একবার নয়নে দেখি আসিবে সাক্ষাতে ॥ পুনর্ব্বার আসিবে এথা নয়নে দেখিয়া। আনন্দ পাইব যার যে গুণ শুনিয়া ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া বৈষ্ণব হইলা বিদায়। বৃন্দাবন মনে করি পথে চলি যায় ॥ এই মত পথে চলি যায় কত দিনে। দেশে যাই দুই বৈষ্ণব বিচারয়ে মনে ॥ দুই জনে নাহি জানে কোথা গড়ের হাট। সেই দেশী লোকস্থানে জিজ্ঞাসিল বাট ॥ পুছিতে পুছিতে গেলা সেই দেশ যথা। যাইয়া নয়নে দেখি অদভুত

তথা ॥ যত লোক কৃষ্ণগান করেন ভজন। দেখিয়া দেখিয়া যান আনন্দিত মন ॥ প্রণাম করিয়া অত্যন্ত করয়ে আদর। কৃপা কর আমার যে হয় এই ঘর ॥ কতেক বিনয় করে হইয়া কাতর। দেখিতে দেখিতে সব আনন্দ অন্তর ॥ খেতরি আইলা যথা গৌরাঙ্গ আছেন। স্ববস্ত্র সহিত তথা প্রণাম করেন ॥ দুই মহাশয় বসি দেখিল নয়নে। দেখিয়া উঠিয়া আইলা ছাড়িয়া আসনে ॥ জলপাত্র লইয়া কহে আসনে বসাইয়া। পাদ ধোয়াইতে দোঁহে প্রস্তুত হইয়া ॥ কাতর হইয়া কত কহিল বচন। নিজহাতে করি জল ধুইল চরণ ॥ কতেক পিরিতি কৈল কতেক বিনয়। হেন পাদদর্শনে হয় ভাগ্যের উদয় ॥ কি কহিব বাক্য আর না আইসে বদনে। কতক্ষণ থাকি তবে কৈল নিবেদনে ॥ জিজ্ঞাসিল কিবা নাম দুই মহাশয়। নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ হয় ॥ লোকনাথ গোসাঞি আজ্ঞা যেমত আছিল। সেই মত করি তাঁরে সকল কহিল ॥ উঠিয়া প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। কতেক কান্দিল নিজ প্রভু স্মরিয়া ॥ রামচন্দ্র প্রতি বাক্য ভট্টগোস্বামির। শুনিতেই মাত্র চিত্ত হইলা অস্থির ॥ ঠাকুর মহাশয় প্রতি শ্রীজীব-বচন। শুনিতেই মাত্র কত করিলা রোদন ॥ দোঁহে গলাগলি কান্দি বাহ্য নাহি হয়। কতেক কহিল শ্লোক প্রার্থনার চয় ॥ বাহ্য হইলে নিবেদয় শুন মহাশয়। শীঘ্র যাব ভোজন করি যদি আজ্ঞা হয় ॥ উঠিয়া যাইয়া কিবা কহে পূজারিবে। শীঘ্র চাহেন দুই বৈষ্ণব ভোজন করিবারে ॥

তেঁহ কহেন ভোগ প্রস্তুত গৌরাঙ্গঠাকুরের। যে আজ্ঞা হয়েন বাক্য কহিল মনের॥ আসিয়া আপন হাতে স্থান করিলেন। শীঘ্র উঠ ভোজন করহ মুখে কহিলেন॥ সভয় হইল চিত্ত কাঁপে নিজ-মন। শ্রীজীবের আজ্ঞা আছে কি করি এখন॥ জলপাত্র লইয়া ভোজন করিল আসিয়া। আমরা ভোজন করি দেখ দাঁড়াইয়া॥ পূজারিকে কহে আনি দেহ অন্ন ব্যঞ্জন। ক্ষীর বড়া দধি আনি কর পরিবেশন॥ তিঁহ আনি দেন বসি করেন ভোজন। যতেক খায়েন তত আনন্দিত মন॥ আচমন করি আজ্ঞা মাগয়ে তাঁহারে। শীঘ্র যাব এই আজ্ঞা হউক আমারে॥ বিনয় করিয়া কহে আজি রহিবার। কালি যাবেন পদ্মাবতী হইবেন পার॥ অতিভয় হৈল বাক্য না আইসে বদনে। বসিয়া জিজ্ঞাসে নিজ বসাইয়া আসনে॥ কহ দেখি মোর প্রভু কেমন আছয়। কোন রূপে কোন স্থানে তাঁহার আলয়॥ নরোত্তম বলি মনে আছয়ে তাঁহার। মোর মনে নাহি হেন মুঞি দুরাচার॥ নরোত্তম নাথ বলি কান্দয়ে বিস্তর। কাষ্ঠ পাষাণ এই মোর কলেবর॥ সে দর্শন সেই আজ্ঞা সব পাশরিয়া। পড়িয়া রহিলাঙ ভবকূপে ত মজিয়া॥ মোর পরিত্রাণে আর আছে কোন জন। হা হা প্রভু লোকনাথ আমার জীবন॥ তবে প্রশ্ন করি কহে শ্রীজীবসোসাঞি। কতেক করিলা কৃপা মোর মনে নাই॥ গোসাঞি কৃপা করেন মোরে কি গুণ দেখিয়া। কতেক কান্দয়ে সেই মনে ত করিয়া॥ রামচন্দ্র কহে

ঠাকুর কহ মুখে শুনি। মোরে কিবা রূপ গোসাঞি জানিলা আপনি॥ মোর দরশন সেই যুগলচরণ। মোর মনে প্রভু বলি নাহিক স্মরণ॥ আমা সম পতিত জগতে কেহ নাই। হেন কৃপা হইবে দেখিব কবে যাই॥ অনেক কান্দিয়া কহে ঠাকুর মহাশয়। শ্রীভট্টগোসাঞি কহ সুখেত আছয়॥ আমারে কহিল যেহঁ সব বিবরিয়া। এতেক কান্দেন সব গুণ সঙরিয়া॥ সে দিন রহিলা তাহা কত সুখ পাঞা। রাত্রে গৌররায় কহে নরোত্তমে যাঞা॥ পাঠাইল জীব তোমার বুঝিবারে মন। বৈষ্ণবে খাইলে মোর হইল ভোজন॥ পুনর্ব্বার কেনে ভোগ লাগাইলে জানি। মর্য্যাদা আছয় তাহা শাস্ত্রবাক্য মানি॥ প্রাতঃকাল হৈল বৈষ্ণব জিজ্ঞাসিল কথা। নিশ্চয় কহ ত মোরে আচার্য্য আছেন কোথা॥ দুই মহাশয় কহে দিন কতক হৈল। এই স্থান হৈতে রাঢ়ে গমন করিল॥ খাজিগ্রামে আছেন যাও পাইবে যাইঞা। বিদায় হইলা দোহেঁ প্রণাম করিঞা॥ বিদায়ের কালে কত করিলা বিনয়। এই পদমাত্র মোর আছয়ে আশ্রয়॥ ভয় পাইয়া গ্রামের বাহিরে যাইঞা। শতেক প্রণাম কৈল কোমর খুলিঞা॥ যতেক দেখিল তাহা কি কহিব মুখে। মোরে না ছুইল গায় জন্ম গেল দুঃখে॥ গুরুতে এমন প্রীতি জন্মিবে কাহার। বৈষ্ণবে ত হেন প্রীতি না শুনিব আর॥ কিবা জানি গোসাঞি মোর চিত্ত শোধিতে। এই ছলে পাঠাইল ইহাঁরে দেখিতে॥ মরণে জীবনে লাগি রহিল হিয়ায়।

হেন কৃপা কর যেন রহে সেই পায়॥ দুই জনে সেই গুণ গাইতে গাইতে। কাটোয়া আসি মহাপ্রভু দেখিল আনন্দেতে॥ লোকে জিজ্ঞাসিয়া গেলা যাজিগ্রাম যথা। আছেন ঠাকুর গৃহে আছয়ে সর্ব্বথা॥ গ্রামের ভিতর যাঞা পাইল সেই স্থানে। বসিয়া আছিলা ঠাকুর উত্তম আসনে॥ উঠি প্রণাম করি কহে শুনহ বচন। কোথা হৈতে আপনকার হৈল আগমন॥ যখন কহিল মুখে বৃন্দাবন নাম। উঠি মাথে দুই হাতে করেন প্রণাম॥ শ্রীভট্টগোসাঞি কৃপা যখন কহিল। ভূমিতে পড়িয়া কত প্রণাম করিল॥ প্রভু না পাশরিল মোরে মুঞি পাশরিয়া। এই যে সংসারকূপে রহিল পড়িয়া॥ অনেক ভকতি কৈল নেত্রে বহে জল। শ্রীজীবগোসাঞির কহিল প্রেম আলিঙ্গন॥ গোসাঞির কৃপাবাক্য করিয়া শ্রবণ। অনেক কান্দিলা তাঁর করিয়া স্মরণ॥ তেঁহ মোর প্রভু আর নাহি ত্রিজগতে। কত রূপে কৃপা মোরে কৈল পাঠাইতে॥ যতেক হইল সুখ জানয়ে যে মনে। সব সম্ভরিয়া ঠাকুর করেন রোদনে॥ প্রভুর প্রেষিত তুমি তুল্য আমি জানি। অনেক কহিলা তাঁরে সবিনয় বাণী॥ আর দিনে প্রাতঃকালে কৈল নিবেদন। আজ্ঞা হউক আমারে যাইব পুরুষোত্তম॥ বিদায় হইঞা পথে করিলা গমন। যতেক পিরিতি কৈলা হইল স্মরণ॥ কবে হেন দশা হবে না জানি আমার। পাঠাইল দম্ভচিত্ত শোধন করিবার॥ সহজেই নিজদেহে হেন নাহি হয়। ইহা দেখি মোর মনে আশ্চর্য্য লাগয়॥

এত দেখি নাহি শাস্ত্রে নাহি শুনি কথা। না শুনিল মোর কানে জন্ম গেল বৃথা॥ যাইতে যাইতে গেলা দক্ষিণদেশ সীমা। যাইতে যাইতে শুনে এ সব মহিমা॥ সব লোক কৃষ্ণ ভজে নাহি কোন দুঃখ। দেখিয়া আনন্দে আমার ভরিল সে বুক॥ এক গ্রামে যাইয়া দেখে অনেক বৈষ্ণব। জিজ্ঞাসিল তা সভারে কার শিষ্য সব॥ শ্যামানন্দ কৃপা কৈল মুঞি অধমেরে। কতেক করিল প্রীতি দুই বৈষ্ণবেরে॥ তারে কহে আইলাঙ ভাই বৃন্দাবন হৈতে। শ্যামানন্দ স্থানে গোসাঞির আজ্ঞা আছে যাইতে॥ কোথা আছেন কহ তিঁহ আমরা যাইব। যে আছে মনের কথা তাঁহারে কহিব॥ তোমরা দুই বৈষ্ণব চল আমার সহিতে। পথে চলি যাইব কথা শুনিতে শুনিতে॥ যাই উত্তরিলা গ্রামে যথা শ্যামানন্দ। গ্রামের লোক দেখি সব হইল আনন্দ॥ সেই মতে উত্তরিলা শ্যামানন্দস্থানে। প্রণাম করেন উঠিয়া হইতে আসনে॥ তাঁর শিষ্য মুরারিদাস নয়নে দেখিল। জল লইয়া সাক্ষাতে আসি দাঁড়াইয়া রহিল॥ পদ ধোয়াইল গুরুর সম্মুখে বসিয়া। বহু প্রীত কৈল গুরু শিষ্যেতে বসিয়া॥ তবে জিজ্ঞাসিল কোথা হৈতে আগমন। বৃন্দাবনে শ্রীজীবস্থানে হৈতে আগমন॥ অনেক করিল গোসাঞি প্রীতি আশীর্ব্বাদ। এই মোরে আজ্ঞা আছে নহে যেন বাদ॥ যেন গুরু তেন শিষ্য না দেখিল আর। দুই বৈষ্ণব রাত্রে বসি করেন বিচার॥ কতেক প্রণাম কৈল কতেক বিনয়। আমা সম পতিত অধম কে আছয়॥ সে চরণ

পাশরিয়া রহিলু মাতিয়া। তথাপি করেন কৃপা অধম জানিয়া॥ আহা মরি মরি করি করয়ে রোদন। সে দুই চরণ মোর স্মরণ মনন॥ শ্যামানন্দে সেই কৃপা হইবে কোন দিনে। গুরু কান্দে শিষ্য কান্দে গড়ি যায় ভূমে॥ কতেক কহিব মুরারি দাসের পিরিতি। কত গুণে হেন বৈষ্ণব জন্মিয়াছে ক্ষিতি॥ মোর মন হৈল, ক্ষেত্র না যাইব আর। বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাই মনের বিচার॥ না রহিল সেই স্থানে প্রভাতে বিদায়। গুরু শিষ্য পায়ে পড়ি ভূমিতে লোটায়॥ দিন কথো রহ ঠাকুর সাধ হয় মনে। সব তাপ দূর করি দেখিয়ে চরণে॥ কহিল তাহারে ঠাকুর কৃপা কর মোরে। হেন আজ্ঞা হউ যাই বৃন্দাবন দেখিবারে॥ খরচ দিলেন মোরে করিয়া যতন। কহিবেন আমা সম নাহিক অধম॥ হেন কবে হবে আজ্ঞা করিব পালন। মাতিলু সংসাররসে পাশরি চরণ॥ শত মুদ্রা মোর হস্তে দিল যত্ন করি। কহিলেন সেই পদ যেন না পাশরি॥ কতেক বা শ্যামানন্দের শিষ্য মুরারিদাস। কোথাও না দেখি বৈষ্ণব সেবার বিশ্বাস॥ যাইয়া আপন চিত্তের করিল শোধন। শুনিয়া গোসাঞি সব মিলিয়া রোদন॥ পৌষ মাস হৈল আসি আচার্য্য যাজিগ্রামে। অস্বাস্থি হইল মাতা ভাবে মনে মনে॥ জরাদেহ অস্বাস্থ্যতে কথো দিন গেল। মাঘ মাসে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহার হইল॥ ভাবিত হইল চিত্ত মহোৎসব লাগি। অনেক সামগ্রী কৈল দিবা রাত্রি জাগি॥ বিষ্ণুপুরে রাজা স্থানে পত্র পাঠাইল। বহু লোক

দ্বারে সামগ্রী কতেক আইল॥ অনেক মহান্ত আইল অধিকারী কত। বৈষ্ণবের লেখা নাই আইল শত শত॥ রঘুনন্দন সুলোচন ঠাকুর খণ্ডবাসী। আচার্য্যের প্রতি কথা কহে হাসি হাসি॥ যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে। পাণি গ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে॥ আচার্য্য কহেন প্রভুর আজ্ঞা নাহি মোরে। এই লাগি ভয় মোর হয়ে ত অন্তরে॥ রঘুনন্দন কহে এই পরমার্থ নহে। ভয় হয় গুরু আজ্ঞা হেলন হয় যাহে॥ তবে তাঁর আজ্ঞা যেই করিল গ্রহণ। সম্বন্ধ করিল উত্তম দেখিয়া ব্রাহ্মণ॥ মহোৎসব পূর্ণ হৈল আনন্দ অন্তর। বিদায় হইয়া গেলা যথা যার ঘর॥ হেন কালে দুই ঠাকুর বিচারিল মনে। অতিযত্ন কৈল তাঁর বিবাহকারণে॥ আচার্য্য করিল মনে না করিলে নয়। যে আজ্ঞা বলিয়া ঠাকুর রঘুনন্দনে কয়॥ অনেক হইল সুখ সুলোচন মনে। বিচার আছিল তাকি আনিল ব্রাহ্মণে॥ যাজিগ্রামবাসী বিপ্র নাম গোপালদাস। তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র শ্রীনিবাস॥ তুমি গ্রামের ভূমিক আমরা এই স্থানে। এক স্থানে রহি বড় সাধ আছে মনে॥ তেঁহো যাই ভ্রাতা সহ বিচার করিল। বৃন্দাবন নাম তার সম্মতি হইল॥ বৈশাখমাসে তৃতীয়াতে বিবাহ হইল। কন্যাকে দেখিয়ে সবে আনন্দ পাইল॥ কন্যার দুই ভ্রাতা শ্যামদাস রামচরণ। তারে পড়াইল আচার্য্য করি অতিশ্রম॥ অনেক সেবক হৈল অনুশিষ্য আর। স্থানে স্থানে গ্রামে

গ্রামে ব্যাপিল সংসার॥ কখন এ স্থানে রহে কভু বিষ্ণুপুর। খেতরি বুধরি যান আনন্দ প্রচুর॥ তার কথোদিনে বাঢ়ে আছে এক গ্রাম। গোপালপুরবাসী রঘুচক্রবর্ত্তী নাম॥ তার কন্যা পরম সুন্দরী গুণবান্। মনে কৈল পিতা ঠাকুরে মোরে করে দান॥ ঠাকুরের যোগ্য মোর এই কলেবর। ভাগ্য করি মানে মনে আনন্দ অন্তর॥ পিতারে কহিল যদি কর অবধান। অচার্য্যঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান॥ তেঁহো শুনি ধন্য মানে জীবন আপনার। দর্শন করিব হেন হইবে আমার॥ চক্রবর্ত্তী নিবেদিল ঠাকুরের স্থানে। পদ্মাবতী নামে কন্যা সমর্পিব চরণে॥ হাঁসিলা ঠাকুর হৈল আনন্দ অন্তরে। তেন মতে বিবাহ কৈল আসি তার ঘরে॥ তাহারে লইয়া গেলা বিষ্ণুপুরের বাড়ি। ত্রিজগতে নাহি হেন পরম সুন্দরী॥ দুই পত্নে মহাপ্রীতি পরমার্থ বলবান্। কখন কখন আইসেন যাজিগ্রাম॥ পঞ্চ বিংশতি বৎসর হৈল বয়ঃক্রম। অপত্য নহিল সবে ভাবে মনে মন॥ বড় পত্নী ভাবিত হইয়া দিবানিশি। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিল সকল বিশেষি॥ দৈবজ্ঞ কহিল অল্পদিনে পুত্র হব। তাহা যে হইল ইহা এখনে লিখিব॥ এক প্রভু আসি নিত্যানন্দের নন্দন। রাজার বাড়িকে তেঁহো করিলা গমন॥ রাজা বহু ভাগ্যমানি বাসা দিল ঘরে। অনেক সেবন করে আনন্দ অন্তরে॥ আচার্য্য ঠাকুর শুনি আইলা দর্শনে। দণ্ডবৎ কৈল প্রেমে প্রেম আলিঙ্গনে॥ বিচার করয়ে রাজা আপন অন্তর। মোর

প্রভু সম অঙ্গ কে আছে সুন্দর॥ ইহোঁ প্রভুর পুত্র ভুবন-মোহন। কিবা গৌরাঙ্গের রূপ ভাবে মনে মন॥ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করি নিল নিজ ঘর। ভাগ্য করি মানে আচার্য্য গৃহ পরিকর॥ ভক্ষণ লাগিয়া অতি হইলা চঞ্চল। জল-পান কারাইল নিষ্টান্ন বহুতর॥ রন্ধন কারণ জিজ্ঞাসিল গোসাঞিরে। শীঘ্র যাঞা পাক করুন আজ্ঞা হয় যারে॥ গোসাঞি কহেন তবে আচার্য্য ঠাকুরে। তোমার কনিষ্ঠা পত্নী পাক যাঞা করে॥ ঠাকুর কহিল যাইয়া নিজ অন্তঃ-পুরে। তোমারে কহিল গোসাঞি পাক করিবারে॥ যে আজ্ঞা বলিয়া আইলা গোসাঞির স্থানে। মোর ভাগ্য হউক সাক্ষাতে করিব প্রণামে॥ অনেক করিল পাক ব্যঞ্জন অপার। ফল মূল ভাজা আদি কতেক প্রকার॥ ক্ষীর অন্ন চারি পাঁচ করিল রন্ধন। গোসাঞিরে তবে ঠাকুর করে নিবেদন॥ রন্ধন প্রস্তুত চলুন ভোজন করিতে। ভোজনে বসিলা সোসাঞি আত্মবর্গ সাথে॥ আচার্য্যেরে বসাইলা আপন দক্ষিণে। ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করেন ভোজনে॥ অনেক ভক্ষণ কৈল আনন্দ কৌতুকে। কিছু কৃষ্ণ-কথা কহ বলেন আচার্য্যকে॥ এই মতে গৌরলীলা ঠাকুর কহিলা। আর না খাইলা গোসাঞি আনন্দে ভাসিলা॥ আচমন করিয়া আসি বসিলা আসনে। সেবাইতে তাম্বূল দেন করেন ভক্ষণে॥ মালা পুষ্প চন্দন লঞা দুই ঠাকুরাণী। নিরখে প্রভুর অঙ্গ-শোভা নিজে ভাগ্য মানি॥ গোসাঞির অঙ্গে ঠাকুর দিলেন

চন্দন। মালা গলে দিয়া কহে মধুর বচন॥ আমার কতেক ভাগ্য গণিব সংসারে। বীরচন্দ্র-প্রভুর পদ আইল মোর ঘরে॥ আপনে গোসাঞি হস্তে ঠাকুরের গায়। চন্দন লেপেন মাল্য দিলেন গলায়॥ আচার্য্যের পত্নীর কথা গোসাঞি পুছয়। ইহার কনিষ্ঠা ইহাঁর পদ্মানাম হয়॥ পুত্র কন্যা কিবা হয় গোসাঞি পুছিলা। হইব তোমার কৃপায় ঠাকুর কহিলা॥ তোমার সিদ্ধ কলেবর প্রভুর নিজ-শক্তি। পঙ্গু কুব্জা এই গর্ব্ভে জন্মায়ে সন্ততি॥ হাসিঞা গোসাঞি কহে শুনহ আচার্য্য। পুত্র জন্মিবে শাখায় ব্যাপিবে সব রাজ্য॥ আজি হৈতে গৌরাঙ্গপ্রিয়া ইহার নাম হয়। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গর্ব্ভ হইব তনয়॥ চর্ব্বিত তাম্বূল তাঁরে দিলেন হস্ত ধরি। সেই দ্বারে আপনার শক্তি যে সঞ্চারি॥ ভক্ষণ করিল আগে দণ্ডবৎ করি। আর দিন যাত্রা কৈল পিরিতি আচরি॥ এক স্বর্ণমোহর দিল বস্ত্র এক খান। এক যোড় পট্টবস্ত্র দিল পরিধান॥ তার দশ দিন অন্তে গর্ব্ভের সঞ্চার। দুই মাসে কানাকানি করে লোক আর॥ এই মত দশ মাস অন্তে পুত্র হৈল। পিতা মাতা নয়নে দেখি আনন্দ পাইল॥ ঠাকুর লিখেন পত্র গোসাঞির স্থানে। যে দিন পুত্রের জন্ম সব বিবরণে। বহু সেবা কৈল ঠাকুর সুখ পাইয়া মনে॥ শুভ দিন করি হরি-নাম দিল কাণে॥ অন্নপ্রাশন কৈল ছয় মাস অন্তে। যজ্ঞো-পবীত দিল সুখ হৈল চিত্তে॥ চলিবার কালে দক্ষিণ পদ বক্র-গতি। জানা নাহি যায় অঙ্গ কন্দর্পমুরতি॥ নাম দিল গোবিন্দ

গতি গোসাঞি আপনে। পিতা মাতার সুখ অতি আনন্দিত মনে॥ ত্রয়োদশবর্ষে আচার্য্য গোসাঞি আনাইঞা। প্রযত্ন করিল মন্ত্রগ্রহণ লাগিঞা॥ গোসাঞি কহেন মোর এ গতি গোবিন্দ। তুমি মন্ত্র দেহ তাথে আমার আনন্দ॥ তুমি চৈতন্যের হও প্রেমপরকাশ। তুমি আমি এক কহিয়ে তাথে করিবে বিশ্বাস॥ আমি নিত্যানন্দের শক্তি তুমি চৈতন্যের। তুমি আমি এক বস্তু অগম্য অন্যের॥ আমার এই আজ্ঞা যেবা করিব অন্যথা। তারে চৈতন্যের কৃপা নহিব সর্ব্বথা॥ এতেক বচন যদি গোসাঞি কহিলা। শুনিঞা ঠাকুর প্রেমে অস্থির হইলা॥ গোসাঞি তাঁরে ধরি প্রেম আলিঙ্গন করি। কহিতে লাগিলা দৈবজ্ঞ আন শীঘ্র করি॥ দিবস গণিয়া লও কর সুখতর। ইহার মঙ্গলে হবে আনন্দ অন্তর॥ মন্ত্র উপদেশ কর আমি শীঘ্র যাব। শ্রীমতীর আজ্ঞা আছে বিলম্ব না করিব॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি দৈবজ্ঞ আনিল। উত্তম দিবস গণি আচার্য্যে কহিল॥ আচার্য্যঠাকুর বহু সামগ্রী করিয়া। মন্ত্র দিল গোবিন্দেরে বামে বসাইয়া॥ মন্ত্র গ্রহণ করি আসি বসিলা বাহিরে। শ্রীবীরচন্দ্র-গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করে॥ তেঁহ শ্রীচরণ দিলা মস্তক উপরে। চিরজীবী হও বলি আশীর্ব্বাদ করে॥ মহোৎসব করি গোসাঞিরে বিদায় করিল। বহুত সামগ্রী দিয়া দণ্ডবৎ কৈল॥ গোসাঞি প্রীতি পাই কহে আচার্য্যের প্রতি। বহু শিষ্য হইবে তোমার বহুত সন্ততি॥ বিদায় হইয়া গোসাঞি করিলা গমন। আচার্য্য

বসি গোবিন্দেরে করান শিক্ষণ ॥ বীরচন্দ্র কৃপা আচার্য্যের মন্ত্র বলবান্। দিনে দিনে হৈলা তেঁহ মহা তেজীয়ান্ ॥ আচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁরে করিল পণ্ডিত। তাঁর শাখাসন্তান হইল জগতে বেষ্টিত ॥ আর যে হইল আচার্য্যের পুত্র সব। তা সভার গুণ লিখে নাহি অনুভব ॥ ইহাঁর গুণেতে লিখি ইহাঁর মহিমা। যতেক হইব গুণ করিতে নারি সীমা ॥ মোর অনুভব নাহি শ্রীমতীর আজ্ঞা বলবান্। যতেক লিখিনু সব জানিয়ে সন্ধান ॥ আচার্য্যঠাকুরের এই কহিল বিবরণ। ব্যতিক্রম নহে ক্রম করিল বর্ণন ॥ নিবেদন করি শুন সব শ্রোতাগণ। এখন লিখি ঠাকুরমহাশয়ের বিবরণ। ঠাকুরমহাশয় দেশে আসি যত কৈল। পরবাক্য আছে পূর্ব্ব সকল লিখিল ॥ এবে যে লিখিয়ে তাঁর ভজনের রীতি। দেখি নাই শুনি নাই বিস্তারল মতি ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত সেবার প্রকাশ। কৃষ্ণরায় ব্রজমোহন পরম উল্লাস ॥ শ্রীরাধারমণ রাধাকান্ত মনোহর। কি জাতীয় সেবা করে আনন্দ অন্তর ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তিন জাতির যেই সেবা। তাহার গুণের কথা তুলনা কি দিবা ॥ শ্রীঅঙ্গের সেবা করে এক জন নিতি। পাক করে এক জন পরম পিরিতি ॥ দালি শাক তরকারি নিষেধ শাস্ত্রের। আতপতণ্ডুল রান্ধে পঞ্চবিংশতি সের ॥ কতেক ব্যঞ্জন রান্ধে ক্ষীর বড়া আর। মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি কতেক প্রকার ॥ দধি দুগ্ধ শর্করা পুরী ঘৃতসম্মিলনে। এই মত নিত্যসেবা করে শুদ্ধ মনে ॥ মুখে বস্ত্র বান্ধি রান্ধে সেবা যেই মত। যদবধি

করে সেবা নহিব তাবত ॥ উষ্ণা চালু রান্ধে অন্য স্থানেতে ব্রাহ্মণ। যাথে যার রুচি বৈষ্ণব করেন ভোজন ॥ পঞ্চ বার আরতি ভক্ষণ ততবার। তাম্বূল চন্দন সেবা কস্তূরী অপার ॥ যত মহোৎসব করেন বৎসরে নির্ব্বন্ধ। এখন লিখিয়ে তার যেমন প্রসঙ্গ ॥ রাধাকৃষ্ণ জন্মতিথি গৌরাঙ্গের জন্ম। সদ্‌গুণ বিশেষ দ্রব্য সেই দিনে হন ॥ যত গোসাঞির অপ্রকট তিথি আর। সঙ্কীর্ত্তন করান ভক্ষণ উপহার ॥ সন্ধ্যাকালে আস্বাদয়ে বৈষ্ণব সব মেলি। সেই রসে মত্ত লোক ভাসিল সকলি ॥ যেন কৃষ্ণ সেবা তেন বৈষ্ণব সেবন। হেন ভক্তি হেন প্রীতি না দেখি কখন। আর কত অভিলাষ কিবা তার নাম। যথা কথঞ্চিত করি সে সব বর্ণন ॥ যেই মত সাধন করিল তেঁহ আর। দেশ বিদেশে খ্যাতি হইল তাহার ॥ তবে যে লিখিয়ে গুরু আজ্ঞা বলবান্। নিজতনু শোধিবারে করি গুণগান ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ সহিত প্রণয়। ভোজন শয়ন স্নান যথা তথা রয় ॥ কিবা বা দোঁহার প্রীতি নাহি শুনি আর। দুই দেহ এক প্রাণ তুল্য নাহি যার ॥ চারি দণ্ড নিদ্রা যান উঠি শীঘ্রগতি। গৌররায়ের দর্শন করেন মঙ্গল আরতি ॥ প্রণাম করিয়া যান বাটীর বাহিরে। দন্তধাবন বাহ্যক্রিয়া যে হয় শরীরে ॥ স্নান করি ভজন-কুটীরে বৈসেন যাঞা। স্মরণ তিলক স্তব পাঠাদি করিঞা ॥ পঞ্চ বার পরিক্রমা ঠাকুর মন্দির। প্রণাম করেন আসি লোটাঞা শরীর ॥ তুলসীতে জল দেন আঘ্রাণ নাসাতে। চরণামৃত পান করেন তুলসী

সহিতে॥ ঠাকুরের ভক্ষণ লাগি ব্যস্ত হয়ে মনে। যেখানে অপূর্ব্ব দ্রব্য লোক দিয়া আনে॥ বসি হরিনাম লয় বাক্য নাহি কয়। পুনর্ব্বার স্নান করি স্মরণ করয়॥ ঠাকুরের ভোজন হৈলে আরতি সময়। বক্ষে দুই হাত দিয়া দর্শন করয়॥ বাঞ্ছা যে তাহার কৃপা রূপনিরীক্ষণ। প্রণাম করিয়া প্রসাদ করয়ে ভক্ষণ॥ বৈষ্ণব সকল লঞা আস্বাদে সকল। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা নেত্রে বহে জল॥ ভোজন সমাপ্তি হৈলে কহে সেবকেরে। সংস্কার করিয়া স্থান লহ অভ্যন্তরে॥ মোর পত্র স্পর্শ যেন কেহ না করয়। সাবধান করে শিষ্যে যেন আজ্ঞা হয়॥ তবে আচমন করি মুখের শোধন। এক খানী হরিতকী করেন ভক্ষণ॥ কবিরাজ করেন বহু তাম্বূল ভক্ষণ। যে বৈষ্ণবের যাথে সুখ আনন্দিত মন॥ ভাগবত গ্রন্থ বিচার দোঁহে কথোক্ষণ। মধ্যে মধ্যে অন্তর্মনা কিছু নাহি কন॥ যখন অবসর তখন লয়েন হরিনাম। এই মত লক্ষ সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ॥ সন্ধ্যাতে আরতি দেখি অগ্রেতে নর্ত্তন। করতালি দিয়া গান রূপনিরীক্ষণ॥ একাদশী প্রবোধনী পূর্ণ মহোৎসব। আর কত রূপ সাধন কত অনুভব॥ কীর্ত্তন হইলে তাহা করেন আস্বাদন। কভু ভাবে গদ গদ করেন নর্ত্তন॥ কবিরাজ সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ আলাপনে। দিবা রাত্রি কখন যায় তাহা নাহি জানে॥ তিলেক বিশ্রাম নাহি সদাই ভজনে। পুন তেন মত হয় হইলে বিহানে॥ গৃহে মাত্র কবিরাজের ঘরণী আছয়। অন্ন বস্ত্রে যে ব্যয় দেন ঠাকুরমহাশয়॥ এক

ভৃত্যসঙ্গে দুই দাসী আছে ঘরে। পুত্র কন্যা আর কেহ নাহিক সংসারে॥ কেহ বলে কেমন প্রীতি দুই মহাশয়। একবাক্য লিখি আর আনন্দহৃদয়॥ কিবা হৈল কবিরাজ পত্নীর এক দিনে। ঠাকুরমহাশয়ে পত্র লিখিল আপনে॥ তাহাতে আছয় বার্ত্তা অনেক বিনয়। একবার দর্শন করি মোর মনে হয়॥ তোমার কবিরাজ তুমি রাখ সেই স্থানে। অবশ্য পাঠাবে গৃহে সাধ হয় মনে॥ ঠাকুরমহাশয় তেঁহ আছেন এক স্থানে। বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আস্বাদনে॥ অবসর পাই কহে কবিরাজ প্রতি। একবার গৃহে যাও আমার সম্মতি॥ কবিরাজ না শুনিল রহে আনমনে। পুনরপি আর দিন কহে বিবরণে॥ আমার শপতি গৃহে যাও একবার। প্রভাতে আসিবে তাথে আনন্দ অপার॥ বৈকালে প্রসাদ পাই গেলা নিজঘর। ঠাকুরমহাশয় অদর্শনে ব্যাকুল অন্তর॥ পাঠাইঞামাত্র তাঁরে ঠাকুরমহাশয়। কারে কিছু না বলিল স্তব্ধ হঞা রয়॥ কবিরাজ পথে যাইতে কত উঠে মনে। কোথাকারে যায় তাহা কিছুই না জানে॥ ঘরে নাহি মন যায় চাহে খেতরি পানে। দিব্য দিল ফিরি গেলে দুঃখ পাবে মনে॥ ওরে মন কোথাকারে যাও কি লাগিয়া। তাহা ছাড়ি কত সুখ পাইবে যাইয়া॥ প্রাণ আছে এথা চলে চঞ্চলের প্রায়। শপতি লাগিয়া রাত্রি বঞ্চিল তথায়॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যাই গৃহ হৈতে। রাসমণ্ডলে উপস্থিত রজনী প্রভাতে॥ পূজারী আরতি করে দেখে কবিরাজ। দর্শন

করেন ঝাঁট দেন করে হেন কাজ। সেই ত সময়ে ঠাকুর আসি বাহির হয়। দর্শন করয়ে আড়চক্ষে নিরীখয়॥ প্রণাম করিয়া চাহে কবিরাজ পানে। ঝাঁট দেন সেই মত হৈয়া আনমনে॥ ঠাকুরমহাশয়ের মুখ চাহেন নয়নে। হেন সুখ ছাড়ি চিত্ত গিয়াছিলা কেনে॥ ইহা বলি ঝাঁটা মারে পৃষ্ঠের উপর। ঠাকুর না দেখে তার নয়নগোচর॥ নিজপৃষ্ঠে হাত দিয়া কহে তাঁরে কথা। কেন হেন কর্ম্ম কর পাই বড় ব্যথা॥ হেন কার প্রীতি আছে কহে কোন জনে। তেন মতি ইহার পৃষ্ঠ ফুলিল তখনে॥ ইহা বলি কবিরাজের পৃষ্ঠে হাত দিয়া। প্রণাম করয়ে তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ দোঁহে গলাগলি কান্দে ভূমে গড়ি যায়। দুই জনে হেন প্রীতি জানে গৌর-রায়॥ রামচন্দ্র নরোত্তম একই জীবন। রামকৃষ্ণ হরিরাম তেন দুই জন॥ কিবা দুই মহাশয় করুণা গম্ভীর। ব্যব-হারসম্বন্ধ নাহি স্পর্শিলি শরীর॥ এক দিন দুই জনে পথে চলি যায়। কৃষ্ণকথা আলাপনে আনন্দ হিয়ায়॥ হেন কালে গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তী। কুলীন ব্রাহ্মণপুত্র মহাদুষ্ট-মতি॥ ইঙ্গিত করিয়া দোঁহায় কহে বাক্যদ্বারে। ব্রাহ্মণ হইয়া হেন কর ব্যবহারে॥ ব্রাহ্মণ হৈতে অধিক গুণ বৈষ্ণবের। কেবা কহে হেন বাক্য আছয়ে শাস্ত্রের॥ তবে দোঁহে কহে তারে না করিহ রোষ। না জানহ হেন গুণ শাস্ত্রে দেহ দোষ॥ ব্রাহ্মণের পৃথক্ কর্ম্ম বৈষ্ণবের আর। কাহারে কহিব কেবা জানয়ে বিচার॥ তোমরাই দুই জন

জিনিলা ত্রিভুবন। এত বলি বিচার করয়ে তিন জন॥ ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ক্রিয়াতে বঞ্চিত। কৃষ্ণ হেন প্রভু যে না জানেন দুষ্টচিত্ত॥ গঙ্গানারায়ণ কহে কি বিচিত্র হয়। গায়ত্রী না জপিলে বিপ্রের অসদ্গতি হয়॥ পড়িলা এতেক শাস্ত্র হৈল এই বুদ্ধি। দুই কুল নাশ কৈলে নাহি তোর শুদ্ধি॥ কহে অহে চক্রবর্ত্তী শুন বিবরণ। ব্রাহ্মণ করি বিদ্যা পড়ে তরয়ে ব্রাহ্মণ॥ কলিযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পার্ষদসঙ্গে সব অবনিকে কৈল ধন্য॥ অনেক উদ্ধার কৈল দীনহীন জন। পাতকী আছয়ে শেষে এ দুই ব্রাহ্মণ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে দুই মহাশয়। গড়ের হাট খেতরিমধ্যে করিল উদয়॥ কহেন তাহার গুণ আপন প্রভুর। কহিতে কহিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥ শুনিঞাছি নয়নে দেখিনু দশা তার। গঙ্গানারায়ণচিত্তে লাগে চমৎকার॥ ভাবিতে লাগিলা কত উঠি গেল মনে। বহু পরিচয় কহয়ে দুই জনে॥ ভাল হৈল যে কহিলা তাহা সত্য মানি। করিব তোমায় আমায় যে বিচার জানি॥ ঘরে চল দুই জন মনে আছে মোর। আমি কহি মিথ্যা কথা সত্য কিবা তোর॥ এত শুনি দুই জন গেলা তার ঘর। ভক্ষণসামগ্রী দিল করিয়া আদর॥ রাত্রে বসি তিনে বহু করিল বিচার। কৃষ্ণপদ বিনে বিপ্রের নাহিক উদ্ধার॥ "মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ" পড়িল প্রমাণ। এই দুই শ্লোকবাক্য কহ দেখি আন॥

তথাহি—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥ ইতি।

ক্রিয়াযোগসারে বাক্য এই মিথ্যা নহে। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ বোল আছে কাহে॥ গুরু করিলে সে বিপ্রের হইবে সদ্গতি। পরিত্রাণ কেবা করে আছে শাস্ত্রে খ্যাতি॥

তথাহি—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞে সুদীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ীচ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

মনে জানি কহে তোমার ধন্য এ জীবন। অসত্যকে সত্য মানি গোঙাইলা জনম॥ আপনার করি মোরে কর অঙ্গীকার। নহে কি এ পাতকীর নাহিক উদ্ধার॥ দেখিলেন সত্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণ। কান্দিতে কান্দিতে কত করিল প্রণাম॥ দোঁহে কহিলেন শুন কহি তোমা প্রতি। প্রভুর চরণে যাই তোমার সঙ্গতি॥ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রাতে চলে তিন জনে। কাতর হইয়া পথে করেন গমনে॥ কি গুণে করিবে দয়া অধন্য জীবন। ভাবিতে ভাবিতে পথে করেন রোদন॥ খেতরি যাইয়া তবে বাড়ীতে প্রবেশ। দেখিয়া গৌরাঙ্গরায় আনন্দ বিশেষ॥ সঙ্গোপনে দুই জনে তাহারে রাখিয়া। ঠাকুর-নিকটে যাই প্রণাম করিয়া॥ ঠাকুর জিজ্ঞাসিল কহ সকল মঙ্গল। সব মনোরথ সিদ্ধি চরণযুগল॥ করযোড় করি বাক্য কহয়ে বিনয়। সাক্ষাতে এক জন আনি যদি আজ্ঞা হয়॥ কিবা নাম কি কারণ কহ সমাচার। চরণদর্শন করে এই কার্য্য তার॥ আন যাই আজ্ঞা কৈল দেখি কোন জন। আনিবারে রামকৃষ্ণ করিলা গমন॥ আগে রামকৃষ্ণ পাছে গঙ্গানারায়ণ। নয়নে

দেখিয়া রূপ করে নিরীক্ষণ॥ প্রণাম করিয়া পড়ি কান্দি বহুতর। মো সম অধম নাহি ভুবন ভিতর॥ জন্মে জন্মে এ হেন শ্রীচরণে বিমুখ। অশেষ পাপের পাপী নিবেদিলুঁ দুঃখ॥ চরণকমল আশ করে হেন জনে। কি গুণে করিবে দয়া পতিত দুর্জ্জনে॥ প্রণাম করিল মাথে দিল নিজ-হাত। তোমারে করুন কৃপা প্রভু-লোকনাথ॥ হরিরাম রামকৃষ্ণ ছিলা সেই স্থানে। লোটাইয়া পড়ে যাঞা দোঁহার চরণে॥ উঠাইয়া কোলে করে করি আলিঙ্গন। তোমার সম্বন্ধে হেন চরণদর্শন॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ আইলা সেই স্থানে। প্রণাম করিয়া পড়ে তাঁহার চরণে॥ তেঁহ কৃপা কৈল অতি জানে প্রাণসম। রামকৃষ্ণ সহোদর তিন এক ক্রম॥ আর দিন রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র কৃপা কৈল। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সকল কহিল॥ উপাসনা যত তত্ত্ব কহিল নির্জ্জনে। তাহার গুণের কথা কহে কোন জনে॥ পড়িতে লাগিলা ভক্তিগ্রন্থ প্রভুস্থানে। অত্যন্ত যোগ্যতা হৈল কৃপাবলোকনে॥ হরিচন্দ্র-রায় তার লিখি কিছু গুণে। আর দিনে আইলা তেঁহ প্রভুর দর্শনে॥ প্রথমে আছিল দস্যু দুষ্টব্যবহার। চরণাশ্রয়ে জন্মিল পরমার্থ তাহার॥ জলাপন্থের জমীদার বড় অধিকার। লিখন না যায় গুণ জন্মিল তাহার॥ ঠাকুর-মহাশয় কৃপা কৈল সেই দিনে। না জানয়ে আন কথা গুরু আজ্ঞা বিনে॥ ভজনে তৎপর বড় দীনব্যবহার। বৈষ্ণবে অত্যন্ত প্রীতি সেবা প্রাণ যার॥ তেঁহ আইলা প্রভুর চরণদরশনে। দ্রব্যের কি লেখা সর্ব্বস্ব করিল

অর্পণে ॥ হরি রামকৃষ্ণ আর গঙ্গানারায়ণ। প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ কি ধর্ম্ম আচার করি আজ্ঞা হয় মোরে। রাধাকৃষ্ণ পদপ্রাপ্তি কেমন প্রকারে ॥ ঠাকুর কহেন বাপু শুন সাবধানে। নিকটে বসাঞা তারে কহে তার স্থানে ॥ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই আজ্ঞা শ্রীরূপের। বহু মত ভক্তি এই আছয়ে অন্যের ॥ একনিষ্ঠা ভক্তি আর কর্ম্ম মিথ্যা কহে। কর্ম্মত্যাগী কৃষ্ণসুখ-রতি হয় যাহে ॥ নিবেদন করোঁ প্রভু কর অবধান। সেবাসার না জানিয়ে কেমন আখ্যান ॥ সংসারতে যাহার নাম কর্ম্মেতে জড়িত। মায়ামোহে পড়ি চিত্ত সদাই পীড়িত ॥ সংসারে রহিলে নহে যে আজ্ঞা হইল। পুনর্ব্বার কৃপা করি আপনে কহিল ॥ যেই সাধনাঙ্গ বাপু কতেক কহিল। সংসারের কর্ম্ম যত তাহাকে ছুষিল ॥ সংসারে অনাসক্তি আসক্তি ধর্ম্ম প্রতি। মহাজন যেই পথ সাধকের গতি ॥ না করিয়ে ভয় যদি করে ব্যবহার। তে কারণে গোসাঞি লিখি ছুই ত প্রকার ॥ শ্রীরূপের ছুই বাক্য দৃঢ় করি মানি। তাহার প্রমাণসিদ্ধ শুনহ বাখানি ॥ সহজেই বস্তু যেই তাতে আছে আর। চৈতন্য নিত্যানন্দের শক্তির সঞ্চার ॥ অদ্বৈতাদি পারিষদ কৃপার ভাজন। সবেই লইল অন্য না করিল মন ॥ মো অতি ছুঃখের মতি সহজেই খল। ভরসা রাখিয়ে সেই চরণযুগল ॥ অদ্বৈতাদি সনাতন প্রাণ রঘুনাথ। ভট্টযুগ লোকনাথ ছুই এক সাথ ॥ সেইরূপে কৃপা করি কহিলেন কথা। কায়মনোবাক্যে মোর সেই সে সর্ব্বথা ॥ সেই মত কহি বাপু আন নাহি

জানি। কারে ভয় গুরু-আজ্ঞা বলবান্ মানি॥ প্রভু জিজ্ঞাসিলে জানি দৃঢ়তর হয়। আজ্ঞা বলবান্ তোর্ কারে আছে ভয়॥ সংসার করিলে চাহি শ্রাদ্ধাদিক ক্রিয়া। বেদবাক্য আছে তাহা ছাড়ে কি করিয়া॥ মাতৃঋণ পিতৃঋণ আছয়ে প্রমাণ। সেই কথা কি হইবে আজ্ঞা কর দান॥ ঠাকুর কহে শ্রীরূপ আজ্ঞা অপেক্ষারহিত। অন্য শাস্ত্রবাক্য কহি শুন দিয়া চিত॥ এই দুই শ্লোকের অর্থ কহে বিবরিয়া। প্রভুরে প্রণাম কৈল সে বাক্য শুনিয়া॥ জনরব বলবান্ এই ত সংসারে। তবে রক্ষা পায় ভক্তি কেমন প্রকারে॥ কবিরাজ কহে অহে শুন বন্ধু সব। ত্যজন গ্রহণ যেই করে অনুভব॥ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য সঙ্কল্প মানস। নিষ্ঠা-ভক্তি নাহি চলে হৈলে তার বশ॥ মর্ত্ত্য যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মত্যাগ। ইহা ব্যতিরিক্ত করে সেই মহাভাগ॥ ভক্তিতে দূষণ আছে যে কর্ম্ম করিলে। সাধন দোষয়ে লোক ইহা শাস্ত্রে বলে॥ এ দুই শ্লোকের করেন অর্থ বিবরিয়া। নিবেদন করে পুনঃ প্রণাম করিয়া॥ কৃষ্ণ-ভজিবারে দোষ দেয় সর্ব্বজন। তাথে সাক্ষী আছে যত ব্রজাঙ্গনাগণ॥ নিন্দাকে বন্দনা করি মানে যেই জন। তবে সে জানিয়ে তার প্রগাঢ় ভজন॥ শুন দেখি বাপু কর্ম্ম করি কি লাগিয়া। সংসারে মুক্ত হঞা স্বর্গভোগ করে যাঞা॥ বৈষ্ণবসেবন করে কৃষ্ণের ভজন। প্রাপ্তি হৈলে বাস তার হয় বৃন্দাবন॥ স্বর্গ বৃন্দাবনে কিবা প্রাপ্তি নিরূপণ। শাস্ত্রভয়ে এই সব করে যেই জন॥ গুরু-আজ্ঞা নাহি এই সব

করিবার। তবে যে করয়ে লোক শাস্ত্রভয় যার॥ রাগমত ভজনের শাস্ত্র কোথা থাকে। লৌকিক বা কোথা থাকে বুঝ আপনাকে॥ যদি আজ্ঞা হয় গুরু শাস্ত্রে কি করয়। জলবৎ তাহে তৃণ করিয়া বাসয়॥ এমন করিলে সিদ্ধি না হয় ভজন। তারে রাগভক্তি বলি বলে কোন জন॥ করয়ে এমন কর্ম্ম বলে রাগ বলি। কিবা গুরু জাতি ধর্ম্ম বিনায় সকলি। রামচন্দ্র-কবিরাজ ঠাকুরমহাশয় প্রতি। এ সব বর্ণন গ্রন্থ কার আছে শক্তি॥ সেই দিনে বর্ণিলা প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। প্রাপ্তাপ্রাপ্ত ভক্তিরস আছয়ে অধিকা॥ শ্রীরূপের সিদ্ধগ্রন্থ তাহার পয়ার। শিষ্যগণ লাগি তাহা করিল প্রচার॥ সর্ব্বত্র বুঝাইল তার সব বিবরণ। শ্রীরূপের বাক্যে এই ভাঙ্গিয়া বচন॥ পুনর্ব্বার কবিরাজ কহে সভা প্রতি। যেমন ভজন হবে শুন মহামতি॥ অনেক করিব শিষ্য নাহি লেখা তার। আপনে করয়ে এক কহে করিবার॥ শ্রীরূপের নিজগ্রন্থে এই যে বচন। আচার্য্যের প্রতি আছে নিষেধ বচন॥

তথাহি—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাং।
ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাং॥ ইতি॥

এই সব শাস্ত্রবাক্য আছয়ে সরস। অনাশ্রয় লোকের ইহা না হয় পরশ॥

তথাহি—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্ভাষবৈশসং॥

এই সব সঙ্গত্যাগ স্পর্শন সম্ভাষণ। নিঃসম্বন্ধ তার সহ না করি ভোজন॥ অনেক আচার্য্য হবে অনেক বৈষ্ণব। কি কার্য্য করিয়া সিদ্ধি কিবা অনুভব॥ কুল ধন নিজৈশ্বর্য্য সতত বাখানে। ভক্তিপক্ষে এই সব রহে কোন স্থানে॥ আচরিব ধর্ম্ম গুরু শিষ্যেরে কহিব। অন্তরায় হৈলে তার কিবা লাভ হব॥ শাস্ত্র সাধু গুরুবাক্য এক যদি হয়। যদি অন্তরায় হয় তাহাকে দোষয়॥ কায়মনোবাক্যে যদি তিনের একতা। কহিল জানিবা এই সঙ্ক্ষেপার্থ কথা॥ পুনঃ নিবেদন করে অন্তরে কাতর। এই যেন সাধনক্রিয়া অত্যন্ত দুষ্কর॥ যদি বা তোমার কৃপা অবধান হয়। তবে এই ছার জীবে সত্য করি লয়॥ জানিল ইহাতে যার ভক্ত অপরাধ। হইলে সাধন তার হয় সব বাদ॥ তেমতি গুরুর বাক্য ইথে বলবান্। কি করিব ভজনবাক্য যদি করে আন॥ সাধনের যেই ক্রিয়া বৈষ্ণব আচার। আজ্ঞা হউ শ্রীমুখে কহেন পুনর্ব্বার॥ সিদ্ধ দেহে স্মরণ লীলাকালে বাস করি। গুরুরূপা সখীসঙ্গে সেবন আচরি॥ যত্র তত্র এই স্থানে সখীগণ মেলি। যার যেই মত সেবা করেন সকলি॥ তার মধ্যে গুরুযূথ সঙ্গিনী হইয়া। সেবন করিব গুরুর ইঙ্গিত জানিয়া॥ জানিবে আপনে সখীগণ পরিবার। সেবাপরায়ণা সখী সঙ্গিনী তাহার॥ দাসীগণ অভিমান সেবন আচরি। তেন মতি জানিব তাহার সহচরী॥ যেই কালে যেই সেবা এই অধিকারী। জানিবেন সেই স্থানে গুরুসম করি॥ ইঙ্গিত জানিয়া সেবা করিব

বিধান। কভু সেবা লালস কভু নিরখে বয়ান॥ বীজন কুঙ্কুম কস্তূরাদি সমর্পণ। যেন মত সখীগণ করেন সেবন॥ সতত গুরুর সেবা সেই কুঞ্জস্থানে। যথাকারে যান তথা করিব গমনে॥ আপনার যেই রতি তারে প্রবেশিব। ধারণ সমর্থা রতি প্রাপ্তি সে হইব॥ সেই রতি পরকীয়া তাহে নিরূপণ। সেই সেবা গুরু আজ্ঞা প্রভুর আস্বাদন॥ নিবেদন এই কালে করোঁ মুঞি ছার। আর যে আছয়ে তাহে লীলার বিস্তার॥ শুনি যে স্বকীয়া বলি কেমন ভজন। তবে হাসি ঠাকুর তারে কহেন বচন॥ নায়কের সুখ আছে অলব্ধ রাধিকা। অতএব পরকীয়া আস্বাদ অধিকা॥ গুরুমুখে শুনিলে যে সিদ্ধ হয় সব। জানিবা সে রাসলীলা গ্রন্থে অনুভব॥ দিবারাত্র রাধাকৃষ্ণ লীলা যেই স্থানে। মিলন বিচ্ছেদ আছে তাহার প্রমাণে॥ সেই ত কতকাল আজ্ঞা হউক মোরে। কহিতে লাগিলা তাহা করিয়া বিস্তারে॥ স্থূল সূক্ষ্ম আছে তার শুনহ কারণ। রূপ রঘুনাথের যেই প্রসিদ্ধ বচন॥ কেহ অষ্টকাল কহে কেহ অন্য কয়। গুরুমুখে শুনিঞাছি তাহার নিশ্চয়॥ পঞ্চকালে শ্রেষ্ঠ রাধা সখীগণ করে। সাধকের সেই মত রাখিবা অন্তরে॥ সেবাপরায়ণ সঙ্গে বাস অনুক্ষণ। আনুষঙ্গ অন্যবাস আছয়ে কারণ॥ ইহা বলি সিদ্ধ নাম দিল সভাকারে। সেই সেবা সেই প্রাপ্তি ভাবিহ অন্তরে॥ সাধারণ কিবা রীতি কহ মোরে শুনি। কহিতে লাগিলা নিজ মুখে ত বাখানি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উক্তি সেই সে ভজন।

শ্রীরূপের মত তাহে আছয়ে মিলন॥ বৈধীরাগ সাধন গোসাঞি জানিবার তরে। বিজ্ঞ সেই জন তাহা রাখিল অন্তরে॥ ইহা না বুঝিয়া কত অন্য অন্য জন। বাখানয়ে কোন মত কহয়ে কেমন॥ যেন গুরুপাদাশ্রয় দেহের ভজন॥ ভাবনাময় দেহে তিন করিব ভজন॥ যেই রতি কৃষ্ণ লাগি যত অঙ্গ করে। রাগানুগা সেই ভক্তি লিখিলেন করে॥ দুই দেহ সিদ্ধ হয় আছয়ে প্রমাণ। ইহা না বুঝিয়া কত করিবেন আন॥ ভক্তিশূন্য দেহ হৈলে প্রাপ্তি তার নাই। দৃষ্ট নহে সিদ্ধদেহ লিখিল গোসাঞি॥ শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ আছে হরিনাম। তেমতি রূপের পঞ্চ নামের বিধান॥ হরিনাম মহামন্ত্র প্রেমের প্রচুর। তাহে দুই পঞ্চ নাম মিশ্রিত মধুর॥ প্রভুর আছয়ে সঙ্খ্যা তিন লক্ষ নাম। এক লক্ষ ভক্তগণে কৈল কৃপাদান॥ শ্রীরূপ করিলা লক্ষ গ্রন্থের বর্ণন। তথাপিও লক্ষ নাম করিত গ্রহণ॥ দাস-গোসাঞির আছে লক্ষ প্রমাণ। এত মত সর্ব্বভক্ত করে হরিনাম॥ গৌরাঙ্গ শ্রীমুখে রূপে কহিল বৈষ্ণবে। লক্ষ নাম সঙ্খ্যা করি অবশ্য করিবে॥ যেন কল্পবৃক্ষ তেন এই হরিনাম। যে লাগি প্রার্থনা করে পুরে মনস্কাম॥ এত শুনি সবে মেলি করিল প্রণাম। মস্তকে চরণ দিয়া হৈলা কৃপাবান্॥ আমি লিখি নিজপ্রভু আজ্ঞা কৈল দান। এইরূপে ক্রমে লিখি যতেক আখ্যান॥ ইথে ভক্তিবিরোধিত হইবে অনেক। শত শত মধ্যে ইথে আছে এক এক॥ কেহ হরিনাম লয় কেহ নাহি লয়। কেহ

দুই এক অঙ্গ করি করে ভয়॥ যার গুরু কহে সাধ্য যতেক সাধন। তার শিষ্য না করেন বুঝিয়া কারণ॥ কেহ মহাজন পথ করিয়া রাখানে। কেহ হায় হায় করে ছাড়িব কেমনে॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি মহাজনের এই সিদ্ধ পথ। কেহ কহে এই নহে হয় আর মত॥ কৃষ্ণের নিগ্রহ এই জানিতে না পারে। এই লাগি সিদ্ধপথ ছাড়িয়া আচরে॥ ছাড়িয়া সাধন করে হেন তুচ্ছ কর্ম্ম। সেহ বহু হেন দেহে স্পর্শে নাহি যম॥ করয়ে সামান্য রতি কৃষ্ণরতি ছাড়ি। মজয়ে তাহাতে চিত্ত সকল পাশরি॥ না করে ভজন-কথা বাঁচিয়া বেড়ায়। নাহি করে নাহি লয় বৃথা জন্ম যায়॥ আর কত হইবেক লেখিবেক যারা। সেই মহাজনের বাক্য মোর গলে হারা॥ মনে জানে মহাজন এ কার্য্য করিয়া। তরাইলা কত শত গেল ত তরিয়া॥ যার পদ আশ্রয় করি জীব বহুতরে। তাহা লিখি সেই জন কার্য্য কিবা করে॥ অধিকারী বৈষ্ণব যত স্বধর্ম্ম আচরে। তবে সে জানিয়ে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করে॥ কেহ বলে ঠাকুর কেহ বড়-মহাশয়। কর্ত্তাস্থানে সেই সব গুণ যদি রয়॥ এইরূপে আচার্য্যের কাল যায় ক্ষয়। না জানয়ে কিসে লাভ কিসে হানি হয়॥ সংসারে যতেক কর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে দোষে। বৈষ্ণব হঞা কর্ম্ম করে ভাল বলে কিসে॥ অধিকারী শত শত শিষ্য হয় যার। আপনাকে সিদ্ধ জ্ঞান সদা ব্যবহার॥ সেবক করিয়া অর্থ আনে বহুতর। না পূজে বৈষ্ণব পরিজন পালে নিরন্তর॥ কৃষ্ণযাত্রা মহোৎসব নাহিক অন্তরে। কুলীন আনিয়া পুত্র

কন্যাদান করে ॥ শতাবধি মুদ্রা দেয় পাত্রের ভূষণ। কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা এই কহয়ে বচন ॥ শাক্ত শৈব যে বর্জিল বলে আপনাকে ! ভাগবতে ক্ষুদ্র দীক্ষা বলায় তাহাকে ॥ তার সহ সম্বন্ধ করে ভক্ষ্যব্যবহার। হইলাঙ বড় কুলীন দম্ভ করে আর ॥ আচরে ঠাকুর সেবা যেন তেন মতে। অন্য দেব আরাধনা মঙ্গলনিমিত্তে ॥ কৃষ্ণকে না ভজে সদা গ্রাম্যকথা কয়। এই মত আছে সদা কাল যায় ক্ষয় ॥ পূর্ব্ব অভিপ্রায় সব করিবেক দূর। কহিব যে পর কর্ম্ম আনন্দ প্রচুর ॥ পরকাল দর্শী যেই তার নহে কথা। এই বাক্য শুনি কেহ না পাইবে ব্যথা ॥ জানিবা পশ্চাতে ইহা নেমত হইব। নিষিদ্ধ যে কর্ম্ম তাথে সাবধান হব ॥ এই সব কর চিত্তে হও সাবধান। শ্রীগুরু বৈষ্ণববাক্য আছে বলবান্ ॥ প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য এই যেন করি। কোনরূপে কারো সঙ্গে যেন না পাশরি ॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবের আগমন, খেতরীতে ঠাকুরমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ, শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ ও শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠাপত্নীর সেবায় তুষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভুর বরদান, গোবিন্দের দীক্ষা, ঠাকুরমহাশয়ের ভজন ও গঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্ত্তীর দীক্ষা বর্ণনময় সপ্তদশ বিলাস সমাপ্ত ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

অষ্টাদশ বিলাস।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ হৃদয় করুণ॥ জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র করুণা অবধি। যে আনিয়া গৌরচন্দ্র বাঞ্ছা কৈল সিদ্ধি॥ জয় জয় গদাধর রসের সাগর। জয় জয় গৌরভক্ত শুন গুণধর॥ বৃন্দাবনবাসী যত আছেন গোসাঞি। কার শাখা অনুশাখা ইহা লিখি নাই॥ যেঁহ ত লিখিলে সেহ শাস্ত্র-দৃষ্ট করি। আমি যে লিখিয়ে প্রভু আজ্ঞা অনুসারি॥ গৌরাঙ্গের শক্তি ধরে মোর ঠাকুরাণী। লিখিয়াছি যত শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি॥ গৌরাঙ্গ কহিল যেন তেন ঠাকুরাণী। তাহা না লিখিনু ইহা মনোবৃত্তি জানি॥ লিখিলে সিদ্ধান্তবাদ অপরাধ হয়। প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য ইথে নাহি ভয়॥ দুই সহোদর ভাই রূপ সনাতন। প্রভু নিজ-শক্তি তাতে করিল ধারণ॥ রূপ সনাতন করে প্রভু পায় ভক্তি। সনাতন রূপে করে মান্য মর্য্যাদা অতি॥ মথুরামণ্ডলে খ্যাতি পণ্ডিত-কাশীশ্বর। রূপ সনাতন প্রতি ভক্তি গাঢ়তর॥ কারণ লিখিয়ে তার লিখি পুনর্ব্বার। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য এই ব্যবহার॥ শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যস্থানে কৈল সমর্পণ। নিজ-মুখ্য শাখা করি করিল গ্রন্থন॥ গদাধর-পণ্ডিত প্রভুর নিজ শক্তি। না দেখিয়া বিদ্যা-নিধি প্রভু কান্দে অতি॥ সেই পুণ্ডরীকের শিষ্য পণ্ডিত-গদা-ধর। ভূগর্ব্ভ তাহার শিষ্য প্রভু প্রিয়তর॥ রূপ সনাতন মান্য কৃপা করে তারে। কাহোঁ প্রীতি ভক্তি করে কাহোঁ দয়া করে॥ প্রভুর করুণাপাত্র গোসাঞি লোকনাথ। জীবের উদ্ধার করে করুণা সাক্ষাৎ॥ রূপ সনাতন ভক্তি করেন অগ্রগণ্য। এমন বিরক্ত নাহি ত্রিজগতে অন্য॥ আহারের চেষ্টা নাহি থাকে অন্য স্থানে। কি সাধনে কাল যায় কেহ নাহি জানে॥ রূপ সনাতন মানে যোগ্য সিদ্ধি হয়। জিজ্ঞাসয়ে তাহারে কহয়ে তেন লয়॥ তাঁহার সেবক হন ঠাকুরমহাশয়। লিখিব তাঁহার গুণ কতেক আছয়॥ কাশীশ্বরের এক শিষ্য হন ব্রজবাসী। ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম নাম ভক্তকাশী॥ গোবিন্দ-গোসাঞি আর যাদব আচার্য্য। চরণ আশ্রয় কৈল ছাড়ি গৃহকার্য্য॥ গৌড়বাসী হন এক ব্রাহ্মণকুমার। নিজ প্রভু সঙ্গে বৈসে সেবা করে তাঁর॥ শুদ্ধ ব্রজবাসী কৃষ্ণপণ্ডিত-ঠাকুর। রূপ সনাতন মর্য্যাদা করেন প্রচুর॥ কাশীশ্বর কৃষ্ণ-দাস মহিমা অপার। শ্রীরূপগোসাঞি জানে মহিমা তাহার॥ কেলিকলা মঞ্জরী এই স্বরূপ দোঁহার। একত্র মিলিল দুই জীবন সবার॥ রঘুনাথভট্ট প্রিয় গৌরাঙ্গজীবন। রূপ সনাতন সঙ্গে রহে অনুক্ষণ॥ আচার্য্য-গোসাঞির শিষ্য শ্রীযদুনন্দন। রঘুনাথদাস শিষ্য আত্মসমর্পণ॥ বিষয় ছাড়িলা নিত্যানন্দ কৃপা

বলে। প্রভুর দর্শন কৈল যাই নীলাচলে॥ বৈরাগ্য অবধি সঙ্গে কৈল ক্ষেত্রে বাস। তাঁরে দেখি প্রভুর হয় অধিক উল্লাস॥ কথো দিনে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে। শিক্ষা করাইল তাঁরে কায়বাক্য মনে॥ কারণ বুঝিলমাত্র গৌরাঙ্গ আপনে। কেন হেন কার্য্য করে বুঝে কোন জনে॥ শৃঙ্গার ললিত-রসে অধিক নিপুণ। নিশি দিশি সহায় করে ললিতার গুণ॥ পূর্ব্ববাক্য সিদ্ধ আছে বুঝে কোন জনা। স্বরূপের প্রিয় বলি করেন করুণা॥ আর কথো দিনে সেই দাস-রঘুনাথে। গুঞ্জামালা দিয়া রাধায় সমর্পিল হাতে॥ সেবন করিতে দিলা গোবর্দ্ধনশিলা। বৃন্দাবন যাইবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥ রূপ সনাতন স্থানে কৈল সমর্পণ। সেই সিদ্ধ নিজ-যূথ হইল মিলন॥ অতি দয়াবান্ হৈলা প্রাণতুল্য সম। ইহঁ ভক্তি করে তেঁহ করে আলিঙ্গন॥ রাধিকার কুণ্ডে বাস কৈল নিরূপণ। ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে যাঁহার ভজন॥ হেন বৈরাগ্য রাধিকার প্রিয় কেবা আছে। কবিরাজ যার শিষ্য রহিলেন কাছে॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধ লাগি হেন মহাশয়। যদুনন্দন মোর গুরু আপনে লিখয়॥ কৃষ্ণদাসকবিরাজ যবে গৌড়দেশে। কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥ এক দিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম। দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥ নিজ-সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর। রূপ দেখি কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তর॥ প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন। আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥ নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপ-

নাকে। না জানয়ে দীনহীন কৃপা কৈল মোকে॥ পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিল গমন। আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥ কেনে হেন লিখে কেনে করয়ে আশ্রয়। সেই বুঝে যার মহা অনুভব হয়॥ সিদ্ধ ব্যবহার এই অত্যন্ত নির্ম্মল। ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয়ে যে সকল॥ সেই গুণে কৈল কৃপা রূপ সমাতন। এই মত অভিমত করিল বর্ণন॥ গোপালভট্টের শুন এই মত হয়। বৃন্দাবন গমন তার যেমন আশ্রয়॥ মহাপ্রভু দক্ষিণ যবে গমন করিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে রঙ্গক্ষেত্রকে আইলা॥ কাবেরীতে স্নান করি রঙ্গনাথ দরশন। ত্রিমল্লভট্টের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহন॥ ভট্ট প্রীতে প্রভু চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা রহে। রাত্রি দিন ভট্ট সহ কৃষ্ণকথা কহে॥ পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা ছিল। হাস্যরসে প্রভু তারে বাত উঠাইল॥ কান্তবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী পতিব্রতা হয়ে। কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছে তিঁহ ইহা শাস্ত্রে কহে॥ পতিব্রতা হঞা কেনে চাহে কৃষ্ণসঙ্গ। এত কহি মহাপ্রভু হাসে মন্দ মন্দ॥ এত শুনি ভট্ট মনে হইল ফাঁফর। বুঝিতে নারিল তাহা ভাবের অন্তর॥ মনে ভয় পাঞা প্রভুকে করে নিবেদন। যে কিছু কহিলে তা হ প্রবেশ নহে মন॥ সাধ্য সাধন কিছু আমি নাহি জানি। সেই লক্ষ্মীনারায়ণ জানি হও তুমি॥ মোরে কৃপা করি কৈলে ইহা আগমন। সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন॥ কিবা স্তুতি করি কিছু স্ফূর্ত্তি নাহি হয়। অজ্ঞ জানি কৃপা কর তুমি দয়াময়॥ এত শুনি মহাপ্রভুর কৃপা

উপজিল। আলিঙ্গন করি তাঁরে শক্তি সঞ্চারিল॥ সেই ক্ষণে ব্রজলীলা মনে স্ফূর্ত্তি হৈল। প্রেমে অঙ্গ ফুলি গেল নাচিতে লাগিল॥ প্রভু নিজরূপ তাঁরে দিল দরশন। আজ্ঞা হৈল তোমার গৃহে আছে যত জন॥ আনহ সভারে মোরে দেখুক এখন। প্রভু আজ্ঞা শুনি ভট্ট করিল গমন॥ দুই ভাই পুত্র সহ গৃহপরিকর। আনিল সভারে তাহা প্রভুর গোচর॥ প্রভু কৃপা করি কৈল মনের শোধন। প্রভুরূপ দেখি সভার অশ্রু নয়ন॥ দণ্ডবৎ হঞা সবে পড়িলা ভূমিতে। কৃপা করি চরণ দিলা সবার মাথাতে॥ সবে ঘর গেলা তবে রহিলা তিন জন। কৃপা করি প্রভু কহেন মধুর বচন॥ গোপালভট্ট নাম এই তোমার কুমার। মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর॥ পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে। বিবাহ নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥ প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাসি হাসি। তোমার শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণ-রাশি॥ গোপালভট্ট পড়ে তখন শ্রীভাগবত। প্রভু তাঁরে কহিলেন নিজ অভিমত॥ তাঁরে কহে গৃহে তুমি রহিবে কথো দিন। মাতা পিতা বিয়োগে যাইবা বৃন্দাবন॥ তাঁহা বহু সুখ পাবে কহিল তোমারে। তারে এত কহি কহে প্রবোধানন্দেরে॥ একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে। মোর প্রয়োজন আছে কহিল তোমারে॥ এত বলি প্রভু তাহা বিদায় হইল। প্রভুর বিচ্ছেদে গৃহে রোদন উঠিল॥ সেই প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রাণ সম। প্রভু কৃপা করি কৈল

ভাগবতোত্তম ॥ প্রভুর এরূপ কৃপা করিল বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখিল এই সব বিবরণ ॥ যে কিছু লিখিল এই শুন বিবরণ। এবে লিখি গোপালভট্টের গমন বৃন্দাবন ॥ শেষকালে প্রবোধানন্দের হইল স্মরণ। ভট্টে ডাকি কহে প্রভুর যে আছে বচন ॥ স্মরণ হইল তাহা যে আজ্ঞা বলিল। বৃন্দাবন যাব এই মনে বিচারিল ॥ সংসারে বিরক্ত যবে হৈল তাঁর মন। আপনার হস্তে এক লিখিল লিখন ॥ লিখিলা উচিত পত্র গোসাঞি দুই জনে। গোপালভট্টেরে পাঠাইল তোমা স্থানে ॥ সেই পত্র লঞা গেলা ঝাড়িখণ্ড-পথে। কথো দিনে উত্তরিলা যাঞা মথুরাতে ॥ আর দিনে বৃন্দাবনে রূপের দর্শন। প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন ॥ পত্র দিল দুই ভাই পড়িয়া জানিল। নিকটে রাখিয়া তাঁরে বহু কৃপা কৈল ॥ দুই ভাই প্রাণসম বাসয়ে ভট্টেরে। কথো দিনে দুই ভাই আজ্ঞা কৈল তারে ॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা নিয়মাদি আর ॥ গ্রন্থ পূর্ণ হৈলে সমর্পিল সনাতনে। নিজ-গ্রন্থ করি তাহা করিল গ্রহণে ॥ তাহাতে লিখন নিজ-গুরুর বর্ণন। গ্রন্থের প্রথম শ্লোক মঙ্গলাচরণ ॥ তেঁহ সিদ্ধ তাঁর ক্রিয়া বুঝন না যায়। অন্য মত চিত্ত কৈলে হানি হয় তায় ॥ গুণ লৈব যার যেই স্বরূপ যেমন। তেন মতে কৃপা করে যানি তাঁর মন ॥ গোপালভট্টের শিষ্য যার যেই নাম। কোন দেশে কার বাস শুনহ আখ্যান ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য গৌড়ে হরিবংশ ব্রজবাসী। গোপীনাথ-পূজারী হয় বড় গুণরাশি ॥ শ্রীরাধারমণসেবা যারে

সমর্পিল। এই তিন শিষ্য ভট্টের আখ্যানে কহিল॥ গুরু আজ্ঞা না মানিয়া গেলা হরিবংশ। আছিল অনেক গুণ সব হইল ধ্বংস॥ শ্রীরূপের শিষ্য হন শ্রীজীবগোসাঞি। ইহা জানিবেন ক্রমে অন্য কেহ নাই॥ গৌরাঙ্গের সুখ লাগি গমনাগমন। প্রভুর নিজ-সুখ লাগি ভজন স্মরণ॥ পূর্ব্বাপর যার যেই ভজন আশ্রয়। যেই স্থানে যেন ভক্ত তেন মত হয়॥ চৈতন্য নাম কল্পতরু ধরে পঞ্চ ফল। সেই সব ভক্তসঙ্গে জানিবে সকল॥ সবাকার মনোবৃত্তি ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অনুবর্ত্তী শিষ্য তাহে করিল কৃপায়॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম দুই অধিকারী। দুইয়ের অসঙ্খ্যা শাখা কহিতে না পারি॥ শ্রীশ্রীনিবাসের শাখা হয় বহু জন। শাখা বর্ণনে কর্ণপূর করিল লিখন। গ্রন্থবাহুল্য হয় না লিখিনু ক্রম। কর্ণপূরকৃত কত আছয়ে নিয়ম॥ দুই অবয়ব সঙ্খ্যা গুণ লিখিতে না পারি। সেই দ্বারে দীনহীন সকল নিস্তারি॥ ঠাকুরমহাশয়ের এই গুণের বর্ণন। আর যে অদ্ভুত বাক্য করহ শ্রবণ॥ আপনে গৌরাঙ্গ যার আছয়ে অন্তরে। সেই প্রেমমূর্ত্তি তাহা সেবা যে বাহিরে॥ যাত্রা মহোৎসব সেবা বৈষ্ণবসেবন। ভজন স্মরণে কাল করেন ক্ষেপণ॥ যে হইল শিষ্য তাঁরে করে প্রবর্ত্তন। কৃষ্ণসেবা কর আর বৈষ্ণব-ভজন॥ মোর প্রভুবাক্য মোর অন্তর বাহিরে। সেই প্রভু সেই আজ্ঞা যদি কৃপা করে॥ অধন্য মানয়ে নরোত্তম আপনাকে। শুন শিষ্য বন্ধুগণ কহিয়ে তোমাকে॥ প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ যার। সে লইব লক্ষ নাম সঙ্খ্যা আপনার॥

অনেক বাড়িল শাখা নিজ পরদেশে। আর এক বাক্য লিখি আনন্দ আবেশে॥ রাঘবেন্দ্ররায় ব্রাহ্মণ এক দেশবাসী॥ গড়ের হাট উপর লঞা লিখিয়ে প্রকাশি॥ তার দুই পুত্র হৈল সন্তোষ চান্দরায়। চান্দরায় বলবান্ সর্ব্বলোকে গায়॥ মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধপরাক্রমে। শুনিয়া তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে॥ চৌরাশি-হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার। তার কথো দিনে হৈল এমন প্রকার॥ গড়িদ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়। রাজমহল থানা করি আমল করয়॥ বলবান্ দেখিয়া সেই বিচারিল মনে। না দেয় পাতসার কর থানা দেয় গ্রামে॥ পাঁচ সহস্র অশ্ব রাখে কতেক পয়দল। কত দেশ মারি নিল করি অস্ত্রবল॥ যুদ্ধ কৈল ভয়ে লোক গেল থানা ছাড়ি। লুটিয়া লইল আইল যত ধন কড়ি॥ গড় আমলি হৈল দেশ এইরূপে থাকে। ডাকা চুরি মনুষ্য মারে না মানে কাহাকে॥ তাহার পাপের কথা লেখা নাহি যায়। কর্ণে হস্ত দিয়া লোক ছাড়িয়া পলায়॥ শক্তি-উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়। পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥ দুর্গানবহোৎসবে পূজা করয়ে প্রতিমা। যত জন্তু বধ করে তার নাহি সীমা॥ যমালয়ে চিত্রগুপ্ত তার পাপ যত। লিখিতে না পারে গড়া হৈল শত শত॥ এক দিন চিত্রগুপ্ত কহয়ে রাজারে। এই দুই ব্রাহ্মণ-কুমার কিবা নাহি করে॥ এত পাপ করি রহিবেক কোন স্থানে। কত দিন নরক ভুঞ্জিবে দুই জনে॥ পূর্ব্বে মনে আছে দুই জগাই মাধাই। তাহা হৈতে বড় পাপী এই দুই ভাই॥

তারা বড় পাপী এত পাপ নাহি করে। যমরাজা কহে ধিক্ রহুক তাহারে॥ এইরূপে চান্দরায় কথো দিন থাকে। এক ব্রহ্মদৈত্য আসি পাইল তাহাকে॥ ব্রাহ্মণকুমার সেই অতি দুরাচার। শরীরে প্রবেশ করি করয়ে প্রহার॥ শরীর আবদ্ধ করে বকে অনুক্ষণ। শরীর শুষ্ক হৈলমাত্র তেজিব জীবন॥ তার পিতা বহু বৈদ্য আনে দেশে দেশে। অনেক প্রকার কৈল ছাড়ি নাহি কিসে॥ সর্ব্বজ্ঞ আনাইল সেই গণিয়া দেখয়। না ছাড়িব ব্রহ্মদৈত্য শুনহ নিশ্চয়॥ পুনর্ব্বার গণি কহে শুন মহাশয়। উপায় নাহিক এক অসম্ভব হয়॥ খেতরি দেশের যেই জমীদার হয়। তার পুত্র নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়॥ তেঁহ যদি কৃপা করি করেন আগমন। তবে সে ছাড়িব দৈত্য কৈল নিবেদন॥ এত শুনি তার পিতা পণ্ডিত আনাইয়া। উচিত যেমন পত্র হস্তে লিখাইয়া॥ পৃথক্ লিখিল রায় করি নিবেদন। মোর ভাগ্যে তোমার পুত্র করেন আগমন॥ যে কারণে পত্র লিখি বিচার করিয়া। শুকপাল কাহার লোক দিল পাঠাইয়া॥ সেই সব লোক করিল খেতরি গমনে। মজুমদারে পত্র দিয়া করে নিবেদনে॥ পড়িয়া আইল মনে বিচারিল কথা। কার শক্তি আছে কহি পাঠায়েন তথা॥ ভয়ে রায় না কহিলা বাহিরে যাইয়া। প্রত্যুত্তর লিখিলেক দিল পাঠাইয়া॥ লোকে যাই সকল কথা তারে নিবেদিল। শুনিয়া তাহার পিতা কান্দিতে লাগিল॥ মা দুর্গা! আমার পুত্র রাখ এই বার। তোমা বিনে রক্ষা করে শকতি কাহার॥

ঠাকুরাণী রাত্রে এক ব্রাহ্মণীর বেশে। চান্দরায়ে কহে কিছু মন্দ মন্দ হাসে॥ "ভাল কি হইবে বাপ পাপে পূর্ণ দেহ। আমার শকতি নাহি করিবারে এহ॥ পাপ কর্ম্ম পাপাচার যতেক সংসারে। তোমা বহি কেবা আছে হেন কর্ম্ম করে॥ না ভজিলে কৃষ্ণপদ করিলে এমন। আমারে ভজিলে দুঃখে ফাটে মোর মন॥ কৃষ্ণ ছাড়ি মোরে ভজে জগতে হয় বৈরী। আমি তারে নাশ করি সহিতে না পারি॥ লোভে যেই মোরে ভজে পরকাল নাশ। ধন বৃত্তি হরি পাছে হয় সর্ব্ব-নাশ॥ আমার ঠাকুর (শিব) মত্ত যে কৃষ্ণের গুণে। তাঁরে সমর্পিয়া সব রহয়ে ধেয়ানে॥ ত্রিলোচন পঞ্চানন তাহার নিমিত্তে। আমি সে তাহার দাসী কহিল তোমাতে॥ তোমরা দুভাই মোর লইলে আশ্রয়। যে কার্য্য করিলে তাতে মোর কৃপা নয়॥ সত্ত্বগুণে আমা পূজে তাহে মোর সুখ। রজোগুণে তমোগুণে ফাটে মোর বুক॥ জগতের কর্ত্তা কৃষ্ণ কহেন শাস্ত্রেতে। মুক্তি ভক্তি দান করে কেবা পৃথিবীতে॥ পাপের অবধি কৈলে তার নাহি কথা। যমরাজ চিত্রগুপ্ত পায় মহা-ব্যথা॥ পাপ করি দোঁহে ভোগ ভুঞ্জিব কেমনে। পর্ব্বত প্রমাণ গড়া আছয়ে লিখনে॥ আমার ঠাকুরের হবে তুষ্ট তাতে মন। অবিলম্বে ভজ বাপ গোবিন্দচরণ॥ সর্ব্বজ্ঞ কহিল যে ঠাকুরমহাশয়। আনিয়া করহ তাঁর চরণ আশ্রয়॥ শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীগোবিন্দকবিরাজ। আমার ভজন কৈল ছাড়ি সব কাজ॥ মোক্ষ লাগি কৈল মোর অনেক বিনতি।

তাহা দিতে না পারিল আমার শকতি॥ আচার্য্যচরণ তেঁহ করিঞা আশ্রয়। কৃষ্ণে ভক্তি করি খণ্ডাইল ভবভয়॥ সেই শ্রীনিবাস নরোত্তম এক প্রাণ। বিলাস লাগিয়া দুই দেহ বিদ্যমান॥ চৈতন্য নিতাই কলিজীব নিস্তারিতে। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লৈঞা আইল পৃথিবীতে॥ সর্ব্বজীব নিস্তারিলা দিঞা কৃষ্ণনাম। সেই দোঁহার প্রেমে শ্রীনিবাস নরোত্তম॥ এক বস্তু জানি যেই ভজে দুই জন। অবশ্য পাইব সেই গোবিন্দচরণ॥ ভিন্নভাবে যে দোঁহারে নিন্দা বান্দা করে। নিশ্চয় জানিহ যমপাশে ডুবি মরে॥" ইহা বলি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্দ্ধান। অন্তরে হইল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান॥ প্রাতঃকালে পিতা ভ্রাতা প্রতি সব কহে। আনহ ঠাকুর তবে মোর প্রাণ রহে॥ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ দুই লিখন সহিতে। তুমি কৃপাময় কৃপা কর মুঞি ভৃত্যে॥ নয়নে দেখিব যবে সে দুই চরণ। সব নিবেদিব তবে যে দুষ্ট ব্রাহ্মণ॥ পত্র লইয়া দুই বিপ্র যায় খেতরি গ্রাম। পত্র রাখি দুই বিপ্র করিল প্রণাম॥ সম্মান করিল কোথা হৈতে আগমন। পত্র বর্ত্তমান কিবা কহিব বচন॥ ভক্ষ্যদ্রব্য দিল বিপ্রে দিল বাসাস্থান। পড়িয়া পত্রের বাক্য কৈল অনুমান॥ কবিরাজ প্রতি কহে সব সমাচার। কহিবে সম্মতি ইহার করিয়া বিচার॥ এ বড় কঠিন কর্ম্ম লোক অগোচর। আমি কি কহিব তুমি সর্ব্বগুণধর॥ সর্ব্বশক্তিধর প্রেমমূর্ত্তি পরকাশ। নয়নে দেখিলে হয় আনন্দ উল্লাস॥ এই ত বিচার করি কথো রাত্রি

যায়। আপনে আসনে বসি কহে গৌররায়॥ শুন নরোত্তম কহি ইহার বিধান। এ বড় আশ্চার্য্য নহে যাহ সন্নিধান॥ পরম পাতকী সেই বিপ্র দুই জন। তোমার দর্শন লাগি রাখয়ে জীবন॥ তুমি কৃপা কর তার হউক উদ্ধার। ছাড়িবে সে ব্রহ্মদৈত্য এ আজ্ঞা আমার॥ পাতকি-উদ্ধার হেতু তোমার প্রকাশ। কত ত্রাণ হইয়া হইবে কৃষ্ণদাস॥ কবিরাজ সঙ্গে করি যাহ তার ঘর। আনন্দ হইবে কত জনের অন্তর॥ প্রাতঃকাল হৈল প্রভুর আজ্ঞা হৈল বল। কবিরাজ প্রতি কহে প্রসঙ্গ সকল॥ প্রাতঃস্নান করি দোঁহে করিছে গমন। হেন কালে মজুমদার করে আগমন॥ তাহারে কহিল পত্রের সব বিবরণ। মনে হয় যাই আমি তাহার ভবন॥ রায় কহে জন্ম জন্মের ভাগ্য সে তাহার। নয়নে দেখিব সেই চরণ তোমার॥ মুঞি ভাগ্যহীন ইহা দেখিতে না পাব। যেরূপে হইব কৃপা পশ্চাতে শুনিব॥ সজ্বট্ট করিল বহু লোকসঙ্গে দিয়া। কবিরাজসঙ্গে চলে বৈষ্ণব লইয়া॥ গৌরাঙ্গে প্রণাম করি হইলা বাহির। কান্দয়ে সকল লোক না বান্ধয়ে স্থির॥ সবারে সম্মান করি করিলা গমন। সঙ্গে সঙ্গে চলি যায় সে দুই ব্রাহ্মণ॥ সেই দিন রহিলা পথে দেখি এক গ্রাম। বার্ত্তা দিতে এক বিপ্র করিলা গমন॥ রায়েরে কহিল সব গমন কারণ। আনন্দ হইল চিত্তে ঝরয়ে নয়ন॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন-সঙ্গে লোক বহুতর। অনুব্রজি লয়ে পথে আনন্দ অন্তর॥ কত বাদ্য-ভাণ্ড বাজে কে করে গণন। কথো দূর যাই সভে

পাইল দর্শন॥ রূপ দেখি ঝরে আঁখি পড়িলা চরণে। হাসিয়া সভার প্রতি কৈল সম্ভাষণে॥ যখন গ্রামেতে যাই করিলা প্রবেশ। দর্শন করয়ে লোক আনন্দ আবেশ। পূর্ণ কুম্ভ রাখিয়াছে পথে স্থানে স্থানে। কত শত কদলীবৃক্ষ করিল রোপণে॥ পুষ্পমালা গৃহে গৃহে রাজপথে পথে। কত সহস্র লোক হইয়াছে সাথে সাথে॥ মঙ্গলহুলাহুলি দেন যত নারীগণ। আপনাকে ধন্য মানে সফল জীবন॥ নয়নে নিরখে রূপ ধারা বহি যায়। শুনি অন্য গ্রামী লোক উভরায়ে ধায়॥ রায়ের বাড়ীতে তবে করিলা গমন। পাদ-প্রক্ষালন কৈল আনন্দিত মন॥ আসনে বসিলা ঠাকুর রায় নিবেদয়। আমার ভাগ্যের সীমা কহনে না যায়॥ ভাল ভাল বলি ঠাকুর কহিল তাহারে। দেখিব তোমার পুত্র চল কোন ঘরে॥ চাঁদরায় যথা আছে শুতিয়া শয্যায়। সব লোক সঙ্গে ঠাকুর তার স্থানে যায়॥ রায় ভাই উঠাইলা কোলে করি তারে। উত্তরিলা ঠাকুর সে গৃহের ভিতরে॥ দাঁড়াইলা সম্মুখেতে ঠাকুরের গণ। চাঁদরায় নিজ-নেত্রে করেন দর্শন॥ যেই ব্রহ্মদৈত্য ছিল হৃদয়ে তাহার। কহিতে লাগিলা সেই করিয়া চিৎকার॥ কত পাপ করি ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি। আমি যেন পাপী তেন পাপী পাইঞাছি॥ ভোগ কৈল এত দিন ইহার শরীরে। এবে মোরে আজ্ঞা হয় যাই কোথাকারে॥ সর্ব্বলোক মধ্যে সেই কহে আরবার। দর্শন পাইনু মোর হউক উদ্ধার॥ পতিতপাবন তুমি তোমার

দর্শনে। ব্রহ্মদৈত্যে উদ্ধারয়ে বুঝিল কারণে॥ খেতরি ত গ্রাম নহে গুপ্ত বৃন্দাবন। সেই দেশে জন্ম যবে ভোগনির্ব্বাহণ॥ জন্মিয়া তোমার পদ করিব আশ্রয়। তবে সে অধমে কৃপা হইবে নিশ্চয়॥ ঠাকুরমহাশয় কহেন শুন দৈত্যরাজ। তৎকাল ছাড়িয়া যাও হৃদয়ের মাঝ॥ পুর্ব্বদ্বারী ঘর সে পশ্চিম মুখে যায়। লোকমাঝে যায় সেই পরলোক পায়॥ দেখিয়া সকল লোক পড়য়ে চরণে। জয় জয় ধ্বনি করে সর্ব্বলোকগণে॥ চান্দরায় উঠি সঙ্গে নিজ-বাসা আইলা। কর যুড়ি প্রণাম করি ভূমিতে পড়িলা। ত্রিজগতে হেন পাপী আর নাহি হয়। মোরে দেখিলেই পুণ্য যায় সব ক্ষয়॥ শাস্ত্রেতে আছয়ে পাপ যতেক প্রকার। সব করিয়াছি বাকী কিছু নাহি আর॥ এত পাপে মুঞি পাপী তরিব কেমনে। বলিঞা বলিঞা কান্দে লোটাঞা চরণে॥ ব্রাহ্মণশরীর ধরি এত পাপ সহে। পড়িনু বিষয়মদে হেন মায়া মোহে॥ সন্তোষ কান্দিয়া বলে শুন দয়াময়। নিবেদন করি কিছু নিজ-পরিচয়॥ জন্মিলাম একোদরে দুই সহোদর। তেমত করিল পাপ দোঁহে বরাবর॥ প্রভুস্থানে নিবেদিতে কিছু নাহি আর। কেবল ভরসা আছে চরণ তোমার॥ এই দুই ব্রহ্মদৈত্য কর আত্মসাৎ। চান্দ সন্তোষের তুমি হও প্রাণনাথ॥ রাঘবেন্দ্র আসি পড়ে লোটাঞা চরণে। সবংশে বিক্রীত হৈলুঁ জীবনে মরণে॥ ডাকিয়া ঠাকুর নিজনিকটে বৈসায়। দিলেন দক্ষিণহস্ত সভার মাথায়॥ স্নান করি শীঘ্র আসি শুন কৃষ্ণনাম। অচিরাতে করেন কৃপা গৌর ভগ-

বান্॥ স্নান করি নবীন বস্ত্র পরিধান করি। সেই ক্ষণে আইলা প্রভুর বরাবরি॥ আপনার বামে বসাইলা তিন জনে। একে একে হরিনাম দিল তিনের কাণে॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ বসিয়াছে বামে। ভাবাবেশে পূর্ণ দেহ গড়ি যায় ভূমে॥ এ হেন কৃপালু কেবা আছে ত্রিজগতে। এত বলি হাত মারে আপনার মাথে॥ সকল বৈষ্ণব দেখি কান্দিয়া বিকল। দেখিয়া সকল লোকের নেত্রে বহে জল॥ দুই সহোদর, পিতা দণ্ডবৎ করে। ডাকিয়া চরণ দিল মস্তক উপরে॥ এমন সে কালে ভাব দেখি নাহি শুনি। সর্ব্বত্র শুনিয়ে মাত্র ক্রন্দনের ধ্বনি॥ আর দিন শুভক্ষণ হইল যখনে। রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র শুনাইল সেই ক্ষণে॥ আর অদ্ভুত হইল শুনহ আখ্যান। যমরাজ চিত্রগুপ্ত করে গুণগান॥ জানিনু জগৎমাঝে পতিতপাবন। নহে হেন পাপী কেবা করয়ে তারণ॥ অহে চিত্রগুপ্ত কর এমন বিধান। ইহার পাপের গড়া আন সন্নিধান॥ আনিয়া চিরিয়া ফেলে জলের ভিতরে। জানি মোর অধিকার সব গেল দূরে॥ মাথে হাত দিয়া রাজা করে হাহাকার। অবনি আসিয়া প্রেম করিল বিস্তার॥ ভরসা হইল সবার কৃষ্ণ ভজিবারে। আমি আর অধিকার করিব কাহারে॥ যেমন উদ্ধার দুই জগাই মাধাই। তাহা হইতে অধিক এই বিপ্র দুই ভাই॥ যখন আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ। অনেক সামগ্রী আনি কৈল সমর্পণ॥ গ্রাম দিল বস্ত্র দিল স্বর্ণ রৌপ্য কত। পাত্রাদিক অশ্ব গাভী বৎস শত শত॥ প্রাতঃকাল হৈতে হয় মিষ্টান্ন পক্কান্ন। ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর বড়া

সুগন্ধাদি অন্ন ॥ কতেক তাহার ভাগ্য কহনে না যায়। পাত্র অবশেষ আর চরণামৃত পায় ॥ জগতে হইল খ্যাতি বৈষ্ণব বলিয়া। সর্ব্বগুণ জন্মিল আসি অন্তরে যাইয়া ॥ আনুষঙ্গী কত কৈল চরণ শরণ। তরাইলা কত পাপী হৈল বিমোচন ॥ শিক্ষা করাইলা ধর্ম্ম পূর্ব্ব অভিমত। ভজন স্মরণ করে বসি অবিরত॥ যে ধর্ম্ম আচারশিক্ষা পূর্ব্বে কহিয়াছি। আর যেই গুণ তার লিখিয়ে প্রশংসি ॥ অনন্যশরণ হৈল সবংশ সহিতে। যেমন বৈষ্ণব হৈলা সর্ব্বত্র বিদিতে ॥ সবারে একত্র করি লাগিলা কহিতে। গৌররায় দেখি যাই করহ সম্মতে ॥ এত শুনি কান্দিতে লাগিলা বহুতর। কাঁপিতে লাগিল চক্ষু ঝরে ঝর ঝর ॥ এক দিন বসিয়া ঠাকুর কহে তারে। শুন বাপ চান্দরায় রাখিহ অন্তরে ॥ তোমার যে ভ্রম তাহা তুমি কর ভোগ। আর সব ছাড়ি দেহ পাপ অনুযোগ ॥ তিনের উদ্ধার এই কহিল কথন। যেই শুনে সেই পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ এবে লিখি চান্দরায়ের গুণের আখ্যান। যে কথা শুনিলে লোক পায় পরিত্রাণ ॥ আজ্ঞার পালন কৈল উকীল আনিয়া। নবাবের নিকটে পাঠায় পত্র যে লিখিয়া ॥ পত্র পাই সে হাকিম ভয় পাইল চিতে। যতেক মুচ্ছদ্দি * তারে লাগিলা কহিতে ॥ তাহারা বলেন তার কিবা প্রয়োজন। যে যাইবে সেই স্থানে খোয়াবে জীবন॥ তার ভয়ে পাতসাই লোক নাহি চলে পথে।

---

* মুচ্ছদ্দি—মন্ত্রণাবেত্তা (মন্ত্রী) ॥

মরণ বাঞ্ছা করে তথা না চায় যাইতে॥ এক দিন ঠাকুর কহয়ে সভামাঝে। একবার বাড়ীকে যাই ভাল হয় কাজে॥ গৌররায় অদর্শনে না রহে জীবন। কথো দিন রহি পুনঃ করিব গমন॥ বিচার করিল সবে কি আছে ইহাতে। প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে পারে কহিতে॥ দশ নৌকা স্বর্ণরত্নে শোভিত করিয়া। এক নৌকা ঠাকুর সহ গণের লাগিয়া॥ এক নৌকায় দুই ভাই পিতা তার মাঝে। আর যত নৌকা তাথে দ্রব্য সব সাজে॥ চালু মুদ্গ মাষকলাই লইল অনেক। বহুবস্ত্র বহুদ্রব্য তাথে ভরিলেক॥ অনেক উঠিল লোক তাহার উপরে। যত লোক চড়ে নৌকা খোয়াইবার তরে॥ ঠাকুরের সঙ্গে যত বৈষ্ণবের গণ। চলিলা নৌকাতে সব আনন্দিত মন॥ যতেক গৃহের লোক অন্তঃপুরবাসী। কান্দিতে লাগিলা যত ছিল দাস দাসী॥ রায় দুই সহোদর নৌকাতে চড়িলা। জলপথে সভে মেলি গমন করিলা॥ নৌকাপথে যায় কৃষ্ণকথা আলাপনে। সেই দিন মধ্যপথে রহে এক স্থানে॥ আর দিনে বেলা হইল এক প্রহর। আসি দর্শন কৈল গৌর আনন্দ অন্তর॥ দর্শন করিয়া সভে ভাবে গড়ি যায়। কেহ পায় ধরে কারো না জানয়ে কায়॥ বাহ্য হৈল সভেই আসনে আসি বসি। ভক্ষণনিমিত্তে ঠাকুর কহে হাসি হাসি॥ চান্দরায় উঠি গেলা রায়ের দর্শনে। বাহির হইলা রায় পড়িলা চরণে॥ তেঁহ সমাদর করি করে আলিঙ্গন। জিজ্ঞাসিল সকল কল্যাণ-বিবরণ॥ তেঁহ কহে পাপী আমি তোমার দর্শনে। সকল

মঙ্গল হৈল দেখিল চরণে ॥ দুই জনে মিলাইল প্রীতি অতিশয়। সভে মেলি ঠাকুরের নিকটে বিজয় ॥ আরতি দেখিয়া সভে প্রসাদ পাইতে। যার যেই যোগ্যস্থান লাগিলা বসিতে ॥ প্রসাদ পাইল সভে আনন্দ আবেশে। কতেক ব্যঞ্জন খান কত পরিবেশে ॥ সৌরভে পূরিত নাশা অমৃত নিন্দয়। এক জনে কানাকানি আর জনে কয় ॥ কত কৃষ্ণকথা কহে তার মাঝে মাঝে। মধ্যে চন্দ্র চারিদিকে তারাগণ সাজে ॥ আচমন করি সভে বসিলা আসনে। তাম্বূল খাইল তবে আনন্দিত মনে * ॥ যার যেই সাধ তাহা করে মনে মন। চান্দরায় বোলে ভাগ্য শ্লাঘ্য এ জীবন ॥ নৌকার সামগ্রী সব আনি উঠাইল। পৃথক্ পৃথক্ সব ভাণ্ডারে ভরিল ॥ রাত্রিকালে দেবীদাস কীর্ত্তনীয়াগণ। গৌরাঙ্গের আগে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন ॥ কিবা সে মধুর গান মৃদঙ্গের ধ্বনি। হেন মন করে প্রাণ দিয়ে ত নিছনি ॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় শুনেন কীর্ত্তন। কবিরাজ বামে তাঁর সর্ব্বসুশোভন ॥ কৃষ্ণানন্দরায় সব পরিবার মেলি। আস্বাদন করে গান আনন্দ কুতূহলী ॥ তার বামে পিতা তার আর সহোদরে। শুনিতে শুনিতে প্রেম উঠয়ে অন্তরে ॥ কম্প ও মাধুরী আর পিরিতি চাতুরী। দেখিয়া বিদরে হিয়া পাশরিতে নারি ॥ সুঠাম করিয়া যবে গাই চলি যায়। দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ বাহিরাইতে চায় ॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় করেন আস্বাদন। হেন কালে প্রাণ কান্দে করেন রোদন ॥

* প্রসাদি তাম্বূল আনি দিল সেই স্থানে। পাঠান্তর ॥

সে হেন শরীরে কম্প দেখি তালপ্রায়। ক্ষণে পুষ্ট হয় অঙ্গ ক্ষণে শুকি যায়॥ নয়নে বহয়ে নীর কি কহিব ওর। ভূমিতে পড়য়ে ক্ষণে হইয়া বিভোর॥ কৃষ্ণানন্দরায় আদি ভূমে গড়ি যায়। স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র শাল কত দিল তায়॥ রামচন্দ্র-কবিরাজ হইলা পাগল। ছুটিয়া পড়য়ে যেন নয়নের জল॥ শিমলীর কাঁটা যেন অঙ্গের পুলক। পড়িয়া রহিলা প্রাণ করে ধক্ ধক্॥ চান্দরায়ের পিতা ভ্রাতাগণে শুনে তায়। কান্দয়ে কতেক সব ভূমে গড়ি যায়॥ অরে বিধি এত দিন বঞ্চিলি ইহায়। প্রাণ ঝুরে এই লাগি কহিব কাহায়॥ ইহাই বলিয়া কান্দে রায় আর্ত্তনাদে। এতকালে জানিলাম প্রভুর প্রসাদে॥ কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়ে বাহ্য নাহি পায়। মুখে নাহি সরে বাক্য প্রাণ ছাড়ি যায়॥ না জানয়ে কোথা আছে কোথাকারে যায়। পিতা ভ্রাতা পদ ধরি গড়িয়া বেড়ায়॥ দিবার অবধি কিবা কহিব দ্রব্যের। ঠাকুরে প্রণাম করে কত কত বার॥ ভাবচন্দ্র উদয় হইল রাজমহলে। ভাবের বিকারে কারে কিছু নাহি বলে॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈল বসিলা আসনে। ঠাকুর পড়িলা ভাবে তাহা নাহি জানে॥ সে রাত্রি রহিলা ভাবে গর গর মন। আর দিনে বাহ্যবৃত্তি করিলা ধারণ॥ এই মত দশ রাত্রি কৃষ্ণকথারসে। না জানয়ে দিবা নিশি হইয়া বিবশে॥ আর দিন চান্দরায় বিদায় হইলা। অনেক বিনয় করি ঠাকুরে কহিলা॥ কি বলিব মুঞি ছার কিবা আছে আর। কেবল ভরসা দুই চরণ তোমার॥ * লাগিল বিস্ময়

* ময়মনসিংহ ও ভরতপুরের পুস্তকে এখানে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি হরিনাম লিখা আছে॥

কথা অতিবলবান্। না দেখিলে প্রভু পদ ছাড়য়ে পরাণ॥ ঠাকুর কহিলা বাপ মোর কৃপাবল। শ্রীকৃষ্ণচরণ সত্য মিথ্যা যে সকল॥ ইহা বলি কৃপা করি করিল বিদায়। কান্দিয়া কান্দিয়া কবিরাজ পাশে যায়॥ তেঁহ আলিঙ্গিয়া বোলে ধন্য এ জীবন। সর্ব্বসিদ্ধি হৈল যার আশ্রয় চরণ॥ একশত মুদ্রা দিল বস্ত্র দুই খান। মো অধমে হইবেন অতিকৃপাবান্॥ হেন দুই পদ যেন কভু না পাশরি। জানিবেন নিজভৃত্য এই কৃপা করি॥ যতেক প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব গিয়াছিলা। যার যেই যোগ্য দ্রব্য তেন বিদায় দিলা॥ গৌরাঙ্গচরণে যাই করিল প্রণাম। সভা সহ মিলন করি করিল পয়ান॥ নৌকায় চড়ি নিজঘর গেলা তিন জন। কহয়ে প্রভুর গুণ করয়ে রোদন॥ গৃহে গেলা আর দিন পরমহর্ষিতে। সাধন স্মরণ সদা প্রেম-মাঝে ভাসে॥ এই ত কহিল প্রভুর যে মত মহিমা। লিখিয়া কহিয়া কিবা দিতে পারি সীমা॥ এই যে অদ্ভুতকথা লোকে অগোচর। এ কথা শুনিলে চিত্ত হয় মহাভোর॥ এই মতে দুই ভাই রহে সাবধানে। প্রভুর শ্রীমুখ আজ্ঞা তাহা নাহি আনে॥ এক দিন গঙ্গাস্নান-যাত্রার সময়। চান্দরায় আগমন করিলা নির্ভয়॥ শতাবধি আসোয়ার লোক চারি শত। লইয়া চলিলা ঘরে পিতার সম্মত॥ যাইয়া করিল গঙ্গাস্নান সভে মেলি। ভক্ষণ করিল তাহা আপনে যত্ন করি॥ হেন কালে পাঠানের পিয়াদা * আছিলা। যে মত আছিলা যাই

* পিয়াদা—পদাতি, চর বা সৈন্য।

সকল কহিলা ॥ সেকালে অনেক সিপাই ঘেরিল আসিয়া। চান্দরায়ে ধরি নিল বন্ধন করিয়া ॥ পালকিতে চড়াইয়া নিল দরবার। তদবধি পথে কিছু না বলিল আর ॥ নবাব আছিল ক্রোধে বসিয়া যে স্থানে। ঘেরিয়া সকল লোকে নিল তেন মনে ॥ সেলাম করিল যাই দেখিয়া হাসিল। তুমি কোন হাকিম এত রাজ্য লুটিল ॥ ইহা বলি কোড়া † মারিল বহুতর। না বুঝিল কিছু ইহা আনন্দ-অন্তর ॥ হাসিয়া কহয়ে এই উচিত শাস্তি হয়। যে উচিত গুণাকার * করুন মহাশয় ॥ না মারিল হুকুম হৈল রাখ তলঘরা। বিচারিল আছে এই জীবনেই মরা ॥ রাখিল সে স্থানে লঞা উপবাস করে। যেমন হইল লোক কহিলেক ঘরে ॥ পিতা মাতা পরিজন দুঃখ পাইল মনে। যেরূপে ভক্ষণ করে করহ সন্ধানে ॥ নিবেদন-পত্র লিখে প্রভুর সাক্ষাতে। শুনিয়া ঠাকুর অতি-বিমর্ষিত চিতে ॥ লোক যাই জমীদার সহিত পিরিতি। তিন জনে জানে আর না জানয়ে ইতি ॥ এই মতে চান্দরায় রহে বন্দিশালে। এখানেতে রাঘবেন্দ্র হইলা বিকলে ॥ হেন কেহ আছে মোর চান্দরায়ে আনি। তারে বহু দ্রব্য দিব যেখানে পরাণি ॥ হেনকালে এক জন কহিল তাহারে। আমি আনি দিব শীঘ্র নিবেদন করে ॥ তেঁহ কহে গ্রাম ঘোড়া দিব শিরোপায় ‡। চান্দরায় না দেখিলে মোর প্রাণ যায় ॥

---

† কোড়া—দড়ীর ন্যায় পাক দেওয়া কাপড় ॥
* গুণাকার—অর্থদণ্ড, জরিমানা ॥
‡ শিরোপা—পুরস্কার বক্‌সিস্ ॥

তার সিদ্ধমন্ত্র আছে জানে মনে মনে। মাটি কাটি সুরঙ্গ করি যায় সেই স্থানে॥ যেই স্থানে চান্দরায় ছিলা তেন মতে। যাইয়া উঠিলা সেই দেখিল সাক্ষাতে॥ চান্দরায় কহে ভাই কহ দেখি কথা। কি করি আইলা এথা না পাইলা ব্যথা॥ তেঁহ কহে তোমার পিতা কহিল আমারে। বিদ্যাবলে মুঞি তোমা লঞা যাব ঘরে॥ কেমনে লইবে আমা কিবা বিদ্যা আছে। আমি যাব আগে তুমি যাবা আমার পাছে॥ মা কালীর মন্ত্র এক আছে মোর স্থানে। আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহিব তোমার কাণে॥ সেই বলে যাবে তুমি ভয় নাহি আর। তৎকাল চলহ আর না কর বিচার॥ রায় কহে আর ভাই বাঁচিব কতকাল। কত অপরাধ করি কি মোর কপাল॥ ঠাকুরমহাশয় পদ দিল মোর মাথে। তেঁহ প্রভু মুঞি ভৃত্য কহিলাম তোথে॥ কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দিলা কাণে। অন্য মন্ত্র শুনিব ধিক্ রহুক জীবনে॥ আর কি নরকবাস আছে কোন স্থানে॥ পিতারে কহিবে মোর এই নিবেদনে॥ সেই প্রভু সেই মন্ত্র সেই পদে আশ। সেই আজ্ঞারূপে মোর যথা হউ বাস॥ নিশ্চিন্ত হইল চিত্ত কৃষ্ণভজিবারে। গৃহের যতেক কর্ম্ম সেহ মহাভারে॥ কি কারণে পিতা মোর দুঃখ ভাবে মনে। এই দুঃখে প্রভুপদ নহে দরশনে॥ ভাবনা না কর ভাল মন মোর হইল। এই ভাগ্য ভাল কিবা দুর্ম্মতি নহিল॥ এত বলি লয় সন্ধ্যা করি হরিনাম। কখন বসিয়া করে কৃষ্ণগুণগান॥ আহারের চেষ্টা নাহি তৃষ্ণা

হৈল বাদ। কখন কখন ডাকে করি আর্ত্তনাদ॥ প্রভুর আজ্ঞা হৈল যেন সাধন স্মরণ। তাহাতে হইল চিত্ত নহে অন্য মন॥ যেই কালে যেই লীলা রাধাকৃষ্ণ করে। সেই অনুসারে তাহা ভাবয়ে অন্তরে॥ কখন করয়ে সেবা মুখ নিরীক্ষণ। কখন করয়ে অঙ্গে কুঙ্কুমলেপন॥ বীজন করয়ে কভু পাদসম্বাহন। এই মত সেবাতে নিবিষ্ট হৈল মন॥ ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা। হেন জনে কৃপা কর সেবনে অধিকা॥ নিজগণ মেলি কর কৃপাদৃষ্টি মতে। সদাই সেবন করি চিত্ত রহে তাথে॥ রূপবতী লবঙ্গ গুণমঞ্জরী মঞ্জুলালি। হেন দয়া কর সেবা করি সঙ্গে মেলি॥ প্রভু নরোত্তম মোর সেই সঙ্গে থাকি। সদাই ইঙ্গিতে হই ভজন উন্মুখী॥ যেখানে যেখানে বাস সেই সেবা মোর। সেখানে সঙ্গিনী করি রাখ নিরন্তর॥ এই মত সাধন স্মরণে যায় কাল। ভাল হৈল এইরূপে গেল মায়াজাল॥ দিবা রাত্রি কোথা যায় রহয়ে আবেশে। দুই চারি দিন অন্তে কি হইল শেষে॥ এক দিন নবাব-সাহেব আনাইয়া। চান্দরায়ে জিজ্ঞাসিল ক্রোধাবিষ্ট হঞা॥ টাকা নাহি দেও রায় লুট সব দেশ। এখনে আছয়ে কিবা প্রাণমাত্র শেষ॥ তোমাকে মারিলে দেশের কাল যায় সব। মাহুতে ডাকিল মনে করি অনুভব॥ মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে। বসিলা অনেক লোক মারণ দেখিতে॥ পায়ে বেড়ি কসি দেহ রহে দাঁড়াইঞা। হেনকালে সেই হাতী আনিল ঘেরিঞা॥ সাক্ষাতে আনিল হাতী নাহি স্থির হয়। লাগাইয়া হাতী প্রাণে

মারহ ইহায়॥ তখন করিলা মনে প্রভু নরোত্তম। আর না দেখিব সেই অভয়চরণ॥ লাগাইল হাতী শুণ্ডে ধরিল তাহারে। প্রথমে ফেলিল লঞা কিছু অল্প দূরে॥ আরবার ক্রোধে হাতী ধরিল যখন। দুই হস্তে তার শুণ্ড ধরিল তখন॥ চড় দিয়া টানে শুণ্ড উগাড়িয়া গেল। চিৎকার করিয়া হাতী ভূমিতে পড়িল॥ প্রাণত্যাগ কৈল হাতী দেখি সর্ব্বজন। মুখে হস্ত দিয়া লোক করয়ে ভাবন॥ বেড়ি পায় চান্দরায় দাঁড়ায় অগ্রেতে। আপনে নবাব তার ধরিলেন হাতে॥ বসিলেন দরবারে জিজ্ঞাসিল তারে। কত বল ধর তুমি মারিলা হাতীরে॥ চান্দরায় বলে মোর বল কিবা হয়। আমার প্রভুর আজ্ঞা ধরিল হৃদয়॥ কহ দেখি কেমন শুনিতে সাধ হয়। আদ্যোপান্ত সব কথা তারে নিবেদয়॥ সাহেব যখন মোরে ধরিয়া আনিল। কোড়াতে মারিয়া তলঘরেতে ফেলিল॥ তখন ভাবিনু নিজ-প্রভুর চরণ। দুঃখ নহে মহাসুখ এই লয়ে মন॥ আপনে তল্লাস নাহি কৈলা আরবার। ভোখে মরি কৃষ্ণনাম করিয়ে আহার॥ মোর পিতা পুত্রস্নেহে লোক পাঠাইল। ভক্ষণ লাগিয়া মোর বৃদ্ধাকে কহিল॥ লুকাইয়া তিঁহ কিছু ভক্ষণ করায়। তাহাতে করয়ে কিবা প্রাণরক্ষা পায়॥ এত দিন রহি বন্দী না জানি এ দুঃখ। কারগার নহে গৃহ হৈতে মহাসুখ॥ এবে যে আনিলা মোরে মারিবার তরে। মোর কিবা আছে বল প্রভু বল ধরে॥ না মারিয়া হাতী দূরে ফেলিল যখন। সেই কালে মনে করি প্রভুর চরণ॥ ধরিল যখন হাতী

আমারে যাইয়া। দুই করে তারে শুণ্ড ধরিনু কসিয়া॥ এই জানি টানি কসি মরিব বা কিসে। প্রভু জানে এই বাক্য আর জানে কে সে॥ আর এক নিবেদন শুন মহাশয়। না মারহ প্রাণ তবে যদি আজ্ঞা হয়॥ কহ দেখি কিছু ভয় না করিহ মনে। কহয়ে সকল লোক চাহে মুখ পানে॥ পিতা মোরে এক লোক পাঠাইয়া দিল। সিদ্ধ-বিদ্যাবলে তলে সুরঙ্গ করিল॥ যেখানে আছিয়ে আমি যাই উত্তরিল॥ তাহারে দেখিয়া আমি কিছু জিজ্ঞাসিল॥ কেমনে আইলা ভাই না পাইলা ব্যথা। সিদ্ধ-বিদ্যা আছে তার নিবেদিল কথা॥ মা কালীর মন্ত্র আছে আসি সেই বলে। সেই পথে লঞা যাই করি এই ছলে॥ কহিল তোমার কর্ণে সেই মন্ত্র দিব। আমি আগে যাব তুমি পশ্চাতে যাইব॥ সে কথা শুনিঞা প্রাণ না রহিল আর। এই স্থানে সে বক্তব্য আছয়ে আমার॥ এক মন্ত্র দিল প্রভু হইতে উদ্ধারে। সেই মন্ত্র কর্ণে দিয়া কিনিল আমারে॥ কি শুনিব কর্ণে ধিক্ থাকুক জীবারে। কত পাপ করি পাইল চরণ তাঁহারে॥ পিতারে কহিও মোর এই নিবেদন। কেবল প্রভুর মাত্র জানিবে চরণ॥ এই শুন মহাশয় মনের নিশ্চয়। তোমার আজ্ঞাতে আমি কহিল নির্ভয়॥ শান্তি-যুক্ত হঞা নবাব কোলে কৈল তারে। যতেক আছিল লোক দণ্ডবৎ করে॥ তখনি আনিয়া ঘোড়া দিল শিরোপায়। এই ক্ষণে ঘরে যাও কার নাহি দায়॥ নিজ-রাজ্য ভোগ কর সব ছাড়িলাম। ইলাকা * মাহিক কিছু তোমারে কহিলাম॥ সেই

* ইলাকা—সীমা॥

ক্ষণে দস্তক আর লিখন পাত্সার। পত্র পড়ি হৈলা অতি আনন্দ-অন্তর॥ হুকুম হইল মুন্শির তোমার যেই দেশ। আমল করিয়াছিলা পাত্সা বিশেষ॥ পঞ্জা করি দিল নিজ-পরোয়ানা সহিতে। মুচ্ছদ্দি আইল সব আমল করিতে॥ বিদায় হইয়া রায় নিজ-ঘর যায়। না গেলে আপন ঘরে চিন্তা নাহি যায়॥ যারপদ আশ্রয় করি মোর এই দশা। সেই চরণ দর্শন করি মোর এই আশা॥ লোক পাঠাইল পত্র লিখিল বাপেরে। ভ্রাতাকে লিখিল শীঘ্র আসিবার তরে॥ খালাস হইলু আমি যাইতাম ঘরে। প্রভুরে দর্শন করি আনন্দ-অন্তরে॥ আপনারা দুই জন বহু দ্রব্য লঞা। তৎকালে আসিবে প্রভুর দর্শন লাগিঞা॥ মিলন হইব সবে প্রভুর অগ্রেতে। শীঘ্র আসিবেন দণ্ডেক বিলম্ব নহে যাতে॥ লোক যাঞা পত্র দিয়া কহিল রায়েরে। পত্রপাঠমাত্র শীঘ্র উঠিলা সত্বরে॥ শুনিয়া সন্তোষরায় অতি আনন্দিত। বহু দ্রব্য লোকসঙ্গে চলিলা ত্বরিত॥ এথা চাঁদরায় কৈল খেতরি গমন। ঘোড়া ছাড়ি পদব্রজে চলিলা তখন॥ পূর্ব্বে তারে দিয়াছিলা যত লোকগণ। ধাঞা যাই প্রভু প্রতি করি নিবেদন॥ কবিরাজ সহ ঠাকুর বসিলা সে স্থানে। নিকটে আইলা রায় দেখিল নয়নে॥ আনন্দিত হইল ঠাকুর কবিরাজ সনে। গৌরাঙ্গের ভঙ্গী কোন কেবা ইহা জানে॥ হেনকালে চাঁদরায় শ্রীরাস-মণ্ডলে। গৃহের যতেক লোক ঠাকুরে আসি বলে॥ হেন-কালে চাঁদরায় করয়ে প্রণাম। পুলকিত অঙ্গ অশ্রু বহয়ে

নয়ান ॥ করিল প্রণাম বহু কিছু নাহি বোলে। উঠিয়া ঠাকুর আসি কৈল তারে কোলে ॥ বসাইয়া জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ। আমার খালাসমাত্র প্রভুর চরণ ॥ আদ্যোপান্তে সব কথা কহয়ে যেমন। শুনিয়া চাঁদের মাথে ধরিলা চরণ ॥ কত ক্ষণ দর্শন করি লোক আসি কয়। লস্কর আইল গ্রামে সব নিবেদয় ॥ জানি রাঘবেন্দ্ররায় পুত্রের সহিতে। শুনিয়া আসিলা প্রভুর দর্শন করিতে ॥ সেই ক্ষণে ঠাকুরের নিকটে গমন। পিতা পুত্রে প্রণাম করে অনেক স্তবন ॥ ঠাকুর করিল কৃপা পৃষ্ঠে দিয়া হাত। দেখিলেন চাঁদরায় কহয়ে সাক্ষাৎ ॥ পিতা পুত্র ভ্রাতায় হইল সম্ভাষণ। কোলাকুলি করি বহু করিল রোদন ॥ পিতা প্রতি চাঁদরায় কহিল সাক্ষাতে। তোমার দুর্দ্দৈব কেন ঘটিল ইহাতে ॥ আমারে আনিতে কেন লোক পাঠাইলা। যেমন প্রসঙ্গ সব সাক্ষাতে কহিলা ॥ ঠাকুর হাসিয়া কহে চাঁদরায় পানে। এত সুখবাক্য কর্ণে জীবনে মরণে ॥ লজ্জা পাই রাঘবেন্দ্র করেন প্রণাম। অপরাধ ক্ষমা কর হও কৃপাবান্ ॥ চাঁদরায় প্রতি পিতা ভয় পায় মনে। ক্ষম অপরাধ হও প্রসন্নবদনে ॥ পিতাপুত্রে কহে কর ধরিয়া কাঁদিলা। বিকাইলুঁ এই পায় সবংশে কিনিলা ॥ পঞ্চ দিন দর্শন কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন। আর দিনে প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥ বিদায় হইয়া গেলা নিজ-দেশ ঘরে। রাজ্য করে প্রভু-আজ্ঞা পালয়ে অন্তরে ॥ কথো দিন অন্তে আইল নবাবের স্থানে। চাঁদরায় কোথা তার দিলেন ফরমানে ॥ ধাওড়িয়া

চাঁদরায়ে আনিল যাইয়া। বহুত লস্কর সঙ্গে মিলিলা আসিয়া॥ আসিয়া নবাবসঙ্গে করিল মিলন। আহিয় পরগণা তারে কৈল সমর্পণ॥ সে দিন রহিল তথা প্রভাতে বিদায়। কার-মনোবাক্যে তোমার কার নাহি দায়॥ আহিদি লইয়া রায় নিজঘরে যায়। কতেক লস্কর সঙ্গে বাজনা বাজায়॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনরীতি শুন ভাই সব। দেখিয়া শুনিয়া সব কর অনুভব॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় গুণলেশ কথা। বিশেষ লিখিতে মোর নাহিক যোগ্যতা॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রেম আনিল যেমনে। ভাসিল অবনিমাঝে যত জীবগণে॥ [illegible] ভক্ত-শাস্ত্রে ত লিখয়। তেন আকিঞ্চন হৈলা ঠাকুরমহাশয়॥ উপালম্ভ যে ব্যাপার আছয়ে যাহাতে। দম্ভ মাৎসর্য্য মিশ্র আছয়ে তাহাতে॥ যে মত যে গুরু তেন মত শিষ্য তাঁর। স্পর্শমাত্রে গুণ জন্মে মহারত্নসার॥ হেনই সাধনরীতি শিষ্যের ভজন। দেখিয়া শুনিঞা হয় চমৎকৃত মন॥ আচার্য্য-ঠাকুর আর ঠাকুরমহাশয়। চৈতন্য নিতাইর প্রেম হইল উদয়॥ কত পরিত্রাণ হৈল ইহা সভা হৈতে। স্পর্শিল না মোর গায় দুঃখ উঠে চিতে॥ আচার্য্যঠাকুর বীরহাম্বীরে কৃপা কৈল। ঠাকুরমহাশয় চাঁদরায় উদ্ধারিল॥ গুণে গানে সভারে করয়ে নমস্কার। রাধিকার পদযুগ ভজন যাহার॥ শ্রীরূপের [illegible] যেই যার কণ্ঠে হার। গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট ভজন যাহার॥ আচার্য্যঠাকুরের শিষ্য হইল যতেক। প্রধান প্রধান আমি লিখিল কতেক॥ ঠাকুরমহাশয়ের শাখা সঙ্ক্ষেপে

লিখিল। ক্রমে ক্রমে সব শাখা প্রবীণ হইল॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥ আমি যে লিখিল ইহা প্রভুর আজ্ঞাতে। যে হইল প্রভু-আজ্ঞা লিখিল সাক্ষাতে॥ শ্রীমুখে কহিল প্রভু যার যেই গুণ। আমিহ লিখিল তাহা শুধিবারে মন॥ শ্রীগোপালভট্ট শ্রীলোকনাথ দুই জন। শ্রীনিবাস নরোত্তম পতিতপাবন॥ যতেক ইহার গুণ লিখা যায় কত। কিঞ্চিৎ লিখিলুঁ আমি অনুভব মত॥ সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নিবেদন। সেই পাবে সুখ গৌর যার প্রাণধন॥ অপরাধ মোর কেহ না লইবে ইথে। শ্রীগুরু বৈষ্ণব এক কহিল সাক্ষাতে॥ ইহাতে যে লয় তাহে নাহি অপরাধ। গোসাঞির আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে কার্য্য বাদ॥ শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে রাজমহলনিবাসি-দ্বিজ-রাঘবেন্দ্ররায়ের পুত্র চাঁদরায় ও সন্তোষদত্ত নামক দুই ভ্রাতার নবাবগৃহে বন্দি থাকা এবং নরোত্তমাদির অনুগ্রহে বন্ধন-মোচন, দীক্ষা, ভক্তিলাভ ও উপাসনাদি বর্ণনময় অষ্টাদশ বিলাস সমাপ্ত ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

ঊনবিংশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর। জয় জয় শ্যামানন্দ প্রেমরসপূর ॥ জয় জয় নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়। জয় জয় রামচন্দ্র গুণের আলয় ॥ এবে কিছু কহি রামচন্দ্রের মহিমা। যাঁহার ভজনতত্ত্বের নাহিক উপমা ॥ এক দিন শ্রীনিবাস-আচার্য্যমহাশয়। বনবিষ্ণুপুরে আছেন রাজার আলয় ॥ নিকটে আছয়ে তাঁর দুই ত ঘরণী। ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজ করয়ে আপনি ॥ স্নানাদি করিয়া তিঁহ আসনে বসিলা। নিজ ইষ্টদেব-পূজা করিতে লাগিলা ॥ শ্রীমণিমঞ্জরী হয় নিজ সিদ্ধনাম। মানসে ভাবিলা শ্রীল বৃন্দাবনধাম ॥ ধ্যানস্থ হইয়া তবে সমাধি করিলা। রাধাকৃষ্ণলীলা তবে প্রত্যক্ষ হইলা ॥ দেখে "রাধাকৃষ্ণ সব সখীগণ সঙ্গে। যমুনাতে জল-কেলি করিতেছে রঙ্গে ॥ জলক্রীড়ায় শ্রীরাধিকা অত্যন্ত মাতিলা। পড়িল নাসার বেশর জানিতে নারিলা ॥ কিছুকাল ক্রীড়া করি উঠিয়া তীরেতে। যার যেই বস্ত্রালঙ্কার লাগিলা

পরিতে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তখন রাধা পানে চায়। নাসিকার বেশর দেখিতে নাহি পায়॥ শ্রীরূপমঞ্জরী ঠারে গুণমঞ্জরী প্রতি। কহিলা বেশর খুজি আনহ ত্বরিতি॥ শ্রীগুণমঞ্জরী তবে ইঙ্গিত বুঝিয়া। মণিমঞ্জরীকে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥ যমুনার জলে তুমি করি অন্বেষণ। শ্রীমতীর আভরণ কর আনয়ন॥ এত কহি সব সখী কুঞ্জকে চলিলা। এথা শ্রীমণিমঞ্জরী খুজিতে লাগিলা॥ বহু ক্ষণ অন্বেষিয়া না পায় দেখিতে। ইতি উতি চায় চিত্ত হইলা ব্যথিতে॥" এথা আচার্য্যঠাকুরের ঘরণী দুই জন। ধ্যানভঙ্গ না দেখিয়া করিছে চিন্তন॥ শ্বাস পরশ্বাস নাই শরীর স্পন্দনে। দেখিয়া আতঙ্ক হৈল দুজনার মনে॥ দিন গেল রাত্রি হৈল নাহিক চেতন। দেখি উচ্চরবে দোঁহে করিছে ক্রন্দন॥ এ সব বৃত্তান্ত রাজা পাইলা শুনিতে। ত্বরা করি আইলা নিজ-প্রভুরে দেখিতে॥ ইহা শুনি ব্যাসাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ। দেখিতে আইলা তবে আর ভক্ত সব॥ আচার্য্যঠাকুরের অঙ্গ করি নিরীক্ষণে॥ মহাপ্রভুর ভাবের কথা পড়ি গেল মনে॥ রাত্রি গেল দিবা হৈল তৃতীয়প্রহর। তথাপি না স্পন্দিলেক প্রভুর কলেবর॥ দেখিয়া আচার্য্য দুই ঘরণী তখন। করিতে লাগিল উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥ রাজা আদি ভক্তগণ হইল বিষণ্ণ। কি হৈল কি হৈল বলি স্থির নহে মন। ভক্তগণ প্রভুর অঙ্গ বহু পরীক্ষিল। অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিল॥ সবে গুরুপত্নী দোঁহে সান্ত্বনা করিলা। ঈশ্বরীর এক কথা মনে

উপজিলা। রামচন্দ্রকবিরাজ প্রভুর শকতি। সে দেখিলে বুঝিত প্রভুর ভাব মতি॥ ঈশ্বরী কহেন ওহে শুন মহারাজ। রামচন্দ্রে আন শীঘ্র না করিহ ব্যাজ॥ রামচন্দ্রে আনাইতে উদ্যোগ করিল। তখন রজনীশেষ প্রভাত হইল॥ এথা রামচন্দ্র প্রভুর দর্শন করিতে। রজনী প্রভাতে আইলা রাজার বাড়ীতে॥ তাঁর আগমন ঈশ্বরীকে জানাইলা। কবিরাজ লৈয়া রাজা অন্তঃপুরে গেলা॥ দূরে থাকি নিজ প্রভুর চরণ-বন্দিল। প্রভুর ঘরণী দোঁহার পদ মাথে নিল॥ প্রভু দেখি রামচন্দ্র কহে চিন্তা নাই। কিছুকাল পরে বাহ্য পাবেন গোসাঞি॥ শ্রীমণিমঞ্জরী নিজের সিদ্ধনাম হয়। সেই দেহে গেলা রাধাকৃষ্ণের আলয়॥ রাধাকৃষ্ণে প্রণমিয়া আর সখী-গণে। যমুনার তীরে তবে করিলা গমনে॥ দেখে জলে আছে নামি শ্রীমণিমঞ্জরী। যমুনা নামিলা তেঁহ বিলম্ব না করি॥ দেখে পদ্মপত্রে ঢাকা আছয়ে বেশর। তুলি মণি-মঞ্জরীর হাতে দিলেন সত্বর॥ বেশর পাইয়া হৃষ্টা শ্রীমণি-মঞ্জরী। কহে সখি! চল কুঞ্জে অতি শীঘ্র করি॥ তখন হৈতে করিলেন কুঞ্জকে গমন। গুণমঞ্জরীকে বেশর কৈলা সমর্পণ॥ গুণমঞ্জরী দিলা তাহা রূপমঞ্জরীর হাতে। রূপ-মঞ্জরী পরাইলা রাধার নাসাতে॥ মনোহর রূপ তাতে বস্ত্র অলঙ্কার। দৃষ্টে যুগলরূপ মন হরে সবাকার॥ মধুর যুগল-রূপ করি দরশন। বাহ্য পাইয়া রামচন্দ্র উঠিলা তখন॥ হরিধ্বনি করি তবে স্তব আরম্ভিলা। বাহ্য পাইয়া শ্রীনিবাস

উঠিয়া বসিলা॥ কি দেখিনু রূপ বলি করয়ে রোদন। রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া মিলিলা নয়ন॥ রামচন্দ্র পড়ি নিজ-প্রভুপদতলে। সব ভক্তগণ মিলি হরি হরি বলে॥ তবে ব্রজেশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া। হৃষ্টমনে দুই জনে পাক কৈলা গিয়া॥ নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক হইলা। ভোগ লাগাইয়া আচার্য্য ভোজন করিলা॥ প্রভু-পাতে রামচন্দ্র প্রসাদ পাইলা। সব ভক্তগণ পরে প্রসাদ খাইলা॥ আচমন করি মনে বিশ্রাম করি আসি। কৃষ্ণকথা আলাপনে গোঙাইলা নিশি॥ রামচন্দ্রকবিরাজের মহিমা অপার। যে কিছু বর্ণিনুঁ প্রভুর বাক্য অনুসার॥ এবে কিছু লিখি শ্যামানন্দের মহিমা। দেবতাগণেও যাঁর দিতে নারে সীমা॥ ব্রজ হৈতে শ্যামানন্দ গৌড়দেশ দিয়া। গড়েরহাট হৈয়া অম্বিকা উত্তরিলাসিয়া॥ মহানন্দে মহাপ্রভু করিলা দর্শন। গৌরীদাস হৃদয়চৈতন্যে কৈলা সাষ্টাঙ্গ বন্দন॥ বৃন্দাবনবিবরণ সব জানাইলা। শুনি দোঁহার মনে বড় আনন্দ হইলা॥ পুস্তক চুরির কথা শুনি হৈলা খেদান্বিত। কিছু দিন শ্যামানন্দ এথা হৈলা অবস্থিত॥ কিছুকাল পরে এক পাইলা লিখন। গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ দেখি আনন্দিত মন॥ এথা শ্রীগুরুর স্থানে বিদায় হইয়া। নিজদেশ উৎকলেতে প্রবেশিলা গিয়া॥ নিজের জন্মভূমি ধারেন্দাগ্রামে আসি। প্রকাশিলা প্রেমভক্তি অশেষ বিশেষি॥ করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচার। করিলেন অনেক দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার॥ এক দিন শ্যামানন্দ লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন॥ নানা-

স্থানে ভ্রমে হৈয়া আনন্দিত মন। সেরখাঁ নামে পাঠান এক রাজপ্রতিনিধি। সঙ্কীর্ত্তন শুনি ক্রোধে জ্বলে নিরবধি॥ সঙ্কীর্ত্তন করিতে সে করয়ে বারণ। নাহি শুনে শ্যামানন্দ করে সঙ্কীর্ত্তন॥ ক্রোধে সে যবনদস্যু যবন লইয়া। খোল করতাল ভাঙ্গি দিল ফেলাইয়া॥ ক্রোধে শ্যামানন্দ করিলেন হুহুঙ্কার। যবনের মনে হৈল ভয়ের সঞ্চার॥ যবনের দাড়ি গোঁপ সব পুড়ি গেল। রক্ত বমি করি সবে অবসন্ন হৈল॥ শ্যামানন্দ নিজ-স্থানে যাইলা তখন। তবে নিজ-স্থানে সবে করিলা গমন॥ পরদিনে শ্যামানন্দ বহু ঘটা করি। করিলেন সঙ্কীর্ত্তন দল বহুতরি॥ নানাস্থান দিয়া সবে কীর্ত্তন করিয়া। যাইতে লাগিল সবে আনন্দিত হিয়া॥ সেরখাঁ যবনদস্যু দেখি ত্বরা করি। শ্যামানন্দ পদে প্রণাম কৈল বহুতরি॥ ওহে শ্যামানন্দপ্রভু কর মোরে দয়া। কৈলুঁ অপরাধ মোরে দেহ পদচ্ছায়া॥ সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ করি বেদনা হইল। সঙ্ক্ষেপ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ দাড়ি পুড়িল রক্ত গেল নাক মুখ দিয়া। স্বপনের কথা কহিতে কান্দে মোর হিয়া॥ পহিলা দেখিনু এক রূপ ভয়ঙ্কর। চড় মারি কহে ওরে যবন পামর॥ আমি তোর্ আল্লা হই আহ্লাদস্বরূপ। এত বলি দেখাইলা গৌরবর্ণ রূপ॥ মোর নাম শ্রীচৈতন্য সবার আশ্রয়। শ্যামানন্দ হয় মোর ভক্ত অতিশয়॥ তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র করিস্ গ্রহণ। নহিলে হইবে তোর্ নরকে গমন॥ দেখিনু অপূর্ব্ব রূপ না ধরে নয়নে। নয়নের অশ্রু মোর নহে

নিবারণে॥ তুমি প্রভু জগদ্গুরু মোরে কর দয়া। মো সম অধম নাহি দেহ পদচ্ছায়া॥ ঐছে কতরূপ দৈন্য বিনয় করিলা। দেখি শ্যামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা॥ মোর প্রভুর মুখে আমি এ সব শুনিনু। তার আজ্ঞা শিরে ধরি বর্ণন করিনু॥ যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়ণীতে গেলা। তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা॥ সুবর্ণরেখা নদীতীরে হয় সেই গ্রাম। তথি আছয়ে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম॥ রসিক-মুরারি নামে তার পুত্রদ্বয়। শ্যামানন্দ তাহে কৃপা কৈলা অতিশয়॥ বলরামপুর আর শ্রীনৃসিংহপুর। গোপীবল্লভপুরে শিষ্য করিলা প্রচুর॥ গোপীবল্লভপুরে বহু প্রেম বিতরিলা। শ্রীগোবিন্দ সেবা রসিকেরে সমর্পিলা॥ রসিকানন্দের হয় মহিমা অপার। তিঁহ কৈলা বহু যবন-দস্যুর উদ্ধার॥ তাহার অনেক শিষ্য না হয় গণন। ভাগ্যবন্ত জন তাহা করিব বর্ণন॥ এক দিন শ্যামানন্দ গোপীবল্লভপুরে। বসিয়া আছেন ভক্তগণসঙ্গে করে॥ হেন কালে আইলা এক সন্ন্যাসিপ্রবর। শ্যামানন্দসঙ্গে বিচার হৈল বহুতর॥ বৈদান্তিক যোগিবর নানাশাস্ত্র জানে। শ্যামানন্দসঙ্গে বিচার হৈল বহু দিনে॥ যোগির অদ্বৈতবাদ বিচারে খণ্ডিলা। গোস্বামির মতদ্বারা দ্বৈত সংস্থাপিলা॥ বিচারেতে যোগিবরের হইল পরাজয়। মনে মনে শ্যামানন্দ বহু প্রশংসয়॥ রাত্রিযোগে যোগিবর দেখিল স্বপন। শ্যামানন্দ হয় মহাপুরুষরতন॥ গোয়ালা আছিল তিঁহ হইলা ব্রাহ্মণ। ভজনের এত গুণ জানে সর্ব্ব-

জন॥ পর দিন যোগিবর উঠিয়া সকালে। আসিয়া পড়িল শ্যামানন্দ-পদতলে॥ মো সম অধম পাপী জগতে নাহি আর। কৃপা করি মো পাপিরে করহ উদ্ধার॥ তবে শ্যামানন্দ মহাপুরুষরতন। যোগির মস্তকে ধরিলেন শ্রীচরণ॥ কৃপা করি তারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা। সাধনের রীতি যত সকল কহিলা॥ সেই যোগিবরের নাম হয় দামোদর। শ্রীকৃষ্ণভজনে তিঁহ হইলা তৎপর॥ এক দিন শ্যামানন্দ আছেন নির্জনে। দামোদর গিয়া কৈলা দণ্ডপরণামে॥ শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল। জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল॥ হেন কালে আইলা রসিকাদি ভক্ত সব। দণ্ডবৎ প্রণাম করি কৈলা বহু স্তব॥ শ্যামানন্দ যজ্ঞোপবীত করিয়া গোপন। তেজ ঢাকি আরম্ভিলা নামসঙ্কীর্ত্তন॥ অদ্বৈতপ্রভুর আবেশ এই মহাশয়। নানারূপে প্রেমভক্তি লোকে বিতরয়॥ ঐছে কত করি যত পাষণ্ডীর গণে। উদ্ধারিয়া প্রেমভক্তি কৈলা বিতরণে॥ শ্যামানন্দের ভজনের নাহিক উপমা। কণকমঞ্জরী তার হয় সিদ্ধ নামা॥ শ্যামানন্দের চরিত বহু মুঞি কিবা জানি। তবে যে লিখিনু কিছু গুরু-আজ্ঞা মানি॥ শ্যামানন্দের চরিত আমি সঙ্ক্ষেপে কহিল। নরোত্তমের চরিত এবে বর্ণিতে লাগিল॥ পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক সঙ্ক্ষেপে বর্ণিনু। কিছু বিস্তারিয়া এবে কহিতে লাগিনু॥ এক দিন ঠাকুরমহাশয় আছেন নির্জনে। আচার্য্যের পত্নী এক আইল সেই ক্ষণে॥ পত্র পাইয়া

নরোত্তমের হরষিত মন। পত্রে লেখা "আচার্য্যের বৃন্দাবন-গমন" ॥ বৃন্দাবনে আচার্য্যের গমন জানিয়া। সদা উৎকণ্ঠিত আছে স্থির নহে হিয়া ॥ রামচন্দ্রে নরোত্তম কহে এক দিন। আচার্য্য আনিতে তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ তবে রামচন্দ্রকবি বৃন্দাবনে গেলা। এথা নরোত্তম নীলাচলেতে চলিলা ॥ জগন্নাথ দেখিলা মহাপ্রভুর লীলাস্থান। দেখি শ্যামানন্দ-স্থান করিলা পয়ান ॥ কিছু দিন থাকি কৈল গৌড়েতে গমন। খড়দহ শান্তিপুর অম্বিকা ভ্রমণ। নবদ্বীপ একচাকা হৈয়া কাঁটোয়ানগর। শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম হৈয়া আইলেন ঘর ॥ ঘরে আসি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিতে মন কৈলা। নিশাযোগে নরোত্তম স্বপনে দেখিলা ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধাকান্ত রাধারমণ এই ছয় ॥ প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করিয়া দর্শন। যৈছে আনন্দিত হিয়া না যায় বর্ণন ॥ স্বপ্ন দেখি নরোত্তম জাগিয়া বসিলা। আনন্দাশ্রু বিবর্জিয়া রাত্রি পোহাইলা ॥ রজনী প্রভাতে তিঁহ প্রাতঃকৃত্য করি। বিগ্রহ গঠিতে আয়োজন কৈল বড়ি ॥ শিলা আনি কারিকর করি আনয়ন। প্রিয়া সহ ছয় বিগ্রহ করাইলা গঠন ॥ পঞ্চ কৃষ্ণমূর্ত্তি হৈল অতীব উত্তম। ভালরূপে গৌরমূর্ত্তির নহিল গঠন ॥ অতিযত্ন করে তবু গঠন না হয়। দেখি ঠাকুরমহাশয় চিন্তে অতিশয় ॥ গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। স্বপনেতে শ্রীচৈতন্য দেখা দিলা তারে ॥ রাত্রিযোগে স্বপনে দেখিলা মহাশয়। শিওরে বসি শ্রীচৈতন্য ধীরে ধীরে কয় ॥

ওহে বাপু নরোত্তম শুন দিয়া মন। বহু যত্নেও মোর মূর্ত্তির না হয় গঠন॥ এ মূর্ত্তিতে আমি অধিষ্ঠান নাহি হব। আমার নির্ম্মিত মূর্ত্তি তোমারে কহিব॥ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে আমি নিজ-মূর্ত্তি নিরমিয়া। কেহ নাহি জানে রাখি গঙ্গায় ডুবাইয়া॥ তুমি প্রেমমূর্ত্তি মোর তোরে করি অনুগ্রহ। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় রেখেছি বিগ্রহ॥ এত বলি শ্রীচৈতন্য হৈলা অন্তর্দ্ধান। জাগি দেখে নরোত্তম হইয়াছে বিহান। উঠি উঠি প্রাতঃকৃত্য করি মহাশয়। লোকেরে জিজ্ঞাসে বিপ্রদাসের আলয়॥ এক জন কহে আমি নরোত্তমপাশে। বিপ্রদাস এক ধনী এই দেশে বৈসে॥ ধান্য সর্ষপাদি বহু শস্য আছে তার। সদাই করয়ে তিঁহ শস্যের ব্যাপার॥ শুনি নরোত্তম গেলা তাহার আলয়। মহাশয়ে দেখি বিপ্রদাস প্রণাম করয়॥ তিঁহ কহে কেনে তোমার ইহাঁ আগমন। মহাশয় কহে বিশেষ আছে প্রয়োজন॥ নরোত্তম কহে তোমার ধান্য-গোলায় যাব। বিপ্রদাস কহে হেন কার্য্য না হইব॥ তথায় আছয়ে বহু জাতি সাপের ভয়। মানুষ দেখিলে বহু গর্জ্জন করয়॥ সর্পভয়ে কেহ তথি না পারে যাইতে। অনেক আছয়ে ধান্য অনেক দিন হৈতে॥ নরোত্তম কহে তুমি কিছু না ভাবিবে। আমি গেলে সর্প সব পলাইয়া যাবে॥ এত কহি কৈল ধান্যগোলাতে গমন। সর্পগণ অন্তর্দ্ধান হইলা তখন॥ গোলা হৈতে তুলিলেন চৈতন্যের মূর্ত্তি। দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আর্ত্তি॥ সেই হৈতে হৈল সর্পভয়ের

নিবৃত্তি। বিপ্রদাসের মনে হৈল আনন্দের স্ফূর্ত্তি॥ সবংশেতে বিপ্রদাস আসিয়া তখন। ঠাকুরমহাশয়ের কৈলা চরণ শরণ॥ নরোত্তম গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সংস্থাপিল। রূপ দেখি সকলের আনন্দ জন্মিল॥ পূর্ব্বে যে গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দেখিল নয়নে। কহে সেই এই হৈতে কিছু নহে ভিন্নে॥ অভিষেকসামগ্রী করিলা আয়োজন। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণপত্রী করিলা প্রেরণ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্যের না পাইয়া লিখন। সদাই উদ্বিগ্ন-মন করে উচাটন॥ হেন কালে পত্রী দিল মহাশয়ের করে। রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইলা বিষ্ণুপুরে॥ এথা রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য প্রভু সনে। খড়দহ কাঁটোয়া হৈয়া অম্বিকা গমনে॥ তথায় মহাপ্রভু তবে করি দরশন। শান্তিপুর হৈয়া নবদ্বীপেতে গমন॥ খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম কিছু দিনে আইলা। কিছু দিন থাকি তেলিয়াবুধরিতে গেলা॥ বুধরিতে আগমন শুনি মহাশয়। জনকত সঙ্গে গেলা রামচন্দ্রালয়॥ নরোত্তমের আগমন শুনি দূর হৈতে। রামচন্দ্র সহ আচার্য্য আইলা তাঁরে নিতে॥ নরোত্তম শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রণমিতে। আলিঙ্গন কৈলা তিঁহ না পারে ছাড়িতে॥ রামচন্দ্র নরোত্তমে প্রণাম করিলা। প্রতি প্রণাম করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥ গোবিন্দ আসিয়া নরোত্তমে প্রণমিলা। তিঁহ তাঁরে আলিঙ্গিয়া হৃদয়ে ধরিলা॥ তবে সবে করিলেন গৃহেতে গমন। বসি করিলেন বৃন্দাবনের আলাপন॥ রামচন্দ্রে গোস্বামিরা অনুগ্রহ কৈল। লোকনাথের আশীর্ব্বাদ নরোত্তমে জানাইল॥ নরোত্তম প্রভু বলি করিলা ক্রন্দন।

অতি কষ্টে তিঁহ স্থির করিলেন মন॥ বিগ্রহনির্ম্মাণকথা সব জানাইলা। গৌরাঙ্গপ্রাপ্তির কথা সকল কহিলা॥ শুনি আচার্য্যাদি সবে আনন্দিত হিয়া। ধন্য ধন্য করি সবে উঠিল কহিয়া॥ শ্রীনিবাস কহে রামচন্দ্রাদিকে নিয়া। অভিষেকের উদ্‌যোগ কর খেতরীতে গিয়া॥ আমি শীঘ্র আসিব তুমি করহ গমন। শুনি সবা লইয়া খেতরী কৈলা আগমন॥ খেতরী আসিয়া সর্ব্ব আয়োজন কৈলা। একেক কাজে একেক জনে নিযুক্ত করিলা॥ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথি শ্রীবিগ্রহগণে। অভিষেক করি বসাইবে সিংহাসনে॥ অহরহঃ সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। শুনি পাষণ্ডীর মাথে বজ্রাঘাত হৈল॥ এবে কহি মহান্তগণের আগমন। শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন॥ শ্রীনিবাস রামচন্দ্র আর শ্রীগোবিন্দ। ব্যাসাচার্য্য কৃষ্ণবল্লভ দিব্যসিংহ প্রেমানন্দ॥ কর্ণপুর বংশীদাস আর শ্যামদাস। বুঁধইপাড়া হৈতে আইলা শ্রীগোপালদাস॥ কাঞ্চনগড়িয়ার শ্রীগোকুল বিদ্যাবন্ত। আসিলা যতেক লোক নাহি তার অন্ত॥ রসিকমুরারি আসি ভক্তসঙ্গে করি। উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরী॥ খড়দহ হইতে আইলা জাহ্নবা-ঈশ্বরী। আইলা তথা যত ভক্ত কিছু নাম বলি॥ বীরচন্দ্র-প্রভুর পুত্র জগদ্দুর্ল্লভ। মাধব-আচার্য্য-জামাই গঙ্গার বল্লভ॥ কৃষ্ণদাস সূর্য্যদাস আর রঘুপতি। মুরারি চৈতন্যদাস শ্রীজীব-পণ্ডিতি॥ নৃসিংহ গৌরাঙ্গদাস কমলাকর পিপুলাই। মীন-কেতন রামদাস শঙ্কর কানাই॥ আসিল যতেক ভক্ত নাম লব

কত। কিঞ্চিৎ কহিল আমি করিয়া বেকত॥ হালিসহর* গ্রামে নয়নভাস্কর আছিলা। রঘুনাথ-আচার্য্য সহ খেতরী আইলা॥ হৃদয়চৈতন্য নিজ-ভক্তগণসঙ্গে। খেতরীতে আইলেন পরম আনন্দে॥ শান্তিপুর হইতে আইলা দুই মহাশয়। গোপাল অচ্যুতানন্দ অদ্বৈততনয়॥ তার সঙ্গে আইলেন ভক্তগণ যত। এবে কিছু কহি নাম করিয়া বেকত॥ কানু-পণ্ডিত বিষ্ণুদাস আচার্য্য-জনার্দ্দন। কামদেব বনমালীদাস নারায়ণ॥ পুরুষোত্তম শ্যামদাস মাধব-আচার্য্য। যার কৃষ্ণ-মঙ্গলগানে সবার হরে ধৈর্য্য॥ শ্রীচৈতন্যের অদ্বৈতের শিষ্য প্রিয়তম। চৈতন্যকৃপায় গেল সংসারবন্ধন॥ নবদ্বীপ হৈতে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি। উল্লসিত হৈয়া সবে আসিলা খেতরী॥ কাঁটোয়ার যদুনন্দন ভক্তসঙ্গে করি। আকাইহাটের কৃষ্ণদাস সহ আইলা খেতরী॥ খণ্ড হৈতে আইলেন শ্রীরঘু-নন্দন। সঙ্গে করি লোচনদাস আদি ভক্তগণ॥ শিবানন্দ বাণী-নাথ শ্রীহরি-আচার্য্য। জিতমিশ্র কাশীনাথ ভাগবতাচার্য্য॥ রঘুমিশ্র শ্রীউদ্ধব আর জগন্নাথ। আসিল যতেক তার নাম লব কত॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্ত যে যে স্থানে ছিলা। ক্রমে ক্রমে আসি সবে খেতরী মিলিলা॥ নরোত্তম সবে বহু করিলা সম্মান। যথাস্থানে সকলকে বাসা কৈলা দান॥ শ্রীগোবিন্দ শ্রীসন্তোষ আদি কথো জন। সবার সেবার কার্য্য হৈলা নিয়ো-

---

* হালিসহর—হুগলীর পূর্ব্বপারে নৈহাটীর নিকট অনুমান অর্দ্ধক্রোশ॥

জন ॥ আহারাদি সমাপিয়া সকল মহান্ত। রাত্রে নিদ্রা গেল মনে আনন্দ একান্ত ॥ রাত্রিযোগে নরোত্তম দেখিছে স্বপন। শ্রীচৈতন্য আসি তারে কহিছে বচন। কালি মহাসঙ্কীর্ত্তনে ভক্তগণসনে। করিব নর্ত্তন সবে দেখিব নয়নে ॥ এত কহি নরোত্তম মাথে পদ ধরি। হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ মহানন্দে নরোত্তম জাগিলা ত্বরিতে। দেখিলা রজনী প্রায় হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ঠাকুরমহাশয় আদি প্রাতঃকৃত্য সারি। মহাভিষেক আরম্ভণ কৈলা ত্বরা করি ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য গিয়া জাহ্নবার স্থানে। অনুমতি লইলেন করিয়া প্রণামে ॥ নরোত্তম করিলেক বহুত প্রণতি। সর্ব্বমহান্তের ক্রমে লৈলা অনুমতি ॥ যত সব মহান্তের অনুমতি লৈয়া। আরম্ভ করিলা কার্য্য আনন্দিত হৈয়া ॥ নরোত্তমঠাকুর প্রেমে হইয়া মগন। আনন্দিত হিয়া আঁখি ঝরে অনুক্ষণ ॥ স্বপনে বিগ্রহের নাম যাহা পাইয়াছিলা। সেই সব নাম তবে কহিতে লাগিলা ॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত এই ছয় ॥

তথাহি—ঠক্কুরমহাশয়কৃতপদ্যং।

গৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতিথি শ্রীবিগ্রহগণে। অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ নানা বস্ত্রালঙ্কার লইয়া শ্রীনিবাসে। পরায় বিগ্রহগণে মনের হরিষে ॥ শ্রীবিগ্রহ দেখি তবে সকল মহান্ত।

নেত্রে ধারা বহে আনন্দের নাহি অন্ত ॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। জয় জয় জয় ধ্বনি হৈল অনিবারে। নানা বাদ্যধ্বনিতে সবার মন হরে ॥ বেদপাঠ করে বিপ্র সুমধুর স্বরে ॥ দোলযাত্রা মহোৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমা। মহাপ্রভুর জন্মদিন উৎসবের নাই সীমা ॥ দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রের বিধানে। পূজিলা বিগ্রহ-ষট্‌কে * আনন্দিত মনে ॥ পূজা সমাধিয়া তবে আরতি করিলা। দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হৈলা ॥ আরতি হইলে শেষ মহান্তসকলে। পরম আনন্দে প্রণময়ে ভূমিতলে ॥ নরোত্তম সুখের সাগরে সাঁতারিয়া। এই মন্ত্রে প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যং।

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

মহানন্দে শ্রীনিবাস করি নমস্কার। ভোজনসামগ্রী আনায় বিবিধপ্রকার ॥ পৃথক্ পৃথক্ ভোগ করিয়া সাজন। ভোগ লাগায় শ্রীনিবাস আনন্দিত মন ॥ কিছুকাল গেলে তবে আচমন দিলা। তাম্বূল অর্পণ করি দ্বার উদ্ঘাটিলা ॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী আদি দেখিয়া বিগ্রহ। আনন্দে প্রণমে মুহুঃ করিয়া আগ্রহ ॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য তবে আসিয়া অঙ্গনে ॥ ভূমে পড়ি পুনঃ পুনঃ করয়ে প্রণামে ॥ মহাপ্রভু পরিকরে প্রণমে বার বার। সবে আলিঙ্গয়ে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥

* বিগ্রহষটকে—ছয় বিগ্রহকে ॥

শ্রীজাহ্নবা শ্রীনিবাসে কিছু জিজ্ঞাসিলা। কৈছে শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা সমাধান কৈলা॥ তিঁহ কহে গোস্বামিগণের আজ্ঞা-দ্বারে। রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে পূজিনু চৈতন্যেরে॥ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে তাঁর পূজার বিধানে। চৈতন্যপূজিতে আজ্ঞা কৈলা গোস্বামির গণে॥ ভাল বলি জাহ্নবা প্রশংসে সবার ঠাঞি। রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি চৈতন্যগোসাঞি॥ এত কহি শ্রীজাহ্নবা নীরব হইলা। নরোত্তম আসি তার পদে প্রণ-মিলা॥ শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তমে। চৈতন্যপার্ষদে নরোত্তম করিলা প্রণামে॥ চৈতন্যের পরিকর আনন্দিত চিতে। আলিঙ্গিলা নরোত্তমে না পারে ছাড়িতে॥ ঈশ্বরী করিলা আজ্ঞা শ্রীনিবাস প্রতি। শ্রীমালাচন্দন দেহ ভক্ত আছে কতি॥ শ্রীনিবাস প্রসাদি মালাচন্দন আনিয়া। প্রভু-পরিকরে দিলা পৃথক্ করিয়া॥ সব ভক্তগণে তবে করিলা অর্পণে। সবেই ভূষিত হৈলা শ্রীমালাচন্দনে॥ সকল মহান্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিতে কৈলা অনুমতি॥ তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল হৈয়া উল্লাসিত॥ প্রথমেই খোলবাদ্য করে দেবীদাস। তালে করতাল বাদ্য করে গৌরাঙ্গদাস॥ বল্লভ গোকুল আদি যত ভক্তগণ; করিতে লাগিলা মধুস্বরে সঙ্কীর্ত্তন॥ যত চৈতন্যের ভক্ত কীর্ত্তনে আসিয়া। ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে গৌরাঙ্গ বলিয়া॥ শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র। সেই ভাবের গীত গায় পাইয়া আনন্দ॥ নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অতিসুমধুরে। আক-

র্ষিলা গোরাচান্দে কহিতে না পারে॥ মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে। গণসহ গৌররায় হৈলা আবির্ভাবে॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর। শ্রীমুরারি হরিদাস স্বরূপ-দামোদর॥ রূপ সনাতন গৌরীদাসাদি লইয়া। সঙ্কীর্ত্তনে করে নৃত্য আনন্দিত হৈয়া॥ সেই কারণ সবে হৈলা আত্ম-বিস্মরিত। নেত্রে ধারা বহে নাচে হৈয়া আনন্দিত॥ শ্রীঅচ্যুতা-নন্দ আদি যত ভক্তগণ। সবারে লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥ যত যত ভক্ত ছিল কারো বাহ্য নাই। আনন্দে নাচয়ে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিতাই॥ কে বুঝিতে পারে প্রভুর অলৌকিক লীলা। যৈছে প্রকটিলা তৈছে অদর্শন হৈলা॥ গণসহ প্রভু না দেখিয়া সঙ্কীর্ত্তনে। বাহ্য পাইয়া সবে মহা করিছে ক্রন্দনে॥ নরোত্তম শ্যামানন্দ আর শ্রীনিবাস। ভূমে লোটা-ইয়া কান্দে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া পড়য়ে ভূতলে। বয়ন ভাসিয়া যায় নয়নের জলে॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য আদি সবে হৈলা স্থির। গোরা বলি মহাশয় কান্দিয়া অস্থির॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি গৌরভক্ত যত। প্রবোধিয়া নরোত্তমের স্থির কৈলা চিত্ত॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ গৌররায়। তোমার প্রেমাব্ধি দর্শন দিলা মো সবায়॥ সবে কোলাকোলি করি বন্দয়ে চরণ। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম অচ্যুতের পায়। প্রণমিয়া কহে ফাগু দেহ প্রভুর গায়॥ এত কহি এথা বহু ফাগু আনাইলা। শ্রীবিগ্র-হের গায় ফাগু শ্রীজাহ্নবা দিলা॥ অচ্যুত গোপাল নরোত্তম

শ্রীনিবাস। বীরচন্দ্র শ্যামানন্দ রামচন্দ্রদাস॥ হৃদয়চৈতন্য আর শ্রীরঘুনন্দন। যত ভক্ত ছিল তার কে করে গণন॥ সবে আসি ফাগু দেয় শ্রীবিগ্রহের গায়। যে হৈল আনন্দ তাহা লিখা নাহি যায়॥ বিগ্রহেরে ফাগু দিয়া সকল মহান্ত। পরস্পর ফাগু দেয় সুখের নাহি অন্ত॥ কৃষ্ণলীলা গায় ফাগু ফেলে অনুক্ষণ। দশ দিক্ জলস্থল রক্তিম বরণ॥ কীর্ত্তন সমাপ্ত করি মহান্ত সকলে। প্রসাদ ভক্ষণ করে অতি কুতূহলে॥ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী বহুতে। ভোজন করিলা সবে আনন্দিত চিতে॥ সন্ধ্যা হৈলা আরতি দেখিলা সর্ব্বজন। কিছুকাল করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তন॥ মহাপ্রভুর জন্মতিথি অভিষেক করিতে। আনিলেন গৌররায় প্রাঙ্গন-মধ্যেতে॥ শ্রীঈশ্বরীর আজ্ঞায় আচার্য্য শ্রীনিবাস। অভিষেক আরম্ভিলা মনেতে উল্লাস॥ শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা-বিধি অনুসারে। পূজয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিষ অন্তরে॥ কৃষ্ণ গৌর এক ইথে ভেদ বুদ্ধি যার। সে যায় নরকে তার নাহিক নিস্তার॥ ভোগ দিয়া শ্রীবিগ্রহের করাইলা শয়ন। সকল মহান্ত কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ॥ বিশ্রাম করিয়া সবে মনের হরিষে। রাত্রি গোঞাইলা সবে কৃষ্ণকথারসে॥ মঙ্গল-আরতি সবে করি দরশন। স্বস্বকার্য্যে সকলেই করিলা গমন॥ সেই দিন এথা থাকি প্রসাদ পাইয়া। পর দিনে গেলা সবে বিদায় হইয়া॥ সে সময়ে নরোত্তমের যে দুঃখ হইল। কিছুই লিখিতে তাহা আমি না পারিল॥ নরোত্তমের সেবারীতি অতিচমৎকার।

যৈছে বন্দোবস্ত তা বর্ণিতে সাধ্য কার॥ বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় শ্রীলোচনদাস। শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীখণ্ডেতে বাস॥ চৈতন্য-মঙ্গলগান তাঁহার রচিতে। সদা গীত হয় নরোত্তমের বাড়িতে॥ প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগান হয়। তার পরে কৃষ্ণমঙ্গলগান করয়॥ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলগান অতি চমৎকার। শুনিলে দ্রবয়ে চিত্ত আনন্দাশ্রুধার॥ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। রচিলা মাধব-আচার্য্য করি নানাছন্দ॥ মাধব-আচার্য্য গুণ বর্ণিয়ে কিঞ্চিৎ। যাহার চরিত্রগুণ জগতে বিদিত॥ "দুর্গাদাস-মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিকব্রাহ্মণ বাস নদীয়ানগর॥ তাহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥ সনাতনপত্নী নাম হয় মহামায়া। একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥ একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে তারে কৈলা দান॥ কালিদাসমিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥ একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস। পৃথ্বী-ছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥ বিধুমুখী মাধবনামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥ গর্ভাষ্টমে * মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহ পড়িতে লাগিল॥ নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত। আচার্য্য উপাধিতে তিঁহ হইলা বিদিত॥

---

* রাঁড়ি—রাঁড়, রণ্ডা, বিধবা। গর্ভাষ্টমে—গর্ভের আরম্ভ দিন ধরিয়া অষ্টম বৎসরে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিষেক সময়। মাধব-আচার্য্য গেলা শ্রীনিবাসালয়॥ দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ হইলা উন্মত্ত। সেই হৈতে হৈলা তিঁহ চৈতন্যের ভক্ত॥ যেই দিন শ্রীচৈতন্য নিজ-হরিনামে। উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ কৈলা ভক্তগণে॥ সেই দিন সেই স্থানে ছিলেন মাধব। কর্ণে প্রবেশিল তার মহামন্ত্র রব॥ নাম শুনিয়া তার প্রেমোদয় হৈল। চৈতন্যচরণে দণ্ডবৎ প্রণমিল॥ শ্রীচৈতন্যপ্রভু তারে অনুগ্রহ করি। চরণ তুলিয়া দিল মস্তক উপরি॥ মাধব, নামের নীতি প্রভুরে পুছিলা। সঙ্খ্যা করি লৈতে নাম প্রভু আজ্ঞা কৈলা॥ সঙ্খ্যা করি লক্ষ নাম লয় অনুরাগে। সেই হৈতে হৈল তার সংসার বিরাগে॥ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীতি বর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ॥ রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য পদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনুগ্রহ। সব ভক্তগণ তারে করিলেন স্নেহ॥ মহাপ্রভু অদ্বৈতেরে করিলা আদেশ। দীক্ষামন্ত্র মাধবেরে করে উপদেশ॥ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভু আজ্ঞা-মতে। মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥ আগে হরিনাম কৈল অর্থের সহিতে। রাধাকৃষ্ণমন্ত্র পরে কহিলা কর্ণেতে॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপদেশ কৈলা। অর্থ জানাইয়া সব তত্ত্ব জানাইলা॥ সেই হৈতে মাধব হৈলা ভজনে নিপুণ। সংসারে থাকিতে তার নাহি আর মন॥ মাধবের মাতা তারে দেখিয়া উদাস। সংসার ছাড়িবে বলি মনে কৈল ত্রাস॥ মাধবের মাতা তারে

বিয়ে * করাইতে। শীঘ্র করি উদ্যোগ কৈলা ভয় পাইয়া চিতে॥ মাতার উদ্যোগ দেখি মাধব তখন। পলায়ন করি চলি গেল বৃন্দাবন॥ শ্রীরূপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিল। ভজনের তত্ত্ব যত সকল জানিল॥ সন্ন্যাস করিয়া তিঁহ রহি বৃন্দাবন। ব্রজের মধুর ভাবে করয়ে ভজন॥ মাধব-আচার্য্য শ্রীমাধবীসখী হন। শ্রীরূপের কৃপায় তার হৈল উদ্দীপন॥ মাতার অদর্শন শুনি আইলা শান্তিপুরে। অচ্যুতের সঙ্গে তিঁহ গেলা শ্রীখেতরে॥ খেতরী শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দেখিয়া। শীঘ্র করি বৃন্দাবনে আসিলা চলিয়া॥" বৃন্দাবনে গেলুঁ আমি ঈশ্বরীর সঙ্গে। মাধব-আচার্য্য সনে ভ্রমিনু আমি রঙ্গে॥ এহেঁ করিলা মোরে তত্ত্ব উপদেশ। তাঁর পাদপদ্মে মোর প্রণতি বিশেষ॥ এবে কহি নরোত্তমের সেবা পরিপাটী। দেখিয়া পাষণ্ডিগণ হইলেক মাটী॥ অতি উত্তম এক প্রাসাদ নির্ম্মাইলা। ছয় ঘরে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপন কৈলা॥ গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ আর হয়। ব্রজমোহন রাধারমণ রাধাকান্ত ছয়॥ অষ্টকালীন শ্রীসেবার বিধিমতে। নিত্যসেবা করে তিঁহ আনন্দিত চিতে॥ বৎসর ভরি সঙ্কীর্ত্তন হয় অনিবার। দেখিয়া পাষণ্ডির মনে লাগে চমৎকার॥ এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়। অন্য স্থানে চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত কয়॥ চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥ অন্য স্থানে বহু সাধু মহান্ত বসিয়া।

* বিয়ে—বিবাহ॥

কৃষ্ণকথা আলাপয়ে আনন্দিত হিয়া॥ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের কথা কহিব বা কত। শুনিয়া পাষণ্ডিগণের দ্রবি গেল চিত॥ প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল। তার পর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ পরে হয় গোবিন্দের গৌর-কৃষ্ণলীলা গান। নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের কৃষ্ণলীলা-গানে। যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥ প্রতি বৎসর শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিনে। হয় মহামহোৎসব খেতরীভবনে॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের তথি হয় আগমন। যে হয় আনন্দ তাহা না যায় লিখন॥ খেতরী হইতে সে আমার ঠাকুরাণী। বৃন্দাবন-পথে যাইতে যা করিলা তিনি॥ পথের গমনকথা লিখিয়ে এখন। যে হৈল আশ্চর্য্য তাহা শুন শ্রোতাগণ॥ ঠাকুরাণীসঙ্গে আমি বৃন্দাবন গেল। ঘটনা সকল তাহা প্রত্যক্ষ করিল॥ কুতব্‌উদ্দিন নামে এক দস্যুদলপতি। অনেক যবন সেই লইয়া সংহতি॥ আসিল করিতে মোর ধনাদি লুণ্ঠন। পথ নাহি পায় তারা করয়ে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে রাত্রি পোহাইল। প্রভাত দেখিয়া সবার প্রাণ উড়ি গেল॥ ভয় পাইয়া সবে পড়ে জাহ্নবাচরণে। রক্ষা কর মোরে, মা,গো লইনু শরণে॥ তোমাদের ধনাদি সব লুটিতে আসিল। ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল॥ চারি দিকে চাহি দেখি মহাসর্পগণ। দৌড়িয়া আইসে মোদের করিতে দংশন॥ হেন কালে কোথা হৈতে হৈল এক শব্দ। এই ঠাকুরাণী কৈল তোমাদেরে জব্দ॥ শুনিয়া মোদের মহাভয় উপজিল। তোমার চরণে আসি

শরণ লইল॥ শুনি ঠাকুরাণী মহাহরিষ অন্তরে। অনুগ্রহ করিলেন সর্ব্ব-যবনেরে॥ হেন কালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়। সকল যবনগণে কৃষ্ণগুণ গায়॥ আর দিনের কথা শুন অতি-চমৎকারে। ঈশ্বরীর সঙ্গে গেল কোন গ্রামের ভিতরে॥ সেই দিন সেই গ্রামে কৈল অবস্থিতি। গ্রামের পাষণ্ডিগণে ঠাট্টা করে অতি॥ রজনীযোগেতে তারা দেখয়ে স্বপন। সক্রোধে চণ্ডিকাদেবী বলয়ে বচন॥ জাহ্নবাদেবীরে তোরা করিলি বিদ্রূপ। সেই অপরাধে তোদের হবে মহাদুঃখ॥ জাহ্নবাচরণে যদি লহ রে শরণ। তবে সে হইবি মুক্ত নহিলে পতন॥ পরদিন প্রাতে যত পাষণ্ডির দলে। আসিয়া পড়িল ঠাকুরাণী পদতলে॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী মোর দয়ার সাগর। অনুগ্রহ কৈলা সবে হৈলা পরিকর॥ বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী। রহিলেন কত দিন আসি শ্রীখেতরী॥ তার সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য। গানবাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য॥ মাধব-আচার্য্য হয় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ-প্রিয়ভক্ত পরমকুলীন॥ নিত্যানন্দ-শিষ্য নিতাই বিনা নাহি জানে। সদাই করয়ে তিঁহ নিতাইপদ ধ্যানে॥ নিত্যানন্দ-প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম। মাধব-আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যা-দান॥ বিবাহ করিলা মাধব গুরুর আজ্ঞাতে। গুরু-আজ্ঞা বলবতী কহয়ে শাস্ত্রেতে॥ ঈশ্বরীর মহিমা কিছু বোঝা নাহি যায়। অঘট-ঘটন হয় ঈশ্বরী-ইচ্ছায়॥ রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিহ আন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥ রাঢ়ী

বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক। দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥ মাধব-আচার্য্যকে শান্তনু বলি কয়। দ্রবময়ী গঙ্গা এই গঙ্গাদেবী হয়॥ মাধব-আচার্য্যস্থানে বাদ্যশিক্ষা কৈল। কৃপা করি তিঁহ মোরে বাদ্যশিক্ষা দিল॥ তার পাদপদ্মে মোর কোটি নমস্কার। কত কৃপা কৈল মোরে নাহি তার পার॥ ফাল্গুন-পূর্ণিমা প্রায় নিকটে আসিল। শ্রীখেতরীর মহোৎসব আরম্ভ হইল॥ ক্রমে ক্রমে আসিলা সকল মহান্তগণ। আইলা যতেক লোক না যায় গণন॥ শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ আইলেন সব। বীরচন্দ্রাচ্যুতানন্দ আইলা লৈয়া বহু বৈষ্ণব॥ পূর্ণিমাদিনে প্রাতে হৈল নামসঙ্কীর্ত্তন। বিগ্রহ অভিষেক কৈল ফাগুর অর্পণ॥ সব ভক্ত বিগ্রহের অঙ্গে ফাগু দিয়া। পরস্পরে ফাগু দেয় আনন্দিত হিয়া॥ ফাগুখেলা করি সবে প্রসাদ পাইল। সন্ধ্যার আরতি দেখি কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ প্রথমেই বাসুঘোষের গৌরলীলা গান। শুনিলে দ্রবয়ে চিত ঝরয়ে নয়ান॥ দেবীদাস মাধব-আচার্য্য মৃদঙ্গ বাজায়। গৌরাঙ্গ গোবিন্দদাস করতাল বায়॥ সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত॥ অচ্যুতানন্দ বীরভদ্র আর শ্রীনিবাস। শ্যামানন্দ নরোত্তম রামচন্দ্রদাস॥ ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে কৃষ্ণলীলা গায়। যে আনন্দ হৈল তাহা লিখা নাহি যায়॥ নরোত্তমের ভক্তি জোর গীত আকর্ষণে। রহিতে নারয়ে কৃষ্ণ আইলা প্রিয়াসনে॥ দশ দিক্ জল স্থল হইল উজ্জ্বল। মেঘ-

বিদ্যুতের প্রায় জ্যোতিঃ সুনির্ম্মল॥ রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি তবে দেখি সর্ব্বজনে। যে আনন্দ পাইল তাহা না যায় কহনে॥ বহিল সুগন্ধি বায়ু অতিচমৎকার। নূপুর কিঙ্কিণীধ্বনি হয়ে সুমধুর॥ সঙ্কীর্ত্তনের উর্দ্ধভাগে আকাশমণ্ডলে। দেখা দিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হৈলে॥ নরোত্তম ভূমে পড়ি অচেতন হৈয়া। রামচন্দ্র আদি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিছু বুঝা নাহি যায়। সুস্থির হইলা সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ "ধন্য নরোত্তম" শব্দ উঠিল গগনে। পরস্পর কোলাকোলি করয়ে প্রণামে॥ নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার। তাহার কৃপায় মোদের হইল উদ্ধার॥ নরোত্তমের ভজন-বিলাস অতি উত্তম হয়। কৃপা করি তিঁহ সর্ব্বলোক উদ্ধারয়॥ এক দিন নরোত্তম করিয়া মনন। রাধাকৃষ্ণ-রাসলীলা করয়ে দর্শন॥ সমাধি করিয়া আছে নিস্পন্দশরীর। বন্ধুবান্ধব ভক্তগণ দেখিয়া অস্থির॥ রামচন্দ্র বলে কিছু না কর চিন্তন॥ সমাধি হইলে ভঙ্গ পাইবে চেতন॥ দুই দিন গত হৈল সবে হৈল ব্যস্ত। শ্রীনিবাসাচার্য্য আসি সবে কৈল সুস্থ॥ শ্রীনিবাসাচার্য্য যত্নে করাইলা চেতন। "হরি হরি হরি" ধ্বনি উঠিল তখন॥ বাহ্য পাইয়া নরোত্তম আচার্য্যে প্রণমিলা। শ্রীনিবাস-আচার্য্য তারে আলিঙ্গন কৈলা॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মনে। পাষণ্ডী-উদ্ধার এবে করিয়ে বর্ণনে॥ গোপালপুরে বাস এক বৈদিকব্রাহ্মণে। পড়ুয়া পড়ায় সেহ নানাশাস্ত্র জানে॥ গুরু-দাস-ভট্টাচার্য্য নাম হয় তার। নরোত্তমে নিন্দে দুষ্ট অশেষ

প্রকার ॥ নিন্দিতে নিন্দিতে তার কুষ্ঠব্যাধি হৈল। স্বস্ত্যয়ন চিকিৎসাতে ব্যাধি নাহি গেল ॥ সদাই করয়ে সেহ ভবানী চিন্তন। কোন অপরাধে দুঃখ হইল এমন ॥ রাত্রিতে ভবানী তারে দেখাইলা স্বপন। নরোত্তমের নিন্দার দুঃখ পাইয়াছ এমন ॥ নরোত্তমে সদা তুমি শূদ্র-বুদ্ধি কর। সেই অপরাধে দুঃখ পাইয়াছ বড় ॥ নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের হয় প্রেমমূর্ত্তি। ভক্তিতে দেখিলে তারে যায় মনের আর্ত্তি ॥ নিত্যানন্দপ্রভুর সে আবেশ অবতার। কৃপা করি করিবে তিঁহ জগৎ উদ্ধার ॥ নরোত্তমে যে পাপী সামান্যবুদ্ধি করে। পরকালে ডুবে যায় নরকভিতরে ॥ নরোত্তমে যে পাপিষ্ঠ শূদ্র বলি কয়। সবংশে নরকে যায় নাহিক সংশয় ॥ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যেই জন হয়। তাহার অন্তরে পৈতা জানিহ নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণভক্ত হয় সেই ব্রাহ্মণের বড়। কৃষ্ণভক্তিহীন বিপ্র শূদ্রাধম দৃঢ় ॥ এত কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল। জাগিয়া দেখয়ে বিপ্র রাতি পোহাইল ॥ সেথা হৈতে প্রাতে বিপ্র খেতরী আসিয়া। নরোত্তম-পদে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ স্বপনের বিবরণ কহিলা বিস্তারি। কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চরণতরি ॥ মো সম অধম প্রভু জগতে আর নাই। মোরে উদ্ধারিলে যশ হবে ঠাঞি ঠাঞি ॥ শুনি কৃপায় নরোত্তমপদ-মাথে দিলা। হৈল রোগমুক্ত সবে দেখিতে পাইলা ॥ ঠাকুরমহাশয় হয় দয়ার সাগর। করুণা করিয়া তারে করিলা কিঙ্কর ॥ সেই হৈতে বহুলোক মনে ভয় পাইয়া। নরোত্তমের পদে শরণ লইল আসিয়া ॥ জগন্নাথ-

আচার্য্য নামে বৈদিকব্রাহ্মণ। পরমপণ্ডিত সে বুধরীবাস হন॥ বিপ্রদীক্ষা দেখি সেই জগন্নাথ-বিপ্র। নরোত্তমের প্রতি মনে হইলেন ক্ষিপ্র॥ শ্রীনরোত্তমের সহ বিচার করিতে। মনে মনে কালীপদ লাগিলা ভাবিতে॥ রাত্রিযোগে জগন্নাথ দেখিলা স্বপন। নরোত্তম শ্রীভগবানের আবেশ হন॥ মনে মনে জগন্নাথ অতিভয় পাইয়া। শ্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্র উত্তরিলাসিয়া॥ নরোত্তমপদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি নরোত্তম দীক্ষামন্ত্র দিলা॥ নরোত্তম শিষ্য কৈলা অনেক ব্রাহ্মণ। পাষণ্ডী-ব্রাহ্মণ সব হৈলা অগ্রিমন॥ জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্ররায়। রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়॥ এক দিন সেই রায় দেখি নরোত্তমে। পাপ দূরে গেল তার আনন্দ হৈল মনে॥ মহাশয় পদে আসি শরণ লইলা। কৃপা করি নরোত্তম তারে শিষ্য কৈলা॥ বঙ্গদেশী দস্যুপতি বিপ্র দুরাচার। ঠাকুরমহাশয়ের কৃপায় হইল উদ্ধার॥ কয়েক জনের নাম আমি করিয়ে বর্ণন। শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন॥ গোবিন্দবাঁড়ুয্যা আর ললিত ঘোষাল। কালিদাস-চট্ট দস্যু অতিচমৎকার॥ নীলমণি-মুখুটী আর রামজয়চক্রবর্ত্তী। হরিনাথগাঙ্গুলী আর শিবচক্রবর্ত্তী॥ পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিলা। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈলা॥ চাঁদরায়ের আত্মীয় বান্ধব এরা হয়। যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥ নানা-দেশ লুঠে রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভারতে যবনরাজ নহে

আগুসার ॥ সেই দিন চাঁদরায় বন্দী যে হইলা। ভয় পাইয়া এরা সব পলাইয়া গেলা॥ ঠাকুরমহাশয়ের প্রভা জানি তার মর্ম্ম। সবে হইলেন শিষ্য ছাড়ি পূর্ব্বধর্ম্ম ॥ নরোত্তমের স্বগণ রাজা নরসিংহরায়। অতিদূরদেশ পক্বপল্লী বাস হয় ॥ গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতিমনোরম। পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন ॥ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বহু থাকে তার পাশে। এক মহাপণ্ডিত দৈবক্রমে তথা আসে ॥ পণ্ডিতের নাম হয় রূপ-নারায়ণে। বিচারে পরাজয় তার নহি কোন থানে ॥ তাহার চরিত্র হয় পরমমধুর। নরসিংহরায়ের কাছে শুনেছি প্রচুর ॥ সঙ্ক্ষেপ করিয়া কিছু এথায় বর্ণিব। চরিত শুনিলে সবে বড় সুখ পাব ॥ বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতিশুদ্ধ। পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ ॥ সে দেশের রাজধানী এগার-সিন্দূর। ব্রহ্মপুত্র-পারে স্থিত অতিমনোহর ॥ এগারসিন্দূর আর মিরজাফরপুর। দগ্‌গদা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর ॥ ব্রহ্মপুত্রতীরেতে এ সব স্থান হয়। নানাদেশী লোক তাথে বাণিজ্য করয় ॥ এগার সিন্দূর আর দগ্‌দগা স্থানে। বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্বলোকে জানে ॥ নানাদিক্-দেশী বণিক্ থাকয়ে এথায়। বেচা কেনা করে সবে আনন্দহিয়ায়। এগারসিন্দূর নিকট আছয়ে এক গ্রাম। কুলীনের বাসস্থান ভিটাদিয়া নাম ॥ তথি বাস করে বিপ্র লক্ষ্মীনাথলাহিড়ী। পত্নী তাঁর কমলাদেবী পরমসুন্দরী ॥ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এহোঁ কুলীন প্রধান। সর্ব্বব্রাহ্মণের মান্য পূজ্য সর্ব্বস্থান ॥ এক পুত্র

হৈল তাঁর যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র। নাম রাখিল তার শ্রীল রূপচন্দ্র॥ বাল্যকালে রূপচন্দ্র মহাদুষ্ট ছিলা। পিতৃনিদেশেও লিখা পড়া না শিখিলা॥ নানাযত্ন করিলেন লক্ষ্মীনাথ-লাহিড়ী। কিছুতেই তিঁহ না করিলা লিখা পড়ি॥ এক দিন পিতা ক্রোধে অন্নে দিলা ছাই। নমস্তাপে উঠি গেলা অন্ন নাহি খাই॥ মাতারে প্রণাম করি গেলা গৃহ ছাড়ি। কিছু দিনে উত্তরিল গ্রাম্য পণ্ডিতের বাড়ী॥ ব্যাকরণ পড়ি নাম হইল চক্রবর্ত্তী। নবদ্বীপে অধ্যয়ন বাঢ়ে তার কীর্ত্তি॥ নানাশাস্ত্র পড়ি তার বিদ্যা হৈল অতি। তথিতে পাইলা তিঁহ "আচার্য্য" খেয়াতি॥ সেথা হৈতে নীলাচলে করিলা গমন সঙ্কীর্ত্তনে কৈলা মহাপ্রভুর দর্শন॥ দূরে থাকি শ্রীচৈতন্যে প্রণাম করিয়া। জগন্নাথ দর্শন কৈলা আনন্দিতহিয়া॥ সেথা হৈতে মহারাষ্ট্র পুণানগরীতে। বেদাদি পড়িতে গেলা হরষিতচিতে॥ মহাশ্রুতিধর রূপচন্দ্র এহোঁ হয়। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত আদি সকল পড়য়॥ নানাশাস্ত্রে তার দেখি প্রভূত ব্যুৎপত্তি। "অধ্যাপক" উপাধি তাহে দিলা সরস্বতী॥ দিগ্বিজয় করি তিঁহ নানাস্থানে যায়। যেখানে পণ্ডিত দেখে বিচারে হারায়॥ নানাস্থানে ভ্রমি তিঁহ গেলা বৃন্দাবন। শুনে সেথা আছে দুই পণ্ডিত মহত্তম॥ রূপ সনাতন নামে আছে দুই গোসাঞি। এ দোঁহার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাই॥ রূপচন্দ্র আইলেন দুই গোসাঞি ঠাঞি। বিচার করিব বলি সুখের সীমা নাই॥ তিঁহ আসি গোস্বামিরে

নমস্কার কৈলা। সমাদর করি গোসাঞি তাহারে বসাইলা॥ স্বাগতাদি পুছি কহে কেন আগমন। রূপচন্দ্র বলে আইনু বিচার কারণ॥ নানাশাস্ত্র পড়ি আমি হইনু পণ্ডিত। তোমা দোঁহাসনে বিচার এই মনোনীত॥ গোস্বামিরা কহে বিচারে কিবা ফলোদয়। পণ্ডিত কহে শাস্ত্রপরীক্ষা জয় পরাজয়॥ গোসাঞি কহে বিচারের নাহি প্রয়োজন। পরাজয় মানিলুঁ আমরা দুই জন॥ স্বপ্ন হৈয়া রূপচন্দ্র উঠি তথা হৈতে। ভয়ে বিচার গোস্বামিরা না কৈল মোর সাঁথে॥ যমুনাতীরে যায় ইহা কহিতে কহিতে। পথে দেখা হৈল শ্রীজীবগোস্বামির সাঁথে॥ শ্রীজীব পুছিয়া তার সব তত্ত্ব পাইলা। ক্রোধমনে সেই স্থানে বিচার আরম্ভিলা॥ শ্রীজীব কহে রূপ সনাতন মোর উপাধ্যায়। আমারে জিনিলে জয়ী কহিব তোমায়॥ যবে কহে দুই গোসাঞি পরমপণ্ডিত। মোর মনে বিচার কৈলে হইবা বিদিত॥ জীবে রূপচন্দ্রে বিচার পঞ্চ দিন হৈল। জয় পরাজয় কিছু জানা নাহি গেল॥ সপ্তম দিবসে বিচার হৈল বহুক্ষণ। জীব জয়ী রূপচন্দ্র হৈলা নির্যাতন॥ রূপচন্দ্রের অদ্বৈতবাদ শ্রীজীব দেখিয়া। দ্বৈতবাদ সংস্থাপিলা যুক্তিপ্রমাণ দিয়া॥ বৈষ্ণবমতের তিঁহ দেখাইল প্রাধান্য। জ্ঞান কর্ম্মযোগ হৈতে ভক্তির হৈল মান্য॥ পরাজিত রূপচন্দ্র শ্রীজীবচরণে। দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল আনন্দিত মনে॥ যোড়হাতে করে তিঁহ শ্রীজীবে স্তবন। তোমার কৃপায় মোর নির্ম্মল হৈল মন॥ কৃপা করি শ্রীজীব তার মাথে পদ দিলা।

আলিঙ্গন করি নিকটেতে বসাইলা॥ রূপ কহে প্রভো মোরে যে কৃপা করিলা। অজ্ঞানাদি তম মোর সকল খণ্ডিলা॥ তোমা স্থানে অপরাধ হৈল অগণন। কৃপা করি শুদ্ধ কর মোর দুষ্ট মন॥ জীব কহে মোর স্থানে অপরাধ নাই। তোমারে করিলা দয়া চৈতন্যগোসাঞি॥ ইহা শুনি রূপচন্দ্র শ্রীজীবচরণ। মাথে লৈয়া করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ॥ রূপ-চন্দ্র কহে প্রভো! শ্রীজীবগোসাঞি। মোর যত অপরাধ তার অন্ত নাই॥ শ্রীল রূপ সনাতনগোস্বামির স্থানে। যত হৈল তমোগুণ না যায় কহনে॥ সেই কথা স্মরি মোর চিত্ত জ্বলি যায়। না দেখি উপায় প্রভো না দেখি উপায়॥ এত কহি রূপচন্দ্র বহু খেদ কৈলা। শ্রীজীবগোস্বামী তারে যত্নে প্রবোধিলা॥ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরূপচন্দ্রেরে লইয়া। গোস্বা-মির স্থানে যায় আনন্দিত হৈয়া॥ রূপচন্দ্র শ্রীরূপ শ্রীসনাতন পদে। ভূমে পড়ি লোটাইয়া করে অতিখেদে॥ মো সম অধম পাপী নহি ত্রিভুবনে। যত অপরাধ কৈল না যায় গণনে॥ তমোগুণে মত্ত হৈয়া তোমাদের সাঁথে। বিচার করিতে আইনু মোহপ্রাপ্তচিত্তে॥ অপরাধ ক্ষম প্রভো অধমে কর দয়া। পতিতে উদ্ধার কর দেহ পদচ্ছায়া॥ শ্রীজীব-গোস্বামির কৃপায় কিছু জ্ঞান পাইল। তার কৃপাবলে ভুয়া চরণ দেখিল। ঐছে কত কহি রূপ ভূমে লোটাইয়া। ব্যাকুল হইয়া কান্দে গুমড়য়ে হিয়া॥ রূপচন্দ্র-দৈন্য দেখি রূপ সনা-তন। কৃপা করি তার মাথে অর্পিলা চরণ॥ রূপ সনাতন

কহে রূপচন্দ্র প্রতি। অপরাধ নাই তোমার নির্ম্মল হৈল মতি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র দয়া কৈল তোরে। ধন্য সে হইলা তুমি ভুবনভিতরে॥ এত কহি দুই গোসাঞি তারে আলিঙ্গিলা। প্রেম-অশ্রুবারি তার নয়নে বহিলা॥ সবিনয়ে রূপচন্দ্র কহে গোস্বামিরে। কৃপা করি কৃষ্ণদীক্ষা দেহ অধমেরে॥ শুনিয়া গোস্বামী দোঁহে করিছে চিন্তনে। হেন কালে এক শব্দ উঠিল গগনে॥ "রূপচন্দ্রে হরিনাম দেহ দুই জনে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা পাবে নরোত্তম স্থানে॥" শুনিয়া আকাশবাণী শ্রীগোস্বামিদ্বয়। হরিনাম মহামন্ত্র তার কর্ণে কয়॥ সঙ্খ্যা করি তুমি সদা হরিনাম লবে। নরোত্তম স্থানে তুমি কৃষ্ণদীক্ষা পাবে॥ গড়েরহাট গোপালপুর শ্রীখেতরী গ্রামে। জন্মিয়াছে নরোত্তম কৈল তোমা স্থানে॥ দ্বাদশ বৎসরে সেহ বৃন্দাবনে আসি। লোকনাথগোসাঞি-শিষ্য হবে গুণরাশি॥ এত কহি সনাতন বিরত হইলা। রূপচন্দ্র, গোস্বামির পদ মাথে নিলা॥ হেনই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটিলা। রূপচন্দ্রে নারায়ণ প্রবেশ করিলা॥ দেখি রূপ সনাতন তার ভক্তির প্রভাব। আলিঙ্গন করি প্রেম কৈলা অনুভব॥ গোসাঞি কহে নারায়ণ তবাঙ্গে প্রবেশিল। আজি হৈতে নাম তোর "রূপনারায়ণ" হৈল॥ এত কহি কৈলা তাহে শক্তির সঞ্চার। করে রূপনারায়ণ গোসাঞিপদে নমস্কার॥ কিছুকাল বৃন্দাবনে তিঁহ কৈলা বাস। শ্রীজীবের স্থানে কৈলা ভক্তিশাস্ত্রাভ্যাস॥ ভাগবত পড়ে স্বামী তোষণী

টীকা দিয়া। লঘু বৃহদ্ভাগবতামৃত পড়ে হর্ষ হৈয়া॥ রসামৃত উজ্জ্বল পড়ে সন্দর্ভ সকল। নাটকাদি পড়ি প্রীতি পাইল বহুল॥ মথুরামণ্ডল সব করি দরশন। আনন্দে মগন, করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস কাশীশ্বর আর। সকল বৈষ্ণবপদে কৈল নমস্কার॥ সকল বৈষ্ণব তারে অনুগ্রহ কৈলা। বিদায় হইয়া তিঁহ নীলাচলে গেলা॥ তথায় শুনিল মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান। বহু খেদ করি তিঁহ হইলা অজ্ঞান॥ প্রভুর ইচ্ছায় তার নিদ্রা আকর্ষিল। স্বপনেতে গৌরচন্দ্র তারে দেখা দিল॥ "প্রভু কহে শুন অহে রূপনারয়ণ। নরসিংহরায় সহ তোমার মিলন॥ তার স্থানে থাকি তুমি নরোত্তম হৈতে। লভিবে গোপালমন্ত্র তাহার সহিতে॥" এত কহি তারে মাথে চরণ অর্পিয়া। অনুগ্রহ করি গৌর গেলেন চলিয়া॥ স্বপন দেখিয়া তবে রূপনারায়ণ। জাগি বসি করে প্রেম-অশ্রু বরিষণ॥ প্রভু ইচ্ছামতে তিঁহ শান্তিলাভ করি। আইলেন গদাধরপণ্ডিতের বাড়ী॥ প্রণমিয়া কহিলা সকল বিবরণ। গদাধর তার মাথে দিলা শ্রীচরণ॥ তবে গেলা শ্রীস্বরূপগোস্বামির স্থানে। সব বিবরণ তারে কৈল নিবেদনে॥ প্রণাম করিলা তিঁহ স্বরূপের পায়। কৃপা করি স্বরূপ পদ দিলেন মাথায়॥ অনুগ্রহ করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা। নানাগূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ তাহারে কহিলা॥ শ্রীজগন্নাথ দেখিলা মনের আনন্দে। নিজকৃত স্তব স্তুতি

করিলা স্বচ্ছন্দে ॥ প্রণাম করিয়া তবে তথা হৈতে আইল। রামানন্দসনে তার পথে দেখা হৈল ॥ পরিচয় পাইয়া তারে প্রণত হইলা। রায়-রামানন্দ তারে অনুগ্রহ কৈলা ॥ ঐছে যত গৌরভক্ত সনে সাক্ষাৎ করি। কিছু দিন পরে আইলা গৌড়দেশে চলি ॥ আসি শুনিলেন অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গোপন। বহু খেদ কৈল স্বপ্নে পাইলা দর্শন ॥ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু রূপের শিরে পদ দিয়া। অনুগ্রহ করি তবে গেলেন চলিয়া ॥ কত দিন তিঁহ ভ্রমিলেন নানাস্থান। শুনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ॥ অন্তর্দ্ধান শুনি তিঁহ বড় খেদ কৈলা। স্বপনেতে নিত্যানন্দ তারে দেখা দিলা ॥ প্রভু দেখি আনন্দেতে হইলা মূর্চ্ছিত। পদ মাথে দিলা তার স্থির হৈল চিত। নিতাই বলে শুন অহে রূপনারায়ণ। নরসিংহ সনে শীঘ্র হইবে মিলন ॥ কিছুকাল তুমি গিয়া সেথায় থাকিবে কত দিন পরে নরোত্তমের দেখা পাবে ॥ এত বলি নিত্যানন্দ হৈলা অন্তর্হিত। জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি হৈয়াছে প্রভাত ॥ প্রভু দেখি যে আনন্দ না যায় বর্ণন। অদর্শনে যে দুঃখ তা কবে কোন জন ॥ প্রভু-ইচ্ছামতে তবে কিছু সুস্থ হৈলা। প্রাতঃকৃত্য করি গঙ্গাস্নানেতে চলিলা ॥ সেই মাঠে হৈল এক রাজার আগমন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসঙ্গে লোক অগণন ॥ লোকমুখে শুনিলা এই নরসিংহরায়। করিলেন গঙ্গা-স্নান আনন্দহিয়ায় ॥ রাজা-নরসিংহ দেখি রূপনারায়ণে। পরিচয় লৈলা তার আসি তার স্থানে ॥ রূপনারায়ণ হয়

পরমসুন্দর। নরসিংহের মনে ভক্তি হইল বিস্তর॥ রাজা-নরসিংহরায় অতি আগ্রহ করি। রূপনারায়ণে নিল আপনার বাড়ী॥ বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজবাড়ীতে আইলা। বিচারে রূপনারায়ণ সবে জয় কৈলা॥ রূপনারায়ণের কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপয়। তার সম পণ্ডিত কোন দেশে নাহি হয়॥ রূপনারায়ণে রাজা বহু প্রীতি করে। তার পরামর্শে রাজার বহু কীর্ত্তি বাড়ে॥ রূপনারায়ণ যোগশাস্ত্র বহু জানে। কিছু যোগশাস্ত্র আমি পড়িল তার স্থানে॥ কোন কোন যোগ তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল। যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল॥ তার চরিত লিখিতে আছে ঈশ্বরী-আদেশ। সঙ্কোপে লিখিল নাহি লিখিল বিশেষ॥ এক দিন নরসিংহ রূপনারায়ণ সনে। সভা করি বসিয়াছে লইয়া সভাগণে॥ হেন কালে আইলা কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সর্ব্বনাশ হৈল বলি হৈয়াছে দুঃখিত॥ কৃষ্ণানন্দদত্ত-পুত্র নরোত্তমদাস। ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈল সর্ব্বনাশ॥ বুঝি এত দিনে ঘোর কলি উপস্থিত। শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য শুনি কাঁপে চিত॥ কোথা হৈতে বৈষ্ণবমত আনি প্রচারিল। যত দেবদেবীপূজা সব উঠাইল॥ বলি বিধান পশ্বালম্ভ * কিছু নাহি আর। দেশনাশ কৈল সবে গেল ছারখার॥ মৎস্য মাংস সব ত্যাগি নিরামিষ খায়। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে পাগলের প্রায়॥ বৈদিক তান্ত্রিক ক্রিয়া সব লোপ হৈল। সঙ্কীর্ত্তন করি যত লোক ভুলাইল॥ কি কুহক

* পশ্বালম্ভ—ছাগাদি পশুবধ করা॥

জানে সেই নরোত্তমদাস। বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণশিষ্য হৈল তার পাশ॥ ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা কর মহাশয়। মো সবারে লৈয়া চল তাহার আলয়॥ শাস্ত্রের বিচার করি তারে পরাজিব। ভয় যে পাইয়া তিঁহ পলাইয়া যাব॥ শুনি নরসিংহরায় রূপনারায়ণে। কহিলেন কি কহিব কহ ত এখনে॥ রূপনারায়ণ কহে শুন মহারাজ। গোষ্ঠী সহ চল ইথে না করিহ ব্যাজ॥ বুঝি এত দিনে মোদের ভাগ্যোদয় হৈল॥ নিজ-গুণে ঠাকুরমহাশয় আকর্ষণ কৈল॥ রূপনারায়ণ কহে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে। ছাত্র সহ চল বিচারে হারাব নরোত্তমে॥ মনে মনে কহে রূপ যে শুনি মহিমা। মহাশয়ের কৃপায় উদ্ধার হবে সর্ব্বজনা॥ অধ্যাপকগণে আর রূপনারায়ণে। লইয়া চলিলা রায় খেতরীভবনে॥ খেতরী নিকটে কুমারপুর নাম গ্রামে। এক দিন তথায় রায় করিলা বিশ্রামে॥ হেথা শুনিলেন সব ঠাকুরমহাশয়। বহু পণ্ডিত লৈয়া আইলা নরসিংহরায়॥ রামচন্দ্রকবিরাজ নরোত্তম প্রতি। কহে ছদ্মবেশে মোরা পরাজিব তথি॥ এত কহি মহাশয়ের অনুমতি লৈয়া। কুমারপুর চলিলেন আনন্দিত হৈয়া॥ রামচন্দ্র গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ। হরিহর রামকৃষ্ণ জগন্নাথ এই কয় জন॥ তেলি শুঁড়ী সাজে আর বারুই কুমার। নানা জিনিশ লইয়া তথি জমায় বাজার॥ কতেক পড়ুয়া আইলা জিনিশ কিনিতে। মূল্য পুছিলে তাহা কহে সংস্কৃতে॥ দর্প করি পড়ুয়ারা সংস্কৃত কয়। কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয়॥ তেলি শুঁড়ী কহে মূর্খ

তোরা কিবা জান। যদি লজ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে জান॥ লজ্জা পাইয়া পড়ুয়াগণ অধ্যাপকে কয়॥ তেলি শুঁড়ী বারুই কুমার কৈল সব জয়*॥ পুছিলাম শাস্ত্র তোরা কোথায় শিখিলা। বিবরিয়া সব কথা মোদেরে কহিলা॥ খেতরীর পাটে মোরা করি দোকানদারি। বহু শাস্ত্রচর্চ্চা তথি কিছু মনে ধরি॥ শুনি অধ্যাপকগণ অগ্নি হেন জ্বলে। বিচার করিতে সবে বাজারেতে চলে॥ বহু ক্ষণ ব্যাপি সবে বিচার করিল। পূর্ণরূপে পণ্ডিতগণ পরাজিত হৈল॥ পণ্ডিতগণ চলি আইলা রাজার বাসায়। যৈছে পরাজয় হৈল নিবেদিল তায়॥ পণ্ডিতগণ কহে আর না যাব খেতরী। চল এথা হৈতে শীঘ্র পলায়ন করি॥ রূপনারায়ণ কহে কোন চিন্তা নাই। সবে কৃপা করিবেন নরোত্তম-গোসাঞি॥ পলাইয়া গিয়া আর কিবা প্রয়োজন। আশ্রয় করহ নরোত্তমের চরণ॥ বৈষ্ণব পরমধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বৈষ্ণব হইলে ভক্তিমুক্তি লাভ হয়॥

তথাহি—

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥
আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

---

* তেলি—তৈলকার, শুঁড়ী—শৌণ্ডিক অর্থাৎ সৌজাতি, কুমার—কুম্ভকার, বারুই—তাম্বূলব্যবসায়ী॥

এথা বাজারের যত ব্যবসায়িগণে। পড়ুয়া ডাকিয়া জিনিশ করিলা প্রদানে॥ তারা কহে নানাস্থানে লাভ মোরা পাই। ব্রাহ্মণে করিল দান আমরা সবাই॥ এত কহি জিনিশপত্র করিয়া অর্পণ। স্থানে স্থানে ব্যবসায়ী করিলা গমন॥ এথা সবে আহারাদি করি নিদ্রা গেলা। শেষরাত্রে পণ্ডিতেরা স্বপনে দেখিলা॥ খড়্গহস্তে ক্রোধমুখে কহে ভগবতী। নরোত্তমে নিন্দা কৈলে অরে মুষ্টমতি॥ অধ্যয়ন করি তোদের কিছু না জন্মিল। বৈষ্ণব নিন্দিয়া তোরা অধঃপাতে গেল॥ তুয়া মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান। তবু ত মনের দুঃখ নহে অবসান॥ নরোত্তম ভগবানের আবেশ অবতার। অতি উজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত হৃদে আছে তার॥ হৃদে যার ব্রহ্ম আছে সে হয় ব্রাহ্মণ। বাহ্য পৈতা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ॥ নরোত্তমস্থানে তোরা কালি লবে দীক্ষা। নরোত্তমের অনুগ্রহ হৈলে তোদের রক্ষা॥ ঐছে কহি ভগবতী অন্তর্দ্ধান কৈলা। অধ্যাপকগণ যত জাগিয়া বসিলা॥ স্বপ্ন দেখি ভয়ে কাঁপে অতিজব্দ হৈয়া। স্বপ্নকথা রাজারে কহিলা বিস্তারিয়া॥ রাজা কহে পূর্ব্বে তোরা নিষেধ না মানিলা। নরোত্তমে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি কৈলা॥ যে কার্য্য করয়ে তিঁহ লোকের অসাধ্য। শ্রীঠাকুরমহাশয় দেবের আরাধ্য॥ ঐছে কহি অধ্যাপকগণে স্থির কৈলা। স্নানাদি করিয়া সবে খেতরীতে গেলা॥ বিগ্রহে প্রণাম কৈলা ভূমে লোটাইয়া। নরোত্তমে প্রণমিলা সাষ্টাঙ্গ হইয়া॥ মো সম অধম পাপী জগতে আর

নাই। অপরাধ ক্ষম কৃপা করহ গোসাঞি॥ নরোত্তম সবাকারে অতিকৃপা করি। চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক-উপরি॥ সব ব্রাহ্মণেরে তবে কৃষ্ণদীক্ষা দিলা। যে কৃপা করিলা তাহা বলিতে নারিলা॥ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ছিল যে যে জন। তাহাদের নাম এবে করিয়ে কীর্ত্তন॥ যদুনাথবিদ্যাভূষণ কালীনাথ আর। তর্কভূষণ উপাধি তার সর্ব্বত্র প্রচার॥ হরিদাসশিরোমণি চন্দ্রকান্ত আর। ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥ শিবচরণ দুর্গাদাস এই দুই জন। বিদ্যাবাগীশ বিদ্যারত্ন উপাধি সবে কন॥ পণ্ডিতের নাম আমি এথায় লিখিল। পড়ুয়ার নাম কিছু লিখিতে নারিল॥ এথা রাজা-নরসিংহ রূপনারায়ণ। শ্রীবিগ্রহ ছয়ে করি প্রণাম স্তবন॥ নরোত্তমপদে আসি দণ্ডপ্রণাম কৈল। যে দৈন্য করিলা তাহা বর্ণিতে নারিল॥ নরোত্তম দোঁহাকারে অতিকৃপা করি। চরণ তুলিয়া দিলা মস্তক উপরি॥ রাজা-নরসিংহের পাইয়া পরিচয়। কৃষ্ণমন্ত্র দিলা কৃপা করি অতিশয়॥ তবে নরসিংহরায় ঠাকুরমহাশয়ে। রূপনারায়ণের পরিচয় কহে বিস্তারিয়ে॥ বৃন্দাবনে হইয়াছিল যেরূপে ঘটন। যেরূপে রাজার সনে হইল মিলন॥ সব কথা বিস্তারিয়া বর্ণন করিল। শুনি রামচন্দ্রাদিক আনন্দিত হৈল॥ শুনি ঠাকুরমহাশয় কৃপা করি তারে। অর্থ সহ হরিনাম দিলা কর্ণদ্বারে॥ দশাক্ষর গোপালমন্ত্র করিলা অর্পণ। কামগায়ত্রী কামবীজ দিলেন তখন *॥ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি রূপ-

* দশাক্ষর গোপালমন্ত্র দুই প্রকার। "ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ।"

নারায়ণ। ধরিলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ॥ রামচন্দ্রাদিকে তবে প্রণাম করিলা। যে আনন্দ হৈল তাহা বর্ণিতে নারিলা॥ রাজভোগ আরাত্রিক করিয়া দর্শন। প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত মন॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় প্রসাদ ভক্ষিয়া। পাত্রশেষ দেওয়াইলা শিষ্যেরে বাঁটিয়া॥ আর দিনে নরসিংহ নিজঘরণী আনিলা। নরোত্তমগোসাঞি তারে মন্ত্র প্রদান কৈলা॥ এক দিন দুই ব্রাহ্মণ স্বপন দেখিয়া। নরোত্তম-নিকটে আইলা আনন্দিত হৈয়া॥ প্রণমিয়া কহে দোঁহে দেখিল স্বপন। তোমার নিকটে কৈল শ্রীমন্ত্রগ্রহণ॥ শুনি নরোত্তম দোঁহে কৃষ্ণমন্ত্র দিল। দুই ব্রাহ্মণ হৈলা অতি প্রেমেতে বিহ্বল॥ রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্র ভাই দুই জন। শ্রীবলরাম আর রূপ-নারায়ণ॥ দোঁহাকার প্রেমভক্তি হয় অতিশয়। শ্রীখেতরী গ্রামে হয় দোঁহার আলয়॥ নরোত্তম দোঁহাকার প্রেমভক্তি দেখি। শ্রীবিগ্রহের সেবাতে দিলেন দোঁহে রাখি॥ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে দোঁহে হয় অধিকারী। খেতরীভবনে দোঁহে ডাকায় পূজারী॥ তাহার ভজনচেষ্টা কহন না যায়। নরোত্তমঠাকু-রের কৃপা বহু তায়॥ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য অগণন। শাখাবর্ণনায় করাব দিক্ দরশন॥ আর একদিনের কথা করিয়ে বর্ণন। যাহার শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥ ক্রমে

এবং "বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা"। কামগায়ত্রী কামবীজ যথা—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়েৎ।" এস্থলে "ক্লীং" এইটী কামবীজ অপর অংশ কামগায়ত্রী॥

ক্রমে শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা আইলা। এথা সর্ব্ব মহান্তের আগমন হৈলা॥ সকল পাষণ্ডিগণে করিতে দমন। করিলেন এক মহৈশ্বর্য্য-প্রকটন॥ শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমার তৃতীয় দিবসে॥ করিলেন মহাসভা মনের উল্লাসে॥ সভামধ্যে বহু লোকের হৈল সমাগম। চৈতন্যগণের নাম করিয়ে লিখন॥ শ্যামানন্দ আইলা রসিকাদি ভক্তসহ। হৃদয়চৈতন্যাদি আইলা পাইয়া উৎসাহ॥ অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিশ্র গোপাল যাদব। শ্যামদাস যদুনাথ মাধবাচার্য্যাদি সব॥ বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা আর বীরচন্দ্র। মাধব-আচার্য্য আদি আর সুন্দরানন্দ॥ যদুনন্দন আদি সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন। শ্রীদাস গোকুলানন্দ আর সুলোচন॥ রাজা-বীরহাম্বীর কৃষ্ণবল্লভ ব্যাস। খেতরী আইলা সবে আর শ্রীনিবাস॥ বহুলোকের সমাগম সভামধ্যে হৈলা। বহুল পাষণ্ডী সভামধ্যে প্রবেশিলা॥ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কৈল শ্রীনিবাস। বীরভদ্রগোস্বামির হৈল বক্তৃতা প্রকাশ॥ শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম হৈতে বড়। সেই ধর্ম্ম লও সবে মন করি দৃঢ়॥

তথাহি—

গাণপত্যং তথা সৌরং শৈবং শাক্তমিতি ক্রমাৎ।
এতেষাং সর্ব্বধর্ম্মাণাং প্রধানং বৈষ্ণবং মতং॥
বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমং তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই। সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণবগোসাঞি॥ সর্ব্বমন্ত্র হৈতে কৃষ্ণমন্ত্রের প্রাধান্য।

কৃষ্ণমন্ত্র লও সবে হৈয়া অগ্রগণ্য ॥

তথাহি গৌতমীয়ে—

গাণপত্যেষু সৌরেষু শৈবশাক্তেষু সুব্রত।
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ ॥

সেহ মন্ত্র সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব হইতে লবে। অসম্প্রদায়ির মন্ত্র বর্জ্জন করিবে ॥

তথাহি গৌতমীয়ে—

সম্প্রদায়েনোপদিষ্টস্তেষাং সিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ॥

পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
ন সিদ্ধান্তত্র মন্ত্রাস্তু কল্পকোটিশতৈরপি ॥

কৃষ্ণমন্ত্রগ্রাহী যেঁহ তাঁরে বৈষ্ণব কয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বড় সুনিশ্চয় ॥

তথাহি—

হরিনামপরো যস্তু কৃষ্ণপূজাপরায়ণঃ।
যো কৃষ্ণমন্ত্রং গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥
চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥
বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ইতি চ ॥

যেঁহ কৃষ্ণভক্ত তেঁহ শূদ্র নাহি হয়। কৃষ্ণভক্তিহীন দ্বিজে শূদ্রাধম কয়॥

তথাহি—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

যৈছে কাংস্য রসযোগে সুবর্ণতা পায়। তৈছে মানব কৃষ্ণ-দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভয়॥

তথাহি—হরিভক্তিবিলাসস্য টীকাধৃতবচনং।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

এই নরোত্তম কায়স্থ-কুলোদ্ভব হয়। শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥ কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়। যেঁহ শাস্ত্র জানে তেঁহ মানে করি দৃঢ়॥ কৃষ্ণদীক্ষায় দ্বিজত্বলাভ শাস্ত্রের বচন। ইথে অবিশ্বাস যায় নরকভবন॥ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যারে কয়। সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥ কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সদা স্থিত। সেই সে ব্রাহ্মণ ইহা কহিনু নিশ্চিত॥ ব্রাহ্মণের গলে পৈতা সর্ব্বলোকে দেখে। সাধকের হৃদে পৈতা সদা থাকে গোপে *॥ হৃদয়-চিরি যজ্ঞোপবীত যে করায় দর্শন। তারেই ব্রাহ্মণমধ্যে করিয়ে গণন॥ নরোত্তম মহাপ্রভুর প্রেম-অবতার। নিত্যানন্দপ্রভুর হয় আবেশাবতার॥

---

* গোপে—অর্থাৎ গোপনে॥

নিত্যানন্দের কলা তারে ঈশ্বর বলি মান। হৃদয়-চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন॥ পূর্ব্বকালে সভামধ্যে যৈছে হনুমান্। হৃদয়-চিরি সীতারাম দর্শন করান॥ তৈছে নরোত্তমগোসাঞি সবার আজ্ঞা মতে। হৃদয়-চিরি দেখাইল শ্রীযজ্ঞোপবীতে॥ দীপ্তিশালী পৈতা যেন সূর্য্যের কিরণ। পাষণ্ডী না পারে তাহা করিতে দর্শন॥ যেঁহ ভক্ত তেঁহ দেখে মনের উল্লাসে। পাষণ্ডীর কাঁপয়ে অঙ্গ পায় মহাত্রাসে॥ ভক্তগণ আর যত পাষণ্ডির গণে। প্রণমিয়া সবে বহু করয়ে স্তবনে॥ তবে নরোত্তম পৈতা সঙ্গোপন করি। পাষণ্ডিরে অনুগ্রহ কৈলা বহুতরি॥ "ধন্য ধন্য ধন্য" শব্দ উঠিল তখন। পরস্পর সবে মেলি কৈল আলিঙ্গন॥ নরোত্তম গৌরগণে প্রণাম করিল। অনুমতি লৈয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ কিছুকাল গান করি করয়ে বিশ্রাম। নরসিংহ রূপনারায়ণ আসি কৈল প্রণাম॥ রূপনারায়ণ তবে গান আরম্ভিল॥ নরসিংহরায় খোল স্কন্ধেতে করিল॥ কিবা গান কিবা বাদ্য স্বর সুমধুর। দ্রবিল সবার চিত্ত নাহি মানে উর*॥ সুমধুরস্বরে সবার মন হরি নিল। ঊর্দ্ধবাহু করি সবে নাচিতে লাগিল॥ বীরভদ্রপ্রভু শ্রীরূপনারায়ণে। দৃঢ় আলিঙ্গন করি করয়ে নর্ত্তনে॥ রূপনারায়ণ তবে পড়ে প্রভুর পায়। কৃপা করি বীরচন্দ্র-পদ দিল তার মাথায়॥ যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় লিখন। কিছু পরে বিরত হইল সঙ্কীর্ত্তন॥ বীরভদ্রপ্রভু সর্ব্বগুণের আলয়। রূপনারায়ণ তিঁহ লৈলা পরিচয়॥ আদি

* উর—ওর, অর্থাৎ অবসান॥

অন্ত বিবরণ সকল জানিলা। শ্রীরূপের শক্তি ইহঁ নিশ্চয় করিলা॥ বীরচন্দ্র কহে শুন রূপনারায়ণ। তোমার ভক্তিতে মোর দ্রবাইল মন॥ তুমি হও শ্রীল রূপগোস্বামি-শকতি। তোমারে প্রদান কৈনু "গোস্বামী" খেয়াতি॥ রূপনারায়ণ শুনি আনন্দিত মন। দুই হাতে ধরিলেন গোস্বামিচরণ॥ অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণমিশ্র আর শ্রীগোপাল। শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ রঘুনন্দন আর॥ রামচন্দ্র সন্তোষদত্ত শ্রীগোকুলানন্দ। বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা আর শ্রীগোবিন্দ॥ যতেক গৌরাঙ্গগণ নাম লব কত। সবে অনুগ্রহ তারে কৈলা যথোচিত॥ রূপনারায়ণ বন্দিলেন সবার চরণ। সবে করিলেন তারে প্রেম-আলিঙ্গন॥ বিদায় হৈয়া মহান্তগণ নিজ-স্থানে গেলা। কিছু দিন রূপনারায়ণ এথায় রহিলা॥ কোন এক দিবস শ্রীরূপনারায়ণে। নিজ-সিদ্ধনাম চাহে মহাশয়ের স্থানে॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় তারে কৃপা করি। সিদ্ধনাম দিলা তারে "নারায়ণী-মঞ্জরী"॥ নরোত্তমঠাকুরের মহিমা অপার। মুঞি কি লিখিতে জানি ভক্তি-হীন ছার॥ আমার ঠাকুরাণী শ্রীল বৃন্দাবনেতে। প্রতিশ্রুত ছিলেন শ্রীমূর্ত্তি পাঠাইতে॥ শ্রীরাধার মূর্ত্তি গোপীনাথের কারণ। প্রস্তুত করাইয়া তাহা পাঠাইলা বৃন্দাবন॥ দেখিয়া গোস্বামিগণের মহানন্দ হৈল॥ শ্রীগোপীনাথের বামে শ্রীরাধা বসাইল॥ ঈশ্বরীর বৃত্তান্ত ইথে অধিক না লিখিল। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা বিস্তারি বর্ণিল॥ আমার শ্রীঠাকুরাণীর অষ্ট পুত্র হয়। অভিরামের প্রণামে সপ্ত পরাণ ত্যজয়॥ শেষপুত্র বীর-

ভদ্র বীরচন্দ্র নাম। বীরচন্দ্র-চরিতে লিখিল তাহার আখ্যান॥ শ্রীখণ্ডেতে নরহরির অন্ত্যেষ্টি-মহোৎসবে। মহাসঙ্কীর্ত্তন আসি করিলেন সবে॥ হেন কালে রামাই নামে অন্ধ এক জন। দেখিতে আইলা সেহ কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ গান শুনে নৃত্য কিছু দেখিতে না পায়। দুই চক্ষু ধরি কেবল করে হায় হায়॥ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন নৃত্য দেখিতে নারিল। কোন্ অপরাধে মোর চক্ষু হরি নিল॥ এত কহি তিঁহ করে বহুত ক্রন্দন। বীরচন্দ্রপ্রভু তারে দিল চক্ষুদান॥ চক্ষু ধরি কহে প্রভু দেখহ রামাই। এই সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করয়ে সবাই॥ চক্ষু পাইয়া রামাই পড়ে প্রভুপদতলে। প্রভু পদ দিলা তার মস্তক উপরে॥ ধন্য ধন্য নাদ তবে উঠিল গগনে। সবে কোলাকুলি করে প্রেম-আলিঙ্গনে॥ চক্ষুদান দিলা প্রভু করুণা করিয়া। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা লিখিনু বিস্তারিয়া॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর দয়ালগোসাঞি। যত শিষ্য কৈলা তিঁহ তার অন্ত নাই॥ কান্দরা গ্রামে আছে জয়গোপাল এক জন। গুরুপ্রসাদ-লঙ্ঘনে তাহে করিলা বর্জন॥ শ্রীনিবাস আদি সর্ব্বমহান্তের স্থানে। পত্রী দিয়া বীরভদ্র করিলা গোপনে॥ ইথে সূত্ররূপে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল। বীরচন্দ্র-চরিতে তাহা বিস্তিরি বর্ণিল॥ এক দিন বীরচন্দ্র মাতার আজ্ঞা লিয়া। চলিলেন নীলাচল আনন্দিত হিয়া॥ তথা গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল। মহাপ্রভুর লীলাস্থান সকল দেখিল॥ যে যে ছিলেন তথায় প্রভুর পরিকর। সবারে মিলিয়া আইলা গোপীবল্লভপুর॥ তথা শ্যামা-

নন্দ সনে করিয়া সাক্ষাৎ। কিছু দিনে খড়দহে হৈলা উপনীত॥ সূত্ররূপে হেথা আমি কিঞ্চিৎ কহিল। বিস্তারিয়া বীরচন্দ্রচরিতে বর্ণিল॥ কিছু দিন প্রভু মোর খড়দহে থাকি। বৃন্দাবন গমন কৈলা মনে হৈয়া সুখী॥ খড়দহ হইতে অম্বিকা শান্তিপুর দিয়া। নবদ্বীপ যাইলেন আনন্দিতহিয়া॥ মহাপ্রভুর লীলাস্থান করিয়া দর্শন। খণ্ড হৈয়া যাজিগ্রাম করিলা গমন॥ দিন দুই চারি তথা অবস্থিতি করি। কাঁটোয়া বুধরী হৈয়া গেলেন খেতরী॥ কিছু দিন শ্রীখেতরীগ্রামেতে থাকিয়া। কথো দিনে বৃন্দাবনে উত্তরিলাসিয়া॥ পথের বৃত্তান্ত ইথে কিছু না বর্ণিল। বিস্তার করিয়া প্রভুর চরিত্রে কহিল॥ গোস্বামিগণের সহ হইল মিলন। করিলেন মথুরামণ্ডল দরশন॥ এ সব বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তারিয়া। বীরচন্দ্রচরিতে লিখিল আনন্দিত হৈয়া॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন। রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ॥ শ্রীরাধাবিনোদ আদি কবি দরশন। যে আনন্দ হৈল প্রভুর না যায় লিখন॥ এ সকল বিগ্রহের বিবরণ যত। যৈছে যার হৈল প্রাপ্তি করিয়া বেকত॥ বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তার লিখিল। যা শুনে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হৈল॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর বৃন্দাবন হৈতে। কথো দিনে আইলেন শ্রীএকচক্রাতে॥ একচাকা স্থান তিঁহ করিলা দর্শন। যথি নিত্যানন্দপ্রভু লভিল জনম॥ নিতাইর বাল্যলীলাস্থান দেখিয়া। প্রেমধারা বহে নেত্রে আনন্দিতহিয়া॥ বীরচন্দ্রচরিতে আমি তাহা বিস্তা-

রিল। তথা হৈতে প্রভু মোর খেতরী আইল॥ দেখি নরোত্তম পড়ে প্রভুপদতলে। আলিঙ্গন কৈলা প্রভু অতিকুতূহলে॥ শ্রীবিগ্রহগণে প্রভু করিয়া দর্শন। করিলেন কথোক্ষণ নামসঙ্কীর্ত্তন॥ প্রসাদ পাইয়া প্রভু নরোত্তমসনে। বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত কহিলা কথোক্ষণে॥ লোকনাথগোস্বামির আশীর্ব্বাদ শুনি। নরোত্তমের দুই নেত্র বহি পড়ে পানী॥ কিছুদিন শ্রীখেতরী করি অবস্থান। এথা হৈতে যাজিগ্রাম করিলা পয়ান॥ আচার্য্য শুনিলা বীরচন্দ্রের আগমন। আগুসারি আনিলেন আপন ভবন॥ শ্রীনিবাস বীরচন্দ্র পদে প্রণমিলা। বীরচন্দ্রপ্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা॥ ঈশ্বরী গৌরাঙ্গপ্রিয়া সেথাই আছিলা। আসিয়া প্রভুর পদে প্রণাম করিলা॥ বৃন্দাবনগমনবৃত্তান্ত কহি তাহে। শ্রীল ভট্টগোস্বামির আশীর্ব্বাদ কহে॥ নিজ-প্রভুর আশীর্ব্বাদ শুনি শ্রীনিবাস। না দেখিল শ্রীচরণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ কিছু দিন প্রভু যাজিগ্রামেতে থাকিয়া। খণ্ড হৈয়া খড়দহে আইলা চলিয়া॥ বসুধা জাহ্নবাপদে প্রণাম করিলা। গায়ে হাত দিয়া দোঁহে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥ বীরচন্দ্রপ্রভুর বৃন্দাবনবিবরণ। সবার নিকটে তাহা করিলা বর্ণন॥ ইথে সূত্রমাত্র আমি বর্ণন করিল। বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তার লিখিল॥ শ্রীল বীরচন্দ্রপ্রভুর বৈরাগ্যের রীতি। প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি॥ এই যে লিখিয়ে গ্রন্থের যতেক বৃত্তান্ত। প্রভুর চরণ মোর স্মরণ একান্ত॥ গুরু-আজ্ঞা বলবতী সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

যে কিছু লিখিল আমি গুরুর আজ্ঞায়॥ শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস রামচন্দ্রাদির চরিত, দক্ষিণদেশীয় ভক্তের বিবরণ, খেতরীর উৎসব, ঐ দিনে প্রসাদভোজন, লোচনদাসের বিবরণ, কুতুব্ উদ্দীনের বিবরণ ও রাঢ়ীয় নিত্যানন্দকন্যা গঙ্গার সহিত বারেন্দ্র মাধবাচার্য্যের বিবাহাদি বর্ণনময় ঊনবিংশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

বিংশ বিলাস।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস-আচার্য্যঠাকুর। জয় জয় নরোত্তম প্রেমরসপূর॥ জয় জয় শ্যামানন্দ ভক্তিরত্নাকর। জয় জয় রামচন্দ্র সর্ব্বগুণধর॥ শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন। এবে কহি এ সবার শাখার বর্ণন॥ ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ। মহাপণ্ডিত তিন ভাই বাস হয় ত্রৈলিঙ্গ॥ শ্রীগোপালভট্ট হন বেঙ্কটনন্দন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য প্রিয়তম॥ শ্রীল মহাপ্রভু যবে দক্ষিণেতে গেলা। বেঙ্কটের ঘরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কৈলা॥ মহাপ্রভুর কৃপায় পায় মাধুর্য্য-আস্বাদ। ব্রজভাবে ভজে সদা রাধাকৃষ্ণ-পাদ॥ নিজ-ঘরে গোপালভট্ট প্রাণনাথ পাইয়া। পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হৈয়া॥ গোপালেরে মহাপ্রভু তত্ত্ব জানাইলা। প্রভুকৃপায় তার ব্রজভাব স্ফূর্ত্তি হৈলা॥ শ্রীগোপালভট্ট হন শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীনিবাস-আচার্য্যঠাকুর শিষ্য হন তাঁরি॥ শ্রীনিবাসের সিদ্ধ নাম শ্রীমণিমঞ্জরী। শ্রীনিবাসরূপ-বৃক্ষের শাখা বহুতরি॥ শ্রেষ্ঠ শাখা রামচন্দ্র-কবিরাজ হয়। নরোত্তমসঙ্গে যার প্রীতি অতিশয়॥ ১॥

শ্রীগোবিন্দকবিরাজ সাধক উত্তম। যাঁর গীতামৃতে হয় ভুবন-পাবন ২॥ দুই কবিরাজের হয় দুই ত ঘরণী। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণমণি॥ রামচন্দ্র-পত্নী রত্নমালা অভিধান ৩। গোবিন্দের পত্নীর হয় মহামায়া নাম ৪॥ গোবিন্দের পুত্র দিব্যসিংহ নাম হয়। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য মহাশয় ৫॥ শ্রীনিবাস-আচার্য্য নিজ-পত্নী দুই জনে। দীক্ষা-মন্ত্র দিলা অতি আনন্দিত মনে॥ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পত্নীর দ্রৌপদী নাম ছিলা। পরে তিঁহ ঈশ্বরীনামেতে ব্যক্ত হৈলা ৬॥ আচার্য্যের কনিষ্ঠপত্নী পদ্মাবতী নাম। পরে তার গৌরাঙ্গ-প্রিয়া হৈল অভিধান ৭॥ আচার্য্যের তিন পুত্রে কন্যা তিন জনে। মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে॥ জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন ৮ মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচর্য্য ৯। কনিষ্ঠ গোবিন্দগতি সর্ব্বগুণে বর্য্য ১০॥ জ্যেষ্ঠ হেমলতা * ১১ মধ্যম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় ১২। কাঞ্চনলতিকা-কন্যা কনিষ্ঠা কহয় ১৩॥ ইহাদের শাখা উপশাখা হবে যত। ভাগ্যবন্ত জনে তাহা করিবে বেকত॥ কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্য্য। শ্রীমহাপ্রভুর শাখা সর্ব্বগুণে বর্য্য॥ তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস॥ জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ ১৪ কনিষ্ঠ শ্রীদাস ১৫। পিতৃ-আজ্ঞায় দীক্ষা নিলা শ্রীনিবাস-পাশ॥ আচার্য্যের এ শাখাদ্বয় ভক্তিরসময়। যাঁহারে দেখিলে পাষণ্ডীর লাগে ভয়॥ গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ

* হেমলতার সন্ততি ঠাকুরগণ মালিহাটী ও বুধইপাড়াতে বাস করিতেছেন॥

হয়। তাহারে করিলা কৃপা আচার্য্যমহাশয় ১৬॥ নরসিংহ-কবিরাজ ১৭ রঘুনাথকর ১৮। তাহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য-ঠাকুর॥ রামকৃষ্ণচট্ট-শাখা গুণের আলয় ১৯। তার পুত্র গোপীবল্লভ চট্ট-শাখা হয় ২০॥ গোপীবল্লভ-চট্ট হয় কুলীন-প্রধান। হেমলতা-কন্যা আচার্য্য তারে কৈলা দান॥ শ্রীকুমুদ-চট্ট-শাখা সর্ব্বগুণাধার ২১। তার পুত্র চৈতন্য ২২ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ার ভাতার॥ কলানিধি-চট্ট ২৩ আর তাহার জামাতা। শ্রীরাজেন্দ্রবন্দ্য নাম সর্ব্বগুণযুতা ২৪॥ কলানিধির দুই কন্যা রাজেন্দ্রঘরণী। শ্রীমালতী ২৫ আর শ্রীফুলঝি ঠাকুরাণী ২৬॥ তাহারে করিলা দয়া আচার্য্যঠাকুর। বৃন্দাবন চট্ট-শাখা প্রেম-রসপূর ২৭॥ আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ-চক্রবর্ত্তী। ভজনে যাহার নাম ভাবুক চক্রবর্ত্তী ২৮॥ তাহার বসতি হয় বোরা-কুলিগ্রাম *। আর শাখা গোপালদাস সর্ব্বগুণধাম ২৯॥ গোবিন্দ-চক্রবর্ত্তির পুত্র শ্রীরাজবল্লভ। আচার্য্যের শাখা ইহঁ জগত্দুর্লভ ৩০॥ কর্ণপূরকবিরাজ ৩১ বংশীদাসঠাকুর ৩২। আচার্য্যের শাখা, বাড়ী বাহাদূরপুর॥ বুঁধইপাড়াতে বাড়ী গোপালদাসঠাকুর। আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণকীর্ত্তনেতে শূর ৩৩॥ শ্রীরূপঘটক ৩৪ শাখা রঘুনন্দনদাস ৩৫। ঘটক উপাধিতে তিঁহ হইলা প্রকাশ॥ সুধাকরমণ্ডল ৩৬ শ্যামপ্রিয়া ৩৭ পত্নী সহ। শ্রীনিবাস-আচার্য্য তাহে কৈলা অনুগ্রহ॥ তার পুত্র রাধাবল্লভ ৩৮ কামদেব ৩৯ গোপাল ৪০। আচার্যের শাখা

* মুর্শিদাবাদ সহরের উত্তর আখরীগঞ্জের নিকট বোরাকুলিগ্রাম॥

হয় পরমদয়াল ॥ ঈশ্বরীর পিতা নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী। আচার্য্যের শ্বশুর যার সর্ব্বত্র সুকীর্ত্তি ৪১॥ তার দুই পুত্র শাখা আচার্য্যের শ্যালক হয়। শ্যামদাস ৪২ রামচরণ ৪৩ আখ্যা তার হয় ॥ তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য গুণময়। আর শিষ্য রঘু-চক্রবর্ত্তী যারে কয় ॥ গৌরাঙ্গপ্রিয়ার পিতা আচার্য্য-শ্বশুর। আচার্য্যচরণ বিনা নাহি জানে ওর ৪৪ ॥ কৃষ্ণদাস-চট্ট ৪৫ শিষ্য বাস ফরিদপুর। মোহনদাস ৪৬ বনমালিদাস ৪৭ বৈদ্য ভক্তিপুর ॥ রাধাবল্লভদাস ৪৮ শাখা আর মথুরাদাস ৪৯। রাধাকৃষ্ণদাস ৫০ শিষ্য আর রমণদাস ৫১ ॥ রামদাসকবিবল্লভ ৫২ মহা আঁখরিয়া। আচার্য্যকে বহু পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥ বনমালিদাসের পিতা নাম গোপালদাস ৫৩। আত্মারাম ৫৪ নকড়ী শাখা ৫৫ চট্ট-শ্যামদাস ৫৬ ॥ দুর্গাদাস ৫৭ গোপীরমণ-দাস ৫৮ বৈদ্যজাতি। রঘুনাথদাস ৫৯ শ্রীদাস ৬০ কবিরাজ খ্যাতি ॥ গোকুলানন্দ-চক্রবর্ত্তী ৬১ গোকুলানন্দদাস ৬২। গোপালদাসঠাকুর ৬৩ আর চট্ট-শ্যামদাস ৬৪ ॥ রাধাকৃষ্ণদাস ৬৫ আর রামদাসঠাকুর ৬৬। মুকুন্দঠাকুর শাখা মহাভক্তি-শূর ৬৭ ॥ বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস-চক্রবর্ত্তী। নিজ-প্রভুর কৃপায় পায় আচার্য্য খেয়াতি ৬৮ ॥ তার পত্নী শিষ্য হয় ইন্দুমুখী নাম ৬৯। আর শাখা তার পুত্র শ্যামদাস অভিধান ৭০ ॥ বীরহাম্বীর-রাজা শাখা যে গ্রন্থ কৈল চুরি। জীবগোসাঞি নাম রাখে চৈতন্যদাস তারি ৭১ ॥ রাজপত্নী সুলক্ষণা তারে কৃপা কৈলা ৭২। রাজপুত্র বীরহাম্বীর তারে দীক্ষা দিলা ৭৩ ॥

করণকুলোদ্ভব করুণাদাস-মজুমদার। তার দুই পুত্রে কৃপা করিলা প্রচার॥ জানকীরামদাস ৭৪ আর প্রকাশদাস নাম ৭৫। আচার্য্য-পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান॥ রামদাস ৭৬ গোপালদাস ৭৭ বল্লবীকবিপতি ৭৮। আচার্য্যের শিষ্য তিন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি॥ দেওলিগ্রামস্থ কৃষ্ণবল্লভ-চক্রবর্ত্তী। যার গৃহে হৈলা প্রথম অতিথি॥ গ্রন্থচুরির খবর কয় এই মহাশয়। তাহারে আচার্য্য দয়া কৈলা অতিশয় ৭৯॥ নারায়ণ ৮০ নৃসিংহ ৮১ বাসুদেবকবিরাজ ৮২। যার নাম বৃন্দাবনদাস-কবিরাজ ৮৩॥ ভগবান্‌কবিরাজ ৮৪ শ্রীমন্তচক্রবর্ত্তী ৮৫। রঘু-নন্দন ৮৬ গৌরাঙ্গদাস ৮৭ যার সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি॥ গোপীজন-বল্লভঠাকুর ৮৮, ঠাকুর শ্রীমন্ত ৮৯। আচার্য্যের কৃপা যত নাহি তার অন্ত॥ চৈতন্যদাস ৯০ গোবিন্দদাস ৯১ তুলসীরামদাস আর ৯২। বিপ্র বলরামদাস ৯৩ সদা হরিনাম যার॥ উৎকল-দেশী জয়রামচৌধুরী মহাশয়। তাহারে করিলা দয়া আচার্য্য-দয়াময় ৯৪॥ ব্রাহ্মণ-শ্রীহরিবল্লভ-সরকারঠাকুর ৯৫। কৃষ্ণ-বল্লভ চক্রবর্ত্তী শাখা ভক্তিপূর ৯৬॥ গৌড়দেশবাসী কৃষ্ণ-পুরোহিতঠাকুর ৯৭। আর শাখা শ্যামচট্ট যার শিষ্য প্রচুর ৯৮॥ গৌড়দেশবাসী জয়রামচক্রবর্ত্তী ৯৯। ঠাকুরদাস ঠাকুর, যার সঙ্কীর্ত্তনে প্রীতি ১০০॥ শ্যামসুন্দরদাস ১০১ মথুরাদাস ১০২ আর আত্মারাম ১০৩। মথুরানিবাসী তারা ব্রাহ্মণ-সন্তান॥ শ্রীগোবিন্দরাম ১০৪ আর শ্রীগোপালদাস ১০৫। আচার্য্যপ্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস॥ মোহনদাস ১০৬

ব্রজানন্দদাস ১০৭ আর হরিরাম ১০৮। হরিপ্রসাদ ১০৯ সুখানন্দ ১১০ শাখা মুক্তারাম ১১১॥ বঙ্গদেশী কলানিধি আচার্য্যমহাশয়। যাঁর প্রতি আচার্য্যের কৃপা অতিশয় ১১২॥ রামশরণ ১১৩ রসিকদাস ১১৪ আর প্রেমদাস ১১৫। তাঁহারে করিলা শিষ্য আচার্য্য-শ্রীনিবাস॥

এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখার বর্ণন। এবে করি নরোত্তমের শাখার লিখন॥ মহাশয়ের বহু শিষ্য কে করে গণন। কিঞ্চিৎ করিয়ে আমি দিক্ দরশন॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ। হরিনাম দিয়া তারিলেন সর্ব্বদেশ॥ তার শিষ্য লোকনাথগোসাঞি মহামতি। যশোর তালগড়িগ্রামে যাঁহার বসতি॥ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় কৈলা বৃন্দাবনে বাস। শ্রীরাধাবিনোদদেব যাঁহার প্রকাশ॥ মঞ্জুলালিমঞ্জরী হন লোকনাথগোসাঞি। তাঁর শিষ্য নরোত্তম খ্যাত সর্ব্ব ঠাঁই॥ শ্রীঠাকুরমহাশয় চম্পকমঞ্জরী। মানস সেবাতে তার হস্ত যায় পুড়ি॥ নরোত্তম-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। তিঁহ ত করিলা সর্ব্বভুবনপাবন॥ খেতরীনিবাসী বলরাম-চক্রবর্ত্তী। মহাশয়ের প্রিয়-শিষ্য গৌরাঙ্গে অতিপ্রীতি॥ রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শ্রীবিগ্রহ সেবি পূজারী আখ্যায় খ্যাত হন ১॥ আর শাখা শ্রীরূপনারায়ণপূজারী। রাঢ়িশ্রেণী সাবর্ণগোত্র বাস শ্রীখেতরী ২॥ রবিরায়পূজারী হন বৈদিকব্রাহ্মণ। বুধরীতে বাস তার শাখা প্রিয়তম ৩॥ আর শাখা শ্রীগোপীরমণ-চক্রবর্ত্তী। নামসঙ্কীর্ত্তনে যার অতিশয় প্রীতি ৪॥ মহাশয়ের

জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাম রমাকান্ত। তার পুত্র রাধাবল্লভদত্ত মহাশান্ত॥ তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়। সর্ব্বগুণবান্ ভক্তিরসের আশ্রয় ৫॥ পুরুষোত্তম কৃষ্ণানন্দ ভাই দুই জন। জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ কন॥ পুরুষোত্তমদত্ত-পুত্র শ্রীসন্তোষরায়। গোবিন্দকবিরাজ সহ প্রীতি অতিশয়॥ গোবিন্দকবিরাজ শ্রীসন্তোষরায়ের রীতি। গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাইয়া প্রীতি॥ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভাই শিষ্য তার হয়। মহাশয়ের সেবাতে নিযুক্ত সদা রয় ৬॥ আর শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্য মহাশয়। গঙ্গা পদ্মার সঙ্গমস্থল গোয়াসে আলয়॥ রাঢ়িশ্রেণী বিপ্র তিঁহ পণ্ডিত প্রধান। যার শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবন ৭ *॥ আর শাখা গঙ্গা-নারায়ণচক্রবর্ত্তী। গঙ্গাতীরে গাম্ভীলা † গ্রামেতে যার স্থিতি॥ কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন সদা করেন ভজন। ঠাকুর-চক্রবর্ত্তী বলি তারে সবে কন॥ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ তিঁহ পণ্ডিতপ্রধান। পাঁচশত পড়ুয়ায় নিত্য অন্ন কৈলা দান॥ নানাশাস্ত্র পড়ায় সদা আনন্দিত মনে। যার শিষ্য উপশিষ্যে ব্যাপিল ভুবনে ৮॥ রাধাবল্লভচৌধুরী ৯ শাখা নবগৌরাঙ্গদাস ১০। নারায়ণঘোষ ১১ শাখা, শাখা গৌরাঙ্গদাস ১২॥ কৃষ্ণসিংহ ১৩ বিনোদরায় ১৪ ফাগুচৌধুরী ১৫। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে যেঁহ বলি হরি হরি॥ রাজা-গোবিন্দরাম ১৬ আর বসন্তরায় ১৭।

---

* ইহার বংশধর ঠাকুরগণ "সৈয়দাবাদে" বাস করিতেছেন॥

† বালুচরের মধ্যে একটী স্থানের নাম গাম্ভীলা, এখন লোকে গামলা বলে॥

প্রভুরামদত্ত ১৮ শাখা আর শীতলরায় ১৯॥ এই রায়ের ভক্তিরীতি অতিচমৎকার। যে শুনে তাহার মনে আনন্দ অপার॥ ধর্ম্মদাসচৌধুরী ২০ আর নিত্যানন্দদাস ২১। ধরু-চৌধুরী ২২ শাখা আর চণ্ডিদাস ২৩॥ ভক্তদাসের ভক্তিরীতি সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর-নরোত্তম ২৪॥ বোঁচারামভদ্র ২৫ আর রামভদ্ররায় ২৬। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়॥ জানকীবল্লভচৌধুরী ২৭ শাখা শ্রীমন্ত-দত্ত ২৮। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে তারা হৈয়া উনমত্ত॥ পুরুষোত্তম ২৯ গোকুলদাস ৩০ আর হরিদাস ৩১। গঙ্গাহরিদাস ৩২ শাখা সর্ব্বাংশে উদাস॥ রাজা-নরসিংহরায় সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর-নরোত্তম ৩৩॥ নরসিংহরায়ের ঘরণী রূপমালা। তিঁহ শাখা সদা হরিনামেতে উতোলা ৩৪॥ রূপনারায়ণগোসাঞি পরম উদার। যে শুনে তাহার গান, দ্রবে চিত্ত তার॥ বীরচন্দ্রগোসাঞি-প্রভু শুনি তার গান। প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি বহিয়া বয়ান॥ বীরচন্দ্রপ্রভু জানি রূপের শকতি। অনুগ্রহে দিলা তারে "গোস্বামী" খেয়াতি॥ পূর্ব্বে তাহার নাম রূপচন্দ্র ছিল। বৃন্দাবনে রূপনারায়ণ নাম হৈল॥ বঙ্গদেশ কামরূপ ব্রহ্মপুত্র পার। এগারসিন্দূরে বসতি তাহার॥ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ ইঁহ কুলীনপ্রধান। নানাশাস্ত্র জানি হয় পরমবিদ্বান্॥ মহাভক্তিমান্ সর্ব্বগুণের আলয়। কৃপা করি দীক্ষা দিলা ঠাকুরমহাশয় ৩৫॥ *

* ইহার বংশধরঠাকুর বালীগ্রামে বাস করিতেছেন॥

জগন্নাথ-আচার্য্য শাখা পরমবিদ্বান্। বৈদিকব্রাহ্মণ বাস তেলিয়া বুধরীগ্রাম ৩৬॥ কৃষ্ণ-আচার্য্য শাখা পরম উদার। বারেন্দ্রব্রাহ্মণ গোপালপুরে বাস তার ৩৭॥ আর শাখা হয় রাধাকৃষ্ণভট্টাচার্য্য। কুলে শীলে রূপে গুণে সর্ব্বমতে বর্য্য॥ রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ হয় নবদ্বীপে বাস। সদা হরিনাম জপে মনেতে উল্লাস ৩৮॥ কীর্ত্তনীয়া দেবীদাস নানাশাস্ত্র জানে। মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিলা তার কাণে ৩৯॥ বৈষ্ণবচরণ শাখা ৪০ শিব-রামদাস ৪১। কৃষ্ণদাসবৈরাগী ৪২ আর বাটুয়া রামদাস ৪৩॥ নারায়ণরায় শিষ্য পরম উদার ৪৪। রামচন্দ্ররায় শাখা সর্ব্ব-গুণাধার ৪৫॥ কৃষ্ণদাসঠাকুর ৪৬ আর শঙ্করবিশ্বাস ৪৭। মদনরায় ৪৮ আর শাখা বড়ু-চৈতন্যদাস ৪৯॥ জলাপন্থের জমীদার হরিশ্চন্দ্ররায়। দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়॥ শ্রীঠাকুর-নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা॥ সংখ্যা করি হরিনাম লয় নিরন্তর। তাহারে বৈষ্ণব দেখি পাষণ্ডীর ডর ৫০॥ গড়ের হাটের উত্তরভাগের জমীদার। রাঘবেন্দ্ররায় হয় অতিশুদ্ধাচার॥ ব্রাহ্মণ-কুলেতে তিঁহ লভিলা জনম। তাহারে করিলা শিষ্য ঠাকুর-নরোত্তম ৫১॥ তাহার ঘরণী হয় নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তাহারে করিলা শিষ্য সদয় হইয়া ৫২॥ রাঘবেন্দ্ররায়ের হয় দুই ত কুমার। মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার॥ জ্যেষ্ঠ চান্দরায় ৫৩ কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষরায় ৫৪। তাহারে করিলা কৃপা ঠাকুরমহাশয়॥ পরে দুই ভাই মহাবৈষ্ণব হইলা। অনা-

য়াসে সকল বিষয় ত্যাগ কৈলা ॥ এই দুই রায়ের দুই ত ঘরণীরে। মহাশয় কৃপা কৈলা সদয় অন্তরে ॥ চান্দরায়ের ঘরণীর কনকপ্রিয়া নাম ৫৫। সন্তোষরায়ের ঘরণীর নলিনী অভিধান ৫৬ ॥ আর শাখা গন্ধর্ব্বিরায় ৫৭ গঙ্গাদাসরায় ৫৮। ব্রজরায় ৫৯ রাধাকৃষ্ণদাস ৬০ কৃষ্ণরায় ৬১ ॥ দয়ারামদাস ঠাকুর উদার চরিত। ঠাকুরমহাশয়ের গুণে সর্ব্বদা মোহিত ৬২ ॥ আর শাখা জগৎরায় ৬৩ হরিদাসঠাকুর ৬৪। শ্রীকান্ত ৬৫ ফীরুচৌধুরী মহাভক্ত শূর ৬৬ ॥ রূপরায় শাখা হয় ভুবনপাবন ৬৭। যেঁহ করিলেন বহু যবন-তারণ ॥ চন্দ্রশেখর ৬৮ গণেশচৌধুরী ৬৯ শ্রীগোবিন্দরায় ৭০। মথুরাদাস ৭১ ভাগবতদাস ৭২ শ্রীজগদীশরায় ৭৩ ॥ ইহারা সকলে নিজ-প্রভুর কিঙ্কর। যা বলেন মহাশয় তা করে সত্বর ॥ আর শাখা হয় নরোত্তমমজুমদার ৭৪। মহেশচৌধুরী নাম পরম উদার ৭৫ ॥ আর শাখা বৈদিকব্রাহ্মণ শঙ্করভট্টাচার্য্য। নৈহাটীতে বাস তার সর্ব্বগুণে বর্য্য ৭৬। গোসাঞিদাস ৭৭ মুরারিদাস ৭৮ শ্রীবসন্তদত্ত ৭৯। শ্যামদাস ৮০ ঠাকুরশাখা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত ॥ গোপালদত্ত ৮১ রামদেবদত্ত ৮২ গঙ্গাদাসদত্ত আর ৮৩। মনোহরঘোষ ৮৪ অর্জ্জুনবিশ্বাস ৮৫ অতিশুদ্ধাচার ॥ আর শাখা কমলসেন ৮৬ যাদবকবিরাজ ৮৭। মনোহরবিশ্বাস-শাখা ৮৮ কৃষ্ণকবিরাজ ৮৯ ॥ আর শাখা বিষ্ণুদাসকবিরাজ-ঠাকুর। বৈদ্যবংশ-তিলকবাস কুমারনগর ৯০ ॥ আর শিষ্য মুকুটমৈত্র সর্ব্বলোকে জানে। ফরিদপুররাড়ী

তার কহে সর্ব্বজনে ৯১॥ গোবর্দ্ধনভাণ্ডারী-শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় প্রীত ৯২॥ বালকদাসবৈরাগী ৯৩ বৈরাগী-গৌরাঙ্গদাস ৯৪। বিহারিদাসবৈরাগী ৯৫ আর বৈরাগী-গোকুলদাস ৯৬॥ এই সকল শাখা মহাশয়ের অতিভক্ত। প্রসাদদাসবৈরাগী-শাখা সেবায় অনুরক্ত ৯৭॥ আর শাখা বিপ্রদাস ৯৮ নাম মহাভাগ। যার ধান্য-গোলায় গৌরাঙ্গ হৈল লাভ॥ তাহার পত্নীর নাম ভগবতী হয় ৯৯। তাহারে করিলা কৃপা ঠাকুরমহাশয়॥ তার দুই পুত্র হয় পরমসুন্দর। যদুনাথ ১০০ রমানাথ ১০১ ভক্তিরত্নাকর॥ তাহারে করিলা দয়া ঠাকুরমহাশয়। পাছ্‌পাড়া গ্রামে হয় তাহার আলয়॥ গুরুদাসভট্টাচার্য্য বৈদিকব্রাহ্মণ। মহাশয়ের কৃপায় কুষ্ঠ হৈতে মুক্ত হন ১০২॥ তার শিষ্য হৈয়া সদা হরিনাম লয়। রাঢ়দেশে গোপালপুর তাহার আলয়॥ নরসিংহরায় বহু পণ্ডিত আনিলা। শ্রীঠাকুরমহাশয় সবে কৃপা কৈলা॥ তাহার যে নাম আমি কহিয়ে কিঞ্চিৎ। শুনি সব শ্রোতাগণ হবে হরষিত॥ যদুনাথবিদ্যাভূষণ ১০৩ ভক্তিরসময়। কাশীনাথতর্কভূষণ ভক্তিরসাশ্রয় ১০৪॥ হরিদাসশিরোমণি সর্ব্বগুণধাম ১০৫। দুর্গাদাসবিদ্যারত্ন সদা লয় হরিনাম ১০৬॥ শিবনারায়ণবিদ্যাবাগীশ পরমসুধীর ১০৭। চন্দ্রকান্তন্যায়পঞ্চানন ভক্তিরস স্থির ১০৮॥ চান্দরায় দলে যারা দস্যুবৃত্তি কৈলা। কৃপা করি মহাশয় উদ্ধার করিলা॥ বনমালিচট্ট ১০৯ আর গোবিন্দভাদুড়ী ১১০। নীলমণিমুখুটি ১১১

ললিতঘোষাল ১১২ সর্ব্বোপরি ॥ কালিদাসচট্ট ১১৩ রামজয়-চক্রবর্ত্তী ১১৪। হরিনাথগাঙ্গুলী ১১৫ আর শিবচক্রবর্ত্তী ১১৬ ॥ মহাশয় নানাস্থান ভ্রময়ে যখন। করিল অনেক শিষ্য কে করে গণন ॥ তার মধ্যে যার নাম জানিতে পারিল। তাহা এই গ্রন্থে আমি কিঞ্চিৎ লিখিল ॥ কাশীনাথভাদুড়ী ১১৭ রামজয়মৈত্র ১১৮ আর। নারায়ণশান্ন্যাল ১১৯ আর মিশ্র-পুরন্দর ১২০ ॥ বিধুচক্রবর্ত্তী ১২১ আর কমলাকান্তকর ১২২ ॥ রঘুনাথবৈদ্য ১২৩ আর মিশ্র-হলধর ১২৪ ॥

এই ত কহিল নরোত্তমের শাখাগণে। শ্যামানন্দ-শাখা এবে করিয়ে গণনে ॥ শ্যামানন্দের বহু শাখা মুঞি নাহি জানি। যে কিছু লিখিয়ে তাহা লোকমুখে শুনি ॥ সূর্য্যদাস-সরখেল পণ্ডিতপ্রবর। তার ভাই গৌরীদাস সর্ব্বগুণধর ॥ পূর্ব্ববাস শালিগ্রাম আছিল তাহার। অম্বিকা আসিয়া বাস কৈলা গঙ্গার ধার ॥ সুবলসখা গৌরীদাস-পণ্ডিতমহাশয়। গৌর-নিত্যানন্দসেবা প্রকাশ করয় ॥ নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়-শাখা গৌরীদাস। যাহার আজ্ঞায় কৈলা অম্বিকায় বাস ॥ তার শিষ্য হৃদয়চৈতন্যমহাশয়। শ্রীসুধীরা সখী তার সিদ্ধনাম হয় ॥ তার শিষ্য সদ্গোপজাতি দুঃখীকৃষ্ণদাস। শ্যামানন্দ-নাম বৃন্দাবনেতে প্রকাশ ॥ শ্রীরাধার নূপুর সেহঁ যবে প্রাপ্ত হৈলা। শ্রীজীবগোস্বামী বহু অনুগ্রহ কৈলা ॥ তবে ত শ্রীজীব মনে পাইয়া আনন্দ। সেই দিন রাখিলা তার নাম শ্যামানন্দ ॥ শ্যামানন্দের সিদ্ধনাম কনকমঞ্জরী। তত্ত্ব শিখাইলা জীব তারে

কৃপা করি॥ শ্যামানন্দপ্রভু হয় অদ্বৈত-আবেশ। তাঁহার যতেক শিষ্য কে জানে তার শেষ॥ শ্যামানন্দ-রূপ বৃক্ষের শাখা অগণন। কিঞ্চিৎ কহিয়ে এবে শুন দিয়া মন॥ শ্রীকিশোরীদাস-শাখা ভক্তিরসময়। তারে কৃপা কৈলা শ্যামানন্দমহাশয় ১॥ আর শাখা নাম দীনবন্ধুমহামতি। ধারেন্দাগ্রামেতে তার হয় অবস্থিতি ২॥ নিমুগোপ ৩ কানাইগোপ ৪ ছরিগোপ আর ৫। ধারেন্দাগ্রামেতে বাস হয় এ সবার॥ শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ ৬ * আর শ্রীমুরারি ৭। যার যশোগুণাসার উৎকলদেশ ভরি॥ এই দুই বিপ্রের বনিতা দুই জনে। শ্যামানন্দ শিষ্য কৈলা আনন্দিত মনে॥ রসিকানন্দের পত্নী মালতী তার নাম ৮। মুরারির পত্নী শচীরাণী অভিধান ৯॥ শ্যামানন্দের প্রিয়পাত্র দুই মহাশয়। সুবর্ণরেখানদীতীরে রয়ণী আলয়॥ তার শিষ্য উপশিষ্য অনেক হইব। ভাগ্যবন্ত জন তাহা বিস্তারি বর্ণিব॥ আর শাখা দামোদর-যোগী মহাজ্ঞানী। শ্যামানন্দ সহ বিচার হইল বহু দিনি। হৃদয়-চিরি শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা। দেখি যোগিবর তবে দীক্ষামন্ত্র লৈলা ১০॥ যদুনাথ ১১ রামভদ্র ১২ শ্রীজগদীশ্বর ১৩। শ্যামানন্দ-শিষ্য বাস বলরামপুর॥ ধ্রুবানন্দ ১৪ পুরুষোত্তম ১৫ কৃষ্ণহরিদাস ১৬। শ্যামানন্দের প্রিয়শিষ্য নৃসিংহপুর বাস॥ উদ্ধব ১৭ অক্রূর ১৮ মধুসূদন ১৯ গোবিন্দ ২০। জগন্নাথ ২১ গদাধর ২২ আর সুন্দরানন্দ ২৩॥ হরি-

* রসিকানন্দের বংশীয়গণ দক্ষিণদেশে গোপীবল্লভপুরে বাস করিতেছেন॥

রায় ২৪ কালীনাথ ২৫ শ্রীকৃষ্ণকিশোর ২৬। শ্যামানন্দ শাখা বাস গোপীবল্লভপুর॥ আর শাখা চিন্তামণি ২৭ শ্রীজগদীশ্বর ২৮। বীরভদ্র ২৯ রাধামোহন ৩০ শাখা হলধর ৩১॥ আর শাখা রাধানন্দ ৩২ নয়ন ভাস্কর ৩৩। গৌরিদাস নাম শাখা সর্ব্বগুণধর ৩৪॥ শিখিধ্বজ ৩৫ গোপাল শাখা ৩৬ ভজন প্রবল। সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কহে হরি হরি বোল॥ আর শাখা যবন দস্যু সেরখাঁ নাম যার। শ্রীচৈতন্যদাস নাম এবে হইল তার ৩৭॥ বিষয় ছাড়ি হৈলা তিঁহ পয়মবৈষ্ণব। নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত সদা এই রব॥ সঙ্কীর্ত্তনে নাচে কান্দে ভূমে গড়ি যায়। সঙ্খ্যা করি হরিনাম লয় সর্ব্বদায়॥

এই ত করিল আমি শাখার গণন। এবে কহি তিন প্রভুর স্বরূপ বিবরণ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীণে॥ শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দ শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥ অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ। যার কৃপায় উৎকলীয়া পাইলা আনন্দ॥ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার॥ শ্রীচৈতন্যের অংশ কলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশ কলা নরোত্তমে কয়॥ অদ্বৈতের অংশ কলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সঙ্কীর্ত্তনানন্দে॥

তথাহি কস্যচিৎ বৈষ্ণবস্য বাক্যং—

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস। শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শামানন্দ তিঁহ হয়, ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥"

সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব। সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব॥ এ তিনের চরণে মোর প্রণতি বিস্তর। কৃপা কর তিন প্রভু জানিয়া পামর॥

শুন শুন শ্রোতাগণ হৈয়া এক মন। এবে রামচন্দ্রের করি শাখার বর্ণন॥ খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেন এক হয়। তাঁহার পত্নীর নাম সুনন্দ কহয়॥ দুই পুত্র হৈল তার পরম গুণবান্। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দ অভিধান॥ পিতৃ-অদর্শনে তারা মাতামহের ভবন। কুমারনগরে বাস কৈলা কিছু দিন॥ পরে আসি তেলিয়া বুধরী নাম গ্রামে। করিলা বসতি মহা আনন্দিত মনে॥ শ্রীনিবাসের শিষ্য রামচন্দ্রকবিরাজ। তাহার শকতি ইহঁ ব্যক্ত লোক-মাঝ॥ করুণামঞ্জরী রামচন্দ্রের সিদ্ধনাম। তাঁর তিন শাখা এবে লিখি তাঁর নাম॥ হরিরাম-আচার্য্য-শাখা পরম পণ্ডিত। রাঢ়িশ্রেণী বিপ্র ইহঁ জগৎ বিদিত *॥ গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়। তথায় গোয়াস গ্রামে তাঁহার আলয় ১॥ রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ বল্লভমজুমদার নাম। কবিরাজ শাখা ইহঁ সর্ব্বগুণধাম ২॥ আর শাখা বলরামকবিপতি হয়। পরম পণ্ডিত তিঁহ বুধরী আলয় ৩॥

এই ত কহিল সবার শাখার বর্ণন। এবে যে কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন॥ এই প্রেমবিলাস গ্রন্থ করিয়া লিখন। বিংশতি বিলাসে তাহা করিল পূরণ॥ এই যে লিখিল গ্রন্থ গুরু-আজ্ঞা মানি। কি লিখিল ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ যা দেখিল যা শুনিল শ্রীমুখ-বচন। লিখিল এ গ্রন্থে তাঁর

* ইহার বংশধর ঠাকুরগণ সৈয়দাবাদে বাস করিতেছেন॥

ভাবিয়া চরণ ॥ মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা-ঈশ্বরী। যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥ বীরচন্দ্রপ্রভু মোর শিক্ষা-গুরু হয়। আমারে করুণা তিঁহ কৈলা অতিশয় ॥ মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারামদাস। অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥ আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক। পিতা মাতা দোঁহে চলি গেলা পরলোক ॥ অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার ॥ জাহ্নবা-ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই। খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই ॥ স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন ॥ বলরামদাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥ নিজ-পরিচয় আমি করিলুঁ প্রচার। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবপদে কোটি নমস্কার ॥ শ্রীজাহ্নবা-বীরচন্দ্রপদে যার আশ। প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং রামচন্দ্রকবিরাজের শাখাবর্ণন ও স্বরূপ বিবরণ এবং গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় নামক বিংশ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২০ ॥ *

শ্রীমৎ-প্রেমবিলাসোঽয়ং বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ।
স্বদতাং মানসে নিত্যং তেষাং হি বিমলাত্মনাং ॥

শ্রীশ্রীনিবাস-শাখাঃ।

—:::—

শ্রীদাসগোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈবচ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা॥
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ॥ ৬॥
শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদানবিচক্ষণাঃ॥ ৮॥
চট্টরাজ ইতি খ্যাতো রামকৃষ্ণাভিধানকঃ।
কুমুদানন্দসংজ্ঞাকঃ কুলরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রীরাধাবল্লভঃ খ্যাতো মণ্ডলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চক্রবর্ত্তী সমাখ্যাতো জয়রামাভিধানকঃ॥
শ্রীরূপঘটকশ্চাপি সর্ব্ববিখ্যাত এবচ।
শ্রীমৎ-ঠাকুরদাসাখ্যো ঠক্কুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৬॥
মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবীরহাম্বীরসিংহকঃ।
মল্লভূপকুলোৎপন্নো ভক্তিমান্ সুপ্রতাপবান্॥ ১॥২১॥
এবমষ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরামরাঃ।
মল্লাবনিপতিস্ত্বেকঃ শাখা ইত্যেকবিংশতিঃ।
শ্রীশ্রীনিবাসকল্পদ্রোঃ শাখাবর্ণনমেবচ॥
শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাজ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কি মন্যৎ পরং॥

—

গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পদ্যাবলী।

মাধুর্য্যানন্দনকাননকোকিলেন হরিলীলা-
মন্দাকিনীরাজহংসেন মহাকবিনা
শ্রীলপূজ্যপাদ-রূপগোস্বামিনা
সংগৃহীতা।

বর্দ্ধমানপ্রদেশান্তর্গত-মাড়গ্রামস্থ-
৺নিত্যানন্দবংশাবতংস-শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিকৃত-
রসিকরঞ্জদাটীকাসহিতা।

গোলোকগত-
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানূদিতা।
তদীয়াশ্রিতচর-
শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন
সংশোধিতা।

শ্রীরামদেবমিশ্রেণ
প্রকাশিতা।

দ্বিতীয়ং সংস্করণং।
মুর্শিদাবাদ;
বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীজানকীনাথসাহা-প্রিণ্টারেণ
মুদ্রিতা।

১৩১৮ সালে। ৩২শে শ্রাবণে।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

——০:*:০——

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ সনাতনপ্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ জীবের উপকারার্থ যে সকল ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই সংস্কৃতভাষায় রচিত, সুতরাং সাধারণলোকের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন এবং অধিকারির অভাববশতও গ্রন্থসকল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। দিনাজপুরস্থ শ্রীমন্মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর ও তদীয় সভাপণ্ডিত বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত হরনাথচূড়ামণিমহাশয় বৈষ্ণবগ্রন্থসকল প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, তথা অমৃতবাজারপত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণাশ্রিত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, তথা শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সুপণ্ডিত হরিভক্তিসংস্থাপক বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী বাবু কেদারনাথদত্ত মহাশয় আমাকে সমুদায় বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রকাশকরণবিষয়ে কলিকাতার মহাবৈষ্ণবসভার সভ্যশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করায় আমি তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শ্রীল রূপগোস্বামিসংগৃহীত প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বকৃত ভগবল্লীলারসপরিপূরিত শ্লোকসম্বলিত পদ্যাবলী মূল, বর্দ্ধমানপ্রদেশান্তর্গত মাড়গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্রগোস্বামিপ্রভুর কৃত রসিকরঙ্গদা টীকা ও আমার কৃত বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিলাম। বৈষ্ণবগণ এই পদ্যাবলী সাদরে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি। ১২৮৯ সাল,

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর—রাধারমণযন্ত্র।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

গোলোকগত ৺রামনারায়ণবিদ্যারত্ন মহোদয়ের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক "তাঁহার বৈবাহিক" আমি গ্রন্থ প্রকাশাদি কার্য্য পরিচালন করিতেছি। ৺বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত পদ্যাবলীগ্রন্থ নিঃশেষ হওয়ায় গ্রাহকগণের অনুরোধবশতঃ আমি উক্ত পদ্যাবলীগ্রন্থ উক্ত বিদ্যারত্নমহাশয়ের পূর্ব্বতন সহকারী শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থমহাশয়ের দ্বারা উত্তমরূপে সংশোধনপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থ খানী গ্রাহকগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলে আমি অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।
১৩১৮ সাল। ৩১শে শ্রাবণ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

শ্রীরামদেব মিশ্র।
বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র।

পদ্যাবলী।

—০:*:০—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ ॥

পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দ-
সম্বন্ধবন্ধুরপদা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ।

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি ॥

সচ্চিদানন্দরূপং স্বং পূর্ণং ভাবকৃপিয়ং।
পরিবারগণৈর্যুক্তং কিশোরীমোহনং ভজ ॥
শ্রীগৌরকরুণাপ্রেমসিন্ধুমগ্নহৃদে সদা।
মস্কুর্ব্বে প্রযত্নেন রূপগোস্বামিনে সকে ॥
যা রমা নিখিলাসজ্বশমনী শ্রোত্রাতিথিং সঙ্গতা
যা স্বাদ্যা রসিকৈঃ সুখাব্ধিজননী ধিক্কার্য্যা মুক্তিস্পৃহাং।
যা ধাত্রী হৃদয়ে ব্রজেন্দ্রকুলজপ্রেমামৃতস্যন্দিনী
সা জীয়াৎ হরিভক্তিবর্দ্ধনকরী ধন্যেষ পদ্যাবলী ॥
ছাত্রাণাং সুখবোধার্থং সতাং সঙ্কেতপত্রিকা ময়া।
পদ্যাবলীক্রমব্যাখ্যা যথামতি বিতন্যতে ॥ ০ ॥

শ্রীযুক্তবৃন্দারকবৃন্দমহেন্দ্র--রাধামাধবপদারবিন্দনিমগ্নমানস--ভক্তসন্দোহানন্দকঃ পরমরসিকবরঃ কবিকুলমুকুটমণিঃ সোঽয়ং গ্রন্থকারঃ নিখিলভক্তি-

---

মুকুন্দের সম্বন্ধহেতু মনোহরপদযুক্তা, অতএব আনন্দতরঙ্গের সিন্ধুস্বরূপা রমণীয়া এবং সমস্ত অজ্ঞান-দমনকারিণী যে

রম্যা সমস্ততমসাং দমনী ক্রমেণ
সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বককৌতুকায় ॥ ১ ॥

রসিকানাং পদ্যবৃন্দোত্থাপনেন শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাবর্ণনে সদাচারং দর্শয়ন্ আধুনিক-তদ্ভক্তান্ হর্ষয়ংশ্চ সংক্ষেপতো ভক্তিরসময়ং গ্রন্থমারভতে পদ্যাবলীতি। যা রসিকৈর্বিরচিতা পদ্যাবলী, সা কৃতিকদম্বককৌতুকায় ময়া সংগৃহ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। রসিকৈরিতি প্রকরণাদ্ভক্তিরসিকৈরিত্যর্থঃ। ক্রমেণেতি। ক্রমোঽত্র আদৌ নতিস্ততো ভক্তজনেষ্বাশীর্ব্বাদ ইত্যাদিঃ। সা কথম্ভূতা মুকুন্দসম্বন্ধবন্ধুরপদেতি। মুকুং মুক্তিং দদাতীতি যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্যৈব মুক্তিদাতৃত্বে প্রাধান্যাৎ, তস্য সম্বন্ধেন তদ্রূপগুণলীলাদিবর্ণনেন বন্ধুরং মনোহরং পদং যত্র বন্ধুরো বাচ্য উন্নতে মনোহরে ইত্যাদি শব্দরত্নাকরাৎ। পুনঃ কথম্ভূতা। প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ প্রকৃষ্টা হর্ষা এব ঊর্ম্ময়স্তরঙ্গাস্তেষাং সিন্ধুরিব সদাশ্রয়ঃ প্রমোদানামূর্ম্মিত্বেন হর্ষাণামনবচ্ছিন্নোত্তরোত্তরোৎপত্তিজ্ঞাপনার্থং, অতএব রম্যা রমণীয়া। ননু প্রেক্ষাবতাং অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকসুখপ্রাপ্তয়ে প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে, কথমত্যন্তদুঃখনিরসনং বিনা প্রবৃত্তিস্তত্রাহ সমস্তেতি। তমসামজ্ঞানানাং দমনী নাশনী অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। মুকুন্দেতি প্রমদেতি পদদ্বয়েন সুখপ্রাপ্তিরিতি সূচিতং। ননু কিমর্থমত্র প্রযত্নঃ ক্রিয়তে মনসি তত্তচ্চিন্ত্যতাং নাম তত্রাহ কৃতীতি। কৃতিসমূহানাং কৌতুকায় হর্ষায়। নন্বেবং যে কৃতিনস্তে কথমত্র রমন্তে স্বকৃতরচনাসু রমন্তাং নাম। সত্যং। এতদ্গ্রন্থকারস্য শ্রীভগবতো গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়পাত্রত্বাৎ, এতৎকৃতগ্রন্থশ্রবণাদৌ মহাফলত্বমননাৎ, তস্য শ্রীভগবতঃ প্রীতিপর্য্যালোচনাচ্চ। তেষাং নিযোজনমত্র হেতুরিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১ ॥

পদ্যাবলী ভক্তিরসিকগণকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, আমি সাধুবৃন্দের কৌতুকনিমিত্ত সেই পদ্যাবলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণং।

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ২ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভে প্রচয়সন্দোহশঙ্কিতমানসো গ্রন্থকারঃ বিশিষ্টেষ্টদেবতানুস্মরণ-প্রণত্যাদিলক্ষণমঙ্গলমাচরতি তত্রায়ং শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বেন পূর্ণতমত্বাৎ। তত্রাপি রসানাং মুখ্যস্য মধুরস্য সম্বন্ধেন পরমোৎকর্ষাৎ, তত্রাপিচ ধীরললিতা-বস্থস্য তস্য পরমমুখ্যত্বাচ্চ। তস্য প্রণতের্বিঘ্নবিঘাতপূর্ব্বকসর্ব্বশক্তিসম্পাদকত্ব-মভিপ্রেত্যাহ নম ইতি। বনমালিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। অত্র বন-মালিনো বিধেয়ত্বনির্দ্দেশঃ। বনমালী বলীধ্বংসীত্যমরে বনমালিত্বেন তস্যাভি-ধানাৎ। অথচ তস্য বনবিহারিত্বেন শ্রীরাধিকাদিভিঃ সহ তত্রৈব সংসর্গসিদ্ধে-র্ব্যঞ্জনার্থঃ। তস্মৈ কথম্ভূতায় নলিনেত্যাদিত্রয়ং। নলিনস্য পদ্মপুষ্পস্য দলবদা-য়তে নেত্রে যস্য তস্মৈ। স্বং প্রতি তৎকৃপাদৃষ্টিং বিভাব্যৈবমুক্তবানসৌ নির্দ্দেশঃ। বেণুবাদ্যবিনোদিনে ইতি বেণুবাদনেন বিনোদিতুং অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাজ্জগদ্বিনোদ-য়িতুং শীলমস্যেতি। যদ্বা, বেণুবাদ্যেন যো বিনোদঃ ক্রীড়া শ্রীরাধাদ্যাকর্ষণ-পূর্ব্বকসম্ভোগস্তদ্বিশিষ্টায়। তদাহ রাধায়া অধরবর্ত্তিনী যা সুধা তস্যাঃ পানে আস্বাদনে শালিনে নিপুণায় দক্ষায়েত্যর্থঃ। যদ্বা, শালৃ শ্লাঘায়ামিতি ধাত্বর্থাৎ রাধাধরসুধাপানেন শালিতুং শ্লাঘিতুং শীলমস্যেতি তেনাত্মানং কৃতার্থং মন্যতে ইতি ধ্বনিতং। উভয়ব্যাখ্যানেন চকোরত্ববাঞ্জনাৎ, তেনৈকনিষ্ঠত্বেন অস্য ধীর-ললিতত্বং ব্যজ্যতে। তথাচ। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশ ইতি সঙ্ক্ষেপঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

যাঁহার লোচনযুগল কমলসদৃশ, যিনি বেণুবাদ্য-ক্রীড়ায় তৎপর এবং যিনি শ্রীরাধার অধরসুধাপানে একান্ত অনুরক্ত, সেই বনমালিকে নমস্কার ॥ ২ ॥

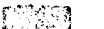

কস্যচিৎ।

অথ ভক্তানাং প্রতি আশীর্ব্বাদঃ।

ভক্তিপ্রহ্ববিলোকনপ্রণয়িনী নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী
ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতে হিতপ্রাপ্তয়ে।

অধুনা নিজেষ্টদেবতাপ্রণত্যা আত্মানং পরমসমর্থং মন্বানঃ সন্ গ্রন্থস্য শ্রবণাদিপরাণাং মঙ্গলকাঙ্ক্ষতি। অথচ গ্রন্থকরণশ্রমসাফল্যায় তেষাং কুশলং স্বকুশলত্বেন মন্বানশ্চাহ ভক্তিপ্রহ্বেতি সারঙ্গস্য পদেন। অতএব কুরুতামিতি অকর্ত্রর্থক্রিয়াফলত্বেন কর্ত্রর্থক্রিয়াফলত্বেনচ প্রযুক্তং তত্রাদ্যপক্ষে লোটঃ পরস্মৈপদিনঃ প্রথমপুরুষস্য দ্বিবচনং। দ্বিতীয়পক্ষে তস্যাত্মনে পদিনঃ প্রথমপুরুষস্যৈকবচনং। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্রে নয়নযুগলে তনুঃ শ্রীমূর্ত্তির্বা যুষ্মাকং শমনং কুরুতামিত্যন্বয়ঃ। নেত্রে ভক্তীত্যাদি ভক্ত্যা প্রহ্বো নম্রো যো জনস্তং প্রতি যং বিলোকনং তত্র প্রণয়বিশিষ্টে কৃপাদৃষ্টিযুক্তে ইত্যর্থঃ। তনুপক্ষে ভক্তিপ্রণতজনকর্ত্তৃকং যদাত্মানং প্রতি বিলোকনং তত্র প্রণয়বিশিষ্টা কৃপয়া তেষাং বিলোকনং আত্মনি নিয়োজয়তীত্যর্থঃ। পুনরপি বিশিনষ্টি নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী ইতি। উভয়পক্ষে সমানঃ। তত্র নেত্রয়োর্নীলোৎপলত্বেন রূপণং স্তবরাজে নীলেন্দীবরলোচনমিত্যনুসারাদিতি জ্ঞেয়ং। পুনরপ্যাহ ধ্যানালম্বনতামিত্যাদি। তত্র নেত্রপক্ষে সমাধিনিরতৈর্জনৈর্হিতপ্রাপ্তয়ে ধ্যানালম্বনতাং নীতে ইত্যন্বয়ঃ। তন্মাত্রচিন্তনং সমাধিস্তস্মিন্ নিতরাং রতৈঃ সুখিতৈর্ধ্যানাশ্রয়তাং প্রাপিতৈরিত্যর্থঃ। তনুপক্ষে তৈরীহিতপ্রাপ্তয়ে ইতি ছেদঃ ঈহিতং

এই শ্লোকটী কোন মহাত্মার প্রণীত।

অথ ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ।

যিনি ভক্তিহেতু নম্রীভূত-জনবৃন্দের প্রতি কৃপাদৃষ্টি-প্রদানে প্রণয়যুক্ত, নীলোৎপলের প্রতি স্পর্দ্ধাশীল, সমাধিস্থ-জনসমূহকর্ত্তৃক হিতলাভার্থে ধ্যেয় এবং সৌন্দর্য্যের একমাত্র

লাবণ্যৈকমহানিধী রসিকতাং রাধাদৃশোস্তন্বতী

মনোঽভিলষিতং। পুনর্বিশিনষ্টিলাবণ্যৈকেতি। তত্র নেত্রপক্ষে। লবণাত্তু নদীত্বিষোরিতি মেদিনীকরকোষাৎ লবণা কান্তিরস্মিন্নস্তীতি লক্ষণঃ অর্শ আদিত্বাত্তস্য ভাবো লাবণ্যং লবণিমা তস্য একনিধী একাশ্রয়ৌ। তনুপক্ষে। মুক্তাফলেষু চ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যত ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তলক্ষণস্যৈকনিধিরেকাশ্রয়রপরসন্ধিসাধ্যত্বাদ্দীর্ঘঃ। অন্যত্র তাদৃগ্লাবণ্যাভাবাদেকশব্দঃ প্রযুক্তঃ। অতএব রাধেতি রাধায়া দৃশোশ্চক্ষুষো রসিকতাং। যদ্বা, রাগিতাং স্বং প্রতি অনুরাগিতাং তন্বতী। রসো গন্ধরসে পুমান্। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ সলিলে দ্রবে। রাগে দেহে ধাতুভেদে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। তত্র তন্বতী ইত্যত্র। নেত্রপক্ষে প্রথমাদ্বিবচনং। তনুপক্ষে প্রথমৈকবচনং। ভবার্ত্তিশমনমিতি ভবঃ সংসারশ্চ আর্ত্তিঃ পীড়াচ তয়োঃ শমনং নিরসনং। নন্থ নেত্রয়োস্তন্বন্তর্গতত্বাৎ। কথং পৃথগ্নির্দ্দেশঃ কৃতঃ সত্যং। ভাগবতে কাপিলেয়ে শ্রীভগবতঃ সমগ্রাঙ্গধ্যানমুক্ত্বা বাঞ্ছিতপূর্ত্তিবৈশিষ্ট্যায় চরণারবিন্দপ্রভৃতীনাং ক্রমাৎ ধ্যানমভিধায়। তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষোঃ। স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়ামিত্যুক্তেরতিঘোরতাপত্রয়োপশমনায়েত্যাদি-

---

পরমাশ্রয় ও শ্রীরাধার নেত্রযুগলের রসিকতা বিস্তার করিতেছেন, হে ভক্তগণ! শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ নয়নদ্বয় তোমাদিগের ভবরোগ নাশ করুন।

অথবা, যিনি ভক্তিনম্র-জনবৃন্দকর্ত্তৃক সন্দর্শনবিষয়ে প্রণয়যুক্তা এবং নীলোৎপলের প্রতি স্পর্দ্ধান্বিতা তথা ঈহিত অর্থাৎ বাঞ্ছিতলাভার্থে জনসকলকর্ত্তৃক ধ্যানের বিষয়তা লাভ করিয়া-

যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্ত্তিশমনং নেত্রে তনূর্বা হরেঃ ॥ ৩ ॥

সারঙ্গস্য ॥ ১ ॥

যে গোবর্দ্ধনমূলকর্দ্দমরসব্যাদষ্টবর্হাঙ্গদা

যে বৃন্দাবনকুক্ষিষু ব্রজবধূনীলোপধানানিচ।

প্রয়োজনপ্রযুক্তেশ্চ পৃথক্ত্বেন বর্ণনং তত্তৎফলার্থমিতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা, দক্ষিণনেত্রস্য সূর্য্যত্বেন অন্ধকারস্যোবাজ্ঞাননাশকত্বাৎ। বামনেত্রস্য চন্দ্রত্বেন তাপনিবর্ত্তনপূর্ব্বকাহ্লাদজননস্যেব আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ধ্বংসানন্তরপরমসুখদায়কত্বাদেতয়োঃ পৃথগ্নির্দ্দেশঃ। ব্যাখ্যান্তরন্তু গ্রন্থবাহুল্যান্ন বিবৃতং ॥ ৩ ॥

পুনরপি তেষাং কুশলমাকাঙ্ক্ষতে শুভাঙ্গস্য পদ্যেন যে ইতি। কংসদ্বিষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তে তত্তৎকর্ম্মণা প্রসিদ্ধা বাহবঃ বো যুষ্মাকং মঙ্গলং সততমাদিশন্তু বিতরন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। তে কথম্ভূতাঃ তন্মখভঙ্গানন্তরং কুপিতেনেন্দ্রেণ মহাবৃষ্টৌ কৃতায়াং ব্রজবাসিজনরক্ষার্থং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণকালে যে গোবর্দ্ধনস্য মূলদেশস্থকর্দ্দমরস উদ্ভূতস্তেন ব্যাদিগ্ধা লিপ্তাঃ সুবর্ণরচিতা অঙ্গদা বলয়া যেষু তে। যেচ বৃন্দাবনকুক্ষিষু উদরেষু অর্থান্মধ্যবর্ত্তিকুঞ্জেষু ব্রজবধূনাং নীলোপধানানি নীলবর্ণবালিশাখ্যবস্ত্রপিণ্ডানি বাহুবিশেষণত্বেঽপ্যজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবতা। যেচ কুবলয়াপীড়স্য কংসহস্তিনো দানাম্ভসা মদজলেন যোঽভ্যঙ্গঃ লেপনং তেন শোভনগন্ধবিশিষ্টাঃ দানং গজমদে ত্যাগে খণ্ডনাবাসশুদ্ধিষ্বিতি শব্দরত্নাকরাৎ। বিশেষেণ ত্রয়েণ বহূনাং প্রবরবলিত্বং অন্যেষাং নির্ভয়দাতৃত্বঞ্চ ধ্বনিতং। অতএব তেষাং

ছেন, লাবণ্যের একমাত্র প্রবল আশ্রয় ও শ্রীরাধার নেত্রদ্বয়ের রসিকতাবিস্তারকারিণী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী শ্রীমূর্ত্তি তোমাদিগের ভবরোগ নাশ করুন ॥ ৩ ॥

এই পদ্য সারঙ্গের ॥ ১ ॥

যে হস্তের স্বর্ণময় অঙ্গদ (তাড়) গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কর্দ্দমরসে লিপ্ত হইয়াছিল, যাহা বৃন্দাবনমধ্যে ব্রজবধূগণের নীলবর্ণ

যে চাভ্যঙ্গসুগন্ধয়ঃ কুবলয়াপীড়স্য দানাম্বুসা
তে বো মঙ্গলমাদিশন্তু সততং কংসদ্বিষো বাহবঃ ॥ ৪ ॥

শুভাঙ্গস্য ॥ ২ ॥

সায়ং ব্যাবর্ত্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানসঙ্কেতনামা-
ন্যাভীরীবৃন্দচেতোহঠকরণকলাসিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি।
সৌভাগ্যং বঃ সমন্তাদ্দধতু মধুভিদঃ কেলিগোপালমূর্ত্তেঃ

নন্বু তত্তৎকালে কৃষ্ণস্য ন চতুর্ভুজতা, কিন্তু দ্বিভুজতা। তত্রাপি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণসময়ে বামহস্তেন ধারণাত্তত্রৈব কর্দ্দমলেপো যুজ্যতে কথং বহুত্বং। সত্যং। গুরুপাদাঃ সমাদিশন্তীতিবৎ গৌরবে বহুবচনং। নন্বু কংসবধপ্রাক্তনেষু কার্য্যত্রয়েষু তস্য কথং কংসদ্বিট্ত্বমিতি বাচ্যং। অত্র দ্বিড়িতি ভাব ক্লিবন্তং। তেন কংসস্য দ্বিট্ দ্বেষো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা সমুদিশ্য কংসস্য দ্বেষো ভবতীত্যর্থাৎ তত্তৎকালেঽপি তদ্ভাবেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তদ্বেণুনাদস্যাপি সর্ব্বশক্তিপ্রকাশকত্বাৎ, তদ্দ্বারা পুনস্তেষাং কুশলমীহতে সায়মিতি দ্বয়স্য পদ্যেন। কেলিগোপালমূর্ত্তের্মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনাদাবেশোঃ শব্দব্রহ্মরূপা ধ্বনয়ঃ যে যুষ্মাকং সৌভাগ্যং সমন্তাৎ সর্ব্বতোভাবেন দধত্বিত্যন্বয়ঃ। তে কথম্ভূতাঃ সায়ং সন্ধ্যাকালে ব্যাবর্ত্তমানানি নিবর্ত্ত্যমানানি যান্যখিলসুরভিকুলানি তেষামাহ্বানে আকারণে বিষয়ে সঙ্কেতনামানি যেভ্যস্তানি অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবতা। সঙ্কেতঃ সঙ্কেতবিশিষ্টঃ অর্থ আদিত্বাদৎ। সঙ্কেতঃ

উপধান অর্থাৎ বালিশস্বরূপ ও কুবলয়াপীড় হস্তির মদজলদ্বারা সদ্গন্ধযুক্ত হইয়াছিল, হে ভক্তগণ! শ্রীকৃষ্ণের সেই বামবাহু তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৪ ॥

এই পদ্য শুভাঙ্গের ॥ ২ ॥

যাহা সায়ংসময়ে ধেনুগণের পরাবর্ত্তনবিষয়ে সঙ্কেতনামস্বরূপ ও গোপীগণের চিত্তহরণবিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ এবং

সানন্দাকৃষ্টবৃন্দাবনরসিকমৃগশ্রেণয়ো বেণুনাদাঃ ॥ ৫ ॥

পরিভাষা। তথাচ শব্দরত্নাকরঃ সঙ্কেতঃ পরিভাষায়ামিতি সঙ্কেতনামানীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। যদ্বা, ব্যাবর্ত্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানবিষয়ে যঃ সঙ্কেতঃ পরিভাষা তস্য নাম প্রকাশো যেভ্যস্তে। নামশব্দস্যাব্যয়ত্বাদ্বিভক্তিলুক্ নাম প্রাকাশ্যসম্ভাব্যোত্যমরাৎ। অস্মিন্ পক্ষে অন্যাভীরীতিচ্ছেদঃ অন্যা নিত্যসিদ্ধাভ্য ইতরাঃ সাধনসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। ব্যাবর্ত্তমানেত্যনেন তেষামনিচ্ছা গম্যতে। গোষ্ঠেভ্যোঽপি বনে সুখাধিক্যাৎ। পুনর্বিশিনষ্টি আভীরিতি আভীর্য্যো গোপ্যস্তাসাং বৃন্দং সমূহস্তস্য চেতাংসি, তেষাং হঠেন বলাৎকারেণ যা হরণকলা হরণকপটং তস্মিন্ সিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি। কলা চন্দ্রষোড়শাংশে ইত্যারভ্য ছন্নমৌকয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ। পুনর্বিশিনষ্টি সানন্দেতি। আনন্দেন সহ বর্ত্তমানাঃ সন্ত আকৃষ্টা বৃন্দাবনবাসিরসিকামৃগশ্রেণয়ো যৈস্তে ইতি ভাবার্থঃ। যদ্বা, বৃন্দাবনে রসিকাঃ সরসাঃ মৃগশ্রেণয়ঃ হরিণাদিপশুপঙ্‌ক্তয়ঃ। মুরভিদঃ কথম্ভূতস্য কেলিগোপালমূর্ত্তেরিতি কেলিঃ ক্রীড়া তস্মৈ গোপালমূর্ত্তিঃ তস্যা কেলীনামানস্যেন নিত্যত্বাচ্ছিচ্ছক্তিবিলাসত্বাচ্চ। তন্মূর্ত্তেরপি নিত্যত্বং সুতরাং সিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ং। নন্থ মুরদৈত্যবধো দ্বারকাগমনানন্তরং কথং ব্রজস্থস্য তন্নামতা ইতি ন বাচ্যং। কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে। গোপনারীভিরনিশং রময়ামাস মাধব ইতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনানুসারেণ পুনর্ব্রজাগমনানন্তরমেব সম্ভবাৎ। অনেন নমো নলিনাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন। লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়মিত্যসাধারণচতুষ্টয়গুণাঃ প্রতিপাদিতা ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥

যদ্দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের রসজ্ঞ মৃগকুল পরমানন্দে আকৃষ্ট হইয়াছিল, হে ভক্তগণ! শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুধ্বনি সর্ব্বতোভাবে তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৫ ॥

হরস্য ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা।

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাং।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৬ ॥

অথ যদ্যপ্যয়ং ভাগ্যবশেন বিষয়িণাং শ্রবণাদিবিষয়ো ভবতি, তদা তেষাং তন্মহিমশ্রবণেন শুদ্ধভক্তৌ প্রবেশার্থং শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমানমাহ অথেতি। যদ্বা, নন্বু শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃক্ শক্তিতা কুত ইতি তৎসন্দিহানং প্রতি তন্মহিমানং দর্শয়ন্নাহ তত্র কস্যাচিৎ পদ্যেন তং বর্ণয়তি অম্ভোরিতি। যস্যেচ্ছয়া অম্ভোদীত্যাদি-স্থলতামিত্যাদি কর্ম্মতামায়াতি প্রাপ্নোতি তস্মৈ কৃষ্ণায় নম ইত্যন্বয়ঃ। তস্মৈ কথম্ভূতায় লীলাদুর্ললিতেতি দুঃ কষ্টেন লভ্যতে ব্যাপ্তুমিচ্ছয়া বিষয়ীভূয়তে লল ঈপ্সায়ামিতি ধাতোঃ। অর্থাৎ জ্ঞায়তে ইতি দুর্ললিতং এবম্ভূতং যদদ্ভুতং আশ্চর্য্যং ব্যসনং শক্তির্বিশিষ্টার্থে ইন্ দুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনী লীলয়া দুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনী লীলাদুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনী তস্মৈ। ব্যসনং কামকোপোত্থদোষে ভ্রংশে বিপদ্যপি। ক্লীবং পানেঽশুভে শক্তৌ ন স্ত্রীতু মৃগয়াদিষ্বিতি শব্দরত্নাকরাৎ। লীলয়া দুর্জ্ঞেয়াশ্চর্য্যশক্তিমতে ইত্যর্থঃ। অম্ভোধিঃ সমুদ্রঃ। স্থলমকৃত্রিমা ভূমিঃ। জলধিঃ সমুদ্রঃ। লবঃ অতিসূক্ষ্মাংশঃ। শৈলঃ পর্ব্বতঃ। কণোঽপি সূক্ষ্মাংশঃ। কুলিশং বজ্রং। বহ্নিরগ্নিঃ। হিমং প্রসিদ্ধং। দহনোঽগ্নিঃ। এতেষাং তত্তৎ-কার্য্যোদাহরণন্তু বিস্তরভয়ান্ন বিবৃতং ॥ ৬ ॥

এই পদ্যটী হরনামক কোন কবির ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা।

যাঁহার ইচ্ছায় সমুদ্র স্থল ও স্থল সমুদ্র, ধূলিকণ পর্ব্বত এবং পর্ব্বত ধূলিকণ, তৃণ বজ্র ও বজ্র তৃণবৎ ক্ষীণ, অগ্নি

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃ পদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে যতঃ সাক্ষিণঃ

তঞ্চ পুনঃ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি বাৎসল্যাদিতি। বাৎসল্যং বৎসলতা তদাধিক্যাহেতুতয়া তং প্রতি স্নেহঃ তৎকার্য্যং বিপক্ষজনাদিভ্যো রক্ষণপূর্ব্বক-লালনাদি অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে ইত্যুক্তং। সময়ঃ প্রতিজ্ঞা। নির্ব্বাপণং নাশনং নির্ব্বাপণং নাশনে স্যাদিতি শব্দরত্নাকরঃ। আর্ত্তঃ আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভেতি শ্রীভগবদ্গীতানুসারেণ সংসারতাপতপ্তঃ তেষাং আর্ত্তিঃ সংসারদুঃখস্য নাশনাৎ। ঔদার্য্যং স্বপর্য্যন্তদাতৃত্বং। অঘং পাপং তস্য শোষণাদর্থাদ্বিনাশকাৎ অঘশোধনাদিতি পাঠস্তু সুগমঃ। প্রথমপাঠে রসস্যৈব শোষণসম্ভবাৎ পাপস্য জলত্বেন রূপকং ব্যজ্যতে। তত্তু সর্ব্বাঙ্গস্যার্দ্রতাজনকত্বেনেতি জ্ঞেয়ং। অগণিতং সংখ্যাতীতং যৎ শ্রেয়ঃ শুভং তস্য পদং স্থানং বৈকুণ্ঠাদি তস্য প্রাপণাৎ। ইত্যাদিমহিমাপ্রকাশকহেতোঃ সর্ব্বজগতাং শ্রীপতিঃ শ্রিয়া ব্রজলক্ষ্মীরূপায়া রাধায়াঃ পতিঃ শ্রীকৃষ্ণ এব সেব্যঃ নতু দেবতান্তরং। যত এতে সাক্ষিণঃ প্রত্যক্ষদর্শিনঃ। তত্র বাৎসল্যাদিভ্যঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ।

শীতল এবং হিম অগ্নিত্বপ্রাপ্ত হয়, অতএব যাঁহার লীলাশক্তি দুর্জ্ঞেয় ও অদ্ভুত সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকটী কোন মহাত্মার কৃত ॥ ১ ॥

বাৎসল্য, অভয়দান, পীড়িত ব্যক্তির পীড়ানিবারণ, বদান্যতা, পাপনাশন এবং অসংখ্য মঙ্গলদায়ি-স্থানপ্রাপণ এই ছয়টী হেতুবশতঃ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বজগতের আরাধ্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই, কারণ উল্লিখিত হেতু

প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ ॥ ৭॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যং।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্যচ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা

কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনং।

করিরাট্ গজেন্দ্রঃ। পাঞ্চালী দ্রৌপদী তস্যা দুঃশাসনেন নগ্নার্থং বস্ত্রাকর্ষণসময়ে নিঃশেষবস্ত্রসমর্পণাৎ। অহল্যা গৌতমপত্নী তস্যা ইন্দ্রসঙ্গে সতি পাপাৎ গৌতমশাপেন শিলাত্বাপত্তির্জাতা তৎপাপমোচনাৎ। ধ্রুবায় ধ্রুবপদদানাৎ ॥ ৭ ॥

সেব্যঃ শ্রীপতিরেবেত্যুক্তং। তত্র সদ্গুণাদিহীনতয়া অযোগ্যমন্যান্ প্রতি ভজনমাহাত্ম্যং লিখতি। অথ ভজনমাহাত্ম্যমিতি। অত্র দৃষ্টান্তং দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেনাহ ব্যাধস্যেতি। ব্যাধঃ ধর্ম্মব্যাধঃ। আচরণং সদাচারঃ। ধ্রুবস্য পঞ্চবর্ষাবস্থস্য। বয়োঽত্র যৌবনাদ্যবস্থা বিবক্ষ্যতে তদ্বয়স্তু শক্তিতপঃসম্পাদকং ভবতি। অত্র দ্বয়স্থলে প্রকরণাৎ কিং পদমুন্নেয়ং। গজেন্দ্রঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীভাগবতে তৎপ্রসঙ্গপ্রসিদ্ধেঃ। বিদ্যাপদেনাত্র ন সভক্তিকজ্ঞানং, কিন্তু বেদাধ্যয়নাদি তস্য সজ্জন্মহসম্ভবাত্তত্রাশ্রুতত্বাচ্চ। পূর্ব্বস্যাতু তত্র শ্রুতত্বেন সত্তাবশ্যকতা বাচ্যৈব। কুব্জা মথুরাস্থা শ্রীভগবৎপ্রেয়সী তস্যাঃ উ সম্বোধনার্থঃ। নামপ্রাকাশ্যে কিমধিকং রূপমাসীন্নৈব, কিন্তু মুখসৌন্দর্য্যমেবাসীদিতি অধিকশব্দো যুজ্যতে।

গুলিতে যথাক্রমে প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজেন্দ্র, দ্রৌপদী, অহল্যা ও ধ্রুব এই ছয় মহাত্মা সাক্ষী রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকটী কোন মহাত্মার কৃত ॥ ২ ॥

ব্যাধের আচরণ কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সুদাম-বিপ্রের ধন কি ছিল, বিদুর মহাশয়ের কি বংশ ছিল এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি

বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥ ৮ ॥
দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ১ ॥
অনুচিতমুচিতম্বা কর্ম্ম কোঽয়ং বিভাগো

সুদামা তন্নামা ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণসখা তস্য কিং তৎপ্রসিদ্ধং ধনমাসীদপিতু নৈব। বংশঃ কুলং। বিদুরস্য বিচিত্রবীর্য্যস্য দাস্যা গর্ভে শ্রীবেদব্যাসেন জাতত্বাৎ। যাদবপতের্যাদবানাং রাজ্ঞঃ। উগ্রস্যেতি ভীমো ভীমসেনবৎ উগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং পুরুষত্বদ্যোতকশূরত্বাদি কংসাখ্যেন পুত্রেণ বলাৎ রাজ্যহরণাৎ। অতো মাধবঃ কেবলং ভক্ত্যা তুষ্যতি প্রীয়তে নতু গুণৈঃ সদাচারাদিভিরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্ভক্তিপ্রিয় ইতি ভক্ত্যাঃ প্রিয়ঃ ভক্তিঃ প্রিয়া যস্যেতি বা। উভয়ব্যাখ্যানেঽপি তস্য বশ্যত্বং ব্যজ্যতে। ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতো বশীকরী হরেরিতি পাদ্মাৎ। যতঃ প্রিয়ঃ পত্ন্যাঃ প্রীতিকারকঃ পত্নী পত্যুঃ প্রীতিকারিণী ভবতীত্যত উভয়োর্বশ্যবশকতা সিধ্যতি। অতএব তৎপ্রীত্যর্থং তৎসাধকান্ প্রীণাত্যেবেতি দিক্। গুণাদয়স্তু তৎপ্রাশস্ত্যদ্যোতনার্থা নতু তত্তোষণায় স্বতন্ত্রাঃ। অতএব সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদঃ প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনমিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাং পদ্যেন পুনস্তদাহ অনুচিতমিতি। দ্রঢ়ীয়ান্ ভক্তি-

---

পরাক্রম ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন, অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন, সদাচারাদি গুণসকলদ্বারা কখন পরিতোষ লাভ করেন না ॥ ৮ ॥

এই শ্লোকটী কোন দক্ষিণদেশীয় ভক্তের কৃত ॥ ১ ॥

অনুচিত কর্ম্ম হউক বা উচিত কর্ম্মই হউক, তাহার কোন

ভগবতি পরমাস্তাং ভক্তিযোগো দ্রঢ়ীয়ান্।
কিরতি বিষমহীন্দ্রঃ সান্দ্রপীযূষমিন্দু-
র্দ্বয়মপি স মহেশো নির্ব্বিশেষং বিভর্ত্তি ॥ ৯ ॥

যোগো ভবতি। পরং কেবলমাস্তাং বর্ত্ততাং তিষ্ঠতু বেত্যন্বয়ঃ। তত্র মমেত্যধ্যাহার্য্যং। নন্থ কেবলভক্তিযোগকরণে নিত্যকর্ম্মত্যাগপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যবায়ো নিসিদ্ধকর্ম্মপ্রাপ্তৌচ পাপমুৎপদ্যেত তত্রাহ অনুচিতমুচিতং বেতি, যদি প্রারব্ধবশেনানুচিতং। নিষিদ্ধকর্ম্ম অভোক্ষ্যভোজনাদি। উচিতং নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাপদ্যেত অনাসক্তস্য মমেতি শেষঃ। অতএবানিচ্ছাজ্ঞাপনার্থং অনুচিতস্যাগ্রে নির্দ্দেশঃ কৃতস্তত্র মম কোঽয়ং বিভাগো বিশেষণসেবনং কিং ন কিমপি অনাসক্তত্বাদিত্যর্থঃ। অতো বিহিতাকরণে নিষিদ্ধকরণেঽপি ন কিঞ্চিদ্ধানিরিতি ব্যজ্যতে। তত্র প্রারব্ধকর্ম্মৈব হেতুর্নাহমিতি। তত্র তত্রাভিমানাভাবে দৃষ্টান্তঃ কিরতীত্যাদি। বিষং গরলং অহীন্দ্রো বাসুকিঃ সান্দ্রপীযূষং নিবিড়ামৃতং। মহেশঃ শ্রীশিবঃ। দৃষ্টান্তে তয়োর্বাঙ্ছৈব হেতুর্নতু শ্রীশিবস্যেতি। যদ্বা, অনুচিতং স্বস্বুখার্পণরূপং। তস্য তৎসেবানুপযোগিত্বাদনৌচিত্যং। উচিতং সাক্ষাৎসেবোপযোগি তচ্চ তচ্চ ভগবতি পরমাস্তাং। তত্র দ্বয়োঃ কোঽয়ং বিভাগোঽংশকল্পনা ভেদকল্পনা। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মন ইত্যাদিপ্রমাণবলাৎ শ্রীভগবদাজ্ঞয়ৈব দ্বয়োঃ করণাৎ। অতস্তয়োর্বন্ধকত্বাভাবাৎ প্রত্যুত সন্ততপ্রীতিজনকত্বাৎ। দ্রঢ়ীয়ান্ দৃঢ়তরঃ সাধ্যো ভক্তিযোগো ভবতি। নন্থ ভগবতি পরমাস্তামিত্যনেন শ্রীভগবতস্তৎস্বীকারোঽবগম্যতে, সচ পরিপূর্ণস্য স্বতস্তৃপ্তস্য তস্য ন যুজ্যতে। অন্যথা পূর্ণত্বাদের্ব্যাকোপঃ স্যাৎ। সত্যং ভক্তেশ্ছৈব তত্র হেতুরিতি সদৃষ্টান্তমাহ কিরতী-

---

বিভাগ নাই, কেবল শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়তর ভক্তিযোগ হউক, কারণ সর্পরাজ বিষ উদ্গিরণ এবং শশধর অমৃতনিক্ষেপ করেন,

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাং ॥ ২ ॥

যদি মধুমথন-ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে

ত্যাদি। দার্ষ্টান্তিকে অনুচিতস্য স্বীকারঃ স্বাজ্ঞাপ্রতিপালনেন ঔচিত্যমননাদিতি জ্ঞেয়ং। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ গোবিন্দভাষ্যপীঠো দৃশ্যতাং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পুনস্তদেব নির্দ্দিশতি শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাং পদ্যেন যদীতি। হে মধুমথন বিবেকী কার্য্যাকার্য্যবিচারবান্ জনো যদি তদঙ্ঘ্রিসেবাং হৃদি মানসে বিদধাতি কেবলং নতু ফলার্থং অতএবাস্মনেপদাভাবঃ। তদা ত্রিলোকে ভূর্ভুবঃস্বারূপে লোকে যদখিলমপি দুষ্কৃতং পাপমস্তি, তৎ কৃতমপি অকৃতং স্যাৎ। সাদৃশ্যে নঞ্ কৃতমিব তত্তদ্ব্যাপারপ্রত্যক্ষত্বাদত্যন্তাভাবো ন যুজ্যতে। তথাহি, ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাচিন্তনপরে তেষাং ফলদানাক্ষমত্বাৎ। ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামিত্যুপলক্ষণং ত্বৎসন্তোষজনকং যত্তৎ কর্ম্ম। হৃদীত্যনেন হৃদয়ে মানসোপচারেণ পূজাসম্ভবাৎ কিমুত বাহ্যোপচারেণ। বাশব্দো বিকল্পার্থঃ। তত্র চাবিবেকীতি পদচ্ছেদঃ। কিম্বা অবিবেকী যদি ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং জহাতি ত্যজতি, তদা সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তদুষ্কৃতং ন কৃতমপি সর্ব্বং সাকল্যেন যথা স্যাত্তথা কৃতং ভবতি। অত্রাত্যন্তাভাবে নঞ্ জ্ঞাতব্যং। নন্বকৃতত্বে কৃতত্বং প্রৌঢ়িবাদমাত্রং কথমস্য

কিন্তু বৈষ্ণবচূড়ামণি শঙ্কর নির্ব্বিশেষরূপে ঐ দুইকে ধারণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

এই শ্লোক বিষ্ণুপুরীপাদের কৃত ॥ ২ ॥

হে মধুসূদন! বিবেকী জন হৃদয়ে যদি তোমার চরণারবিন্দের সেবা বিধান করেন, তাহা হইলে ত্রিলোকীমধ্যে যত পাপ আছে, তাঁহার সম্বন্ধে তৎসমুদায় কৃত হইলেও অকৃত হয় অর্থাৎ তাহা তাঁহার কৃত হয় না, আর অজ্ঞ-জন যদি

কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বং ॥ ১০ ॥

তেষামেব ॥ ৩ ॥

কাষায়ান্নচ ভোজনাদিনিয়মান্নো বা বনে বাসতো
ব্যাখ্যানাদথবা মুনিব্রতভরাচ্চিত্তোদ্ভবঃ ক্ষীয়তে।
কিন্তু স্ফীতকলিন্দশৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো

যথার্থতেতি ন চোদ্যং। দুষ্কৃতং খলু বন্ধকত্বেন সংসারানুক্ত্যভাবহেতুর্ভবতি। এবং ভগবদ্ভজনাভাবেন নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মবতাং সর্ব্বেষামেব, কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ। পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ। ইত্যাদিপ্রমাণবলেনানির্ম্মোক্ষশ্রবণাৎ তস্যা কৃতত্বেঽপি কৃতত্বং, সুতরাং সিধ্যতীতি। স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুতেতি বচনাৎ ॥ ১০ ॥

কার্য্যদ্বারা পুনস্তদেব দ্রঢ়য়তি কষায়াদিতি। কাষায়াৎ কষায়ঃ কষায়রসঃ সচ স্বভাবতো বীর্য্যহানিকরঃ স সেব্যোঽস্যেতি তৎসেব্যে ইতি টগ্ কাষায়স্তস্মাৎ কাষায়ভোজনাদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ নচ ন বেত্যর্থঃ। ভোজনাদিনিয়মাদিতি ভোজনাদৌ যো নিয়মঃ গ্রাসসঙ্খ্যাদিতিক্তরসাদিচ তস্মাৎ

হৃদয়ে তোমার চরণারবিন্দের সেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ত্রিভুবনে যত পাপ আছে, তৎসমুদায় কৃত না হইলেও তাহার সম্বন্ধে কৃত হয় অর্থাৎ তাহাকে ঐ সমস্ত পাপের ফল ভোগ করিতে হয় ॥ ১০ ॥

এই শ্লোক পূর্ব্বোক্ত কবির কৃত ॥ ৩ ॥

কষায়রস সেবন, ভোজনাদির নিয়ম, বনে বসতিকরণ, শাস্ত্রব্যাখ্যা অথবা মৌনব্রত ধারণ কিম্বা তীর্থপর্য্যটন এ সমুদায় হইতে বাসনার ক্ষয় হয় না, কিন্তু উন্নত কলিন্দনন্দিনীর

গোবিন্দস্য পদারবিন্দভজনারম্ভস্য লেশাদপি ॥ ১১ ॥
কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

আদিপদেন নো বেতি ওদন্তো নোশব্দোঽপি নিষেধার্থঃ, ন মা নো নেতি কোষাৎ বনে বাসতঃ সাত্বিকত্বেন প্রায়ঃ স্ত্রীরাহিত্যেনচ তত্র বাসে কামোদ্রেকাসম্ভবাৎ। অথ বেতি কাকাক্ষিগোলকন্যায়াৎ পূর্ব্বত্র পরত্রাপি সম্বধ্যতে। অথবা কামনিন্দাজনকশাস্ত্রিশতকাদিগ্রন্থস্য ব্যাখ্যানাদিত্যর্থঃ। অথবা মুনিব্রতভরাৎ মুনির্ঋষির্বুদ্ধশ্চ তয়োর্ব্রতং নিয়মস্তাংপর্য্যাৎ মৌনতা ভ্রমণঞ্চ তয়োর্ভরাদতিশয়াৎ মুনির্ঋষৌ জ্ঞে বুদ্ধে চেতি। ভরঃ পুংসি ভারাতিশয়য়োঃ স্মৃত ইতিচ শব্দরত্নাকরাৎ। স্ত্রিয়া সহালাপো নিকটবাসশ্চ কামোদ্রেকহেতুর্ভবতীতি। তদনুষ্ঠানমিতি এতেভ্যঃ সাধনেভ্যশ্চিত্তোদ্ভবঃ কামো ন ক্ষীয়তে। তত্রাদ্যহেতুদ্বয়ে কষ্টাধিক্যাৎ পৃথগ্গ্রঞ্ পদং নির্দ্দিষ্টমিতি ন পৌনরুক্ত্যং। যতঃ স চিত্তোদ্ভবঃ চিত্তন্তু পূর্ব্বকর্ম্মবাসিতং ভবতি। তদ্বাসনাসম্বন্ধেন ন ক্ষীয়তে ইত্যর্থঃ। কিন্তু তদ্বাসনাক্ষয়েণ ক্ষীয়ত ইত্যাহ কিম্ভিতি কলিন্দশৈলতনয়া যমুনা তস্যাস্তীরাণি স্ফীতানি বৃদ্ধানি অর্থান্মহান্তিচ তানি কলিন্দশৈলতনয়া তীরাণি চেতি তেষু বিক্রীড়তো বিলাসং কুর্ব্বতো গোবিন্দস্য হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীর ইত্যাদিনা তল্লীলায়া অপি শ্রবণস্য কামবিজয়হশ্রবণাৎ। তস্য পদারবিন্দভজনস্য যঃ প্রারম্ভঃ প্রাক্কালস্তস্য লেশঃ কণা অতিসূক্ষ্মভাগস্তস্মাদপি কিমুত ভজনাৎ কিমুতরাং ভজনসাতত্যাৎ ব্রতাদিভিঃ, নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়েতি দিক্ ॥ ১১ ॥

তীরপ্রদেশ-সকলের নিত্য বিহারশীল শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনের লেশমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৪ ॥

নিরসনবিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা।
অলমলমিয়মেব প্রাণিনাং পাতকানাং

কেচিৎ গৃহস্থবৈষ্ণবা নামভক্ত্যোর্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পাতকনিরসনায় তে কুর্ব্বন্তীতি তান্ প্রতি সযুক্তিকং সর্ব্বজ্ঞস্য পদ্যেনাহ অলমলমিতি। প্রাণিনাং পাতকানাং পতনসাধানানাং পাপানাং নিরসনবিষয়ে মোচনবিষয়ে যা কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি বাণী বাগিয়ং অলমলমেবেত্যন্বয়ঃ। অলং পর্য্যাপ্তমতিশয়ং স্বল্পপাপে মহাপ্রায়শ্চিত্তবদিত্যর্থঃ। যদ্বা, অলংশব্দো বারণে তদ্বিষয়ে ইয়ং বাণী ন প্রযোক্তব্যা কীটবধে তুষানলবদপরাধজনিকেত্যর্থঃ। এতাবতামঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাং ইতি শ্রীভাগবতাৎ। অলং ভূষণ-পর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকমিত্যমরাৎ। অলমলমিতি দ্বিত্বং নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জন ইতি বচনে একস্য নাম্নস্তাদৃঙ্মাহাত্ম্যশ্রবণাৎ। তত্রাপি দ্বিত্বপ্রয়োগাৎ তদিতি জ্ঞেয়ং। তথা ভক্তিরপি তত্র ন পর্য্যাপ্তেত্যাহ যদীতি যস্য মুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণে আনন্দসান্দ্রা আনন্দেন নিবিড়া বস্তুতরা স্পৃষ্টা ভক্তির্ভবতি। আনন্দসান্দ্রত্বং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদনুভবাদিতি জ্ঞেয়ং। তস্য ভক্তস্য চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ মোক্ষ এব সম্রাট্ পুরুষার্থপ্রধানঃ। তস্য ভাবঃ মোক্ষসাম্রাজ্যং তস্য লক্ষ্মীঃ সম্পত্তির্বৈভবমিত্যর্থঃ। সা বিলুঠতি মাং স্বীকুরুষ্বেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তথাহি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত নারদপঞ্চরাত্রে। হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেষ্টিকাবদনুব্রতা ইতি। অত এতাদৃশী ভক্তিঃ কিং পাতক-নিরসনবিষয়ে অধোষিতুং যোগ্যা তথাত্বে তস্যা অপমানিতাপত্ত্যা মহাদোষঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বাক্য, ইহা প্রাণিদিগের পাপনাশনবিষয়ে অতিশয় সমর্থ, কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে সান্দ্রানন্দিনী ভক্তি উৎপন্না হয়, তাহা হইলে ঐ ভক্ত ব্যক্তির চরণে মোক্ষ-

বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বজ্ঞস্য ॥ ৫ ॥

অথ প্রেম্নঃ সৌভাগ্যং।

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ

স্যাত্তথাচ শ্রীধরস্বামিপাদাঃ ষষ্ঠে নামমাহাত্ম্য ন প্রযুঞ্জতে তথেতি। ব্যাখ্যান্তরন্তু বাচিকষড়িকবন্ন সঙ্গচ্ছত ইতি ন তল্লিখিতং ॥ ১২ ॥

অথ সাধ্যভক্ত্যুৎপত্ত্যনন্তরং প্রেমোৎপদ্যতে অতস্তস্য সৌভাগ্যং লিখতি অথ প্রেম্নঃ সৌভাগ্যমিতি। তত্র বিধিবিহিতপূজনাদপি সৌভাগ্যং দর্শয়ন্নাহ শ্রীরামানন্দরায়স্য পদেন নানেতি। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনেতি শ্রীভগবদ্গীতানুসারাদার্ত্তো দুঃখহানীচ্ছুঃ। তস্য বন্ধোর্বন্ধুবং স্বার্থসাধকস্য প্রেম্নৈবেত্যত্র এবকারঃ অন্যব্যবচ্ছেদকস্তস্মাদয়মর্থঃ। হে ভক্ত আর্ত্তবন্ধোঃ শ্রীভগবতঃ উপচারকৃতপূজনং নানা পৃথগস্তি, কিন্তু প্রেম্নৈবোপচারেণ হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যন্বয়ঃ। উপচারাঃ খলু রাজোপচারাষ্টদেশোপচারষোড়শোচারপঞ্চোপচাররূপাঃ সন্তি নতু তৈঃ কৃতেন পূজনেনেত্যর্থঃ। যদ্বা, পৃথগ্বিনান্তরেণর্ত্তে হিরুঙ্ নানাচ বর্জনে ইত্যমরাৎ। আর্ত্তবন্ধোরুপচারকৃতপূজনং বিনাপি ভক্তহৃদয়ং প্রেম্নৈব সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যর্থঃ। নানাযোগে দ্বিতীয়া। সুখেন সহ

সম্পত্তি "আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর" এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে ॥ ১২ ॥

এই শ্লোক সর্ব্বজ্ঞ-কবির কৃত ॥ ৫ ॥

অথ প্রেমমাহাত্ম্যবর্ণন।

আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচারদ্বারা পূজা করিলে তদ্দ্বারা পরমানন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেমমাত্রেই ভক্ত

প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্বু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১৩ ॥

বিদ্রুতং সুখপ্রাপ্তিপূর্ব্বকমার্দ্রীভবতি। যতঃ মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ সান্দ্রাত্মা ভাবঃ প্রেমা ভবতি। অতো মমত্বাশয়াচ্চিত্তস্যার্দ্রাতা স্যাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, দৃষ্টান্তসাম্যার্থমেবং বা ব্যাখ্যেয়ং। সুখস্য বিশেষেণ দ্রুতিঃ প্রাপ্তির্যত্র তদিত্যর্থঃ। গত্যর্থস্য প্রাপ্ত্যর্থাৎ দ্রু দ্রু গতাবিতি ধাতোঃ। যদ্বা, ভক্তহৃদয়মিত্যেকং পদং ভক্তানাং হৃদয়ং ভক্তহৃদয়ং ভক্তহৃদয়স্য সুখোদয়ে প্রেমৈব হেতুঃ। তথাচ শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যে গঙ্গাবাক্যাবল্যাঞ্চ ব্রহ্মপুরাণং। গঙ্গাদিতীর্থেষু বসন্তি মৎস্যা দেবালয়ে পক্ষিগণাশ্চ সন্তি। ভাবোজ্ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে, তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাদিতি। পূজনে শ্রীকৃষ্ণসন্তোষাৎ প্রেমৈব ফলমিতি জ্ঞেয়ং হেতুশূন্যত্বাৎ। ফলাভাবে দৃষ্টান্তঃ যাবদিতি। জঠরে যাবৎ কালং ব্যাপ্য ক্ষুৎ ক্ষুধা অস্তি। তত্র জরঠা কর্কশা অর্থাৎ দৃঢ়া পিপাসাস্তি, তাবৎ কালং ব্যাপ্য। নন্বু ভো ভক্ষ্যপেয়ে ভোজনপেয়দ্রব্যে সুখায় সুখজনকে ভবতঃ। জরঠঃ কর্কশে পাণ্ডৌ জরায়াং কঠিনেঽন্যবদিতি মেদিনীকোষাৎ। কর্কশস্তু কূটে দৃঢ়ে খরস্পর্শে তথা সাহসিকেঽপি চেতি শব্দরত্নাকরাৎ। আচার্য্যপাদাস্তু। নানোপচারৈঃ কৃতং পূজনং যয়া তস্যা মায়া লক্ষ্ম্যা আর্ত্তস্যচ বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমৈব প্রেম্না উপলক্ষিতমেব ভক্তহৃদয়ং কর্ম্মভূতং দ্রুতং প্রাপ্নুবং নানোপচারকৃতপূজনং কর্ত্তৃ সুখস্য বীঃ সত্তা উদ্ভবো যস্মাৎ তথাভূতং স্যাৎ সুখং স্যাদিত্যর্থঃ। বী গতিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষ্বিতি ধাতোঃ। ক্বিপি বীরিতি সিদ্ধং ক্লীববিশেষণত্বাৎ হ্রস্বঃ। ভক্তহৃদয়ং প্রাপোতি বা। তত্র দ্রুতং শীঘ্রং তত্র দৃষ্টান্তো যাবদিত্যাদি ব্যাচক্ষতে অলমিতি দিক্ ॥ ১৩ ॥

জনের হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়, এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহা পিপাসা থাকে, সেই

শ্রীরামানন্দস্য ॥ ১ ॥
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।

পুনস্তস্য প্রাপ্তৌ সুদুর্লভতাং একোপায়মপি নির্দ্দিশতি কস্যচিৎ পদ্যেন কৃষ্ণেতি। কৃষির্ভূবাচকঃ সিদ্ধা ণস্ত নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত ইতি বচনপ্রতিপাদিতসদানন্দস্য কৃষ্ণস্য ভক্তির্ভজনং জ্ঞানবিশেষঃ সৈব রসবদ্রসঃ নির্যাসস্তেন ভাবিতা সম্পাদিতসত্তা মতির্বুদ্ধিঃ রাগাত্মিকা ভক্তিমতামিতি তাৎপর্য্যাৎ। সাতু ব্রজবাসিজনেষু নিয়তা। যদ্বা, ভক্তিরসং ভাবয়তি প্রাপ্নোতি ভক্তিরসভাবিতা ভূ প্রাপ্তৌ কর্ত্তরি ক্তঃ কৃষ্ণেন প্রযোজককর্ত্রা ভক্তিরসভাবিতা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা এতেন তেষাং স্বসুখেচ্ছা পরিহৃতা যদীতি দুর্লভতাদ্যোতকং অপীতি সম্ভাবনার্থকং। সাতু তদনুগতত্বেন ভজনেন ভবতি। ততশ্চায়মর্থঃ। সা মতির্যদি কুতোঽপি দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুরপাত্রাণামন্যতমাদপি তদনুগতত্বেন লভ্যতে, তদা ক্রিয়তাং ইষ্টাভূপায়তায়াং লোট্। নন্থ দুর্লভবস্তুক্রয়ে বহুমূল্যাপেক্ষা তৎপ্রাপ্তৌচ প্রচুরসুকৃত্যপেক্ষাচ অকিঞ্চনস্য মম তত্তৎকুত ইত্যপেক্ষায়াং আহ তত্রেতি। তত্র ক্রয়বিষয়ে মতৌ মূল্যমপি একলমেকমাত্রং লৌল্যং সাকাঙ্ক্ষতা। লোলশ্চলসতৃষ্ণয়োরিত্যমরাৎ। তত্তু প্রেম্নঃ কার্য্যং তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ প্রেমময়-

---

পর্য্যন্তই ভক্ষ্য এবং পেয়বস্তু সুখদায়ক হয়, অন্যথা হয় না, তদ্রূপ ॥ ১৩ ॥

এই শ্লোকটী শ্রীরামানন্দরায়ের কৃত ॥ ১ ॥

অহে মানবগণ! কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোন স্থানেও প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় কর,

তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটি-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ১৪ ॥
কস্যচিৎ ॥ ২ ॥
জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াং।

লোভ এব মূল্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। প্রেমসৌভাগ্যনিরূপণাৎ। তথাচ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রাগানুগাভক্তিমধিকৃত্য। রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ইতি। অপীতি যথা তাদৃক্ মতিদুর্লভতা তথা তন্মূল্যমপীত্যপি শব্দার্থঃ। অতএব জন্মকোটিসুকৃতৈস্তদ্রূপমূল্যৈর্ন লভ্যত ইতি ॥ ১৪ ॥

সাদৃশ্যাভাবেন পুনস্তস্য সৌভাগ্যমভিনন্দতি শ্রীধরস্বামিপাদানাং পদ্যেন জ্ঞানমস্তীতি। তুলা সাম্যং। জ্ঞানাদীনাং চতুর্ণাং ফলদানেন তুল্যতা নতু স্বরূপতঃ নিরবয়বত্বেন তদনুপপত্তেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ। মোক্ষদাতৃত্বেন তুলায়াং সমতায়াং বিষয়ভূতায়াং জ্ঞানমুপাধিনিবর্ত্তকং। যদ্বা, নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানং। সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ তস্যাপি তত্র প্রবেশাৎ তুলিতং সমতামিতং প্রাপ্তমস্তি। সাধনভক্তাবপি তন্নিবর্ত্তকত্বপ্রসিদ্ধেঃ প্রেমতু তুলায়াং তুলিতং নৈব। যতঃ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহেত্যত্র জ্ঞানাদপি ভগবদ্বশীকারিত্বেন প্রেম্ন আধিক্যশ্রবণাৎ তত্র ভক্তিঃ প্রেমেত্যর্থঃ। একাদশেচ জায়ন্তেয়োপাখ্যানে। বিসৃজতি

উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতদ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না ॥ ১৪ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ২ ॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই তুলাতে তুলিত আছে, কিন্তু

সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াং ॥ ১৫ ॥
শ্রীধরস্বামিপদানাং ॥ ৩ ॥
অথ নামমাহাত্ম্যং।
অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব-সকললোকস্য।

হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপাঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্ত ইতি। অত্র প্রণয়ঃ প্রেমা স এব রসনা রজ্জুঃ তয়া ধৃতে নিবদ্ধে অঙ্ঘ্রিপদ্মে যস্য সঃ। অথাত্তেন ভক্তেন সঃ যথা ইন্দ্র-নীলমণিঃ স্বর্ণবদ্ধত্বেন শোভতে ইতি। সিদ্ধির্যোগসিদ্ধিঃ সাতু সকামভক্তৌ নিবিষ্টা। অন্তরায়ান্ বদন্তোতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমমিতি একাদশে শ্রীভগব-দ্বাক্যাৎ। উত্তমং নিষ্কামভক্তিযোগমিত্যর্থঃ। অতঃ সা তুলায়াং তুলিতৈব। প্রেমবৎ সাধ্যসাধনোত্তমস্য নাম্নোঽপ্যতুলিতত্বমনুভাবয়তি। কৃষ্ণনাম তুলায়াং ন তুলিতং অদ্বয়ত্বেন সাদৃশ্যাভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপবৎ। তথা চাগ্রে বক্ষ্যতি নাব বিশেষব্যাখ্যানন্তু বিস্তরভয়ান্ন লিখিতং বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ দন্দর্ভো দৃশ্যঃ।১৫॥

কৃষ্ণনাম তুলিতং তুলায়ামিত্যুক্তং। তত্র তুলারাহিত্যং দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যং নির্দ্দিশতি। অথ নামমাহাত্ম্যমিতি। অত্রাখিলপাপহরত্বমাহ শ্রীধরাণাং পদ্যেন অংহ ইতি। হরের্নাম সকৃদুদয়াদেকবারমেব বচনশ্রবণাদিগোচরাৎ সকললোক-

---

প্রেম ও কৃষ্ণনাম এই দুই তুলাতে তুলিত হয় নাই ॥ ১৫ ॥
এই শ্লোক শ্রীধরস্বামিপাদের ॥ ৩ ॥
অথ নামমাহাত্ম্য।
যেমন সূর্য্য উদয় হইবামাত্র অন্ধকার-সমুদ্র শোষণ করেন, তাহার ন্যায় হরিনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই লোক-

তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরাণাং ॥ ১ ॥

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদমাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণপদং।

স্যাখিলমংহঃ পাপং সংহরং জয়তি তৎকরণেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। তৎ কথম্ভূতং জগন্মঙ্গলং ন কেবলং পাপং হরতি, কিন্তু জগতাং শুভমপি দদাতীতি বাজ্যতে। অখিলপাপহরণে দৃষ্টান্তঃ তরণিঃ সূর্য্যস্তিমিরজলধিমিব স যথোদয়াৎ প্রাগেব সমূহঘনান্ধকারং নাশয়ন্নুদিতঃ পুণ্যমপি জনয়তি। তথেতি বিশেষণ-প্রধাননির্দ্দেশঃ মুখচন্দ্র ইতিবৎ। নহি মুখচন্দ্রং পশ্যেত্যুক্তে কশ্চিৎ চন্দ্রং পশ্যতি, কিন্তু কান্তিমদাহ্লাদজনকং মুখমেব। তথা তিমিরজলধিমিত্যনেন জলধিব-দপারমখিলং তমঃ সংহরতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অথ নাম্নি পরমৈকান্তিনাং কৃতার্থতাং দর্শয়ন্ পুনস্তদাহ কস্যাচিৎ পদ্যেন চতুর্ণামিতি। হরিণা চতুর্বেদকর্ত্রা চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মাকৃষ্য চতুর্ভির্বর্ণৈঃ স্ফুটং যৎ নারায়ণপদং অঘটীত্যন্বয়ঃ। হরিণা সংসারদুঃখং হরতীতি, তেন চতুর্ণাং ঋগ্‌যজুঃসামথর্ব্বাণাং হৃদয়ং বৃক্ষবৎ সারাংশমাকৃষ্য জীবোদ্ধারণার্থং চতুর্ভির্নেতি রেতি য়েতি ণেতি বর্ণৈঃ প্রকটং পদমিতি স্বরূপমঘটি দীপ্তিং প্রাপ ঘট ক দীপ্তাবিতি ধাতোঃ। যদ্বা, বিঘটনেতিবৎ ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। অঘটি-

---

সকলের সমুদায় পাপ সংহার করেন, অতএব জগতে মঙ্গল-প্রদ হরিনাম জয়যুক্ত হউন ॥ ১৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীধরকবির ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদের হৃদয় আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটী বর্ণদ্বারা স্পষ্টরূপে নারায়ণ এই পদ যোজনা করিয়াছেন, আমরা

তদেতদ্গায়ন্তো বয়মনিশমাত্মানমধুনা
পুনীমো জানীমো ন হরিপরিতোষায় কিমপি ॥ ১৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জনবনধ্যানাধ্বসম্ভাবিতাঃ

সংযোজিতম ভূদিত্যর্থঃ। তৎপ্রসিদ্ধমেতদিতি তস্মিন্নামন্যেব নিষ্ঠাবতাং বাক্যং। বস্তুতস্তু কৃষ্ণহরিনামাদি জুষতাং মহাফলশ্রবণাৎ। তথাচ কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচীত্যাদি। ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদস্তথর্বচ। অধীতস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়মিত্যাদি। তন্নাম অনিশমিতি নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চেতি পাদ্মাৎ। অতঃ সততং গায়ন্তো বাগ্বিষয়ং কুর্ব্বন্তো বয়ং অধুনা দশবিধনামাপরাধক্ষয়ানন্তরং আত্মানং চিত্তং শরীরঞ্চ পুনীমঃ পবিত্রীকুর্ম্মঃ। যতোঽধুনা, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইত্যাদ্যনুভাবো দৃশ্যত ইতি। অতো হরিতোষায়ান্যৎ কিমপি জ্ঞানকর্ম্মাদিকং ন জানীমঃ। যতো ভক্ত্যা হরিতোষস্তস্য ফলং চিত্তশুদ্ধিস্তথাচ। অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীমিতি। পুনীম ইতি গর্ব্বপ্রতীতিস্তু নবলক্ষণভক্তিদ্বিঃ স্ববন্ধুভিঃ রহস্যে স্ববৃত্তান্তে পৃষ্টে স্বরূপকথনাং ন দোষানাবহতীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণনামরুচিমতাং মুক্তেরপি তৎসেবনসুখাধিক্যং দর্শয়ন্ তৎ প্রতিপাদয়তি শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং পদ্যেন যোগেতি। যোগো ধ্যানধারণাদ্যষ্টাঙ্গঃ

নিরন্তর সেই নারায়ণপদকে গান করিয়া সম্প্রতি আত্মাকে পবিত্র করিব, হরিসন্তোষনিমিত্ত অন্য কোন সাধন জানি না ॥ ১৭ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ

স্বারাজ্যং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধাম নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥ ১৮ ॥
শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং ॥ ৩ ॥

শ্রুত্যুপপত্তিঃ শ্রুতানুশীলনং। নির্জনবনং চিত্তৈকাগ্রতা সাধনং তত্র পরমাত্ম-ধ্যানং। অধ্ব তীর্থপর্যটনাদি এতৈঃ সম্ভাবিতং শাস্ত্রশ্রবণাদিনা বিশ্বাসিতং স্বারাজ্যং স্বস্বরূপানুভবং। তত্তু কথম্ভূতং নির্ভয়ং নাস্তি, ভয়ং সংসারপরিবর্ত্তো যত্র তৎ। প্রতিপদ্য সাক্ষাৎকৃত্য দ্বিজা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ শূদ্রানাং তত্র তত্রা-নধিকারাং মুক্তা ভবন্তু কামচারে লোট্ ভবন্তি চেত্তবন্তিত্যর্থঃ। নন্বেবং ভব-তান্তু মোক্ষেঽভিরুচির্বাজাতে। তদা কিং প্রার্থ্যমিত্যত আহ অস্মাকন্ত্বিতি। তুর্ভিন্নো ক্রমে। এবম্ভূতনামস্মাকং লক্ষাবধি জন্মাস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতানাং কদম্ব-কুঞ্জস্য কুহরে সমীপে। কুহরঃ কর্ণচ্ছিদ্রয়োঃ গহ্বরে চেত্যাদিশব্দরত্নাকরাৎ। তত্র প্রোন্মীলৎ প্রকর্ষেণোদয়ং প্রাপ্নুবৎ ইন্দীবরশ্রেণী শ্যামলধাম ইন্দীবরশ্রেণী-রিব শ্যামলমূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য নাম জুষতাং সেবমানানামস্মাকং লক্ষাবধি লক্ষসীমা-পর্য্যন্তং জন্মাস্তু লক্ষণশব্দস্যাসংখ্যেয়ে তাৎপর্য্যং জ্ঞেয়মেতেন ভক্তিরসিকানাং মোক্ষসুখাদপি নামসেবনসুখাধিক্যং দর্শিতং ॥ ১৮ ॥

বেদানুশীলন, নির্জন বনে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান এবং তীর্থ-পর্য্যটনদ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয়রূপ স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া যদি মুক্ত হয়েন হউন, কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জকুহরে উদয়শীল ইন্দীবরশ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দ-রের নাম সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই ॥ ১৮ ॥

এই শ্লোক শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদের কৃত ॥ ৩ ॥

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানং।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণাশ্রয়তয়া তন্মাহাত্ম্যং নির্দ্দিশন্ তদ্ভজনাভিলাষিভ্যো-ঽন্যেভ্যশ্চাশিষং যাচতে। কস্যচিৎ পদ্যেন কল্যাণানামিতি। ভবতাং তৎ কথম্ভূতং কল্যাণানামিত্যাদি। কল্যাণানাং শুভানামাদিকারণং। মন্ত্রতন্ত্রত ইত্যাদি স্মরণাৎ কর্ম্মশুদ্ধ্যভাবেঽপি কর্ম্মফলসম্পাদকত্বাৎ। কলিমলস্য মথনং নাশকং মথ বধে ইতি ধাতোঃ। পাবনানাং পাবনং পরমপবিত্রকারকমিত্যর্থঃ। যন্নাম সপদি মুমুক্ষোঃ প্রোচ্যমানং পরপদপ্রাপ্তয়ে পাথেয়ং ভবতীত্যন্বয়ঃ। সপদি তৎক্ষণে মুমুক্ষুঃ ন তস্য মুমুক্ষতা পূর্ব্বমাসীদিতি ব্যজ্যতে। তেন প্রোচ্য-মানং প্রকর্ষেণ বাগ্বিষয়ং ভবৎ পরপদং গোলোকাদি তস্য প্রাপ্তয়ে পাথেয়ং পথি নির্ব্বাহকথনং। কবিবরবচসাং ব্যাসশুকাদীনাং গিরামেকং বিশ্রামস্থানং। অয়মন্তাবঃ। যদা যদা যত্রত্যং কর্ম্মসাফল্যায় নাম স্মর্য্যতে, তদা তদা অন্যোপদেশ-লেখনং ন কৃত্বা নামমাহাত্ম্যমেব লিখিত্বা বচসো বিরমন্তীতি বচসাং বিশ্রাম-স্থানতা। অতএব সজ্জনানাং সাধূনাং জীবনং জীবনোপায়ং নামপরায়ণস্য তদেকজীব্যত্বাৎ। ধর্ম্ম এব দ্রুমো বৃক্ষস্তস্য বীজং উৎপত্তিস্থানং অস্যৈব সর্ব্ব-ধর্ম্মাপাদকত্বাৎ। নতু ক্রিয়ান্তরবদেকৈকধর্ম্মপাদকত্বমিতি॥ ১৯॥

হে ভক্তগণ! সমস্ত কল্যাণের আদিকারণ, কলিকলুষ-নাশক, সমুদায় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণমাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদ-লাভের পাথেয়স্বরূপ, পণ্ডিতদিগের বাক্যসক-লের এক বিশ্রামরূপ, সাধুদিগের জীবনতুল্য এবং ধর্ম্মবৃক্ষের জীবনসদৃশ কৃষ্ণনাম তোমাদিগের সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হউন॥ ১৯॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।

নামোচ্চারণস্যানির্ব্বচনীয়ফলজনকত্বে কৈমুত্যং দর্শয়িতুং নাম্নি বদিষ্যমাণেঽপি যদ্বৎফলং স্যাত্তদ্দর্শয়ন্ সখ্যরসাশ্রয়েণ কেনচিদ্ভক্তেন শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য মঞ্জুবচনং যদুক্তং তদেবাহ কস্যচিৎ পদ্যেন বেপন্ত ইতি। হে ঈশ্বর তব নাম্নি বক্তুমভিলষিতে সত্যেবমেব স্যাদন্যৎ পরং কিং ব্রূম ইত্যন্বয়ঃ। বেপন্তে ইতি বেপৃ কম্পনে ধাতুঃ। দুরিতানি পাপানি মহাভূতানি ভূতেত্যর্থঃ। মোহশ্চিত্তভ্রান্তিকরঃ দেহ গেহ জায়াত্মজাদৌ মমতাজনকশ্চ তস্য মহিমাঽতিশয়মিত্যর্থঃ। অন্যৎ কিং স্যাত্তদাহ সাতঙ্কমিতি আতঙ্কঃ শঙ্কা। তেন সহ বর্ত্তমানং সাতঙ্কং শ্রীচিত্রগুপ্তঃ শ্রীযমরাজস্য জন্তূনাং পুণ্যপাপলেখনেঽধিকৃতঃ কৃতী তত্তৎকর্ম্মণি নিপুণঃ ন পুনর্নবশেষাপি অন্যায়লেখকঃ স সাতঙ্কং যথা স্যাত্তথা নখরঞ্জনীং কলয়তি গৃহ্লাতি কলিহল্যোঃ কামধেনুতুল্যত্বেনানেকার্থত্বাৎ। নখরঞ্জনীমিতি নখান্ রঞ্জয়তি, তেষাং সমলবৃদ্ধ্যাংশচ্ছেদনেন শোভয়তীতি, তীক্ষ্ণধারা লোহশলাকা নরুণ ইতি প্রসিদ্ধা তামিতি। অয়ন্তাবঃ। পাপিগণনামস্থ মধ্যে এতস্য নাম লিখিতমস্তি, অধুনৈব ময়া এতয়া নখরঞ্জন্যা তচ্ছেতব্যমিতি বিভাব্য। তত্রাপি সাতঙ্কং যদি বিলম্বঃ স্যাত্তদা মনসা সর্ব্বদর্শী ধর্ম্মরাজো মাং দণ্ডয়িষ্য-

---

১৯ ॥ এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৪ ॥

হে ঈশ! তোমার নামকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে পাপসকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ মোহাতিশয় সম্যক্ প্রকারে মোহপ্রাপ্ত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত সঙ্কিত হইয়া পূর্ব্বে পাপিশ্রেণীমধ্যে লিখিত নামোচ্চারকের নামকীর্ত্তনার্থ নখরঞ্জনী অর্থাৎ নরুণধারণ করেন এবং বিধাতা

সানন্দং মধুপর্কসংভৃতিবিধৌঃ বেধাঃ করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎ পরং ॥২০॥
কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥
কঃ পরেত নগরীপুরন্দরঃ
কো ভবেদথ তদীয়কিঙ্করঃ।

পাপিশ্রেণিনামস্থ এতস্য নামস্থিতির্মহাদোষায় স্যাৎ। সর্ব্বপাপনিষ্কৃতেরিতি। নন্বেতেনয মস্যানধিকারাদেতস্য কা গতিঃ স্যাত্তত্রাহ সানন্দমিতি। সানন্দং যথা স্যাৎ। বিধাতা মধুপর্কস্য সম্ভৃতির্ধারণং তস্য বিধৌ বিধানে উদ্যমং করোতি। অয়মন্তাবঃ। অয়ং জনো ভগবন্নাম বদন্নেব বৈকুণ্ঠং যাস্যতি, তস্য পন্থা মম ধামাতো ময়া পরমপূজ্যস্য তস্য সপর্য্যাঽবশ্যং কর্ত্তব্যা সত্বত্র ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া বিলম্বং ন করিষ্যত্যতঃ, সা শীঘ্রং সম্পাদনীয়েতি। এবঞ্চ নামন্যুক্তে সতি, কিং কিং ফলং স্যাত্তৎ কে বা জানতে, কে বা ব্রবীতুং শক্নুবন্তি মনোবচসোরগোচরত্বাদিতি ব্যজ্যতে ॥ ২০ ॥

নামগ্রাহিণো নির্ভয়ত্বমুপাদয়ন্নম হাত্ম্যং নির্দ্দিশতি আনন্দাচার্য্যস্য পদ্যেন ক ইতি। চেদ্যদি জগদেকমঙ্গলং কৃষ্ণনামকণ্ঠপীঠং কণ্ঠ এব পীঠ আসনভেদস্তং উররীকরোতি অঙ্গীকরোতি। তদা পরেতস্য মৃতস্য নরকস্থপ্রাণিবিশেষ্য বা। পরেতঃ প্রাণ্যন্তরে মৃতে ইতি কোষাৎ। নগরী সংযমনী তস্য পুরন্দর ইন্দ্রঃ অর্থাদ্রাজা যমঃ কস্তেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ স ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থঃ। অথ

নামোচ্চারক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার পূজানিমিত্ত আনন্দসহকারে মধুপর্কধারণবিষয়ে উদ্যম করেন, অতএব হে প্রভো! ইহার পর আর কি বলিব? ॥ ২০ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৫ ॥

জগতের এক মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি কণ্ঠপীঠকে অঙ্গী-

কৃষ্ণনাম-জগদেকমঙ্গলং
কণ্ঠপীঠমুররীকরোতি চেৎ ॥ ২১ ॥
আনন্দাচার্য্যস্য ॥ ৬ ॥
চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।

অতস্তচ্ছাসনাতিগত্বাৎ। তদীয়ঃ কিঙ্করো ভৃত্যঃ কো বা ভবেৎ অপিতু কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন কোঽপি। তথাচ ষষ্ঠে ভৃত্যান্ প্রতি শ্রীযমস্য বচনং। তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ইতি ॥ ২১ ॥

অথ জাতরুচীনাং শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণস্য সর্ব্বসুখদাতৃতয়া মাহাত্ম্যং লিখতি কলিযুগপাবনাবতার-শ্রীভগবদ্গৌরচন্দ্রকৃতপদ্যেন ন চেত ইতি। পরমুৎকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা শ্রীকৃষ্ণস্য তন্নাম্নঃ সঙ্কীর্ত্তনং সম্যগুচ্চারণং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্বা, শ্রিয়া রাধাখ্যস্বরূপশক্ত্যা যুক্তস্য কৃষ্ণস্য অতএব পরমিতি। তৎ কথম্ভূতঃ চেত ইত্যাদি। চেত এব দর্পণং ভগবন্মূর্ত্তিপ্রতিবিম্বদর্শকত্বাত্তদবিদ্যাসংসর্গেন মলিনমাসীত্তন্মার্জয়তি শোধয়তীতি তদেতেন পূতজলোপমং। ভবঃ সংসার এব মহাদাবাগ্নিস্তস্য নির্ব্বাপণং নাশনং। নির্ব্বাপণং নাশনে স্যাদিতি শব্দরত্নাকরঃ এতেন মেঘোপমং। শ্রেয়ঃ শুভমেব কৈরবং কুমুদং তস্য চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তাৎপর্য্যাদ্বিকাশস্তাং বিতরতীতি শ্রেয়ঃ কুমুদং প্রফুল্লকারিত্বেন চন্দ্রোপমং। বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সৈব সর্ব্ব-

---

কার করেন, তাহা হইলে প্রেতপুরের পুরন্দর (যম) কোথাকার কে ? এবং কেই বা তাঁহার কিঙ্কর হয় ? ॥ ২১ ॥

এই শ্লোক আনন্দাচার্য্যের কৃত ॥ ৬ ॥

যিনি চিত্তরূপ দর্পণের মলনাশক, সংসারস্বরূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণরূপ কুমুদের প্রকাশবিষয়ে জ্যোৎস্নাপ্রদ অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য, বিদ্যারূপা বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥ ২২ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসঙ্খ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।

প্রিয়াচরণশীলত্বাৎ। বধূর্বধূরিবাস্থঃস্ত্রাচ তস্যা জীবনং আজীবকঃ নামানুগ্রহং বিনা সৈব ন স্ফুরতীত্যর্থঃ। নামবশ্যত্বাদেতেন পত্যুপমং। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনমিতি পুনচন্দ্রোপমং। প্রতিপদং পদং শব্দেচ বাক্যেচ ব্যবসায়োপদেশয়োঃ। পদতচ্চিহ্নয়োঃ স্থানত্রাণয়োরঙ্গবস্তুনোরিতি মেদিনীকোষাৎ। কৃষ্ণেতি নাম্নি ককার ষকার ণকারাঃ শব্দা অবয়বা বা সন্তি। প্রতিশব্দং প্রত্যবয়বং বা পূর্ণামৃতাস্বাদনং পূর্ণং তৃপ্তমমৃতাস্বাদনং। যত্র তং যদুচ্চারণাদৌ সতি অমৃতাস্বাদনে অলং বুদ্ধিঃ স্যাৎ। যদ্বা, পূর্ণং পরিতমমৃতাস্বাদনং যত্র তৎ, এতেন মোহিন্যুপমং। সর্ব্বাত্মস্নপনং সর্ব্বান্ আত্মনশ্চিত্তবুদ্ধিদেহান্ স্নপয়তি তাপশান্তিপূর্ব্বকমার্দ্রীকরোতীতি তং আত্মা পুমান্ স্বভাবেচ প্রযত্নে ধৈর্য্যচিত্তয়োঃ বুদ্ধৌ দেহে ইতি শব্দরত্নাকরাদেতেন সাধুপমং ॥ ২২ ॥

নাম্নঃ পরব্রহ্মস্বরূপত্বং দর্শয়ন্ তদেব লিখতি কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন ব্রহ্মাণ্ডানামিতি। কোটিসঙ্খ্যাধিকানামথাদমিতানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সম্বন্ধে যদৈশ্বর্য্যমস্তি। যা বা চেতনা চৈতন্যমস্তি, তৎ সাচ মদংশকোটিবিগ্রহস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যস্য কলা। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন অবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন

সমুদ্রের বৃদ্ধিকর এবং পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদস্বরূপ ও অন্তঃকরণের তাপনাশক, এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন ॥ ২২ ॥

এই শ্লোক ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃত ॥ ৭ ॥

অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদায় চেতনপদার্থ যাঁহার অংশস্বরূপ, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণই

আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥ ২৩ ॥

কেষাঞ্চিৎ ॥ ৮ ॥

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিং।

স্থিতো জগদিতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনাৎ। তন্মহস্তেজশ্চৈতন্যঘনঃ মহস্তৎসবতেজসোরিত্যমরাৎ। কৃষ্ণনাম সদাবির্ভূতং প্রকটমভূৎ। অভিন্নত্বান্নামনামিনোরিতি শ্রীব্যাসবচনাৎ। তৎ কৃষ্ণনাম মে সাধ্যং সাধনবিষয়ং। সাধনং স্বস্মিন্ প্রীতিজনকং ন কেবলং তত্তদপিতু জীবনঞ্চ তদ্ব্যতিরেকেণ স্বসত্তাং ন পশ্যামীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ভগবন্নামতু ন কেবলং তত্তৎফলদানে নিয়ামকং অপিতু তত্তৎপ্রতিপাদকমিতি শ্রীভগবদ্ব্যাসানাং পদ্যেন দর্শয়ন্ মাহাত্ম্যমাহ বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণোর্নামৈব পুংসো নরমাত্রস্য শমলং তস্য মলিনতামহরৎ সৎ পুণ্যং শ্রীকৃষ্ণভজনযোগ্যং সুকৃতমুৎপাদয়ৎ। চশব্দ উত্তরত্রাপি সম্বধ্যতে। ব্রহ্মাদিস্থানভোগাৎ ব্রহ্মাদীনাং স্থানং সত্যলোকাদি তত্র যো ভোগস্তস্মাদ্বিরতিং তত্র বিতৃষ্ণামুৎপাদয়ৎ গুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্বভক্তিমুৎপাদয়ৎ। যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা। ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরত ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত-

---

নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ ॥ ২৩ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৮ ॥

কেবল শ্রীবিষ্ণুর নামই পুরুষসকলের পাপনাশ ও পুণ্য উৎপাদন করত, ব্রহ্মাপ্রভৃতির ধামসম্বন্ধীয় ভোগ হইতে বিরতি এবং গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মযুগলে ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া, পরে সংসারসম্বন্ধীয় জনন মরণ ভ্রান্তির

তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ মৃতিজনন-ভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা।
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতিচ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তং ॥২৪॥
শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাং ॥ ৯ ॥
নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

বচনাৎ। তৎপদভক্তেরবশ্যং বিধেয়ত্বাৎ। অতস্তদনন্তরং বিষ্ণোস্তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ উৎপাদয়ং সঃ। ততশ্চ ইহ সংসারে মৃতির্মৃত্যুর্জননং জন্ম তাভ্যাং ভ্রান্তির্ভ্রমণং। তস্য বীজমবিদ্যাবাসনা বা তং দগ্ধ্বা দগ্ধবস্তুবৎ কার্য্যাক্ষমং কৃত্বা মহতি অপরিচ্ছিন্নে সম্পূর্ণানন্দবোধে অখণ্ডসচ্চিদানন্দে শ্রীভগবতি তং পুরুষং স্থাপয়িত্বা তদ্দাসত্বেন তমর্পয়িত্বা নিবৃত্তমন্যকার্য্যাভাবাৎ ক্ষান্তং ভবতি। স পুরুষস্তু যেনৈতাদৃশ্যুপকৃতির্জাতা তং সদা সেবত এব। অন্যথা কৃতঘ্নতাপত্তিরতো মোক্ষদশায়ামপি তৎসেবাসিদ্ধেতি দিক্ ॥ ২৪ ॥

নাম্নস্তাদৃশীং শক্তিং তেষাং পদ্যেন লিখতি নামেতি। নাম কৃষ্ণশ্চ চিন্তামণিশ্চিন্তামণিবং সর্ব্বফলদাতা। এবং চৈতন্যবিগ্রহস্তত্র নাম্নাক্ষরাত্মকঃ শরীরঃ শ্রীকৃষ্ণে করপাদাদিময়ঃ। এবং পূর্ণঃ সর্ব্বব্যাপকঃ দামবন্ধনলীলায়াং তস্য স্পষ্টপ্রতীতেঃ শুদ্ধঃ প্রকৃতিগুণাতীতঃ। অতএব নিত্যমুক্তঃ। যদ্বা, যতো নিত্যমুক্তোঽতঃ শুদ্ধোঽতঃ পূর্ণশ্চ। যদ্বা, নামচিন্তামণিঃ যতস্তদেব কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণস্বরূপমিত্যর্থঃ। স কিম্ভূতশ্চৈতন্যেত্যাদি। নন্বক্ষরাত্মকস্য নাম্নঃ কুত এবম্ভূতত্বং তত্রাহ নামনামিনোরভিন্নত্বাৎ। সত্তা সতী ভেদো ভিন্ন ইতিবদ-

---

বীজ অর্থাৎ অবিদ্যা দাহপূর্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দজ্ঞানে পুরুষকে স্থাপন করিবার আর কর্ত্তব্য কার্য্য নাই, এই বোধে নিবৃত্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত ॥ ৯ ॥

নাম ও নামির অভেদহেতু চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নামস্বরূপ, ঐ নাম চিন্তামণির ন্যায়

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ২৫ ॥

তেষামেব ॥ ১০ ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।

ভেদেঽপি ভেদকল্পনামাত্রমিতি দিক্ একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিতি ফলিতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

চতুর্ব্বেদানাং সারভূতত্বেঽপি আচণ্ডালাদীনাং সেব্যত্বেন নিস্তারণত্বেন চাপূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখতি তেষাং পদ্যেন মধুরেতি। ভৃগুবর হে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ সকৃদপ্যেকবারমপি পরিগীতং কৃষ্ণনামস্বরাদিযোগেন গীতং। তত্রাপি শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা শ্রদ্ধা খলু যত্নঃ হেলাতু গিরিরুদ্ধৃত ইতিবৎ। যত্নরাহিত্যময়ী সা সাতু কশ্চিদ্ভক্তঃ কৃষ্ণনামাগায়ং তচ্ছ্রুত্বা কস্যাপি শ্রদ্ধা জায়তে। অহো উত্তমং গায়তি অহমপি তথা গায়ামীতি। অন্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা অয়ং শিক্ষিত্বা কিং গায়তি অহমযত্নেন গায়ামি শৃণ্বিত্যেবং ভূতেতি। তয়া তয়া বাপি নরমাত্রং তারয়েৎ সংসারসাগরাদুত্তারয়েৎ। এতৎ কথম্ভূতং মধুরমধুরমিতি। মধুরাদপি মধুরং। যদ্বা, মোক্ষদশায়ামপি নামসেবনমুক্তেরপি মধুরমাস্বাদ্যং। মঙ্গলানি পুরাণশ্রবণাদীনি তেভ্যো মঙ্গলং মঙ্গলজনকং। নাম্ন এতদ্রূপত্বে কারণমাহ সকলেতি সকলনিগমশ্চতুর্ব্বেদঃ স এব বল্লী লতাবৎ বিততা তস্যাঃ সৎ প্রশস্তং ফলং ফলত্বেন রূপকে ত্বগষ্ঠ্যাদিহেয়াংশযুক্তত্বাপত্তিঃ স্যাত্তন্নিরাকরণায় চিৎস্বরূপং জ্ঞানমাত্রং। ননু নিরবয়বস্য জ্ঞানস্য কথং ফলত্বং সত্যং তেজোময়স্য সূর্য্যাদেঃ করচরণাদ্যবয়বশ্রবণাৎ জ্ঞানময়ে নাম্নি অক্ষরাদ্যবয়ত্বং

সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত ॥ ১০ ॥

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! মধুর হইতে মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং সকল বেদলতার সৎফল ও চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ২৬ ॥
অমীষামেব ॥ ১১ ॥
স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজং।

যুজ্যতে। অদ্ভুতায়া বাগ্‌গতায়াঃ ফলমদ্ভুতমেব ভবতি নান্যথা। এবং শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহস্য জ্ঞানময়তা সাধিতাস্তি, বিশেষবজিজ্ঞাসা চেৎ স দৃশ্যতাং নাম। অতএব নাম্নঃ পরিগীতত্বং সম্ভবতি, যথাবং ফলরূপত্বে ভোজনাদীনামেব সম্ভবঃ স্যাৎ। অয়ম্ভাবঃ। যত্র যত্র বৃক্ষাদিষু যা যা স্বাদ্বংশতা স্যাৎ। সা সা তত্তদ্গতগার্থিবাংশেন সহৈকীভূয় ফলত্বায় কল্পতে, অতস্বগষ্ট্যাদিহেয়াংশতা সম্ভবতি। অত্রতু বাঙ্ময্যাং নিগমলতায়াং যা জ্ঞানরসতাস্তি, সৈবাক্ষরেণ সহৈকীভূয় ফলরূপো ভবতি। অতো ন হেয়াংশতা, অতএবৈতস্য কথনশ্রবণমননাদি সঙ্গতং স্যাদিতি ধ্যেয়ং ॥ ২৬ ॥

অতো দোষযুক্তেষু সাধ্যসাধনেষু আসক্তিং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণনামৈব গেয়মিত্যভিপ্রেত্য কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি স্বর্গার্থীয়েতি। স্বর্গার্থীয়া স্বর্গ এবার্থঃ প্রয়োজনং তৎসম্বন্ধিনী যা লোকানাং ব্যবসিতিস্তস্মিন্ কৃতনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরসৌ লোকান্ দীনয়তি নিঃস্বীকরোতি এবকারোঽবধারণার্থঃ নতু

একবার শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় উচ্চারিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ নাম নরমাত্রকেই উদ্ধার করেন ॥ ২৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত ॥ ১১ ॥

স্বর্গপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীনভাবাপন্ন করে, মোক্ষের অপেক্ষা অর্থাৎ আমি মুক্ত হইব, এই বলিয়া যে অভিলাষ, তাহা জনকে কেবল ক্লেশভাগী করে

যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মমতু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু ॥ ২৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১২ ॥

সদা সর্ব্বত্রাস্তে ননু বিমলানদ্যং তব পদং

স্বর্গং জনয়তি মন্ত্রাদিবৈগুণ্যছলেন দোষারোপণাৎ। যদি কস্যাপি স্বর্গো জায়তাং নাম স ন চিরস্থায়ী স্বসুখাপেক্ষয়া অন্যস্য সুখাধিক্যদর্শনাত্তাপশ্চ। অতঃ অভীষ্টসুখজনকত্বাভাবাৎ, তেষাং নির্ধনীকরণমেব কেবলং তস্যাঃ কার্য্যমিতি ভাবঃ। মোক্ষাপেক্ষাতু জনং কেবলং বিফলমেব ক্লেশভাজং জনয়তি তুষাবঘাতিপুরুষানিব। অত্র মোক্ষশব্দেন নির্ভেদজ্ঞানমুচ্যতে। তস্যাপেক্ষায়াং তৎসাধনান্যপেক্ষ্যন্তে, তানি শ্রবণমননাদীনি তানিতু কষ্টসাধ্যত্বাৎ কষ্টজনকানীত্যর্থঃ। যোগাভ্যাসস্তু পরমবিরসঃ তত্রাহারাসনাদিনিয়মেন বহুতরকষ্টাধিক্যসাধকত্বাৎ। অতস্তাদৃশৈঃ প্রয়াসৈঃ কিং ন কিমপি প্রয়োজনং। যদিচ তত্তদর্থং কেঽপি তান্ প্রয়াসান্ কুর্ব্বন্তি কুর্ব্বন্ত নাম এতৎসর্ব্বং ত্যক্ত্বা বর্ত্তমানস্য মমতু রসনা হে কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু উচ্চারয়তু দ্বিত্বন্তু পরমমাহাত্ম্যাতিশয়ান্মাধুর্য্যাতিশয়াচ্চেতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবতো নাম-প্রভারূপব্রহ্মণোর্মধ্যে নামৈব মুখ্যমিতি নাম্নি পরমৈকান্তিনাং শ্রীধরস্বামিনাং পদ্যেন লিখতি সদেতি। ননু হে ভগবন্ তে পদমঙ্গং স্বরূপং বা ব্রহ্ম সদা ত্রিকালে সর্ব্বত্র দেশে আস্তে তৎ কথম্ভূতং আদ্যং

এবং যোগের অভ্যাস অতিয় বিরস, অতএব ঐ সকল প্রয়াসে কোন প্রয়োজন নাই, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করুক ॥ ২৭ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! যদিচ তোমার অঙ্গের প্রভাস্বরূপ নির্ম্মল

তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্তং তব নু ভগবন্নাম নিখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ ॥ ২৮ ॥
শ্রীধরস্বামিপাদানাং ॥ ১৩ ॥

নিষ্কারণং সদৈকরূপমত এব বিমলং প্রকৃতিগন্ধরহিতং। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ব্রহ্মসংহিতাপ্রমাণাৎ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনাচ্চ। তথাপি তৎ ভবতরোঃ সংসারবৃক্ষস্য স্তোকমল্পং কোমলমেকমপি পত্রং ন হ্যভিনৎ ন বিদারয়ামাস ভূতনির্দ্দেশেন, কদাপি তন্ন কৃতবানিতি ব্যজ্যতে। তব নামতু ক্ষণং ক্ষণকালং ব্যাপ্য জিহ্বাগ্রস্তং জিহ্বয়া রসনয়া ভুক্তমর্থাৎ স্বয়ং স্ফুরৎ ভক্তবদাস্বাদ্যং সৎ নিখিলং সমগ্রং সমূলং বাসনাসহিতং সংসারং কষতি হন্তি কষ হিংসায়াং ধাতোঃ। অতোঽনয়োর্মধ্যে কতরৎ সেব্যং বদেতি শেষঃ। অন্যৈর্দুরধিগমত্বাৎ। ননু তাদৃগ্জ্ঞানোপাসনায়াং সমূলসংসারক্ষয়ঃ শ্রূয়তে। কথং প্রৌঢ়িবাদেনোক্তং নাভিনদিতি। সত্যং। ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনাৎ। ব্রহ্মনামান্তরাণামন্যতমস্য জাপং বিনা তদসিদ্ধেরতো নাম্ন এব মুখ্যতেতি ধ্যেয়ং। অতঃ সর্ব্বং সমঞ্জসমলমতিবিস্তরেণ ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তথাপি তিনি সংসারবৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে ঐ নাম মূলের সহিত সংসারতরু উৎপাটন করিয়া দেন, অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার নামই শ্রেষ্ঠ ॥২৮॥

এই শ্লোক শ্রীধরস্বামিপাদের কৃত ॥ ১৩ ॥

৭৯ আকৃষ্টীকৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-

সাধনাভিনিবেশং বিনাপি সর্ব্বপাপহারিত্বং শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি আকৃষ্টীতি। ন আকৃষ্টং আকৃষ্টং কৃতং চেতো যাভিস্তেষামিত্যনেন বাসনারূপত্বং ব্যজ্যতে। অত্র সুমহতামিত্যনেন তপোদানাদিভিরনুৎপাটিত্বং বোধয়তি। এবম্ভূতানামংহসাং পাপানামুচ্চাটনং উচ্চাটয়তি উড্ডায়য়তীতি সঃ। মাঘস্নানবং সর্ব্বেষামধিকারোঽস্তীত্যাহ আচণ্ডালং চণ্ডালমভিব্যাপ্য অমূকলোকসুলভঃ মূকা বাগ্রহিতাস্তদ্বিন্না যে লোকাঃ প্রাণিনস্তৈঃ সুখেন লভ্যতে য ইত্যর্থঃ। ন কেবলং সুলভোঽপিতু বশ্যশ্চ নামোচ্চারয়ামীতীচ্ছায়াং জাতায়াং স্বয়মেব স্ফুরতীত্যর্থঃ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ ইত্যুক্তেঃ। এবম্ভূতস্যেঽপি পরমফলদ ইত্যাহ মোক্ষাশ্রয় ইতি। মোক্ষস্যাধারো মোক্ষদায়ক ইতি যাবৎ নামাশ্রয়ং বিনা মোক্ষাসিদ্ধেঃ। নন্থ দশাক্ষরাদিমন্ত্র এবম্ভূতোঽস্তি। সত্যং। তস্মাদপি কিঞ্চিদ্বৈশিষ্ট্যমস্তীত্যাহ নো দীক্ষামিতি। শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকং মন্ত্রগ্রহণং দীক্ষা তাং নো মনাগীক্ষতে পর্য্যালোচয়তি। যথা কথঞ্চিৎ প্রকারেণ দর্শনশ্রবণাদ্যৈরনুগ্রাহক ইত্যর্থঃ। মনাগীক্ষতে ইতি সর্ব্বত্র সমর্থনীয়ং। নচ সৎক্রিয়াং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম। নচ পুরশ্চর্য্যাং জপহোমতর্পণাভিষেকব্রাহ্মণভোজনরূপাং পঞ্চাঙ্গীং। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকোঽয়ং মন্ত্রঃ রসানাস্পৃগেব ফলতীত্যন্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য নাম আত্মা স্বরূপং যস্য শ্রীকৃষ্ণনামেত্যর্থঃ। এবকারঃ দেহশুদ্ধ্যাদিনিরাসার্থঃ। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি, হরের্নামনি লুব্ধকে ইত্যাদিশ্রবণাৎ। ফলতি স্বাত্মগুণং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। দশাক্ষরাদিমন্ত্রাদৌ দীক্ষাদ্যাপেক্ষতাস্তীতি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতং। বস্তুতস্তু মন্ত্রাণাং

যাঁহার কর্ত্তৃক স্বভাবতই আকর্ষিত হয়, যিনি মহাপাপসমূহের উচ্চাটনকারী, যিনি চণ্ডাল অবধি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন

---

৭৯ আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং। ইতি পাঠঃ সাধুঃ। আকৃষ্টিঃ আকর্ষণং বড়শীত্যর্থঃ॥

মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে

নামাত্মকত্বাৎ, ফলদানে সাম্যমস্তি। কিন্তু এতৎপদ্যকর্ত্তুর্নাস্মি পরমৈকান্তিত্বেন প্রৌঢ়িতয়া এতাদৃশত্বমুক্তং। নন্বেবং গুরুকরণপূর্ব্বকদীক্ষায়া বিফলত্বমাপদ্যেত স্বাতন্ত্র্যেণ নামগ্রহণেন সর্ব্বফলসিদ্ধেঃ। অত্রোচ্যতে। দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্নচ সদ্গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ। তথাহদীক্ষিতলোকানাং অন্নং বিণ্মূত্রবজ্জলং। অদীক্ষিতকৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা। নরকেচ পতন্ত্যেতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। সহস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো যজেদ্যদি। তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবা গৃহ্ণন্তি নৈব হি। নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। তীর্থগমনেনাপি নচ শারীরযন্ত্রণৈঃ। সদ্গুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েদিত্যাদিবচনৈর্দীক্ষয়া নিত্যত্বশ্রবণাৎ। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেতেত্যাদ্যুক্ত্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণমিতি শ্রীভগবদুক্ত্যাচ দীক্ষয়া আবশ্যকত্বাচ্চ। কিঞ্চ, পদ্যান্তরে নাম্নো গুরুপদদ্বন্দ্বে ভক্ত্যুৎপাদকত্বশ্রবণাৎ। দীক্ষান্তনরং নামগ্রহণাদৌ ফলাধিক্যমিতি প্রতীয়তে। অতঃ কশ্চিন্ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। মন্ত্রৈকান্তিনস্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগললীলাদর্শনার্থং শ্রীললিতায়াঃ সকাশাৎ নারদস্য দীক্ষাশ্রবণাৎ। শ্রীব্রহ্ম শ্রীব্যাসধ্রুবাদীনাং মন্ত্রগ্রহণশ্রবণাচ্চ, মন্ত্রে বৈশিষ্ট্যমাহুঃ। মন্ত্রৈকান্তিনান্তু ন কলাদিনিয়মোহস্তি। তথাচ রামার্চ্চনচন্দ্রিকাং। অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেদিতি। কিন্তু তত্র কীলকবৎ পুরশ্চর্য্যাদ্যপেক্ষাস্তি কেবলনাম্নি তন্নাস্তি। দীক্ষানন্তরং নামসেবনে মহত্ত্বাতিশয়ো ধ্যেয় ইত্যলমিতি বিস্তরেণ। বিশেষজিজ্ঞাসা চেদ্ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকোহয়ং মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগেব ফলতি। ন ত্বভ্যাসসুস্বরাদ্যপেক্ষাং করোতীতি। এবকারেণ অর্থানুসন্ধানাভাবেহপি অজ্ঞাতামৃতভোজন-

---

জীবমাত্রের সুলভ ও বশ্য অর্থাৎ অধীনতাপ্রাপ্ত এবং মোক্ষের আশ্রয়স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নামস্বরূপ মন্ত্রদীক্ষা বা সৎক্রিয়া

মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং ॥ ১৪ ॥

বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি বিচিন্ত্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ ॥ ৩০ ॥

ভবানন্দস্য ॥ ১৫ ॥

বং স্বফলং দদাতীতি ভাবঃ। মন্ত্রপদেন সর্ব্বোঽপি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ। ফল-প্রকারমাহ আকৃষ্টীত্যাদি শ্রীশ্চ কৃষ্ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণৌ তয়োর্নামেত্যেবং ব্যাখ্যানে এতৎফলানাং কৈমুত্যং জ্ঞেয়ং, অত্র ॥ ২৯ ॥

তদৈকান্তিনাং নামৈব জীবনোপায় ইতি ভবানন্দস্য পদ্যেন নির্দ্ধারয়তি বিচেয়ানীতি। পুনঃ পুনরিত্যনেন প্রীতির্দর্শিতা। হে ভগবন্ তন্নামানি কৃপণস্য ধনব্যয়কুণ্ঠস্য ধনানীব বিচেয়ানি যত্নেন স্থানাৎ স্থানাৎ সংগ্রাহ্যাণি প্রাপ্তেষু বিচার্য্যাণি এতানি মনোহরাণি বহুমূল্যানি। অতঃ প্রাণেভ্যঃ প্রিয়ত্বেন কেভ্যোঽপি ন দেয়ানি বিচিন্ত্যানি বন্ধুকুটুম্বাদয়ো রাজচৌরাদয়ো বা হরন্তীত্যভিপ্রেত্য গোপ্যত্বেন সদা স্মর্য্যমাণানি ভবন্তি। দৃষ্টান্তানিতু মমতাধিক্যাংশে নতু দানাদ্যভাবাংশে বিজ্ঞেয়ানি ॥ ৩০ ॥

অথবা পুরশ্চরণ ইত্যাদিকে অল্পমাত্রও অপেক্ষা করেন না, কেবল রসনাস্পর্শমাত্র ফলিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

এই শ্লোক লক্ষ্মীধরের কৃত ॥ ১৪ ॥

হে ভগবন্! কৃপণজনের ন্যায় তোমার নাম সকল আমাদিগের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের বিষয়ীভূত, বিচারযোগ্য ও চিন্তনীয় হউন ॥ ৩০ ॥

এই শ্লোক ভবানন্দের কৃত ॥ ১৫ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৩১ ॥

নাম্নামনীর্ব্বনীয়মাহাত্ম্যং জ্ঞাপয়িতুং তত্রানুরাগহীনতয়েবাত্মানং নিন্দন্নিব তদনুরাগবৃদ্ধয়ে তৎকর্ত্তারং শ্রীভগবন্তং শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ অন্যানুপশিক্ষয়িতুং প্রার্থয়তে, তত্তদীয়পদ্যেন লিখতি নাম্নামিতি। হে ভগবন্ ভবতা করুণয়া নাম্নাং বহুধা বহুপ্রকারোঽকারি কস্মিন্ কস্মিন্ কস্য কস্যাভিচরুর্জায়তামিত্যেতদর্থং। যদ্বা, নিত্যসিদ্ধানাং নাম্নাং করুণাসম্ভবাদেবং বা ব্যাখ্যেয়ং ভবতা নাম্নাং বহুধা প্রকাশোঽভূৎ কৃঞ্ধাতোরর্থান্তরবৃত্তিত্বেনাকর্ম্মকত্বাদতো ভাবে প্রত্যয়ঃ। তত্রাপি তস্য তস্যাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং। নিজস্য যা সর্ব্বশক্তিরস্তি, সা তত্রার্পিতেতি। সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েদিতি বিষ্ণুধর্ম্মবচনাৎ। অর্পিতেতি অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতিবদর্পিতাদৌ অনাদিসিদ্ধত্বং জ্ঞেয়ং। অতস্তব কৃপৈতাদৃশী নিরুপমা। মমাপি অপিশব্দাজ্জগতশ্চ দুর্দ্দৈবমীদৃশং মনোবচসোরগোচরং। যত ইহ নামসু অনুরাগো নাজনি ন জাতোঽভূৎ। যতো রসনাদয়োঽন্যেষাং কথনশ্রবণস্মরণপরা অধুনাপি ন সম্ভবতীতি মাং ধিক্ ধিগিতি ব্যজ্যতে ॥ ৩১ ॥

হে ভগবন্! তুমি নিজের নামসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ও মুকুন্দ ইত্যাদি বহু বহু ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার তৎসমুদায়ে স্বীয় সমস্ত শাক্তও অর্পণ করিয়াছ এবং সেই সকল নামের স্মরণে কালের নিয়মও কর নাই, হে কৃপাময়! তোমার ত এতাদৃশী কৃপা, কিন্তু আমারও এমনি দুর্দ্দৈব যে, ঐ সমুদায় নামে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ জন্মিল না ॥ ৩১ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ১৬ ॥

অথ নামসঙ্কীর্ত্তনং।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নাথেতি নারায়ণে-

যতো নামৈতাদৃশমহিমবদতঃ সদা কীর্ত্তনীয়মিতি প্রাপ্তে স শ্রীভগবান্ তস্য মুখ্যাধিকারিনির্দ্ধারণপূর্ব্বকসদাকীর্ত্তনে বিধিং বিদধীতেতি। তৎকৃত-পদ্যেন লিখতি তৃণাদপীতি। তৃণজাতিঃ খলু নম্রতাস্বভাবেন সদা ভূমি-লগ্নাহস্তি, অন্যকর্ত্তৃকপীড়নেনাপি ন কদাচিদাত্মশির উন্নমতে, তস্মাৎ সকাশাৎ সুনীচেনেত্যর্থঃ। তরোরপীতি তরুজাতিরপি ফলপুষ্পত্বক্মূলাদিভিঃ সর্ব্বেষাং হিতং করোতি। তৈশ্ছিদ্যমানাদিভিরপি যথাপরাধং সহতে তস্মাদপি সহন-শীলেনেত্যর্থঃ। অমানিনেতি যত্র কুত্রাপি গতোঽপ্যন্যৈরনাদৃতোঽপি তেষা-মাদরং কুর্ব্বতেত্যর্থঃ। এবম্ভূতেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ নতু সাহঙ্কারেণেতি তব্যপ্রত্যয়ার্থঃ ॥ ৩২ ॥

অথ নামকীর্ত্তনং বিনা চিত্তশুদ্ধির্ন জায়তে, তেন তস্যাং সত্যাং রূপকীর্ত্তন-

---

এই শ্লোক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃত ॥ ১৬ ॥

অথ নামসঙ্কীর্ত্তন।

যিনি তৃণ অপেক্ষাও নিজেকে নীচ বলিয়া অভিমান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা-গুণসম্পন্ন এবং যিনি স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, এতাদৃশ মহাত্মাকর্ত্তৃকই সর্ব্বদা ভগবান্ হরি কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

এই শ্লোক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃত ॥ ১ ॥

হে শ্রীরাম! হে জনার্দ্দন! হে জগন্নাথ! হে নারায়ণ!

ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণতিচ।
শ্রীমন্নাম-মহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং মুহু-

যোগ্যতা, তেন সম্যগুদিতে রূপে গুণানাং স্ফূর্ত্তিঃ সম্পদ্যেত। ততঃ স পরিকরেষু সামরূপগুণেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং সুষ্ঠু স্ফূর্ত্তির্ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ অথেতি। তস্য কীর্ত্তনপ্রকারং শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং পদ্যেন লিখতি শ্রীরামেতি। রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। অতো রামপদেনাসৌ পরমাত্মাভিধীয়তে ইতি পরমাত্মস্বরূপ। যদ্বা, রময়তি অভীষ্টার্থদানেন ভক্তান্ সুখয়তীতি হে তথাভূত। অতো জনার্দ্দনেতি জনানাত্মানং যাচয়তি, অর্দ্দ যাচনে ধাতুঃ। তং কুতঃ জগতাং নাথেতি, নাথঃ খলু স্বপাল্যান্ স্নেহেন সুখয়তীতি জগন্নাথঃ। তং কুতস্তত্রাহ নারায়ণেতি। নরসমূহো নারং তস্যায়নমাশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবাশ্রয়ঃ। যদ্বা, নারীণাং অর্থাৎ ব্রজরমাণাং সমূহো নারং তৎ অয়নমাশ্রয়ো যস্য হে সঃ। তস্য কুতঃ সুখদাতৃত্বং তত্রাহানন্দেতি। আনন্দয়তীত্যানন্দ আনন্দরহিতেভ্যোঽন্যেভ্য আনন্দদাতৃত্বেন স্বয়ং আনন্দরূপ। রসো বৈ স ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তান্ প্রতি কৃতস্নেহস্তত্রাহ দয়াপরেতি দয়ার্দ্র এবম্ভূতগুণাক্রান্তত্বেন লক্ষ্ম্যা অপি স্পৃহণীয় ইত্যাহ কমলাকান্তেতি কান্তঃ কমনীয়ঃ। যদ্বা, কমলং পদ্মং শ্রীকৃষ্ণেন সহ ক্রীড়ার্থং। তৎহস্তে যস্যাঃ সা শ্রীরাধা তস্যা রমণ। এবম্ভূতত্বেঽপি কৃষ্ণ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়। নাথ হে স্বামিন্ ইত্যেবং শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নং। শ্রীমন্নামমহাসুধাসিন্ধুস্তস্য লহরী কল্লোলঃ মহাতরঙ্গস্তত্র মগ্নং। অতএব মুহুর্মুহুস্তং জগদাবেশরহিতং গলদশ্রুনেত্রং গলৎ ক্ষরৎ অশ্রু যয়োরেবম্ভূতে নেত্রে যস্যা বাবশং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমশক্তং মাং নিত্যং কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ। এবং প্রতি-

---

হে আনন্দ! হে দয়াপর! হে কমলাকান্ত! হে কৃষ্ণ! হে নাথ! তোমার এই সকল শ্রীমন্নামরূপ মহাসুধাসিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে মগ্ন, বারম্বার মোহযুক্ত,

মুহ্যন্তং গলদশ্রু-নেত্রমবশং মাং নাথ নিত্যং কুরু ॥ ৩৩ ॥
শ্রীলক্ষ্মীধরাণাং ॥ ২ ॥

শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ
কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহারলক্ষ্মী-
লাবণ্যবঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে ॥ ৩৪ ॥
তেষামেব ॥ ৩ ॥

নাম ব্যাখ্যানে গ্রন্থবাহুল্যাং। অতঃ পরপরত্র তন্ন করিষ্যতে ॥ ৩৩ ॥

নামাবলেঃ কণ্ঠে ধারণাৎ পরমশোভা ভবতীতি। তেষাং পদ্যেনাহ শ্রীকান্তেতি কঞ্জং পদ্মং কৈবল্যবল্লভেতি কৈবল্যং নাম জ্ঞানযোগাৎ, প্রকৃতিবিযুক্তস্বাত্মানুভবরূপোঽভবঃ, ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদাঃ। তস্য বল্লভ অধ্যক্ষদাতেত্যর্থঃ। শ্রীকান্তেত্যাদিনামাবলিং বয়ং কণ্ঠে করবাম তাং কথম্ভূতাং বিমলো নির্ম্মলো যো মৌক্তিকহারস্তস্য যে লক্ষ্মীলাবণ্যে শোভাচৈক্ষণ্যে তয়োর্বঞ্চনকরীং তিরস্কারিণীং পরমশোভাবতীমিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। নির্ম্মলমৌক্তিকহারধারণেন কণ্ঠস্য যাদৃশী শোভা ভবতি। শ্রীগোপীচন্দনেন লিখিতায়াঃ শ্রীকান্তেত্যাদিনামাবলেধারণেন, ততোঽধিকা পরমশোভা ভবতীতি। যদ্বা, তাদৃশহারধারণেন কণ্ঠস্য সৌভাগ্যমেব কণ্ঠমধ্যে সুস্বরেণোচ্চারণেন সৌভাগ্যং ভবতীতি ॥ ৩৪ ॥

সজলনেত্র এবং বিবশতাপন্ন করিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৩৩ ॥
এই শ্লোক শ্রীলক্ষ্মীধরের কৃত ॥ ২ ॥

শ্রীকান্ত, কৃষ্ণ, করুণাময়, কঞ্জনাভ, কৈবল্যপতি, মুকুন্দ এবং মুরান্তক, আমরা এই সকল নির্ম্মল মুক্তাহারের শোভাতিরস্কারিণী নামাবলীকেই সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ করিব ॥ ৩৪ ॥
এই শ্লোক শ্রীলক্ষ্মীধরের কৃত ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাং।
দেব-দানব-নারদাদিমুনীন্দ্রবন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচঞ্চলাং ॥ ৩৫ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে

নামনামিনোরভেদত্বাৎ। নাম্নঃ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি কৃষ্ণেতি দেবকীসুতেতি। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চেতি বচনাৎ হে যশোদাসুত। অচঞ্চলাং স্থিরাং। অন্যৎ সুগমং ॥ ৩৫ ॥

তদৈকান্তিনাং কীর্ত্তনপ্রকারং শ্রীবৈষ্ণবস্য পদ্যেন লিখতি হে গোপালকেতি। সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মীঃ। হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণেতি পারীণঃ পারং গত ইত্যর্থে পারাবারাভ্যামীন ইতি শৈষিক ঈনঃ। গজেন্দ্রং প্রতি যা করুণা তস্যাং পারীণ হে গজেন্দ্রমহাদয়ালো ইত্যর্থঃ। যদ্বা, গজেন্দ্রং প্রতি করুণয়া পারীণ তন্নিকটং গত। পারং প্রান্তে পরতটে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। আচার্য্যপাদাস্তু গজেন্দ্রকরুণাং পাতি রক্ষতীতি। হে তথাভূত অরীণ অগম্য রীঙ গতৌ

হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে মুকুন্দ! হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্গুরো! হে মৎস্য! হে কচ্ছপ! হে নারসিংহ! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা কর। হে দেব-দানব-নারদাদি মুনীন্দ্রগণবন্দ্য! হে কৃপাসিন্ধো! হে দেবকীনন্দন! তোমার চরণারবিন্দে আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান কর ॥ ৩৫ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৪ ॥

হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!

হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥৩৬॥
শ্রীবৈষ্ণবস্য ॥ ৫ ॥
শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীরাম সীতাপতে

ক্তঃ অজ্ঞেয় ইতি বা, সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থা ইতি বচনাৎ। যদ্বা, গজেন্দ্রে করুণা যস্য হে তথাভূত। নাস্তি পারীণঃ পারগতো যস্য হে তথাভূত। যস্য পারং যাতু কোঽপি ন শক্ত ইতি ভাব ইত্যাহুঃ। হে রামানুজেতি হে বলভদ্রকানিষ্ঠ। মাং পালয় রক্ষ। নন্বন্যানাশ্রয়স্ব তে রক্ষেয়ুস্তত্রাহ ত্বাং বিনা ন পরমন্যমুৎকৃষ্টং বা জানীমোঽতঃ কান্ ভজামহে ইতি ভাবঃ। ত্বামিতি। ত্বংকারোঽপি বধস্থানে প্রোক্তঃ পূর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ। পূজ্যানাস্তু প্রতিশ্রুত্যাঽদানে শাস্ত্রং বিনা বধ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাৎ। কথং পরমপূজ্যে ভগবতি ত্বম্পদপ্রয়োগঃ। উচ্যতে। যুষ্মদস্মদোরত্যন্তভেদাগমাৎ মায়াবাদিবদভেদপরিহারার্থং স্বদাস্যত্ববিজ্ঞাপনার্থঞ্চেতি দিক্। অন্যশব্দপ্রয়োগে ভগবতঃ সাক্ষাৎ প্রতীত্যর্থাভানং স্যাদিত্যপি ধ্যেয়ং। এবং সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ং ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবপদ্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তস্যাপ্যঃ সর্ব্বনারায়ণাংশিত্বং ব্যঞ্জয়ন্নাহ শ্রীনারা-

---

হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাকারিন্! হে মাধব! হে রামানুজ! হে জগত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! আমি তোমা ভিন্ন অন্যকে জানি না, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীবৈষ্ণবের কৃত ॥ ৫ ॥

হে নারায়ণ! হে পুণ্ডরীকনয়ন! হে শ্রীরাম! হে সীতা-

গোবিন্দাচ্যুত নন্দনন্দন মুকুন্দানন্দন দামোদর।
বিষ্ণো রাঘব বাসুদেব নৃহরে দেবেন্দ্রচূড়ামণে
সংসারার্ণবকর্ণধারক হরে শ্রীকৃষ্ণ তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

হে ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডখণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে

য়ণেতি। কৃষ্ণায় কৃষ্ণনাম্নে তুভ্যং নম ইত্যন্বয়ঃ। হে ত্বং কথম্ভূতং শ্রীনারায়ণেত্যাদি। পুণ্ডরীকং পদ্মং। দেবেন্দ্রচূড়ামণে ইতি দেবেন্দ্রা ব্রহ্মশিবাদয়ঃ, তেষাং চূড়ামণে চূড়ামণিরিব ধার্য্য। সংসারার্ণবকর্ণধারেতি সংসার এবার্ণবঃ সমুদ্রস্তস্য পারে কর্ণধারঃ নাবিক ইব এতেন কীর্ত্তনাদেনৌকারূপত্বং ব্যজ্যতে। কুহরে ইতি কুং পাপং হরতীতি হে তথাভূত। পাপকুৎসেষদর্থে কু ইতি নানার্থবর্গাৎ। অথবা সংসারার্ণবকর্ণধারক ইতি। হরে ইতি পাঠান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীগোপালভট্টানাং পদ্যেন ব্রজবাসিজনপ্রিয়নামানি নির্দ্দিশন্নাহ ভাণ্ডীরেশেতি। এবমেব বিশেষবলাৎ কৃষ্ণেতি বিশেষ্যপদমাক্ষিপ্যতে। অতো হে কৃষ্ণ দীনং ভবদ্দর্শনাভাবেন ক্ষিপ্রং মামানন্দয় সাক্ষাদ্দর্শনং দত্বা সেবাং গৃহাণেতি। স্বমুখেচ্ছা পরিহৃতা। হে ত্বং কথম্ভূত। ভাণ্ডীরেশেত্যাদি। ভাণ্ডীরনামা বটস্তস্য স্বামিন্ তত্র তস্যৈব ক্রীড়াধিকারাৎ। শিখণ্ডো ময়ূরপিচ্ছং তেন মণ্ডনং

পতে! হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে নন্দনন্দন! হে মুকুন্দ! হে দামোদর! হে বিষ্ণো! হে রাঘব! হে বাসুদেব! হে নৃহরে! হে দেবেন্দ্রচূড়ামণে! হে সংসারসিন্ধুকর্ণধার! হে হরে! হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি ॥৩৭॥

এই শ্লোক শ্রীবৈষ্ণবের কৃত ॥ ৬ ॥

হে ভাণ্ডীরবটস্বামিন্! হে ময়ূরপিচ্ছভূষণ! হে শ্রেষ্ঠ!

বৃন্দারণ্য পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর শ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥ ৩৮ ॥
শ্রীগোপালভট্টানাং ॥ ৭ ॥
অথ শ্রীকৃষ্ণকথামাহাত্ম্যং।
শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।

ভূষণং যস্য। হে তথাভূত হে বরশ্রেষ্ঠ। যদ্বা, শিখণ্ডমণ্ডনেন শ্রেষ্ঠ শ্রীখণ্ডশ্চন্দনং, তেন লিপ্তান্যঙ্গানি যস্য বৃন্দারণ্যস্য পুরন্দরস্বামিন্। স্ফুরদ্দেদীপ্যমানমমন্দমুৎকৃষ্টং যদিন্দীবরং তস্যেব শ্যামল শ্যামকান্তে। কালিন্দী যমুনা পরানন্দ পরমানন্দ অরবিন্দং পদ্মং। অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বেভ্যো নাম্নঃ প্রাধান্যাদাদৌ তন্মাহাত্ম্যাদি লিখিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য কথামাহাত্ম্যং লিখিতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাং পদেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতশ্রবণমননাদিত আধিক্যং দর্শয়তি শ্রুতমিতি। উপনিষদ্বেদশিরোভাগস্তৎপ্রতিপাদ্যং। নির্ভেদব্রহ্মণঃ শ্রবণমননাদিকথনং তন্ময়া শ্রুতমপি হরিকথামৃতাৎ দূরেঽস্থিতাদ্বয়ঃ। কথা চরিতমেব পরমস্বাদুত্বাদমৃতং তৎ হরিকথামৃতং প্রাপ্য দূরে নতু তন্নিকটস্থং ভবিতুং যোগ্যমিতি ভাবঃ। কুত-

---

হে চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে স্ফূর্ত্তিশীল উৎকৃষ্ট ইন্দীবরতুল্য শ্যামল! হে কালিন্দীপ্রিয়! হে নন্দনন্দন! হে অরবিন্দলোচন! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে সুন্দরতনো! আমি দীন, আমাকে আনন্দিত কর ॥ ৩৮ ॥

এই শ্লোক শ্রীগোপালভট্টের কৃত ॥ ৭ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকথার মাহাত্ম্য।

আমি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও শ্রবণ করি-

যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবদ্ব্যাসপাদানাং ॥ ১ ॥

নৈব দিব্যসুখভোগমর্থয়ে
নাপবর্গমপি নাথ কাময়ে।
যান্তু কর্ণবিবরং দিনে দিনে

তত্রাহ যদিতি যচ্ছব্দোঽব্যয়ং সপ্তম্যর্থঃ। যত্র নির্ভেদব্রহ্মশ্রবণমননাদিকথনে দ্রবচ্চিত্তং তদনুকম্পাশ্রুপুলকোদ্গমাঃ সাত্ত্বিকবিকারা ন সন্তি, ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সাক্ষান্মুক্তেরপি কথাকীর্ত্তনস্যাধিক্যং কবিরস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি নৈবেতি। নাথ হে ভগবন্ দিব্যং স্বর্গজনিতং অর্থয়ে অহমিতি শেষঃ। অন্যৎ কিং বক্তব্যং অপবর্গমপীতি অপিশব্দার্থঃ। অয়ে ভক্ত তদা কিং প্রার্থয়সে তত্রাহ দিনে দিনে প্রতিদিনং। পরমোৎকণ্ঠয়া বীপ্সা। কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি কৃষ্ণস্য কেলীনাং পরিহাসেন চরিতান্যাচরিতান্যেবামৃতানি অর্থান্মধুররসসম্বন্ধীনি কৃষ্ণকথামৃতানীত্যর্থঃ। কর্ণবিবরং কর্ণচ্ছিদ্রং যান্বিতি প্রার্থয়ে। প্রমাণন্তু। যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূদিত্যাদি। শ্রীভাগবতে সুস্পষ্টমস্তি ॥ ৪০ ॥

যাছি, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের কথারূপ অমৃত হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী, যেহেতু ঐ ব্রহ্ম-শ্রবণে চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু-পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না ॥ ৩৯ ॥

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত ॥ ১ ॥

হে নাথ! আমি স্বর্গসুখ ভোগ এবং অপবর্গও কামনা করি না, কেবল কৃষ্ণকেলি-চরিতামৃতই প্রতিদিন আমার

কৃষ্ণকেলিচরিতামৃতানি মে ॥ ৪০ ॥

কবিরত্নস্য ॥ ২ ॥

অহো অহোভির্ন কলের্বিদূয়তে
সুধা সুধারা মধুরং পদে পদে।
দিনে দিনে চন্দন-চন্দ্রশীতলং
যশো যশোদাতনয়স্য গীয়তে ॥ ৪১ ॥

কথামৃতস্য কলিতাপহারিত্বং তস্যৈব পদ্যেনাহ অহো ইতি। অহো ইতি করুণায়াং। অহো ধিগর্থে শোকেচ করুণার্থবিষাদয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ। কলেরহোভির্দিনৈর্ভবতা ন বিদূয়তে ভবত উপতাপো ভবেদিত্যর্থঃ। ভাবে প্রত্যয়াৎ। কথং তত্তাপনিবৃত্তিঃ স্যাত্তত্র করুণয়াহ যশোদাতনয়স্য কৃষ্ণস্য যশোগীয়তে ভবতেতি শেষঃ। তৎ কথম্ভূতং পদে পদে প্রতিবাক্যে পদং ক্লীবন্তু বাক্যে স্যাৎ। শব্দেচ ব্যবসায়কে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। যদ্বা, প্রতিক্ষণে স্বাদু স্বাদু পদে পদে ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈস্তথা ব্যাখ্যানাৎ। সুধায়া অমৃতস্য সুধারা অনবচ্ছিন্নপ্রবাহস্তস্যা মধুরং সুস্বাদ্যং দিনে দিনে প্রতিদিবসং চন্দন-চন্দ্রশীতলং চন্দনযুক্তকর্পূরবৎ শীতলং। যদ্বা, চন্দনপঙ্কাৎ চন্দ্রাদপি শীতলং অতস্তাপশান্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, এই মাত্র প্রার্থনা করি ॥ ৪০ ॥

এই শ্লোক কবিরত্নের কৃত ॥ ২ ॥

কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি পদে পদে সুধার সুধারাপেক্ষা মধুর এবং দিন দিন চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষা সুশীতল যশোদা-তনয়ের যশঃ গান করেন, তিনি কখন কলির দিবস-সকলে পীড়িত হয়েন না ॥ ৪১ ॥

তস্যৈব ॥ ৩ ॥

নন্দনন্দন-কৈশোরলীলামৃতমহাম্বুধৌ।
নিমগ্নানাং কিমস্মাকং নির্ব্বাণলবণাম্ভসা ॥ ৪২ ॥

যাদবেন্দ্রপুরীণাং ॥ ৪ ॥

ত্বৎকথামৃতপাথোঽধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞানিনাং পরমবাঞ্ছিতাং সাযুজ্যাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ যাদবেন্দ্রপুরীপাদানাং নন্দনন্দনেতি। কৈশোরেতি কৈশোরোপাসকস্য বচনং তস্য যত্তদবস্থাকৃত-লীলায়ামপি জ্ঞেয়ং। তত্র নিমগ্নানামিতি তস্যা অমৃতসমুদ্রতয়া রূপকেণ নিমগ্নানামিত্যস্যাপি বাচকতা বাচ্যা তেন তদাস্বাদকতয়া পরমসুখিতানাং নির্ব্বাণলবণাম্ভসা নির্ব্বাণং সাযুজ্যমুক্তিঃ সৈব লবণাম্ভঃ লবণসমুদ্রজলং। তেন কিং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তস্যাল্পত্বাৎ। বিরসত্বাদাচমনেঽপি নিষিদ্ধত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অমৃতসমুদ্রতয়া রূপণং দুষ্পারত্বাৎ দুর্জ্ঞেয়ত্বাচ্চেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিনাং পদ্যেন তদেব নির্দ্ধারয়তি ত্বদিতি। পাথোঽধিঃ সমুদ্রঃ চতুর্ব্বর্গং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং তৃণোপমং তৃণবদনাদরণীয়ং ॥ ৪৩ ॥

এই শ্লোক কবিরত্নের কৃত ॥ ৩ ॥

আমরা নন্দনন্দনের কৈশোর-লীলামৃতস্বরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাদের আর নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তিরূপ লবণজলে কি হইবে? ॥ ৪২ ॥

এই শ্লোক যাদবেন্দ্রপুরীর কৃত ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আনন্দসহকারে তোমার কথারূপ অমৃতসাগরে বিহার করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদানাং ॥ ৫ ॥

তত্রৈব গঙ্গা যমুনাচ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতীচ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥ ৪৪ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

যা ভুক্তিলক্ষ্মীর্ভুবি কামুকানাং
যা মুক্তিলক্ষ্মীর্হৃদি যোগভাজাং।

ভগবৎকথাস্থানে সর্ব্বেষাং তীর্থানাং সমাগমো ভবতি। রাজাগমনে তৎপরিকরাণামাগমনবদিতি। যদ্বা, আত্মপবিত্রার্থং তেষামবস্থানং ভবতীতি। কস্যাচিৎ পদ্যেন নির্দ্দিশতি তত্রৈবেতি। অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদারা মনোহরা যা কথা তস্যাঃ প্রসঙ্গঃ কীর্ত্তনাদিঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্যা বিষয়িভেদেন ফলদাতৃত্বং শ্রীশঙ্করস্য পদ্যেন লিখতি যেতি। মাধবস্য সা কাপি ঐশ্বর্য্যময়ী মাধুর্য্যময়ী বা লীলা অবতু রক্ষতু যুষ্মানিতি শেষঃ। যা কামুকানাং বিষয়কামিনাং ভুবি ভুক্তিলক্ষ্মীর্ভোগসম্পত্তিঃ। যোগভাজাং যোগিনাং হৃদি মুক্তিসম্পত্তিঃ। রসিকেন্দ্রমৌলের্ভক্তিরসশেখরস্যানন্দলক্ষ্মীঃ প্রমোদ-

---

এই শ্লোক শ্রীধরস্বামির কৃত ॥ ৫ ॥

যে স্থানে ভগবান্ অচ্যুতের সুমহৎ কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী এবং অন্যান্য তীর্থ সমুদায় অবস্থিতি করেন ॥ ৪৪ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ৬ ॥

পৃথিবীর মধ্যে যিনি বিষয়-কামিদিগের ভোগরূপা লক্ষ্মী, যিনি যোগিদিগের হৃদয়ে মুক্তিরূপা লক্ষ্মী এবং যিনি ভক্তি-

যানন্দলক্ষ্মী রসিকেন্দ্রমৌলেঃ
সা কাপি লীলাবতু মাধবস্য ॥ ৪৫ ॥
শ্রীশঙ্করস্য ॥ ৭ ॥
অথ ধ্যানং।
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং

সম্পত্তিঃ প্রেমময়ী স্যাৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্বৃতমিতিবৎ ॥৪৫॥

অথ যস্য মহিমাদি নির্দ্ধারিতং, তস্য কিং রূপমিত্যপেক্ষায়াং ধ্যানং নির্দ্দিশতি অথ ধ্যানমিতি। তত্র শ্রীশারদাকারস্য পদ্যেনাহ ফুল্লেন্দীতি। অহং গোবিন্দং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং ফুল্লেন্দীবরেত্যাদি। তত্র ফুল্লেতি শোভাবৈশিষ্ট্যার্থং। ইন্দুশ্চন্দ্রস্তদ্বদাহ্লাদকং বদনং যস্যেতি তং। বর্হা ময়ূরপিচ্ছং তন্নির্ম্মিতো যোঽবতংসঃ শিরোভূষণং স প্রিয়ো যস্য তং। শ্রীবৎসো দক্ষিণস্তনোপরি দক্ষিণাবর্ত্তরুরোমাবলিঃ সোঽঙ্কং চিহ্নং যস্যাং তং। উদারো রম্যো কৌস্তুভো মণিস্তং ধারয়তীতি। কৌস্তুভস্য স্বাভাবিকরমাহেঽপ্যুদারত্বমিতি বিশেষণং শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজে পূর্ণতমত্ববৎ তস্যাপি তত্র মাধুর্য্যাধিক্যং জ্ঞেয়ং। পীতাম্বরত্বং শোভাবৈশিষ্ট্যার্থং। অতএব সুন্দরং। পরিকরবৈশিষ্ট্যেন রূপবৈশিষ্ট্যমাহ গোপীনাং ভাববতীনাং নয়নে এব উৎপলে জলজপুষ্পে তাভ্যামর্চ্চিতা পূজিতা তনুর্যস্য তং। তয়োরুৎপলতয়া রূপকেণ স্নিগ্ধত্বং কোমলত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং। এতেনৈতৎ জ্ঞাপিতং দত্তবস্তুনি স্বত্বাভাবাদন্যত্র দানাসামর্থ্যং কেবলং

রসিকেন্দ্রশিরোমণির আনন্দরূপা লক্ষ্মী, মাধবের সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয়া লীলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪৫ ॥

এই শ্লোক শ্রীশঙ্করের কৃত ॥ ৭ ॥

অথ ধ্যান।

যাঁহার প্রফুল্ল নীলপদ্মের ন্যায় কান্তি, চন্দ্রতুল্য মনোহর

শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৪৬ ॥
শ্রীশারদাকারস্য ॥ ১ ॥
অংসালম্বিত-বামকুণ্ডলধরং মন্দোন্নত-ভ্রূলতং

তৎপ্রীত্যর্থং নির্ম্মালাধারণবৎ ধারণমেব। নন্থ তয়োশ্চঞ্চলস্বভাবাৎ ধারণে পুনঃ পূর্ব্বোক্তপূজনং স্যাদেব তত্তু বিরুদ্ধং দত্তবস্তুনা পূজানিষেধাৎ। সত্যং রত্নাদিনির্ম্মিতপুষ্পৈঃ, পুনঃ পূজাবিধানমস্তি। তদিব ন দোষাবহমিতি জ্ঞেয়ং। পুনঃ কথম্ভূতং গবাং গোপীনাঞ্চ সঙ্ঘৈঃ সমূহৈর্বৃতমাবৃতং বেষ্টিতমিতি যাবৎ। এতত্ত্বসাধারণমাবরণং। পুনঃ কথম্ভূতং কলং মধুরাস্ফুটং যদ্বেণুবাদনং তেন পরমুৎকৃষ্টং অস্ফুটত্বন ইদং কিমমৃতধারাপ্রবাহ উত কিন্নরীগীতমিত্যাদিনা দুর্লক্ষ্যং। পুনঃ কথম্ভূতং দিব্যানি মনোজ্ঞা অঙ্গভূষা যস্য তং। তাদৃগাঙ্গেষু চিন্ময়ত্বেন শোভারিত্বাৎ দিব্যত্বমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৬ ॥

উপাসকানাং ভাবভেদেন ধ্যানভেদং পুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন লিখতি অংসেতি। জগন্মোহনং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং অংসালম্বি-

---

বদন, ময়ূরপুচ্ছের ভূষণে অতিশয় প্রীতি এবং যিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, শোভমান কৌস্তুভধারী, পীতাম্বরদ্বারা সুন্দর, গোপীদিগের মনোহর নয়নপদ্মদ্বারা পূজিত দেহ, গো এবং গোপগণে আবৃত, সেই অব্যক্তমধুর ধ্বনিসম্পন্ন বেণুবাদন-তৎপর, দিব্য অঙ্গভূষাধারী গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

এই শ্লোক শারদাকারের কৃত ॥ ১ ॥

যিনি স্কন্ধদেশাবলম্বিত মনোহর কুণ্ডলধারী, ঈষৎ উন্নত

কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সাচি প্রসারেক্ষণং।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনং ॥ ৪৮ ॥

তেত্যাদি। অংসে স্কন্ধে আলম্বিতং যন্নামকুণ্ডলং মনোহরকুণ্ডলালঙ্কারঃ তং ধরতীতি। বামঃ সুন্দরে কৃষ্ণবর্ণকে ইতি শব্দরত্নাকরঃ। মন্দোয়তে ঈষদ্ধুন্নতে ভ্রূরূপে লতে যস্য তং। ভ্রূবোর্লতাত্বেন রূপণং গোপীনাং ভাবদৃষ্টির্বায়ুস্পর্শেন নর্ত্তনব্যঞ্জনার্থং। যদ্বা, তাসাং চঞ্চলচিত্তস্য বন্ধনার্থমিতি, চিত্তস্য চাঞ্চল্যে হেতুরয়ং কিং সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণসেবা কর্ত্তব্যা, কিম্বা লৌকিকধর্ম্মলজ্জাদিরক্ষা কর্ত্তব্যেতি। কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতে মুদ্রিতে কোমলাধরপুটে যস্য তং। তত্ত্বন্তু বেণুবাদনার্থমিতি জ্ঞেয়ং। সাচি বক্রে প্রসারৌ বিস্তৃতে ঈক্ষণে যস্য তং। সাচি চাবায়ং বক্রে ইতি শব্দরত্নাকরঃ। তত্ত্বন্তু বামদিগস্থপ্রেয়সীনাং দর্শনার্থমিতি ধ্যেয়ং। আলোলা ঈষচ্চঞ্চলা যে অঙ্গুলিপল্লবাস্তৈর্মুদা হর্ষেন মুরলিকাং বেণুমাপূরয়ন্তং বাদয়ন্তং অঙ্গুলীনাং চালনং বিনা বেণুবাদনাসিদ্ধেস্তেষাং করণত্বং, তেষাং পল্লবত্বেন রূপণং শোভার্থং। রক্তিমত্বজ্ঞাপনার্থঞ্চ তস্মাদয়মর্থঃ। মুখং শ্যামবর্ণং মুরলিকা স্বর্ণাভরবেষ্টিতা অঙ্গুলয়ো রক্তবর্ণাস্তেষাং পরস্পরসংসর্গাৎ শোভাবৈশিষ্ট্যং রাজতে। যথা নীলাব্জং স্বর্ণকর্ণিকা রক্তকেশরৈশ্চ শোভতে তদ্বৎ। বিশেষণানাং তত্তদ্রূপত্বে কারণমাহ কল্পতরোর্মূলে মূলদেশে ত্রিভঙ্গবপুষং ত্রয়ো ভঙ্গা গ্রীবা কটিচরণেষু যত্র তাদৃশং বপুঃ শরীরং যস্য তং। তাদৃশস্তু সর্ব্বেষাং মনোহরণার্থমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৭ ॥

ভ্রূলতাবিশিষ্ট, যাঁহার কোমল অধরপুট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, বক্র ও বিস্তীর্ণ নয়ন, যিনি চঞ্চল অঙ্গুলিপল্লবদ্বারা মুরলী বাদ্য করিতেছেন, যিনি আনন্দসহকারে কল্পতরুমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় মনোহর, সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি ॥ ৪৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

ব্যত্যস্তপাদকমলং ললিতত্রিভঙ্গী
সৌভাগ্যমংসবিরলীকৃতকেশপাশং।
পিঞ্ছাবতংসময়ুররীকৃতবংশনাল-
মব্যাজমোহনমুপৈমি কৃপাবিশেষং ॥ ৪৮ ॥

পুনস্তদেব শ্রীনারদস্য পদ্যেন লিখতি ব্যত্যস্তেতি। কৃপাবিশেষং তাৎপর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণং উপৈমি শরণং গচ্ছামীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং ব্যত্যস্তে ব্যতিক্রমেণ ন্যস্তে পাদকমলে যস্য তং। অতএব ললিতেতি ত্রয়াণাং গ্রীবা কটিচরণগতানাং ভঙ্গানাং সমাহারস্ত্রিভঙ্গী ললিতা রম্যা চাসৌ ত্রিভঙ্গী চেতি তয়া সৌভাগ্যং সুভগত্বং যস্য তং। অংসে অর্থাৎ বামস্কন্ধে বিরলীকৃতো মুক্তবন্ধনতয়া লোলিতঃ কেশানাং পাশঃ সমূহো যস্য তং। পিঞ্ছা ময়ূরপুচ্ছং তেন কৃতঃ অবতংসঃ শিরোভূষণং যস্য তং। উররীকৃতঃ স্বীকৃতো বংশস্য নালো দণ্ডোঽর্থাদ্বেণুর্যেন তং। অতএব অব্যাজমোহনং ছলরাহিত্যেন জগতাং মোহকং মুগ্ধতাজনকং তৎসাধকং বিশেষণমাহ কৃপাবিশেষমিতি কৃপায়াঃ বিশেষো ভেদঃ কৃপাময়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ। বা, কৃপায়া অবিশেষো নাশাভাবো যস্মাৎ কৃপাসাগরমিত্যর্থঃ। বিশেষস্তিলকে ভিদি নাশে চেতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৪৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

যাঁহার চরণকমল বিপর্য্যয়ক্রমে বিন্যস্ত, যিনি মনোহর ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় পরমসুন্দর, যাঁহার বামস্কন্ধের কেশসমূহ বিরলভাবে অবস্থিত, যাঁহার ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ, যিনি বংশনালকে অর্থাৎ মুরলীকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আমি সেই কৃপাবিশেষ অকপট মোহনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীনারদস্য ॥ ৩ ॥

অধরে বিনিহিতবংশং
চম্পককুসুমেন কল্পিতোত্তংসং।
বিনতং দধানমংসং
বামং সততং নমামিজিতকংসং ॥ ৪৯ ॥

পুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ৪ ॥

অথ ভজনবাৎসল্যং।

অতন্দ্রিত-চমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত-

তামেব পুনঃ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অধর ইতি। জিতকংসং শ্রীকৃষ্ণং সততং নমামীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং অধরে ওষ্ঠে বিনিহিতঃ নিহিতো যথাযোগ্যতয়া ধৃতো বংশো যেন তং। চম্পকপুষ্পেণ কল্পিত উত্তংসঃ শিরোভূষণং যস্য তং। অংসং স্কন্ধং বিনতং বিশেষেণ নতং বক্রীকৃতং দধানং এতেন ত্রিভঙ্গতা ব্যজ্যতে ইতি জ্ঞেয়ং ॥

অথ ভক্তানাং ধ্যেয়ত্বে তদ্বাৎসল্যমেব হেতুরিতি ভক্তবাৎসল্যং লিখতি। অত্রচ দাক্ষিণাত্যস্য পাদান নির্দ্দিশতি অতন্দ্রেতেতি। করিপ্রবরবৃংহিতে সতি

এই শ্লোক শ্রীনারদের কৃত ॥ ৩ ॥

যাঁহার অধরে বংশী অর্পিত, চম্পককুসুমদ্বারা শিরোভূষণ কল্পিত, যিনি বক্রীকৃত বামস্কন্ধ ধারণ করিয়াছেন, সেই কংসজয়ী শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তমদেবের কৃত ॥ ৪ ॥

অথ ভজনবাৎসল্য।

গজেন্দ্র স্তব করিলে পর ভগবান্ হরি অনলস সেনাপতির

প্রণীতমণিপাদুকং কিমিতি বিস্মৃতান্তঃপুরং।
অবাহনপরিচ্ছদং পতগরাজমারোহতঃ
করিপ্রকরবৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥
দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ৫ ॥
দ্রৌপদীত্রাণে তদ্বাক্যং।

ভগবতস্ত্বরায়ৈ নম ইত্যন্বয়ঃ। করিপ্রবরো গজেন্দ্রস্তেন বৃংহিতে শব্দে। বৃংহিতং করিগর্জিতে ইতি কোষাৎ। অত্র তাৎপর্য্যাৎ স্তবে কৃতে সতীত্যর্থঃ। ভগবতঃ কথম্ভূতস্য পতগরাজমারোহতঃ পতগরাজং গরুড়ং তং। কথম্ভূতং ন বিদ্যতে, বাহনস্য পরিক্রিয়া আসনভূষণাদির্যত্র তং। বাহনযোগ্যাসনাদিরহিতমিত্যর্থঃ। ত্বরা কথম্ভূতা তমাহ অতন্দ্রিতো নিদ্রালস্যাদিরহিতো যশ্চমূপতিঃ সেনাপতিস্তদুদ্দিশ্য প্রহিত আকর্ষণার্থং নিক্ষিপ্তো হস্তো যত্র তদ্যথা স্যাৎ শীঘ্রমাগচ্ছেতি বোধনার্থ ইত্যর্থঃ। অস্বীকৃতে নাঙ্গীকৃতে ভৃত্যেন প্রণীতে সমীপং প্রাপিতে অপি মণিপাদুকে। যত্র তদ্যথা স্যাৎ কিমিতি হঠাৎ কো মাং কাতর্য্যেণাকারয়তি তত্রৈব শীঘ্রং গচ্ছামীতি তত্রৈব মনোভিনিবেশাৎ বিস্মৃতং অন্তঃপুরং যত্র তদ্যথা স্যাৎ। এবং বিশেষেণ ত্রয়েতি ব্যগ্রতা সূচিতা ॥ ৫০ ॥

বিস্তৃত হস্ত ও মণিপাদুকা স্বীকার না করিয়া কে আমাকে হঠাৎ আহ্বান করিল? আমি শীঘ্র সেই স্থানে গমন করিব, এই বলিয়া অন্তঃপুর বিস্মৃত হওত বাহন ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গরুড়ের উপর ভগবান্ হরি যে ত্বরায় আরোহণ করেন, সেই ত্বরাকে নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

এই শ্লোক কোন দাক্ষিণাত্য-পণ্ডিতের কৃত ॥ ৫ ॥

দ্রৌপদীত্রাণে দ্রৌপদীর বাক্য যথা।

তমসি রবিরিবোদ্যন্মজ্জতামপ্লবানাং
প্লব ইব তৃষিতানাং স্বাদুবর্ষীব মেঘঃ।
নিধিরিব নিধনানাং তীব্রদুঃখাময়ানাং
ভিষগিব কুশলং নো দাতুমায়াতিশৌরিঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বৈতবনে দুর্ব্বাসসঃ শাপভয়েন মূর্চ্ছিতেষু পাণ্ডবেষু সৎসু অতিভীতা দ্রৌপদী মহাকাতর্য্যেণ তদা শ্রীকৃষ্ণমাজুহাব তদৈবাগতং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য প্রেমগদ্গদকণ্ঠেন যদাহ তৎ শ্রীব্যাসপাদানাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি তমপীতি। অত্রোদ্যন্নিতি পদং দীপকালঙ্কারেণ সর্ব্বত্র দৃষ্টান্তেষু সম্বধ্যতে তদায়মর্থঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং কুশলং ভাবি ব্রহ্মশাপত্রাণরূপং মঙ্গলং দাতুমায়াতি আগচ্ছতি। ক ইব তমসি অন্ধকারে মগ্নানাং জনানাং সম্বন্ধে উদ্যন্ উদয়ং প্রাপ্নুবন্ রবির্যথা জীবনোপায়াদিরূপং কুশলং দদাতি অপ্লবানামর্থাৎ ঘোর স্রোতসি মগ্নানাং প্লবরহিতানাং উদ্যন্ প্লবস্তরণরূপমঙ্গলমিব। তৃষিতানাং তৃষ্ণাযুক্তানাং উদ্যন্ স্বাদুমিষ্টজলবর্ষী মেঘস্তৃষ্ণাক্ষয়পূর্ব্বকতৃপ্তিরূপং মঙ্গলমিব। নির্ধনানাং দরিদ্রাণাং উদ্যন্ নিধিস্তদুপনাশনপূর্ব্বকমহাসুখরূপমিব। তীব্রদুঃখাময়ানাং তীব্রং ঘোরং দুঃখং যস্মাদেবম্ভূত আময়ো যেষাং তেষামুদ্যন্ ভিষক্ উত্তমবৈদ্য ইব ইতি। যথা তত্তৎকর্ম্মসু তং তং বিনা তেষাং তেষাং ন সিদ্ধিস্তথাস্তং বিনা এবমস্মাকং ঘোরবিপত্ত্রাণস্য ন সিদ্ধিরিতি তস্যা অভিপ্রায়ং বিভাব্য বাৎসল্যেন শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনমিতি দ্রৌপদ্যা তে তে দৃষ্টান্তিতা ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫১ ॥

যিনি অন্ধকারে উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায়, প্লবহীন জলমগ্ন মানবগণের প্লব অর্থাৎ নৌকার তুল্য, তৃষিত ব্যক্তিদিগের স্বাদুবর্ষী মেঘসদৃশ, নির্ধন ব্যক্তিদিগের নিধিস্বরূপ এবং তীব্রদুঃখরূপ রোগসকলের সদ্বৈদ্যতুল্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কুশল দিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীব্যাসপাদানাং ॥ ৬ ॥
অথ তদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং।
প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দাল্‌ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুনাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্নমামি ॥ ৫২ ॥
শ্রীবৈষ্ণবস্য ॥ ১ ॥

নন্থ সর্ব্বদেবতাপরিত্যাগেন সাধবঃ শ্রীকৃষ্ণমেব ভজন্তে স তান্ ভজতি, ন বেত্যপেক্ষায়াং তস্যাপি তেষাং ভজনং বোধয়িতুং প্রকরণমারভতে **অথ** তদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যমিতি। ভক্তঃ পুনঃ দ্বিধা ভবতি, ভজতে ভক্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সামান্যভজনবানেক, নবলক্ষণয়া ভক্ত্যা বিশিষ্টোঽপরঃ উভাবত্র জ্ঞেয়ৌ। তত্র সামান্যানাং মাহাত্ম্যং শ্রীবৈষ্ণবস্য পদ্যেনাহ প্রহ্লাদেতি। তে তত্তন্নাম্না পুরাণেষু প্রসিদ্ধাঃ পুণ্যান্ অতিশয়োক্ত্যা পুণ্যস্বরূপান্ তেষাং প্রণত্যা পুণ্যমুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। নন্বত্র পদ্যে তেষাং প্রণামমাত্রমভিহিতং কথং প্রতিজ্ঞাতং মাহাত্ম্যমিতি। সত্যং, তেষাং মহত্ত্বেনৈব প্রণামোঽভিহিতঃ নতু তত্র কারণান্তরমস্তি। অতঃ সুতরাং মহত্ত্বং ফলিতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫২ ॥

এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত ॥ ৬ ॥
অথ কৃষ্ণভক্তদিগের মাহাত্ম্য।
প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্‌ভ্য, রুক্মাঙ্গদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং ফাল্গুন (অর্জ্জুন) প্রভৃতি এই সকল পবিত্র পরমভাগবতদিগকে
এই শ্লোক শ্রীবৈষ্ণবের কৃত ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্তুতিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥ ৫৩ ॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-

নবলক্ষণভক্তিবিশিষ্টানাং মাহাত্ম্যং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি শ্রীবিষ্ণোরিতি। বৈয়াসকিঃ শুকঃ। লক্ষ্মীরিতি জগল্লক্ষ্মীরিতি জ্ঞেয়া। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনঃ শ্রীবৈষ্ণবাস্তু লক্ষ্মীপ্রভৃতীনাং নিত্যানামপি জীবত্বমাহুস্তন্মতেন বা লক্ষ্মীর্নির্দ্দিষ্টা। কপিপতিঃ কপিপ্রধানো হনূমান্ তস্যৈব দাস্যভক্তৌ মুখ্যত্বাৎ। "ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতিবদচনাচ্চ। এষাং পূর্ব্বোক্তানাং নবানাং পরমুৎকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা কৃষ্ণাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য প্রাপ্তিরভূদিতি শেষঃ। তত্রৈব মহত্ত্বমিতি দোষঃ ॥ ৫৩ ॥

আধুনিকানামপি নামশ্রবণমাত্রেণ সাত্ত্বিকবিকারদর্শনাত্তেষাং তত্ত্বং ঔৎকলস্য পদ্যেন লিখতি তেভ্য ইতি। তেভ্যো ভক্তেভ্যো মে নমোঽস্তু। কথম্ভূতেভ্যঃ। ভব এব বারিধিস্তস্য যজ্জীর্ণং বৃদ্ধং পঙ্কং অবিদ্যাকার্য্যজাতং তস্মিন্

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, দাস্যে হনূমান্, সখ্যে অর্জ্জুন এবং সর্ব্বস্ব সহিত আত্ম-নিবেদনে বলী কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন, ইহাঁদের কেবল একাঙ্গ ভক্তি-যাজনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ॥ ৫৩ ॥

এই শ্লোক কোন মহাত্মার কৃত ॥ ২ ॥

ভবসাগরের সংলগ্ন জীর্ণপঙ্ক মোচনবিষয়ে বিচক্ষণ পাদুকা-

সংলগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-
মানন্দথুর্ভবতি নৃত্যতি রোমবৃন্দং ॥ ৫৪ ॥
ঔৎকলস্য ॥ ৩ ॥
হরিস্মৃত্যাহ্লাদস্তিমিতমনসো যস্য কৃতিনঃ

সম্মগ্নানাং জনানাং মোক্ষণে উদ্ধারণে বিচক্ষণা নিপুণাঃ পাদুকা যেষাং তে ইতি ফলিতার্থঃ। পাদুকা স্বনামখ্যাতা পঙ্কস্য জীর্ণত্ববিশেষণং নিমগ্নতায়া দার্ঢ্যায়েতি জ্ঞেয়ং। যেষাং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়শ্রবণেন আনন্দথুরানন্দো ভবতি, রোমবৃন্দং রোমাণাং সমূহো নৃত্যতিচ ॥ ৫৪ ॥

কশ্চিৎ কৈবল্যপরো মুমুক্ষুর্ভক্তানাং তাদৃগ্‌ভাবং দৃষ্ট্বা ভক্তিহীনমাত্মানং বহন্তীং ধরিত্রীং প্রতি সখেদমাহ তদর্থমেব সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন লিখতি হরিস্মৃত্যেতি। হে অবনে পৌরুষধৌরেয়ং তমেব জনং আচন্দ্রার্কং বহ অন্যৈর্যমসদনগত্যা গতিপরৈর্ভারৈঃ কিমিত্যন্বয়ঃ। আচন্দ্রার্কং চন্দ্রার্কসীমং কল্পান্তমিত্যর্থঃ। ধৌরেয়ো ভারবাহঃ ধুর্বহে ধুর্য্য ধৌরেয়ধুরীণাঃ স ধুরন্ধর ইত্যমরাৎ। পুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধৌরেয়ং আজ্ঞারূপভারবাহকং ভক্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি শ্রীভগবদ্গীতাস্মরণাৎ। পুরুষো শ্রীকৃষ্ণো ধৌরেয়ো যস্য তমিত্যনেনাস্য মহত্ত্বাতিশয়ো ব্যজ্যতে। কেচিত্তু ধৌরেয়শব্দস্য শ্রেষ্ঠার্থতামাহুঃ তন্মতে টেয়ণনদ্যাদেরিতি ভাবার্থে প্রত্যয়ো জ্ঞাতব্যঃ। ধূঃ স্ত্রী স্যাদ্ভার-

---

স্বরূপ, 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণমাত্রে যাঁহাদের আনন্দ উদ্ভব ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই সকল মহাত্মাদিগকে নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

এই শ্লোক উৎকলদেশীয় কোন ভক্তের কৃত ॥ ৩ ॥

হরিস্মরণ-জনিত আহ্লাদে যে মহাত্মার মন স্তিমিত,

সরোমাঞ্চঃ কায়ো নয়নমপি সানন্দসলিলং।
তমেবাচন্দ্রার্কং বহ পুরুষ-ধৌরেয়মবনে
কিমন্যৈস্তৈর্ভারৈর্যমসদনগত্যাগতিপরৈঃ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বানন্দস্য ॥ ৪ ॥

তদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং

চিন্তয়োঃ। অগ্রে রথাগ্রভাগে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। অগ্রবাচিত্বমপাস্তি, অন্যোঽগ্র্যং শ্রৈষ্ঠ্যমিত্যর্থঃ। বহ ইতি বহেঃ প্রাপণার্থেভ্যোঽপি ধারণার্থে প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাদত্র ধারণার্থতা বাচ্যা ধারয়েত্যর্থঃ। ভারৈরিতি অতিশয়োক্ত্যা ভারভূতৈরিত্যর্থঃ। তং কথম্ভূতং হরিস্মরণেন য আহ্লাদ আনন্দস্তেন স্তিমিতমার্দ্রং মনো যস্য তস্য কৃতিনঃ পুণ্যবতঃ। কৃতী বুধে যোগ্যাভিজ্ঞপুণ্যবৎস্বিতি শব্দরত্নাকরাৎ। কায়ঃ শরীরং রোমাঞ্চৈর্যুক্তো ভবতি।—নয়নং নেত্রমপিকারাৎ বদনমপি আনন্দসলিলেনানন্দজাতাশ্রুণা সহিতং ভবতীত্যর্থঃ। যশোতোকবচনং তাদৃশস্য কৈবল্যবোধনার্থং ॥ ৫৫ ॥

প্রৌঢ়িবাদেন তমেব সর্ব্বজ্ঞস্য পদেন নির্দ্দিশতি তদ্ভক্ত ইতি। আদ্যং কিমপরমিত্যাদ্যা সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। সরিতাং পতিং সমুদ্রমন্যেষাং দুস্পারমপি চুলুকবৎ গণ্ডূষমিব পশ্যতি। গুদে ক ইত্যয়ং ঘনপঙ্কেন দ্বয়োস্তু গণ্ডূষে মাঘমজ্জনে

শরীর রোমাঞ্চিত এবং নয়নও আনন্দসলিল-বিশিষ্ট, হে ধরণি! যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তুমি সেই পুরুষরত্নকে বহন কর, যমসদনে গমনাগমনপরায়ণ অন্য ব্যক্তিগণকে বহন করার প্রয়োজন কি? ॥ ৫৫ ॥

এই শ্লোক সর্ব্বানন্দের কৃত ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডূষের ন্যায়,

মেরুং পশ্যতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ ॥৫৬॥
সর্ব্বজ্ঞস্য ॥ ৪ ॥
মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্ন ধীরীশ্বরে

ইতি শব্দরত্নাকরঃ। ভাস্করং সূর্য্যং খদ্যোতবৎ জ্যোতিরিঙ্গণমিব। মেরুং সুমেরুং লোষ্ট্রবৎ মৃৎপিণ্ডমিব। ভূমেঃ পতিং দেশাধিপতিং ভৃত্যবৎ ভৃত্যমিব। স্বাধীনং চিন্তারত্নচয়ং চিন্তামণিসমূহং শিলাখণ্ডমিব। কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ অকিঞ্চিৎকরং সংসারং তৃণরাশিবৎ তৃণসমূহমিব তুচ্ছং। কিমপরং বক্তব্যং নিজং দেহং ভারবৎ। তুলা স্ত্রিয়াং পলশতং ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা ইতি ভারমিব ধারণেন ক্লেশকরমিত্যর্থঃ। সমুদ্রাদিদেবস্থিদর্শনং কৃষ্ণভক্তস্য ব্যভিচারিভাবত্বান্ন দূষণাবহমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫৬ ॥

ভক্তসঙ্গং বিনা ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং ন স্যাৎ। তচ্চ বিনা মুক্তিসুখং ন সিধ্যতীতীমমর্থং শ্রীমাধবসরস্বতীনাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি মীমাংসেতি। অত্র মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডবোধিকা দর্শনবিশেষঃ সৈব নেত্রমালিন্যকরী ধূলীবৎ জ্ঞানমালিন্যকরী। তেন মলীমসী মলিনা দৃক্ চক্ষুরিব। জ্ঞানং যেষাং তেষাং ধীর্বুদ্ধিরীশ্বরে

সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ নরপালকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য আর কি বলিব, নিজ-দেহকেও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন ॥ ৫৬ ॥

এই শ্লোক সর্ব্বজ্ঞের কৃত ॥ ৪ ॥

মীমাংসাধূলিতে যাহাদিগের চক্ষু মলিন, তাহাদিগের

গর্ব্বোদর্ক-কুতর্ক- কর্কশধিয়াং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।
জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে
সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ ॥৫৭
শ্রীমাধবসরস্বতীনাং ॥ ৫ ॥

তাবন্ন ভবতি। তাবদ্বাক্যালঙ্কারে। গর্ব্ব উদর্কোঽধিকো যস্মাৎ স চাসৌ কুতর্কঃ কুৎসিততর্কঃ কারণকার্য্যয়োরভেদনির্দ্দেশাত্তজ্জনকং কণাদগৌতম-শাস্ত্রং। তেন কর্কশা কঠিনা ধীর্যেষাং কণাদনৈয়ায়িকানাং সম্বন্ধে হরের্বার্ত্তা অনুশীলনাদি দূরেঽপি ন কদাপি নিকটবর্ত্তিনী ভবতি। তথা মুখমাদ্যে প্রধানে চেত্যমরাৎ। শ্রুতির্মুখং প্রধানং যস্য তদ্বেদান্তাদি তজ্জানন্তো বেদান্তিনোঽপি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যেবং তদর্থং ন জানতে। তত্র হেতুমাহ শ্রীরঙ্গি-সঙ্গাদৃতে ইতি ঋতেঽব্যয়ং বিনেত্যর্থঃ। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা সহ রঙ্গো যস্য স ভগ-বান্ উপাস্যতয়াঽস্তীতি তদ্ভক্তস্তস্য সঙ্গং বিনা শ্রুত্যাদ্যনুশীলনস্য মুক্ত্যাস্বাদঃ ফলং তস্য সৎসঙ্গাদৃতে অপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তমাহ সুস্বাদুমিতি। গুর্ব্বী মহতী দর্ব্বী সুস্বাদুং রসং পরিবেশয়ন্ত্যপি, তং রসং ন স্পৃশেৎ অর্থাৎ তদ্রসাস্বাদিকা ন ভবতি চৈতন্যাভাবাৎ। দর্ব্বী হাতা ইতি লোকোক্তিঃ। অত্র ভক্তসঙ্গশ্চৈতন্য-বদেব জ্ঞেয়ঃ। তথাচ ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতো পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিরিতি শ্রীদশ-মাৎ ॥ ৫৭ ॥

বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ করে না, যাহাদিগের বুদ্ধি, গর্ব্বই যাহার চরম ফল, এমত কুতর্কে কর্কশ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হরিকথা অতিদূরবর্ত্তিনী এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ব্যতিরেকে তত্ত্ব জানিয়াও জানিতে পারেন না, যেমন উৎকৃষ্ট দর্ব্বী (হাতা) সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারেন না তদ্রূপ ॥ ৫৭ ॥

এই শ্লোক শ্রীমাধবসরস্বতীর কৃত ॥ ৫ ॥

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥ ৫৮ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

অথ তেষাং দৈন্যোক্তিঃ।

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনং।

ভক্তানুগ্রহেণ কৃতার্থম্মন্যানামন্যত্রানভিকচিং কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দ্দর্শয়তি জ্ঞানেতি, তে তে সন্তি নাম সন্তিত্যর্থঃ। শ্রীহরিদাসানাং পাদৈশ্চরণৈর্যং ত্রাণং সংসারসর্পেভ্যো রক্ষণং তদেবাবলম্বঃ সংশ্রয়ো যেষামিতি ॥ ৫৮ ॥

তেষামিতি স্বেষামিত্যর্থঃ। তান্ত গ্রন্থকৃৎ স্বকীয়শ্লোকত্রয়েণ নির্দ্দিশতি তবৈব তবৈব তবৈবেত্যন্বয়ঃ। বিভো হে কৃষ্ণ তে তব নামানি সুকৃতিনাং সুপুণ্যবতাং অর্থাৎ নিষ্কামিনাং প্রণয়েন প্রীত্যা তুণ্ডোৎসবং মুখাহ্লাদং তন্বন্তি। তথা পুনস্তে জলদশ্যামানি মেঘবর্ণধামানি শ্রীমূর্ত্তয়ো নেত্রাঞ্জনং নেত্রয়োরঞ্জনমিব শীতলতাং প্রথয়ন্তি। অর্থাৎ সুখিনং কুর্ব্বন্তি। মুরলিকাজাতানি

কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞান আশ্রয় করিয়াছেন, কতক গুলি ব্যক্তি কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা হরিদাস-সকলের পাদুকামাত্র অবলম্বন করিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

এই শ্লোক কোন কৃতার্থম্মন্য ভক্তের কৃত ॥ ৬ ॥

অথ ঐ সকল ভক্তের দৈন্যোক্তি।

হে ভগবন্! আপনার নামসকল প্রণয়বশতঃ পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের বদনের উৎসব বিধান করিতেছেন। আপনার জলদতুল্য শ্যামবর্ণ কান্তি তাঁহাদিগের নয়নের অঞ্জন বিস্তার করিতেছেন। আপনার মুরলীজাত সামধ্বনি তাঁহাদিগের

সামানি শ্রুতিশঙ্কুলীং মুরলিকাজাতাঞ্জলং কুর্ব্বতে
কামানির্বৃতচেতসামিহ বিভো নাশাপি নঃ শোভতে ॥৫৯॥
সংসারাম্ভসি সংভৃত-ভ্রমভরে গম্ভীরতাপত্রয়-
গ্রাহেণাভিগৃহীতমুগ্রগতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়াৎ।
দীপ্রেণাদ্য সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদা কারিণা

সামানি গীতানি শ্রুতিশঙ্কুলীং কর্ণরন্ধ্রং। শঙ্কুলী পিষ্টভেদে কর্ণরন্ধ্র ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। অলং কুর্ব্বতে শোভয়ন্তি। ইহ অত্রাত্রাত্র কামানির্বৃতচেতসাং নঃ অস্মাকমাশা বাঞ্ছাপি ন শোভতে, কিমুত তত্তৎপ্রাপ্ত্যা তৃপ্তাংসবাদিমিতি ॥ ৫৯ ॥

সংসারাম্ভসীতি। হে হরে চিন্তাসন্ততিরুদ্ধং মচ্চিত্তদন্তীশ্বরমুদ্ধরেত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং সংসারাম্ভসি সংসার এবাম্ভো জলং তস্মিন্ তত্র কথম্ভূতে সম্ভৃতো ভ্রমভরো মোহাতিশয়ো। যত্র তস্মিন্ গম্ভীরা যে তাপত্রয়া আধ্যাত্মিকাদিদৈবিকাধিভৌতিকরূপাঃ তে এব গ্রাহঃ গম্ভীর উগ্রগতিনা তেনাপি গৃহীতং অন্তর্ভয়াৎ চিত্তস্য ভয়াৎ ক্রোশন্তং ত্বামাহয়ন্তং অদ্য ইদানীমেব বিবুধানাং বেদানাং ক্লান্তেশ্ছিদাং গ্লানের্বিদারণং কর্ত্তুং শীলমস্য তেন দীপ্রেণ দীপ্তিশীলেন সুদর্শনেন নিজাস্ত্রেণ। যদ্বা, স্বস্য শোভনদর্শনেন চিন্তাসন্ততিরুদ্ধং চিন্তায়াঃ

কর্ণরন্ধ্রকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, কিন্তু হে বিভো! আমাদিগের চিত্ত হইতে বাসনা নির্বৃত না হওয়াতে অদ্যাপি আশাও পরিপূর্ণ হইতেছে না ॥ ১ ॥ ৫৯ ॥

হে হরে! অতিশয় ভ্রমপূরিত সংসারসলিলে চিন্তাসূত্রবদ্ধ আমার চিত্তরূপ হস্তীশ্রেষ্ঠ উগ্রগতি গভীর তাপত্রয়স্বরূপ গ্রাহ (কুম্ভীর) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া অন্তর্ভয়ে চিৎকার করিতেছে, অতএব আপনি প্রকাশবহুল দেবদুঃখ

চিন্তাসন্ততিরুদ্ধমুদ্ধর হরে মচ্চিত্তদন্তীশ্বরং ॥ ৬০ ॥ ২ ॥
বিবৃত-বিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতিভবপূরে মজ্জতো মে বিদূরে।

সন্ততিঃ পরম্পরা তয়া রুদ্ধমাবৃতং মচ্চিত্তমেব দন্তীশ্বরং হস্তিশ্রেষ্ঠং উদ্ধর কৃপয়েতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥

পুনরপ্যতিকাতরেণ তাং লিখতি বিবৃতেতি। ভবপূরে ভবাব্ধৌ মজ্জতো মে অকৃতবিলম্বং যথা স্যাত্তথা সকৃদেকবারং হস্তালম্বং দেহীত্যন্বয়ঃ। ত্বমিতি শেষঃ। ত্বং কথম্ভূতঃ। হে অশরণগণবন্ধো অশরণগণা-ন বিদ্যতে শরণং যেষাং অর্থান্মদ্বিধাস্তেষাং গণাঃ সমূহাস্তেষাং বন্ধো। তথা হে কৃপাকৌমুদীন্দো ইতি। কৃপৈব কৌমুদী চন্দ্রিকা তস্যা ইন্দুস্তদবয়বীন্দুশ্চন্দ্রঃ হে কৃপাশ্রয় ইত্যর্থঃ। কৃপায়াশ্চন্দ্রিকাভাবেন রূপণং ভবতাপশমনার্থং। ভগবতশ্চন্দ্রত্বেন রূপণমাহ্লাদনায়েতি জ্ঞেয়ং। হা ইতি বিষাদশুগর্ত্তিবোধকং হা বিষাদশুগর্ত্তিষ্বিত্যমরাৎ। ভবপূরে ইতি পূরো জলসমূহেনেতি শব্দরত্নাকরঃ। ভব এব পূরো জলসমূহস্তাৎপর্য্যাৎ সমুদ্রস্তস্মিন্ তত্র কথম্ভূতে বিবৃতা বিস্তৃতা বাধা পীড়া যত্র তস্মিন্। কথং মগ্ন ইত্যপেক্ষায়াং হেতুং দর্শয়তি। ভ্রান্তিবেগাদগাধে ভ্রান্তির্মোহ ইত্যর্থঃ তস্য বেগাৎ প্রবাহাৎ। বেগঃ প্রবাহজবয়োরপীত্যমরঃ। মোহপ্রবাহেণ সীমারহিতে ইত্যর্থঃ। বলবতি স্থৌল্যযুক্তে কৈশ্চিদপি জেতুমশক্যে বা। বলং গন্ধরসে রূপে সামর্থ্যে স্থৌল্যসৈন্যয়োরিতি মেদিনীকরঃ। অবিদূরে ইতি সর্ব্বব্যাপকস্য তব নিকটে বর্ত্তমানস্য মে ইতি। অতো হা শব্দঃ। নন্বশরণে-

---

ছেদনকারী সুনিপণ সুদর্শনদ্বারা অদ্য উহাকে উদ্ধার করুন ॥ ৬০ ॥ ২ ॥

যাহাতে বিবিধ বাধা বিস্তৃত, যাহা ভ্রান্তি-বেগবশতঃ অগাধ এমত বলবৎ সংসারসমুদ্রের অতিদূরে আমি মগ্ন হই-

অশরণগণবন্ধো হা কৃপাকৌমুদীন্দো
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বং ॥ ৬১ ॥
এতে সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৩ ॥
নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ স্ববিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈ-
র্মুঞ্চন্নশ্রুমরন্দবিন্দুভিরলং রোমঞ্চবান্ঙ্কুরৈঃ।

ত্যাদিবিশেষণদ্বয়েন তস্য তত্তদানশীলত্বং ভবতু নাম দেহি হস্তাবলম্বমিতি কথ-মুক্তমেবম্ভূতসাহসো মহানুচিত এব। সত্যং, মহাবিপদ্গ্রস্তস্য যোগ্যাযোগ্যত্ব-বিচারো ন স্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

ভগবৎস্মরণেন বৃন্দাবনস্থস্য স্থাবরস্যাপি সৌভাগ্যমভিনন্দ্য তদ্বিহীনমাত্মনং মত্বা দৈন্যোক্তিমাহ শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং পদ্যেন নৃত্যন্নিতি। হে ভো মুকুন্দ বৃন্দাবনে তব স্মৃত্যা মাকন্দ আম্রবৃক্ষোঽপি মূর্চ্ছতি প্রেমমোহং প্রাপ্নোতি। কিমুত প্রাণিবর্গঃ কিং কিং কৃত্বা তত্রাহ নৃত্যন্নিত্যাদিবায়ুবিঘূর্ণিতৈরান্দো-লিতৈঃ স্ববিটপৈঃ শাখাবিস্তারপল্লবৈর্নৃত্যন্ স পুষ্পমধুলুব্ধানামলীনাং ভ্রমরাণাং রুতৈঃ শব্দৈর্গায়ন্ মরন্দো মকরন্দস্তস্য বিন্দুভিরশ্রুনেত্রজলং মুঞ্চন্ অঙ্কুরৈরভি-নবপত্রৈরলমতিশয়ং রোমাঞ্চবান্ সন্নিতি। অত্র বায়ুবিঘূর্ণনাদয়ো লোকচ্ছল-

---

য়াছি, হে অশরণগণবন্ধো! হে কৃপাকৌমুদীচন্দ্র! আপনি অবিলম্বে একবার আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন ॥ ৬১ ॥

উল্লিখিত তিন শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৩ ॥

হে মুকুন্দ! তোমাকে স্মরণ করিয়া বৃন্দাবনস্থ আম্রবৃক্ষও বায়ুবিঘূর্ণিত শাখাসমূহের দ্বারা নৃত্য করিতেছে, ভ্রমরনিক-রের ধ্বনিদ্বারা গান করিতেছে, মকরন্দবিন্দুদ্বারা অশ্রুমোচন

মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্চ্ছতি তব স্মৃত্যা নু বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমানচেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে ॥ ৬২ ॥
শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং ॥ ৪ ॥
যা দ্রৌপদীপরিত্রাণে যা গজেন্দ্রস্য মোক্ষণে।
ময্যার্ত্তে করুণামূর্ত্তে সা ত্বরা ক গতা হরে ॥ ৬৩ ॥ ৫ ॥

নায় ব্যাজা এব জ্ঞেয়াঃ। এবং সতি হে প্রাণসমান কৃষ্ণ ত্বং ব্রূহি মে চেতসি কথং তে নামাপি ন আয়াতি আগচ্ছতে। কিমুত স্মরণং প্রাণঃ সমানঃ সাধুকৃত্তমো যস্মাৎ হে তথাভূত। যদ্বা, প্রাণেতে সমানচেতসীতি পদদ্বয়ং। প্রাণয়তি জীবয়তীতি প্রাণঃ। তে নাম্নশ্চেতস্যাগতিং বিনা মম জীবনং ন স্যাদিতি ভাবঃ। সমান একশ্চাসৌ চেতশ্চেতি তস্মিন্নেকান্তচিত্তে ইত্যর্থঃ। সমানশ্চ সমৈকয়োঃ। নাধো শরীরবায়ৌ নেতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৬২ ॥

ভবসাগরমগ্নতয়া ব্যাকুলস্য জগন্নাথস্য দৈন্যোক্তিং পদ্যদ্বয়েনাহ যেতি সুগমং ॥ ৬৩ ॥

করিতেছে এবং অঙ্কুর উদ্গমদ্বারা অতিশয় রোমাঞ্চিত হইয়াছ, হে প্রাণসম! বল দেখি, তোমার নামটীও কেন আমার চিত্তে আসিতেছে না? ॥ ৬২ ॥

এই শ্লোক শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীপাদের ॥ ৪ ॥

হে হরে! দ্রৌপদীকে পরিত্রাণ করিতে এবং গজেন্দ্রকে মুক্ত করিতে, তোমার যে ত্বরা হইয়াছিল, হে করুণামূর্ত্তে! আমি পীড়িত, আমাকে পরিত্রাণ করিতে তোমার সে ত্বরা কোথায় গেল? ॥ ৬৩ ॥ ৫ ॥

দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে-
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে ॥ ৬৪ ॥
জগন্নাথস্য ॥ ৬ ॥
স্তাবকাস্তব চতুর্মুখাদয়ো
ভাবকাহি ভগবন্ ভবাদয়ঃ।

হে যাদবেন্দ্র দীনবন্ধুরিতি তে নাম স্মরন্ সর্ব্বাপরাধেন পতিতোঽহমুৎসহে ময়ি ত্বৎকৃপা ভবেদিতি। অন্যমুখাৎ ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে সতি মামকং মদীয়ং হৃদয়মাশু কম্পতে। যতো নাহং ভক্তঃ। অতো ময়ি কৃপা ন ভবিতেতি ॥ ৬৪ ॥

ভগবৎকৃপায়ামনধিকারিতাং বিধায় দীনস্য ধনঞ্জয়সোক্তিমাহ স্তাবকা ইতি। শতমখঃ ইন্দ্রঃ। হে বাসুদেব যদি তে তে তে দেবপ্রবরাঃ স্তাবক-

---

হে যাদবেন্দ্র! আমি পতিত, তোমার দীনবন্ধু এই নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া শ্রুত হওয়াতে সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে অর্থাৎ আমি কখন তোমার ভজন করি নাই, এই কারণই আমার প্রতি তোমার কৃপা হইল না ॥ ৬৪ ॥

এই শ্লোক জগন্নাথের কৃত ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! চতুর্মুখপ্রভৃতি যদি তোমার স্তাবক হইলেন, ভবপ্রভৃতি যদি ভাবক (চিন্তাকারক) হইলেন এবং ইন্দ্র-

সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ সুরা
বাসুদেব যদি কে তদা বয়ং ॥ ৬৫ ॥
ধনঞ্জয়স্য ॥ ৭ ॥
পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো নচ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥ ৬৬ ॥
কস্যচিৎ ॥ ৮ ॥
ভবোদ্ভবক্লেশকশাশতাহতঃ

ভাবকসেবকাস্তদা বয়ং কে কিং কূর্ম্ম কর্ত্তুং যোগ্যা নরাধমত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
তামপি পুনঃ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি পরমেতি। পরমশোচ্যতম ইতি পরমশোকবিষয়মহাশ্রেষ্ঠঃ যদুনাথেতি সম্বোধনং। অন্যৎ সুগমং ॥ ৬৬ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিত্যনুস্মৃত্য পরমচঞ্চলস্য তস্য

প্রভৃতি যদি সেবক হইলেন, হে বাসুদেব! তবে আমরা তোমার কে? ॥ ৬৫ ॥

হে হরে! তোমার তুল্য পরমকারুণিক আর কেহ নাই এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই, হে যদুনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এ পামরজনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর ॥ ৬৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৮ ॥

হে মাধব! আমার মনোরূপ অশ্ব ইন্দ্রিয়স্বরূপ কুৎসিত

পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়কাপথান্তরে।
নিয়ম্যতাং মাধব মে মনোহয়-
স্ত্বদঙ্ঘ্রিশঙ্কৌ দৃঢ়ভক্তিবন্ধনে ॥ ৬৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৯ ॥

ন ধ্যাতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগারাধিতোঽসি প্রভো

নিগ্রহায় দৈন্যোক্তিমাহ ভবোদ্ভবেতি। হে মাধব দৃঢ়ভক্তিবন্ধনে ত্বদঙ্ঘ্রিশঙ্কৌ মে মনোহয়ো নিয়ম্যতামিত্যন্বয়ঃ। ত্বদাঙ্ঘ্রিশ্চরণমেব শঙ্কুঃ কীলস্তস্মিন্। তত্র কথম্ভূতে দৃঢ়ং ভক্ত্যা বন্ধনং যত্র তস্মিন্। মনসো হয়ত্বেন রূপণমদম্যত্বাতি-প্রায়েণ। নিয়ম্যতামিতি। অন্যত্র গতিনিগ্রহপূর্ব্বকং তত্র বদ্ধা রক্ষ্যতাং। মনোহয়ঃ স্বেচ্ছাচারী সর্ব্বত্র ভ্রাম্যতু নাম কিমিতি বন্ধকেশেন দয়ালুনা ময়া স্থীয়তাং তত্রাহ। পরিভ্রমন্নিন্দ্রিয়কাপথান্তরে। বিষয়বিষয়িণোরভেদাদিন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বিষয়াণি। কাপথঃ কুৎসিতঃ পন্থাঃ তস্যান্তরে মধ্যে পরিভ্রমন্ পরি-শ্রমং প্রাপ্নুবন্ সন্ ভবোদ্ভবক্লেশকশাশতাহতঃ ভবো জন্ম তস্মাদুদ্ভব উৎপত্তি-র্যেষাং তে ক্লেশা এব। কশা অশ্বতাড়নী তস্যাঃ শতেন শতপরিমাণেন আহতো-হতো মহাদুঃখভাক্। অয়ম্ভাবঃ। তত্তাদৃশদুঃখেন মমাপি মহাদুঃখং ভবতি তস্যাশ্রয়ত্বাৎ। অতঃ স্বদাসত্বেন মাং বিভাব্য কৃপয়া তং নিয়ম্য মম তাদৃশ-জন্মপ্রণাশয়েতি দৈন্যোক্তিঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীভগবদ্ভজনাভাবঃ দুঃখপ্রাপ্তিহেতুরিতি কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দ্দিশতি ন

পথমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সংসারোৎপন্ন ক্লেশকশা-ঘাতে শত প্রকারে আহত হইয়াছে, অতএব ইহাকে আপনার চরণরূপ শঙ্কুতে দৃঢ় ভক্তিরজ্জুদ্বারা বন্ধন করুন ॥ ৬৭ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আমি তোমার ধ্যান বা কীর্ত্তন অথবা

নো জন্মান্তরগোচরে তব পদাম্ভোজেচ ভক্তিঃ কৃতা।
তে নাহং বহুদুঃখভাজনতয়া প্রাপ্তো দশামীদৃশীং
ত্বং কারুণ্যনিধে বিধেহি করুণাং শ্রীকৃষ্ণ দীনে ময়ি ॥৬৮॥
শ্রীশঙ্করস্য ॥ ১০ ॥
শরণমসি হরে প্রভো মুরারে

ধ্যাতোঽসীতি। হে কৃষ্ণ তেন হেতুনা বহুদুঃখভাজনতয়া উপলক্ষিতাং ঈদৃশীং পরমশোচ্যাং দশাং প্রাপ্তোঽহত্বতস্ত্বাং শরণং গতোঽস্মি। হে কারুণ্যনিধে দীনে ময়ি করুণাং বিধেহীত্যর্থঃ। তেনেতি যত এতজ্জন্মনি ত্বং ন ধ্যাতশ্চিন্তিতোঽসি ন কীর্ত্তিতোঽসি ন মনাগপ্যর্চ্চিতঃ যথা স্যাদারাধিতঃ পূজিতোঽপি নো জন্মান্তরগোচরে তব পাদাম্ভোজে। নো নিষেধার্থে। সর্ব্বত্র ময়েত্যধ্যাহার্য্যং। হে প্রভো ইতি পরমপূজ্যস্য তব ধ্যানাদিরবশ্যং কার্য্যস্তদকরণপ্রত্যবায়েন মম দুঃখভাজনতেতি ব্যজ্যতে। কারুণ্যনিধে ইতি হে করুণাসমুদ্র সম্প্রতি তং তং দোষং স্বস্বভাবেন পরিহৃত্য ময়ি করুণাং বিধেহি তয়ৈব বহুক্লেশদায়িনীং স্বদাসীং মায়াং নিবারয়েতি দৈন্যোক্তিঃ ॥ ৬৮ ॥

পাপাত্মত্বেন গতিরহিততয়া কশ্চিদৈন্যোক্ত্যা শ্রীভগবন্তং প্রার্থয়তে ॥

কিঞ্চিন্মাত্র আরাধনা করি নাই এবং জন্মান্তরে তোমার চরণপদ্মেও ভক্তি করি নাই, হে কল্যাণসমুদ্র! এই কারণে ঈদৃশী দশা লাভ করিয়াছি, যাহা হউক, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অতিদীন, আমার প্রতি করুণাবিধান কর ॥ ৬৮ ॥

এই শ্লোক শ্রীশঙ্করের কৃত ॥ ১০ ॥

হে হরে! হে মুরারে! হে প্রভো! তুমি আমার আশ্রয়

জয় মধুসূদন বাসুদেব বিষ্ণো।
নিরবধি-কলুষৌঘকারিণং মাং
গতিরহিতং জগদীশ রক্ষ রক্ষ ॥ ৬৯ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥
দীনাদৌ মুরারে নিশাদৌ মুরারে

তাং কস্যচিৎ পদেন লিখতি শরণমিতি। হে মধুসূদন হে বাসুদেব হে বিষ্ণো ত্বং জয় সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তস্ব তত্রপোৎকর্ষে মদ্বিধানাং ত্রাণমেব হেতুরিতি ধ্বনিস্তদভাবে তদভাব ইতানুধ্বনিঃ। সম্বোধনত্রয়েণ তদ্যোগ্যতা তস্য সূচিতা। জয়ি বৈশিষ্ট্যেন মম পূজ্যত্বাদহং ততোঽস্মীতি ব্যজ্যতে। নন্থ কিমিতি মাং নমস্করোষি তত্রাহ। হে প্রভো হরে মুরারে অপি ত্বং শরণং ভবেতি শেষঃ। তত্রাপি সম্বোধনত্রয়েণ শরণযোগ্যতামপি সূচিতা। নন্থ কিমপেক্ষয়া মাং শরণং প্রার্থয়সে তত্রাহ। হে জগদীশ নিরবধি নিরন্তরং কলুষৌঘকারিণং পাপসমূহ-কারিণং। অতএব গতিরহিতং মাং রক্ষ রক্ষ স্বভক্তিং দত্ত্বা মাং পালয়। স এব পাপসমূহো রাক্ষসো ভূত্বা অদ্য মাং গ্রসিতুমুদ্যত ইতি ভয়াৎ দ্বিত্বং ॥ ৬৯ ॥

দিনরাত্র্যোস্ত্রিকালেঽপি ত্বমস্মাকমেকো গতিরিতি দৈন্যোক্ত্যা কশ্চিৎ

হইয়াছ, হে মধুসূদন! হে বাসুদেব! তোমার জয় হউক, হে বিষ্ণো! আমি নিরন্তর রাশি রাশি পাপ করিয়াছি, আমার গতি নাই, হে জগদীশ! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর ॥ ৬৯ ॥ ১১ ॥

হে মুরারে! দিনের আদিতে, হে মুরারে! নিশার আদিতে, হে মুরারে! দিবার্দ্ধে, হে মুরারে! নিশার্দ্ধে, হে

দিনার্দ্ধে মুরারে নিশার্দ্ধে মুরারে।
দিনান্তে মুরারে নিশান্তে মুরারে
ত্বমেকো গতির্নস্ত্বমেকো গতির্নঃ ॥ ৭০ ॥
দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ১২ ॥
অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষয়ে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলিসদৃশং বিভাবয় ॥ ৭১ ॥

প্রার্থয়তে, তাং তেষাং শ্রীগুরুচরণানাং পদ্যেন লিখতি দিনার্দ্ধেতি। হে মুরারে ইতি সম্বোধনং গতিভবনযোগ্যতায়। অত্র দ্বিত্বমপ্যবধারণে অন্যৎ সুগমং ॥ ৭০ ॥

কশ্চিদ্ভক্তো যথাকথঞ্চিদ্রূপেণ তচ্চরণসম্বন্ধপ্রাপ্ত্যর্থং। দৈন্যেনাচেতনত্বমপি প্রার্থয়তে, তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অয়ীতি। সানুনয়কোমলসম্বোধনে হে নন্দতনূজ ভবাম্বুধৌ বিষয়ে আশ্রয়ে পতিতং কিঙ্করং তদ্দাসং মাং কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিভাবয়েত্যন্বয়ঃ। বিষয় আশ্রয়ার্থঃ। তথাচ বিষয়ো গৌড়াদিদেশে গোচরে চাশ্রয়ে পুমানিতি শব্দরত্নাকরঃ। বিষমে ইতি পাঠে পতিতং বিষয়েষ্বাসক্তিমিতার্থঃ। পাদপঙ্কজে স্থিতা যা ধূলী রজঃ পরাগ-

---

মুরারে! দিবসের অন্তে, হে মুরারে! রজনীর অন্তে, তুমি এক আমার গতি এবং তুমি এক আমার গতি ॥ ৭০ ॥

এই শ্লোক দাক্ষিণাত্যের কৃত ॥ ১২ ॥

হে নন্দনন্দন! আমি তোমার কিঙ্কর, বিষম ভবসমুদ্রে

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ১৩ ॥

অথ তেষাং নিষ্ঠা।

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৭২ ॥

তস্যাঃ সদৃশং নিত্যানন্দময়তয়া পরাগভুল্যতাং বিশেষেণ প্রাপয়। ভুঃ প্রাপ্তাবিতি ধাতোস্তদেকনিষ্ঠং কুর্ব্বীত কলিতার্থঃ ॥ ৭১ ॥

অথ ভক্তানাং মাহাত্ম্যে ভগবতি নিষ্ঠৈব হেতুরিতি তাং লিখতি। অথ তেষাং নিষ্ঠেতি। স্খলিদ্ভানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচর ইতি শ্রীভগবদ্বচনানুসারেণ প্রবর্ত্তমানঃ কশ্চিদন্যেন সাধুনা জাত্যাশ্রমধর্ম্মান্ পরিপৃষ্টঃ স্ববৃত্তান্তং তস্মৈনাহ তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি নাহমিতি। নরপতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবান্ গৃহপতির্গৃহস্থঃ বনস্থো বানপ্রস্থঃ যতিঃ সন্ন্যাসী এষাং মধ্যে কোঽপি নাহং, কিন্তু প্রোদ্যান্ প্রকর্ষেণোদয়ং প্রাপ্নুবন্ যো নিখিলপরমানন্দঃ স এব পূর্ণামৃতাব্ধিঃ পরিপূর্ণসুধাসাগরঃ সদোদিতসমস্তপরমানন্দপূর্ণরসসাগর ইত্যর্থঃ। তস্য গোপীভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়োর্যে দাসাস্তেষামপি যে দাসাস্তেষ্বস্তেষামিতি বা অনু হীনো দাসোঽতিনিকৃষ্টোঽহমিত্যর্থঃ। অব্যয়ং স্বনু।

পতিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক নিজপাদপদ্মস্থ ধূলিসদৃশ আমাকে বিবেচনা কর ॥ ৭১ ॥

এই শ্লোক শ্রীশ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের কৃত ॥ ১৩ ॥

অথ ভক্তদিগের নিষ্ঠা।

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ নহি এবং যতিও নহি,

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

ন বয়ং কবয়ো ন তার্কিকা
নচ বেদান্ত-নিতান্তপারগাঃ।
নচ বাদিনিবারকাঃ পরং
কপটাভীরকিশোরকিঙ্করাঃ ॥ ৭৩ ॥

হীনে সহার্থে সাদৃশ্যে পশ্চাদর্থেচ লক্ষণে। ইত্থম্ভাবায়াম ভাগবীপ্সাসন্নেষ্বনুক্রমে ইতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৭২ ॥

স্ববিদ্যাগৌরবং দৃষ্ট্বা কেনচিদ্ভক্তেন পৃষ্টঃ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যঃ শ্রীভগবতি স্বনিষ্ঠাং ভঙ্গ্যা যাং প্রাকাশয়ৎ তাং তৎপদ্যেনাহ ন বয়মিতি। কবয়ঃ কাব্য-রচনানিপুণাঃ তার্কিকাঃ তর্কবিদ্যাকুশলাঃ বেদান্তনিতান্তপারগাঃ বেদান্তস্য নিতান্তপারমেকান্তপারং ভগবৎসাক্ষাৎকারসাধকতাং গচ্ছন্তীতি যে তে তথা যে ষড়্দর্শননিষ্ঠাঃ স্বস্বমতং স্থাপয়িতুমন্যেষাং মতানি দূষয়ন্তি, তে বাদিনঃ তেষাং স্বস্বমতস্থাপনে নিবারকাঃ তে বয়ং ন, কিন্তু পরং কেবলং কপটাভীর-কিশোরকিঙ্করা ইতি আভীরস্য গোপস্য তাৎপর্য্যাৎ শ্রীনন্দগোপস্য কিশোরঃ শিশুঃ কপটানাং ছদ্মযুক্তানাং নৃপব্যাজাসুরাণাং শিশুপালাদীনামাভীরকিশোরঃ। তেষাং সম্বন্ধে গোপশিশুত্বেনৈব প্রতীয়মানঃ নত্বয়মীশ্বর ইত্যেবং রূপেণেত্যর্থঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি শ্রীভগবদ্গীতাতঃ কপটোঽস্ত্রী ছদ্মনিচ কপটধার্য্যপি ত্রিষ্বিতি। কিশোরো দশবর্ষোর্দ্ধমাপঞ্চদশবর্ষকে। সূর্য্যে

কিন্তু নিখিল পরমানন্দপরিপূর্ণ অমৃতসাগরস্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাস ও দাসের অনুদাস ॥ ৭২ ॥

অই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

আমরা কবি নহি, তার্কিক নহি, নিতান্ত বেদান্তপরাগ

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং ॥ ২ ॥

পরিবদতু জনো যথাতথায়ং
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়াম।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম ॥ ৭৪ ॥

হয়ে শিশৌ তৈলপর্ণ্যাং না য়ূনিতু ত্রিষ্বিতিচ শব্দরত্নাকরঃ। তস্য কিঙ্করাঃ সেবকাঃ ব্যাখ্যান্তরন্তু ন সঙ্গতং স্যাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭৩ ॥

হে সাধো ভবদাচরণং পরমসাধু তথাপি বিদূষকাস্তন্নিন্দতি তচ্ছ্রুত্বাস্মাকং মহাদুঃখং স্যাদতো রহস্যো এব ভবান্ তত উদ্ধরতামিতি। কেচিদ্বান্ধবাঃ কঞ্চিৎ সাধুং প্রতি ব্রুবন্তি, তান্ প্রতি স যথা ব্রূতে তৎ কস্যচিৎ পত্রেন লিখতি। পরিবদতি নিন্দতি চেৎ পরিবদতু পরিবাদং দদাতু, তৎপরিবদনং বয়ং ন বিচারয়ামঃ। ন্যায্যোঽস্মৎকৃত্যোঽয়মন্যায্যং বদতোবঃ রূপং তদ্বিচারণে ভগবতি চিত্তশৈথিল্যাৎ। কিন্তু হরিরসমদিরামদাতিমত্তাঃ শ্রীহরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রসাঃ শৃঙ্গারাদয়স্ত এব স্বাদুত্বাৎ মদিরা সাচ মদজনকত্বাৎ। মদঃ অত্যন্তাতিশয়োক্ত্যা তদাস্বাদো ব্যজ্যতে, তেনাতিমত্তা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতাঃ সন্তো ভুবি ভূমৌ বিলুঠাম লোঠনং করবাম নটাম নৃত্যং করবাম নির্বিশাম মূর্চ্ছাং প্রাপ্নবাম নির্বেশং

নহি এবং বাদিনিবারকও নহি, কেবলমাত্র কপট-গোপ-কিশোরের কিঙ্কর ॥ ৭৩ ॥

এই শ্লোক শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ২ ॥

অহে! মুখরলোকে যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা বিচার করিব না, হরিরস-মদিরায় অতিশয় মত্ত

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্ত্তমন্তর্মহঃ।

উপভোগে স্যাৎ। মূর্চ্ছায়াং বেতনে পুমানিতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৭৪ ॥

কশ্চিন্নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানী কশ্চিদ্ভক্তশ্রেষ্ঠঃ ব্রূতে, হে সাধো মৃদঙ্গকরতালাদি-বাদ্যসজ্ঘট্টে লোকসমাজে আদারসগীতিং কথং গায়সে অস্মাকমিব শ্রবণমননাদি কুরুতাং, তং প্রতি স যথাহ তং শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং পদ্যেন লিখতি ধন্যানা-মিতি। গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং ধন্যানাং সুকৃতিনাং হৃদি অন্তর্মহঃ প্রত্যক্ চৈতন্যং ভাসতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিত্যন্বয়ঃ। গিরিবরঃ শ্রীশৈলাদিঃ তস্মিন্ প্রত্যগ্রমভিনবঃ শোধিতো বা কুঞ্জ একো ব্রহ্মধ্যানযোগ্যনিবাসস্থানং যেষামিতি তেষাং। তৎ কথম্ভূতং। সত্যানন্দরসং নিত্যসুখরূপং। পুনঃ কথম্ভূতং বিকার-বিভবব্যাবর্ত্তং বিকারা অহঙ্কারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়ং, তেষাং বিভবাদৈশ্বর্য্যাৎ নানা-রূপেণ ভানাৎ ব্যাবর্ত্তং তন্ন তন্নেতি নিষেধাবধিভূতং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ। যদ্বা, বিকারাস্ত এব বিভবা ঐশ্বর্য্যাণি যস্মাৎ প্রকৃতেঃ সা ব্যাবর্ত্তা নিবর্ত্তিতা যস্মাৎ তৎ কিল প্রসিদ্ধৌ অস্মাকং চিত্তে কোঽপি গোপো মুহুঃ ক্রীড়তু প্রার্থনায়াং লোট্। স কথম্ভূতঃ মহেন্দ্রনীলরুচিরঃ মহেন্দ্র ইন্দ্ররত্নস্তস্য যো নীলো নীলবর্ণ-স্তদ্বদ্রুচিরঃ সুন্দরঃ মহেন্দ্ররত্নরুচির ইতি পাঠঃ সুগমঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ

হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব ॥৭৪॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

পর্ব্বতরাজের বিশুদ্ধ কুঞ্জবাসী ধন্য-পুরুষদিগের হৃদয়ে বিকার বিভব-বিরহিত অন্তরের উৎসবরূপ সত্যানন্দরস-

অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু ॥৭৫
শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং ॥ ৪ ॥
রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা
ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ।

বল্লবীরতিরসঃ বল্লবীনাং সম্বন্ধে মূর্ত্তঃ শৃঙ্গার ইব। বল্লব্যো গোপাঙ্গনাঃ রতিঃ প্রীতিঃ সা রস আস্বাদ্যো যস্য সঃ। তদর্থং বৃন্দাটবীলালসঃ বৃন্দাটব্যাং বৃন্দাবনে লালসো মহাকামো যস্য স ইতি ॥ ৭৫ ॥

কেচিদ্বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠাঃ স্বশিষ্যান্ ভগবন্নিষ্ঠাং শিক্ষয়তি, তাং শ্রীমদবেন্দ্রপুরীণাং পদ্যেন লিখতি রসমিতি। কবিত্বনিষ্ঠা আলঙ্কারিকা রসং শৃঙ্গারাদিদ্বাদশরসং প্রশংসন্তি কাব্যালোচনেন চতুর্বর্গসিদ্ধেঃ প্রশংসন্তু নাম। তথাচ সাহিত্যদর্পণে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসুচ। করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণং ইতি। তথা বেদশিরঃ শ্রুতিস্তন্নিবিষ্টাঃ শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণা অমৃতমমৃতবদাস্বাদ্যং ব্রহ্ম প্রশংসন্তি প্রশংসন্তু বয়ন্তু পূর্ণতত্ত্বং কমপি প্রাকৃতিকাগোচরমপি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণং শ্রয়ানঃ সেবামহে বিশেষণাভাং বিশেষ্যং নিগ-

---

প্রকাশিত হউক, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে নিশ্চয় গোপীরতিরসস্বরূপ বৃন্দাবনবিলাসী ইন্দ্রনীলকান্তিশালী কোন গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করুন ॥ ৭৫ ॥

এই শ্লোক শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের কৃত ॥ ৪ ॥

কবিত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ রসের প্রশংসা করুন এবং শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরূপ অমৃতকে প্রশংসা করুন, কিন্তু

বয়ন্তু গুঞ্জাকলিতাবতংশং
গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ ॥ ৭৬ ॥
শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীপাদানাং ॥ ৫ ॥
ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যেতু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে কেবলচিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতিমধুরস্মেরবক্ত্রারবিন্দো

ময়তি গুঞ্জা কলিতাবতংসং গৃহীতবংশমিতি। গুঞ্জাভিঃ কলিতোঽবতংসঃ শিরোভূষণং যস্য তং। গৃহীতো বংশো বংশী যেন তঞ্চ ॥ ৭৬ ॥

তাং পুনঃ কবিরত্রস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি ধ্যানাতীতমিতি। যেতু বেদান্তিনো ধ্যানাতীতং পরমং কিমপি বাঙ্মনসোরগোচরং তত্ত্বং বস্তু জানন্তি, তেষাং হৃদয়কুহরে হৃদয়াকাশে কেবলচিন্মাত্রং তত্ত্বং পরাধ্যশোধিততুরীয়মাত্মা আস্তাং সাক্ষাদ্ভাবেন তিষ্ঠতু। অস্মাকন্তু অয়ং ধ্যাননির্দ্দিষ্ট আত্মা অপ্রাকৃতসগুণং ব্রহ্মাস্তামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ধ্যাননির্দ্দিষ্টত্বং তাহ মেঘশ্যাম ইতি কনকপরিধিরিতি। কনকং সুবর্ণখচিতং বস্ত্রং তৎপরিধির্বেষ্টনমণ্ডলমিব পরিধিরধরোত্তরীয়ং যস্য সঃ। পরিবেশস্তু পরিধিরুপসূর্য্যকমণ্ডলে ইত্যমরাৎ। যদ্বা, পরিপূর্ব্বধাঞ্ধাতোর্ক্তিপ্রত্যয়ান্তঃ। তেন কনকখচিতং বস্ত্রং পরিধানং যস্য সঃ। পঙ্কজবদক্ষি চক্ষুর্যস্য সঃ। বক্ত্রমেবারবিন্দং পদ্মং বক্ত্রারবিন্দং স্মেরো মন্দহাস্য-

---

আমরা কোন গুঞ্জার অবতংসশালী ও বংশীধারিকে আশ্রয় করি ॥ ৭৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীযাদবেন্দ্রপুরীর কৃত ॥ ৫ ॥

যাঁহারা ধ্যানাতীত পরমতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদিগের হৃদয়-বিবরে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আত্মা অবস্থিত হউন, কিন্তু আমা-

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা ॥ ৭৭ ॥

কবিরত্নস্য ॥ ৬ ॥

জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে
সন্ধত্তে নচ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি।

স্তদ্যুক্তং বক্ত্রারবিন্দং যস্য সঃ। অতএব প্রকৃত্যা স্বভাবেন মধুরঃ সৌম্যঃ ॥৭৭॥

সহৃদয়ং প্রতি কশ্চিৎ সাধুঃ স্বনিষ্ঠাং ব্রূতে তাং তস্যৈব পদ্যেন লিখতি জাত্বিতি। জাত্বিতি পদং সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। মে মনঃ জাতু কদাপি পার্থিবপদং রাজ্যং ন প্রার্থয়তে। তথা ঐন্দ্রে পদে স্বর্গরাজ্যে ন মোদতে। তথা যোগসিদ্ধিষু অণিমাদিষু ধিয়ং মতিমর্থাদিচ্ছাং ন সন্ধত্তে অনুসন্ধানং করোতি। কিঞ্চক্তব্যং মোক্ষং ন চাকাঙ্ক্ষতি, কিন্তু কেবলং শুদ্ধে ব্রহ্মণি মনো ধাবতি ক্ষমেত্যধ্যাহার্য্যং। শুদ্ধে ইত্যত্র শ্যামে ইতি পাঠান্তরমস্তি, শ্যামবর্ণে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ কথম্ভূতে কালিন্দীবনসীমনি কালিন্দ্যা যমুনায়া বনং কালিন্দীবনং তস্য সীমনি ক্ষেত্রে সীমা ঘাটা সীময়োঃ স্ত্রী ক্ষেত্রে বৃন্দাণ্ডকোষয়োরিতি শব্দরত্নাকরঃ। অত্র বর্ত্তমানে স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ স্থিরা তড়িদ্বিদ্যুদ্যত্র স চাসৌ মেঘশ্চেতি তস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তস্মিন্ পীতাম্বরাবৃতশ্যামবর্ণে। পুনঃ কথম্ভূতে

দিগের হৃদয়ে স্বভাবতঃ মধুর, ঈষৎ হাস্যান্বিত মুখপদ্ম, ঘনশ্যাম, পীতাম্বর ও পদ্মলোচন এই আত্মায় অবস্থান করুন ॥৭৭

এই শ্লোক কবিরত্নের কৃত ॥ ৬ ॥

আমার মনঃ কখন রাজপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রপদে আমোদ প্রকাশ করে না, যোগসিদ্ধিবিষয়ে বুদ্ধিকে সন্ধান করে না, মোক্ষের প্রতিও আকাঙ্ক্ষা রাখে না, কিন্তু কেবল

কালিন্দীবনসীমনি স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতাবদ্ধে মনো ধাবতি ॥ ৭৮ ॥

তস্যৈব ॥ ৭ ॥

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং।

বল্লবীভুজলতাবদ্ধে বল্লবীনাং গোপীনাং ভুজা এব লতাঃ তাভির্বদ্ধে প্রেমালিঙ্গিতে এবম্ভূতেঽপি শুদ্ধব্রহ্ম ত্বং পরমবিচিত্রং। অতস্তদাকৃষ্টং মনস্তত্র ধাবতীতি ॥ ৭৮ ॥

ভক্তিনিষ্ঠাপ্রৌঢ়িং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন নির্দ্দিশতি সন্ধ্যেতি। বন্দনং মুখে নতাবিতি শব্দরত্নাকরাৎ। হে সন্ধ্যাবন্দন হে সন্ধ্যামুখ নিত্যকর্ম্ম ভবতঃ সকাশান্মম ভদ্রমস্তু ত্বদকরণেঽপি মা কুপ্যতাং প্রত্যুত কৃপয়া শ্রীকৃষ্ণভজননিষ্ঠায়াং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, ভবতো ভদ্রং শ্রৈষ্ঠং মঙ্গলং বস্তু অন্যেষাদরেণাচরণাৎ। যদ্বা, বন্দনং সন্ধ্যাঙ্গসূর্য্যপ্রণামঃ সন্ধ্যয়া সহ বন্দনেত্যর্থঃ। তথা ভোঃ স্নান তুভ্যং নমোঽস্তু স্নানকরণাশক্তয়ে মহ্যং মা কুপ্যতাং। ভো দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ পিতরশ্চাগ্নিষ্বাত্তাদয়ো যূয়ভ্যং নমোঽস্তু ভবতাং তর্পণবিধৌ হব্যকব্যাদিনা সন্তোষণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ সমর্থঃ। চতুঃষষ্টিভক্ত্যঙ্গসাধকস্য সমান্যকর্ম্মকরণে অবকাশাভাবাদতঃ ক্ষম্যতামকরণজন্যপ্রত্যবায়ো ন গৃহ্যতামিত্যর্থঃ। নন্বু ভোঃ সাধো ভগবদারাধনেন বরং সন্তুষ্টাঃ স্নানস্তবকমপি দোষং

কালিন্দীর বনসীমায় স্থিরবিদ্যুৎ ও মেঘদ্যুতিরূপ, গোপীভুজলতাবদ্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নির্ম্মল ব্রহ্মে ধাবিত হইতেছে ॥ ৭৮ ॥

এই শ্লোকও কবিরত্নে কৃত ॥ ৭ ॥

হে সন্ধ্যাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান! তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! এই জল তর্পণবিধিতে আমি অক্ষম, সুতরাং ক্ষমা করিবে। আমি যে

যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥ ৭৯॥
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং॥ ৮॥
স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া নচ * ক্রিয়া সন্ধ্যাচ বন্ধ্যাভব-
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সম্পুটিতান্তঃস্ফুটা।

ন গৃহ্ণামঃ। কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন ভবতা সহ কেঽপি ন বাবহরন্তি। তত্র বয়ং কিং কুর্ম্মস্তত্রাহ যত্রেত্যাদি। যত্র ক্বাপি অহমমুকোঽমুকজাতিরিত্যাদিপরিচয়-রহিতে স্থানে নিষদ্য নিবিশ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ স্মৃতার্থধাতুযোগে কর্ম্মণি ষষ্ঠী তং। পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা অঘং সর্ব্বপাপং সংসারদুঃখং বা হরামি, তৎস্মরণমলং পর্য্যাপ্তং মন্যে মে মমান্যেন কর্ম্মণা কিং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। এতেন বান্ধবাদিযোগো ধ্বনিঃ সতু মদভিলষিত এবেত্যর্থঃ॥ ৭৯॥

ভক্তিনিষ্ঠত্বেন নিত্যাদীনাং ত্যাগং কার্য্যদ্বারা কস্যচিৎ পদোন দর্শয়তি স্নানমিতি। পামরস্যাধমস্য মম সম্বন্ধি স্নানং ম্লানমভূৎ যথাবিধ্যনাচরণাৎ ক্রিয়াদিষু বিভক্তিবিপরিণামাৎ অন্বয়ঃ কার্য্যঃ। তেনচ ক্রিয়া ক্রিয়া নাভূৎ। সন্ধ্যাচ বন্ধ্যাভবৎ স্বস্যা অনাচরণহেতুনা স্বফলপ্রকাশনাভাবাৎ বেদঃ কর্ম্ম-মার্গঃ ক্লেদং মলিনতামবাপ। ভক্তিনিষ্ঠৈরনাদরণাৎ। তথৈব অন্যশাস্ত্রপটলী সম্পুটিতোঽন্তর্মনো মধ্যে স্ফুটো ব্যক্তো যস্যাস্তথাভূতা অভবৎ অকৃতযাজন-

---

কোন স্থানেই হউক উপবেশনপূর্ব্বক যদুকুলের শিরোভূষণ কংসশত্রুকে বারম্বার স্মরণ করিয়া পাপনিবারণ করিব, সুতরাং অন্য স্নানাদিতে আমার প্রয়োজন কি? ॥ ৭৯॥

এই শ্লোক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কৃত॥ ৮॥

আমার স্নান ম্লান হউক, ক্রিয়া অক্রিয়া হউক, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, বেদ মলিনতা লাভ করুন, শাস্ত্রসমূহ অন্তঃকরণে

---

* যদাতীব্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেরগৌরবং। নচ্ছন্দোভঙ্গ ইত্যাহুস্তদা দোষাঃ সুরূঃ॥

ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশং ॥ ৮০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৯ ॥

দেবকীতনয়সেবকীভবন্
যো ভবানি স ভবানি কিন্ততঃ।
উৎপথে ক্বচন সৎপথেঽপি বা
মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতং ॥ ৮১ ॥

ত্বাং। তথা ধর্ম্মো মর্ম্মহতঃ স্বরূপেণ বিনষ্টোঽভবৎ অনুপাসনাৎ। তথৈব ধর্ম্মসমূহঃ কর্ম্মাক্ষমং প্রাপ্তবান্। স্বদেয়ক্লেশকর্ম্মণি অশক্তোঽভূৎ। নন্থ ভোঃ যদেবং সর্ব্বং তৎকথং চিন্তা তিষ্ঠতীতি আহ মম চিন্তা ইষ্টলাভানিষ্টলাভাভ্যাং নির্ম্মিতং ধ্যানং ত্বং যাদবেন্দ্রস্য চরণাম্ভোজেঽনিশং নিরন্তরং সংবিশ নিশ্চলতয়া প্রবিশেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮০ ॥

নিরপেক্ষস্য তাং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি দেবকীতি অহং দেবকীতনয়স্য অগ্রে অসেবকঃ সম্প্রতি সেবকো ভূত্বা য উৎকৃষ্টো নিকৃষ্টো ভবানি স ভবানি। ততঃ কিং তেন কিং সেবৈকপুরুষার্থত্বাৎ। কিঞ্চ, ক্বচন কদা উৎপথে কাপথে সৎপথেঽপি বা দৈবদেশিতং পূর্ব্বকর্ম্মাধীনং মানসং চিত্তং ব্রজতি চেৎ ব্রজতু। ততঃ কিমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। জীবনস্য তস্মিন্ বিক্রীতত্বাৎ। নিকৃষ্টভবনাদিতিতু দৈন্যেনোক্তং নতু স্বরূপতঃ ভক্ত্যা তদনুযোগাৎ ॥ ৮১ ॥

স্ফূর্ত্তি পাউক, ধর্ম্ম বিনষ্ট হউক এবং অধর্ম্মনিচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, কিন্তু আমার মনঃ শ্রীযাদবেন্দ্রচরণে নিরন্তর নিশ্চলভাবে প্রবেশ করুক ॥ ৮০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৯ ॥

আমি দেবকীতনয়ের দাস হইয়া, যে হই সে হই না কেন, আমার মনঃ দৈবপ্রেরিত হইয়া কখন বিপথে যাউক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? ॥ ৮১ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১০ ॥

মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবলক্ষয়া জড়ধিয়ং মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদাম্ভিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাং ॥৮২॥

পুনরপি তস্য তাং মাধবস্য পদ্যেন লিখতি মুগ্ধমিতি। নীতিনিপুণাঃ শাস্ত্রাভিজ্ঞা মাং মুগ্ধং মূঢ়ং নিগদন্তি চেৎ নিগদন্তু বদন্তু নিগদন্তিতি ক্রিয়া সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। বৈদিকাঃ কর্ম্মনিষ্ঠৈরজ্ঞানিভিঃ ভ্রান্তং ভ্রমব্যাপ্তং বান্ধবসমূহা মন্দং নিকৃষ্টং সোদরাঃ সহোদরভ্রাতরঃ মুক্তাদরাঃ স্নেহশূন্যাঃ মাং প্রতি আদরং স্নেহং পরিত্যজ্য জড়ধিয়ং গার্হস্থ্যকার্য্যাক্ষমং ধনিন উন্মত্তং স্বাভিপ্রেতং ধনং প্রার্থয়স্বেত্যুক্তেঽপি তদগ্রহণাৎ। ক্ষিপ্তং বিবেকচতুরা বস্তুস্বরূপনিশ্চয়কুশলা বিবেকো মিথো ব্যাবৃত্ত্যা বস্তুস্বরূপনিশ্চয়ে। প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানে পৃথগ্‌ভাব-বিচারয়োরিতি শব্দরত্নাকরাৎ। কামং যথেচ্ছং মহাদাম্ভিকং মহাকাপটিকং তে সর্ব্বে নিগদন্তু নাম। তথাপি মে মনঃ মনাগপি ঈষৎকালমপি গোবিন্দপাদ-স্পৃহাং মোক্তুং ন ক্ষমতে। ইতি স্বাতন্ত্র্যং পরিহৃতং কেনচ চঞ্চলস্য মনস-স্তদপি তুল্যা নিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিস্তস্যাচ মনো মোহনত্বঞ্চ ব্যজ্যতে। ৮২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১০ ॥

নীতিকুশল ব্যক্তিগণ আমাকে মুগ্ধ বলেন বলুন, বেদান্ত-পরায়ণ মানবসকল আমাকে বারম্বার ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধবসকল আমাকে মন্দ বলেন বলুন, সহোদরসকল আদর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনবানেরা আমাকে উন্মত্ত বলে বলুক এবং বিবেকচতুর ব্যক্তিগণ আমাকে যথেষ্টরূপে দাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মনঃ অল্পক্ষণও গোবিন্দপাদস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৮২ ॥

মাধবস্য ॥ ১১ ॥

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী-মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ৮৩ ॥

রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ১২ ॥

পুরতঃ স্ফুরতু বিমুক্তিশ্চির-
মিহ রাজ্যং করোতু বৈরাজ্যং।
শিশুপাল বালকপতেঃ
সেবায়ামেবাভিবাঞ্ছামি ॥ ৮৪ ॥

ভগবন্নিষ্ঠায়ামপি অধিকারিভেদেন বৈশিষ্ট্যং প্রদর্শয়তাপাধ্যায়স্য পদ্যেন লিখতি শ্যামমেবেতি। বয় ইতি। বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্ম্মী কিশোর এবাত নিত্যনানাবিলাসবানিতি রসামৃতসিন্ধাবস্য মুখ্যত্ববর্ণনাৎ। আদ্যো মধুরঃ ॥ ৮৩ ॥

পুরুষোত্তমাচার্য্যস্য পদ্যেন পদদ্বয়ং নির্দ্দিশতি পুরত ইতি। ইহ সংসারে নির্ভেদজ্ঞানোপাসকস্য পুরতোঽগ্রে বিমুক্তিঃ সাযুজ্যং চিরং স্ফুরতি চেৎ স্ফুরতু। কর্ম্মী জনো রাজ্যং করোতু চেৎ করোতু, হিরণ্যগর্ভোপাসকো বৈরাজ্যং সত্যলোকাধিপত্যং করোতি চেৎ করোতু, তত্র তত্র ন মমাকাঙ্ক্ষেতি। নন্বু তর্হি ভবান্ কিং প্রার্থয়তে তত্রাহ, পশুপালবালকপতেঃ গোপসুতানাং পালকস্য কৃষ্ণস্যাহং সেবায়ামেব বাঞ্ছামি নান্যৎ ॥ ৮৪ ॥

এই শ্লোক মাধবের কৃত ॥ ১১ ॥

শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই উত্তম পুরী, কৈশোর বয়ঃক্রমই ধ্যানযোগ্য এবং মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস ॥ ৮৩ ॥

এই শ্লোক রঘুপতি-উপাধ্যায়ের কৃত ॥ ১২ ॥

আমার সম্মুখে বিমুক্তিই স্ফুরিত হউক বা চিরকাল ব্রহ্ম-

পুরুষোত্তমাচার্য্যস্য ॥ ১৩ ॥

ক্ষৌণীপতিত্বমথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানং।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা ॥ ৮৫ ॥

শ্রীগর্ত্তকবীন্দ্রস্য ॥ ১৪ ॥

দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরতু তাপত্রয়ং বাপি।

শ্রীভগবন্তং প্রতি কশ্চিৎ স্বনিষ্ঠাং নিবেদয়তি তৎ গর্ত্তকবীন্দ্রস্য পদ্যেন লিখতি ক্ষৌণীতি। হে বাসুদেব * মম সম্বন্ধে ক্ষৌণীপতিত্বং ভূমিরাজ্যং। অথবা একমকিঞ্চনত্বং দারিদ্র্যমাত্রং দদাসি। অথ বহুমানং নিত্যং দদাসি, অপমানং বা তথা বৈকুণ্ঠবাসং অথবা নরকে বাসং, তথাপি ত্বদন্যা গতির্নাস্তি সমাশ্রয়সেব্যত্বাভাবাৎ ॥ ৮৫ ॥

কবিরাজমিশ্রস্য পদ্যেন তাং লিখতি দিশতিতি। কেশবঃ স্বামী প্রভুর্মম স্বারাজ্যং স্বর্গাধিপত্যং দিশতু দণ্ডং বা তাপত্রয়ং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং বাপি

পদই বিরাজ করুক, তথাপি আমি গোপবালকপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অভিলাষ করি ॥ ৮৪ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তমাচার্য্যের কৃত ॥ ১৩ ॥

তুমি আমাকে রাজত্বই দাও বা দরিদ্রত্ব প্রদান কর অথবা নিত্য আমাকে আদর কর বা অনাদর কর কিম্বা আমাকে বৈকুণ্ঠে বাস দাও অথবা নরকেই স্থান দান কর, হে বাসুদেব! তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই ॥ ৮৫ ॥

এই শ্লোক শ্রীগর্ত্তকবীন্দ্রের কৃত ॥ ১৪ ॥

আমাকে মুক্তি আদেশ করুন বা তাপত্রয় প্রদান করুন

---

* হা বাসুদেবেতি পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ॥

সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন মুঞ্চতু কেশবস্বামী ॥ ৮৬ ॥

কবিরাজমিশ্রস্য ॥ ১৫ ॥

অথ তেষামেবৌৎসুক্যপ্রার্থনা।

নন্দনন্দনপদারবিন্দয়োঃ

স্যন্দমানমকরন্দবিন্দবঃ।

সিন্ধবঃ পরমসৌখ্যসম্পদাং

নন্দয়ন্তু হৃদয়ং মমানিশং ॥ ৮৭ ॥

বিতরতু। তেন তেনচ সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমুঞ্চতিত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ॥ তেন তেনচ মে কষ্টং ন, কিন্তু কেশবেন পরিত্যক্তস্য সতো মম মহোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। যতঃ স স্বামী প্রভুঃ স্বামিনা পরিত্যক্তায়াঃ সাধ্ব্যাঃ কিমপি গত্যন্তরং নাস্তি, অথচ মহদ্দুঃখঞ্চ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ভক্তানামেব ভক্তিনিষ্ঠানন্তরং জাতভাবরাত্তেষাং সৌৎসুক্যপ্রার্থনাং লিখতি। অথ তেষামেব সৌৎসুক্যপ্রার্থনেতি। লালসৌৎসুক্যাতৃতাতিরেকযাচ্ঞাসুচ দ্বয়োরিতি। মেদিনীকরকোষাদত্র ঔৎসুক্যং লালসা তন্ময়ী প্রার্থনেত্যর্থঃ। ঔৎসুক্যলক্ষণঞ্চৈবং। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টৈকাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। কালাক্ষমত্বং কালযাপনায়ামসমর্থত্বমিতি। শ্রীকরাচার্য্যাণাং পদেন তাং দর্শয়তি নন্দেতি। নন্দনন্দনপদারবিন্দাভ্যাং স্যন্দমানমকরন্দবিন্দবঃ। অর্থাৎ ভক্তিরসাঃ স্যন্দ্ ক্ষরণে ইতি ধাতোঃ। মম হৃদয়মনিশং সন্ততং নন্দয়ন্তু,

---

অথবা আমাকে সুখবিশিষ্ট করুন বা দুঃখেই রাখুন, তথাপি কেশবস্বামী যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন ॥ ৮৬ ॥

এই শ্লোক কবিরাজমিশ্রের কৃত ॥ ১৫ ॥

ভক্তগণের ঔৎসুক্যপ্রার্থনা।

নন্দনন্দনের পদারবিন্দযুগল হইতে রক্ষিত মকরন্দবিন্দু-

শ্রীকরাচার্য্যস্য ॥ ১ ॥

ইহ বৎসান্ সমাহ্বয়াদিহ নঃ স্বামী জগৌ বংশীং।
ইতি সাস্রং গদতো মে যমুনাতীরে দিনং যায়াৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ২ ॥

অনুশীলিতকুঞ্জবাটিকায়াং
জঘনালঙ্কৃতপীতশাটিকায়াং।

তে কথম্ভূতাঃ পরমসৌখ্যসম্পদাং সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ সমুদ্রবৎ পরমসুখানাং আশ্রয়াঃ ॥ ৮৭ ॥

রঘুপত্যুপধ্যায়ো যথা কাঙ্ক্ষতাং তত্তৎপদ্যেন লিখতি ইহেতি। ইহ স্থানে নোঽস্মাকং স্বামী কৃষ্ণঃ বৎসান্ সমচারয়ৎ। ইহ বংশীং জগৌ বাদয়ামাস ইতি। সাস্রং নেত্রজলক্ষরণসহিতং যথা স্যাত্তথা গদতো মে যমুনাতীরে দিনং যায়াৎ গচ্ছেৎ প্রার্থনায়াং লিঙ ॥ ৮৮ ॥

গোবিন্দস্য পদ্যেন তৎপ্রার্থনাং লিখতি অনুশীলিতেতি। কদম্বদেবতায়াং কদম্ববৃক্ষস্য দেবতেব সদাধিষ্ঠাত্র্যাং মম চেতোঽস্থিতা হয়ঃ। তস্যাং কথম্ভূতায়াং অনুশীলিতকুঞ্জবাটিকায়াং অনুশীলিতা ক্রীড়ার্থং পরিসেবিতা কুঞ্জবাটিকা কুঞ্জগৃহো যয়েতি। তথা জঘনে স্ত্রীকট্যা অগ্রভাগে অলঙ্কৃতা পীতশাটিকা

রূপ পরমানন্দসম্পত্তির সিন্ধুসকল নিরন্তর আমার হৃদয়কে আনন্দিত করুক ॥ ৮৭ ॥

এই শ্লোক শ্রীকরাচার্য্যের কৃত ॥ ১ ॥

আমাদের স্বামী এই স্থানে বৎস-সকল আহ্বান করিতেছেন এবং এই স্থানে বংশীবাদ্য করিতেছেন, সাশ্রুনয়নে এই কথা বলিতে বলিতে যমুনাতীরে আমার দিন গত হউক ॥৮৮॥

এই শ্লোক শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের কৃত ॥ ২ ॥

যিনি নিরন্তর কুঞ্জবাটিকায় ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার

মুরলীকলকূজিতরতায়াং
মম চেতোঽস্তু কদম্বদেবতায়াং ॥ ৮৯ ॥

গোবিন্দস্য ॥ ৩ ॥

আরক্তদীর্ঘনয়নো নয়নাভিরামঃ
কন্দর্পকোটিললিতং বপুরাদধানঃ।
ভূয়াৎ সমেত্য হৃদয়াম্বুরুহাধিবর্ত্তী
বৃন্দাটবীনগর-নাগরচক্রবর্ত্তী ॥ ৯০ ॥

যস্যাস্তস্যাং। তথা মুরলীকলকূজিতে বংশীমধুরধ্বনৌ রতায়াং তদ্বাদনব্রতং পরায়ামিতি ॥ ৮৯ ॥

ভবানন্দরায়ো যদাকাঙ্ক্ষতাং তং পদ্যেন লিখতি আরক্তেতি। বৃন্দাটবীনগরনাগরচক্রবর্ত্তী সমেত্য অর্থাৎ মনসঃ সংগত্য হৃদয়াম্বুরুহাধিবর্ত্তী ভূয়াৎ দিত্যন্বয়ঃ। স কথম্ভূতঃ আরক্তে ঈষদ্রক্তে দীর্ঘে নয়নে যস্য সঃ পুনঃ কথম্ভূতঃ নয়নে অভিসর্ব্বতোভাবেন রময়তীতি সঃ। কন্দর্পকোটিভ্যো ললিতং রম্যং বপুঃ শরীরং দধানঃ। হৃদয়েতি হৃদয়ং বক্ষঃস্থলমেব অম্বুরুহং পদ্মং। তত্র অধি আধিক্যেন বর্ত্তিতুং শীলমস্য সঃ। বৃন্দাটবী বৃন্দাবনং সৈব নগরং শ্রীনন্দরাজপুরং। তত্র যে নাগরা বিদগ্ধাস্তেষাং চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমঃ ॥ ৯০ ॥

জঘনদেশ পীতবস্ত্রে অলঙ্কৃত এবং যিনি মুরলীবাদ্যে তৎপর, সেই কদম্বদেবতায় আমার চিত্ত অবস্থিত হউক ॥ ৮৯ ॥

এই শ্লোক গোবিন্দের কৃত ॥ ৩ ॥

যাঁহার সুদীর্ঘ-নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ, যিনি নয়নের অভিরাম এবং যিনি কোটি-কন্দর্প অপেক্ষা মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই বৃন্দাবননগরের নাগরচক্রবর্ত্তী আমার হৃদয়পদ্মের মধ্যবর্ত্তী হউন ॥ ৯০ ॥

ভবানন্দস্য ॥ ৪ ॥

লাবণ্যামৃতবন্যা মধুরিমলহরীপরীপাকঃ।
কারুণ্যানাং হৃদয়ং কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরতু ॥ ৯১ ॥

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং ॥ ৫ ॥

ভবন্তু তত্র জন্মনি যত্র তে মুরলীকলঃ।
কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণবার্ত্তয়া ॥ ৯২ ॥

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যা যৎ প্রার্থয়ন্তে তত্তেষাং পদেন লিখতি লাবণ্যেতি। কারুণ্যানাং কৃপাবিষয়ভূতানাং হৃদয়ে কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরত্বিত্যন্বয়ঃ। কপটেন ছলেন কিশোরঃ শিশুস্তস্য নিত্যনবকৈশোরত্বাৎ। শিশুত্বমেব কাপট্যং। স কথম্ভূতঃ। লাবণ্যমেবামৃতবন্যা অমৃতপ্রবাহঃ মধুরিমা মধুরত্বং, তস্য লহরী-তরঙ্গস্তস্যাঃ পরীপাকঃ পরিণতিরূপঃ ॥ ৯১ ॥

বিবিধক্লেশোদ্ভবস্থানানি স্বীকৃত্যাপি ভগবদ্ভক্তীগান্ প্রার্থয়ন্তে ভক্তি-রসিকাস্তেষামেব পদেন লিখতি ভবন্তিতি। তাৎপর্য্যং হে ভগবন্ যত্র জন্মসু তে মুরলীকলঃ মুরলীমধুরস্বরঃ কর্ণপেয়ং কর্ণাভ্যামাস্বাদ্যত্বং আয়াতি আগচ্ছতি, তানি জন্মানি ভবন্তু। প্রার্থনায়াং লোট্। অন্যেষাং বাঞ্ছিতা নির্ব্বাণ-মুক্তির্মে ন প্রার্থ্যা ইত্যাহ কিং মে ইতি ॥ ৯২ ॥

এই শ্লোক ভবানন্দের কৃত ॥ ৪ ॥

যিনি লাবণ্যামৃত-বন্যার মাধুর্য্যময় লহরীর পরিপাকস্বরূপ, সেই কপট-গোপকিশোর করুণাশীল মানবদিগের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিশীল হউন ॥ ৯১ ॥

এই শ্লোক সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৫ ॥

যে স্থানে তোমার মুরলীর মধুর রব কর্ণের পেয়ত্বপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই স্থানেই আমার বারম্বার জন্ম হউক, নির্ব্বাণ-মুক্তিকথায় প্রয়োজন কি ? ॥ ৯২ ॥

তেষামেব ॥ ৬ ॥

আস্বাদ্যং প্রমদা রদচ্ছদ ইব শ্রব্যং নবং জল্পিতং
বালায়া ইব দৃশ্যমুত্তমবধূলাবণ্যলক্ষ্মীরিব।
প্রোদ্ঘোষ্যং চিরবিপ্রযুক্ত-বনিতাসন্দেশবাণীব মে
নৈবেদ্যং চরিতঞ্চ রূপমনিশং শ্রীকৃষ্ণনামাস্তু তে ॥ ৯৩ ॥

কেচিৎ সখ্যরসভক্তাস্তন্মহাপ্রসাদাদিষু সলালসঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়ন্তি। তৎ কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন লিখতি আস্বাদ্যমিতি। হে কৃষ্ণ তে নৈবেদ্যং নিবেদিতান্নং চরিতং লীলারূপং সৌন্দর্য্যং নাম নন্দনন্দনেত্যাদি যে অনিশং নিরন্তরমেবমেবং ভবতু। রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে নানকে পশুশব্দয়োঃ। গ্রন্থাবৃত্তে নাটকাদ্যবাকারশ্লোকয়োরপীতি শব্দরত্নাকরঃ। তত্তৎ কিমিব তৎ ক্রমেণ বেদয়তি নৈবেদ্যং প্রমদা উত্তমা রমণী রদচ্ছদ ওষ্ঠ ইব সঃ, যথা কামুকেন লালসয়া স্বাদ্যো ভবতি। তদিবাস্বাদ্যং চরিতং বালায়া নববধ্বা নবং জল্পিতং লজ্জাভরেণ মৃদুকথিতমিব শ্রাব্যং ভবতু। তদ্যথা তাদৃশেনাদরাৎ শ্রূয়তে। তথা রূপং উত্তমবধূলাবণ্যলক্ষ্মীঃ উৎকৃষ্টয়া বধ্বা লাবণ্যং মুক্তাহারবচ্চারুচিক্কণং। তল্লক্ষণন্তু মুক্তাফলানাং ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরেত্যাদিপূর্ব্বমেবোক্তং। তস্য লক্ষ্মীঃ শোভেব দৃশ্যং ভবতু। সা তেনাদরেণ দৃশ্যতে ইতি নাম। চিরবিপ্রযুক্তবনিতাসন্দেশবাণীব চিরকালং ব্যাপ্য বিপ্রযুক্তা বিরহিণী। যা বনিতা জনিতানুরাগা তস্যাঃ সম্বন্ধে সন্দেশবাণী। তস্য নায়কস্য সম্বাদ ইব প্রোদ্ঘোষ্যং স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তেতি, শ্রীশুকবাক্যানুসারাৎ। সা যথা নায়কসন্দেশং পুনঃ পুনরাবৃত্ত্য প্রোদ্ঘুষ্যতি তথৈব নামেতি দৃষ্টান্তচতুষ্টয়েন তত্র তত্রাত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৯৩ ॥

এই শ্লোকও সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৬ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নৈবেদ্য, চরিত, রূপ ও নাম আমার সম্বন্ধে এই চারিটী প্রমদা রমণীর অধরের ন্যায় আস্বাদ্য, বালা রমণীর নূতন কথার ন্যায় শ্রাব্য, উত্তম বধূর লাবণ্যলক্ষ্মীর ন্যায় দৃশ্য এবং চিরবিরহিণী বনিতার সন্দেশ-বাক্যের ন্যায় ঘোষণীয় হউক ॥ ৯৩ ॥

কেষাঞ্চিৎ ॥ ৭ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৯৪॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৯৫ ॥
এতৌ দ্বৌ শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

অথ শ্রীভগবান্ শচীনন্দনঃ সৌৎসুক্যপ্রার্থনাং স্বভক্তানাং শিক্ষয়িতুং স্বয়মেব পদ্যদ্বয়েন যামাহ তাং দর্শয়তি নয়নমিতি। হে ভগবন্ নামগ্রহণকালে কদা মে নয়নং গলদশ্রুধারয়া উপলক্ষিতং ভবতি। তথা বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা উপলক্ষিতং। তথা বপুঃ শরীরং পুলকৈরোমাঞ্চৈর্নিচিতং ব্যাপ্তং ভবিষ্যতীতি বদেতি প্রার্থয়ে ॥ ৯৪ ॥

হে জগদীশ ধনাদিকমহং ন কাময়ে বাশব্দশ্চার্থঃ মোক্ষাদিকমপি। ননু তদা হে সাধো কিং কাময়সে বদ তদেব দদামীত্যত্রাহ মমেত্যাদি। হে জগদীশ সর্ব্বাভীষ্টদানসমর্থ ঈশ্বরে ত্বয়ি মম জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্ম অহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা ভক্তির্ভবতাৎ। তৌ স্তাদ্বা শীর্ষীতি তুঙস্তাদাদেশঃ ॥ ৯৫ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন গদ্গদরুদ্ধবাক্যে এবং শরীর পুলকসমূহে পরিপূর্ণ হইবে? ॥ ৯৪ ॥

হে জগদীশ! আমি ধন বা জন অথবা সুন্দরী কবিতা কিছুই অভিলাষ করি না, কেবল জন্মে জন্মে তুমি যে ঈশ্বর, তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ৯৫ ॥

এই দুইটী শ্লোক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃত ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

গোবর্দ্ধনপ্রস্থ-নবাম্বুবাহঃ
কলিন্দকন্যা-নবনীলপদ্মং।
বৃন্দাবনোদার-তমালশাখী
তাপত্রয়স্যাভিভবং করোতু ॥ ৯৬ ॥

গৌড়ীয়স্য ॥ ১০ ॥

অনঙ্গরসচাতুরী-চপলচারুচেলাঞ্চল-

কশ্চিদ্গৌড়ীয়ো ভক্তঃ স্বাভিমতপ্রার্থনাং বিধত্তে তাং তৎপদ্যেন লিখতি গোবর্দ্ধনেতি। এবম্ভূতো ভগবান্ মে তাপত্রয়স্যাভিভবং পরাভবং করোত্বিতি প্রার্থয়ে। স কথম্ভূতঃ গোবর্দ্ধনপ্রস্থনবাম্বুবাহঃ গোবর্দ্ধনাখ্যপর্ব্বতস্য প্রস্থ একদেশস্তস্মিন্ নবাম্বুবাহো নবমেঘঃ। তথা কলিন্দকন্যা যমুনা তস্যাং নবনীলপদ্মং। তথা বৃন্দাবনে উদারো মনোহরস্তমালশাখী তমালবৃক্ষঃ। তত্তৎস্থানে ক্রীড়নেন তত্তচ্ছোভাপ্রকাশকতয়া বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। তথাচ তেচ তাপস্য নিবর্ত্তকা ভবন্তি, শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তদ্রূপেণ বর্ণনাৎ। আধ্যাত্মিকাদিতাপশমকতা সুতরাং সিদ্ধৈবেতি ধ্যেয়ং ॥ ৯৬ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন তদভিমতাং প্রার্থনাং লিখতি অনঙ্গেতি। মে মম মানসে সপদি শীঘ্রং স কোঽপি গোপালকঃ। স্বার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। তাৎপর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতু। স কথম্ভূতঃ অনঙ্গরসচাতুর্য্যা কামক্রীড়ানৈপুণ্যেন চপলং চারুরুচিরং চেলাঞ্চলং বস্ত্রান্তং যস্য সঃ। ক্রীড়ার্থং ভঙ্গ্যা বস্ত্রান্তং আন্দোলয়তীত্যর্থঃ। চারুনেত্রাঞ্চল ইতি পাঠঃ কচিদ্দৃশ্যতে। তত্র চারু শোভনঃ

গোবর্দ্ধনপ্রস্থের নূতন জলধর, কলিন্দকন্যার নূতন নীলপদ্ম এবং বৃন্দাবনের উদার-তমালশাখী, এই তিন তাপত্রয়ের অভিভব করুক ॥ ৯৬ ॥

এই শ্লোক গৌড়ীয়বৈষ্ণবের কৃত ॥ ১০ ॥

যিনি কন্দর্পরসের চাতুর্য্যবিশিষ্ট, যাঁহার মনোহর বস্ত্রাঞ্চল

শ্চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতকান্তি-গণ্ডস্থলঃ।
ব্রজোল্লসিত-নাগরীনিকর-রাসলাস্যোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোঽপি গোপালকঃ ॥ ৯৭ ॥
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং ॥ ১১ ॥
অথ তেষামুৎকণ্ঠা।
শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ
কিমিহ বয়ং সাম্প্রতং চিনুমঃ।

নেত্রয়োরঞ্চলং কটাক্ষো যস্য স ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ চলন্তী যে মকরকুণ্ডলে তাভ্যাং সকাশাৎ স্ফুরিতা কান্তির্যত্র এবম্ভূতে গণ্ডস্থলে যস্য সঃ। নীলমুকুরোপরি স্বর্ণভূষণান্দোলনে যাদৃশী শোভা ভবতি। স তেন তদ্বচ্ছোভিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ ব্রজস্য মধ্যে যা উল্লাসিতাঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেনাহ্লাদিতাঃ নাগর্য্যঃ শ্রীরাধাপ্রভৃতয়ঃ তাসাং নিকরঃ সমূহস্তেন সহ রাসলাস্যে রাসলীলায়াং নর্ত্তনে উৎসুকস্তৎসাধনে উদ্যতঃ প্রযত্নবান্ উৎসুকস্ত্বিপ্সিতোদ্যতে ইতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৯৭ ॥

শ্রীভগবতি নিষ্ঠানন্তরং তৎপ্রাপ্তৌ সমুৎকণ্ঠা ভবতি। অতস্তামাহ অথ তেষামুৎকণ্ঠেতি। সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতেতি লক্ষণাক্রান্তা জ্ঞেয়া।

অতিশয় চপল, যাঁহার গণ্ডস্থল স্ফুরিত-চঞ্চলমকরাকৃতি কুণ্ডলের কান্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরীসমূহের রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোমধ্যে স্ফুরিত হউন ॥ ৯৭ ॥

এই শ্লোক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর কৃত ॥ ১১ ॥

অথ ভক্তগণের উৎকণ্ঠা।

শ্রুতিসকল যখন শস্যশূন্য তৃণসদৃশ, তখন সম্প্রতি এখানে

অহ্রিয়ত পুরৈব নয়নৈ-
রাভীরীভিঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥
রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ১ ॥
কস্প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৯ ॥

অত্র শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়ঃ শ্রুতিকদম্বানুশীলনেনাপি শ্রীভগবন্তমপ্রাপ্য সমুৎকণ্ঠিতো যদাহ তত্তদ্বাক্যেন নির্দ্দিশতি শ্রুতয় ইতি। ইহ শ্রুতিষু বয়ং সাম্প্রতমধুনা কিং বস্তু চিন্তমশ্চয়নং কুর্ম্মঃ। তৎপ্রতিপাদ্যং পরং ব্রহ্ম পুরৈব দ্বাপরান্তে আভীরীভির্গোপীভির্নয়নৈরহ্রিয়ত হৃতোঽভূৎ। অতএব তাঃ শ্রুতয়ঃ পলালকল্পাঃ পলালং নিষ্ফলতৃণকাণ্ডং তৎসদৃশাঃ পরমব্রহ্মফলরহিতা ইত্যর্থঃ। গোপ্যাশ্রয়ং বিনা তদলাভাদতিশয়োক্তিরিয়ং জ্ঞাতব্যা ॥ ৯৮ ॥

তদেবার্থঃ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি কং প্রতীতি কং জনং প্রতি কথয়িতুং সমর্থো ভবানি, তদা মাং প্রতি কো বা জনঃ প্রতীতিমায়াতু প্রাপ্নোতু অয়ং সত্যবাদী যথার্থং বদতীতি। সম্প্রতীতি পাঠে শ্রুতেঽপি কো বা জনঃ সত্যত্বে প্রাপ্নোতু তাদৃশজনবিরলত্বাৎ। ভোঃ সাধো কুত্র তদা তদ্ব্রহ্ম আস্তে বদেতি। বিভাব্যাহ গোপতেস্তনয়ায়াঃ যমুনায়াঃ কুঞ্জে লতাদিপিহিতো-

---

আমরা আর কি চয়ন করিব, পূর্ব্বেই ত গোপনারীগণ নয়ন-দ্বারা পরমব্রহ্মকে হরণ করিয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

এই শ্লোক রঘুপতি উপাধ্যায়ের কৃত ॥ ১ ॥

তপনতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীলম্পট পরমব্রহ্ম, আমি এ কথা কাহাকে বলিতে সমর্থ হইব? সম্প্রতি কেই বা বিশ্বাস করিবে? ॥ ৯৯ ॥

রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ২ ॥

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈরান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈরসাঙ্খ্যসরণির্যোগেচ তীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী

দরে স্থানে গোপানাং বধূটী। অল্পা বধূর্বধূটী স্যাদিত্যমরাৎ। নববধূস্তস্যা বিট উপপতিঃ সং ব্রহ্ম বর্ত্ততে। ইতি পরমং বিচিত্রমিতি ॥ ৯৯ ॥

কশ্চিদ্ভক্তো ভাবাবেশেন বংশীধ্বনিং প্রত্যক্ষীকৃত্য তদ্বাদকং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠতে তং সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং পদাদয়েন লিখতি জ্ঞাতমিতি। কাণভুজং কাণাদং কণাদমুনিরচিতং মতং জ্ঞাতং। আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা পরিচিতা বিজ্ঞাতা। মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ডীয়শিক্ষাবিশেষঃ সা শিক্ষিতা শ্রীগুরূপ দেশেন গৃহীতা সাঙ্খ্যসরণিঃ সাঙ্খ্যশাস্ত্রমার্গঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেকঃ বিদিতৈব যোগে যোগশাস্ত্রসাগরে মতির্বুদ্ধির্বিতীর্ণা বিপ্লুতা বিশেষেণ মগ্নাভূৎ। তু তরে অভিভবে প্লুত্যামিতি বোপদেবঃ। বেদান্তাঃ সরভসং গাঢ়ং পরিশীলিতাঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন সমাধিং প্রাপিতাঃ। তথাপি কেন অনির্বাচ্যা নন্দসূনুমুরলী মুরলীভবো ধ্বনির্মম চিত্তমাকর্ষতি। সা কথম্ভূতা স্ফুরন্তী স্ফূর্ত্তিং প্রাপ্নুবর্ত্তী মাধুরীধারা যেতি। অয়মন্বয়ঃ। ষড়্দর্শনাভিজ্ঞস্য মম মতিস্তেষাং তেষাং মর্ম্মার্থে পূর্ব্বং নিবিষ্টা আসীৎ। যদা ভাগ্যোদয়েন শ্রীকৃষ্ণমুরলীং শুশ্রাব। তদা সা তত্র তত্র বলাৎ বিতৃষ্ণামুৎপাদ্য স্বাত্মনি লালসাং জনয়তীতি কিমুত

এই শ্লোক রঘুপতি উপাধ্যায়ের কৃত ॥ ২ ॥

কাণভুজ অর্থাৎ কণাদের মত জানিয়াছি, আন্বীক্ষিকীতর্ক-বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি, মীমাংসা শিক্ষা করিয়াছি, সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের পথ বিদিত হইয়াছি, যোগে মতি উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই আমার মনঃ আকৃষ্ট হয় নাই, স্ফুরিত মাধুর্য্যধারা-

ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী সচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥ ১০০ ॥

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং ॥ ৩ ॥

অমরীমুখসীধু-মাধুরীণাং
লহরী কাচন চাতুরী কলানাং।
তরলীকুরুতে মনো মদীয়ং
মুরলীনাদপরম্পরা মুরারেঃ ॥ ১০১ ॥

তস্যৈব ॥ ৪ ॥

তদ্বাদকঃ সাক্ষাদ্ভূত ইতি তদ্দর্শনে সমুৎকণ্ঠা ॥ ১০০ ॥

মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীনাদপরম্পরা বংশীরাবসন্ততিঃ মদীয়ং মনস্তরলীকুরুতে, অচঞ্চলং চঞ্চলং কুরুতে। সা কথম্ভূতা। কলানাং মধুরাব্যক্তধ্বনীনাং কাচন অনির্ব্বচনীয়া চাতুরী নৈপুণ্যং লহরী তরঙ্গঃ। তেষাং কথম্ভূতানাং। অমরীমুখসীধুমাধুরীণাং অমরীদেবতারমণী তস্যা মুখসীধুর্মুখামৃতং তস্মান্মাধুরী যেষামিতি সুস্বাদমাদকানামিতি যাবৎ। যদ্বা, মুখমাদ্যে প্রধানেচ ইতি মেদিনীকরাৎ। শচীপ্রভৃতীনাং যা ভোগ্যা সীধুরমৃতং, তস্যা মাধুরীণাং লহরী যাং শ্রুত্বা শচ্যাদয়োঽমৃতে ঘৃণাং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০১ ॥

ময়ী নন্দনন্দনের কোন মুরলীবেগসহকারে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ১০০ ॥

এই শ্লোক শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৩ ॥

দেবীদিগের মুখামৃতের মাধুরীলহরী ও তাঁহাদিগের নৃত্যগীতাদির চাতুরীসকলের তিরস্কারিণী মুরারির মুরলী আমার মনকে চঞ্চল করিতেছে ॥ ১০১ ॥

এই শ্লোক শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৪ ॥

অপহরতি মনো মে কোঽপ্যয়ং কৃষ্ণচৌরঃ
প্রণতদুরিতচৌরঃ পূতনাপ্রাণচৌরঃ।
বলয়বসনচৌরো বালগোপীজনানাং
নয়ন-হৃদয়চৌরঃ পশ্যতাং সজ্জনানাং ॥ ১০২ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্ব্বভৌমশ্রিয়া

তস্যা মুরল্যা মনোহরণাদিকং ন চিত্রং তদ্বাদকস্য চৌররাজত্বাদিত্যাহ কস্যাচিদ্ পদ্যেন অপহরতীতি। কোঽপি অলৌকিকোঽপ্যয়ং কৃষ্ণরূপশ্চৌরঃ মে মনোঽন্তঃকরণবৃত্তিং অপহরতি। অয়মিতি মহোৎকণ্ঠয়া দৃষ্টস্মরণাৎ। স কথম্ভূতঃ। প্রণতানাং ভক্তানাং যানি দুরিতানি পাপানি, তেষাং চৌরোঽপহারকঃ। তথা পূতনারাক্ষস্যাঃ প্রাণস্য জীবস্য চৌরঃ। তথা বালগোপীজনানাং ব্রজকুমারীণাং কাত্যায়নীব্রতপরাণাং বলয়বসনয়োশ্চৌরঃ। বলয়ো বালা ইতি প্রসিদ্ধঃ। তথা পশ্যতামর্থাদাত্মানং আলোকয়তাং সজ্জনানাং অনুকূলানাং নয়নহৃদয়য়োশ্চৌরঃ। অতো মম নেত্রচিত্তয়োরপহরণাৎ। অন্যত্র কুত্রাপি মে রতির্ন ভূয়তে কেবলং তং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

হরিদাসো যদা ব্যায়তি তদস্য পদ্যেন লিখতি অলমিতি। কলিন্দগিরিনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে বর্ত্তমানং। নবতমালনীলং মহস্তেজঃ পরমতিশয়ং যথা স্যাত্তথা মনো হরতি। অতোঽলমিত্যাদি কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনা তস্যা

যিনি প্রণতজনের পাপচৌর, পূতনার প্রাণচৌর, অল্পবয়স্কা গোপীজনসকলের বলয় ও বসনচৌর এবং দর্শনকারী সাধুজনসকলের নয়ন ও হৃদয়চৌর সেই কোন এই কৃষ্ণচৌর আমার মনঃ চুরি করিতেছেন ॥ ১০২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৫ ॥

স্বর্গের কথায় আর প্রয়োজন নাই, সকলভূমির আধি-

বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জোদরে
মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ ॥ ১০৩ ॥

হরিদাসস্য ॥ ৬ ॥

অবলোকিতমনুমোদিত-
মালিঙ্গিতমঙ্গনাভিরনুরাগৈঃ।
অধিবৃন্দাবনকুঞ্জং
মরকতপুঞ্জং নমস্যামঃ ॥ ১০৪ ॥

স্তটে যো নিকুঞ্জপুঞ্জঃ কুঞ্জসমূহস্তস্যোদরে কুক্ষৌ শ্রীরাধাদিভিঃ সহ ক্রীড়ার্থং বর্ত্তমানমিতি শেষঃ। ত্রিদিবঃ স্বর্গস্তস্য বার্ত্তয়া বৃত্তান্তেনালং নিরর্থকং। তথা সার্ব্বভৌমশ্রিয়া সর্ব্বভূমাধিকারেণ কিং ন কিমপি। নির্গুণে ব্রহ্মণি সমাধ্যভাবাদযুক্তিলক্ষ্মীর্মুক্তিসম্পত্তিরপি তুচ্ছা। অন্যৎ প্রার্থনীয়মপি বিদূরতরবর্ত্তিনী ভবতি চেদ্ভবতু তস্যাহন্যেনচ নালমিতি ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদা হৃদি ধ্যায়ন্তে, তত্তেষাং পদ্যেন লিখতি অবলোকিতমিতি। অধি বৃন্দাবনকুঞ্জং বৃন্দাবনমধিকৃত্য বর্ত্তমানা বয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা, বয়মধি বৃন্দাবনকুঞ্জং বৃন্দাবনস্থকুঞ্জং অধিকৃত্য বর্ত্তমানং। মরকতপুঞ্জং ইন্দ্রনীলমণিরাশিং অতিশয়োক্ত্যা তদ্বর্ণং শ্রীকৃষ্ণং নমস্যামঃ। অত্র কদেত্যধাহার্য্যং।

পত্যেই বা কি হইবে এবং মোক্ষলক্ষ্মীর নামকীর্ত্তনও দূরবর্ত্তী হউক, কালিন্দীতটবর্ত্তী নিকুঞ্জপুঞ্জমধ্যে নবতমালসদৃশ নীলবর্ণ জ্যোতিই কেবল আমার মনকে হরণ করিতেছে ॥ ১০৩ ॥

এই শ্লোক হরিদাসের কৃত ॥ ৬ ॥

যাহা অঙ্গনাগণকর্ত্তৃক অনুরাগসহকারে অবলোকিত, অনুমোদিত ও আলিঙ্গিত, এমত বৃন্দাবনকুঞ্জবর্ত্তী মরকতপুঞ্জকে নমস্কার করি ॥ ১০৪ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ৭ ॥

কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকং।
পালকং সর্ব্বসত্বানাং লসত্তিলকভালকং ॥ ১০৫ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং ॥ ৮ ॥

কদা বৃন্দারণ্যে মিহিরদুহিতুঃ সঙ্গমহিতে
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতেঃ।

অন্যথা উৎকণ্ঠা প্রতীতাভাবঃ স্যাৎ। তং কথম্ভূতং অঙ্গনাভিরর্থাং গোপীভিরনুরাগৈর্হেতুভিরবলোকিতং দৃষ্টং অনুমোদিতং স্বেচ্ছাপূরণেঽভিমন্থিতং আলিঙ্গিতং পরমপ্রিয়তয়া আশ্লিষ্টঞ্চ ॥ ১০৪ ॥

তাং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন লিখতি কদেতি। কদাহং নন্দস্য নন্দনং দ্রক্ষ্যামি। তং কথম্ভূতং। নীপমালকং নীপস্য কদম্বপুষ্পস্য মালা যস্য তং। পুনঃ কথম্ভূতং। সর্ব্বসত্বানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং পালকং লসদ্দীপ্যমানং তিলকং। যত্র এবম্ভূতো ভালো ললাটং যস্য তং ॥ ১০৫ ॥

গ্রন্থকৃৎ শ্লোকদ্বয়েন স্বোৎকণ্ঠা লিখতি কদেতি। মিহিরদুহিতুঃ সূর্য্যকন্যায়া যমুনায়াঃ সঙ্গেন মহিতে পূজিতে পরমরুচিরে বৃন্দারণ্যে মুহুঃ পুনঃ পুনঃ ভ্রামং ভ্রামং ভ্রাম্বা ভ্রাম্বা গোকুলপতেস্তাৎপর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরিতলহরীং লীলা

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ৭ ॥

যিনি কদম্বমালাবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বপ্রাণির পালক এবং যাঁহার ললাটে তিলক শোভমান, আমি কবে সেই নন্দগোপের বালককে অবলোকন করিব ॥ ১০৫ ॥

এই শ্লোক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর কৃত ॥ ৮ ॥

আমি কবে উৎকণ্ঠাসহকারে যমুনাসঙ্গে পূজিত বৃন্দাবনে বারম্বার ভ্রমণ করত গোপপতির চরিত্রলহরী উচ্চৈঃস্বরে

লপন্মুচ্চৈরুচ্চৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং
করিষ্যে সোৎকণ্ঠো নিবিড়মবসেকং বিটপিনাং ॥১০৬॥৯॥
দুরারোহে লক্ষ্মীবতি ভগবতীনামপি পদং
দধানা ধম্মিল্লে নটতি কঠিনে যোপনিষদাং।
রতির্বংশীজন্মা ধৃতমধুরিমা সা মধুরিপো-
রকস্মাদস্মাকং শ্রুতিশিখরমারোক্ষ্যতি কদা ॥ ১০৭ ॥

মহাতরঙ্গং উচ্চৈর্লপন্ বদন্ চরিতস্য লহরীত্বেন রূপণং তৎসঙ্গেন তাপত্রয়-শান্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ং। তথা উচ্চৈরধিকাভির্নয়নপয়সাং বেণিভির্বেগৈরহং সোৎকণ্ঠং। অধুনাপি শ্রীকৃষ্ণো মাং ন কৃপয়তীতি, নয়নজলপূরৈর্বিটপিনাং নিবিড়ং সান্দ্রমভিষেকং করিষ্যে। বেণির্বেণী কেশবন্ধবিশেষে দেবতাড়কে জলবেগে নদীভেদে মেধামিতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ১০৬ ॥

কদা মধুরিপোঃ সা বংশীজন্মা শ্রুতিঃ শব্দঃ অকস্মাৎ হঠাৎ কেন ভাগ্যোদয়েনাস্মাকং শ্রুতিশিখরং কর্ণচ্ছিদ্রাগ্রমারোক্ষ্যতীত্যন্বয়ঃ। সা কথম্ভূতা। বংশ্যা জন্ম যস্যাঃ সা, ধৃতো মধুরিমা মধুরত্বং যয়া সা। পুনঃ কথম্ভূতা যা উপনিষদাং শ্রুতীনাং ভগবতীনাং। উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি। ইত্যুক্তৈঃ ষড়্ভির্ভগৈর্বিশিষ্টানামপি কঠিনে পদং দাতুমক্ষমে ধম্মিল্লে বদ্ধকচে অর্থাৎ শিরোদেশস্থমুকুটে পদং দধানা পদদানস্থানমিব তং তুচ্ছং কুর্ব্বতী নটতি নৃত্যং করোতীত্যর্থঃ। ধম্মিল্লে কথম্ভূতে দুরারোহে দুঃখেন আরোহো যস্য সর্ব্বাধিক্যাৎ। পুনঃ কথম্ভূতে লক্ষ্মী-

---

গান করিয়া নয়নজলসমূহের দ্বারা বৃক্ষসকলের নিবিড় সেচন করিব ॥ ১০৬ ॥ ৯ ॥

ভগবতী উপনিষদ্‌সকলের দুরারোহ শোভাসম্পন্ন কঠিন ধম্মিল্লে পদার্পণ করিয়া যে নৃত্য করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই

সমাহর্ত্তুরেতৌ ॥ ১০ ॥
উৎফুল্ল-তাপিঞ্জমনোরমশ্রী-
র্মাতুঃ স্তনন্যস্তমুখারবিন্দঃ ;
সঞ্চালয়ন্ পাদসরোরুহাগ্রং
কৃষ্ণঃ কদা যাস্যতি দৃক্‌পথং মে ॥ ১০৮ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥

বতি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টে অনেন বংশীধ্বনের্মুক্তিশ্রেষ্ঠপঞ্চমপুরুষার্থপ্রেমপর্য্যন্তদাতৃত্ব-মুক্তমিতি ধ্বনিতং ॥ ১০৭ ॥

কস্যচিৎ পদ্যেন উৎকণ্ঠাবিশেষং লিখতি উৎফুল্লেতি। কৃষ্ণঃ কদা মে মম দৃক্‌পথং নেত্রমার্গং যাস্যতি, নেত্রগোচরীভবতীতি। স কথম্ভূতঃ। উৎফুল্লাৎ নির্দোষশাখাপল্লববৃক্ষাৎ তাপিঞ্জাত্তমালাৎ মনোহরো রম্যা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ মাতুর্যশোদায়া স্তনে ন্যস্তং স্তন্যপানার্থং নিঃক্ষিপ্তং মুখার-বিন্দং যেন সঃ। তৎকালেঽপি বাল্যভাবদ্যোতনায় পাদসরোরুহাগ্রং চরণ-পদ্মাগ্রং সঞ্চালয়ন্ তত্তু স্তন্যপানকালে সুখিনো বালকস্য স্বভাব এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

মাধুর্য্যময় বংশীসঞ্জাত রব অকস্মাৎ কবে আমাদের কর্ণচ্ছিদ্রে আরোহণ করিবে ॥ ১০৭ ॥

এই দুইটী শ্লোক গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ১০ ॥

যাঁহার প্রফুল্ল তমালের ন্যায় মনোহর কান্তি এবং যিনি মাতৃস্তনে মুখপদ্ম বিন্যস্ত করিয়া চরণপদ্মের অগ্রভাগ সঞ্চালন করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ কবে আমার নয়নপথে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ১০৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১১ ॥

রোহিণীরমণমণ্ডলদ্যুতি-
দ্রোহিণীং বদনকান্তিসন্ততিং।
কৃষ্ণ নূতনতমালকোমলাং
কোমলাং তব তনুঞ্চ বিস্মরেৎ ॥ ১০৯ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১২ ॥

বর্হাপীড়ং মৌলৌ বিভ্রদ্বংশীনাদানাতন্বানো
নানাকল্প-শ্রীসম্পান্নো গোপস্ত্রীভিঃ সম্বীতঃ।

কশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নিজোৎকণ্ঠাং নিবেদয়তি তত্তৎপদ্যেন লিখতি রোহিণীতি। হে কৃষ্ণ কো জনস্তব ত্বাং তনুং শরীরঞ্চ বিস্মরেদিত্যন্বয়ঃ। স্মৃত্যর্থস্য চেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। তনুং কথম্ভূতাং রোহিণীরমণস্য চন্দ্রস্য মণ্ডলং চাকচিক্যযুক্তসুধাময়ং, তস্য যা দ্যুতিঃ তস্যা দ্রোহিণীং বিকারিণীং বদনকান্তি-র্মুখশোভায়াঃ সন্ততিঃ শ্রেণিপরম্পরা যস্যাস্তাং। পুনঃ কথম্ভূতাং নূতনতমালাৎ কোমলাং অনেন শ্যামলতা ব্যজ্যতে। তত্রাপ্যমলাং দোষরহিতাং ॥ ১০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্যাকাঙ্ক্ষাবিশেষং কশ্চিন্নিবেদয়তি তৎ সার্ব্বভৌমভট্টস্য পদ্যেন লিখতি বর্হাপীড়মিতি। হে কৃষ্ণ এবম্ভূতঃ সংশ্চেদ্যদি অস্মাকং নেত্রানন্দং কুর্ব্বন্ অস্মান্ বীক্ষেথাঃ পশ্যেস্তদাস্মাকং হৃদ্যাসীনাঃ হৃদিস্থাঃ সর্ব্বে কামাঃ সাক্ষাৎ মনোঽভিলষিতসেবনাদয়ঃ সম্পাদ্যেরন্ শিক্ষা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ সন্ মৌলৌ মস্তকে বর্হাপীড়ং ময়ূরপিচ্ছারচিতচূড়ং বিভ্রৎ ধারয়ন্। অথচ

হে কৃষ্ণ! চন্দ্রমণ্ডলের [illegible] ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ তোমার বিস্তৃত বদনকান্তি এবং তোমার নূতন তমাল অপেক্ষাও কোমল অমলমূর্ত্তিকে কে বিস্মৃত হইবে? ॥ ১০৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ! মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক বংশীধ্বনি বিস্তার করিয়া নানা অলঙ্কারে শোভাসম্পন্ন ও গোপস্ত্রী-

নেত্রানন্দং কুর্ব্বন্ কৃষ্ণ ত্বঞ্চেদস্মান্ বীক্ষেথাঃ
সর্ব্বে কামাঃ সম্পাদ্যেরন্নস্মাকং হৃদ্যাসীনাঃ ॥ ১১০ ॥
সার্ব্বভৌমভট্টস্য ॥ ১৩ ॥
অথ মোক্ষানাদরঃ।
ভক্তিঃ সেবা ভগবতো মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনং।
কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥ ১১১ ॥

বংশীনাদান্ আতন্বন্ বংশীং রণয়ন্। তথা নানাবিধৈরাকল্পৈর্গুঞ্জাদিকৃত-বেশৈর্যা শ্রীঃ শোভা তয়া সম্পন্নো যুক্তঃ সন্ গোপস্ত্রীভিঃ শ্রীরাধাদিভিঃ সখীতো বেষ্টিতঃ ॥ ১১০ ॥

নন্থ পরমবিজ্ঞা বিবেকিনস্তে শ্রীভগবদ্দর্শনাদৌ সমুৎসুকাশ্চেষ্টন্তে ইত্যুক্তং। তন্ন সাম্প্রতং সাক্ষান্মুক্তের্বরণস্যোচিত্যাৎ। যতঃ শ্রুত্যাদৌ তস্যা এব সাধ্যত্বাদতস্তস্যাস্তচ্ছতাং দর্শয়িতুমাহ অথ মোক্ষেহনাদর ইতি। তত্র শিরোমৌলীনাং পদ্যেন যুক্তিপূর্ব্বকং তদনাদরং লিখতি ভক্তিরিতি। ভগবতঃ সেবা আনুকূল্যেন পরিচর্য্যাদিভক্তির্ভবতি। তৎপদলঙ্ঘনং তস্যাঃ সেবায়াঃ পদস্য স্বরূপস্য লঙ্ঘনং অর্থাত্ত্যজনং মুক্তিঃ। উভয়োরেবং রূপত্বে সতি, দাসতাং দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি বচনাৎ। দাসতাং প্রাপ্য কো মূঢ়ো হিতাহিতানভিজ্ঞঃ প্রাভবং প্রভুসম্বন্ধিপদং স্বরূপং। অর্থাৎ সাযুজ্যমিচ্ছতি য ইচ্ছতি স মূঢ় এব। দাসত্বেন প্রাপ্তিস্তু অদৃষ্টবদনাদিসিদ্ধৈব জ্ঞেয়া ॥ ১১১ ॥

সমূহে আবৃত হওত নেত্রের আনন্দবিধান করিতে করিতে তুমি যদি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়স্থ সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১১০ ॥

এই শ্লোক সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ১৩ ॥

অথ মোক্ষের প্রতি অনাদর।

ভগবানের সেবার নাম ভক্তি, আর তাঁহার সেবালঙ্ঘনের

শিরমৌলিনাং ॥ ১ ॥

ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ ১১২ ॥

শ্রীহনূমতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ধনূমদ্বাক্যেন তং দ্রঢ়য়তি ভববন্ধেতি। তস্যৈ মুক্তয়ে তাং মুক্তিং অহং ন স্পৃহয়ামি। কথম্ভূতায়ৈ। ভবাং সাংসারিকব্যাপারাদ্যো বন্ধঃ জন্মমৃত্যুপরম্পরা তস্য ছিদে ছেদনকর্ত্র্যৈ। নন্থ মুক্তিরত্যন্তদুঃখোপরতিপূর্ব্বকাত্যন্তসুখপ্রাপিকা ভবতি তস্যৈ কথং ন স্পৃহয়সি তত্রাহ যত্র মুক্তৌ ভবান্ ভগবান্ শ্রীরামঃ ত্বং প্রভুরহং দাস ইতি ভেদো বিলুপ্যতে বিনষ্টো ভবতি। অতঃ ত্বংসেবনসুখাভাবাং স্বরূপপ্রত্যাখ্যাচ্চ সা ত্যাজ্যেবেতি। তথাচ সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা ইতি শ্রীকপিলদেবোক্তেঃ। অত্রাত্মভিসন্ধিঃ। সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ভগবৎসেবনং বিনা ভূতঞ্চেত্তর্হি তে ন গৃহ্ণন্তি, একত্বন্তু ঈশ্বরে ব্রহ্মণিচ সাযুজ্যং তত্তু নিত্যং তদ্বিনা ভূতত্বান্ন গৃহ্ণন্ত্যেবেত্যর্থঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাসুখাং মতেতি ॥ ১১২ ॥

নাম মুক্তি, কোন্ মূঢ় দাসত্বপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ ইচ্ছা করে ॥ ১১১ ॥

এই শ্লোক শিরমৌলির কৃত ॥ ১ ॥

ভববন্ধন ছেদননিমিত্ত সেই মুক্তির প্রতি স্পৃহা করি না, যে মুক্তিতে আপনি প্রভু, আমি দাস, এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১১২ ॥

এই শ্লোক শ্রীহনূমানের কৃত ॥ ২ ॥

হন্ত চিত্রীয়তে মিত্র স্মৃত্বা তান্ মম মানসং।
বিবেকিনোঽপি যে কুর্য্যুস্তৃষ্ণামাত্যন্তিকে লয়ে ॥ ১১৩ ॥
কেষাঞ্চিৎ ॥ ৩ ॥
কা ত্বং মুক্তিরুপাগতাস্মি ভবতী কস্মাদকস্মাদিহ
শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন দেব ভবতো দাসীপদং প্রাপিতা।
দূরে তিষ্ঠ মনাগনাগসি কথং কুর্য্যাদনার্য্যং ময়ি

কেষাঞ্চিৎ পদ্যেন তত্রাক্ষেপেণানাদরং লিখতি হন্তেতি। হন্তেতি খেদোক্তৌ। হে মিত্র তান্ জনান্ স্মৃত্বা মম মানসং চিত্রীয়তে কিমিদমিতি আশ্চর্য্যং করোতি। তান্ কানিতি তত্রাহ যে বিবেকিনঃ সারাসারবিবেচকা অপি আত্যন্তিকে লয়ে সাযুজ্যমুক্তৌ তৃষ্ণামিচ্ছাং কর্য্যুরতঃ খেদবিষয়ান্ তানিতি ॥ ১১৩ ॥

সাক্ষাদাগতাং মুক্তিং প্রতি কস্যাচিদ্ভক্তস্যোক্ত্যা তদনাদরং স্পষ্টং নির্দ্দিশতি কা ত্বমিতি। মুক্তিং প্রতি স আহ কা ত্বমিতি সাহ। মুক্তিরুপাহং উপ তব সমীপে আগতাঽস্মি। পুনঃ স আহ কস্মাদ্ধেতোরকস্মাৎ অনাহূতৈব ইহ স্থানে ভবতী পূজ্যাত্বমাগতা। সাহ, হে দেব শ্রীভগবন্মূর্ত্ত্যা ক্রীড়নশীল অতো মৎপূজ্য ভবতা শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন ভবতো দাসীপদং দাসীত্বং প্রাপিতা শ্রীভগবতা প্রযোজকেনেতি শেষঃ। স আহ দূরে ত্বং তিষ্ঠ, কস্মাত্তদাহ মনাক্ ঈষদনাগসি

হায়! যে সকল বিবেকী পুরুষ মোক্ষের প্রতি স্পৃহা করেন, হে সখে! তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া আমার মন অতিশয় বিস্মিত হইতেছে ॥ ১১৩ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

কোন ভক্ত মুক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি মুক্তি আসিয়াছি, তুমি কি কারণবশতঃ অকস্মাৎ এখানে? হে দেব! শ্রীকৃষ্ণস্মরণে আমি আপনার দাসীপদ

ত্বদ্গানান্নিজনাম চন্দনরসালেপস্য লোপো ভবেৎ॥ ১১৪॥
কস্যচিৎ॥ ৪॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বং।

ত্বয্যনপরাধিনি ময়ি কথং অন্যায্যং অন্যায়াচরণং ভবতী কুর্য্যাৎ, অনার্য্যামিতি পাঠে গর্হিতমিত্যর্থঃ। অন্যায্যত্বং দর্শয়তি ত্বন্নাম্না নিজনাম্নঃ শ্রীভগবদ্দাসাভিধস্বনাম্নশ্চন্দনরসেন শ্রীভগবচ্চরণাদৌ য আলেপঃ লেখনং অমুকো ভক্ত ইতি তস্য লোপো ভবেৎ। মুক্তৌ সত্যাং দেহাভাবেন দেহোপাধিকৃতনামবিনাশাদিতি ভাবঃ। অতো ময়ি ত্বন্নামসম্বন্ধো মা ভূদিতি বিনয়েন প্রার্থয়ে॥ ১১৪॥

অত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপতন্মহিমেত্যাদিষু। অথ মোক্ষানাদর ইত্যন্তেষু বিবক্ষিতঃ ক্রমশ্চায়ং। তত্রাজাতভাবান্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণতদ্ভজনয়োর্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনং প্রসঙ্গাৎ প্রেমসৌভাগ্যকীর্ত্তনঞ্চ। অনন্তরমন্তঃকরণশুদ্ধেঃ পরমাদিকারণস্য ভগবন্নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং। নামকীর্ত্তনপ্রকারশিক্ষাচ, অনন্তরং তস্য কীর্ত্তনোপদেশঃ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণকথামাহাত্ম্যকীর্ত্তনং। ততঃ শ্রবণকীর্ত্তনাভ্যাং শুদ্ধান্তঃকরণান্ প্রতি ভগবদ্ধ্যানোপদেশঃ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যকীর্ত্তনং। ততো ভক্তানাং সঙ্গকারণং তেষাং মাহাত্ম্যকীর্ত্তনঞ্চ। ততো ভগবতি বিজ্ঞপ্ত্যুপদেশঃ। এবং অতো অনর্থনিবৃত্তাবেব নিষ্ঠা ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ নিষ্ঠাকীর্ত্তনং। সত্যামেব নিষ্ঠায়ামনন্তরং ভগবতি রুচির্জায়তে তদনন্তরং তদাসক্তিশ্চ। ততো ভাবশ্চ জায়তে। জাতভাবানামেব লালসোৎপদ্যতে। ইত্যভিপ্রেত্য সর্ব্বানন্তরং সৌখ্যসুক্যপ্রার্থনাকীর্ত্তনং। লালসায়াং জাতায়াং মোক্ষানাদরঃ সুতরাং ঘটেত ইতি। তথাচ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। আদৌ শ্রদ্ধা

প্রাপ্ত হইয়াছি। দূরে থাক, এই নিরপরাধি-জনে যৎকিঞ্চিৎ কুটিলতা আচরণ করিতেছেন কেন? তোমার গানে আমার ভগবদ্দাসাভিধ নামরূপ চন্দনরসের আলেপ বিলুপ্ত হইবে॥১১৪

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত॥ ৪॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতীতি। ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং। শ্রীভাগবতভক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং। জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং প্রেমাম্বরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং। ভক্তানাং হৃদি ভাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দরূপৈব নাম্নামানু রসাতামিতিচ। অত্রাপি বিশেষজিজ্ঞাসায়াং ভক্তিসন্দর্ভো দৃশ্যঃ॥

শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানং বিনা শ্রীভগবৎসন্তোষিকা ভক্তির্ন সিদ্ধাতীত্যভিপ্রেত্যাহ অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বমিতি। তত্র দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেন নিষেধমুখেন তদর্শয়তি অর্চ্চ্যে ইতি। অর্চ্চ্যে অর্চ্চনীয়ে বিষ্ণৌ শালগ্রামে শ্রীমূর্ত্তৌ বা শিলাধীঃ প্রস্তরবুদ্ধিঃ। শিলেতি মণিরত্নাদীনামুপলক্ষণং। অর্চ্চায়া অষ্টবিধত্বশ্রবণাৎ। গুরুষ্বিতি গৌরবে বহুবচনং। দীক্ষাগুরৌ নরমতিঃ মনুষ্যবুদ্ধিঃ। যদ্বা, শিক্ষাগুরূণামপি শ্রীনারদাদীনামবতারত্বাভেদ সামান্যমনুষ্যবুদ্ধিরতো বহুবচনং বহুত্ববোধকমিতি। বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাং কৃত্বা তৎসেবনপরে জনে জাতিবুদ্ধিঃ। পূর্ব্বকালেঽয়ং হীনজাতিরাস, অতোঽস্মাকং ন পূজ্য ইতি বুদ্ধিঃ। তথাচ শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতীতিহাসসমুচ্চয়াৎ। বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাং বা পাদতীর্থে চরণপ্রক্ষালনজলে জলসামান্যবুদ্ধিঃ। তদর্থং সামান্যজলাং বিশেষমাহ। কলিমলকথনে কলিমলবিনাশকে শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি শ্রীকৃষ্ণরামাদৌ মন্ত্রে অষ্টাক্ষরাদৌ ঘটপটেত্যাদিবৎ শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ নতু তৎস্বরূপবুদ্ধিঃ। শব্দসামান্যাদসাধারণতামাহ সকল-

---

যে ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নর জ্ঞান, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের কলিকলুষনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সমস্ত পাপনাশক শ্রীবিষ্ণুর নামরূপ মন্ত্রে

র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥১১৫

দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ১ ॥

হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসীস্তেয়ঞ্চ তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং।

কলুষহে সমস্তপাপহন্তার। কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তদিতরসমধীস্তস্মাদিতরে ভিন্না ব্রহ্মশিবাদয়ঃ তৈঃ সহ তুল্যবুদ্ধিঃ। তথাচ। যেতু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতৈঃ। সমত্বেনৈব জানন্তি, তেঽপি পাষণ্ডিনো মতা ইতি পদ্মপুরাণাৎ। তেভ্যো বিশেষমাহ সর্ব্বেশ্বরে ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং দেবাদীনামীশ্বরে প্রভৌ কৃষ্ণ ইতি। তদবতারাণাং শ্রীনৃসিংহরামাদীনামুপলক্ষণং বিষ্ণৌরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তথাহি, যস্যৈবমেবং বুদ্ধির্ভবতি, স নরো নারকী নরকভোগী ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ স্বহিতাভিলাষী জনঃ অর্চ্চ্যাদৌ শিলাবুদ্ধ্যাদিকং ন কুর্য্যাদিতি ফলিতার্থঃ ॥ ১১৫ ॥

আগমবাক্যেন বিধিমুখেন তন্নির্দ্দিশতি হত্যামিতি। এষ কোঽপ্যসাধারণঃ শালগ্রামশিলানৃসিংহমহিমা শালগ্রামশিলারূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমা মহত্ত্বং লোকোত্তরো লোকাতীতঃ। তং দর্শয়তি যদিতি। যদব্যয়ং ষষ্ঠ্যর্থঃ। অস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ কার্য্যঃ। যস্যাঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী যচ্চরণার্পিততুলসী হত্যাং ব্রাহ্মণাদিহত্যাং হত্যাজনিতপাপং হন্তি। হত্যায়া হননাসম্ভবাজ্জনিতপাপে লক্ষণা। যস্যাঃ পদে শ্রীচরণে তোয়ং পদসংসর্গি, তোয়ং চরণোদকং, স্তেয়ং চৌর্য্যং দোষাধিক্যাৎ সুবর্ণচৌর্য্যজনিতপাপঞ্চ হন্তি। যস্যা নৈবেদ্যং মহাপ্রসাদঃ বহু অসকৃৎ

সামান্য শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুতে অন্য দেবতার সহিত তুল্যজ্ঞান, সে নিশ্চয় নারকী ॥ ১১৫ ॥

এই শ্লোক দাক্ষিণাত্যের কৃত ॥ ১ ॥

যাঁহার চরণসংলগ্না তুলসী ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট করেন, যাঁহার চরণামৃত স্বর্ণস্তেয়জনিত পাপ হরণ করেন, যাঁহার

শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং
শালগ্রামশিলানৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ॥১১৬

আগমস্য ॥ ২ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তিঃ।

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং

মদ্যপানেন জাতং দুরিতং পাপং হন্তি। শ্রীশঃ স এব তস্যাধীনা আয়ত্তা তত্রৈব প্রসক্তা মতিঃ বুদ্ধিঃ গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং গুরুস্ত্রীগমনজং প্রকরণাং তৎকৃত-পাপং হন্তি। হরিঃ স এব তস্য জনৈর্বৈষ্ণবৈঃ সহ স্থিতির্বাসস্তৎসঙ্গজং কৃত-বত্তজ্জনসঙ্গজং সঙ্গস্যাপি পাপজনকত্বাৎ। তেষাং মহাপাতকিনাং সঙ্গজং কিল্বিষং পাতকং হন্তি। অতএব লোকাতীতঃ শালগ্রামশিলেতি শ্রীমূর্ত্তীনামুপ-লক্ষণং। তথাহি যদি দৈবাত্তদাপততি তদা তত্তৎসেবনেনৈব তেষাং তেষাং নাশঃ স্যাৎ। মহিমবলেন কদাপি তত্তন্ন কুর্য্যাৎ, তথাত্বে নামাপরাধাপত্তেঃ। সাবধানেন শ্রীচরণার্পিততুলস্যাদীনাং সেবনং সদা কর্ত্তব্যমিতি ফলিতার্থঃ॥১১৬।

শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বমধ্যে প্রসঙ্গিতস্য নৈবেদ্যস্য সমর্পণে বিজ্ঞাপনমাহ অথেতি। শ্রীরামানুজাখ্যঃ কশ্চিদুক্তো ভক্ত্যা ভগবন্তং সবিনয়ং বিজ্ঞাপয়তি তল্লিখতি।

নৈবেদ্য বহু মদ্যপানজনিত দুরিত ধ্বংস করেন, যাঁহার প্রতি মনের একাগ্রতা গুরুপত্নী-গমনজন্য পাপ নাশ করেন এবং হরিদাস-সকলের সহিত যে সঙ্গ, তাহা ঐ ঐ পাতকীর গঙ্গ-জনিত পঞ্চম মহাপাতক সংক্ষয় করে, অতএব সেই শালগ্রাম-শিলারূপি নৃসিংহের এইরূপ কোন লোকোত্তর মহিমা অর্থাৎ ইহা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১১৬ ॥

এই শ্লোক আগমের ॥ ২ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি।

হে মুররিপো! দ্বিজস্ত্রীগণের ওদনে, বিদুরের কোমল

দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো।
যশোদায়াঃ স্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে
যথাসীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাং ॥ ১১৭ ॥
রামানুজস্য ॥ ১ ॥
যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী

দ্বিজস্ত্রীণামিতি হে মুররিপো কৃষ্ণ তত্র তত্র যথা তে তবামোদঃ সুখবিশেষ আসীৎ। তথা মদ্দত্তে উপহারে উপঢৌকনদ্রব্যে অয়ং যানোপদিষ্টো ভবান্ তমামোদং কুরুতাং প্রার্থনায়াং লোট্। তত্রেতি কথম্ভূতে দ্বিজস্ত্রীণাং যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীনাং ভক্তে চতুর্বিধান্নে, তথা মৃদ্ভন্নে বিদুরদত্তান্নে, তথা ব্রজগবাং ব্রজাশ্রিতগবাং দধ্নি ক্ষীরেচ, তথা সখ্যুঃ শ্রীদামাখ্যব্রাহ্মণস্য স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ স্ফুটা ভিক্ষালব্ধত্বাৎ স্ফুটিতা ভগ্নাঃ। যদ্বা, স্বাদুদ্রব্যান্তররহিতাঃ কেবলা যে চিপিটকাঃ সহজেন ন রম্যাস্তেষাং মুষ্টৌ, যশোদায়া মাতুস্তন্যে স্তনক্ষীরে, তথা ব্রজযুবতীভিঃ শ্রীরাধাদিভির্দত্তে মধুনি মধুরসাস্বাদো যৎকিঞ্চিদ্বস্তনীতি। তথাচ কেবলং ভক্ত্যা তস্য সন্তোষো ভবতি। নতূপচারবৈশিষ্ট্যেনেতি দ্যোতিতং ॥১১॥

বিজ্ঞপ্তিভেদং গ্রন্থকৃৎ শ্লোকদ্বয়েন লিখতি যেতীত্যাদি। হে মুররিপো অত্রান্নে তাং প্রীতিমর্পয়েত্যন্বয়ঃ। সা কথম্ভূতা। বিদুরার্পিতেঽন্নে যা প্রীতি-

---

অন্নে, ব্রজস্থ গাভীসকলের দধি দুগ্ধে, সখা শ্রীদাম-ব্রাহ্মণের চিপিটক-মুষ্টিতে, যশোদার স্তনদুগ্ধে এবং ব্রজযুবতিদিগের দত্ত মধুতে যেরূপ তোমার আমোদ হইয়াছিল, তদ্রূপ এই উপহারেও আমোদ প্রকাশ কর ॥ ১১৭ ॥

এই শ্লোক রামানুজের কৃত ॥ ১ ॥

হে মুররিপো! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, কুন্তীদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, শ্রীদামের চিপিটকে তোমার

যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যাচ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
যা বা তে মুনিভাবিনী-বিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপি তামর্পয়॥১১৮

কস্যচিৎ॥ ২॥

ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে

ভূদিতি সর্ব্বত্রৈবাধ্যাহার্য্যং, তথা কুন্ত্যা যুধিষ্ঠিরমাত্রা অর্পিতেঽন্নে যাদৃশী তথা গোবর্দ্ধনস্য মূর্দ্ধ্নি শিরোদেশে ফলমূলাদিরূপান্নে অর্থাৎ গোবর্দ্ধনেন দত্তে যা প্রীতিঃ যাচ যশোদার্পিতে পৃথুকে স্থূলে প্রচুরে স্তন্যে যা বা শ্রীরামরূপস্য তব ভারদ্বাজেতি স্বার্থে টন্। ভরদ্বাজেন মুনিনা সমর্পিতে অন্নে, তথা শবরিকয়া শবরকন্যয়া দত্তেঽন্নে, পুনঃ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাহ যোষিতাং ব্রজস্ত্রীণাং অধরে অধরামৃতে, মুনীনাং যাজ্ঞিকব্রাহ্মণানাং যা ভাবিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ তাভির্বিনিহিতে সমর্পিতে দত্তেঽন্নে যা বা প্রীতিরভূদিতি। অত্র শ্রীরামরূপস্য প্রীত্যুল্লেখনং বিপ্রর্ষিচণ্ডালান্নয়োঃ ভক্ত্যার্পিতয়োরবিশেষজ্ঞাপনার্থং, তচ্চ খলু স্বার্পিতান্নস্য যোগ্যাযোগ্যপরিহারার্থমিতি জ্ঞেয়ং॥ ১১৮॥

পূর্ব্বশ্লোকেন সামান্যাং প্রীতিং প্রার্থ্য স্বভাবনাং প্রীতিং প্রার্থয়তে, ক্ষীরে ইতি শ্যামলেত্যাদি গোপীবিশেষাণাং সংজ্ঞা। অর্পিতং দত্তং ফাণিতং গুড়বিকারঃ ফেণি বাতাসা ইতি প্রসিদ্ধং। বিশ্রাণিতে দত্তে সোমাভা চন্দ্রাবলী

যে প্রীতি, যশোদার্পিত স্তনদুগ্ধে তোমার যে প্রীতি, ভরদ্বাজ-সমর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, শবরিকা-দত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, ব্রজাঙ্গনাদিগের অধরে তোমার যে প্রীতি এবং মুনিপত্নীদিগের অর্পিত-অন্নে তোমার যে প্রীতি, সেই প্রীতি এই অন্নের প্রতিই অর্পণ কর॥ ১১৮॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত॥ ২॥

শ্যামার অর্পিত ক্ষীরে, কমলার দত্ত ফাণিতে (ফেণি-

জন্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে।
তুষ্টির্বা ভবতস্ততঃ শতগুণং রাধানিদেশান্ময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্তমর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিং ॥১১৯॥
সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৩ ॥

অথ মথুরামহিমা।

হে মাতর্মথুরে ত্বমেব নিয়তং ধন্যাসি ভূমিতলে

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায়াং শ্রীজীবপাদৈস্তথা ব্যাখ্যানাৎ। তথা লম্ভিতে তয়া প্রাপিতে ডু লভ ষ প্রাপ্তাবিতি ধাতোঃ। হে হরে তত্র তত্র ভবতো যা তুষ্টিঃ প্রীতিরভূত্তস্যাঃ সকাশাৎ শতগুণং রতিং প্রীতিং অস্মিন্ পুরতোঽগ্রে ময়া ন্যস্তে নিক্ষিপ্তে রম্যোপহারে মনোরমভোজ্যদ্রব্যে ত্বং অর্পয়। ননু পরম-প্রেয়সীভির্মচ্ছক্তিত্বান্মদভিন্নাভিস্তাভির্দত্তেভ্যঃ সকাশাৎ ত্বদ্দত্তে কথং শতগুণা প্রীতিঃ স্যাৎ। পরমা যোগ্যৈষা তত্রাহ রাধায়া নিদেশাদাজ্ঞায়া হেতোর্ময়েতি। অন্যথা রাধাজ্ঞাহেলনং স্যাদিতি তত্তু ন ভবদভীষ্টং। অতো মদ্দত্তে উপহারে-ঽবশ্যং রতির্ভবত্যেবেতি বিজ্ঞাপনং ॥ ১১৯ ॥

তাদৃশস্য শ্রীভগবতঃ সুখবিলাসাশ্রয়ত্বাৎ, শ্রীমথুরামহিমানং লিখতি অথেতি। যস্মিন্ শ্রুতেঽজাতরতীনামপি তন্মণ্ডলমাশ্রয়িতুং মতির্ভবেদিত্যভি-প্রায়াৎ। তত্র কশ্চিদুক্তো মথুরামুদ্দিশ্য স্তৌতি তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি,

---

বাতাসায়), ভদ্রার দত্ত লড্ডুতে এবং চন্দ্রাবলীর দত্ত মধুরসে তোমার যে অতিশয় তুষ্টি জন্মিয়াছিল, হে হরে! শ্রীরাধার আদেশে আমি তোমার অগ্রে যে উপহার অর্পণ করিয়াছি, এই মনোরম ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ রতি বিধান কর ॥ ১১৯ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ৩ ॥

অথ মথুরামহিমা।

হে মাতঃ মথুরে! পৃথিবীতলে নিয়ত তুমি ধন্যা, তোমাতে

নির্ব্যাজং নয়তঃ শতং সবিধয়স্তুভ্যং সদা সন্তু নঃ।
হিত্বা হন্ত নিতান্তমদ্ভুতগুণং বৈকুণ্ঠমুৎকণ্ঠয়া
ত্বয্যম্ভোজবিলোচনঃ স ভগবান্ যেনাবতীর্ণো হরিঃ ॥১২০॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অত্রাসীৎ কিল নন্দসদ্ম-শকটস্যাত্রাভবদ্ভঞ্জনং

হে মাতরিতি। হে মাতর্মথুরে মাতৃবদপরাধসহনশীলে ভূমিতলে ত্বমেব নিয়তং সদা ধন্যাসি, নান্যা পুরী অতস্তুভ্যং নোঽস্মাকং নির্ব্যাজং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা শতং সবিধয়ঃ বিধিসহিতা অষ্টাঙ্গাদয়ো নতয়ঃ প্রণামাঃ সদা সন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। নন্থ কুতোঽন্যাঃ পরিত্যজ্য মুহুর্মাং প্রণমসি, মম কিং মহত্ত্বং দৃশ্যতে তত্রাহ স ত্বম্ভোজবিলোচনো ভগবান্ হরিরুৎকণ্ঠয়া জন্মাদিলীলাসুরবধাদিনা পরকীয়ারসাস্বাদনেষু অত্যন্তলালসয়া যত্র ত্বয়ি অবতীর্ণো বভূবেতি শেষঃ। কথং তত্রাহ হন্তেতি হর্ষে নিতান্তমদ্ভুতগুণং অদ্ভুতাশ্চিদ্বিলাসা গুণা যত্র তং বৈকুণ্ঠং। ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং, মাথুরং দ্বারবতী তথা। মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেবচ। যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তচ্চ গোলক্ষ্মবৈভবং। ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদেতানুসারাৎ। নাস্তি বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণস্যাবস্থানাভাবেন, তস্য ত্যজনাসম্ভবাচ্চায় বৈকুণ্ঠপদেন গোলোকাখ্যং ধামোচ্যতে। ত্বং হিত্বা প্রকাশান্তরেণেতি জ্ঞেয়ং। নন্বযোধ্যায়ং শ্রীরামোঽবতীর্ণোঽভূৎ। সা কথং ন ধন্যেতি, ন বাচ্যং। তত্র স্বয়ং ভগবত্তোঽবতারাভাবাৎ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেরতঃ সুষ্ঠূক্তং ত্বমেব ধন্যেতি ॥ ১২০ ॥

কশ্চিদ্ভক্তঃ স্বাভিলাসব্যঞ্জনেন তন্মাহাত্ম্যং ব্যঞ্জয়ন্তৎকবিশেখরস্য পদ্যেন

অকপটে আমাদের শত শত অষ্টাঙ্গ নমস্কার থাকুক, যেহেতু পদ্মলোচন হরি উৎকণ্ঠাবশতঃ নিতান্ত অদ্ভুতগুণবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥১২০॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

এই স্থানে নন্দের গৃহ ছিল, এই স্থানে শকটভঞ্জন হইয়া-

বন্ধচ্ছেদকরোঽপি দামভিরভূদ্বদ্ধোঽত্র দামোদরঃ।
ইত্থং মাথুরবৃদ্ধবক্ত্র-বিগলৎপীযূষধারাং পিব-
ন্নানন্দাশ্রুধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্যশ্চরিষ্যাম্যহং ॥ ১২১ ॥

কবিশেখরস্য ॥ ২ ॥

যত্রাখিলাদিগুরুরম্বুজসম্ভবোঽপি
স্তম্বাত্মনাজনুরনুস্পৃহয়াম্বভূব।

লিখতি অত্রাসীদিতি। কিলেতি বার্ত্তায়াং মথুরামণ্ডমধ্যে অত্র স্থানে নন্দসদ্ম শ্রীব্রজরাজগৃহমাসীৎ, অত্র স্থানে শকটস্য শর্কটাসুরস্য ভঞ্জনমভবৎ। অত্র সর্ব্বেষাং জীবানাং বন্ধচ্ছেদকরোঽপি কৃষ্ণো মাত্রা দামভীরজ্জুভির্বদ্ধো দামোদরো দামোদরনামাভূৎ। ইত্থমেবম্ভূতা মাথুরবৃদ্ধবক্ত্রবিগলৎপীযূষধারা মথুরাবাসিনো যে বৃদ্ধা জনাস্তেষাং বক্ত্রেভ্যো বিগলন্ত্যঃ ক্ষরন্ত্যো যা পীযূষধারাঃ অমৃতপ্রবাহাঃ অমৃতবদ্বাচস্তাঃ পিবন্ কর্ণরন্ধ্রাভ্যামাস্বাদয়ন্ আনন্দাশ্রুধরঃ। প্রোমোদয়েনানন্দাৎ ক্ষরিতং যদশ্রু নেত্রজলং তদ্ধ্রিয়তে ইতি। তদ্রূপঃ সন্ কদাহং ধন্যঃ সন্ মধুপুরীং চরিষ্যামি। ভ্রমণং করিষ্যামীতি ভগবৎক্রীড়াভূম্যাস্তস্যা দর্শনাভাবেনাধন্যতাব্যঞ্জনয়া মহত্ত্বং গম্যতে ॥ ১২১ ॥

কশ্চিদ্ভক্তো মথুরায়া অসাধারণতাং স্মরন্ মাহাত্ম্যমবর্ণয়ং তদাহ যত্রেতি। হরিরাজধানী শ্রীকৃষ্ণনগরী সা মথুরা অদ্যাপি রাজতে, দীপ্তিং প্রাপ্নোতি।

ছিল এবং যিনি বন্ধনছেদন করিয়া থাকেন, সেই দামোদরও এই স্থানে রজ্জুদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এইরূপে মথুরার বৃদ্ধলোকদিগের মুখ হইতে বিগলিত মধুধারা পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রু ধারণপূর্ব্বক ধন্য হইয়া কবে আমি মধুপুরীতে বিচরণ করিব ॥ ১২১ ॥

এই শ্লোক কবিশেখরের কৃত ॥ ২ ॥

এই স্থানে নিখিল লোকের আদিগুরু পদ্মসম্ভব ব্রহ্মাও

চক্রধ্বজাঙ্কুশলসৎপদরাজিরম্যা
সা রাজতেঽদ্য মথুরা হরিরাজধানী ॥ ১২২ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

বীজং মুক্তিতরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং
ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিতধুরাং সম্পাদকং পারকং।

কেন রাজতে তদাহ চক্রচিহ্নধ্বজচিহ্নাঙ্কুশচিহ্নৈর্লসন্তৌ যৌ পাদৌ অর্থাৎ তস্য হরেস্তয়ো রাজিঃ ইতস্ততো গমনেন যা পঙ্‌ক্তিস্তয়া রম্যা। প্রকারান্তরেণাহ যত্র মথুরায়াং অখিলস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যাদিগুরুঃ পূজ্যঃ, অনুজসম্ভবোঽপি ব্রহ্মাপি স্তম্বাত্মনা। তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং। যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি-রজোঽভিষেকমিতি। শ্রীদশমস্কন্ধীয়তদ্বচনানুসারেণ স্তম্বাত্মনা তৃণাদিগুচ্ছস্বরূপেণ জনুর্জন্ম অনু লক্ষীকৃত্য স্পৃহয়াম্বভূব স্পৃহামকরোৎ ॥ ১২২ ॥

গ্রন্থকৃৎ শ্রীভগবৎস্বরূপাতেদেন মথুরায়াস্তত্ত্বং লিখতি বীজমিতি। সা মাথুরপুরী মথুরা বো যুষ্মাকং বাসনানি দুঃখানি মথ্নাতু বিলোড়য়তু নাশয়তু প্রিয়ং সুখঞ্চ ক্রিয়াৎ করোত্বিত্যন্বয়ঃ। সা কথম্ভূতা যত্র নিবাসিনাং প্রাণিনাং এতচ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং জ্ঞানবৃত্তিরূপং উদয়তে, তদ্ভয়ং বিবৃণোতি তারকং পারকমিতি। তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি পাদ্মাৎ। তত্র তারকত্বমাহ মুক্তিতরোর্বীজং বীজবদুৎপাদকং তৎ কুত ইত্যত আহ

তৃণ ও গুল্মমধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই হরিরাজধানী মথুরা অদ্য চক্র, ধ্বজ ও অঙ্কুশদ্বারা দেদীপ্যমান পদঙ্‌ক্তিতে রমণীয়া হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

মুক্তিতরুর বীজ, অনর্থসমূহের নিস্তারকরূপ তারক এবং প্রেমরসের ধাম, বাঞ্ছিতবিষয়ের সম্পাদকরূপ তারক, যে স্থানের নিবাসিদিগের সম্বন্ধে চিচ্ছক্তির তারক ও পারক, এই

এতদ্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয়ং
মথ্নাতু ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ ॥১২৩॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৪ ॥

বিতরতি মুরমর্দ্দনঃ প্রভুস্তে
নহি ভজমানজনায় যং কদাপি।
বিতরসি বত ভক্তিযোগমেতং
তব মথুরে মহিমা গিরামভূমিঃ ॥ ১২৪ ॥

অনর্থপটল্যা অনর্থসমূহস্য নিস্তারকং। পারকত্বমাহ প্রেমরসস্য ধাম আশ্রয়ং যথা জলাশ্রয়ে জলাস্বাদো ভবতি। তথা তদাশ্রয়ে সতি, প্রেমাস্বাদ্যত ইতি। তৎ কুত ইত্যত আহ বাঞ্ছিতায়া ধ্রুবাভাব অতিশয় ইতি যাবৎ। তস্যাঃ সম্পাদকং এবম্ভূতায়াঃ শক্তেঃ প্রকাশকত্বাৎ মহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ॥ ১২৩ ॥

মথুরাপ্রাপ্তিমাত্রেণ প্রেমভক্তিং প্রাপ্য গ্রন্থকৃত্তামুদ্দিশ্যাহ বিতরতীতি। মধুরে হে মথুরে তে প্রভুর্মুরমর্দ্দনো দেব আত্মানং ভজমানায় জনায় যং ভক্তিযোগং কদাপি নহি বিতরতি দদাতি। মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদেঃ। বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি গম্যতে। সা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাস্তু ভজদ্ভোঽপি ন দীয়তে ইত্যাদি শ্রবণাচ্চ। বতেতি হর্ষে এতং ভক্তিযোগং একরাত্রবাসেন ত্বং বিতরসি, ন ভজনমপেক্ষসে। একরাত্রনিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ইতি স্মরণাৎ। অতস্তব মহিমা গিরাং বাচামভূমি-

---

বৃত্তিদ্বয় উদিত হইতেছে, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের সমুদায় দুঃখ বিনাশ ও সম্পৎ বিধান করুন ॥ ১২৩ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ৪ ॥

তোমার মুরারি ভজনশীল-জনকে কখনই যাহা প্রদান করেন না, আহা! হে মুরারে! তুমি যদি সেই ভক্তিযোগ

তস্যৈব ॥ ৫ ॥

শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা
বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা
মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা ॥ ১২৫ ॥

রগোচরং স্থানাতীতং বা। অতঃ কো বক্তুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ ॥ ১২৪ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিভিঃ সেব্যত্বেন তত্ত্বং গোবিন্দমিশ্রাণাং পদ্যেনাহ শ্রবণেন ইতি। মধুরা মথুরাপুরী মম শ্রবণাদৌ অস্তিতি ক্রিয়েত্যাদ্যাহার্য্যা। সা কথম্ভূতা মধুরা মনোহরা। পুনঃ কিম্ভূতা মধুর্মধুদৈত্যস্তেন রাঃ শব্দো নাম যস্যাঃ। কৈ গৈ রৈ শব্দে ইতি ধাতোঃ। মধুনৈত্যেন নির্ম্মাণাদিতি ভাবঃ। পুনঃ কথম্ভূতা আমধুরা, অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আমো ভজনং, তস্য ধুরা অতিশয়ো যস্যাঃ সা। যদ্বা, মধুরো মধুরভক্তিরসস্যামো গতিঃ প্রাপ্তিস্তস্য ভারোঽতিশয়ো যয়া সা। অম গতৌ ভজনে শব্দে ইতি বোপদেবঃ। আচার্য্যপাদাস্তু মধুনা বসন্তেন রামস্য রমণীয়তায়া ধুরা ভারো যত্র সা। যদ্বা, বসন্তস্য রামঃ ক্রীড়া তস্যা ভারো যত্র। যদ্বা, বসন্তরামস্য ধুরা ভারেণ মধুরা। পুনঃ কিম্ভূতা। নাস্তি মধুঃ অসুরবিশেষো যস্মাৎ স মধুসূদনস্তং রাতি দদাতীতি সা। যদ্বা, তং লাতি আদত্তে ধারয়তীতি যাবৎ তথাভূতা। যদ্বা, মধুপদেনাতিশয়োক্ত্যা তদ্বন্মধুরং প্রেমোচ্যতে তৎ রাতি দদাতীতি। অলং বিস্তরেণেতি ব্যাচচক্ষুঃ ॥ ১২৫ ॥

বিতরণ কর, তাহা হইলে তোমার আর মহিমার স্থান হইবে না অর্থাৎ ইয়ত্তা থাকিবে না ॥ ১২৪ ॥

এই শ্লোক ও গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ৫ ॥

শ্রবণে মথুরা, নয়নে মথুরা, বদনে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা, অগ্রে মথুরা, পশ্চাতেও মথুরা, মথুরাই মধুরা ও মধুরাই মধুরা ॥ ১২৫ ॥

গোবিন্দমিশ্রাণাং ॥ ৬ ॥

অথ বৃন্দাটবীবন্দনং।

ত্বং ভজ হিরণ্যগর্ভং
ত্বমপি হরং ত্বং চ তৎপরং ব্রহ্ম।
বিনিহিতকৃষ্ণানন্দা-
মহন্তু বৃন্দাটবীং বন্দে ॥ ১২৬ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অথ নন্দপ্রণামঃ।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে

শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থানতুল্যায়া বৃন্দাটব্যাঃ প্রণামং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ত্বং ভজেতি। হিরণ্যগর্ভং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মনির্ভেদং স্বরূপং পরশব্দসম্বন্ধাৎ সগুণব্রহ্মচ তে তে তত্তদ্ভজন্তু নাম। বৃন্দাটবীং বৃন্দাবনং বন্দে তদ্বন্দনমাত্রেণ যো ভবামি স ভবামীতি ভাবঃ। তাং কথম্ভূতাং বিনিহিতঃ কৃষ্ণস্যাপি আনন্দো যয়া, তাং পূর্ণতমানন্দদাত্রীমিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

যস্য ভক্তিবলেন বশীকৃতো ভগবানপি গুরুং মত্বা সর্ব্বদা তৎপ্রাঙ্গণাদিবর্ত্তী

এই শ্লোক গোবিন্দমিশ্রের কৃত ॥ ৬ ॥

অথ বৃন্দাবনের বন্দন।

তুমি হিরণ্যগর্ভকে ভজনা কর, তুমি হরিকে ভজনা কর এবং সেই পরমব্রহ্মকে ভজনা কর, কিন্তু আমি যাহাতে কৃষ্ণানন্দ অর্পিত আছে, সেই বৃন্দাটবীকে বন্দনা করি ॥১২৬॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

অথ নন্দের প্রণাম।

সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে

ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ১২৭ ॥
রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ১ ॥
বন্ধুকারুণ-বসনং
সুন্দরকূর্চ্চং মুকুন্দহৃতনয়নং।

বভূব সঃ। শ্রীনন্দঃ সর্ব্বেষাং পূতনীয় ইতভিপ্রায়েণাহ অথ শ্রীনন্দপ্রণাম ইতি। শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য পরোক্ষং তং লিখতি শ্রুতিমিতি। ইতরে বৈদিকাঃ শ্রুতিং বেদশিরো ভাগং ভজন্তি চেত্তজন্তু। অপরে কর্ম্মিণঃ স্মৃতিং মন্বাদি-প্রণীতাং সংহিতাং ভজন্তি ভজন্তু। অন্যে ভবভীতাঃ ভারতং মহাভারতং ভজন্তি চেত্তজন্তু, অহন্তু ইহ ভবভীহরণবিষয়ে নন্দং বন্দে। যতো যস্যালিন্দে প্রাঙ্গণে পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আস্তে। অয়মন্তাবঃ। প্রণত্যাদিনা শ্রীনন্দস্য কৃপা ভবতি। তদা তদ্দাসঃ সন্ তং সাক্ষাৎ ভজিষ্যে ইতি ॥ ১২৭ ॥

গ্রন্থকৃৎ ধ্যানসাহিত্যেন তং প্রণমতি বন্ধুকেতি। অহং নন্দং বন্দে। তং কথম্ভূতং। বন্ধুকারুণবসনং বন্ধুকো বান্ধুলীপুষ্পং তদ্বদরুণং রক্তং বস্ত্রং যস্য তং। পুনঃ কথম্ভূতং সুন্দরকূর্চ্চং মনোরমং কূর্চ্চং ভ্রূমধ্যস্থানং যস্য তং। মুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণে কৃতে নয়নে যস্য তত্তু পোষণাদর্থমিতি জ্ঞেয়ং। মুকুন্দ

এবং কেহ বা ভারতকে ভজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহার অলিন্দে অর্থাৎ গৃহসম্মুখবর্ত্তি স্থানে (বারান্দায়) পরমব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই নন্দকে বন্দনা করি ॥ ১২৭ ॥

এই শ্লোক রঘুপতি উপাধ্যায়ের কৃত ॥ ১ ॥

যাঁহার বন্ধুক অর্থাৎ বান্ধুলিপুষ্পের ন্যায় বসন, যাঁহার কূর্চ্চদেশ অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ - পরমসুন্দর, যাঁহার নয়ন মুকুন্দগত, যাঁহার বিশাল উদরবিশিষ্ট শরীর এবং

নন্দং তুন্দিলবপুষং
চন্দনগৌরত্বিষং বন্দে ॥ ১২৮ ॥
সমাহর্ত্তুঃ ॥ ২ ॥
অথ শ্রীযশোদাবন্দনং।
অঙ্কগ-পঙ্কজনাভাং
নব্যঘনাভাং বিচিত্ররুচিসিচয়াং।
বিরচিত-জগৎপ্রমোদাং
মুহুর্যশোদাং নমস্যামি ॥ ১২৯ ॥

হৃন্নয়নমিতি পাঠে মুকুন্দে হৃৎ চিত্তং নয়নেচ যস্য তং। তত্র পরমাবিষ্টমিত্যর্থঃ। তথা তুন্দিলবপুষং স্থূলশরীরং চন্দনগৌরত্বিষং চন্দনবৎ গৌরবর্ণত্বিট্ কান্তির্যস্য তং ॥ ১২৮ ॥

যস্যা ভক্তিবলেন জগদ্বন্ধমোচকোঽপি দাম্না বদ্ধো বভূব সৈব জগন্মমস্যেত্যভিপ্রেত্যাহ অথ যশোদাবন্দনমিতি। রূপসাহিত্যেন তন্নমস্কারং গ্রন্থকৃৎ স্বপদ্যেনাহ অঙ্কগেতি। অহং মুহুঃ পুনঃ পুনর্যশোদাং নমস্যামি। তাং কথম্ভূতাং অঙ্কগপঙ্কজনাভাং অঙ্কং ক্রোড়ং গচ্ছতীতি অঙ্কগঃ পঙ্কজনাভঃ শ্রীকৃষ্ণো যস্যাস্তাং, নব্যঘনস্য নবমেঘস্যেবাভা, কান্তির্যস্যাস্তাং বিচিত্রা রুচিঃ কান্তির্যস্য এবম্ভূতং সিচয়ং বস্ত্রং যস্যাস্তাং। পুনঃ কিম্ভূতাং বিরচিতঃ প্রকটিতো জগতঃ প্রমদো যয়া তাং ॥ ১২৯ ॥

যাঁহার চন্দনের ন্যায় ধবলকান্তি, সেই নন্দকে বন্দনা করি ॥ ১২৮ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ২ ॥

অথ শ্রীযশোদার বন্দন।

যাঁহার ক্রোড়ে পদ্মনাভ, যাঁহার শরীর নবঘনের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার বিচিত্র মনোহর বসন এবং যিনি জগতের

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণশৈশবং।

অতিলোহিত-করচরণং
মঞ্জুল-গোরোচনালসত্তিলকং।
হঠপরিবর্ত্তিতশকটং
মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে ॥ ১৩০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং

বাৎসল্যরসাশ্রয়ালম্বনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য শৈশবাবস্থাবর্ণনং যুজ্যত ইত্যভিপ্রেত্যাহ অথেতি। কস্যচিৎ পদ্যেন তাং লিখতি অতীতি। অহং মুররিপুং বন্দে তং। কথম্ভূতং অতিলোহিতে অত্যন্তরক্তবর্ণে করচরণে যস্য তং। পুনঃ কথম্ভূতং মঞ্জুলং গোরোচনাকৃতং তিলকং যস্য তং। হঠেন বলাৎকারেণ পরিবর্ত্তিতং বৈপরীত্যং নীতং শকটং যেন তং ॥ ১৩০ ॥

বাল্যাবেশাৎ প্রাকৃতজনবৎ তস্য শৈশবচেষ্টাং মঙ্গলস্য পদ্যেন নির্দ্দিশতি

আমোদ সম্পাদন করিতেছেন, সেই যশোদাকে বারম্বার নমস্কার করি ॥ ১২৯ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের শৈশব।

যাঁহার হস্ত ও চরণ অতিশয় লোহিতবর্ণ, মনোহর গোরোচনার তিলক দেদীপ্যমান এবং যিনি বলপ্রকাশপূর্ব্বক শকটকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই উত্তানশায়ী অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়নশীল শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৩০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

অর্দ্ধ উন্মীলিত-লোচনে পান করাতে যাঁহার সম্বন্ধে এক

সদ্যঃপ্রস্নুত-দুগ্ধদিগ্ধমপরং হস্তেন সম্মার্জতঃ।
মাতা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মানে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধাম ধবলাদন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ॥১৩১॥
মঙ্গলস্য ॥ ২ ॥
গোপেশ্বরীবদনফুৎকৃতি-লোলনেত্রং

অর্দ্ধোন্মীলিতেতি। মাত্রাঙ্গুলিলালিতস্য স্মেরায়মানে ঈষদ্ধাস্যযুক্তে বদনে বিষ্ণোর্দন্তদ্যুতির্বো যুষ্মান্ মুহুঃ পাত্বিত্যন্বয়ঃ। সা কথম্ভূতা ক্ষীরকণায়া দুগ্ধবিন্দোর্যদুরু ধাম অধিকপ্রকাশস্তস্মাৎ ধবলা শুক্লা। বিষ্ণোঃ কথম্ভূতস্য। পর্য্যাপ্তং তৃপ্তিজনকমেকং স্তনং পিবতঃ সতঃ অর্দ্ধোন্মীলিতে লোচনে যস্য বাল্যস্বভাবদ্যোতকস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতস্য অপরং অপীতং স্তনং হস্তেন সম্মার্জতঃ অঙ্গুলীনাং চালনেন মুহুঃ স্পৃশতঃ। তৎকথম্ভূতং সদ্যঃ অপরস্তনপানকাল এব স্নেহেন প্রস্নুতং যদ্দুগ্ধং, তেন দিগ্ধং লিপ্তং। পুনঃ কথম্ভূতস্য। মাত্রা কর্ত্র্যা প্রত্যঙ্গে অঙ্গুলীভির্লালিতস্য স্নেহেন প্রত্যঙ্গং পরিস্পৃষ্টস্য ইত্যর্থঃ॥ ১৩১ ॥

শ্রীরঘুনাথদাসস্য পদ্যেন পুনস্তদাহ গোপীশ্বরীতি। তমালদলনীলং বালমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। ভজামীতি তৎসন্তোষফলার্থত্বাৎ। কর্ত্রর্থক্রিয়াফলার্থাভাবেন আত্মনে পদাভাবঃ। তং কথম্ভূতং। গোপেশ্বর্য্যা যশোদায়া কর্ত্র্যা বদনে যা

স্তন যথেষ্ট হইয়াছে, যিনি সদ্যঃক্ষরিত দুগ্ধলিপ্ত অন্য স্তনকে কেবল হস্তদ্বারা মার্জন করিতেছেন এবং মাতা অঙ্গুলিদ্বারা লালন করায় যাঁহার বদন মুহুর্মুহুঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইতেছে, সেই বিষ্ণুর ক্ষীরকণায় অতিশয় ধবলবর্ণ দন্তদ্যুতি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩১ ॥

এই শ্লোক মঙ্গলের কৃত ॥ ২ ॥

গোপেশ্বরী যশোদার বদনফুৎকারে যাঁহার লোচনদ্বয়

জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তং।
কিঞ্চিন্নবস্মিতসুধা-মধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥ ১৩২ ॥

শ্রীরঘুনাথদাসস্য ॥ ৩ ॥

ক্বাননং ক্ব নয়নং ক্ব নাসিকা
ক্ব শ্রুতিঃ ক্বচ শিখেতি দেশিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো
বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৩৩ ॥

ফুৎকৃষ্টঃ ফুৎকারস্তেন লোলে চঞ্চলে নেত্রে যস্য তং। পুনঃ কথম্ভূতং। কদা জানুদ্বয়েন ধরণীং পৃথিবীং অনু লক্ষীকৃত্য সঞ্চরন্তং গচ্ছন্তং। পুনঃ কথম্ভূতং। কিঞ্চিদ্যন্নবস্মিতং নবীনমন্দহাসাং তদেব সুধা তয়া মধুরা মনোহরা অধরাভা ওষ্ঠকান্তির্যস্য তং। নবস্মিতস্বন্তু তাং প্রতি প্রতিক্ষণে নবনবায়মানত্বেন প্রতীয়মানত্বাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩২ ॥

চেষ্টাবিশেষেণ শৈশবং কবিসার্ব্বভৌমস্য পদেন লিখতি ক্বাননেতি। দেশিত আজ্ঞপ্তঃ সন্ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্রাঙ্গে নিহিতং অঙ্গুলিদলং যেন সঃ এবম্ভূতঃ সন্ বল্লবীকুলং গোপীসমূহমনন্দয়ং হর্ষয়ামাস ॥ ১৩৩ ॥

চঞ্চল হইতেছে, যিনি জানুদ্বয় নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন এবং যাঁহার কিঞ্চিৎ নবীন হাস্যসুধায় বদন অতিশয় মধুর হইয়াছে, সেই তমালদলসদৃশ নীলকান্তি বালককে আমি ভজনা করি ॥ ১৩২ ॥

এই শ্লোক শ্রীরঘুনাথদাসের কৃত ॥ ৩ ॥

মুখ কোথায়, নয়ন কোথায়, নাসিকা কোথায় এবং কর্ণ কোথায়, এইরূপ আদেশ বা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই স্থানে অঙ্গুলিনিহিত করিয়া গোপীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩ ॥

কবি-সার্ব্বভৌমস্য ॥ ৪ ॥

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনং।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥ ১৩৪ ॥

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং ॥ ৫ ॥

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গণে
ধাবমানমলকাকুলে ক্ষণং।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈঃ
রঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনং ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীযশোদানুশাসনাশ্রিতং তৎসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাণাং পদ্যেন লিখতি ইদানীমিতি। অক্ষালি ক্ষালূ শৌচে ইতি ধাতোঃ। কর্ম্মণি লুঙি সিচ্ধং। ধূলিভির্ধূসরিতং ব্যাপ্তং ॥ ১৩৪ ॥

উপাসনালম্বনত্বেন তৎ আগমবাক্যেন লিখতি পঞ্চবর্ষমিতি। যূয়ং গোপালবালকং নমতেত্যন্বয়ঃ। তং কথম্ভূতং পঞ্চবর্ষং পঞ্চবর্ষপরিমিতবয়সং। পুনঃ কথম্ভূতং অতিদীপ্তং লাবণ্যেন জাজ্বল্যমানং, অঙ্গণে অজিরে ধাবমানং বেগেন গচ্ছন্তং। অলকৈশ্চূর্ণকুন্তলৈরাকুলে ঈক্ষণে নয়নে যস্য তং। কিঙ্কিণ্যাদিভিরঞ্জিতং ভ্রক্ষিতং ভূষিতমিত্যর্থঃ। অন্ধূ ভ্রক্ষণকান্তিগতিষ্বিতি ধাতোঃ। তত্র কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, বলয়ো বালা ইতি প্রসিদ্ধহারঃ প্রসিদ্ধ এব ॥ ১৩৫ ॥

এই শ্লোক কবি-সার্ব্বভৌমের কৃত ॥ ৪ ॥

হে কৃষ্ণ! এখনি তোমার অঙ্গপ্রক্ষালন করিয়া অনুলেপন রচনা করিয়াছিলাম, কি আশ্চর্য্য! এখনিই তোমার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইল? ॥ ১৩৪ ॥

এই শ্লোক সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৫ ॥

যিনি পঞ্চবর্ষ, অতিচঞ্চল, অঙ্গণে ধাবমান, অলকায় আকুল-লোচন এবং যিনি কিঙ্কিণী, বলয়, হার ও নূপুরদ্বারা রঞ্জিত, সেই নন্দনন্দনকে নমস্কার করি ॥ ১৩৫ ॥

আগমস্য ॥ ৬ ॥

অথ শৈশবেঽপি তারুণ্যং।

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে সচাটু দৃশোর্দৃশা-
বলিকমলিকে দত্ত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমং।

অথ যদ্বদ্ধিয়াথ উরুায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি স্মরণাৎ কেচিৎ শৈশবেঽপি নবতারুণ্যং মন্যন্তে তান্ সুখয়িতুং স্বানভিপ্রেতমপি তল্লিখতি অথেতি। স্বানভিপ্রায়ত্বে হেতুস্তারুণ্যস্য শৈশবয়োর্মধ্যপাতিত্বেন নির্দ্দেশো জ্ঞেয়ঃ। অতএব ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। বাল্যেঽপি নবতারুণ্যপ্রাকট্যং শ্রূয়তে ক্বচিৎ। তন্নাতিরসবাহিত্বান্ন রসজ্ঞৈরুদাহৃতমিতি। কিঞ্চ, তথাত্বে বাৎসল্যরসস্য কাপট্যময়তৈব স্যাৎ। বস্তুতো বাল্যভাবাভাবাৎ গুরুবর্গাগ্রে কাপট্যাস্যানৌচিত্যাচ্চ। কিঞ্চ, শ্রীভাগবতাদ্যনুসারেণ ক্রমলীলাপ্রকটনেনৈব রসপোষঃ স্যাৎ। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি ন্যায়াৎ। তস্য প্রপঞ্চলীলাপ্রকটনে ভক্তানাং স্বপরত্বকরণমেব হেতুঃ। তচ্চ ক্রমলীলাশ্রবণাদিভির্ভবতি। অতো ভগবান্ ক্রমেণৈব তত্তৎপ্রকটয়তি নহি পাচকঃ অন্নং পরিবেশ্য শাকদানানন্তরং পায়সং দত্ত্বা সূপাদিকং পরিবেষয়তে ইতি। অলমতিবিস্তরেণেতি। তত্রাবাক্রান্তস্য দিবাকরস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি অধরমিতি। কেনচিৎ গোপীজনেন কৃষ্ণস্যাধরে স্বস্য অধরং কণ্ঠে কণ্ঠং চাটু প্রিয়বাক্যং তেন সহ। দৃশোর্দৃশৌ অলিকে কপোলে অলিকং কৃত্বা সসম্ভ্রমং সসম্মানং। যদ্বা, অন্তর্ভয়েন সত্বরং শিশুরিতি বদন্ বক্ষঃস্থলে চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য নিহিতঃ কৃষ্ণঃ স্মরালসবিগ্রহঃ কন্দর্পেণাবশাঙ্গঃ সন্ পায়াৎ রক্ষতু। পুনঃ

এই শ্লোক আগমের ॥ ৬ ॥

অথ শৈশবে তারুণ্য।

গোপীজনেরা অধরে অধর, কণ্ঠে কণ্ঠ, নয়নে নয়ন এবং ললাটে ললাট অর্পণ করিয়া সম্ভ্রমপ্রকাশপূর্ব্বক ইনি শিশু,

শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ ॥ ১৩৬ ॥

দিবাকরস্য ॥ ৭ ॥

অথ চন্দ্রাবলীসখীবচনং।

ব্রূমস্ত্বচ্চরিতং তবাভিজননীং ছদ্মাতিবালাকৃতে-
স্ত্বং যাদৃগ্ গিরিকন্দরেষু নয়নানন্দঃ কুরঙ্গীদৃশাং।

কথম্ভূতঃ সন্ নিভৃতৌ নিতরাং ধৃতৌ স্মেরপুলকৌ যেন সঃ ॥ ১৩৬ ॥

বনমালিনঃ পদ্যেন তচ্চ পুনর্বর্ণয়তি ব্রূম ইতি। উত্তানসুপ্তো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জগতীং ভুবনং পুনান্বিতান্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ পুরতো মাতুরগ্রে সম্মুখে পরিহাসপরাভির্গোপীভিরিত্যেবং প্রকারেণোক্তঃ সন্। তৎপ্রকারো যথা হে ছদ্মাতিবালাকৃতে ছলেন বালকমূর্ত্তিদর্শিন্ তব জননীমভিলক্ষীকৃত্য ত্বচ্চরিতং ব্রূমঃ কথয়ামঃ। নন্থ ময়া কিমাচরিতং যৎ যূয়ং ব্রূথ তত্রাহ ত্বং গিরিকন্দরেষু গোবর্দ্ধনগুহাসু কুরঙ্গীদৃশাং মৃগীণাং নেত্রাণাং সম্বন্ধী যাদৃগ্নয়নানন্দ আসীঃ শ্লেষেণ মৃগীলোচনানাং অর্থাদ্গোপীনাং নয়নানি যাদৃগানন্দয়তীতি। তচ্ছ্রুত্বা

এই বলিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলে, যিনি নিভৃতপুলক, হাস্যবদন এবং কন্দর্পবেগে আলস্যান্বিত হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ রক্ষা করুন ॥ ১৩৬ ॥

এই শ্লোক দিবাকরের কৃত ॥ ৭ ॥

অথ চন্দ্রাবলীসখীর বাক্য।

তুমি ছদ্মভাবে অতিশয় বালকাকৃতি প্রকাশ করিয়া থাক, কিন্তু পর্ব্বতগুহা-সকলে যেরূপ হরিণনয়নাদির নয়নের আনন্দ-প্রদ হয়, তাহা তোমার মাতার নিকট বলিতেছি, গোপীগণ এই কথা বলিলে, যিনি তাহাদের সম্মুখে পরিলেহন-ছলে

ইত্যুক্তঃ পরিলেহনচ্ছলতয়া ন্যস্তাঙ্গুলিঃ স্বাননে
গোপীভিঃ পুরতঃ পুনাতু জগতীমুত্তানসুপ্তো হরিঃ ॥১৩৭॥
বনমালিনঃ ॥ ১ ॥
বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতং।
নব-নব-গোপবধূটী-স্মিতপরিপাটী-পরিস্ফুরতি ॥ ১৩৮ ॥
বনমালিনঃ ॥ ২ ॥
নীতং নব-নবনীতং

শিশুত্বদ্যোতনায় পরিলেহনচ্ছলতয়া চোষণচ্ছলেন স্বাননে মুখে ন্যস্তাঙ্গুলিঃ নিক্ষিপ্তা অঙ্গুলির্যেন তথাভূতো বভূবেতি তদ্রসিকানামতিশয়োক্তিরিয়মিতি জ্ঞেয়া ॥১৩৭

ব্যঙ্গার্থত্বেন তচ্চ বনমালিনঃ পদ্যেন লিখতি বনমালিনীতি। পিতুর্ব্রজরাজস্যাঙ্কে ক্রোড়ে বাল্যোচিতং চরিতং লুণ্ঠনাদি রচয়তি সতি নবনবগোপবধূটীনাং নবনবাল্যবস্থানাং বধূনাং স্মিতপরিপাটী মন্দহাস্যশ্রেণীপরিস্ফুরতি রহস্যে এষ যুবৈব তাদৃগ্ব্যবহরতি পিতুরঙ্কে শিশুরেবেতি মন্দহাস্যস্ফুরণমিতি ব্যজ্যতে ॥ ১৩৮ ॥

সারঙ্গস্য পদ্যেন তল্লিখতি নীতমিতি। ধনিষ্ঠয়া নীতং তদ্ভোজনার্থং প্রাপিত

স্বীয়-বদনে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই উত্তানসুপ্ত হরি জগৎ পবিত্র করুন ॥ ১৩৭ ॥

এই শ্লোক বনমালির কৃত ॥ ১ ॥

বনমালী পিতার ক্রোড়ে বাল্যোচিত-চরিত রচনা করিতে থাকিলে, নূতন নূতন বয়স্কা গোপবধূগণের হাস্যপরিপাটী প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১৩৮ ॥

এই শ্লোক বনমালির কৃত ॥ ২ ॥

কি পরিমিত নূতন নবনীত লইয়াছ, এই কথা যশোদা

কিয়দিতি কৃষ্ণো যশোদয়া স্পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজনমধ্যে
বিধৃতধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ ॥ ১৩৯ ॥

সারঙ্গস্য ॥ ৩ ॥

ক্ব যাসি নন্বু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকং।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ বলা-
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ ॥ ১৪০ ॥

নবনবনীতং দৃষ্ট্বা কিয়ৎ কিং পরিমাণং নবনীতমিতি যশোদয়া পৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ ইয়ৎ ধনিষ্ঠাস্তনসদৃশমিতি। গুরুজনা যশোদারোহিণ্যাদয়স্তেষাং সবিধে নিকটে বিধৃতো বিশেষেণ মর্দ্দনরূপেণ ধৃতো ধনিষ্ঠায়াঃ পয়োধরো যেন সঃ। তস্যাঃ পয়োধরবর্ণনমপি তাদৃগ্‌ভক্তানাং ভাবকল্পিতং জ্ঞেয়ং। তদা তস্যাং তস্যা-যোগাত্বাৎ। বিশেষজিজ্ঞাসা চেদ্বৈষ্ণবতোষণী দৃশ্যা ॥ ১৩৯ ॥

তদপি দীপকস্য পদ্যেন লিখতি ক যাসীতি। এবম্ভূতঃ কেশবো গোকুলে জয়তীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ। নন্বু ভোঃ চৌরিকে প্রমুদিতং যথা স্যাত্তথা ক্ব যাসি পলায়সে নন্বহং নাপরাধিনী। অতঃ স্বেচ্ছয়া যাসীতি চেত্তত্রাহ ইহ কঞ্চুকে স্তনাচ্ছাদকবস্ত্রে মামকং দ্বিতীয়ং কন্দুকং স্ফুটং দৃশ্যতে। অতো দণ্ডায়মানা

জিজ্ঞাসা করিলে, যিনি গুরুজনমধ্যে ধনিষ্ঠার স্তনধারণপূর্ব্বক দেখাইলেন, মা! এই পরিমাণে নবনীত লইয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩৯ ॥

এই শ্লোক সারঙ্গের কৃত ॥ ৩ ॥

হে চৌরিকে! আনন্দসহকারে কোথায় পলাইতেছ? স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার দ্বিতীয় কন্দুকটী চুরি করিয়া আপনার কঞ্চুকমধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছ, ত্যাগ কর, এই বলিয়া বলপূর্ব্বক অপনয়ন করত নব-গোপিকার কুচযুগ মর্দ্দন

দীপকস্য ॥ ৪ ॥

অথ গব্যহরণং।

দূরদৃষ্ট-নবনীতভাজনং
জানুচঙ্ক্রমনজাতসম্ভ্রমং।
মাতৃভীতি-পরিবর্ত্তিতাননং
কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ॥ ১৪১ ॥

তত্ত্বাজেতি বলাৎ নবগোপিকায়াঃ কুচযুগং নিমথ্নন্ মর্দ্দয়ন্। তেন কামোদ্রেকাৎ লসৎ দীপ্যৎ পুলকমণ্ডলং রোমাঞ্চসমূহো যত্র স ইতি ॥ ১৪০ ॥

প্রাকরণিকশৈশবে ক্রমলীলাপ্রাপ্তং গব্যহরণমাহ অথেতি। কেষাঞ্চিৎ পদ্যদ্বয়েন তদাহ দূরেত্যাদি। কিমপি অনির্ব্বাচ্যং কৈশবং কেশবসম্বন্ধি শৈশবং বাল্যাবস্থাং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। তৎ কথম্ভূতং। দূরদৃষ্টনবনীতস্য ভাজনং পাত্রমুদ্দিশ্য জানুভ্যাং চঙ্ক্রমণে বক্রগমনে জাতঃ সসম্ভ্রমস্থয়া যস্য তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং। নবনীতভোজনে মাতা মাং তাড়য়িষ্যতীতি তস্য ভীত্যা ভয়েন পরিবর্ত্তিতং পশ্চান্নিহিতং আননং মুখং যস্য তৎ। অত্র শোণো ধাবতীতিবৎ শৈশববিশিষ্টে কেশবে লক্ষণা জ্ঞেয়া শৈশবস্য ব্যাপারাসম্ভবাৎ। যদ্বা, উভয়ত্র সপ্তম্যন্তপদার্থবহুব্রীহিণা সঙ্গমনীয়ং ॥ ১৪১ ॥

করিয়া প্রোদ্দীপ্ত-পুলকাঞ্চিত কেশব গোকুলে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৪০ ॥

এই শ্লোক দীপকের কৃত ॥ ৪ ॥

অথ গব্যহরণ।

যিনি দূর হইতে নবনীতপাত্র অবলোকন করিয়া জানুদ্বারা ইতঃস্তত গমনে জাতসম্ভ্রম এবং মাতৃভয়ে বদন পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই কোন আশ্চর্য্য শৈশবসম্পন্ন কেশবকে ভজনা করি ॥ ১৪১ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

সংমুষ্ণন্ নবনীতমন্তিকমণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদ্গমং
দৃষ্ট্বা মুগ্ধতয়া কুমারমপরং সঞ্চিন্তয়ন্ শঙ্কয়া।
তন্মিত্রং হি ভবান্ ময়াত্র ভবতো ভাগঃ সমঃ কল্পিতো
মা মাং সূচয় সূচয়েত্যনুনয়ন্ বালো হরিঃ পাতু বঃ ॥১৪২॥

কেষাঞ্চিৎ ॥ ২ ॥

অহো লীলাশক্তেরবিচিন্ত্যো মহাপ্রভাবঃ যেন সর্ব্বজ্ঞস্যাপি স্বয়ং ভগবতঃ পরমমুগ্ধেতি বিশদয়ন্ কেষাঞ্চিৎ পদ্যেনাহ সংমুষ্ণন্নিতি। বালো হরির্বো যুষ্মান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ। স কথম্ভূতঃ। নবনীতং সংমুষ্ণন্ চোরয়ন্ তস্য নিকটস্থ-মণিস্তম্ভে স্ববিম্বোদ্গমং নিজমূর্ত্তিপ্রতিচ্ছবিং দৃষ্ট্বা বাল্যভাবেন মুগ্ধতয়া তং অপরং কুমারং সংচিন্তয়ন্ অয়ং মাতরং বক্ষীতি শঙ্কয়া। এবং য আহ কিমাহ ভবান্ মন্মিত্রং হিতকারী। অতোঽত্র নবনীতে ভবতো ময়া সহ সমস্তল্যো ভাগঃ কল্পিতঃ। মা শব্দো নিষেধার্থঃ। ন মাতরং প্রতি মাং সূচয় সূচয়েতি অনুনয়ন্ বিনয়ং কুর্ব্বন্নিতি ভয়েন ত্বরায়াং দ্বিত্বং ॥ ১৪২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নবনীত চুরি করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী মণিস্তম্ভে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া, অপর বালক বিবেচনায় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, অহে! তুমি আমার মিত্র, অতএব আমি ইহাতে তোমার সমভাগ কল্পনা করিলাম, আমাকে প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিও না, এই বলিয়া যিনি অনুনয় করিতেছিলেন, সেই বাল হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৪২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বাল-কৃষ্ণঃ ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ৩ ॥

সব্যে পাণৌ নিয়মিত-রবং কিঙ্কিণীদামধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্ম্মন্দমন্দং বিহস্য।

শ্রীভগবতঃ শচীনন্দনস্য পদ্যদ্বয়েন আবেশান্বিতং তন্নির্দ্দিশতি দধীতি বাল-কৃষ্ণো মাং পাত্বিত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ প্রভাতেঽত্র রাত্রিশেষে ইতি ব্যাখ্যেয়ং। তদা দীপানাং বর্ণনাং দধিমথননিনাদৈর্দধিমথনশব্দৈস্ত্যক্তনিদ্রো জাগরিতঃ সন্ চৌর্য্যেণ নবনীতাদিভক্ষণার্থং নিভৃতপদং সংযতপদং যথা স্যাত্তথা বল্লবীনাং গোপীনামগারং গৃহং প্রবিষ্টো মুখকমলসমীরৈর্মুখপদ্মবায়ুভিরাশু শীঘ্রং দীপান্ নির্ব্বাপ্য নির্ব্বাণং কৃত্বা কবলিতং ভুক্তং নবনীতং যেন সঃ। ১৪৩ ॥

হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো জাতু কদাচিৎ মাতুঃ পর্য্যঙ্কদেশে স্থিতং হৈয়ঙ্গবীনং সদ্যো জাতগোদোহোদ্ভবঘৃতং নবনীতং বা অহরৎ। কিম্ভূতঃ সন্ তত্রাহ সব্যে বামে পাণৌ বামহস্তে নিয়মিতো যন্ত্রিতো রবো ধ্বনির্যস্য যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণং বা। তৎকিঙ্কিণীদামধৃত্বা কুব্জীভূয় চৌররীত্যনুসারেণাতশরীরঃ প্রপদগতিভিঃ পাদা-

---

যিনি প্রভাতকালে দধিমন্থনের ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গোপিকাগণের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক মুখ-কমল-মারুতদ্বারা শীঘ্র দীপ নির্ব্বাণ করিয়া নবনীত কবলিত করিয়াছিলেন, সেই বাল-কৃষ্ণ আপনাকে রক্ষা করুন ॥ ১৪৩ ॥

এই শ্লোক শ্রীশ্রীভগবানের কৃত ॥ ৩ ॥

কোন দিবস শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে কিঙ্কিণীর রজ্জুধারণপূর্ব্বক শব্দনিবারণ করিয়া এবং সঙ্কুচিত-শরীরে পদাগ্রগতিদ্বারা

অক্ষ্নোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনং ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ৪ ॥
পাদন্যাসান্ দ্বারাঞ্চলভুবি বিধায় ত্রিচতুরান্
সমন্তাদালোলং নয়নযুগলং দিক্ষু বিকিরন্।
স্মিতং বিভ্রদ্ব্যক্তং দধিহরণলীলাচটুলধীঃ
সশঙ্কং গোপীনাং মধুরিপুরগারং প্রবিশতি ॥ ১৪৫ ॥

গ্রেণ গমনৈরুপলক্ষিতঃ মন্দমন্দং বিহস্য তত্তু তাসাং মোহনায়ৈবেতি জ্ঞেয়ং। তত্তদ্ব্যাপারং দৃষ্ট্বা সম্মুখীনাঃ সম্মুখস্থিতা বিহসিতমুখ্যো যা গোপ্যস্তা অক্ষ্নোর্নেত্রয়োর্ভঙ্গ্যা বারয়ন্ মাতরং মা বদতেতি বাল্যচাতুর্য্যং দ্যোতয়ন্নিতি ॥ ১৪৪ ॥

গ্রন্থকৃৎ স্বয়মপি তদর্থয়তি পাদন্যাসমিতি মধুরিপুঃ সশঙ্কং শঙ্কাসহিতং যথা স্যাত্তথা গোপীনামগারং প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ সন্ দধিহরণলীলায়াং চটুলা চঞ্চলা ধীর্বুদ্ধির্যস্য সঃ। তস্যাগারস্য দ্বারাঞ্চলভুবি দ্বারপ্রদেশভূমৌ ত্রিচতুরান্ পাদন্যাসান্ বিধায়, সমন্তাৎ সর্ব্বতোভাবেন আলোলং চঞ্চলং নয়নযুগং দশসু দিক্ষু বিকিরন্ স্মিতং মন্দহাসবিশিষ্টং মুখং বিভ্রৎ সন্ শঙ্কায়ামপি। স্মিতং মুখস্য তাদৃক্ স্বভাবাৎ। যদ্বা, যদি কোঽপি পশ্যতি, তদা তং হাস্যেন মোহয়ামীতি। হাস্যো জনোন্মাদকরীহ মায়েতি শ্রীভাগবতাৎ। তত্র শঙ্কাতু লজ্জাহেতুকেতি জ্ঞেয়া ॥ ১৪৫ ॥

মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তথা নেত্রভঙ্গীদ্বারা সম্মুখস্থা হাস্যমুখী গোপীগণকে নিবারণ করিয়া এবং মাতার পশ্চাদ্দিকে গিয়া নবনীত হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

এই শ্লোক শ্রীশ্রীভগবানের কৃত ॥ ৪ ॥

দ্বারদেশের ভূমিতে তিন চারি পদ বিন্যাসপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চঞ্চল নয়নযুগল নিক্ষেপ করিতে করিতে ঈষৎ হাস্যসহকারে

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৫ ॥

মৃদ্নন্ ক্ষীরাদিচৌর্য্যামসৃণ-সুরভিণী সৃক্কণী পাণিমর্ষৈ-
রাঘ্রায়াঘ্রায় হস্তং সপদি পরুষয়ন্ কিঙ্কিণীমেখলায়াং।
বারম্বারং বিশালে দিশি দিশি বিকিরন্ লোচনে লোলতারে
মন্দং মন্দং জনন্যাঃ পরিসরময়তে কূটগোপালবালঃ ॥ ১৪৬ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

কস্যচিৎ পদ্যেন স চাতুর্য্যং তল্লিখতি মৃদ্নন্নিতি। ধূর্ত্তগোপালবালঃ কপটো গোপপুত্রো জনন্যাঃ পরিসরং নিকটস্থানং মন্দং মন্দময়তে গচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। স কথম্ভূতঃ ক্ষীরাদিচৌর্য্যাদ্ধেতোঃ মসৃণসুরভিণী কোমলসুগন্ধবিশিষ্টসৃক্কণী ওষ্ঠপ্রান্তভাগৌ পাণিঘর্ষৈঃ পাণিভ্যাং ঘর্ষা ঘর্ষণানি তৈর্মৃদ্নন্ মার্জয়ন্ তদ্গন্ধোঽস্তি নবেতি হস্তং আঘ্রায়াঘ্রায়, তত্রাপি গন্ধসদ্ভাবাৎ। কিঙ্কিণী মেখলায়াং, কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, মেখলা অষ্টযষ্টিকা, ভূষণবিশেষঃ কিঙ্কিণীসহিতা মেখলা, তস্যাং সপদি তৎক্ষণাৎ পরুষয়ন্ কঠিনীকুর্ব্বন্ লোকদর্শনভয়াৎ দিশি দিশি বিশালে বিস্তৃতে লোচনে বিকিরন্ ভ্রাময়ন্ লোচনে। কথম্ভূতে বিশালে সুন্দরতয়া পৃথুলে। তথা ভয়েন লোলতারে লোলা চঞ্চলা তারা যত্র তে ॥ ১৪৬ ॥

দধিহরণলীলায় সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে গোপীদিগের গৃহে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১৪৫ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাদি চৌর্য্যের জন্য মসৃণ ও সুগন্ধি সৃক্কণীদ্বয় মার্জন করিয়া এবং বারম্বার হস্তদ্বয় আঘ্রাণপূর্ব্বক হস্তে নবনীতের গন্ধ আশঙ্কা করিয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা রজ্জুতে মর্দ্দন করত তথা বারম্বার বিশাল ও চঞ্চল তারকাবিশিষ্ট নয়নদ্বয় নিক্ষেপ করিতে করিতে জননীর নিকট সমাগত হইতেছেন ॥ ১৪৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীহরেঃ স্বপ্নায়িতং।

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রোঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতু বঃ॥১৪৭॥

শৈশবপ্রসঙ্গে স্বপ্নায়িতং লিখতি। অথ হরেঃ স্বপ্নায়িতমিতি। স্বপ্নবিশিষ্ট-জনবদাচরিতং। ময়ূরস্য পদ্যেন তল্লিখতি শম্ভো ইতি। জনন্যা যশোদায়াঃ থূথূংকৃতং সুতবক্ষসি থূৎকারং বো যুষ্মান্ পাতু ইত্যন্বয়ঃ। জনন্যাঃ কথম্ভূতায়াঃ কৈটভরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গিরঃ কথাঃ শ্রুত্বা হে বালক কিং কিমনুচিতং জল্পসীতি ব্যগ্রয়া ইত্যর্থঃ। অতঃ কিং কিমিতি ভয়ে বীপ্সা তস্য কথম্ভূতস্য হে শম্ভো স্বাগতং তব সুখেনাগমনং ইত ইহ সপ্তম্যাস্তসি আস্যতা ংউপ-বিশ্যতাং, পদ্মোদ্ভব হে ব্রহ্মন্ স্বাগতং মম বামেন ইত ইহ আস্যতাং, ক্রোঞ্চারে হে কার্ত্তিকেয় তে কুশলং, সুরপতে হে ইন্দ্র তে সুখং, বিত্তেশ হে কুবের ত্বং। নো ওকারান্তোঽপি নো শব্দো নিষেধার্থঃ দৃশ্যসে। কথমিতি শেষঃ। ইত্থং স্বপ্নগতস্য স্বপ্নাবস্থাং প্রাপ্তস্য॥ ১৪৭॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

"হে শম্ভো! মঙ্গল ত? এই স্থানে উপবেশন কর, হে ব্রহ্মন্! বামদিকে বৈস, হে কার্ত্তিকেয়! কুশল ত? হে দেবরাজ! সুখে ত আছ? এবং হে কুবের! তোমাকে আর দেখিতে পাই না কেন?" "জননী যশোদা স্বপ্নগত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া" এ কি! এ কি! বালক কি অনুচিত-বাক্য বলিতেছে" এই বলিয়া পুত্রের বক্ষে যে থূৎকার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই থূ থূ তোমাদিগকে রক্ষা করুক॥ ১৪৭॥

ময়ূরস্য ॥ ৭ ॥

ধীরা ধরিত্রি ভবভারমবেহি শান্তং
নন্বেষ কংসহতকং বিনিপাতয়ামি।
ইত্যদ্ভুতস্তিমিত-গোপবধূশ্রুতানি
স্বপ্নায়িতানি বসুদেবশিশোর্জয়ন্তি ॥ ১৪৮ ॥

বসুদেবস্য ॥ ৮ ॥

অথ পিত্রোর্বিস্মাপনাদি।

বসুদেবস্য পদ্যেন তল্লিখতি ধীরেতি। বসুদেবশিশোঃ বসুভিঃ রত্নধনস্বর্ণৈর্দীব্যতীতি বসুদেবঃ। যদ্বা, বসুষু সাধুষু দীব্যতীতি। যদ্বা, বসুষু অষ্টবসুষু মধ্যে যো ভক্ত্যা দীব্যতি দ্রোণনামা তদ্বিশিষ্টস্তস্য শ্রীনন্দে প্রবেশাৎ। যদ্বা, সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতমিতি স্মরণাত্তদ্বিশিষ্টো যো নন্দস্তস্য শিশোর্বালকস্যেত্যর্থঃ। শূরপুত্রস্য বসুদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শৈশবাবস্থায়াং পুত্রতায়াং অপ্রকটনাৎ। তস্য স্বপ্নায়িতানি স্বপ্নবাক্যানি জয়ন্তি, তানি কথম্ভূতানি হে ধরিত্রি ভূমে ত্বং ধীরা স্থিরা ভব। নন্থ কংসেন পীড়নাৎ কথং ধৈর্য্যং প্রাপ্নোমি তত্রাহ। নন্থ ভো এবোহহং কংসহতকং কংসরূপনীচলোকং বিনিপাতয়ামি। অতো ভারং শান্তমবৈহি অবগচ্ছ ইত্যদ্ভুতেনাশ্চর্য্যবাক্যেন স্তিমিতা আর্দ্রা যা গোপবধ্বস্তাসাং শ্রুতানি শ্রবণগোচরাণি ॥ ১৪৮ ॥

এই শ্লোক ময়ূরের কৃত ॥ ৭ ॥

হে ধরণি! তুমি স্থির হও, তোমার ভারের শান্তি হইল জানিবে, আমি জঘন্য কংসকে বিনষ্ট করিলাম, বসুদেব বালকের এই অদ্ভুত স্বপ্নগত-বাক্য যাহা গোপবধূগণ স্তব্ধভাবে শুনিতেছিলেন, সেই বাক্য জয়যুক্ত হউক ॥ ১৪৮ ॥

এই শ্লোক বসুদেবের কৃত ॥ ৮ ॥

পিতা ও মাতার বিস্ময় এবং শিক্ষাদি।

কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশৈল্যে ন ন
ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে।
দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতীরিতে সনিয়মং গোপৈর্যশোদাপতে-
র্বিস্মেরস্য পুরো হসন্নিজগৃহান্নির্যন্ হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥১৪৯॥
উমাপতিধরস্য ॥ ১ ॥

শৈশবপ্রসঙ্গে পিত্রাদীনাং কৃষ্ণেন কর্ত্রা বিস্মাপনং তেভ্যঃ শিক্ষাদিচ রস-পোষায় ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ অথেতি। তত্রোমাপতিধরস্য পদ্যেন বিস্মাপন-মাহ কালিন্দীতি। শ্রীকৃষ্ণস্য সখায়ো গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা, তস্মাৎ সত্বরং ব্রজ-রাজনিকটমাগত্য পপ্রচ্ছুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং গৃহমাগতবান্, তদা স গৃহে নায়াতঃ কালিন্দীপুলিনাদৌ যূয়ং তং মার্গয়তেতি ব্রজরাজনোক্তে সতি, তদা কশ্চিদাহ কালিন্দীপুলিনে ময়া কৃষ্ণো ন ন দৃষ্টঃ ত্বরায়াং নস্য দ্বিঃ। কশ্চিদাহ শৈলোপ-শৈল্যে গোবর্দ্ধনস্য নিকটস্থলে ন ন দৃষ্টঃ, কশ্চিদাহ ময়া ন্যগ্রোধস্য বটবৃক্ষস্য ভাণ্ডীরস্য তলে ময়া ন ন দৃষ্টঃ, কশ্চিদাহ ময়া রাধাপিতুর্বৃষভানোঃ প্রাঙ্গণে ময়া ন ন দৃষ্টঃ। ইতি গোপৈঃ কৃষ্ণসখিভিঃ সনিয়মং সশপথমীরিতে কথিতে সতি বিপদ্ভাবনয়া বিস্মেরস্য হাসরহিতস্য যশোদাপতেঃ শ্রীনন্দস্য পুরোঽগ্রে নিজগৃহাৎ হসন্ সন্ নির্যন্ নির্গচ্ছন্ হরির্বো যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু ॥ ১৪৯ ॥

আমি কালিন্দীপুলিনে, আমি পর্ব্বতে, আমি গ্রামের প্রান্তভাগে, আমি বটবৃক্ষের মূলে, আমি শ্রীরাধার পিতৃপ্রাঙ্গণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না, এইরূপ শপথ করিয়া গোপ-সকল বলিতে থাকিলে যশোপতি নন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিতে-ছিলেন, এমত সময়ে যিনি নন্দের সম্মুখে নিজগৃহ হইতে বহি-র্গত হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৪৯ ॥

এই শ্লোক উমাপতিধরের কৃত ॥ ১ ॥

বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরন্ দূরপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুর-
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতং ॥ ১৫০ ॥

অভিনন্দনস্য ॥ ২ ॥

রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং পিতু-

তাং শিক্ষামভিনন্দস্য পদ্যেন শিক্ষামাহ বৎসেতি। বৎস হে কৃষ্ণ গবাং দূরে প্রচারে সতি স্থাবরকন্দরেষু স্থাবরো বৃক্ষজাতিরর্থাদ্বনং কন্দরাঃ পর্ব্বত-গুহাস্তেষু গবাং রক্ষণায় বিচরন্ পুরোঽগ্রে হিংস্রান্ জন্তূন্ বীক্ষ্য পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধাস্যসি চিন্তাং কুর্ব্বিতি প্রকারেণ যশোদয়া স্নেহেনোক্তস্য মুর-রিপোঃ স্ফুরদ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাৎ হেতোরব্যক্তভাবস্মিতং ন ব্যক্তো ভাবঃ। প্রকাশো যস্য তচ্চাদঃ স্মিতং মন্দহাস্যং চেতি স্মিতমিতি পূতনাদীনাং মারণং দৃষ্ট্বাপি স্নেহবশেন মচ্ছক্তিমনালোচ্য মাতা মামেবমুপদিশতীত্যভিপ্রায়াৎ। তজ্জগন্তি ভুবনানি অব্যাৎ রক্ষতু ॥ ১৫০ ॥

তত্রোপন্যাসশ্রবণং লিখতি রাম ইতি। উপন্যাসশ্রবণে শ্রোতুরভিনিবেশ-

---

হে বৎস! তুমি যখন বন ও পর্ব্বতগুহায় এবং দূরে গোচারণ করিবা, সেই সময় যদি সম্মুখে হিংস্রজন্তু দেখিতে পাও, তাহা হইলে পুরাতন পুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করিও, যশোদা এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরিত বিম্বোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ় পীড়নবশতঃ অব্যক্ত ভাবযুক্ত যে মন্দ হাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা জগৎসমূহকে রক্ষা করুক ॥ ১৫০ ॥

এই শ্লোক অভিনন্দের কৃত ॥ ২ ॥

রামনামে এক ব্যক্তি ছিলেন, কৃষ্ণ কহিলেন, হুঁ, সীতা-

ধাঁচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্ব ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ ॥ ১৫১॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামস্ব নিদ্রা-
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্ব্বাং বদস্ব।

দ্যোতকো হুং শব্দঃ। রামো নাম বভূব হুমিত্যুক্তে সাহ তদবলা তৎপত্নী সীতেতি। এবং পরপরত্র পিতুর্দশরথস্য বাক্যাৎ পঞ্চবটীনাম বনে নিবসতস্তস্য রামস্য তাং সীতাং রাবণো অহরৎ ইতি মাত্রা যশোদয়েরিতাং কথিতাং পুরাতনীং অবতারান্তরস্য নিজস্য কথামাকর্ণ্য শ্রুত্বা ক্রোধাবেশাৎ। সৌমিত্রে হে লক্ষ্মণ ক্ব কুত্র মম ধনুর্ধনুর্ধনুরস্তীতি কৃষ্ণস্য ব্যগ্রা বাচো বো যুষ্মান্ পান্তু রক্ষন্তু ॥ ১৫১ ॥

পুনঃ সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন তল্লিখতি শ্যামেতি। তত্র যশোদাহ হু হে শিশো ত্বং উদধিকং যথা স্যাত্তথা গতা নিদ্রা যস্য এবম্ভূতো মাস্যা ন ভব, মা শব্দো নিষেধার্থঃ স্বপিষি শপথং কুরু, শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি নেতি ক্বচিৎ পাঠো দৃশ্যতে।

নামে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন, কৃষ্ণ বলিলেন, হুঁ, পিতার বাক্যে তিনি পঞ্চবটীবনে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার ঐ সীতা রাবণ হরণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ জননীভাবিত নিজের অবতারান্তরের কথা শ্রবণ করিয়া, হে লক্ষ্মণ! ধনু কই, ধনু কই, ধনু কই, এই বলিয়া যে ব্যগ্রবাক্য-সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় বাক্যই তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ১৫১॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

হে বৎস! উত্তম জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, নিদ্রা যাইতেছ না কেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মা! আমার নিদ্রা আসিতেছে না,

ব্যক্তঃ স্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্বানন্দস্য ॥ ৪ ॥

অথ গোরক্ষণাদিলীলা।

তত্র শ্যামা রাত্রিঃ সা উদ্দিতশ্চন্দ্রো যস্যা এবম্ভূতা বভুব এতেন কৃষ্ণপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিরবগম্যতে। হে শিশো তথাপি ন যৎ স্বপিষি তন্মম মহদ্দুঃখং শ্রীকৃষ্ণ আহ অম্ব হে মাতঃ মাং নিদ্রা নৈতি নাগচ্ছতি কিং করোমি। পুনঃ সাহ হে সুত নিদ্রাহেতোঃ কামপূর্ব্বাং কথাং রম্যামুপন্যাসং শৃণু। পুনঃ স আহ হে অম্ব তাং বদ ক্বচিৎ কুরুষ্বেতি পাঠো দৃশ্যতে। তত্র পক্ষে কামপূর্ব্বামিত্যেকং পদং কথাং শৃণু। তাঞ্চ কামপূর্ব্বাং কামো নিদ্রাপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বঃ প্রধানং, যত্র তাং কুরুষ্ব নিদ্রার্থং শৃণ্বিত্যর্থঃ। তামাহ দানবং হিরণ্যকশিপুং দারয়িষ্যন্ বিদারয়িতুং স্তম্ভান্নরহরিঃ ব্যক্তং প্রকটোঽভূৎ। ইতি মাত্রা উক্তে সতি। অস্য দেবকীনন্দনস্য স্মিতং মন্দহাস্যমুদয়তে প্রকাশো ভবতি। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চেতি স্মরণাৎ দেবকীত্যত্র যশোদৈব বাচ্যা বসুদেবপত্ন্যাস্তস্যা ব্রজে অবস্থিত্যভাবাৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাসুখাস্বাদাভাবাচ্চ ॥ ১৫২ ॥

যশোদা কহিলেন, হে পুত্র! নিদ্রার জন্য কোন এক অপূর্ব্ব কথা বলি শুন, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বলুন, যশোদা কহিলেন, দানব বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত স্তম্ভ হইতে নরসিংহ বহির্গত হইয়াছিলেন, জননী যশোদা এই কথা বলিলে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৫২ ॥

এই শ্লোক সর্ব্বানন্দের কৃত ॥ ৪ ॥

অথ গোরক্ষণাদি লীলা।

দেবস্ত্বামেকজঙ্ঘা বলয়িত-লগুড়ী মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্তবাহু-
র্গায়ন্ গোযুদ্ধগীতীরুপরচিতশিরঃ শেখরঃ প্রগ্রহেণ।
দর্পস্ফূর্জন্মহোক্ষদ্বয়-সমরকলাবদ্ধদীর্ঘানুবন্ধঃ
ক্রীড়াগোপালমূর্ত্তির্মুররিপুরবতাদাভগোরক্ষলীলঃ ॥ ১৫৩ ॥
যোগেশ্বরস্য ॥ ১ ॥

এবং ক্রমেণ পৌগণ্ডপ্রাপ্তে তত্র সঙ্গতাং গোরক্ষণাদিলীলাং লিখিতুং প্রক্রমতে। অথ গোরক্ষণাদিলীলেতি। তত্র যোগেশ্বরস্য পদ্যেন গোরক্ষণে বিনোদমাহ দেব ইতি ক্রীড়াগোপালমূর্ত্তিঃ ক্রীড়য়তি ভক্তান্ সুখয়তীতি ক্রীড়া লীলা তদর্থং গোপালরূপঃ। যদ্বা, ক্রীড়াতে যয়া সা লীলাশক্তিস্তয়া গোপালরূপঃ। অতো নিত্যগোপালরূপস্থং স মুররিপুর্দেবস্ত্বামবতাৎ রক্ষতু ইত্যন্বয়ঃ। স কথম্ভূত আপ্তা প্রাপ্তা গোরক্ষলীলা যেন সঃ। তদ্ভাবমাহ একজঙ্ঘায়াং বলয়িতা বক্রভাবেন সংযোজিতা যা লগুড়ী গোবশীকারী দণ্ডস্তস্যা মূর্দ্ধ্নি শিরসি বিন্যস্তো বাহুর্যেন। এবম্ভূতঃ সন্ গোযুদ্ধগীতির্গবাং যুদ্ধং সংগ্রামো যাভিস্তা গাভীর্গায়ন্। পুনঃ কথম্ভূতঃ প্রগ্রহো গবাদিযন্ত্রণরজ্জুস্তেনোপরচিতো বেষ্টনমালাত্বেন কল্পিতঃ শিরসি শেখরশ্চূড়া যেন সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ যুদ্ধগীতিশ্রবণেন দর্পৈঃ স্ফূর্জতোর্মহোক্ষদ্বয়য়োর্মহার্ষভয়োঃ সমরকলায়াং যুদ্ধপরিপাট্যাং আবদ্ধো দীর্ঘোঽতিশয়োঽনুবন্ধো যেন সঃ। বিস্মৃতান্যকৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

যাঁহার এক জঙ্ঘাস্থিত বলয়াকার লগুড়ীর মস্তকে বাহু বিন্যস্ত, যিনি গোযুদ্ধের গান করিতে করিতে রজ্জুদ্বারা মস্তকের মাল্য রচনা করিতেছেন, যিনি দর্পসহকারে শব্দকারি মহাবৃষভদ্বয়ের যুদ্ধকৌশলে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং যিনি ক্রীড়ার নিমিত্ত গোপালমূর্ত্তি, সেই গোপালনলীলা অঙ্গীকারী মুররিপু তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৫৩ ॥

এই শ্লোক যোগেশ্বরের কৃত ॥ ১ ॥

যাবদ্গোপা মধুরমুরলীনাদমত্তা মুকুন্দং
মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈর্লোচনৈরাপিবন্তি।
গাবস্তাবন্মসৃণ-যবসগ্রাসলুব্ধা বিদূরং
যাতা গোবর্দ্ধনগিরিদরীদ্রোণিকাভ্যন্তরেষু ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীকেশবচ্ছত্রিণঃ ॥ ২ ॥

অথ গোপীনাং প্রেমোৎকর্ষঃ।

ধৈর্য্যং মানপরিগ্রহেঽপি জঘনে যদ্যংশুকালম্বনং

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুধ্বনিনা মোহিতানাং গোপানাং গবাঞ্চ কৃত্যং শ্রীকেশবচ্ছত্রিণঃ পদ্যেন লিখতি যাবদিতি। মুকুন্দস্য মধুরলীনাদেন মত্তাঃ পরমাবিষ্টতয়া বিস্মৃতান্যকৃত্যা গোপা যাবৎ কালং ব্যাপ্য মন্দস্পন্দৈর্নিমেষরহিতৈঃ সকলৈঃ সম্পূর্ণৈর্লোচনৈরহহ হর্ষে মুকুন্দমাপিবন্তি অত্যাসক্ত্যা পশ্যন্তি তাবদ্গাবঃ গোবর্দ্ধনগিরিদরীদ্রোণিকাভ্যন্তরেষু গোবর্দ্ধনগুহাদেশমধ্যেষু মসৃণযবসগ্রাসলুব্ধাঃ কোমলতৃণগ্রাসলোভযুক্তাঃ সন্তঃ বিদূরং যাতা বভূবুরিতি শেষঃ ॥ ১৫৪ ॥

বাৎসল্যসখ্যরসপাত্রাণাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাণাং নির্দ্দেশ্যমধুররসপাত্রাণাং

আহা! যৎকালীন গোপবালকগণ মধুর মুরলীরবে মত্ত হইয়া নিষ্পন্দলোচনসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে পান অর্থাৎ অত্যাদরে দর্শন করিতেছিলেন, এমত সময়ে গোসকল কোমল তৃণগ্রাসে লুব্ধ হইয়া দূরবর্ত্তী গোবর্দ্ধনপর্ব্বতগুহায় গিয়া প্রবেশ করিল ॥ ১৫৪ ॥

এই শ্লোক কেশবচ্ছত্রির কৃত ॥ ২ ॥

অথ গোপীদিগের প্রেমের উৎকর্ষ।

গোপীদিগের মানকরণবিষয়ে ধৈর্য্য, নিতম্বে বস্ত্র অবলম্বন,

গোপীনাঞ্চ বিবেচনং নিধুবনারম্ভে রহোমার্গণং।
সাধ্বী সচ্চরিতং বিলাসবিরতৌ পত্যুর্গৃহান্বেষণং
তত্তদ্গৌরবরক্ষণং মুররিপোর্বংশীরবাপেক্ষণং ॥ ১৫৫ ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ১ ॥

ব্রজরমাণাং তত্র প্রেমাণং নির্দ্দিশতি অথেতি। অত্র প্রেমপদেন স্নেহমান-প্রণয়রাগানুরাগভাবানাং গ্রহণং জ্ঞাতব্যং। অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। প্রায়ো ব্যবস্থিয়ন্তেঽমী প্রেমশব্দেন সূরিভিরিত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তদনুগামিত্ববর্ণনাৎ। তং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন লিখতি ধৈর্য্য-মিতি। গোপীনামিতি পদং সর্ব্বত্র যোজ্যং, তাসাং মানপরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণে মানরক্ষণে ধৈর্য্যং ধীরতা, জঘনে নিতম্বে রম্যাং শুকস্য মনোহরবস্ত্রস্যালম্বনং সংসর্গঃ। নিধুবনারম্ভে শ্রীকৃষ্ণেন সহ রতিক্রীড়ায়াং বিবেচনং লোকা নিন্দিষ্য-ন্তীতি বিচারণং রহোমার্গণং কুলবধ্বো বয়ং কৃষ্ণদর্শনার্থং কথং রাজপথে বর্ত্তা-মহে রহস্যবস্থানং যুজ্যত ইতি সাধ্বী সচ্চরিতং সাধ্বীধর্ম্মরক্ষণং এতদেব যং বিলাসবিরতৌ বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহালাপাদিঃ তস্য বিরতৌ বিরামার্থং বিরামে সতি বা পত্যুঃ পতিমন্যস্য গৃহান্বেষণং তত্তদ্গৌরবরক্ষণং ধৈর্য্যকুল-ধর্ম্মাদিরক্ষণং যত্তংমুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীরবাপেক্ষণং যাবৎ বংশীরবো ন জনিষ্যতে, তাবৎ বংশীরবে শ্রুতে সতি ধৈর্য্যাদিকং কিমপি ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমপরাকাষ্ঠেতি জ্ঞেয়া ॥ ১৫৫ ॥

সম্ভোগারম্ভে বিচার, নির্জনস্থান অন্বেষণ, সাধ্বীদিগের সচ্চরিত্র এবং বিলাসবিরতিতে পতিগৃহের অন্বেষণপ্রভৃতি যদিও ছিল, তথাপি এ সকল শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের অপেক্ষকমাত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনিতে সমুদায় বিনষ্ট হইত ॥ ১৫৫ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ১ ॥

বিলোক্য কৃষ্ণং ব্রজবামনেত্রাঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নত্বমেব।
আকর্ণ্য তদ্বেণুনিনাদভঙ্গী
মৈচ্ছন্ পুনস্তাঃ শ্রবণত্বমেব ॥ ১৫৬ ॥
কস্যচিৎ ॥ ২ ॥
অথ গোপীভিঃ সহ লীলা।
কালিন্দীজলকেলি-লোলতরুণীরাবীতচীনাংশুকা

গ্রন্থকৃৎ স্বয়মেব তং নির্দ্দিশতি বিলোকেতি। ব্রজবামনেত্রাঃ ব্রজজাতাঃ সুন্দরনয়না গোপ্যঃ কৃষ্ণং বিলোক্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নাসাকর্ণেন্দ্রিয়প্রভৃতীনাং নয়নত্বমবৈচ্ছন্ ইচ্ছাং চ চক্রুঃ নেত্রদ্বয়েন দর্শনে তৃপ্ত্যভাবাৎ। তথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনিনাদভঙ্গীমাকর্ণ্য শ্রুত্বা পুনস্তাস্তেষাং শ্রবণত্বমেব কর্ণত্বমেবৈচ্ছন্ শ্রোত্রদ্বয়েন শ্রবণে তৃপ্ত্যভাবাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১৫৬ ॥

গোপীনাং তত্র প্রেমোৎকর্ষং বর্ণয়ন্ তাভিঃ সহ তস্য পরিহাসং বর্ণয়তি অথেতি। পুরুষোত্তমস্য পদ্যেন তাং লিখতি কালিন্দীতি। এবম্ভূতস্য শৌরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সাকূতবেণুধ্বনির্বিজয়তে ইত্যন্বয়ঃ। সাকূতেতি মন্নাদং শ্রুত্বা গোপ্যঃ কৃষ্ণে অনুরাগিণ্যো ভবন্তিতাভিপ্রায়সহিতস্য বেণোঃ শব্দ ইত্যর্থঃ। কথং বিজয়তে তত্রাহ ইমা গোপীঃ সম্ভ্রময়ন্ বস্ত্রপরিধানে ত্বরা বিশিষ্টাঃ কুর্ব্বন্ শৌরেঃ। কথম্ভূতস্য কালিন্দীজলকেলিলোলতরুণী যমুনাজল-

---

ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের নয়নত্ব ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার বেণুরব শ্রবণ করিয়া ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের শ্রবণত্ব বাঞ্ছা করিয়াছিলেন ॥১৫৬

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

সূক্ষ্মবস্ত্রে পরিবেষ্টিত কালিন্দীজলকেলিবিষয়ে চঞ্চল তরুণীগণ জলাশয় হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

নির্গত্যাঙ্গজলানি সারিতবতীরালোক্য সর্ব্বা দিশঃ।
তিরোপান্তমিলন্নিকুঞ্জভবনে গূঢ়ং চিরাৎ পশ্যতঃ
শৌরেঃ সম্ভ্রময়ন্নিমা বিজয়তে সাকূতবেণুধ্বনিঃ ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ১ ॥

অথ তাসু কৃষ্ণস্য ভাবঃ।

স্বেদপ্লাবিতপাণিপদ্মমুকুলাৎ প্রকান্তকম্পোদয়ো

খেলায়াং চঞ্চলা রমণীঃ আবীতচীনাংশুকা আবীতানি আসম্যক্ নীতানি পরিত্যক্তানি চীনাংশুকানি যাভিস্তাঃ। চীনো বস্ত্রবিশেষঃ ক্রীড়ানন্তরং নির্গত্য জলাদুত্থায় সর্ব্বদিশো বিলোক্য নগ্নাঃ সত্যোঽঙ্গানাং গাত্রাণাং জলানি সারিতবতীঃ ক্ষয়ং প্রাপয়তীঃ। সৃহিংসায়ামিতি ধাতোঃ প্রয়োজকণিঙন্তস্য রূপং। তাঃ পশ্যতঃ। কথম্ভূততয়া তত্রাহ তীরোপান্তমিলন্নিকুঞ্জভবনে যমুনাতীরসমীপস্থকুঞ্জগৃহে গূঢ়ং গুপ্তং যথা স্যাত্তথা আত্মানমপবার্য্যেত্যর্থঃ। চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য বর্ত্তমানস্য। অতো বেণুনাদশ্রবণেন ত্বরাকরণাৎ পরিহাসো ব্যজ্যতে ॥ ১৫৭ ॥

অস্মিন্ তাসাং মনসি বিভাব্য শ্রীকৃষ্ণস্তাস্বপি প্রেমানুবন্ধং প্রকটয়ামাস। অন্যথা রসাভাসাপত্তেরতঃ তং নির্দ্দিশতি অথেতি। চিরঞ্জীবস্য পদ্যেন তং

করত অঙ্গসংলগ্ন জলসকল অপসারিত করিতেছিলেন, এমত সময়ে তীরের উপান্তমিলিত নিকুঞ্জগৃহে লুক্কায়িতভাবে দর্শনকারি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুরূপ যে মুরলীধ্বনি ঐ সকল তরুণীদিগকে সম্ভ্রমপ্রাপ্ত করাইয়াছিল, সেই সাকূত মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক ॥ ১৫৭ ॥

ঐ সকল গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব।

বৃন্দাবনমধ্যে লীলাসহকারে নৃত্যতুল্য গতিবিশিষ্টা গোপী-

বিস্রস্তামবিজানতো মুরলিকাং পাদারবিন্দোপরি।
লীলাবল্গিতবল্লবীকবলিত-স্বান্তস্য বৃন্দাবনে
জীয়াৎ কংসরিপোস্ত্রিভঙ্গবপুষঃ শূন্যোদয়া ফূৎকৃতিঃ ॥১৫৮
চিরঞ্জীবস্য ॥ ১ ॥
অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রথমদর্শনে শ্রীরাধায়াঃ প্রশ্নঃ।

লিখতি স্বেদেতি। কংসরিপোর্বৃন্দাবনে শূন্যোদয়া ফূৎকারাধারবেণুরহিতে আকাশে উদয়ো যস্যাঃ সা ফূৎকৃতির্জীয়াদিত্যন্বয়ঃ। তস্য কথম্ভূতস্য গোপী-দর্শনেন সাত্ত্বিকবিকারস্বেদেনাপ্লাবিতে সম্যগার্দ্রে যে পাণিপদ্মমুকুলে হস্তপদ্ম-কোরকে তয়োঃ প্রক্রান্ত উদ্ভটো যঃ কম্পস্তস্য উদয়স্তস্মাদ্ধেতোঃ পাদারবিন্দো-পরি বিস্রস্তাং স্খলিতামর্থাৎ পতিতাং মুরলিকাং অবিজানতঃ পাদপতনেঽপি তাং ন জ্ঞাতবান্ তত্রাহ লীলয়া বল্গিতা নৃত্যবৎ গতিবিশিষ্টা যা বল্লব্যো গোপ্য-স্তাভিঃ কবলিতং গ্রস্তং স্বান্তং চিত্তং যস্য তস্য। পুনঃ কথম্ভূতস্য ত্রিভঙ্গবপুষ-স্তাসাং মোহনার্থং কৃতত্রিভঙ্গশরীরস্য ॥ ১৫৮ ॥

গণকর্ত্তৃক অন্তঃকরণ হৃত হওয়ায় ত্রিভঙ্গবপুঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বেদ ও কম্প উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন তাঁহার করকমল-মুকুল হইতে যে মুরলিকা স্খলিত হইয়া চরণোপরি পতিত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কেবল মুখে যে ফূৎকৃতি করিতেছিলেন, সেই ফূৎকৃতি জয়যুক্ত হউক ॥ ১৫৮ ॥

এই শ্লোক চিরঞ্জীবের কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রথমদর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন।

ভ্রূবল্লিতাণ্ডবকলামধুরাননশ্রীঃ
কঙ্কেল্লি-কোরককরম্বিত-কর্ণপূরঃ।
কোঽয়ং নবীন-নিকষোপলতুল্যবেশো
বংশীরবেণ সখি মামবশীকরোতি॥ ১৫৯॥
কস্যচিৎ॥ ১॥

গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোৎকর্ষেঽপি তত্র শ্রীরাধায়া বৈশিষ্ট্যমস্তি তদ্দর্শয়িতুং প্রথমদর্শনে বৃত্তান্তমাহ অথেতি। সা স্বসখীং প্রতি যদাহ কস্যচিৎ পদ্যেন তল্লিখতি ভ্রূবল্লীতি। তত্র সখীতি স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্যমচ্ছলং। বিশ্রম্ভিনীব যা বেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতেত্যুক্তলক্ষণা। সখি হে ললিতে বংশীরবেণ যো মাং অবশীকরোতি। ন বিদ্যতে কিঞ্চিদপি বশং যস্যাস্তাদৃশীকরোতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদাং করোতীত্যর্থঃ। অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। অয়ং কঃ বদেতি শেষঃ। নন্থ প্রিয়তমে বংশীবাদনমনেকাঃ কুর্ব্বন্তি। বাদকস্য কিঞ্চিদ্বৈশিষ্ট্যং কথয়েতি বিভাব্যাহ। নবীননিকষোপলেন নবস্বর্ণজাতিজ্ঞাপকশিলয়া তুল্যস্তৎ সজাতীয়ঃ কৃষ্ণবর্ণো দেহো যস্য সঃ। তত্রাপি ভ্রূবল্ল্যা ভ্রূলতায়াস্তাণ্ডবকলাভির্নৃত্যপরিপাটীভির্মধুরা রম্যা আননে মুখে শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ। কঙ্কেল্লেরশোকস্য কোরকৈঃ করম্বিতো মিলিতঃ কর্ণপূরঃ কর্ণাবতংসো যস্য সঃ। তস্য ভ্রূলতানর্ত্তনাদিকং সাধ্বী ব্রতগর্ব্বধ্বংসনার্থমিতি ময়াবগম্যতে। তথাপি তস্মিন্ মম স্নেহাতিশয়ো জায়তে। অতঃ স কো ভবেৎ বদেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৫৯॥

হে সখি! যাঁহার ভ্রূলতাবিলাসে মুখশ্রী অতিশয় মধুর এবং কঙ্কেল্লি অর্থাৎ অশোককুসুমের কলিকায় কর্ণভূষণ খচিত, সেই কষ্টিপ্রস্তরসদৃশ নীলবর্ণ পুরুষটী কে? উনি যে বংশীরবদ্বারা আমাকে আকুল করিতেছেন॥ ১৫৯॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত॥ ১॥

কিমুক্তং পুনরুচ্যতামিতি বদন্তীং সখীং প্রতি।
ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রী-
র্বাসো দ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ
কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি ॥ ১৬০ ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ১ ॥
অথ সখ্যা উত্তরং।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন তচ্চ নির্দ্দিশতি ইন্দীবরেতি। যো যুবা পুরুষঃ জগৎ ভুবনং অনঙ্গময়ং কামপ্রচুরং করোতি কিমুত মাং অয়ং ক ইতি। তেন সহ ক্রীড়ায়াং কস্যা লালসা ন ভবেদিতি ব্যঙ্গার্থঃ। ন কিং রূপ ইত্যভিপ্রেত্যাহ ইন্দীবরস্য নীলপুঁদি ইতি প্রসিদ্ধপুষ্পস্য যদুদরং মধ্যং তস্য সহোদরা সজাতীয়া মেদুরা স্নিগ্ধা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ দ্রবৎ গলিতং কনকবৃন্দনিভং গলিতসুবর্ণসমূহমিব বাসঃ সুপীতবস্ত্রং দধানঃ। আমুক্তং বদ্ধং মৌক্তিকমনোহরহারেণ বক্ষো যস্য সঃ ॥ ১৬০ ॥

কি বলিলে পুনর্ব্বার বল, এই কথা যে সখী বলিতেছেন, তাঁহার প্রতি শ্রীরাধায় উক্তি।

হে সখি! যাঁহার ইন্দীবরের উদরকুল্য স্নিগ্ধ কান্তি, যিনি গলিত স্বর্ণরাশির ন্যায় বসন পরিধান করিয়াছেন এবং যাঁহার পরিহিত মুক্তাহারে বক্ষঃস্থল মনোহর, সেই এই কোন্ যুবা? ইনি যে জগৎকে অনঙ্গময় করিতেছেন ॥ ১৬০ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ১ ॥

অথ সখীর উত্তর।

অস্তি কোঽপি তিমিরস্তনন্ধয়ঃ
কিঞ্চিদঞ্চিতপদং স গায়তি।
যং মনাগপি নিশম্য কা বধূ-
র্নাবধূতহৃদয়োপজায়তে ॥ ১৬১ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥
অথ শ্রীরাধায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ।
মনোগতাং মন্মথবাণবাধা-
মাবেদয়ন্তীব তনোর্বিকারৈঃ।

উৎকণ্ঠাবৃদ্ধয়ে সপ্রকাশং শ্রীকৃষ্ণং ন প্রকাশ্য ভঙ্গ্যা সখী উত্তরং যদ্দদাতি তত্তু কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অস্তীতি। তিমিরস্তনন্ধয়ঃ অন্ধকারপুত্রঃ অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ কোঽপ্যাস্তি স কিঞ্চিদঞ্চিতপদং সর্ব্বেষাং মনোহরত্বাৎ পূজিতগীতং গায়তি। যদ্গীতং মনাগীষদপি নিশম্য শ্রুত্বা কা বধূরবধূতহৃদয়া কম্পিতহৃদয়া নোপজায়তে। অতঃ সর্ব্বাসাং বধূনাং তত্র রতির্জায়তে ইতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬১ ॥

কা বধূর্নাবধূতহৃদয়েতি শ্রুত্বা শ্রীরাধা সপ্রকাশং শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিং বিবৃতবতী অতস্তস্যাঃ পূর্ব্বরাগং লিখতি অথেতি। পূর্ব্বরাগলক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে। তত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি মনোগতা-

---

সখি! কোন এক তিমিরবর্ণ বালক আছে, সে কোন মনোহর পদ গান করিতেছে, যাহা ঈষন্মাত্র শ্রবণ করিলে কোন্ বধূর হৃদয় কম্পিত না হয়? ॥ ১৬১ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

শ্রীরাধা দেহবিকারদ্বারা মনোগত মন্মথবাণের বাধা আবে-

দীনাননা বাচমুবাচ রাধা
তদা তদালীজনসম্মুখে সা ॥ ১৬২ ॥
শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ১ ॥
যদবধি যামুনকুঞ্জে
ঘনরুচিরবলোকিতঃ কোঽপি।
নলিনীদল ইব সলিলং
তদবধি তরলায়তে চেতঃ ॥ ১৬৬ ॥

মিতি। তদা তস্মিন্ কালে সা রাধা দীনাননা দুঃখিতবদনা সতী তদালীজনসম্মুখে তাসাং প্রসিদ্ধানামালীনাং ললিতাদীনাং সখীনাং সম্মুখে বাচং বক্ষ্যমাণামুবাচ। কথম্ভূতা সতী তদাহ। তনোঃ শরীরস্য বিকারৈঃ সাত্ত্বিকস্তম্ভাদিভাবৈর্মনোগতাং মনসি লগ্নাং মন্মথবাণবাধাং কৃষ্ণবিষয়াং কন্দর্পপীড়ামাবেদয়ন্তীব যাদৃগ্বিকারদর্শনেন মনঃপীড়া বোধ্যতে। শরীরে তাদৃগ্বিকারা বভূবুরিতি ভাবঃ ॥ ১৬২ ॥

কবিচন্দ্রস্য পদ্যেন বাচাপি তদুক্তিং লিখতি যদবধীতি। যং সময়মধিকৃত্য যামুনকুঞ্জে যমুনাসম্বন্ধিনি কুঞ্জে শ্যামকান্তিঃ কোঽপি অনিরূপণীয়োঽপি অবলোকিতো দৃষ্টস্তদবধি মে চেতো নলিনীদলে পদ্মপত্রে জলমিব তরলায়তে চঞ্চলং ভবতি। কিং করোমি বদেত্যুপায়মিতি শেষঃ ॥ ১৬৩ ॥

দন করিয়াই যেন তৎকালীন সেই সকল সখীজনের সম্মুখে ম্লানবদনে কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৬৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কৃত ॥ ১ ॥

যে অবধি আমি যমুনাকুঞ্জে কোন মেঘদ্যুতি পুরুষকে অবলোকন করিয়াছি, সেই হইতে যেমন নলিনীদল জলকে তরল করে, তাহার ন্যায় তিনি আমার চিত্ত তরলিত করিতেছেন ॥ ১৬৩ ॥

কবিচন্দ্রস্য ॥ ২ ॥

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটীং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিম্বাঽকুরুত নহি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে ॥ ১৬৪ ॥

পুরো নীলজ্যোৎস্না-তদনুমৃগনাভীপরিমল-

তত্রানুরাগং জয়ন্তস্য পদ্যেন লিখতি অকস্মাদিতি। হে সখি একস্মিন্ পথীত্যত্র প্রতিদিনমিতি চাধ্যাহার্য্যং যামুনতটং যমুনাসম্বন্ধি তীরং ব্রজন্ত্যা ময়া অকস্মাৎ হঠাৎ নবজলধরশ্যামলতনুরয়ং দৃষ্টঃ। বুদ্ধিবৃত্তিসন্নিকৃষ্টত্বাদয়মিতি নির্দ্দেশঃ। স কেবলং ময়া দৃষ্টো ন অপিতু স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা চক্ষুশ্চালনেন কিম্বা মোহনাদি অকুরুত তন্নহি জানে ন জ্ঞাতুং শক্নোমি। ততস্তদনন্তরং মে মনঃ ব্যালোলমতিচঞ্চলং সৎ ক্বচন কস্মিন্ গৃহকৃত্যে ন বসতি কিং করোমীতি বদ্ ॥ ১৬৪ ॥

হে সখি প্রিয়তমে স কিম্প্রকারেণ ত্বয়া দৃষ্টো বদেত্যভিপ্রেত্য সা যদবর্ণয়ৎ

এই শ্লোক কবিচন্দ্রের কৃত ॥ ২ ॥

সখি! একদিন যমুনার তটে গমন করিতে অকস্মাৎ এক পথে নবজলধরের ন্যায় কোন এক শ্যামমূর্ত্তি আমার দৃষ্টি-গোচর হয়েন, তিনি নয়নভঙ্গিদ্বারা কি যে করিলেন, তাহা জানি না, কিন্তু সেই হইতে আমার মনঃ চঞ্চল হইয়া কোন গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতেছে না ॥ ১৬৪ ॥

এই শ্লোক জয়ন্তের কৃত ॥ ৩ ॥

সখি! প্রথমতঃ নীলজ্যোৎস্না, তাহার পর মৃগনাভির

ততো লীলাবেণুক্বণিকতমনুকাঞ্চীকলরবঃ।
ততো বিদ্যুদ্বল্লীবলয়িতচমৎকারলহরী-
তরঙ্গাল্লাবণ্যং তদনুসহজানন্দ উদগাৎ ॥ ১৬৫ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

অদ্য সুন্দরি কলিন্দনন্দিনী-
তীরকুঞ্জ ভুবি কেলিলম্পটঃ।
বাদয়ন্মুরলিকাং মুহুর্মুহু-

কস্যচিৎ পদ্যেন তদাহ পুর ইতি। উদগাদিদি সর্ব্বত্রাম্বয়ঃ। পুরোঽগ্রে নীলজ্যোৎস্না উদগাদুদয়ং প্রাপ্তা তদনু তস্যা পশ্চান্মৃগনাভ্যাঃ কস্তূর্য্যাঃ পরিমলঃ সুগন্ধ উদগাৎ ততস্তদনন্তরং লীলয়া শৃঙ্গারভাবচেষ্টয়া বেণুরণিতং বেণোর্বাদনং। যদ্বা, লীলার্থং বেণুরণিতং। অনু অনন্তরং কাঞ্চ্যাঃ ক্ষুদ্রঘণ্টায়াঃ কলরবো রম্যশব্দস্ততস্তদনন্তরং বিদ্যুদ্বল্ল্যা বিদ্যুল্লতয়া বলয়িতো বেষ্টিতো যশ্চমৎকারলহরীতরঙ্গশ্চমৎকারাতিশয়স্তস্মাদ্ধেতোর্লাবণ্যং মুক্তাহারবচ্চাকচিক্যং। এতেন পীতপট্টবসনং ব্যজ্যতে। তদনুসহজানন্দং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিরুদগাদিতি ॥ ১৬৫ ॥

সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামোদ্দিশ্য তত্র পূর্ব্বরাগং যমপ্রকটয়ন্তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি অদ্যেতি। সুন্দরি হে সখি অদ্য কলিন্দনন্দিনীতীরকুঞ্জভুবি কেলিলম্পটঃ ক্রীড়াকামুকো মাধবো মুহুর্মুহুরলিকাং বাদয়ন্ মামকং মদীয়ং

গন্ধ, তাহার পর লীলাসহকারে বেণুধ্বনি, তাহার পর কাঞ্চীর মধুর রব, তাহার পর বিদ্যুদ্বেষ্টিত চমৎকার লহরীতরঙ্গের লাবণ্য এবং তাহার পর সহজ আনন্দ উদিত হইয়াছিল ॥১৬৫

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৪ ॥

সুন্দরি! অদ্য কালিন্দীতীরবর্ত্তী কুঞ্জভূমিতে কেলি-

র্মাধবো হরতি মামকং মনঃ ॥ ১৬৬ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

যদবধি যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে
মুররিপুপদলীলা-লোচনাভ্যামলোকি।
তদবধি মম চিত্তং কুত্রচিৎ কার্য্যমাত্রে
নহি লগতি মুহূর্ত্তং কিং বিধেয়ং ন জানে ॥ ১৬৭ ॥

কবিচন্দ্রস্য ॥ ৬ ॥

যদবধি যদুনন্দনাননেন্দুঃ

মনোহরতি। অতো গৃহকৃত্যাদৌ তস্য সজ্জাত ইতি ॥ ১৬৬ ॥

কবিচন্দ্রস্য পদ্যেন পুনরপি তমাহ যদবধীতি। যং কালং প্রাপ্য যমুনায়াস্তীরবানীরকুঞ্জে নিত্যাপেক্ষত্বাৎ। তীরস্য যমুনয়া সহ সম্বন্ধস্তেন যমুনাসম্বন্ধি তীরস্থবেত্রকুঞ্জে মুররিপুপদলীলা মুররিপোঃ পদেন মহিম্না চরণেন বা সহ লীলা বিলাসো লোচনাভ্যামলোকি ময়া দৃষ্টা তদবধি মম চিত্তং ক্বাপি কার্য্যমাত্রে নহি লগতি নিমগ্নো ভবতি। ইতি মহদাশ্চর্য্যং কিং বিধেয়ং অধুনা কিং কর্ত্তব্যং। তদহং ন জানে, যদি ত্বং বেৎসি তদা কথয়েতি ব্যজ্যতে ॥ ১৬৭ ॥

সঞ্জয়কবিশেখরস্য পদ্যেন পুনস্তং লিখতি যদিতি। হে সহচরি যদবধি

লম্পট মাধব বারম্বার মুরলীবাদ্য করিয়া আমার মনঃ হরণ করিতেছেন ॥ ১৬৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৫ ॥

যে অবধি আমি যমুনার বেতসকুঞ্জে মুররিপুর পদলীলা লোচনযুগলে অবলোকন করিয়াছি, সেই অবধি কোন স্থানে আমার চিত্ত মুহূর্ত্তকাল কার্য্যমাত্রে লিপ্ত হইতেছে না, কি আশ্চর্য্য! এখন আমি কি করিব, তাহা জানি না ॥ ১৬৭ ॥

এই শ্লোক কবিচন্দ্রের কৃত ॥ ৬ ॥

হে সহচরি! যে অবধি যদুনন্দনের বচনচন্দ্র নয়নগোচর

সহচরি লোচনগোচরীবভূব।
তদবধি মলয়ানিলেঽনলে বা
সহজবিচারপরাঙ্মুখং মনো মে ॥ ১৬৮ ॥
সঞ্জয়কবিশেখরস্য ॥ ৭ ॥
অসমঞ্জসমসমঞ্জসময়েতদাপতিতং।
বল্লবকুমারবুদ্ধ্যা হরি হরি হরিরীক্ষিতঃ কুতুকাৎ ॥ ১৬৯ ॥
শরণস্য ॥ ৮ ॥

যদুনন্দস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাননেন্দুর্মুখচন্দ্রো লোচনগোচরীবভূব নেত্রয়োরবিষয়ভূতোঽপি বিষয় আসীত্তদবধি মে মনঃ মলয়ানিলে অর্থাৎ সুশীতলসুগন্ধবারৌ অনিলেঽগ্নৌ বা সহজবিচারপরাঙ্মুখং নিসর্গজাতবিবেচনাবিমুখং জাতমিতি শেষঃ। মলয়ানিলস্যাপি অগ্নিবদ্দাহনাৎ ॥ ১৬৮ ॥

শরণস্য পদ্যেন ব্যাজস্তুত্যা তং নির্দ্দিশতি অসমঞ্জসমিতি। বীপ্সা অতিকাতরে। অসমঞ্জসং অন্যানুপযুক্তং। কিং তত্তদাহ বল্লবকুমারবুদ্ধ্যা গোপপতিবালকবুদ্ধ্যা প্রিয়জনেন কুতুকাৎ কৌতুকাৎ হরিহরীতি খেদে। হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো বীক্ষিতো দৃষ্টঃ, তেনচ মমৈতাদৃশী লাঞ্ছনেত্যসমঞ্জসং ॥ ১৬৯ ॥

হইয়াছে, সেই অবধি আমার মন মলয়-অনিল ও অনল এই দুইয়ের বিচারকরণে পরাঙ্মুখভাব অবলম্বন করিয়াছে অর্থাৎ এ কি অনিল, না অনল এই দুইয়ের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ করিতে পারিতেছে না ॥ ১৬৮ ॥

এই শ্লোক সঞ্জয়কবিশেখরের কৃত ॥ ৭ ॥

সখি! কি অন্যায় উপস্থিত? কি অন্যায় উপস্থিত? হায়! কৌতুকবশতঃ গোপকুমার-বুদ্ধিতে কেন হরিকে নিরীক্ষণ করিলাম? ॥ ১৬৯ ॥

এই শ্লোক শরণের কৃত ॥ ৮ ॥

শুষ্যতি মুখমুরুযুগলং
পুষ্যতি জড়তাং প্রবেপতে হৃদয়ং।
স্বিদ্যতি কপোলপালী
সখি বনমালী কিমালোকি ॥ ১৭০ ॥
মুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য ॥ ৯ ॥
উপরি তমালতরোঃ সখি
পরিণত-শরদিন্দুমণ্ডলঃ কোঽপি।
তত্রচ মুরলীখুরলী-

শ্রীরাধাং শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগবতীং দৃষ্ট্বা কাচিৎ সখী পৃচ্ছতি তৎ শ্রীমুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন লিখতি শুষ্যতীতি। হে সখি রাধে ঽতে মুখং শুষ্যতি মলিনী ভবতি, উরুযুগলং জড়তাং পুষ্যতি চলনে শক্তিহীনং ভবতি, হৃদয়ং প্রবেপতে প্রকম্পিতং ভবতি, কপোলপালী গণ্ডশ্রেণী স্বিদ্যতি ঘর্ম্মাক্তা ভবতি, এতন্নানা-সাত্ত্বিকবিকারবৃন্দং দৃশ্যতে, তৎ কিং বনমালী ত্বয়ালোকি দৃষ্টোঽস্তি ॥ ১৭০ ॥

পুনঃ সঞ্জয়কবিশেখরস্য পদ্যেন ভঙ্গ্যা তৎপ্রত্যুক্তিং লিখতি উপরীতি। হে সখি তমালতরোরুপরি কোঽপি অনির্বাচ্যঃ পরিণতশরদিন্দুমণ্ডলো ব্যবচ্ছেদরহিতশরচ্চন্দ্রো ময়া দৃষ্ট ইতি শেষঃ। তত্রচ তচ্চন্দ্রমণ্ডলে মুরলীখুরলী বংশ্যা বাদনাভ্যাসঃ শ্রুতঃ সচ সাচ মম কুলমর্য্যাদামধো নয়তি ন্যক্করোতি।

আমার মুখ শুষ্ক হইতেছে, উরুদ্বয় স্তম্ভিত হইতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে, কপালতল স্বেদযুক্ত হইতেছে, হে সখি! কেন আমি বনমালিকে অবলোকন করিলাম ॥ ১৭০ ॥

এই শ্লোক মুকুন্দভট্টাচার্য্যের কৃত ॥ ৯ ॥

হে সখি! তমালতরুর উপরে শরচ্চন্দ্রের মণ্ডলরূপে পরিণত কোন এক চন্দ্রমণ্ডল আছে, তাহাতে যে মুরলীর

কুলমর্য্যাদামধো নয়তি ॥ ১৭১ ॥

সঞ্জয়কবিরাজস্য ॥ ১০ ॥

হন্ত কান্তমপি তং দিদৃক্ষতে
মানসং মম ন সাধু যৎ কৃতে।
ইন্দুরিন্দুমুখি মন্দমারুত-
শ্চন্দনঞ্চ বিতনোতি বেদনাং ॥ ১৭২ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥

গুরুজনগঞ্জনমযশো
গৃহপতিচরিতঞ্চ দারুণং কিমপি।

অত্র তমালতরুত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরং তাদৃশচন্দ্রত্বেন বদনং পরিণতশব্দেন পূর্ণত্বং ব্যঞ্জাত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭১ ॥

কস্যচিৎ পদ্যেন পুনস্তং লিখতি হন্তেতি। হন্তেতি হর্ষে। ইন্দুমুখি হে সখি মম মানসং চিত্তং তং কান্তমপি। অপিশব্দ এবার্থে। কান্তং কৃষ্ণমেব দিদৃক্ষতে দ্রষ্টুমিচ্ছতি। নহন্তং যৎকৃতে যন্নিমিত্তং মানসং ন সাধু ন শিষ্টমস্তি। তথা ইন্দুশ্চন্দ্রঃ মন্দমারুতো মলয়জবায়ুশ্চন্দনঞ্চ বেদনাং পীড়াং বিতনোতি ত্বং করুণয়া তং সঙ্গময়েতি ব্যঙ্গার্থঃ ॥ ১৭২ ॥

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন পুনস্তং লিখতি গুরুজনেতি। শ্রীকৃষ্ণগুণ-

---

বাদ্য হইতেছে, তাহা কুলমর্য্যাদাকে অধঃপাত করিতেছে ॥ ১৭১

এই শ্লোক সঞ্জয়কবিরাজের কৃত ॥ ১০ ॥

যাহা ব্যতিরেকে মন প্রসন্ন হয় না, প্রত্যুত চন্দ্র, মন্দবায়ু ও চন্দন বেদনা বিস্তার করে, হায়! হে চন্দ্রমুখি! আমার মন সেই কান্তকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ১৭২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১১ ॥

হে সখি! গুরুজনের গঞ্জনা, অযশ এবং গৃহস্বামির কোন

বিস্মারয়তি সমস্তং
শিব শিব মুরলী মুরারাতেঃ ॥ ১৭৩ ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ১২ ॥
দ্রবিণং ভবনমপত্যং
তাবন্মিত্রং তথাভিজাত্যঞ্চ।
উপযমুনং বনমালী
যাবন্নেত্রে ন নর্ত্তয়তি ॥ ১৭৪ ॥

কীর্ত্তনপরায়াং ময়ি গুরুজনানাং শ্বশ্রূশ্বশ্রূাদীনাং গঞ্জনং তিরস্কারং প্রাতীতিক-পরপুরুষে তস্মিন্নুরাগদর্শনাদযশস্তেন তেনচ দারুণং ভয়ানকং কঠিনমসহ্যং বা কিমপি নৈকরূপং গৃহপতেঃ পতিস্মন্যস্য চরিতং এতদ্রূপং সমস্তমসহ্যং। শিব শিব খেদে। মুরারাতের্মুরলী বিস্মারয়তি শ্রীকৃষ্ণবংশীধ্বনৌ সতি তত্তৎ স্মৃতি-পথে ন স্ফুরতীত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগেণ তন্মুরল্যাধ্বনেরুদ্দীপনত্বাৎ প্রকরণ-সঙ্গতির্জ্ঞেয়া ॥ ১৭৩ ॥

তেষামেব পদ্যেন পরমকাষ্ঠাপন্নং তং লিখতি দ্রবিণমিতি। যাবদ্বনমালী কৃষ্ণ উপযমুনং যমুনাসমীপে যাবন্নেত্রে লোচনদ্বয়ং ন নর্ত্তয়তি। নৃত্যবৎ কটাক্ষং ন প্রহিণোতি তাবদ্দ্রবিণাদিকমিত্যর্থঃ। তত্র দ্রবিণং ধনং আভিজাত্যং সৎ-কুলজন্ম ॥ ১৭৪ ॥

কঠিন ব্যবহার, হা কষ্ট! মুরারির মুরলী এ সমস্ত একেবারে বিস্মরণ করাইয়া দিল ॥ ১৭৩ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ১২ ॥

যমুনাকূলে বনমালী যে পর্য্যন্ত নেত্রদ্বয়কে নৃত্য না করান অর্থাৎ নৃত্যবিশিষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ না করেন, সেই পর্য্যন্তই ধন, সেই পর্য্যন্তই গৃহ, সেই পর্য্যন্তই সন্তান, সেই পর্য্যন্তই মিত্র এবং সেই পর্য্যন্তই সৎকুলত্ব, এ সমুদায় থাকিবে ॥ ১৭৪ ॥

তেষামেব ॥ ১৩ ॥

তুষ্যন্তু মে ছিদ্রমবাপ্য শত্রবঃ
করোতু মে শাস্তিভরং গৃহেশ্বরঃ।
মণিস্তু বক্ষোরুহমধ্যভূষণং
মমাস্তু বৃন্দাবনকৃষ্ণচন্দ্রমাঃ ॥ ১৭৫ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১৪ ॥

স্বামী নিহন্তু বিহসন্তু পুরঃ সপত্ন্যো
ভর্ত্তুর্ভজন্তু গুরবঃ পিতরশ্চ লজ্জাং।

কস্যচিৎ পদ্যেনানুরাগাতিশয়ং প্রকটয়তি তুষ্যন্তিতি। মে মম ছিদ্রং কৃষ্ণানুরাগরূপং শত্রবো বিপক্ষা জনা অবাপ্য প্রাপ্য তুষ্যন্তি চেত্তুষ্যন্তু সুখী-ভবন্তু। তথা গৃহেশ্বরঃ পতিস্মন্যো মে শাস্তিভরং দণ্ডাতিশয়ং করোতি চেৎ করোতু তত্র তত্রাপি মম ন খেদঃ, কিন্তু মে সুখায় তু বৃন্দাবনকৃষ্ণচন্দ্রমা বক্ষোরুহস্তয়োঃ স্তনয়োর্মধ্যস্থানস্য ভূষণং মণিরস্তিতি তেনৈবাহং সুখীভবামি। তত্র ভবত্যা যদি সদুপায়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে, তদাশু ক্রিয়তামিতি ব্যঙ্গার্থঃ ॥১৭৫॥

তস্যা বিচারনির্দ্ধারিতং তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি স্বামীতি। শ্রীকৃষ্ণে-ঽনুরাগবতীং মাং স্বামী স্বামিন্মন্যো নিহন্তু চেন্নিহন্তু মারয়তু। তথা ভর্ত্তুঃ পোষকস্য পুরোঽগ্রে সপত্ন্যঃ বিপক্ষস্ত্রিয়ো বিহসন্তি চেদ্বিহসন্তু গুরবঃ শ্বশ্রূ-

---

এই শ্লোকও সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ১৩ ॥

শত্রুগণ আমার ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হয় হউক এবং গৃহপতি আমার যথেষ্ট শাস্তিবিধান করেন করুন, কিন্তু বৃন্দা-বনের কৃষ্ণচন্দ্র আমার স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মণিভূষণস্বরূপ হইয়া অবস্থিত হউন ॥ ১৭৫ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১৪ ॥

স্বামী আমাকে প্রহার করেন করুন, সম্মুখে সপত্নীসকল

এতাবতা যদি কলঙ্কি কুলং তথাস্তু
রামানুজে মম তনোতু মনোঽনুরাগং ॥ ১৭৬ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১৫ ॥

স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাং পরিজনা নিন্দন্তি নিন্দন্তু মা-
মন্যৎ কিং প্রথতাময়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ো মমোপদ্রবঃ।

স্বন্যাদয়ঃ পিতরো বা লজ্জাং ভজন্তি চেদ্ভজন্তু এতাবতা শ্রীকৃষ্ণানুরাগেণ যদি কুলং কলঙ্কি কলঙ্কবিশিষ্টমস্তু ভবতু তথা। তথাপি মম মনো রামানুজে রমণাৎ সর্ব্বেষামাহ্লাদনাৎ রামঃ আহ্লাদনং তমনুলক্ষীকৃত্য জাতঃ সর্ব্বান্ জনান্ সুখয়িতুং কিমুত মাং জাতে শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগং তনোতু বিস্তারয়ত্বিত্যর্থঃ। তদর্থং ময়া সর্ব্বত্যাগঃ কর্ত্তুং যুজ্যত ইতি ব্যঙ্গার্থঃ ॥ ১৭৬ ॥

পুষ্করাক্ষস্য পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি স্বামীতি। স্বামী পতিস্বন্যঃ অয়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ো জগত্যাং ভুবনে প্রৌঢ়োঽতিশয় উপদ্রবঃ ননন্দ্রাদিজনঃ * মম সম্বন্ধে। অন্যৎ কিং বিষভোজনাদিকং প্রথয়তি চেৎ প্রথতাং যুজাদিগণপাঠাৎ লিঙ্-ভাবঃ বিস্তৃণুতামিত্যর্থঃ। যদ্বা, অন্যৎ কিং তনুতামিয়ঞ্চ জগতী প্রৌঢ়ং সমোপ-দ্রবমিতি দ্বিতীয়পাদো রম্যঃ তথাত্বে অর্থস্ফুটতা স্যাৎ। জগতীতি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ ভুবনস্থসর্ব্বো জন ইত্যর্থঃ। ননু কিং সুখমপ্যস্তি যদপেক্ষয়া

হাস্য করে করুক, ভর্ত্তার গুরুবর্গ এবং আমার পিতৃগণ লজ্জিত হয়েন হউন, আর যদি এতদ্দ্বারা কুলকলঙ্কিত হয়, সেও ভাল, তথাপি রামানুজ শ্রীকৃষ্ণে আমার মন অনুরাগ বিস্তার করুক ॥ ১৭৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১৫ ॥

স্বামী কোপ করেন করুন, পরিজনসকল আমাকে নিন্দা করে করুক এবং আমার এই গুরুতর উপদ্রব জগতে অন্য

---

* অমরকোষমূলে ননন্দৃশব্দঃ, টীকায়াং রভসমতে ননান্দৃশব্দঃ ॥

আশাস্যং পুনরেতদেব যদিদং চক্ষুশ্চিরং বর্দ্ধতাং
যেনেদং পরিপীয়তে মুররিপোঃ সৌন্দর্য্যসারং বপুঃ ॥১৭৭॥

পুষ্করাক্ষস্য ॥ ১৬ ॥

কিং দুর্ম্মিলেন মম দূতি মনোরথেন
তাবন্তি হন্ত সুকৃতানি কয়া কৃতানি।

তত্তৎসহসে তত্রাহ পুনরেতদেবাশাস্যং আশংসনীয়ং গুণকীর্ত্তনাদিত্বপরিহার্য্যমেবাস্তি। অতঃ পুনঃ শব্দঃ যদিদং চক্ষুশ্চিরং বর্দ্ধতাং যেন চক্ষুষা মুররিপোরিদং সৌন্দর্য্যস্য সারো যত্র তদ্বপুঃ শরীরং পরিপীয়তে অত্যাদরেণ দৃশ্যতে ইতি। অত্র যেনেতি পদং তৎপদনিরপেক্ষমেব, যতঃ কাব্যপ্রকাশে উক্তং। যচ্ছব্দস্তুত্তরবাক্যার্থগতত্বেনোপাত্তঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ব্ববাক্যার্থস্য তচ্ছব্দস্য উপাদানং নাপেক্ষত ইতি ॥ ১৭৭ ॥

নমু ভবত্যা যদি শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃগনুরাগো জাতস্তদা তৎসঙ্গমসুখে প্রযত্নং কুরুতাং। যত্নবতাং সর্ব্বে মনোরথাঃ সিধ্যেয়ুরিতি কয়াচিদ্দূত্যা উক্তে সতি শ্রীরাধা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি কিমিতি। হে দূতি দুর্মিলেন দুঃখেনাপি মিলঃ সম্বন্ধী ভাবো যস্মাত্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহরিষ্যামীত্যেবংরূপেণ মনোরথেন কিং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তস্যাঘটমানত্বাৎ। যতো যাবদ্ভিঃ সুকৃতৈর্মনোরথঃ সার্থো ভবেৎ হন্তেতি খেদে তাবন্তি সুকৃতানি পুণ্যানি কয়া রমণ্যা কৃতানি কিমুত ময়েতি মমত্বেতাবদেব জন্মফলং জন্মনো

কিছু বিস্তার করে করুক, কিন্তু আমার এইমাত্র প্রার্থনীয় যে, যে চক্ষুঃ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যসার বপুঃ পান করিয়া থাকে, সেই চক্ষুঃ যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ॥ ১৭৭ ॥

এই শ্লোক পুষ্করাক্ষের কৃত ॥ ১৬ ॥

হে দূতি! যে মনোরথের মিলন হয় না, সেই মনোরথে আমার প্রয়োজন কি? হায়! সেই সকল পুণ্যই বা কে?

এতাবদেব মম জন্মফলং মুরারি-
র্যন্নেত্রয়োঃ পথি বিভর্ত্তি গতাগতানি ॥ ১৭৮ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১৭ ॥

তারাভিসারক চতুর্থনিশাশশাঙ্ক
কামাম্বুরাশিপরিবর্দ্ধন দেব তুভ্যং।
অর্ঘ্যো নমো ভবতু মে সহ তেন যূনা

লাভঃ যন্নেত্রয়োঃ পথি মুরারিঃ শ্রীকৃষ্ণো গতাগতানি যাতায়াতানি (গমনাগমনানি) বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি তেনৈবাহং কৃতার্থা স্যামিতি খেদব্যঞ্জনং তৎসঙ্গেন জন্ম সাফল্যং পরমদুর্ঘটমিতি ॥ ১৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনাভাবেন তস্যাঃ খেদোক্তিঃ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি তারেতি। হে চতুর্থনিশাশশাঙ্ক চতুর্থনিশা রাত্রিস্তাংপর্য্যাৎ ভাদ্রমাসীয়চতুর্থী তিথিস্তস্যামুদিতঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রঃ। হে তথাভূত তুভ্যং অর্ঘ্যো নমোঽস্তু স্বাভীষ্টভাবোদ্দীপনার্থং তস্য বিশেষণদ্বয়মাহ। হে তারাভিসারক তারা অক্ষিতারাদয়স্তা অভিসর্ত্তুমভিগন্তুং শীলমস্য। যদ্বা, তারাণাং অভিসারঃ সম্ভোগার্থং গতির্যত্র হে তথাভূত সম্ভোগাভাবক্লেশস্বয়া বিদিত এবেতি ভাবঃ। তথা কামঃ কন্দর্প এবাম্বুরাশিঃ সমুদ্রস্তং পরিসর্ব্বতোভাবেন বর্দ্ধয়তীতি। অতো মৎক্লেশস্বমেবেতি ভাবঃ। নন্থ কিমর্থং মহ্যমর্ঘ্যদানং ক্রিয়তে তত্রাহ তেন প্রসিদ্ধেন যূনা

করিয়াছে, হে সখি! এইমত্রই আমার জন্ম সফল বলিতে হয়, যেহেতু মুরারি গমনাগমন-সময়ে আমার নেত্রদ্বয়ের পথবর্ত্তী হইয়া থাকেন ॥ ১৭৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১৭ ॥

হে তারাভিসারক! হে চতুর্থনিশাশশাঙ্ক! হে কামসাগরপরিবর্দ্ধন! হে দেব! তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করি,

মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ ॥ ১৭৯ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১৮ ॥

সখি মম নিয়তিহতায়া
তদ্দর্শনভাগ্যমস্তু বা, মা বা।
পুনরপি স বেণুনাদো
যদি মম কর্ণপথে পতেত্তদেবালং ॥ ১৮০ ॥

কৃষ্ণেন সহ মিথ্যাপবাদবচসা মিথ্যানিন্দিতবাচাপি শ্রীকৃষ্ণ রাধা আসক্তা বভূবেত্যাদিরূপয়া যে মমাভিমানসিদ্ধিঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভূতাহমিতীচ্ছা সিদ্ধিঃ স্যাৎ। অয়মর্থাবঃ। ভাদ্রীয়চতুর্থীদিনে কেচিদপি ত্বাং ন পশ্যন্তি * দৈবাৎ দৃষ্টে ত্বয়ি কলঙ্কদোষশান্ত্যর্থং মণিহরণাদিবৃত্তান্তাদি শৃণ্বন্তি ময়াতুরাগতো দৃষ্ট্বা কলঙ্কপ্রাপ্তিসঙ্কল্পপূর্ব্বকং অর্ঘ্যদানং ক্রিয়তে। অতঃ কৈমুত্যেন স্বাভীষ্টকলঙ্কসিদ্ধিভূয়াদিতি ॥ ১৭৯ ॥

পুনরপি তৎখেদোক্তিং। স্বয়ং গ্রন্থকৃল্লিখতি সখীতি। হে সখি নিয়তিঃ প্রাক্তনশুভকর্ম্মতয়া হতায়া বঞ্চিতায়া মম তস্য পরমদুর্লভস্য ভাগ্যং দর্শনভবিতব্যতা অস্তু বা, মা বাঽস্তু, তত্র ন মম খেদঃ। নন্বু তদা কিং প্রার্থ্যতে তত্রাহ পুনরপি স বেণুনাদো যদি কর্ণপথে পতেৎ বলাৎকারেণ প্রবিশেৎ তদেবালং

যেন সেই যুবা পুরুষের সহিত মিথ্যা অপবাদবাক্যেও আমার অভিমানসিদ্ধি হয় ॥ ১৭৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১৮ ॥

হে সখি! আমি বড় দুর্ভগা, আমার কৃষ্ণদর্শনে ভাগ্য থাকুক বা না থাকুক, পুনর্ব্বার যদি সেই বেণুনাদ আমার কর্ণ-

---

* "পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন ॥"
ইতি শাস্ত্রশাসনাৎ ॥

ঈমাহর্ত্তুঃ ॥ ১৯ ॥

অথ তথান্যচতুরসখীবিতর্কঃ।

সিদ্ধান্তয়তি ন কিঞ্চি-
দ্ভ্রময়তি দৃশমেব কেবলং রাধা।
তদবগতং সখি লগ্নং
কদম্বতরুদেবতামরুতা ॥ ১৮১ ॥

রাঙ্গস্য ॥ ১ ॥

পর্য্যাপ্তং স্যাৎ। তৎসঙ্গমাদিলালসাতু মনোরাজ্যসুখবং পরমদুর্ঘটনীয়েতি ভাবঃ ॥ ১৮০ ॥

ললিতয়া সহ তস্যাঃ কথোপকথনং বর্ণয়িত্বা অন্যস্যাশ্চতুরসখ্যাস্তস্যাং বিতর্কং বর্ণয়তি অথেতি। রাঙ্গস্য পদ্যেন তং লিখতি সিদ্ধান্তয়তীতি। হে সখি রাধা কস্যাঞ্চিৎ কথায়াং জিজ্ঞাসিতায়াং ন কিঞ্চিৎ সিদ্ধান্তয়তি উত্তরং ন দত্তে, কেবলং দৃশং নয়নমেব ভ্রময়তি ঘূর্ণাং প্রাপয়তি তত্তস্মান্ময়াবগতং জ্ঞাতং কদম্বতরুদেবতামরুতা কর্ত্রী লগ্নং ভাবে ক্তঃ। কদম্বতরুদেবতা বায়ুর্লগ্নো বভূব দেবতাস্পর্শে সতি যথোন্মাদো জায়তে। তথা দর্শনাৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য কদম্বতরুদেবতাত্বেন তদ্বংশীরবস্য বায়ুত্বয়াচ বর্ণনং অন্যজনবঞ্চনার্থমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮১ ॥

বিতর্ক্যাপি দার্ঢ্যার্থং শ্রীরাধাং সা যজ্জিজ্ঞাসাং চকার তাং লিখতি অথেতি।

পথে পতিত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে ॥ ১৮০ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ১৯ ॥

অথ অন্য চতুরা সখীর বিতর্ক।

হে সখি! শ্রীরাধা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতেছেন না, কেবল নয়ন ঘুরাইতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, যেন কদম্বতরুদেবতার বায়ু শ্রীরাধার অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে ॥ ১৮১ ॥

এই শ্লোক রাঙ্গের কৃত ॥ ১ ॥

অথ রাধাং প্রতি সখীপ্রশ্নঃ।

কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতাস্রে
বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ।
জ্ঞাতং মুকুন্দমুরলীরবমাধুরী তে
চেতঃ সুধাংশুবদনে তরলীকরোতি ॥ ১৮২ ॥

তস্যৈব ॥ ১ ॥

গতং কুলবধূব্রতং বিদিতমেব তত্তদ্বচ-
স্তথাপি তরলাশয়ে ন বিরতাসি কো দুর্গ্রহঃ।

তত্র রাঙ্গস্য পদ্যেনাহ কামমিতি। সখি হে রাধে তে বপুঃ শরীরং কামং যথেচ্ছং পুলকিতং রোমাঞ্চিতং নয়নে ধৃতাস্রে ধৃতং অশ্রমশ্রুজলং যাভ্যাং। তে বাচঃ সগদ্গদপদা গদ্গাদোঽব্যক্তকথনং, তেন সহ পদানি বাক্যানি যাসু তাঃ। বক্ষো হৃদয়ং কম্পি কম্পনশীলং, হে সুধাংশুবদনে অতোঽস্মাভির্জ্ঞাতং তে চেতঃ কর্ম্ম মুকুন্দমুরলীরবমাধুরী কর্ত্রী তরলীকরোতি অচঞ্চলং চঞ্চলং করোতীতি। অস্মাকমেতজ্জ্ঞানং সত্যং ন বেতি কথয়েতি ভাবঃ ॥ ১৮২ ॥

তস্যা অনুরাগদার্ঢ্যজ্ঞানার্থং কাচিদ্বয়োজ্যেষ্ঠা সখী ভর্ৎসনাবভাসকবাক্যেন যদপৃচ্ছৎ সাপি যদুত্তরং দদৌ। তত্তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি গতমিতি। তে কুলবধ্বা ব্রতং নিয়মো গতং ত্বয়া তত্তদ্বচস্তেষাং পত্যাদীনাং দুর্বাক্যং বিদিত-

---

অথ শ্রীরাধার প্রতি প্রশ্ন।

হে সখি! হে সুধাংশুবদনে! তোমার যে শরীর পুলকিত, নয়ন অশ্রুযুক্ত, বাক্য সগদ্গদ ও বক্ষঃ কম্পিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হয়, যেন মুকুন্দের মুরলীরবমাধুরী তোমার চিত্তকে তরলিত করিয়াছে ॥ ১৮২ ॥

এই শ্লোক রাঙ্গের কৃত ॥ ১ ॥

হে চঞ্চলচিত্তে! তোমার কুলবধূব্রত গিয়াছে, তুমি সে

করোমি সখি কিং শ্রুতে দনুজবৈরিবংশীরবে
মনাগপি মনো ন মে সুমুখি ধৈর্য্যমালম্বতে ॥ ১৮৩ ॥
কস্যচিৎ ॥ ২ ॥
আস্তাং তাবদকীর্ত্তির্মে ত্বয়া তথ্যং প্রকথ্যতাং।
চিত্তং কথমিবাসীত্তে হরিবংশীরবশ্রুতৌ ॥ ১৮৪ ॥

মেব। তরলাশয়ে চঞ্চলচিত্তে তথাপি কৃষ্ণানুরাগাৎ ন বিরতাসি তব কোঽয়ং দুর্গ্রহো দুরাগ্রহঃ। এবম্ভূতং সখীবাক্যং শ্রুত্বা শ্রীরাধাহ হে সখি অহং কিং করোমি। রাগতস্তত্রাহং ন প্রবৃত্তা, কিন্তু দনুজবৈরিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীরবে শ্রুতে সতি, হে সুমুখি মে মনো মনাগীষদপি ধৈর্য্যং নালম্বতে। অতএবাত্র মম কো দোষ ইতি বিবিচ্যতামিতি ব্যজ্যতে। দনুজবৈরিণেত্যনেন মৎপতিমন্যাদিভ্যো ভয়ং তস্য নাস্তীতো বংশ্যা নান্না মাং গায়ত ইতি জ্ঞাপিতং ॥ ১৮৩ ॥

গোবিন্দভট্টস্য পদ্যদ্বয়েন পুনস্তদ্বাক্যানুবাদং লিখতি আস্তামিতি। মে তাবদকীর্ত্তিঃ সকলমযশ আস্তাং ভবতি। চেত্তবতু ত্বয়া সত্যং কথ্যতাং হরির্হরতি সর্ব্বেষাং চিত্তানি তস্য বংশীরবশ্রুতৌ সত্যাং তে চিত্তং কথমিব ইব বাক্যালঙ্কারে, কিম্প্রকারমাসীৎ। তেন মম গুণো দোষো বা স্ফুটীভবিষ্যতীতি বাঙ্গ্যার্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

সমুদায় কথাও বিদিত আছ, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছ না, এ তোমার কোন্ দুর্নীতি? শ্রীরাধার উত্তর। হে সুমুখি! কি করিব? দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব অল্পমাত্রও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে আমার মন কিঞ্চিন্মাত্রও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না ॥ ১৮৩ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

আমার অযশ থাকুক, তুমি যথার্থ বল, শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণ করিয়া তোমার চিত্ত কিরূপ হইয়াছিল? ॥ ১৮৪ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্ম্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ।
তৎসর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিস্বানরাগোদ্গতিঃ ॥ ১৮৫ ॥

গোবিন্দভট্টস্য ॥ ৪ ॥

জল্পসীতি পদং সর্ব্বত্রান্বেতি। খলঃ পরোপকারসূচকঃ তস্য বাচঃ সুদুঃসহাঃ নির্ম্মলং দোষরহিতং অয়ং সহচরঃ কৃষ্ণো নিষ্করুণঃ। এবম্ভূতং মমানুরাগং শ্রুত্বা মাং ন স্বীকরোতীতি। অতঃ কৃপাশূন্যঃ। তদ্দর্শনার্থং জলানয়নচ্ছলনপি দুষ্করং। যতো দূরে সরিদ্যমুনা, হে সখি চেদ্যদি উন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিস্বানরাগোদ্গতিঃ শ্রোত্রাতিথির্জায়তে তদা তৎসর্ব্বং ঝটিতি শীঘ্রং বিস্মরামীত্যন্বয়ঃ। শ্রোত্রয়োরতিথিরতিথিবদস্মাকমাদরণীয়ঃ উন্মাদয়তীত্যুন্মাদঃ মঞ্জুঃ রম্যঃ নিস্বানো ধ্বনিঃ রাগঃ স্বরালাপাঃ উদ্গতিঃ প্রাদুর্ভাবঃ। উন্মাদশ্চাসৌ মুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিস্বানরাগশ্চেতি। উন্মাদজনক শ্রীকৃষ্ণরম্যমুরলীধ্বনিঃ রাগস্তস্য উদ্গতিরিত্যর্থঃ ॥১৮৫॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

হে সখি! সত্য বলিতেছ, খলের বাক্যসকলও তিশয় দুঃসহ, কুল নির্ম্মল সত্য, এই সহচর শ্রীকৃষ্ণও করুণাহীন সত্য, নদীও অতিশয় দূরে রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সুন্দরি! অকস্মাৎ যদি উন্মাদজনক মুকুন্দের মুরলীরবের রাগোদ্গতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ সকল আর আমার স্মরণ থাকে না ॥ ১৮৫ ॥

এই শ্লোক গোবিন্দভট্টের কৃত ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীরাধাং প্রতি সখীনর্ম্মাশ্বাসঃ।

নিশা জলদসঙ্কুলা তিমিরগর্ব্বলীনং জগ-
দ্বয়স্তব নবং নবং বপুরপূর্ব্বলীলাময়ং।
অলং সুমুখি নিদ্রয়া ব্রজ গৃহেঽপি নক্তঞ্চরী
কদম্ববনদেবতা নবতমালনীলদ্যুতিঃ ॥ ১৮৬ ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ১ ॥

শ্রীরাধায়াস্তাদৃশীমুৎকণ্ঠাং শ্রুত্বা কারুণ্যোদয়াৎ তং প্রতি সখীনাং নর্ম্মাশ্বাসো জনিতস্তং লিখতি অথেতি। লক্ষণং যথা। প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী চেত্যাদি। নর্ম্মকৌতুকং আশ্বাসো ভবিষ্যৎ শুভাশা কৌতুকেনাশ্বাসঃ। সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদোনং তং লিখতি নিশেতি। হে সুমুখি ইয়ং নিশা রাত্রির্জলদসঙ্কুলা মেঘব্যাপ্তা অতো জগত্তিমিরগর্ব্বলীনং তিমিরমন্ধকারস্তস্য গর্ব্বে মধ্যে লীনং তব বয়ো নবং নবং নূতনং বপুঃ শরীরং অপূর্ব্বলীলাময়ং রম্যলীলাবিশিষ্টং। অতো দেশকালপাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ তে গৃহে নিদ্রয়া শয়নেনালং ব্যর্থং কদম্ববনে নক্তঞ্চরী সতী ব্রজ গচ্ছ। তত্র নবতমাল-সোব নীলদ্যুতিঃ কান্তির্যস্যাস্তাদৃশী কদম্ববনদেবতাপ্যস্তি সা ত্বাং সুখয়তীতি। যদ্বা, সা দেবতা নক্তঞ্চরী সতী ব্রজগৃহ হৃৎপ্যাবিশতে ইতি শেষঃ। অত্র পক্ষে ব্রজগৃহ ইত্যেকং পদং তে নিদ্রয়া অলং সাতু ত্বদ্গৃহমাগম্য ত্বামাকর্ষিতীত্যতঃ খেদং মা কুর্ব্বিতি ধ্বন্যর্থঃ ॥ ১৮৬ ॥

অথ শ্রীরাধার প্রতি সখীদিগের সপরিহাস আশ্বাস।

রজনী মেঘসঙ্কুলা, জগৎ অন্ধকারগর্ব্বে বিলীন, তোমার বয়ঃক্রম নূতন, নবীন বপুও অপূর্ব্ব লীলাময়, হে সুমুখি! নিজের গৃহে যাও, রাত্রিবিলাসিনী নবতমাল-নীলদ্যুতি কদম্ব-বনদেবতা তোমার গৃহে অবস্থিত আছেন ॥ ১৮৬ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধানুরাগকথনং।

ত্বামঞ্জনীয়তি ফলাস্থ বিলোকয়ন্তী
ত্বাং শৃণ্বতি কুবলয়ীয়তি কর্ণপূরং।
ত্বাং পূর্ণিমাবিধুমুখী হৃদি ভাবয়ন্তী
বক্ষো নিলীন-নবনীলমণিং করোতি ॥ ১৮৭ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

এবম্প্রকারেণ শ্রীরাধামাশ্বাস্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্ঘটনায় তং প্রতি তস্যা অনুরাগং যমকথয়ং তং লেখিতুং প্রক্রমতে অথেতি। কস্যাচিং পদ্যেন তং নির্দ্দিশতি ত্বামিতি। পূর্ণিমাবিধুমুখী। ফলাস্থ চিত্রপটীষু ত্বাং ত্বৎপ্রতিবিম্বং বিলোকয়ন্তী পশ্যন্তী ত্বামঞ্জনীয়তি অঞ্জনমিব ধার্য্যত্বে আচরতি। তথা ত্বামস্মাকং মুখাৎ শ্রুত্বা কর্ণপূরে কর্ণে কুবলয়ীয়তি কুবলয়মিব আচরতি। কুবলয়বৎ তদ্ধারণে আকাঙ্ক্ষা তস্যা জায়তে ইতি ভাবঃ। কর্ণপূরমিতি পাঠে কর্ণপুরঃ কর্ণাবতংসং যথা স্যাত্তথা ত্বাং কুবলয়ীয়তি কুবলয়মিব সদা ত্বাং ধারয়তীত্যর্থঃ। তথা ত্বাং হৃদি চিত্তে ভাবয়ন্তী চিন্তয়ন্তী বক্ষো নিলীননবনীলমণিং ত্বাং করোতি। বক্ষসি নিঃশেষেণ লীন আশ্লিষ্টশ্চাসৌ নবনীলমণিরিন্দ্রনীলমণিশ্চেতি। ত্বং নবীননীলমণিধারণ ইব তদ্ধারণে আকাঙ্ক্ষাং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগকথন।

হে কৃষ্ণ! পূর্ণিমাবিধুমুখী শ্রীরাধা চিত্রপটসকলের মধ্যে তোমাকে শ্রবণ করিয়া কর্ণভূষণ নীলোৎপল করিতেছেন এবং তোমাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া বক্ষঃস্থলে নীলমণিস্বরূপ করিতেছেন ॥ ১৮৭ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

গৃহীতং তাম্বূলং পরিজনবচোভির্ন সুমুখী
স্মরত্যন্তঃশূন্যা মুরহর গতায়ামপি নিশি।
তথৈবাস্তে তস্যা ক্রমুকফলফালীপরিচিতং ॥ ১৮৮ ॥
হরিহরস্য ॥ ২ ॥
প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী রাধা তব জগৎপতে।

অনুরাগভরেণ ভ্রান্তিং হরিহরস্য পদ্যেন বর্ণয়তি গৃহীতমিতি। হে মুরহর সা সুমুখী রাধা পরিজনানামস্মাকং বচোভির্বহুত্বেনানেকশো বাচা গৃহীতং তাম্বূলং ন স্মরতি। ততোঽন্তঃশূন্যা স্মরণহেতুনা চিত্তেন রহিতা তস্য তদ্গতত্বাদিতি ভাবঃ। নিশি রাত্রৌ গতায়ামপি হস্তস্তথৈবাস্তে তথাত্বং পরিচায়য়তি কলিতো বৃতঃ ফণিবল্ল্যাঃ পর্ণলতায়াঃ কিশলয়ং পত্রং যেন সঃ। তস্যা আস্যং মুখং তথৈবাস্তে তথাত্বং পরিচায়য়তি ক্রমুকো গুবাকস্তস্য ফলস্য যা ফালী বিদারিতাংশতয়া পরিচিতং পরিচয়বিশিষ্টং তদ্ভক্ষিতার্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। তস্যাস্তাম্বূলভক্ষণে রীতিরিয়ং অগ্রে ক্রমুকফলফালীং মুখে দত্ত্বা নাগবল্লীপত্রাণি মুখে ক্ষিপ্ত্বা চর্ব্বতি। অন্তঃশূন্যত্বেন তয়োঃ স্মরণাভাবাৎ তদ্ধরং তথৈবাস্তে ইতি ॥ ১৮৮ ॥

কবিচন্দ্রস্য শ্লোকদ্বয়েন তং লিখতি প্রেমেতি। হে জগৎপতে ত্বৎসেবার্থং

হে কৃষ্ণ! সুমুখী শ্রীরাধা অন্তঃকরণশূন্য হইয়া পরিজনসকলের বাক্যে যে তাম্বূল গ্রহণ করিয়াছিলেন, রজনী অবশানেও তাহা স্মরণ করিতেছেন না, তাম্বূলপত্র-গৃহীত হস্ত তদনুরূপই আছে এবং গুবাকখণ্ডসম্বলিত বদনও সেই প্রকার রহিয়াছে ॥ ১৮৮ ॥

এই শ্লোক হরিহরের কৃত ॥ ১ ॥

হে জগৎপতে! তোমার প্রেমাগ্নিতে দগ্ধাঙ্গী হওত

শয্যায়াঃ স্খলিতা ভূমৌ পুনস্তাং গন্তুমক্ষমা ॥ ১৮৯ ॥ ৩ ॥
মুরহর সাহসগরিমা কথমিহ বাচ্যঃ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ।
খেদার্ণবপতিতাপি প্রেমধুরাং তে সমুদ্বহতি ॥ ১৯০ ॥
কবিচন্দ্রস্যৈতৌ ॥ ৪ ॥

পুনঃ পুনঃ ত্বৎসমীপং গচ্ছন্তীতি জগন্তি ভক্তিবিশিষ্টানি জীবমাত্রাণি যানি তেষাং পতে পালক রাধা তব প্রেমপাবকলীঢ়াঙ্গী সতী শয্যায়াঃ সকাশাৎ ভূমৌ স্খলিতা পতিতা সতী তাং শয্যাং পুনর্গন্তুং প্রাপ্তুমক্ষমা অসমর্থাভূৎ প্রেমৈব পাবকোঽগ্নিস্তেন লীঢ়ানি আস্বাদিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা। প্রেমাগ্নি-দগ্ধা ইত্যর্থঃ। অতো গন্তুমক্ষমেতি। জগৎপতিত্বং তস্যা রক্ষণং তবোচিত-মিতি ভাবঃ ॥ ১৮৯ ॥

হে মুরহর তস্যাঃ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ কুরঙ্গো মৃগস্তস্য শাবা বালিকা তস্যা অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাস্তস্যাঃ সাহসস্য দোষাদোষবিবেচনারাহিত্যেন বলাৎ-কারকৃতকার্য্যস্য গরিমা গুরুত্বং কথমিব ইব বাক্যালঙ্কারে কথং কেন প্রকা-রেণ বাচ্যঃ যেন কুলধর্ম্মত্যাগপত্যাদিভয়াদয়ো গণ্যন্তে, তদাহ খেদার্ণবে ত্বৎ-সঙ্গাভাবেন গুর্ব্বাদিতাড়নেন বা উদ্বেগসমুদ্রে পতিতাপি তে প্রেমধুরাং প্রেম-রূপভারং সমুদ্বহতি তত্রাত্মশ্লাঘতামাবিষ্করোতি নহ্যশক্তস্যেতি ভাবঃ ॥ ১৯০ ॥

শ্রীরাধা শয্যা হইতে ভূমিতে স্খলিতা হইয়া পুনর্ব্বার সেই শয্যায় যাইতেছেন না ॥ ১৮৯ ॥ ৩ ॥

হে মুরনাশন! বালহরিণনয়না শ্রীরাধার সাহসের গরিমা আর কি বলিব, তিনি খেদসমুদ্রে পতিত হইয়াও তোমার প্রেমভার বহন করিতেন ॥ ১৯০ ॥

এই দুই শ্লোক কবিচন্দ্রের কৃত ॥ ৪ ॥

গায়তি গীতে শংসতি বংশে বাদয়তি সা বিপঞ্চীষু।
পাঠয়তি পঞ্জরশুকং তব সন্দেশাক্ষরং রাধা ॥ ১৯১ ॥
গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগকথনং।

কেলীকলাসু কুশলা নগরে মুরারে

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন সাভিনিবেশং তং নির্দ্দিশতি গায়তীতি। কস্মিংশ্চিজ্জনে ত্বদ্গুণবিশিষ্টে গীতে গায়তি সতি। গায়তি বংশে ত্বাং শংসতি বংশ্যাং, ত্বাং গায়ত্যাং সত্যাং সা বিপঞ্চীষু লীলাসু, ত্বাং বাদয়তি। তথা পঞ্জরশুকং পঞ্জরস্থশুকপক্ষিণং তব সন্দেশাক্ষরং কৃষ্ণ এবমেবং গুণরূপ ইতি সংবাদশব্দং পাঠয়তি সর্ব্বথা সর্ব্বদা ত্বদ্গতচিত্তা বভূবেতি ফলিতার্থঃ ॥ ১৯১ ॥

তাদৃশং শ্রীরাধানুরাগং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তত্রানুরানুরাগো জাতঃ সতূদ্দীপনভাবস্তং বিভাব্য সা দূতী সানন্দা শ্রীরাধাসমীপমাগত্য তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণানুরাগং যমবর্ণয়ং তং লিখতি অথেতি। সখীনাং তাদৃগ্ব্যাপারসৌচিত্যাৎ। তথা চোজ্জ্বলনীলমণৌ। মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়ো রাসোক্তিকারিতা। অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণং। নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়েতি। অত্র কস্যচিৎ পদ্যেন তং লিখতি কেলীতি। হে রাধে অস্মিন্নগরে কেলীকলাসু রতিক্রিয়াসু নিপুণা দক্ষা আভীরপঙ্কজদৃশঃ পদ্মনেত্রা গোপ্যো মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কতি বা ন সন্তি ন বিদ্যন্তে, কিন্তু ত্বয়া মহত্তপোঽকারি কৃত-

---

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা তোমার সম্বাদ অক্ষরণীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণাসকলে বাদ্য করিতেছেন এবং পঞ্জরস্থ শুককে পাঠ করাইতেছেন ॥ ১৯১ ॥

এই শ্লোক গোবর্দ্ধনাচার্য্যের কৃত ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগকথন।

নগরমধ্যে মুরারির কেলীকলাসকলে কুশলা অনেক

রাভীরপঙ্কজদৃশঃ কতি বা ন সন্তি।
রাধে ত্বয়া মহদকারি তপো যদেষ
দামোদরস্ত্বয়ি পরং পরমানুরাগী ॥ ১৯২ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥
বৎসান্নচারয়তি বাদয়তে ন বেণু-
মামোদতে ন যমুনাবনমারুতেন।

ভবতু যদ্যস্মাদেব দামোদরঃ কৃষ্ণঃ পরং কেবলং ত্বয় পরমানুরাগঃ পরমোৎসুরাগো যস্য এবম্ভূতো বভূবেতি শেষঃ। মন্যসে তদোভৌ সঙ্ঘটয়িষ্যামীতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ ॥ ১৯২ ॥

দৈত্যারিপণ্ডিতস্য পদ্যেন তদনুরাগাতিশয়ং নির্দ্দিশতি বৎসানিতি। সুন্দরি হে রাধে নন্দসূনুঃ অন্তর্মনসি ত্বয়া আক্রান্তঃ সন্ বৎসান্ ন চারয়তে কিমুত গাঃ। তস্য বৎসচারণন্তু ত্বৎপ্রাপ্তিস্থলমেব তেন ত্বৎপ্রাপ্তাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা জগদ্ধর্ষকমপি বেণুং ন বাদয়তে, তেন ত্বৎকর্ষণাভাবেন মননাৎ। তথা যমুনামারুতেন অর্থাৎ শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যযুক্তেন ন আমোদতে হর্ষং ন প্রাপ্নোতি সতু ত্বৎসঙ্গাভাবেন বিষায়তে ইতি ভাবঃ। এবঞ্চেৎ কথং তিষ্ঠতি তত্রাহ কুঞ্জে লতাদিপিহিতোদরস্থানে শিথিল কার্য্যাক্ষমং যথা স্যাত্তথা নিলীয় প্রিয়নর্ম্মসখীনামপি অগোচরীভূয় নমিতোত্তমাং জানুদ্বয়মধ্যগতং উত্তমাঙ্গং শিরো যত্র তদ্যথা

পদ্মাক্ষী গোপরমণী আছে, কিন্তু হে রাধে! তুমি সুমহৎ তপস্যা করিয়াছ, যেহেতু এই দামোদর কেবল তোমাতেই অনুরাগী হইয়াছেন ॥ ১৯২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

হে সুন্দরি। তোমা ব্যতিরেকে নন্দনন্দন বৎস চারণ করিতেছেন না, বেণুবাদ্য করিতেন না এবং যমুনাবনসম্বন্ধীয় বায়ুতেও আমোদ করিতেছেন না, কেবল কুঞ্জে মস্তক অবনত

কুঞ্জে নিলীয় শিথিলং বলিতোত্তমাঙ্গ-
মন্তস্ত্বয়া শ্বসিতি সুন্দরি নন্দসূনুঃ ॥ ১৯৩ ॥
দৈত্যারিপণ্ডিতস্য ॥ ২ ॥
সর্ব্বাধিকঃ সকলকেলিকলাবিদগ্ধঃ
স্নিগ্ধঃ স এষ মুরশত্রুরনর্ঘ্যরূপঃ।
ত্বাং যাচতে যদি ভজ ব্রজনাগরি ত্বং
সাধ্যং কিমন্যদধিকং ভবনে ভবত্যাঃ ॥ ১৯৪ ॥

স্যাত্তথা কেবলং শ্বসিতি সুদীর্ঘনিশ্বাসং ত্যজতীত্যর্থঃ। এবং তস্য ত্বয়ানুরাগ ইতি ধ্বনিঃ ॥ ১৯৩ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহশ্রবণেন তস্যাস্তৎকর্শনে সমুৎকণ্ঠা জাতেতি বিভাব্য তামভিসারয়িতুং সখী যদাহ তৎরাঙ্গস্য পদ্যেন লিখতি সর্ব্বেতি। ব্রজনাগরি হে পরমবিদগ্ধে রাধে যস্য বিরহেণ ত্বমেবম্ভূতাসি স এষ মুরমর্দ্দনঃ কৈরপি পরাভবিতুমশক্যত্বাৎ যাচতে। যাচতের্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ত্বাং রতিমিতি সতু তব রত্যুপভোগে যোগ্য ইত্যাহ সর্ব্বাধিকঃ সর্ব্বৈর্গুণৈরধিকস্তথা সকলকেলিকাসু বিদগ্ধো নিপুণঃ। তথা। আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ। হৃদয়ং দ্রবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে। ইত্যুক্তলক্ষণেন স্নেহেন ত্বয়ি যুক্তঃ ন কেবলমেতাবৎ অনর্ঘ্যমমূল্যং রূপং অঙ্গসৌষ্ঠবং যস্য সঃ। অতঃ সর্ব্বাংশেন তব যোগ্যত্বাৎ।

করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ১৯৩ ॥

এই শ্লোক দৈত্যারিপণ্ডিতের কৃত ॥ ২ ॥

হে ব্রজনাগরি! যিনি সকল অপেক্ষা অধিক, যিনি সমস্ত কেলিকলায় বিদগ্ধ, যিনি স্নিগ্ধ এবং অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন, সেই কৃষ্ণ যদি তোমাকে যাচ্ঞা করেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে

রাঙ্গস্য ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীরাধাভিসারঃ।

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ম্বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥ ০ ॥

স্ম যথা ত্বাং যাচতে। তথা ত্বং যদি তং ভজ তদা ভবত্যা ভুবনে কিং পুনর্ব্রজে এতস্মাদন্যং সাধ্যমস্তীতি চিত্তে নির্ধার্য্য যদুচিতং তৎ ক্রিয়তামিতি ॥ ১৯৪ ॥

এবং তত্র জাতানুরাগায়াস্তস্যাঃ প্রথমমভিসারিকাবস্থাং বক্তুং প্রকরণমারভতে। অথ রাধাভিসার ইতি। সখ্যা কর্ত্র্যা রাধায়া। অভিসারণমিত্যর্থঃ। নায়িকা খল্বষ্টবিধা ভবতি। তথাচ। তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা। বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতাচ কলহান্তরিতাপিচ। প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনকর্ত্তৃকেতি। অভিসারিকালক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা। লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা। কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেদিতি। তত্র প্রথমে লোকদৃষ্টিভয়নিবৃত্ত্যর্থং কৃষ্ণপক্ষীয়াভিসারণং যাথাসিকস্য পদ্যেনাহ মন্দমিতি। অত্র পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলবত্ত্বাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। যথা নীলং বাসো বস্ত্রং পরিধেহি শুক্লবস্ত্রেণ প্রকাশনসম্ভবাৎ। চরণৌ মন্দং নিঃশব্দং

ভজনা কর, হে সুন্দরি! তোমার ইহা অপেক্ষা ভুবনে অধিক সাধ্যবস্তু কি? ॥ ১৯৪ ॥

এই শ্লোক রাঙ্গের কৃত ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীরাধার অভিসার।

যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা যিনি স্বয়ং কান্তের নিকট অভিসার করেন, জ্যোৎস্না ও অন্ধকার-গমনযোগ্য বেশে তিনি জ্যোৎস্নী এবং তামসী অভিসারিকা হইয়া থাকেন ॥ ০ ॥

মন্দং বিধেহি চরণৌ পিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়া বলিমঞ্জনেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্তি-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ॥ ১৯৫ ॥
যাত্মাসিকস্য ॥ ১ ॥
কিমুত্তীর্ণঃ পন্থাঃ কুপিতভুজগীভোগবিষমো
বিযোঢ়া ভূয়স্যঃ কিমিতি কুলপালিকটুগিরঃ।

নিধেহি। অন্যথা পাদশব্দেন লোকৈর্জ্ঞাতাসীতি ভাবঃ। নীলবস্ত্রাঞ্চলেন বলয়াবলিং করস্থমিযুক্তকঙ্কণাদিমাচ্ছাদয়। অন্যথা তত্তেজসা তিমিরনাশঃ স্যাৎ। এবং শিক্ষিতা গচ্ছন্তী কুত্র প্রাণনাথঃ কথয়েত্যুক্তা সখী সরোষমিবাহ হে সাহসিনি ভয়রহিতে মা জল্প ন বদ তত্তব শারদচন্দ্রকান্তদন্তাংশবঃ শরৎ-কালীনচন্দ্রাং কমনীয়ানাং রম্যাণাং দন্তানাং কিরণাস্তমাংসি নিবিড়ান্ধকারান্ সমাপয়ন্তি বিনাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তদা কথং যাস্যসীতি রোষহেতুঃ। ১৯৫ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয়ষষ্ঠ্যাং তস্যা লালসয়া গমনে চিন্তনাদিপ্রকারং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন লিখতি কিমিতি। স্বভাবেন কুপিতানাং ভুজগজাতীনাং ভোগৈ-

---

হে রাধে! নিঃশব্দে পাদনিক্ষেপ কর, নীলবস্ত্র পরিধান কর এবং অঞ্জনদ্বারা বলয়াসকলকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু হে সাহসিনি! কথা কহিও না, কহিলে তোমার শারদচন্দ্রকান্তি-তুল্য দন্তকিরণসকল অন্ধকারপুঞ্জকে বিনষ্ট করিবে ॥ ১৯৫ ॥

এই শ্লোক যাত্মাসিকের কৃত ॥ ১ ॥

আমি কেন কুপিত ভুজগীগর ফণার ন্যায় বিষম পথ উত্তীর্ণ হইলাম এবং কেনইবা কুলস্ত্রীদিগের ভূরি ভূরি কটুবাক্য সহ্য

ইতি স্মারং স্মারং দরদলিত-শীতদ্যুতিরুচৌ
সরোজাক্ষী শোণং দিশি নয়নকোণং বিকিরতি ॥ ১৯৬ ॥
সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ২ ॥
চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ভীতিভাজো রজন্যাং
কিম্বা ব্রূমস্ত্বদভিসরণে সাহসং মাধবাস্যাঃ।

শরীরৈর্বিষমো দুর্গমাঃ পন্থা ময়া কিং কথমুত্তীর্ণা ভবেৎ। যদ্যুত্তীর্ণা স্যাত্তথাপি কুলপালীনাং কুলবধূনাং ভূরস্যোহনেকাঃ কটূক্তিরঃ রাধাব্যভিচারিণ্যভূদত্যাদি-রূপা বাচঃ কথং ময়া বিষোঢ়াঃ সহনীয়াঃ ইত্যেবং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পশ্চাৎ সরোজাক্ষী চন্দ্রদর্শনে সরোজানাং ক্রোধসম্ভবমননাং তে ইব অক্ষিণী যস্যাঃ সা। দিশি দিশি শোণং ক্রোধেনারুণং নয়নকোণং বিকরতি। নন্থ দিশং প্রতি কস্মাৎ ক্রোধস্তত্রাহ তস্মিন্ কথম্ভূতে দরদলিতশীতদ্যুতিরুচৌ সার্দ্ধমামোপরি দর ঈষৎ দলিতা বিদারিতা অথাৎ প্রকাশিতশীতদ্যুতেশ্চন্দ্রস্য রুচিঃ শোভা যস্য তস্যাং চন্দ্রোদয়ে সতি লোকা মাং পশ্যেয়ুরিতি ক্রোধহেতুঃ ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণং সুখয়িতুং তন্নিকটং প্রাপ্তায়া রাধায়া দুঃশক্যং ব্যাপারং ভজতে, কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি চিত্রেতি। মাধব হে বেণুগানবিদ্যাপতে তস্মি-ন্যায়াং তদভিসারণে অস্যা রাধায়াঃ সাহসং কিম্বা ব্রূম উপমারহিতং তৎ কথম্ভূতায়াশ্চিত্রোৎকীর্ণাৎ ফলাস্থ চিত্রিতাৎ বিষধরাদপি ভীতি ভাজে ভয়ং

করিলাম, এই স্মরণ করিতে করিতে পদ্মাক্ষী শ্রীরাধা ঈষৎ দলিত চন্দ্রজ্যোৎস্নাসম্পন্ন-দিকের প্রতি রক্তবর্ণ নয়নকোণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯৬ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের কৃত ॥ ২ ॥

হে মাধব! ভীরুস্বভাবা শ্রীরাধার বিচিত্র রত্নশোভিত বিষধর হইতে সাহসের কথা কি বলিব, তোমার অভিসরণ

ধ্বান্তে যান্ত্যা যদতিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারত্নরোধী ব্যধায়ি ॥ ১৯৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধাং প্রতি সখীবাক্যং।

মন্মথোন্মথিতমচ্যুতং প্রতি
ব্রূহি কিঞ্চন সমুল্লসৎ স্মিতং।
কিঞ্চ সিঞ্চ মৃগশাবলোচনে

প্রাপ্নুবত্যাঃ সাহসং বিষদয়তি যদ্যস্মান্নিভৃতং দীপ-করতালাদিরাহিত্যেন গুপ্তং যথা স্যাত্তথা ধ্বান্তে নিবিড়ান্ধকারে যান্ত্যা গচ্ছন্ত্যাস্তস্যাপি তস্মিন্ পথি ফণি-ফণারত্নস্য জ্যোৎস্নয়া আত্মপ্রকাশস্য ত্রাসাৎ ভয়াৎ ফণিফণাস্থরত্নং বোদ্ধুং শীলমস্য। এবম্ভূতঃ পাণির্হস্তো ব্যধায়ি বিহিতা ভবৎপ্রেক্ষয়া স্বপ্রাণরক্ষাতুচ্ছ-ত্বেন গণিতেতি ভাবঃ ॥ ১৯৭ ॥

এবং বাচা শ্রীকৃষ্ণং তদধীনং কৃত্বা তন্নিকটং প্রাপয্য, তেন নবসঙ্গমায় ভীতাং রাধামালক্ষ্য লঘুমুদ্রী দূতী তাং যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি মন্মথেতি। হে রাধে অচ্যুতং তব ভজনাচ্যুতিরহিতং শ্রীকৃষ্ণং সমুল্লসৎ স্মিতং মন্দহাস্যং যথা স্যাত্তথা কিঞ্চন ব্রূহি কথয় যতস্ত্বংপ্রয়োজকেন মন্মথেন কামে-নোন্মথিতং ব্যাকুলং ন কেবলমেতাবৎ। কিঞ্চ, হে মৃগশাবলোচনে মনোহর-

---

সময়ে যখন শ্রীরাধা অন্ধকারে অতিগোপনভাবে গমন করেন, তখন ঐ সময়ে নিজের প্রকাশভয়ে হস্তদ্বারা সর্পের ফণা রোধ করিয়াছিলেন ॥ ১৯৭ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য।

হে বালহরিণলোচনে! সুমন্দ হাস্যের সহিত কন্দর্পে

লোচনেঙ্গিতসুধৌঘনির্ব্বরৈঃ ॥ ১৯৮ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে
প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বং।
কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে

নেত্রে লোচনেঙ্গিতং নেত্রকটাক্ষং তদেব সুধাসমূহস্তস্য নির্ভরৈরতিশয়ৈরিমং সিঞ্চ। সুধাসেচনব্যতিরেকেণ এতন্মহাতাপস্য ন শান্তিরতস্তেন সিঞ্চ। তত্র বহুত্বনির্দ্দেশেন সেচনস্য নিরবধিত্বং সূচিতং ॥ ১৯৮ ॥

তদৈব লঘুপ্রখর দূতী তাং প্রতি যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি গোবিন্দে ইতি। হে সখি ত্বং প্রেমান্ধা প্রেম্না অন্ধজনবৎ বিচারানভিজ্ঞা সতী স্বয়ং অস্মানুপেক্ষ্য স্বাতন্ত্র্যেণ গোবিন্দে এতস্মিন্ কৃষ্ণে বরস্য শ্রেষ্ঠস্য বপুষো হর্পণং দানমকরোঃ। ন তত্র প্রযোজকোঽস্মদাদিজনঃ, কিন্তু তব সরোজবদ্দীর্ঘনেত্রদ্বয়মেবেত্যভিপ্রেত্য সম্বোধনং, হে সরোজনেত্রে ইতি। যদ্বা, সরোজনেত্রে ইতি গোবিন্দে ইত্যস্য বিশেষণং তস্য তাদৃশনেত্রদ্বয়লাবণ্যপণ্যেন বরবপুরর্পণং অর্থাদ্বিক্রয়ং কৃতবতী। যদ্বা, বরবপুঃ পরমসুন্দর দেহে সরোজনেত্রে কর্ম্মণী অর্পণং কৃতবতীত্যতঃ সম্প্রতি দরং অল্পমপ্যবলোকদানে কার্পণ্যং দীনতাং ন কুরু অনৌচিত্যাৎ। নন্বু যেন নেত্রদ্বয়েন বশীভূতাহং বপুরদদং তস্য দামং কথং করোমি তত্রাহ করিণীতি। এবং পরপরপক্ষেঽপ্যাভাস উল্লেখাঃ হস্তিনি বিক্রীতে সতি, অঙ্কুশে যেন বশীভূতো হস্তী বিক্রীতস্তস্মিন্ বিবাদঃ

উন্মথিত অচ্যুতের প্রতি বল অথবা নয়নের ইঙ্গিতরূপ অমৃতরাশির নির্ঝরদ্বারা সেচন কর ॥ ১৯৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

হে পদ্মাক্ষি! তুমি প্রেমান্ধা হইয়া স্বয়ং গোবিন্দকে নিজের উৎকৃষ্ট শরীর সমর্পণ করিয়াছ, অতএব হে সখি!

বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ ॥ ১৯৯ ।

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ২ ॥

অথ রহঃক্রীড়া ।

পরমানুরাগ-পরয়াথ রাধয়া
পরিরম্ভকৌশলবিকাশিভাবয়া ।
স তয়া সহ স্মরভাজনোৎসবং
নিরবাহয়চ্ছিখিখণ্ডশেখরঃ ॥ ২০০ ॥

কিমুচিতোঽপিতু নৈব। অতো বপুরবয়স্য নেত্রদ্বয়স্য দানে কৈমুত্যমায়াতমিতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

যদর্থং পূর্ব্বরাগাভিসারৌ বর্ণিতৌ দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ইতি ইত্যুক্তলক্ষণং তং সম্ভোগং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে। অথ রহঃক্রীড়েতি। কবিরাজমিশ্রস্য পদ্যেন তং দর্শয়তি পরমেতি। অথ দ্বয়োর্মিলনানন্তরং শিখিশিখণ্ডশেখরঃ শিখিনাং ময়ূরাণাং শিখণ্ডেন পিচ্ছেন কৃতঃ শেখরঃ শিরোভূষাবিশেষো যেন স কৃষ্ণস্তয়া নখাভিঘাতভুজবন্ধনকুবলয়তাড়নাদিস্মরবিলাসপরয়া রাধয়া সহ স্মরসম্ভাজনোৎসবং কামস্য পূজনং যস্মাৎ তদ্রূপমুৎসবং নিরবাহয়ৎ। তয়া কথম্ভূতয়া আত্মনি পরমোঽনুরাগো যস্যা সঃ; শ্রীকৃষ্ণঃ পরঃ চিত্তসুখসাধনেন সাধ্যো যস্যাস্তয়া। তথা পরিরম্ভস্য তদুপলক্ষিতবিবিধবিলাসস্য কৌশলে চাতুর্য্যে বিকাসনশীলং ভাবো যস্যাস্তয়া ॥ ২০০ ॥

ঈষৎ অবলোকসদানে কৃপণতা করিও না, হস্তিকে বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ দিতে বিবাদ করা কি উচিত হয় ? ॥ ১৯৯ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ২ ॥

অথ নির্জনক্রীড়া ।

যিনি পরম অনুরাগবতী এবং যিনি আলিঙ্গনকৌশলে নিজের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধার সহিত শিখণ্ড-

কবিরাজমিশ্রস্য ॥ ১ ॥

অস্মিন্ কুঞ্জে বিনাপি প্রচলতি পবনং বর্ত্ততে কোঽপি নূনং
পশ্যামঃ কিং ন গত্বেত্যনুসরতি গণে ভীতভীতেঽর্ভকাণাং।
তস্মিন্ রাধাসখো বঃ সুখয়তু বিলসন্ ক্রীড়য়া কৈটভারি-

রাত্রৌ অভিসারপূর্ব্বকক্রীড়া ইব দিবাপি সা সম্ভবতি তাং কস্যাচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি অস্মিন্নিতি। তস্মিন্ কুঞ্জে ক্রীড়য়া বিলসন্ রাধাসখঃ কৃষ্ণো বো যুষ্মান্ সুখয়ত্বিত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্নিত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রসঙ্গমাহ হে ভ্রাতঃ অস্মিন্ কুঞ্জে কোঽপি জনো নূনং নিঃসন্দেহং বর্ত্ততে। যতোঽস্মিন্ পবনং বায়ুং বিনা প্রচলতি সতি, লতাদিপুঞ্জানাং প্রচলনং তত্রারোপ্যতে। তচ্ছ্রুত্বা তে আহুঃ ভ্রাতঃ সত্যং বদসি। অতঃ সর্ব্বে বয়ং কুঞ্জে গত্বা কিং কথং তং ন পশ্যামঃ অপিতু আগচ্ছতে ইতি, সর্ব্বে মিলিত্বা অর্ভকাণাং গোপবালকানাং দামসুদামাদীনাং গণে অনুসরতি গচ্ছতি সতি, তস্যা রহঃ ক্রীড়ায়াঃ প্রকাশনভয়াৎ, তান্ ভীষয়িতুং মৃগারেঃ শার্দ্দূলস্য প্রবলঘুরঘুরারাবাৎ রৌদ্রান্ ভীতিজনকোচ্চনাদান্ শব্দান্ ব্যাতনুতে। অতস্তন্নাদান্ শ্রুত্বা তেষাং গণে ভীতভীতে ভীতাদপি ভীতে সতি ক্রীড়য়া বিলসন্নিতি সম্বন্ধঃ। এবং ভীতিসাঙ্কা-

---

চূড় শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে সমাদরবিষয়ক উৎসব নির্ব্বাহ করিছেন ॥ ২০০ ॥

এই শ্লোক কবিরাজমিশ্রের কৃত ॥ ১ ॥

বায়ুব্যতিরেকে যখন কুঞ্জ বিচলিত হইতেছে, তখন ইহাতে অবশ্য কোন এক ব্যক্তি আছেন, আমরা গিয়া কি তাঁহাকে দেখিব না? অবশ্য দেখিব, এই বলিয়া সেই কুঞ্জে অতিশয় ভীতিসহকারে বালকগণ গমন করিলে যে শ্রীরাধাসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াসহকারে বিলাস করিতে করিতে সিংহের

র্ব্যাতন্বানো মৃগারিপ্রবলঘুরঘুরারাবরৌদ্রোচ্চনাদান্ ॥২০১॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

অথ ক্রীড়ানন্তরং জানতীনাং সখীনাং নর্ম্মোক্তিঃ।

ইহ নিচুলনিকুঞ্জে মধ্যমধ্যাস্য রন্তু-
র্বিজনমজনি শয্যা কস্য বা ন প্রবালৈঃ।
ইতি নিগদিত বৃন্দে যোষিতাং পান্তু যুষ্মান্
স্মিতসুবলিত-রাধামাধবালোকিতানি ॥ ২০২ ॥

রাৎ দিনান্তরেঽপি তেষাং তত্র গমনাভাবো জ্ঞেয়ঃ। অথবা যোগমায়া যেন কেন প্রকারেণ তৎসর্ব্বং সমাধত্তে ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ২০১ ॥

সখীনামপি রতিক্রীড়াদর্শনাধিকারাৎ ক্রীড়ানন্তরং তাভ্যাং সহ মিলিতানাং তৎকুঞ্জমধ্যগতানামিঙ্গিতেন তজ্জানতীনাং তাসাং নর্ম্মোক্তিমাহ অথেতি। তদুক্তিং সমাহর্ত্তা লিখতি ইহেতি। ইহ নিচুলনিকুঞ্জে বিজনং জনরহিতং মধ্যমধ্যাস্য প্রাপ্য কস্য রন্তুঃ রমণকর্ত্তুর্বালপ্রবালৈর্নবপল্লবৈঃ শয্যা অজনি জনিতেতি যোষিতাং প্রীতিমতীনাং ললিতাদীনাং বৃন্দে নিগদতি সতি স্মিতসুবলিতয়োরীষদ্ধাস্যযুক্তয়ো রাধামাধবয়োঃ পরস্পরমবলোকিতানি নেত্রকটাক্ষঃ যুষ্মান্ পান্তু ॥ ২০২ ॥

ন্যায় ঘুর্ ঘুর্ প্রচণ্ড উচ্চনাদ বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০১ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

অথ যাঁহারা অন্যান্য ক্রীড়া জানিয়াছিলেন, সেই সকল সখীদিগের পরিহাস উক্তি।

এই বেতসনিকুঞ্জমধ্যে কোন রমণশীলের জন্য নব পল্লবদ্বারা নির্জনে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল, কামিনীগণের মধ্যে বৃন্দা এই কথা বলিলে পর, হাস্যসমন্বিত শ্রীরাধামাধব যে পরস্পর

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ১ ॥

অথ মুগ্ধবালবাক্যং।

"কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহকৃতং কেনাপি কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাং"।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো-
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ ২০৩ ॥

লজ্জাভঙ্গে সতি পরস্পরসা সাহসং জায়তে, অতস্তদর্থং মুগ্ধবালবাক্যমাহাথেতি। শ্রীলক্ষ্মণসেনস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি কৃষ্ণেতি। কচিদ্রাত্রৌ ক্রীড়ায়াং সত্যাং প্রভাতে বৎসং চারয়তো দৈবাৎ তৎকুঞ্জমধ্যগতস্য গোপবালস্য বাক্যমিদং। হে কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া গোপীকুন্তলেনচ সহ বর্হনামশিখিপিচ্ছমালা কেনাপি জনেন হৃতং মোষিতং কুঞ্জমধ্যে বৎসচারণায় গচ্ছতা, ময়া তদিদং প্রাপ্তং গৃহ্যতামিত্থং দুগ্ধং মুখে যস্য তেন বোধরহিতেন গোপশিশুনা অনঙ্গমঞ্জর্য্যাদীনামগ্রে আখ্যাতে কথিতে সতি ত্রপয়া লজ্জয়া নম্রয়ো রাধামাধবয়োর্বলিতো মিলিতো যঃ স্মেরো। মন্দহাসস্তেনালসাঃ স্থির দৃষ্টয়ো জয়ন্তি তাসাং মোহনং কৃত্বা উৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। ইতি তস্মিন্ দিনে পাকার্থং শ্রীযশোদয়াহূতা রাধা তত্রাগতা তত্রোভয়োর্মেলনে এষ প্রসঙ্গো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২০৩ ॥

অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই সকল কটাক্ষ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০২ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ১ ॥

অথ মুগ্ধ-বালকগণের বাক্য।

"হে কৃষ্ণ! কুঞ্জমধ্যে তোমার বনমালার সহিত গোপীর কেশস্থ কোন ময়ূরপুচ্ছ ও মালা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, এই গ্রহণ কর", দুগ্ধমুখ অর্থাৎ অজ্ঞান গোপশিশু এই কথা বলিলে, লজ্জাবনত শ্রীরাধামাধবের যে হাস্যসমন্বিত চক্ষুঃসকল স্থির হইয়াছিল, তাহারা জয়যুক্ত হউক ॥ ২০৩ ॥

লক্ষ্মণসেনস্য ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সহ দিনান্তরকেলিঃ।

অত্র সখীবাক্যং।

অধুনা দধিমন্থনানুবন্ধং
কুরুষে কিং গুরুবিভ্রমালসাঙ্গি।
কলসস্তনি লালসীতি কুঞ্জে

এবং প্রতিরাত্রং কৃষ্ণস্য রাধয়া সহ বিহারঃ স্যাৎ, দিনমধ্যেঽপি নানাবিধো পরীহাসশ্চ তং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে দিনান্তর ইতি। তত্র পরীহাসে সখীবাক্যং সমাহর্ত্তা স্বয়ং লিখতি অধুনেতি। কৃষ্ণপ্রেয়া হে অলসাঙ্গি গুরুরধিকো ভ্রমো যস্যা এবম্ভূতাসি যেন মন্থনদণ্ডৌ বৈপরীত্যেন নিক্ষিপ্যতে। অতোঽধুনা দধিমন্থনানুবন্ধং কিং কিমর্থং কুরুষে অলমকারণং বিশেষতো দর্শয়তি। হে কলসস্তনি পূর্ণস্তনে কুঞ্জে মুরারের্মুরল্যাঃ কোমলধ্বনির্লালসীতি পুনঃ পুনর্বিরাজতে অস্মাভিস্তজ্জ্ঞাতমিতি। অত্র কলসস্তনীত্যুদাত্তালঙ্কার এবায়ং সচ বাচ্যার্থাসম্ভবেঽপি বস্তুতিশয়মাত্রব্যঞ্জকঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে। যথা গীতগোবিন্দে। তালফলাদপি গুরুমতিসরসং কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসমিতি। যদ্বা, তাৎপর্য্যবতী অতিশয়োক্তিরিয়ং সাতু স্তনয়োর্লম্বত্বনিরসনপূর্ব্বকস্থূলগোলত্বব্যঞ্জকেতি। কিঞ্চ, তয়োঃ কামস্য পূজাধারঘটত্বেন রোপণং বা তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্য করকমলেন পূজনেনেষ্টরতিসুখপ্রাপ্তিতাৎপর্য্যার্থকমিতি জ্ঞেয়মতো নবকৈশো-

---

এই শ্লোক লক্ষ্মণসেনের কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধার সহিত দিনান্তকেলি।

তদ্বিষয়ে সখীবাক্য।

হে কলসস্তনি! গুরুতর বিলাসে তোমার অঙ্গসকল আলস্যান্বিত হইয়াছে, এক্ষণে কি আবার দধিমন্থনের অনুসরণ করিতেছে? হে কলসস্তনি! কুঞ্জে মুরারির মুরলী কোমল

মুরলীকোমলকাকলী মুরারেঃ ॥ ২০৪ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ১ ॥

অথ তস্যাঃ সাকূতবাক্যং।

শ্বশ্রূরিঙ্গিতদৈবতং নয়নয়োরীহালিহো যাতরঃ

স্বামী নিঃশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিজ্ঞঃ সপত্নীজনঃ।

রেঽপি তদ্রূপত্বেন বর্ণনং ন রসবিঘাতকমিতিচ বোদ্ধব্যং ॥ ২০৪ ॥

রত্যভিলাষবত্যা রাধায়া অপি। আকূতং স্যাদভিপ্রায়ে ত্রিষু তার্ত্তনিনাদিতে ইতি শব্দরত্নাকল্পাৎ। আকূতেন অভিপ্রায়েণ সহ বচনং শ্রীকৃষ্ণস্যানুরাগ-বৃদ্ধয়ে ভবতীত্যাভিপ্রেত্যাহ অথেতি। তত্রাভিসারার্থং রহসি যাচমানং কৃষ্ণং প্রতি রাধা যদাহ তং কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি শ্বশ্রূরিতি। হে বৈদগ্ধীনাং বিবিধে প্রবন্ধে রচনাবিশেষে রসিক সরস তে তবামুনা দৃশোশ্চক্ষুষোর্ভঙ্গী-ভাবেন মদভিসারপ্রযোজকেন কিং ন কিঞ্চিৎ ফলং। অত্র বিষয়ে ভবতো-ঽয়ং শ্রমো ব্যর্থো ভবতু। তেনচ মমাপরাধো ভবিতৈব তত্তস্মাৎ তস্য ক্ষমাপণায় দূরাদয়মঞ্জলির্ময়া ক্রিয়তে নান্যথা গন্তুং শক্তাস্মি। যতঃ শ্বশ্রূর্জটিলা নয়নয়োরিঙ্গিতদৈবতং দেবতাবৎ কটাক্ষমপি জানাতি। তথা যাতরো ভর্তৃভ্রাতৃজায়া ইহালিহো মম চেষ্টামপ্যাস্বাদয়ন্তি। স্বামী নিঃশ্বসিতেঽপি অন্য-

---

মধুরধ্বনি অতিশয়রূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ২০৪ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থকর্ত্তার কৃত ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধার অভিলাষের সহিত বাক্য।

শাশুড়ী ইঙ্গিতটী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেন, পতির ভ্রাতৃপত্নীগণ নয়নদ্বয়ের চেষ্টা বুঝিতে পারেন, নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও স্বামী অসূয়া করেন এবং সপত্নীগণ মনের ভাব অবগত হইতে পারেন, অতএব দূর হইতে এই অঞ্জলি বিধান করি-

তদ্দূরাদয়মঞ্জলিঃ কিমমুনা দৃগ্‌ভঙ্গিভাবেন তে
বৈদগ্ধী বিবিধপ্রবন্ধরসিক ব্যর্থোঽয়মত্র শ্রমঃ ॥ ২০৫ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচনলোল-শঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।

রতি অকাণ্ডে অনয়া কথমেবং নিশ্বসিতমিত্যস্যয়া করোতি। তথা সপত্নীজনঃ পদ্মাদির্মনোজিহ্রঃ অথাস্মনোবার্ত্তামপানুসন্ধত্তে তত্তস্মাদাগমনে শক্ত্যভাবাদ্দূরাদপি কিমুত নিকট ইতি ভাবঃ ॥ ২০৫ ॥

পারদারিকাণামেতাদৃগ্বিড়ম্বনং ভবতি। যতো ভগবানপি স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়াঞ্চকারেতি ন্যায়েন তাদৃক্ ক্লেশং স্বীকৃতবানিত্যভিপ্রেত্য হরৌ যং পদ্যং ব্যরচয়ৎ তদযোগ্যমপি পরকীয়ারসপোষায় লিখতি সঙ্কেতীতি। কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য বিলাসযোগ্যা শর্ব্বরী রাত্রিঃ রাধায়াঃ প্রাঙ্গণকোণস্থস্য কোলিবিটপিনঃ ক্রোড়ে গতা যাপিতা। অতঃ পরমবশ্যমেব গৃহান্নির্গত্য মাং ভজিষ্যতীতি কৃত্বা তত্র সর্ব্বেষামেব রাত্রিং নিরূপয়দিত্যর্থঃ। নন্বু রাধৈকা কথং গৃহান্নির্গচ্ছতীতি তত্রাহ হে রাধে তব প্রাঙ্গণকোণস্থকোলিবৃক্ষমাশ্রিত্য কোকিলাদিবৎ শব্দং করিষ্যে। তং শ্রুত্বা ত্বমাগমিষ্যতি দূতীদ্বারা স্বয়ং বা বিজ্ঞাপয়ামাসাতস্তং সঙ্কেতীকৃতং কোকিলাদিনিনদং কুর্ব্বতঃ। তং শ্রুত্বা আগমনোদ্যতায়া রাধায়া দ্বারোন্মোচনেন হেতুনা লোলানাং চঞ্চলানাং শঙ্খবলয়ানাং ক্বাণং

তেছি, এ দৃগ্‌ভঙ্গির প্রয়োজন নাই, হে বৈদগ্ধী-বিবিধপ্রবন্ধ-রসিক! এ স্থলে তোমার পরিশ্রম বিফল ॥ ২০৫ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

কোকিলাদির নিনাদচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত করিলে, শ্রীরাধার বারম্বার দ্বারোন্মোচন চঞ্চল শঙ্খ ও বলয়ের শব্দ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইতেছিল, ও কে ও কে দ্বার উদ্ঘাটন

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ-জরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥২০৬॥

হরস্য ॥ ২ ॥

আহূতাদ্য মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা

ধ্বনিঃ শৃণ্বতঃ। তত্র মুহুরিতি জটিলায়া জাগরাবস্থাসূচক-ভগবন্নামগ্রহণং শ্রুত্বা দ্বারেঽবস্থায় মূহূর্ত্তাৎ পরং তথৈব করণাৎ। অতঃ পুনঃ শঙ্খবলয়শব্দং শ্রুত্বা সম্যক্ জাগরিতা ভূত্বা কেয়ং কেয়ং দ্বারমুন্মোচয়তীতি প্রগল্ভায়া জটিলায়া বাক্যেন দূনাত্মন উপতপ্তমনস ইত্যর্থঃ। এতৎপদ্যস্যাযোগ্যত্বে কারণমুজ্জ্বলনীলমণের্লোচনরোচন্যাং টীকায়াং দৃশ্যং। কিঞ্চ, যা তস্যামপি রাত্রৌ শ্রীযশোদামপি মোহিতবতী পরমদুর্ঘটঘনাং রাসলীলামপি সমাহিতবতী অহহ তস্যা যোগমায়য়া একাকিন্যা জরত্যা মোহনং কিং দুষ্করমাসীৎ যেন সতাসঙ্কল্পস্য স্বস্বামিনো হাহা রাধায়া অপি অভিলষিতসঙ্কল্পহানিরভূৎ। খণ্ডিতাবস্থায়াং সঙ্কল্পহানিস্তু ভূষণমেবান্যথা তদ্রসানুপপত্তেরিতি দিক্ ॥ ২০৬।

লক্ষ্মণসেনস্য পদ্যেনাস্যদিবসীয়ামপূর্ব্বাং কামপি কেলিং দর্শয়তি আহূতেতি। তত্র শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যশোদাবাক্যং, অদ্য নিশি রাত্রৌ মহোৎসবে নিমিত্তা ময়া আহূতা সতী রাধা শূন্যং বিদেশস্থেন ভর্ত্তারহিতং গৃহং বিমুচ্য ত্যক্ত্বা ইহাগতা। অতঃ শীঘ্রং গৃহে গমনমুচিতং কিন্ত্বস্মাকং প্রেষ্যজনো ভৃত্য-

---

করিতেছে, এই যে বৃদ্ধা জটিলার প্রগল্ভবাক্য উদ্গত হইতে লাগিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত-হৃদয় হইয়া শ্রীরাধার প্রাঙ্গণ-কোণস্থ বদরীবৃক্ষের ক্রোড়ে রজনী প্রভাত করিয়াছিলেন ॥২০৬

এই শ্লোক হরের কৃত ॥ ২ ॥

শ্রীরাধা মহোৎসবে আহূতা হওত রাত্রিতে শূন্যগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ভৃত্যগণ মত্ত হইয়া রহিয়াছে,

ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ ২০৭ ॥

শ্রীলক্ষ্মণসেনস্য ॥ ৩ ॥

গচ্ছাম্যচ্যুতদর্শনেন ভবতঃ কিং তৃপ্তিরুৎপদ্যতে
কিন্ত্বেবং বিজনস্থয়োর্হতজনঃ সম্ভাবয়ত্যন্যথা।

সমূহো যোঽস্তি স মহোৎসবে ক্ষীবো মত্তোঽস্তি ময়া কারণেঽপ্যনাগমনাৎ। অতঃ কথমিয়ং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি, তত্তস্মাৎ হে বৎস ত্বমিমামালয়ং গৃহং নয় প্রাপয় যদ্যেকস্ত্বমাগন্তুং ভীতঃ স্যাস্তদাস্যা গৃহে বাক্যশেষো জ্ঞেয়ঃ। স্নেহেন তস্য যোগ্যত্বাৎ। ইতি যশোদাগিরো বাক্যানি বহুত্বন্তু প্রৌঢ়োক্তি তাঃ শ্রুত্বা রাধামাধবয়োরভিপ্রেতসিদ্ধত্বান্মধুস্মেরেণালসা মন্থরা দৃষ্টয়ো জয়ন্তি ॥ ২০৭ ॥

অন্যদিবসে সূর্য্যজনস্য ছলেন পুষ্পচয়নার্থং বনমধ্যগতাং রাধাং শ্রীকৃষ্ণো দৃষ্ট্বা দূরস্থসখীগণতয়ৈকাকিনীমপি বলাৎকারমকৃত্বা কৌশলায় কিয়ৎকালমবস্থানার্থং যাচিতান্ সাতু নির্ব্বিণ্ণা সতী অদ্যাহং ব্রতিনীত্যুক্ত্বা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি গচ্ছামীতি। হে অচ্যুত সঙ্কল্পচ্যুতিরহিতং যথা ত্বং তথাহমপি

একাকিনী কুলবধূ কিরূপে যাইবে, অতএব হে বৎস! তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস, যশোদার এই বাক্য শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর ঈষৎ হাস্যসমন্বিত অলসদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার জয় হউক ॥ ২০৭ ॥

এই শ্লোক শ্রীলক্ষ্মণসেনের কৃত ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণ! গমন করিতেছি, তোমার দর্শনে কি আমার তৃপ্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে? এই হতভাগ্য লোক নির্জনস্থ আমাদের দুই জনের অন্য প্রকার বিহার সম্ভাবনা করে, এই-

ইত্যামন্ত্রণভঙ্গিসূচিতবৃথাবস্থানখেদালসা-
মাশ্লিষ্যন্ পুলকোৎকরাঞ্চিততনুর্গোপীং হরিঃ পাতু বঃ ॥২০৮

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

অথ সখীনর্ম্ম।

সখি পুলকিনী সকম্পা বহিঃস্থলীতস্ত্বমালয়ং প্রাপ্তা।

অতো গৃহং গচ্ছামি। অত্র ভবতো দর্শনেন মম কিং তৃপ্তিরুৎপদ্যতে ন কাপি, কিন্তু এবং বিজনস্থয়ো রাবয়োঃ সতোর্হতজনো নিন্দিতলোকো। অন্যথা অন্য-প্রকারং বিহারং সম্ভাবয়তি। কেবলং কলঙ্কেন কিমতো গচ্ছামীত্যেবং আম-ন্ত্রণভঙ্গ্যা সূচিতং। যদ্বৃথাবস্থানং তেন খেদোঽলসো বাগ্বিলাসরাহিত্যঞ্চ যস্যা-স্তাং গোপীং সজাতিত্বেনোপভোগ্যাং প্রকরণাদ্রাধামাশ্লিষ্যন্। তেন পুলকোৎ-করৈরোমাঞ্চসমূহৈরঞ্চিতা নিচিতা তনুর্যস্য স বো যুষ্মান্ পাতু ॥ ২০৮ ॥

এবং দিনান্তরে কৃষ্ণেন নিরীক্ষিতাং রাজপথাদাগতাং রাধাং দৃষ্ট্বা সখীনাং যঃ পরিহাসো জাতস্তং দর্শতি অথ সখীনর্ম্মেতি। তাসাং নর্ম্মোক্তিং স্বয়ং গ্রন্থ-কারো বিবৃণোতি সখীতি। সখি হে রাধে বহির্দেশং রাজপথং গত্বা পুলকিনী রোমাঞ্চিতা কম্পেন সহিতা সতী বহিঃস্থলীতস্ত্বমালয়ং প্রাপ্তা। অতো নূনং বিতর্কে কৃষ্ণভুজঙ্গেন কৃষ্ণসর্পেণ বিক্ষোভিতাসি তাড়িতাসি। হে কল্যাণি কল্যাণবলেন তেন ন গ্রাসিতাসীতি। অত্র ভয় এব হেতুঃ শ্লেষেণ কৃষ্ণরূপ-

---

রূপ আমন্ত্রণভঙ্গিদ্বারা বৃথা অবস্থাননিবন্ধন খেদবশতঃ অলসাঙ্গী গোপীকে আলিঙ্গন করিয়া যাঁহার শরীর পুলকাঞ্চিত হইয়া-ছিল, সেই ভগবান্ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ৪ ॥

অথ সখীর পরিহাস।

হে সখি! তুমি যখন বাহির হইতে পুলক এবং কম্পান্বিত

বিক্ষোভিতাসি নূনং কৃষ্ণভুজঙ্গেন কল্যাণি ॥ ২০৯ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৫ ॥

অথ পুনরন্যেদ্যুরভিসারিকা যথা।

তত্র সখীবাক্যং।

অক্লান্তদ্যুতিভির্বসন্তকুসুমৈরুৎসয়ন্ কুন্তলা-
নন্তঃখেলতি খঞ্জরীটনয়নে কুঞ্জেষু কঞ্জেক্ষণঃ।

কামুকেন স্পর্শনদ্বারা বিক্ষোভিতাসি তত্তু সৌভাগ্যেনেত্যাহ হে কল্যাণীতি। অত্র প্রীতিরেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ ২০৯ ॥

এবং সামান্যতঃ কিয়তীর্লীলা বর্ণয়িত্বা অতৃপ্ত্যা ক্রমেণাষ্টৌ নায়িকাবস্থা বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে। তত্র পুনরভিসারিকামাহ অথেতি। তত্র সখী যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকারো বিবৃণোতি অক্লান্তেতি। হে খঞ্জরীটনয়নে খঞ্জনেত্রে কঞ্জেক্ষণঃ পদ্মনেত্রঃ কৃষ্ণোঽক্লান্তদ্যুতিভিঃ রমণীয়কান্তিভির্বসন্তঋতুভবৈঃ কুসুমৈঃ কুন্তলান্ চিকুরান্ উৎসয়ন্ ভূষয়ন্ কুঞ্জেষ্বন্তর্মধ্যে খেলতি ক্রীড়াং করোতি। তব তু করৌ অস্মান্নিরকর্ম্মণঃ সকাশাৎ অদ্যাপি ন কিং বিশ্রান্যতঃ বিশ্রামং ন প্রাপ্নুবতঃ। অতো বরং ভ্রমঃ ত্বং রসিকানামগ্রণীর্মুখ্যাসি ইয়ং ঘটী দণ্ডোঽভিসারে বিলম্বক্ষমা ন ভবতীতি। গার্হস্থ্যকর্ম্মভ্যো জলাঞ্জলিং দত্ত্বা শীঘ্রং প্রিয়দর্শনার্থমভিসরেতি। অত্র খঞ্জরীটনয়ন ইতি কঞ্জেক্ষণ ইতি প্রয়োগেণচ

হইয়া গৃহে আসিলা, হে কল্যাণি! তখন বোধ হয় কৃষ্ণভুজঙ্গ তোমাকে সঞ্চালিত করিয়াছে ॥ ২০৯ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ৫ ॥

অথ পুনর্ব্বার অন্য দিবসের অভিসারিকা যথা।

তদ্বিষয়ে সখীর বাক্য।

হে খঞ্জনাক্ষি! পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল বসন্তকুসুমদ্বারা কেশসকল বিভূষিত করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে খেলা করিতেছেন, এই

অস্মান্মন্দিরকর্ম্মতস্তব করৌ নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতঃ
কিং ব্রূমো রসিকাগ্রণীরসি ঘটী নেয়ং বিলম্বক্ষমা ॥ ২১০ ॥

তস্যৈব ॥ ১ ॥

পরীক্ষণকারিণীং সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং।

লজ্জৈবোদ্ঘটিতা কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা কবাটস্থিতি-
র্মর্য্যাদৈব বিলঙ্ঘিতা সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা।

জখীনামভিপ্রায়োঽয়ং যঃ পদ্মহৃং খঞ্জনং পশ্যতি স রাজা ভবতীতি প্রসিদ্ধঃ। অতস্তব নয়নে খঞ্জনযুগলে যদি শ্রীকৃষ্ণনয়নপদ্ময়োরারূঢ় নৃত্যতস্তদৈতে দৃষ্ট্বা বয়ং রাজবৎ পরমসুখিন্যো ভবাম ইত্যতোঽস্মাকং পরমসুখার্থং তত্র শীঘ্রগমন-মুচিতমিতি ॥ ২১০ ॥

অহন্তু দিবাভিসারার্থমিমাং বদামি, কিন্ত্বিয়ং শঙ্কা ভবিতা নবেতি। স্ব-পরীক্ষাকারিণীং কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি রাধা যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি লজ্জৈবেতি। হে রাধে কিং বিধেয়ং কবাটযমুনাব্যালাবলয়ঃ অভিসারে প্রতি-বন্ধকাঃ সন্তি, ইতি শ্রুত্বা রাধাহ কুলবধূসমীপগমননিরোধে পরমপ্রবলা লজ্জৈব সাতু ময়া প্রথমমেবোদ্ঘাটিতা কুলিশেন বজ্রেণাপ্যুদ্বদ্ধা কবাটস্থিতিরত্র কিং গণ্যতে ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা কুলমর্য্যাদা কুলক্রমাগতত্বেন প্রবাহরূপা নদী

গৃহকর্ম্ম হইতে এখনও কি তোমার হস্তদ্বয় বিশ্রান্ত হইল না? তুমি ত রসিকার শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আর কি বলিব, এই ঘটিকা বিলম্বের যোগ্য নয় ॥ ২১০ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার কৃত ॥ ১ ॥

পরীক্ষণকারিণী সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য।

হে সখি! যখন আমি লজ্জা উদ্ঘাটিত করিয়াছি, তখন এ স্থানে কুলিশবদ্ধ কবাট থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুনা আমার

আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী
প্রাণা এব সমর্পিতাঃ সখি চিরং তস্মৈ কিমেষা তনুঃ॥২১১॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈর্ধম্মিল্লমল্লীস্রজং

কয়াপি লঙ্ঘিতুং ন শক্যতে। সাচ ময়া গোষ্পদমিব তুচ্ছীকৃত্য বিশেষেণ লঙ্ঘিতৈব, কেয়ং পুনঃ কলিন্দাত্মজা স্বল্পা যমুনেতি, তথা যেষাং দৃষ্ট্যা সদ্যঃ প্রাণনাশো ভবতি তৎ সর্পদৃষ্টেরতিবিষহা খলানাং ননন্দ্রাদীনাং দৃষ্টিঃ সহসা বলান্ময়া ক্ষিপ্তৈব তুচ্ছীকৃতৈব সখি তত্র ব্যালাবলী সর্পশ্রেণী কীদৃশী মম কিং কর্ত্তুং শক্তেতি ভাবঃ। অয়ে অনুরাগিণ্যাস্তবৈবং মতির্ভবতি চেত্তবতু পটে অর্পিতাং তনুং তস্মৈ নায়কায় কথমর্পয়িষ্যসি তত্রাহ হে সখি চিরং জ্ঞানোদয়াবধি তস্মৈ পরমপ্রেয়সে কৃষ্ণায় প্রাণাঃ প্রাণশব্দেনচ ইন্দ্রিয়বর্গাশ্চ ময়া সমর্পিতা এব এষা তনুঃ কিং স্বতন্ত্রা ভবিতুমর্হতি। অতোঽর্পিতৈব সা অভিমন্যুস্তু পতিস্মন্য এব মম বিবাহাবধি তত্র রাগাভাবাৎ তনুরপি তস্মৈ নার্পিতা কিমুত প্রাণা ইতি ভাবঃ। অতঃ পিষ্টপেষণবন্নংপরীক্ষণেনালং ত্বন্ত সখ্যা উচিতং কর্ম্ম কুর্ব্বিতি ব্যঙ্গার্থঃ॥ ২১১ ॥

এবং নর্ম্মসখীং স্বাভিপ্রেতং সম্বেদ্যতয়া সহ পথি গচ্ছন্ত্যা রাধায়াঃ প্রেমপরাকাষ্ঠাং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি দ্বিত্রৈরিতি। তন্বঙ্গী পেলবং বিরলং তন্বি-

---

কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই যখন পরিহার করিয়াছি, তখন সর্পসকল আমার কি করিবে? এবং যখন আমি চিরকাল প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তখন শরীর যে সমর্পণ করিব, তাহার আর কথা কি? ॥ ২১১ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে অন্তঃকরণ বিঘূর্ণিত হওয়াতে দূরে

কণ্ঠান্মৌক্তিকমালিকাং তদনু চ ত্যক্ত্বা পদৈঃ পঞ্চভিঃ।
কৃষ্ণপ্রেমবিঘূর্ণিতান্তরতয়া দূরাভিসারাতুরা
তন্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং শ্রোণীভরং নিন্দতি ॥ ২১২ ॥
কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

তামরাং। বিরলাস্যসাধারণাস্যঙ্গানি যস্যাঃ সা রাধা কৃষ্ণপ্রেম্না সুদীপ্তসাত্ত্বিক-ভাবৈর্বিঘূর্ণিতোঽন্তরো বাহ্যচেষ্টাপি যস্যাস্তদ্ভাবতয়া উপলক্ষিতা সতী অধ্বনি পথি দ্বিত্রৈঃ পদৈর্গত্বা কেলিসরোরুহং লীলাসরোরুহং ভারত্বেন মন্যমানা শীঘ্র-গমনায় তৎ ত্যক্ত্বা এবং পরপরত্র জ্ঞেয়ং। তথা ত্রিচতুরৈঃ পদৈর্গত্বা ধম্মিল্লস্য কেশবন্ধস্য মল্লিকামালাং ত্যক্ত্বা অত্রানির্দ্ধারিতে তাৎপর্য্যাৎ। দ্বিত্রৈরিত্যত্র-ত্যেন ত্রিপদেন বিরোধো ন জ্ঞেয়ঃ। তথা পঞ্চভিঃ পদৈর্গত্বা তদনু প্রিয়তমাং মৌক্তিকমালাং কণ্ঠাত্ত্যক্ত্বা নিতম্বস্য ত্যাগাসামর্থ্যাৎ নিরুপায়মুপায়রহিতং ক্রিয়াবিশেষণং বা শ্রোণীভরং নিতম্বভারং কেবলং নিন্দতীত্যন্বয়ঃ। বিধাত্রা কিমর্থং মমেয়ং কৃত ইতি। কিমুক্ত্বা সতী নিন্দা তত্রাহ দূরাভিসারাতুরা দূরা-দেশাভিসারে তেন ভারেণাতুরাহমিতি মননাৎ। যদ্বা, দূরাভিসারাতুরা সতী তন্বঙ্গী কৃশাঙ্গীতি ব্যাখ্যেয়ং। তত্র পক্ষে প্রকরণাৎ রাধেতি কর্ত্তৃপদং জ্ঞেয়ং ॥ ১১২ ॥

অভিসার করিতে হইবে, এই বিবেচনায় কাতরা হইয়া দুই তিন পদ গমন করত ক্রীড়াপদ্ম পরিত্যাগ করিলেন, তিন চারি পদ গমন করিয়া কেশবন্ধনের মল্লিকামালা পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর পাঁচ ছয় পদ গমন করিয়া কণ্ঠ হইতে মৌক্তিকমালা পরিত্যাগ করিলেন, এ সকল পরিত্যাগ করি-য়াও যখন পথে নিরুপায় হইলেন, তখন ঐ তন্বঙ্গী কেবল নিতম্বভারকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ১১২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ২ ॥

অথ বাসকসজ্জা।

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥ যথা—
তল্পং কল্পয় দূতি পল্লবকুলৈরন্তর্লতামণ্ডপে
নির্ব্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি।

নিশ্চভিসারস্তাবং হেতুদ্বয়েন ভবতি। তত্রাদ্যো ব্রজেঽবস্থায় শ্রীকৃষ্ণো দূত্যাদিদ্বারা সঙ্কেতং করোতি, তেনৈকঃ কুঞ্জাদৌ স্থিত্বা বংশীরবেণ দ্বিতীয়ঃ। তত্রাদ্যঃ কদাচিং রাধাগমনাং পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণো গচ্ছতি গচ্ছন্নপি কদাচিং নিগীয় তিষ্ঠতীতি। শ্রীরাধাতু প্রায়স্তদাগমনাং পূর্ব্বং গত্বা দেহগেহাদিকং সজ্জীকরোতি যেন শ্রীকৃষ্ণস্য সুখবিশেষো জায়তে। অতোঽগ্রে শ্রীরাধায়া অভিসারং বর্ণয়িত্বা ক্রমিকরসপোষায় বাসকসজ্জাং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথ বাসকসজ্জেতি তল্লক্ষণং যথা। স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকেতি। শ্রীরঘুনাথবাসস্য পদ্যেন তাং দর্শয়তি তল্লমিতি। হে দূতি লতামণ্ডপে বসন্তোঽতিকমাধবীলতাকুঞ্জেঽন্তর্মধ্যে পল্লবকুলৈরশকাদিপল্লবসমূহৈঃ কৃত্বা তল্পং শয্যাং কল্পয় যত্র প্রাণেশ্বরঃ সুখেন শয়নং করিষ্যতি। নন্থ চঞ্চলে কৃষ্ণস্যাগমনে বিলম্বোঽস্তি, ত্বাং সজ্জয়িত্বা করোমীতি। সখ্যতিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা মম পুষ্পেণ মণ্ডনস্য বিধানে অদ্যাপি নির্ব্বন্ধং আগ্রহং কিং ন মুঞ্চসি। এতেনালং পশ্য অমন্দমতিশয়মত্ততমসং গাঢ়ান্ধ-

---

অথ বাসকসজ্জা।

প্রিয়ে! কিঞ্চিৎকাল কুঞ্জে অবস্থান কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি, এই বলিয়া কান্ত গমন করিলে, যে কান্তা কান্তের ইচ্ছাবশতঃ কুঞ্জভবনে অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় আগমন-প্রতীক্ষা এবং আত্মদেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করে, তাহাকে তাহাকে বাসকসজ্জিকা বলে॥

হে দূতি! কুঞ্জগৃহের মধ্যে পল্লবসমূহের দ্বারা শয্যা প্রস্তুত কর, আমাকে পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত করিবার জন্য এ

পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্দতমসং বৃন্দাটবীং তন্তরে
তদ্গোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতপ্রায়ং মনঃ শঙ্কতে ॥ ২১৩ ॥
শ্রীরঘুনাথদাসস্য ॥ ১ ॥
অথোৎকণ্ঠিতা।
নানাকার্য্যবশাদ্যস্যাঃ প্রিয়ো নায়াতি মন্দিরং।

কারঃ ক্রীড়ং সং বৃন্দাটবীং তন্তার আগচ্ছয়ামাস। অতঃ পরং স ব্রজরাজকুমারঃ কথমাগচ্ছতি রাজকুমারী মামপি সঙ্কেতং চকার। অতো গমনাবশ্যকতা তত্তস্মাং মে মনঃ গোপেন্দ্রকুমারং। অত্র কুঞ্জে মিলিতপ্রায়ং শঙ্কতে। অতোঽন্যব্যাপারং ত্যক্ত্বা শীঘ্রং শয্যাং বিরচয়েতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২১৩ ॥

এবং সখ্যা প্রযত্নেন সুসজ্জিতায়াঃ প্রিয়স্যাগমনং চিন্তয়ন্ত্যা রাধায়াঃ সম্বন্ধে রাত্র্যার্দ্ধে গতে তস্যা উৎকণ্ঠা জাতেতি। তদবস্থান্বিতাং তাং দর্শয়তি অথোৎকণ্ঠিতেতি। তল্লক্ষণং যথা। নানাকার্য্যবশাদ্যস্যাঃ প্রিয়ো নায়াতি মন্দিরং। সোৎকণ্ঠিতেতি কথিতা তন্নিতান্তাবমানিতেতি। অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকাতু যা। বিরহোৎকণ্ঠিতাভাববেদিভিঃ সা সমীরিতেতিচ। কস্যাচিৎ পদ্যেন তদুৎকণ্ঠাং লিখতি সখীতি। হে সখি কয়াপ্যপরস্ত্রিয়া মৎপ্রতিপক্ষরমণ্যা বীণাবাদ্যে বিষয়ে স কৃষ্ণো বিজিতঃ পরাজিতোঽভূৎ। তত্র বীণাবাদ্যে ক্ষপা-লিতং রাত্রিবিলাসো ধ্রুবং নিশ্চিতং পণিতং পণীকৃতমভবৎ। ইতরথা শেফা-

---

পর্য্যন্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেছ না কেন? দেখ, ক্রীড়াপ্রদ বৃন্দাটবী অল্পে অল্পে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, অতএব গোপেন্দ্রনন্দন এস্থানে আগমন করিলেন, প্রায় এরূপ আমার মনে হইতেছে ॥ ২১৩ ॥

এই শ্লোক শ্রীরঘুনাথদাসের কৃত ॥ ১ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

নানাকার্য্যবশতঃ প্রিয় যাঁহার গৃহে আসিতেছেন না এবং

সোৎকণ্ঠিতেতি কথিতা নিতান্তমবমানিতা ॥ যথা—

সখি স বিজিতো বীণাবাদ্যৈঃ কয়াপ্যপরস্ত্রিয়া
পণিতমভবত্তাভ্যাং তত্র ক্ষপাললিতং ধ্রুবং।
কথমিতরথা শেফালীষু স্খলৎকুসুমাস্বপি
প্রসরতি নভোঽমধ্যেপীন্দৌ প্রিয়েণ বিলম্ব্যতে ॥ ২১৪ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অরতিরিয়ঘুপৈতি মাং ন নিদ্রা

লীষু স্খলৎকুসুমাসু সতীষু অপিশব্দাশ্চার্থঃ। তথা ইন্দৌ চন্দ্রে নভোমধ্যে আকাশমধ্যে প্রসরতি গচ্ছতি সতি, অর্থাদর্দ্ধরাত্র্যতীতে প্রিয়েণ ময্যনুরাগবতা কথং বিলম্ব্যতে তস্য স্বাতন্ত্র্যে বিলম্বাসম্ভবাদিতি ॥ ২১৪ ॥

রাঙ্কস্য পদ্যেন পুনস্তথৈব দর্শয়তি অরতিরিতি। প্রিয়স্যাগমনে বিষয়ে ইয়মরতির্মামুপৈতি প্রাপ্নোতি নতু নিদ্রা যস্যাং সত্যাং মে দুঃখানুভবো ন

যিনি নিতান্ত অবমানিতভাবে অবস্থিতি করেন, সেই স্ত্রীকে উৎকণ্ঠিতা বলা যায় ॥

হে সখি! বোধ হয় কোন অপর কামিনী বীণাবাদ্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়াছে অথবা তিনি পণে পরাজিত হইয়া থাকিবেন, এই দুই কারণে সে স্থানে রজনী মনোহরা হইয়াছে, তাহা না হইলে শেফালীকুসুম-সকল স্খলিত হইতে লাগিল, চন্দ্র আকাশের মধ্যে গমন করিলেন, এখনও কান্ত বিলম্ব করিবেন কেন? ॥ ২১৪ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির কৃত ॥ ১ ॥

আমার অসুখ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু নিদ্রা আসিতেছে

গণয়তি তস্য গুণান্ মনো ন দোষান্।
বিরমতি রজনী ন সঙ্গমাশা
ব্রজতি তনুস্তনুতাং ন চানুরাগঃ ॥ ২১৫ ॥
রাঙ্কস্য ॥ ২ ॥
অথ বিপ্রলব্ধা।
কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।

স্যাৎ। মম মনস্তস্য গুণানেব গণয়তি নতু দোষান্ তেষু গণিতেষু সৎসু সুখেন গৃহে গমনং স্যাদেব। তথা রজনী রাত্রির্বিরমতি তথাপি ন বিরমতি যস্যামেতাদৃক্‌দুঃখং প্রাপ্যতে। তনুঃ শরীরং তনুতাং কৃশতাং ভজতি নচ তত্রানুরাগঃ যত্র সতি সঙ্গমাশা ন নিবর্ত্ততে ॥ ২১৫ ॥

অথ ভূশং ব্যথিতাভিরায়াঃ ক্রমপ্রাপ্তাং বিপ্রলব্ধাং বর্ণয়তি। অথ বিপ্রলব্ধেতি। তল্লক্ষণং যথা। কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে। ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিরিতি। অহং প্রিয়েণ সঙ্কেতিতাপি বঞ্চিতাস্মি। অতো মৃত্যুরেব শ্রেয়ানিতি মন্যমানা প্রাণসখীং প্রতি যদাহ তদ্রাঙ্কস্য পদ্যেন লিখতি উত্তিষ্ঠেতি। হে দূতি অস্মিন্নেব যামে কান্ত আগচ্ছতীতি। ত্বয়োক্তং স যামঃ প্রহরো যাতস্তথাপি স নায়াতঃ। উত্তিষ্ঠাত্রাবস্থিতা নালং যমুনাজলপ্রবেশার্থং বরং যামঃ এতদ্দেহস্য ধারণং লজ্জাবহমিতি। অয়ে সখি

না, তাঁহার গুণ গণনা করিতেছে, কিন্তু দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, রজনী অবসান হইতেছে, কিন্তু সঙ্গম-আশা নিবৃত্তি হইতেছে না এবং তনু কৃশতা লাভ করিতেছে, পরন্তু অনুরাগ ক্ষীণ হইতেছে না ॥ ২১৫ ॥

এই শ্লোক রাঙ্কের কৃত ॥ ২ ॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

সঙ্কেত করিয়া যদি দৈবাৎ প্রাণবল্লভ আসিয়া উপস্থিত

ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥ যথা—

উত্তিষ্ঠ দূতি যামো যামো যাতস্তথাপি নায়াতঃ।
যাতঃ পরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেত্তস্যাঃ ॥ ২১৬ ॥

তস্যৈব ॥ ১ ॥

অথ খণ্ডিতা।

অধীরা সতী কিমিতি মাং দুনোষি তব প্রাণনাথ আগতপ্রায়স্তাহ। অতঃ পরমেতদ্বিরহানলতাপানন্তরং যাপি জীবেত্তস্যা অপি স জীবনাথো ভবেদধুনাহং দেহং ত্যজামীতি ভাবঃ ॥ ২১৬ ॥

এবং কথোপকথনে রাত্রৌ গতায়াং সত্যাং সঙ্কেতসময়মুল্লঙ্ঘ্য ভীতবৎ শ্রীকৃষ্ণস্তন্মন্দিরমাগতঃ। অতস্তেন সহ রাত্রৌ সহবাসস্য খণ্ডনং জাতং তদবস্থান্বিতাং তাং দর্শয়তি অথ খণ্ডিতেতি। তল্লক্ষণং যথা। প্রিয়োহন্যনায়িকাভুক্তস্তচ্চিহ্নপরিরম্ভিতঃ। যস্যা মন্দিরমায়াতি খণ্ডিতা সা প্রকীর্ত্তিতেতি। ঔৎকলস্য পদ্যেন তাং দর্শয়তি লাক্ষেতি। প্রাতঃকালে প্রেয়সঃ প্রিয়তমস্য কোপবিধায়ি কোপং বিধাতুং শীলমস্যা এবম্ভূতং ইদং মণ্ডনং ভূষণং ভূষণবচ্ছোভাকরং তত্তদ্দৃষ্ট্বা কস্যা মৃগদৃশো রাধায়াঃ লীলাতামরসোদরে লীলাপদ্মমধ্যভাগে শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ। লীলাপদ্মদর্শনচ্ছলেন মৌনমেবালম্বিতেত্যর্থঃ। মণ্ডনপ্রকারং পরিচায়য়তি ললাটপট্টং ললাটস্থলং। হাদিযোগে দ্বিতীয়া অভিতঃ

না হন, তাহা হইলে তজ্জন্য ব্যথিতহৃদয়া রমণীকে পণ্ডিতগণ বিপ্রলব্ধা কহেন ॥

হে দূতি! গাত্রোত্থান কর, চল আমরা যাই, দেখ, প্রহর গত হইল, তথাপিও কান্ত আসিলেন না, ইহার পর যে জীবিত থাকিবে, প্রাণনাথ তাহারই হইবেন ॥ ২১৬ ॥

এই শ্লোক রাঙ্কের কৃত ॥ ১ ॥

অথ খণ্ডিতা।

প্রিয়োঽন্যনায়িকাভুক্তস্তচ্চিহ্নপরিরম্ভিতঃ।
যস্যা মন্দিরমায়াতি খণ্ডিতা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ যথা—
লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগো ঘনঃ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥২১৭॥
ঔৎকলস্য ॥ ১ ॥

যোগে দ্বিতীয়া অভিতঃ ললাটস্য সর্ব্বত্র লাক্ষালক্ষ্ম পাদযাদকচিহ্নং তত্তু স্বমস্তকে তৎপাদধারণাৎ গলে কেয়ূরমুদ্রা ভুজাভ্যাং কণ্ঠশ্লেষাৎ কঙ্কণচিহ্নমিত্যর্থঃ। বক্ত্রে মুখে কজ্জলকালিমা সাত্ চক্ষুষি চুম্বনাৎ। নয়নয়োস্তাম্বূলরাগস্যোদ্গমঃ সতু প্রেয়সীকর্ত্তৃকচুম্বনাৎ। অতঃ ক্রোধেন শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতা ইত্যন্বয়ঃ। প্রেয়সস্তাদৃগাচরণং ক্রোধহেতুর্ভবতি তাদৃগ্বেশধারণেনাগমনন্তু লীলাশক্তিপ্রেরিতয়া ত্বরয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ২১৭ ॥

প্রিয় অন্য নায়িকা সম্ভোগ করিয়া তদীয় রতিচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যাহার গৃহে আগমন করেন, সেই নায়িকাকে খণ্ডিতা বলে ॥

ললাটপট্টের সকলদিকে লাক্ষার চিহ্ন, গলদেশে মুদ্রা (ছাপা), মুখে কজ্জলের কলিমা এবং নয়নদ্বয়ে তাম্বূলের ঘন রাগ, প্রাতঃকালে প্রিয়তমের কোপজনক ভূষণ অবলোকন করিয়া মৃগাক্ষী শ্রীরাধার নিশ্বাস-সকল বিলাসপদ্মের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২১৭ ॥

এই শ্লোক উৎকলদেশীয়ের ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধার বাক্য।

কৃতং মিথ্যাজল্পৈর্বিরম বিদিতং কামুক চিরাৎ
প্রিয়াং তামেবোচ্চৈরভিসর যদীয়ৈর্নখপদৈঃ।
বিলাসৈশ্চ প্রাপ্তং তব হৃদি পদং রাগবহুলৈ-

তস্যাস্তাদৃগ্‌ভাবং দৃষ্ট্বা বিবিধা তথা চাটুবচোভিঃ সান্ত্বয়িতুং প্রবর্ত্তমান্যং কৃষ্ণং প্রতি সৈব যদাহ রুদ্রস্য পদ্যেন তদ্দর্শয়তি কৃতমিতি। হে কামুক মিথ্যা-জল্পৈঃ কৃতং। কৃতং যুগেহলমর্থে ইতি মেদিনীকোষাৎ ব্যর্থমিত্যর্থঃ। মিথ্যা-বচনৈর্নাহং সান্ত্বয়িতুং শক্যো। অতঃ প্রতারণাবাক্যেভ্যো বিরম, কামুকেতি কামুকস্য স্বভাব এতাদৃশো ন তবৈব দোষ ইতি ব্যঙ্গার্থঃ। অতএব ত্বয়া সহ প্রীতিকরণে মমৈব দোষ ইতি ধ্বনিঃ। তব হৃদ্যং ময়া বিদিতং জ্ঞাতমেব। অত উপদিশামি তামেব প্রিয়াং চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য উচ্চৈর্নিরপবাদং যথা স্যাত্তথাভিসর ভজস্ব তত্রাস্মাকং ন কশ্চিদ্বিবাদঃ। সৈব তব সুখদাত্রী-ত্যাহ যদীয়ৈর্যস্যাঃ সম্বন্ধিভির্নখচিহ্নৈর্বিলাসৈশ্চ তব হৃদি পদং স্থানং প্রাপ্তং। তত্র পক্ষে হৃদি বক্ষসি বিলাসপক্ষে মনসীত্যর্থঃ। তত্র তত্র সদা বর্ত্তমানত্বাৎ, তৈস্তৈঃ কথম্ভূতৈ রাগবহুলৈঃ। নখপক্ষে নখস্থযাবকসম্বন্ধেন রতিমতয়া প্রতীয়-মানৈঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহে ন নখচিহ্নমপি স্মরসমরস্যাঙ্গতয়া ভূষণমেব নতু দূষণং চরণপতনাদিবৎ। বিলাসপক্ষে অনুরাগপ্রচুরৈঃ অয়ে হে প্রিয়ে স্বপ্নোঽপি কামপি ন ভজেহং পুষ্পপরাগাদিকমালক্ষ্যান্যথা যং সম্ভাব্যতে, তত্তু ন বিচারা-সহং তথাত্বে ত্বন্নিকটং কিমথমাগম্য ত্বামনুময়ামি তত্রাহ ময়া তে কিং কৃত্যং ধ্রুবং নিশ্চিতং অস্তি ন কিমপি যতস্ত্বং মদ্বশীভূতোঽসি কীদৃশ্যা ময়া কুটিলা-

---

হে কামুক! আর মিথ্যা কথায় প্রয়োজন নাই, ক্ষান্ত হও, এত দিনে তোমার পরিচয় পাইলাম, যাহার অনুরাগ বহুল ও বিশিষ্ট নখচিহ্নসকল তোমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে, সেই প্রিয়তমার নিকট শীঘ্র গমন কর, আমি

র্ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুবমকুটিলাচারপরয়া ॥ ২১৮ ॥

রুদ্রস্য ॥ ২ ॥

সার্দ্ধং মনোরথশতৈস্তব ধূর্ত্ত কান্তা
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমভাবরম্যা।
অস্মাকমস্তি নহি কশ্চিদিহাবকাশ-
স্তস্মাৎ কৃতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ ॥ ২১৯ ॥

চারপরয়া কুটিলাচারপরাভিস্ত্বং বশীকর্ত্তুং শক্যসে ইতি ধ্বনিঃ। সজাতৌ পরমা প্রীতিরিতি প্রসিদ্ধেঃ ॥ ২১৮ ॥

ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুবমিতি শ্রুত্বা গুরুদ্রুহতা দোষপরিহারায় স্বচরণে পতিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি রাধা যদাহ তত্তস্যৈব পদ্যেন দর্শয়তি সার্দ্ধমিতি। হে ধূর্ত্ত বঞ্চনাবচনদক্ষ অস্মাভিস্তব কিং প্রয়োজনং যতস্তব মনোরথশতৈঃ সার্দ্ধং সহসৈব কান্তা তব মনসি স্থিতাসীৎ যতঃ সা কৃত্রিমেণ কল্পিতভাবেন রম্যা ত্বাং বশীকর্ত্তুং রমণীয়া। বৈড়ালব্রতিকাখ্যঃ কর্ষতি লোকং তথা ন সল্লোকঃ। আদেস্তদেকনিষ্ঠা তন্নাদৃত্যং দ্বিতীয়স্যেতি ন্যায়াৎ। অতস্তবেহ মনসি অস্মাকং কশ্চিদবকাশোহি নিশ্চিতং নাস্তি সিংহপরাজিতন্যায়েন তত্র প্রবেষ্টুং ন শক্তা ভবাম ইতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ তস্মাচ্চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ কৃতং ব্যর্থং তব সর্ব্বমপ্যাচরণং বিড়ম্বনমেবাতো বহুত্বং। ধূর্ত্তেতি সম্বোধনমীর্ষ্যয়ৈব জ্ঞেয়ং ॥ ২১৯ ॥

সরল, আমার সহিত তোমার প্রয়োজন কি ? ॥ ২১৮ ॥

এই শ্লোক রুদ্রের কৃত ॥ ২ ॥

হে ধূর্ত্ত ! শত শত মনোরথের সহিত কৃত্রিমভাবে রমণীয়া সেই কান্তাই যখন তোমার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তখন এখানে আমাদের কোন অবকাশ নাই, অতএব চরণে পতিত হইয়া বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি ? ॥ ২১৯ ॥

তস্যৈব ॥ ৩ ॥

অনলঙ্কৃতোঽপি মাধব হরসি মনো মে সদা প্রসভং।
কিং পুনরলঙ্কৃতস্ত্বং সম্প্রতি নখরক্ষতৈস্তস্যাঃ ॥ ২২০ ॥

বিশ্বনাথস্য ॥ ৪ ॥

খণ্ডনায়াপ্তনির্ব্বেদায়াস্তস্যা বাক্যং ॥

ব্যতীতাঃ প্রারম্ভাঃ প্রণয়বহুমানো বিগলিতো
দুরাশা যাতা মে পরিণতিমিমাং প্রাণিতুমপি।

ভঙ্গ্যা ঈর্ষ্যাবোধকং তদ্বচনং বিশ্বনাথস্য পদ্যেন বিবৃণোতি অনলঙ্কৃতোঽপীতি। হে মাধব স্বভাবেন সর্ব্বশোভাপতে অনলঙ্কৃতো ভূষণরহিতোঽপি ত্বং প্রসভং বলাৎ সদা ত্বং মে মহোহরসি কিং পুনর্বক্তব্যং সম্প্রতি তস্যা বিলাসিন্যা নখরক্ষতৈরলঙ্কৃতস্ত্বং মনো হরসীতি। এতৎ দ্রষ্টুমশক্যায়া মম পুরতো ন তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ধ্বনিঃ ॥ ২২০ ॥

তচ্ছ্রুত্বা নির্বিণ্ণে শ্রীকৃষ্ণে গতে সতি তেন তস্যা যো নির্ব্বেদো বভূব তং লিখতি। তত্র পুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন তস্যাঃ স্বগতবাক্যং দর্শয়তি ব্যতীতা ইতি। মে প্রারম্ভাঃ প্রকৃষ্টোদামা বনাগমনাদিতল্পরচনান্তা ব্যতীতাঃ। প্রণয়েন

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ৩ ॥

হে মাধব। তুমি অনলঙ্কৃত হইয়াও সর্ব্বদা বলপূর্ব্বক আমাদের মন হরণ করিয়া থাক, সম্প্রতি তুমি যখন সেই বিলাসিনীর নখাঘাতে অলঙ্কৃত হইয়াছ, তখন ইহার কথা আর কি বলিব, তুমি আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর ॥ ২২০ ॥

এই শ্লোক বিশ্বনাথের ॥ ৪ ॥

খণ্ডিতার পর নির্ব্বেদপ্রাপ্তা সেই শ্রীরাধার বাক্য ॥

আমার উদ্যম সকল নিবৃত্ত হইয়াছে, প্রণয় সহকারে বহুমানও বিগলিত হইয়াছে, দুরাশাও গমন করিয়াছে, এবং

যথেষ্টং চেষ্টন্তাং বিরহিবধবিখ্যাতযশসো
বিভাবা ময্যেতে পিকমধুসুধাংশুপ্রভৃতয়ঃ ॥ ২২১ ॥
পুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ৫ ॥
মা মুঞ্চ পঞ্চশর পঞ্চশরীং শরীরে
মা সিঞ্চ সান্দ্রমকরন্দরসেন বায়ো ।

যো বহুমানোঽহমেব তস্য প্রিয়া সোঽপি মমৈব প্রিয় ইতি গর্ব্বঃ স মম বিশেষেণ গলিতোঽভূৎ তেন তদ্বিপরীতাচরণাৎ তথা প্রাণিতুং জীবিতুমপি যেয়ং দুরাশা আসীৎ সাপি পরিগতিং যাতা প্রাপ্তা জীবনোপায়ভূতা সা গতেত্যর্থঃ। অত-এবৈতে পিকঃ কোকিলো মধুর্বসন্তঃ সুধাংশুশ্চন্দ্রস্তৎপ্রভৃতয়ো ময়ি যথেষ্টং চেষ্টন্তাং কামবর্দ্ধনতয়া মামুপতপ্তাং কুর্ব্বন্তামিত্যর্থঃ। এতে কিম্ভূতা বিরহি-জনস্য বধে বিখ্যাতং যশঃ কীর্ত্তির্যস্য তস্য কামস্য বিভাবা বিরহিজনবধহেতব ইত্যর্থঃ। যদ্বা বিরহিবধবিখ্যাতং যশো যেষাং তে বিভাবা উদ্দীপনবিভাবা ইত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

পুনস্তস্যৈব পদ্যেন মহার্থেদান্বিতায়াস্তস্যাঃ সকাকুবাক্যং লিখতি মা মুঞ্চেতি পঞ্চশর হে মন্মথ কাতরায়া মম শরীরে পঞ্চশরীং। সম্মোহো মাদনশ্চৈব শোষণ-স্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতা ইতি প্রকারাং মা মুঞ্চ ন ক্ষিপ বায়ো, হে মলয়ানিল সান্দ্রমকরন্দরসেন নিবিড়পুষ্পমধুরূপজলেন মা সিঞ্চ যদি মমাঙ্গানি তিষ্ঠেয়ুস্তদা ভবতোঃ শ্রমঃ ফলত্বায় কল্পতে তানি নাদ্য

জীবন ধারণেরও এই চরম সীমা, অতএব বিরহিদিগের বধ বিষয়ে বিখ্যাত যশস্বী কোকিল, বসন্ত ও চন্দ্র প্রভৃতি, ইহারা এখন যথেষ্ট চেষ্টা করুক ॥ ২২১ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তমদেবের ॥ ৫ ॥

হে পঞ্চশর! শরীরে আর পঞ্চশর ত্যাগ করিও না হে বায়ো! তুমি আর মকরন্দরসের দ্বারা আমাকে সেচন করিও

অঙ্গানি তৎপ্রণয়ভঙ্গবিগর্হিতানি
নালম্বিতুং কথমপি ক্ষমতেঽদ্য জীবঃ ॥ ২২২ ॥
তস্যৈব ॥ ৬ ॥
পুনঃ সায়মায়াতি মাধবে সখিশিক্ষা ॥
কঞ্চন বঞ্চনচতুরে প্রপঞ্চয় ত্বং মুরান্তকে মানং।
বহুবল্লভে হি পুরুষে দাক্ষিণ্যদুঃখমুদ্বহতি ॥ ২২৩ ॥

স্থাস্যন্তীত্যাহ মম জীবঃ প্রাণঃ অঙ্গান্যালম্বিতুমাশ্রয়িতুং ন ক্ষমতে সমর্থো ভবতি। যতস্তানি তেন প্রেয়সা কর্ত্রা প্রণয়ভঙ্গেন বিগর্হিতানি অতো রক্ষিতুমযোগ্যানি তদর্থমেবং মমাঙ্গানাং ধারণমিতি ভাবঃ ॥ ২২২ ॥

নন্বু তদেকপরায়াঃ পরমপ্রেয়স্যাঃ স্বানুভবাবেদ্যে তাদৃশে নির্বেদে জাতে শ্রীকৃষ্ণঃ কিং চক্রকার তত্রাহ পুনরিতি। রাধানিকটমাগতে তস্মিন্ ললিতা রাধাং যদশিক্ষয়ত্তং সমাহর্ত্তা নির্দিশতি কঞ্চন বঞ্চনেতি। বঞ্চনচতুরে মুরান্তকে কাঠিনচিত্তে ত্বং কঞ্চনানির্বাচ্যং মানং প্রপঞ্চয় বিস্তারয়। হি যতঃ বহূনাং নায়িকানাং বল্লভে প্রীতিকর্ত্তরি পুরুষে দাক্ষিণ্যং সরলোদার্য্যবিতামরাং সারল্যং সুকোমলচরিতং দুঃখমুদ্বহতি নতু সুখলেশমিত্যর্থঃ। নারীণাং বাম্যতা খলু প্রিয়বশীকারিণী ভবতীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২২৩ ॥

করিও না। যে হেতু আজ তাঁহার প্রণয় ভঙ্গে কলুষিত অঙ্গ সকলকে জীব ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ২২২ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তম দেবের ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাকালে মাধব আগমন করিলে সখীর শিক্ষা ॥

হে বঞ্চনচতুরে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন অনির্ব্বাচ্য মান বিস্তার কর। কারণ, বহুবল্লভ পুরুষে সরল ব্যবহারই দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ২২৩ ॥

সমাহর্ত্তুং ॥ ৭ ॥

অথ মানিনী ॥

ভবতু বিদিতং ছদ্মালাপৈরলং প্রিয়ে গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং

ততো ললিতয়া শিক্ষিতা স্বভাবসিদ্ধং মানমপি দূতীচকার তল্লক্ষণং যথা। হেতুরীর্ষ্যাবিপক্ষাদেরৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে। ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষ্যামানস্তু-মুচ্যতীতি। স চায়ং প্রণয়াশ্রিতঃ প্রণয়ং বিনা তদ্বাক্যে বৈরস্যাপত্তে রত-এব তত্র সঙ্কোচাদ্যভাবঃ স্যাদেতঃ পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণামিতি শাস্ত্রং ন স্ফুর্য্যতে। তত্র বিপক্ষায়া বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে সতি ঈর্ষায়া সহ মানো ভবতি তমমরোঃ পদ্যেন দর্শয়তি ভবত্বিতি। সা তব প্রেমপাত্রী ভবতি চেৎ ভবতু তয়ৈব সহ রমণেনচ তব সুখোদয়ঃ স্যাদিতি ময়া বিদিতং জ্ঞাতং অতো মুখেন ছদ্মালাপৈঃ কপটবাক্যৈরলং ব্যর্থং অতো হে প্রিয় তব সুখেনৈব মমাপি সুখ-মিতি জ্ঞাত্বা গম্যতাং তত্রৈব তব সুখোদয়াৎ। ননু রজন্যাং দৈবান্ময়া গন্তুমশ ক্যত্বান্মহাদোষ আপদ্যেত তং ক্ষমাপণার্থং বিনয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রেত্যাহ তব তনুঃ সূক্ষ্মমপি ন দোষঃ কিন্ত্বস্মাকং তু বিধির্বিধাতা পরাঙ্মুখ আসীৎ তেনৈবৈ-তাদৃগ্দুর্গতিঃ। তব যদি তথাভূতং অনুকূলতালক্ষণং প্রেম ইমাং ক্লেশদশাং প্রপন্নং ভবেৎ তথাপি প্রকৃতিচপলে স্বভাবেন চঞ্চলে হতজীবিতে নিন্দিত-প্রাণে গতে সতি নোঽস্মাকং কা পীড়া ন কাপীত্যর্থঃ। জীবদ্দশায়ামেব

এই শ্লোকে গ্রন্থসংগ্রহ কর্ত্তার ॥ ৭ ॥

অথ মানিনী ॥

হউক, জানাগিয়াছে, কপট আলাপের প্রয়োজন নাই, প্রিয়! গমন কর, তোমার কিঞ্চিন্মাত্র দোষ নাই, আমাদের প্রতি বিধাতাই পরাঙ্মুখ, তোমার তাদৃশ প্রেমই যদি এখন

প্রকৃতিচপলে কা নঃ পীড়াগতে হতজীবিতে ॥ ২২৪ ॥

অমরোঃ ॥ ১ ॥

কস্ত্বং তাসু যদৃচ্ছয়া কিতব যাস্তিষ্ঠন্তি গোপাঙ্গনাঃ
প্রেমাণং ন বিদন্তি যাস্তব হরে কিং তাসু তে কৈতবং।
এষা হন্ত হতাশয়া যদভবং ত্বয্যেকতানা পরং
তেনাস্যাঃ প্রণয়োঽধুনা খলু মম প্রাণৈঃ সমং যাস্যতি ॥২২৫

তব দুঃখদর্শনস্যাশক্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২২৪ ॥

পুরুষোত্তমদেবস্য পদ্যেন পুনরপি তদ্দর্শয়তি কস্ত্বমিতি। হে কিতব যা গোপাঙ্গনা যদৃচ্ছয়া তিষ্ঠন্তি স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতীষু তাসু কস্ত্বং ন কোঽপি। ত্বয্যনুরাগাভাবেন তাঃ পরমসুখিন্য ইতি ভাবঃ। তথা হে হরে প্রেমবত্যাঃ সুখহরে। যা গোপাঙ্গনাস্তব প্রেমাণং ন বিদন্তি অনুরাগহীনা ইত্যর্থঃ। তাসু স্বস্ব পত্যা সুখিনীষু তে কৈতবং কিং ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থং অতো জ্ঞাতং তবানুরাগস্য বিপরীতা গতিরিতি তদাহ হন্তেতি খেদে এষাহং হতা ময়া হেতুভূতয়া ত্বয়ি পরমেকতানা ত্বদেকনিষ্ঠাঽভবমিতি যত্নেন হেতু নাঽহস্যা মম ত্বয়ি প্রণয়ঃ প্রাণৈঃ সমমধুনা খলু নিশ্চিতং যাস্যতি যদি তদ্দ্রষ্টুমিচ্ছা তদা ক্ষণকালং বিলম্বং কুর্ব্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ২২৫ ॥

এই দশা প্রাপ্ত হইল, তখন স্বভাবতঃ চপল ও পীড়িত হত জীবিতে আর আমাদের প্রয়োজন কি ॥ ২২৪ ॥

এই শ্লোক অমরুর ॥ ১ ॥

হে কিতব! যে সকল গোপাঙ্গনা যদৃচ্ছাবশতঃ অবস্থিত আছে, সে সকলে তুমি কে? হে হরে! যাহারা তোমার প্রেম জানে না তাহাদের প্রতি তোমার কৈতব কেন, হায়! এই হতাশা যে কেবল তোমাতে একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল, সেই জন্যই এখন ত্বন্নিষ্ঠ প্রণয় আমার প্রাণের সহিত গমন করিবে ॥ ২২৫ ॥

পুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ২ ॥
নিষ্ক্রামতি কৃষ্ণে সখীবাক্যং ॥
সাচিকন্ধরমমুং কিমীক্ষসে
যাতু যাতু সখি পূতনার্দ্দনঃ।
বামরীতিচতুরাং হি পামরীং
সেবতাং পরমদেবতামিব ॥ ২২৬ ॥
সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৩ ॥

ময়ি সাক্ষাদ্ভূতে সতি অস্যা মান উত্তরোত্তরং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোত্যতঃ কিয়দ্দূরং গত্বা দূতীং প্রেষয়ামীতি বিভাব্য স কাতরং ম্লানবদনে কৃষ্ণে নিষ্ক্রামতি সতি স্বকৃতপ্রাণায়াস্তস্যাঃ মানপ্রথাবস্থাং বীক্ষ্য পুনরপি ললিতায়াঃ সখ্যা স্যাং প্রতি যৎ বাক্যং লপিতং তৎ স্বয়ং গ্রন্থকল্পিথতি সাচীতি। হে সখি অমুমকৃতজ্ঞং নির্দ্দয়ং সাচিকন্ধরং বক্রগ্রীবং যথা স্যাত্তথা কিং কিমর্থমীক্ষসে অনেনালং অতো যাতু যাতু বীপ্সা অনাদরে অয়ং পূতনার্দ্দনো বাল্যাবস্থায়ামপিচ্ছলেন যঃ স্ত্রীবধপরম সনর্থঃ কিমুত কৈশোরাবস্থায়ামিতি অতোঽস্মিন্ রতিঃ প্রাণনাশহেতুর্ভবেদিতি ধ্বন্যার্থঃ। কিঞ্চ হি নিশ্চিতং বামরীতিষু বাহ্যপ্রীতিপ্রকাশনাসু চতুরাং নিপুণাং পামরীং প্রেমরীতিমূর্খাং স্ত্রিয়ং আরাধ্যাং পরমদেবতামিব সেবতাং সেবাং করোতু এষ তব শুদ্ধা প্রীতিরীতিং ন জানাত্যতো যাতু যাত্বিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২২৬ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তম দেবের ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে সখীর বাক্য ॥

হে সখি! তুমি বামদিকে গ্রীবা বক্র করিয়া কি দেখিতেছ, পূতনাঘাতী গমন করুন গমন করুন, ইনি প্রেম রীতি মূর্খা পামরীকেই পরমদেবতার ন্যায় সেবা করুন ॥ ২২৬ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণদূতীবাক্যং ॥

প্রেমাবগাহনকৃতে মানং মা কুরু চিরায় করভোরু।
নাকর্ণি কিম্নু মুগ্ধে জাতং পীযূষমন্থনে গরলং ॥ ২২৭ ॥
বিধুমুখি বিমুখীভাবং ভাবিনি মদ্ভাষণে মা গাঃ।

ততঃ কাতর্য্যেণাতিনির্বন্ধতঃ কৃষ্ণেণ প্রেরিতা বীরানাম্নী শ্রীকৃষ্ণদূতী মানং শ্লথয়িতুং সপ্রগল্‌ভং রাধাং প্রতি যদাহ তৎ রাঙ্কস্য পদ্যদ্বয়েন দর্শয়তি প্রেমেতি। হে করভোরু প্রেমাবগাহনকৃতে প্রেম্নোঽবগাহনং বিলোড়নমিয়ত্তা ময়ি কৃষ্ণস্য কিয়তী প্রীতিরীতি পরীক্ষণং তৎ কৃতে। কৃতে শব্দো নিমিত্তার্থস্তন্নিমিত্তায় চিরায় চিরকালং ব্যাপ্য মানং মা কুরু মানেঽপ্যতিনির্বন্ধো ন সুখায় স্যাৎ তত্র নিদর্শনং হে মুগ্ধে আয়তিদুঃখানভিজ্ঞে ত্বয়া কিং নাকর্ণি ন শ্রুতং পীযূষমন্থনেঽপি যদ্গরলং বিষং জাতমিতি। অতো মানাগ্রহং ত্যক্ত্বা হিতোপদেশিন্যা মম বাক্যাৎ প্রিয়ং ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ২২৭ ॥

হে বিধুমুখি সর্ব্বজনসুখদায়িবদনে, হে ভাবিনি কৃষ্ণানুরাগবতি মদ্ভাষণে বিমুখীভাবং হেয়বুদ্ধিং মা গাঃ। কারণং শৃণ্বিত্যাহ, হে মুগ্ধে, ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে। ইতি রাসলীলায়াং ভবতীভিরুক্তং মানমদমত্ততয়া তজ্জ্ঞানরহিতে নিগম নিগূঢ়ঃ সঃ অন্তরাত্মদৃক্ কতিপয় কল্যাণতো বহু পুণ্য কর্ম্মাচরণেন মিলতীতি। শ্লেষেণ বিধুমুখি বিধুনোতি কর্ক্কশবাক্যেন প্রিয়তমমপি

শ্রীকৃষ্ণের দূতীর বাক্য ॥

হে করভোরু! প্রেমে যদি অবগাহন করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে চিরকার মান করিও না, হে মুগ্ধে! তুমি কি শ্রবণ কর নাই, অমৃত মন্থনে গরল উঠিয়া ছিল ॥ ২১৭ ॥

হে বিধুমুখি! হে ভাবিনি! আমার কথায় বিমুখীভাব অবলম্বন করিও না, হে মূঢ়ে! কতিপয় কল্যাণ অনুষ্ঠান

মূঢ়ে নিগূঢ়ঃ কতিপয় কল্যাণতো মিলতি ॥ ২২৮ ॥

রাঙ্কস্যৈতৌ ॥ ২ ॥

দূতীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

অলমলমঘৃণস্য তস্য নাম্না।

পুনরপি সৈব কথা গতঃ স কালঃ।

কথয় কথয় তথাপি দূতি

কল্পয়তীতি বিধুরেবম্ভূতং মুখং যস্যা, হে তাদৃশি ভাবিনীতি কলহাভিপ্রায়যুক্তে অতঃ সরোষং ত্বাং বদামীতি ভাবঃ ॥ ১২৮ ॥

দূতীবাক্যং শ্রুত্বা কৃষ্ণং ভজিতুকামাপি হঠান্মানং ত্যক্তুমসমর্থা সতী শ্লেষগর্ভৈর্ষ্যয়া তাং প্রতি রাধা যদাহ তদঙ্গদস্য পদ্যেন দর্শয়তি। অলমলমিতি। হে দূতি অঘৃণস্য ঘোরান্ধকাররজন্যাং মাং বনং যাপয়িত্বা অন্যয়া সহ রমণেন মাং প্রতি নির্দয়স্য তস্য নাম্না অলমলং মম মানভঞ্জনায় অলমতিশয়েনালং পর্য্যাপ্তং তস্য নামোচ্চারণেনাপি মানানপগমাৎ পুনরপি তস্য সৈব কথা গতরাত্রৌ ত্বদীয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কেন বিঘ্নেন ত্বন্নিকটং গন্তুমশক্ত ইত্যাদিরূপা ইয়ন্ত মানভঞ্জনার্থং পিষ্টপেষণবৎ বিফলা। যস্মিন্ কালে মম নবমপর্য্যন্তা দশাভূৎ সোঽপি দুঃখদ আসীচ্চ স কালোঽপি গত ইদানীমহং পরমসুখিন্যস্মি অতো বিরম অয়ে দ্বিরতোঽপি প্রতিবচনং সদৃশবচনং অর্থাদ্যোগ্যবাক্যং মাননীয়মিতি। নীতিরস্তি তত্রাহ বা শব্দঃ কটাক্ষে যদ্যপি তয়া মৎপ্রয়োজনং নাস্তি তথাপি কথয় কথয় পুনঃ পুনর্বদ শ্লেষেতু স্মরেবস্তু পুনর্বৈবেত্যবধারণবাচকা ইত্যমরাৎ। যদ্যপ্যহং তৎকথয়া প্রকটং মানং ত্যক্তুমসমর্থাস্মি তথাপি

করিলেই বেদের নিগূঢ় বস্তু মিলিত হইয়া থাকে ॥ ২২৮ ॥

এই দুই শ্লোক রাঙ্কের ॥

দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ॥

হে দূতি! সেই নির্ঘৃণের নামে আর প্রয়োজন নাই, পুন

প্রতিবচনং দ্বিষতোঽপি মাননীয়ং ॥ ২২৯ ॥

অঙ্গদস্য ॥ ১ ॥

অথ কলহান্তরিতা ॥

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা ॥ যথা ॥

তাং প্রতি দক্ষিণসখীবাক্যং ॥

সাকল্যেন তাং কথাং কথয়ৈব সৈব মম জীবনহেতুতয়া অপরিহার্য্যেবেতি ভাবঃ। যতো দ্বিষতোঽপি যোগ্যবচনং মাননীয়ং যং আদরণীয়ং কিমুত পরম-সুহৃদস্তবাতঃ কথয়ৈব ॥ ২২৯ ॥

চতুরা দূতী শ্লেষার্থমবগম্য তস্যাঃ কৃষ্ণেঽনুরাগং জ্ঞাত্বা তং সান্ত্বয়িতুং গতা শ্রীরাধাতু প্রাণনাথং শ্রীকৃষ্ণং নিরস্য তাপিতা বভূবেত্যতস্তস্যাঃ কলহান্তরিতা-বস্থাং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথ কলহান্তরিতেতি। তল্লক্ষণং যথা। যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সেতি। মাননির্বন্ধে শপথে সতি প্রণামাদিচেষ্টয়া উপতপ্যন্তীং তাং বীক্ষ্য কাচিৎ দক্ষিণা সখী তাং যদাহ তৎ অমরোঃ পদ্যেন বর্ণয়তি অনালোচ্যেতি। হে সরলে কৃষ্ণস্য বক্রস্বভাবানভিজ্ঞে তস্য প্রেয়ঃ পরিণতিমনালোচ্য তৎপরীক্ষাং বিনৈব

রায় সেই কথা, সে কাল গিয়াছে, তথাপি বল ঘদি, শত্রুর নিকট হইতেও প্রত্যুত্তর সম্মানের যোগ্য ॥ ২২৯ ॥

এই শ্লোক অঙ্গদের ॥

অথ কলহান্তরিতা ॥

যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে ক্রোধভরে পদাবনত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে তাহার নাম কলহান্তরিতা ॥ ০ ॥

যথা শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য ॥

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ ॥
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাস্বরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ ২৩০ ॥
অমরোঃ ॥ ১ ॥
অথ কর্ক্কশসখীবাক্যং ॥

বহুবল্লভোপভোক্তরি কৃষ্ণে প্রীতিমকৃথাঃ তস্মাদবশ্যম্ভাবিন্যাং বঞ্চনায়াং মানাগ্রহো ন যুক্ত ইতি কথয়তীঃ সুহৃদো বিশাখাদীন্ অনাদৃত্য মম যো ভবেৎ স ভবতু তথাপি মানো বিধেয় এবেত্যুক্ত্বা প্রেয়সি যদ্দর্শনং বিনা যেন কেনাপি ক্ষণকালমপি তব সুখং ন স্যাত্তত্র কিমিতি মানঃ কৃতঃ যদ্বা সরলে দক্ষিণনায়কে প্রেয়সীতি অত্র পক্ষে পরিণতিঃ স্বভাবকুটিলাং গতিমিত্যর্থঃ। বক্রস্বভাবতয়া তত্র মানোঽনুচিত এব হি যস্মান্মানং প্রাপ্য স্বদাহার্থমেতে অঙ্গারা অঙ্গারবহুতাপকাশ্চিন্তাদয়ঃ স্বহস্তেন সমাকৃষ্টাঃ তে কথম্ভূতা বিরহাগ্নিনা উদ্ভাস্বরাঃ সুদীপ্তাঃ শিখা যেষাং তে যৈর্বিকটদাহোঽভূত্তস্মাদধুনা অরণ্যরুদিতৈর্বনরোদনবন্নিষ্ফলৈরনুতাপাদিভিরলং ব্যর্থং সম্প্রতি তাঃ সুহৃদোঽপ্যুদাসীনা বভূবুরিতি ভাবঃ ॥ ২৩০ ॥

হে সরলে! তুমি প্রেমের পরিণাম আলোচনা না করিয়া এবং সুহৃদ্‌গণকে অনাদর করিয়া প্রিয় ব্যক্তিতে মান করিয়াছিলে কেন? তুমি যখন স্বহস্তে বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত শিখা সমন্বিত অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ তখন আর অরণ্য রোদন করিলে কি হইবে ॥ ২৩০ ॥

এই শ্লোক অমরুর ॥ ১ ॥

অথ কর্ক্কশসখীর বাক্য ॥

মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তী
গৌরবং ন খলু হারয় গৌরি।
আর্জবং ন ভজতে দনুজারি-
র্বঙ্ককে সরলতা নহি সাধ্বী ॥ ২৩১ ॥
সমাহর্ত্তুঃ ॥ ২ ॥
তাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥
ভ্রূভঙ্গো গুণিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং

মানে শ্লথে সতি তস্যা এব শ্রীকৃষ্ণোঽধীন ইতি ন কথ্যতে অতো মান-স্থৈর্য্যার্থং বামপ্রখরা সখ্যুপদেশো যুক্ত ইত্যভিপ্রেত্যাহ অথ কর্ক্কশসখীবাক্য-মিতি। তত্র তস্যা বাক্যং শ্রুত্বা তস্যৈ কুপিতেব বলিতা সদা মান গ্রহণপ্রয়োজিকা তন্মানস্থৈর্য্যার্থং রাধাং প্রতি যদাহ তৎ সমাহর্ত্তানুবদতি মানেতি। গৌরি হে পরমসুন্দরি মানবন্ধং মানগ্রহং শ্লথয়ন্তী সতী গৌরবং সর্ব্বনায়িকা-মুখ্যতাং অভিতো ন হারয় যত্নমকৃত্বা পরমদুর্ল্লভধনগৌরবত্যাগেন কথং বর্ত্তসে ইতি ধ্বনিঃ। কিঞ্চ দনুজারির্বিষমস্বভাবতয়া প্রসিদ্ধ আর্জবং বঞ্চনারহিত-প্রীতিং ন ভজতে অতো বঙ্ককে তস্মিন্ সরলতা সাধ্বী উচিতা হি নিশ্চিতং ন ভবেৎ। তদ্বশীকারায় মানাঙ্কুশধারণং সদা যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩১ ॥

শ্রীরাধাতু সখীপরবশতয়ৈব দুর্জয়মানাগ্রহং শিক্ষিত্বা আয়ত্যাবস্থাং স্মরন্তী

হে গৌরাঙ্গি! তুমি সর্ব্বতো ভাবে মানের আগ্রহ শিথিল করিয়া গৌরব হারাইও না, শ্রীকৃষ্ণ সরলতা ভজন করিতেছেন না, অতএব বঙ্ককে সরল ব্যবহার উত্তম নহে ॥ ২৩১ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ২ ॥

ঐ দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ॥

ভ্রূভঙ্গ বহুদিন হইতে গুণিত অর্থাৎ ভ্রূধনুতে গুণ দেওয়া

রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণ হসিতং মৌনেঽভিযোগঃ কৃতঃ।
ধৈর্য্যং কর্ত্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ॥২৩২॥

অমরোঃ ॥ ৩ ॥

জানামি মৌনমলসাঙ্গি বচোবিভঙ্গী-
র্ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ।

তাং প্রতি যদাহ তদমরোঃ পদ্যেন লিখতি ভ্রূভঙ্গ ইতি। হে সখি তস্য ভ্রূভঙ্গঃ ভ্রূবোশ্চালনং ময়া চিরমগুণিতো নাদৃতঃ যতো নয়নয়োরামীলনং মুদ্রণং ময়া চিরমভ্যস্তং অতস্তস্য দর্শনাভাবঃ। তথা আদরেণ সহ হসিতং রোদ্ধুং চিরং শিক্ষিতং যেন তস্যাশা বৃদ্ধিঃ স্যাৎ। মৌনেঽভিযোগোঽভিনিবেশশ্চিরং কৃতঃ ধৈর্য্যং কর্ত্তুমপীদং তত্র চঞ্চলং চিত্তং কথঞ্চিৎ প্রযত্নেন স্থিরীকৃতং যেন তত্রাসক্তিরভূৎ। এবং মানপরিগ্রহে সযত্নশিক্ষায়াং পরিকরঃ ময়া বদ্ধঃ যথা মানবিচ্যুতির্ন স্যাৎ সিদ্ধির্মান রক্ষণস্তু দৈবে অদৃষ্টে স্থিতা যদি মানভঙ্গঃ স্যাত্তদা ন মম কাপি শক্তিরিতি দৈবপদোল্লেখঃ ॥ ২৩২ ॥

পুনস্তস্যাঃ কাতরবচনমমরোঃ পদ্যেন বর্ণয়তি জানামীতি। অকৃশাঙ্গি হে স্বভাবসুন্দরদেহে ইতি সম্বোধনেন স্বস্যাস্তস্য বিরহেণ কৃশাঙ্গ-

---

শিক্ষা করিয়াছি, চক্ষুর্দ্বয়ের ঈষৎ মীলন (মুদ্রিত করণ) অভ্যাস করিয়াছি, আদরপূর্ব্বক হাস্য রোধ করিতেও শিখায়াছি, মৌনাবলম্বনে সর্ব্বতোভাবে কথঞ্চিৎ চিত্তকে ধৈর্য্য করিতেও স্থির করিয়াছি এবং মানগ্রহণ বিষয়েও বদ্ধপরিকর হইয়াছি কিন্তু সিদ্ধি, অসিদ্ধি দৈবের অধীন ॥ ২৩২ ॥

এই শ্লোক অমরুর ॥ ৩ ॥

হে অলসাঙ্গি! আমি মৌন জানি, বাক্যের ভঙ্গী জানি,

আভীরনন্দনমুখাম্বুজসঙ্গশংসী
বংশীরবো যদি ন মামবশীকরোতি ॥ ২৩৩ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

সত্যং শৃণোমি সখি নিত্য নবপ্রিয়োঽসৌ
গোপস্তথাপি হৃদয়ং মদনো দুনোতি।

ত্বং জ্ঞাপয়তে। অহং মৌনং জানামি তেন পরিহাসবচনশতেঽপি কথিতে কথঞ্চিদক্ষরমপি নোচ্চারয়িতব্যং তেন বক্তুং শপথদানে কৃতে সতি তং শঠং পরিজেতুং বচোবিভঙ্গীভঙ্গীশতমপি জানামি তং বশীকর্ত্তুং বঞ্চয়িতুং বা নয়-নয়োশ্চাতুরীঞ্চ জানামি, কিন্তু বংশীরবো মাং ন বশীকরোতি তদৈব তত্তৎ সমর্থা। স কথম্ভূতঃ আভীরনন্দনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাম্বুজসঙ্গং শংসিতুং ব্যক্তীকর্ত্তুং শীলমস্য সঃ। অহং যথৈতস্য মুখাম্বুজং পিবামি তথা ভবত্য আগত্য পিবতেতি তদ্বিজ্ঞানং মাং মোহয়তীতি ভাবঃ ॥ ২৩৩ ॥

বংশীরবস্য তদনুগতিকা যৎ ত্বং শ্রীমৎসনাতনপাদানাং পদ্যেন দর্শয়তি সত্যমিতি। হে সখি অসৌ গোপো গোপবালকঃ অকৃতজ্ঞস্তত্রাপি নিত্যং নবা প্রিয়া নায়িকা যস্যেতি স ইতি যং ভবতীভো মুখাৎ শৃণোমি তৎ সত্যং তথাপি মদয়তীতি মদনঃ তদ্বিষয়কঃ প্রেমা মে হৃদয়ং দুনোতি তাপয়তি। তথাপি যুক্ত্যা পূর্ব্বদোষানুসন্ধানরূপয়া কথঞ্চন শমং তাপরাহিত্যং গমিতে প্রাপি-তেঽপি হৃদয়ে সতি তস্য কালরূপা ধৈর্য্যাদিসংহারকর্ত্রী মুরলী মাং কবলী-করোতি অর্থাদবশীকরোতি কিং করোমি। প্রসিদ্ধেন কালেন গ্রস্তানাং যথা-

---

নয়নদ্বয়ের শত শত চাতুরীও জানি, কিন্তু গোপকুমারের মুখ পদ্মের সঙ্গসূচক বংশীরব যদি আমাকে অবশ না করে ॥২৩৩॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৪ ॥

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্য নবপ্রিয়, তাহা আমি শুনিয়াছি সত্য, তথাপি মদন আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে,

যুক্ত্যা কথঞ্চন সমং গমিতেঽপি তস্মিন্
মাং তস্য কালমুরলী কবলীকরোতি ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীমৎপ্রভুপাদানাং ॥ ৫ ॥
ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
প্রয়ান্তি মম গাত্রাণি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাং ॥ ২৩৫ ॥
কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥
মুরারিং পশ্যন্ত্যাঃ সখি সকলমঙ্গং ন নয়নং

দুর্গতিস্তথা মমাপীতি ভাবঃ। সমমিতি দন্ত্যাদিপাঠে সমতাং স্বভাবমিতি ॥২৩৪

হে সখি তং প্রতি মানস্য বার্ত্তা দূরেঽস্তু মমাবস্থাং শৃণ্বিতি সখীং প্রতি যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ন জানে ইতি। প্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণে সম্মুখ মায়াতে আগচ্ছতি সতি তথা মাং সুখয়িতুং প্রিয়াণি রম্যাণি বদতি সতি মম সর্ব্বাণি গাত্রাণি নেত্রতাং প্রয়ান্তি উ ভোঃ কিং শ্রোত্রতাং গচ্ছন্তীত্যহং ন জানে ইতি তস্য মোহকতাস্বভাবেন গাত্রাণামপি তত্রৈতাদৃশোঽনুরাগঃ কিমুত মমেতি ভাবঃ ॥ ২৩৫ ॥

সখীং স্বস্যাঃ পরমাবিষ্টতাং যদাহ তৎ শরণস্য পদ্যেন বর্ণয়তি। মুরারি-

---

কিন্তু যুক্তিদ্বারা কোনরূপে মদনকে শান্ত করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী আবার আমাকে গ্রাস করিতেছে ॥ ২৩৪ ॥

এই শ্লোক শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপাদের ॥ ৫ ॥

প্রিয় সম্মুখে আসিলে ও প্রিয়বাক্য বলিলে, আমার অঙ্গ-সকল শ্রোত্রতা প্রাপ্ত হইবে, কি নেত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ প্রিয়কে দেখিবে কি তাঁহার মধুর বাক্য শুনিবে, তাহা আমি জানিতে পারিতেছে না ॥ ২৩৫ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৬ ॥

হে সখি! যখন আমি মুরারিকে দর্শন করি তখন বিধাতা

কৃতং যচ্ছৃণ্বন্ত্যা হরিগুণগণং শ্রোত্রনিচিতং।
সমং তেনালাপং সপদি রচয়ন্ত্যা মুখময়ং
বিধাতুর্নৈবায়ং ঘটনপরিপাটীমধুরিমা ॥ ২৩৬ ॥
শরণস্য ॥ ৭ ॥
অথ সখ্যাঃ সাভ্যসূয়বাক্যং ॥
ত্বমপি বিশুদ্ধা সরলে মুরলীবক্ত্রস্ত্রিধা বক্রঃ।

মিতি। হে সখি মুরারিং পশ্যন্ত্যা মদ্বিধায়া অনুরাগিণ্যাঃ সকলমঙ্গং বিধাত্রা যন্নয়নং ন কৃতং তস্মাদয়ং বিধাতুর্ঘটনপরিপাটীমধুরিমা সৃজনকৌশলং নৈব। সঙ্খ্যাবিদৈঃ কৃতৈর্বহুলনয়নৈরপি দর্শনেন ন তৃপ্তিঃ স্যাৎ কিমুত কৃতাভ্যাং দ্বাভ্যামিতি এবং সর্ব্বত্র যোজনা। শ্রোত্রনিচিতং শ্রোত্রেণ পূরিতং ব্যাপ্তং বা নিচিতং পূরিতং ব্যাপ্তঞ্চেতি হেমচন্দ্রঃ। সপদি তৎক্ষণে তেন হরিণা সমং সহ আলাপং রম্যকথাং রচয়ন্ত্যাঃ মুখময়ং মুখপ্রচুরং প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ॥ ২৩৬ ॥

তস্যাস্তাদৃশনিষ্কপটবাক্যশ্রবণে নান্তর্হর্ষিতা সত্যপি অসাধারণচেষ্টা-প্রকাশনেন প্রেমাসাধারণ্যং দর্শয়িতুং সখী সাভ্যসূয়ং সশ্লেষং যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ লিখতি অথ সখ্যাঃ সাভ্যসূয়ং সশ্লেষং বাক্যং ত্বমসীতি। সরলে

আমার অঙ্গসকলকে নয়ন করিয়া দেন না, যখন আমি হরির গুণগণ শ্রবণ করি, তখন আমার অঙ্গসকলকে কর্ণ করিয়া দেন না, আর যখন আমি তাঁহার আলাপ করি, তখন সহসা আমার অঙ্গসকলকে প্রচুর মুখ করিয়া দেন না, যাহা হউক, বিধাতার এই ঘটনাপরিপাটী মাধুর্য্যময় নহে ॥ ২৩৬ ॥

এই শ্লোক শরণের ॥ ৭ ॥

অথ সখীর অসূয়াযুক্তবাক্য ॥

হে সরলে! তুমিত বিশুদ্ধা, কিন্তু মুরলী বক্র এবং তিনি

ভঙ্গুরয়া খলু সুলভং তদুরঃ সখি বৈজয়ন্ত্যেব ॥ ২৩৭ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৮ ॥

অথ ক্ষুভিতরাধিকোক্তিঃ ॥

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্ম্মূলমুন্মথ্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে।

হে স্বভাবেন বক্রস্বভাবরহিতে ত্বং বিশুদ্ধা কায়িকবাচিকমানসিককৈতব-রহিতাপি মুরলী বস্তুঃ সপ্তচ্ছিদ্রযুক্ত তয়া দোষময়ী মূর্ত্তির্মুরলী প্রধানাঙ্গত্বেন খ্যাতে মুখে যস্য সহি ত্রিধা কায়িকাদিষু বক্রঃ অতো যুবয়োর্দ্ধর্ম্মবৈপরীত্যাৎ কথং প্রীতিঃ সমা স্যাৎ যেন ত্বং সুখিনী ভূয়া অতস্তস্মাৎ বিরম। শ্লেষার্থমাহ, হে সখি তস্যোরো হৃদয়ং ভঙ্গুরয়া কুটিলস্বভাবয়া প্রেয়স্যা খলু নিশ্চিতং সুলভং ইব শব্দো উপমাব্যঞ্জকো যথা বক্রয়া বৈজয়ন্ত্যা সুলভং অতো যদি ত্বং ভঙ্গুরা ভবিতুং সমর্থাসি তদা বৈজয়ন্তীব তদুরসি সদৈব ধার্য্যা স্যা ইতি ভাবঃ ॥২৩৭॥

সখ্যাস্তাদৃগ্বাক্যং শ্রুত্বা ভঙ্গুরতায়ামসমর্থা ক্ষোভেন সহ কাকু যত্র তদ্যথা স্তাং রাধা যদ্বাক্যমাহ তদ্দর্শয়তি অথেতি। তত্রামরোঃ পদ্যেনাসাধারণীং চেষ্টাং বর্ণয়তি নিশ্বাসা ইতি। হে সখ্যো যেন মিত্রাভাসরূপেণ মহাশত্রুণা-মানেন মমৈতেঽপকারা জাতাস্তস্য কিং গুণং আকলয্য জ্ঞাত্বা দয়িতে প্রাণ-

---

ও ত্রিভঙ্গ, যাহা হউক, হে সখি! বৈজয়ন্তীর ন্যায় কুটিল স্বভাবা কর্ত্তৃক নিশ্চয় তাঁহার বক্ষঃস্থল সুলভ ॥ ২৩৭ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৮ ॥

অথ ক্ষোভপ্রাপ্তা শ্রীরাধার উক্তি ॥

নিশ্বাস পরম্পরা আমার বদন দগ্ধ করিতেছে, হৃদয় নির্ম্মূল হইয়া উৎপাটিত হইতেছে, নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখিতে পাইতেছি না, কেবল দিবা রাত্রি রোদন করিতেছি,

অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ॥২৩৮

অমরোঃ ॥ ৯ ॥

মানজ্বরবিরহেণ ধ্যায়ন্তীং তাং প্রতি কস্যাশ্চিদ্বাক্যং ॥

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।

নাথ এব যুষ্মাভির্ব্বয়ং মানং কারিতা ইত্যন্বয়ঃ। অপকারানাহ নিশ্বাসা ইত্যাদি নির্মূলং যথা স্যাতথা উদ্ভূচ্ছৈর্মথ্যতে পরমবিকলমভূদিতথঃ হা হা কিমন্যদ্বক্তব্যং প্রিয়স্য তস্য মুখং ময়া ন দৃশ্যসে অতো রাত্রিন্দিবং কেবলং ময়া রুদ্যত এব অঙ্গং দেহঃ শোষং শুষ্কতামুপৈতি গচ্ছতি এতৈর্মম প্রাণনাশো ভবেচ্ছেত্তবতু তেন মে ন খেদঃ কিন্তু প্রেয়ান্ ময়াবহুঃ প্রীতিকর্ত্তা নাস্তি স তথা পাদপতিতোঽপি ময়োপেক্ষিতোঽনাদৃতঃ যেন মম মরণে সত্যপি তাবৎ দুঃসহঃ কলঙ্কো জগতি জাগরিষ্যতীত্যতঃ কিং গুণমিতি সম্বন্ধঃ। অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ২৩৮ ॥

তদনন্তরং বৃন্দানাম্নী সখী আগত্য মানজবিরহেণাবিষ্টাং পেশকারিকীটবিদ্ধতৈলপায়িবং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তীং রাধাং বীক্ষ্য তাং প্রতি সকৌতুকং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি আহারে ইতি। তে ইতি পদং সর্ব্বত্র বাক্যে

অঙ্গসকল শুষ্ক হইতেছে এবং পাদপতিত প্রিয়তমকেও উপেক্ষা করিয়াছি, হায়! সখীগণ কি গুণ দেখিয়া আমাকে মান গ্রহণ করাইয়াছিল ॥ ২৩৮ ॥

এই শ্লোক অমরুর ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধা মানজ্বরে চিন্তা করিতেছিলেন এমত কালে তাঁহার প্রতি সখীর উক্তি ॥

সখি! তোমার আহারে রুচি নাই, তুমি সমুদায় বিষয়

মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি ॥২৩৯॥

কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥

তাং প্রতি কস্যচিদ্বাক্যং ॥

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য ॥

যোজ্যং হে সখি তে আহারে ভোজ্যদ্রব্যে বিরতির্বিতৃষ্ণা জাতা তথা সমস্তানাং বিষয়াদীনাং স্রক্চন্দনাদীনাং গ্রামে সমূহে পরা নিবৃত্তিশ্চ জাতা। তথা যদেতদপরং নাসাগ্রে নয়নং জাতং তচ্চ চিত্তস্থিরীকরণায় তথা যচ্চ একতানং ধ্যেয়ৈকনিষ্ঠং মনো বভূব। তথা ইদং মৌনং জাতং ময়াপি সহালাপাভাবাৎ কিমন্যদ্বক্তব্যং অখিলং সমগ্রং বিশ্বং যৎ শূন্যং তে আভাতি কুত্রাপ্যতিনিবেশাভাবাৎ তত্তস্মাৎ ব্রূয়াঃ কথয় ত্বং কিং যোগিনী ধ্যানাকৃষ্টধ্যেয়েন সংযোগং প্রাপ্তাসি কিম্বা ধ্যেয়স্যাদর্শনাদ্বিয়োগিন্যসি উভয়ত্রাপীদৃশচেষ্টাসম্ভবাৎ। অতঃ সন্দেহেন পৃচ্ছামি সত্যং কথয় অত্র ভোরিতি সম্বোধনং বাহ্যজ্ঞানার্থমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৩৯ ॥

এবং সখ্যা উচ্চবাক্যেন ধ্যানভঙ্গং প্রাপ্তা হে সখি ভবত্যা যদুচ্চারিতং তৎ

হইতে একান্ত নিবৃত্তি লাভ করিয়াছ, তোমার নাসিকার অগ্রে নয়ন দেখিতেছি, আর তোমার এই যে মনঃ তাহাও একনিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতেও যদি মৌন অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে এই নিখিল বিশ্ব শূন্যরূপে প্রকাশ পাইবে, অতএব হে সখি! বল, এখন তুমি কি যোগিনী হইয়াছ না বিয়োগিনী হইয়াছ ॥ ২৩৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১০ ॥

ঐ সখীর প্রতি কাহারও বাক্য ॥

সঙ্গম ও বিরহ এই দুইয়ে যদি পরস্পর বিকল্প হয়, তাহা

একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ ২৪০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহঃ ॥

সংজাতে বিরহে কয়াপি হৃদয়ে সন্ধানিতে চিন্তয়া
কালিন্দীতটবেতসীবনঘনচ্ছায়ানিষণ্ণাত্মনঃ।

সতাং কিন্তু বিয়োগাবস্থায়ামপি ন সংযোপিন্যস্মীতি তাং প্রতি যদকথয়ত্তং কস্যচিৎ পদ্যেনানুবর্ণয়তি সঙ্গমেতি। প্রিয়স্য যোষস্য সঙ্গমঃ সংযোগো বিরহো বিয়োগ এতয়োর্বরত্বস্য বিকল্পে ইহ ময়ি তস্য বিরহো বরমুৎকৃষ্টঃ ন সঙ্গমঃ প্রতিভাতি। যতঃ সঙ্গে সঙ্গমে স প্রিয় এক এব স্ফুরতি বিরহে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং প্রিয়ময়ং প্রিয়প্রচুরং স্ফুরতি। এবং স্থিতেঽপি কেবলং প্রিয়স্য সুখায় ময়া সঙ্গমঃ প্রার্থ্যতে দৈবাৎ তস্য বিঘটনে বিরহস্য নবনবত্বাৎ প্রিয়স্ফুরণমপি সদা ভবতীতি ভাবঃ। এবং ধ্বন্যর্থোক্তা সঙ্গম সুখানুভবাভাবেন বিরহো ন পুষ্যতে সুধাপানাভাববিরহবদতস্তদর্থমেব ময়াপি স প্রার্থ্যতে ইতি ॥ ২৪০ ॥

এবং ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ইতি ভরতমুনিমতানুসারেণ মিথুনয়ো রাগবর্দ্ধকস্য

হইলে প্রিয় বিরহই ভাল, তাঁহার সঙ্গমে প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার সঙ্গে কেবল তাঁহাকেই দেখিতে পাই এবং তাঁহার বিরহে ত্রিভুবনকেই তন্ময় অর্থাৎ কৃষ্ণময় রূপে অবলোকন করিয়া থাকি ॥ ২৪০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥

বিরহ উপস্থিত হইলে পর কোন চিন্তাদ্বারা চিত্ত সংঘটিত হওয়াতে কংসনাশন শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দী তটবর্ত্তি বেতসীবনের

পায়াস্নুঃ কলকণ্ঠকূজিতকলা গোপস্য কংসদ্বিষো
জিহ্বাবর্জিততালুমূর্চ্ছিতমরুদ্বিস্ফারিতা গীতয়ঃ ॥ ২৪১ ॥

সানাথ্যচিন্তামণের্নায়িকায়াং শ্রীরাধায়াং বৈভবং প্রাদর্শয়দ্ভেন পরমপ্রেয়স্যা তদেকজীবনয়া প্রাণপ্রিয়তমোঽপি শ্রীকৃষ্ণ উপেক্ষিতঃ। সম্প্রতি রসনির্য্যাসাস্বাদার্থমবতারিণি রসিকচূড়ামণৌ নায়কে কৃষ্ণে বিপ্রলম্ভস্য বৈভবং দর্শয়তি অথ কৃষ্ণবিরহ ইতি। যং শ্রুত্বা রাধায়া রাগঃ পরাকাষ্ঠাভূমিং প্রাপ্নুয়াৎ নচ বাচাং ব্রজরমাগণৈঃ প্রযত্নেন সেব্যমানস্যৈব তস্য তস্য বিরহো ন যুক্তঃ। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি বচনেন তস্যা এব পরমমুখ্যত্বাৎ। অথ কস্যচিৎ পদ্যেন বিরহং বর্ণয়তি সংজাতে ইতি। কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য বিরহচেষ্টাবোধিকা গীতয়ঃ পায়াসুরর্থাত্তচ্চেষ্টা শ্রোতারং পালয়ন্তু। কাদৃশস্য শ্রীরাধাদিভির্বিহারসাধনার্থং ব্রজরাজপুত্রত্বেঽপি গাঃ পাতীতি তস্য পুনঃ কীদৃশস্য কয় প্রকরণাং রাধয়াপি সহ বিরহে জাতে যা চিন্তা তয়া সন্ধানিতে বন্ধে চিন্তাযুক্তে হৃদয়ে সতি কালিন্দীতটে বেতসীবনস্য ঘনচ্ছায়ায়াং নিয়তঃ নিঃশেষেণাবসাদং প্রাপ্ত আত্মা শরীরং যস্য বিরহতাপশান্ত্যর্থং শীতলভূমিশায়িন ইত্যর্থঃ। গীতয়ঃ কথম্ভূতা জিহ্বয়া বর্জ্জিতশ্চাসৌ তালুমূর্চ্ছিতমরুচ্চেতি তেন বিস্ফারিতাঃ প্রকাশিতাঃ তালো মূর্চ্ছিতো মূর্চ্ছনালাপং প্রাপ্তো যো মরুদ্বায়ুরিতার্থঃ। এতেন মুখমুদ্রণাভাবো গম্যতে তত্তু বিশেষদশাবোধকং। পুনঃ কিম্ভূতাঃ কলকণ্ঠেন কোকিলেন কূজিতা কলা অংশো যাসাং তাঃ সুস্বরযুক্তাঃ তদনুকরণং উদ্ধুরিতি শব্দং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা কলকণ্ঠঃ কূজিতো যাভিরেবং ভূতাঃ কলা অংশো সুস্বরালাপনৈপুণ্যং যাসাং শ্রুত্বা কোকিলঃ শব্দং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৪১ ॥

ঘনচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া শরীর সন্নিবিষ্ট করিয়া মনোহর কণ্ঠকূজিত, জিহ্বা বর্জিত, তালু মূর্চ্ছিত ও বায়ুদ্বারা যে বিস্ফারিত গীতি সকল অর্থাৎ মুরলীর ধ্বনি পরম্পরা প্রকাশ করেন তৎ সমুদায় শ্রোতাকে রক্ষা করুক ॥ ২৪১ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণানুনয় রাধাপ্রসাদঃ ॥

শিরশ্ছায়াং কৃষ্ণঃ স্বয়মকৃত রাধাচরণয়ো-
র্ভুজাবল্লীচ্ছায়ামিয়মপি তদীয়প্রতিকৃতৌ।
ইতি ক্রীড়াকোপান্নিভৃতমুভয়োরপ্যনুনয়-
প্রসাদৌ জীয়াস্তামপি গুরুসমক্ষং স্থিতবতোঃ ॥ ১৪২ ॥

দূত্যাদিদ্বারা তস্য মানভঞ্জনে ন জাতে সতি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রসাদনং চকারেত্যাহাথেতি তত্র কেনচিচ্ছলেন রাধায়া বাটীমাগম্য তস্যাঃ প্রসাদনার্থং যাং চেষ্টাং চকার তাং হরস্য পদ্যেন দর্শয়তি শির ইতি। কৃষ্ণো রাধাচরণয়োঃ শিরচ্ছায়াং প্রণামানুকরণং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণাকৃতঃ ইয়ং শ্রীরাধাপি তামযোগ্যাং মত্বা কুপিতেব সতী তদীয়প্রতিকৃতৌ তচ্ছিরশ্ছায়ায়াং ভুজাবল্লিচ্ছায়ামকৃত একভুজচ্ছায়য়া তদাবরণসম্ভাবাং ভুজদ্বয়েনেচ্ছায়া রাজতে তত্র ভুজয়োর্লতাত্বেন রূপণাং পত্রপুষ্পস্থানীয়েন ভূষণাদিনা চ্ছায়ায়াঃ স্থূলত্বমেব গম্যতেচ্ছায়াচ্ছলেনালিঙ্গিতবতীত্যর্থঃ। ক্রীড়ায়াং কোপঃ ক্রীড়াকোপস্তত্র কৃষ্ণস্য ক্রীড়া তয়া রাধায়াঃ কোপ ইত্যর্থঃ। ইতি প্রকারেণ নিভৃতমনৈরদৃষ্টং যথা স্যাত্তথা ক্রীড়াকোপে বর্ত্তমানয়োরুভয়োরপি অনুনয়প্রসাদৌ কৃষ্ণস্যানুনয়ো রাধায়া প্রসাদস্তৌ জীয়াস্তাং সর্ব্বান্ নায়কান্ স্বকৃত্য বর্ত্ততাং জয়ে কারণতাং দর্শয়ন্ তৌ বিশিনষ্টি তয়োঃ কথম্ভূতয়োর্গুরূণাং জটিলাদীনাং সমক্ষমগ্রে স্থিতবতোরপি ॥ ২৪২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় শ্রীরাধার প্রসন্নতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার চরণদ্বয়ে মস্তকের ছায়া করিলে শ্রীরাধাও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ভুজলতাদ্বারা ছায়া করিলেন, এইরূপ গুরুজনের সমক্ষস্থিত উভয়ের ক্রীড়া এবং কোপনিবন্ধন গোপন অনুনয় ও প্রসাদ জয় যুক্ত হউক ॥ ২৪২ ॥

রেস্য ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধাসখীবাক্যং ॥

সা সর্ব্বথৈব রক্তা রাগং গুঞ্জেব নতু মুখে বহতি।

বচনপটোস্তব রাগঃ কেবলমাস্যে শুকস্যেব ॥ ২৪৩ ॥

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য ॥ ১ ॥

সুভগ ভবতা হৃদ্যে তস্যা জ্বলৎস্মরপাবকে-

এবং শ্রীকৃষ্ণো রাধায়াঃ প্রসন্নতামনুমন্য বনাতিসারায় তস্যাঃ সখীং যযাচে তত্র সখী যদকথয়ত্তদ্বর্ণয়তি কৃষ্ণমিতি। তত্র গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন শ্লেষগর্ভং ভর্ৎসনাবাক্যং তস্যা লিখতি সেতি। সা রমণীগণমুখ্যা গোকুলে প্রসিদ্ধা রাধা সর্ব্বথৈব কায়বাঙ্মনোবৃত্তিভিস্তব রাগমনুরাগং বহতি নতু কেবলং মুখে মুখবৃত্ত্যা যথা রক্তা গুঞ্জা সর্ব্বাঙ্গেষু রাগং বহতীতি তস্যা মুখে কালিমাতু রক্তিম ঔজ্জ্বল্যায় রাধায়া মানং তথৈব জ্ঞেয়ং। বচনপটোস্ত্বং মম প্রাণেশ্বরীত্যাদি মিথ্যাকথনকুশলস্য তব রাগোঽনুকূলতা কেবলং মুখে নতু কায়াদিবৃত্তিষু যথা শুকস্য শুকপক্ষিণো রাগো রক্তিমা আস্যে মুখ এব নতু সর্ব্বাঙ্গে। শুকো যথা অন্যৈঃ শিক্ষিতস্তাদৃঙ্মুখেন প্রিয়বাক্যং বদতি তথা ত্বং কামেন শিক্ষিতো বদসীত্যর্থঃ। নতু তব স্বভাবঃ স ইতি ॥ ২৪৩ ॥

পুনস্তস্যাঃ সের্ষ্যং বাক্যং রুদ্রস্য পদ্যেন বর্ণয়তি সুভগেতি। সুভগ

এই শ্লোক হরের ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীবাক্য ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রকারে তোমাতে রক্তা অর্থাৎ অনুরক্তা, গুঞ্জার ন্যায় কেবল মুখেমাত্র রাগ বহন করেন না, হে বচন পটো! শ্রীরাধার প্রতি তোমার রাগ (অনুরাগ) শুকপক্ষির ন্যায় কেবলমাত্র মুখে অর্থাৎ অন্তরে নাই ॥২৪৩॥

এই শ্লোক গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ॥ ১ ॥

হে সুভগ! শ্রীরাধার প্রজ্বলিত কামাগ্নিবিশিষ্ট হৃদয়ে

হপ্যভিনিবিশতা প্রেমাধিক্যং চিরাৎ প্রকটীকৃতং।
তবতু হৃদয়ে শীতেঽপ্যেবং সদৈব সুখাপ্তয়ে
মম সহচরী নিঃস্নেহামনাগপি ন স্থিতা ॥ ২৪৪ ॥
রুদ্রস্য ॥ ২ ॥
অথ দিনান্তরকেলিঃ ॥
আগত্য প্রণিপাতসান্ত্বিতসখীদত্তান্তরে সাগসি

হে সুন্দরীকীর্ত্তে সুপ্রযত্নবান্ তথাচ মেদিনী ভগং স্ত্রীযোনিবীর্য্যেচ্ছাজ্ঞান-বৈরাগ্যকীর্ত্তিষু মাহাত্ম্যৈশ্বর্য্যযত্নেষ্বিতি। ত্বং এতস্যা রাধায়া হৃদি হৃদয়ে চিরাৎ তব শ্রবণদর্শনকালমারভ্যেদানীন্তনকালং ব্যাপ্য নিবিশতা ভবতা সতা তস্মিন্ হৃদি প্রেমাধিক্যং প্রকটীকৃতং তস্মিন্ কথম্ভূতে অভি সর্ব্বতো ভাবেন জ্বলন্ দাহং কুর্ব্বন্ স্মররূপঃ পাবকোঽগ্নির্যস্মিন্ তত্রাপি অভিনিবিশতেত্যেকপদপ্রয়োগে কর্ম্মতা স্যাদিতি জ্ঞেয়ং। তব বিরহেণয়া তাপিতেঽপি হৃদি প্রেমাধিক্যং জাগর্ত্তি যেন তব স্মরণং কদাপি ন বিচ্ছিদ্যত ইতি ভাবঃ। সদৈব শীতে শীতলে তবতু হৃদয়ে সা তপ্তা মম সহচরী মনাক্ স্বল্পকালমপি ন স্থিতা যথা ত্বং স্মরণেন স্থিতোঽসি। তত্র হেতুঃ নির্গতস্তব স্নেহো যস্যাঃ সকাশাদিতি তত্র তব প্রীতি-র্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৪৪ ॥

এষ মানো বহুদিনব্যাপক আসীদত আহ দিনান্তরবার্ত্তেতি। তত্রান্য-

তুমি অভিনিবিষ্ট হইয়া চিরকাল প্রেমাধিক্য প্রকট করিয়াছ, কিন্তু তোমার শীতল হৃদয়েও এইরূপ সর্ব্বদা সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমার নিঃস্নেহা সহচরী ক্ষণকালও অবস্থিতি করেন না ॥ ২৪৪ ॥

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ২ ॥

অথ অন্যদিনের কেলি ॥

অপরাধী শ্রীকৃষ্ণ প্রণিপাতদ্বারা সখীকে সান্ত্বনা করায়

স্বৈরং কুর্ব্বতি তল্পপার্শ্বনিভৃতে ধূর্ত্তেঽঙ্গ সম্বাহনং।
কৃত্বা স্পর্শবশাত্তয়া কিল সখী ভ্রান্ত্যেব বক্ষঃ শনৈঃ
খিন্নাসীত্যভিধায় মীলিতদৃশা সানন্দমারোপিতং ॥২৪৫॥
কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥
বস্তুতস্তু গুরুভীতয়া তয়া ব্যঞ্জিতে কপটমানকুট্টমিলে।

দিনে উপায়ান্তরনিবৃত্ত্যা পরমরসিকস্য তস্য কৃত্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি। আগত্যেতি তাংপর্য্যাদনঙ্গমঞ্জর্য্যা ললিতায়া বা সখ্যা নিকটমাগত্য প্রণিপাতেন সান্ত্বিতয়া সখ্যা দত্তমন্তরমবকাশো যস্মৈ তাদৃশে তত্র কারণং সাগসি রাধায়াং কৃতাপরাধে সতি গত্বা। তত্র বিলাপসান্ত্বিতসখীদত্তান্তরে ইতি পাঠোঽস্মোঽকষ্টার্থত্বাৎ। ততস্তল্পস্য শয্যায়াঃ পার্শ্বে নিভৃতে গুপ্তে তিষ্ঠতি সতি ততো ধূর্ত্তে বঞ্চনাচতুরে অঙ্গসম্বাহনং স্বৈরং স্বেচ্ছাচারেণ কুর্ব্বতি সতি তাদৃশস্য স্পর্শস্য বশাৎ কিল নিশ্চিতং তং জ্ঞাত্বা তয়া সখীভ্রান্ত্যা সখীভ্রমেণৈব যথা, হে সখি কৃষ্ণবঞ্চিতত্বাৎ খিন্নাসীত্যভিধায় মীলিতদৃশৈব সানন্দং যথৈব ভবতি। তথা শনৈর্মন্দং মন্দং বক্ষো হৃদয়ং আরোপিতং অর্থাত্তেন তদাচ্ছাদিতঃ কৃষ্ণো বক্ষস্যারোপিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪৫ ॥

অত্রেদং বোধ্যং অসহত্বঃখস্বীকারাৎ কৃষ্ণস্য সুখকারিতেতি রাধায়া

সখী তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছিলেন। অনন্তর অপরাধবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ শয্যার পার্শ্বে সখীবেশ ধারণপূর্ব্বক গোপনভাবে শ্রীরাধার অঙ্গসম্বাহন করিতে লাগিলে শ্রীরাধা স্পর্শদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিয়া সখীভ্রমে যেন কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণবিরহে তুমি অতিশয় খিন্না হইয়াছ, ধীরে ধীরে এই কথা বলিয়া আনন্দ সহকারে মুদ্রিত নয়নে তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে আরোহণ করাইয়াছিলেন ॥ ২৪৫ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৩ ॥

বাস্তবিক গুরুভীতা শ্রীরাধা ঈষৎ কপটমান প্রকাশ

পেশলপ্রিয়সখীদৃশা হরির্বোধিতস্তটলতাগৃহং যযৌ ॥ ২৪৬ ॥
মাধবো মধুরমাধবীলতা
মণ্ডপে পটুরটন্মধুব্রতে।

ধর্ম্মশ্রবণাৎ। রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা। তদালোকে কদাপ্যস্য মান্যাসঙ্গঃ স্মৃতিং ব্রজেদিত্যনেন তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতিশ্রবণাচ্চ তস্য যদ্যপি কৃষ্ণস্য সন্তাপকো মানো ন ভবিতুমর্হতি তথাপি লীলাশক্ত্যাভিভূতায়া ললিতাদিপ্রেরিতায়াশ্চ তস্যা মানঃ কদা কদোদেতি নতু তস্যাঃ স্বেচ্ছয়েতি। তত্রাদ্যন্তদ্রসপূর্ত্তিপর্য্যন্তমবতিষ্ঠতে তত্র ভক্তানাং সুখোদয় এব হেতুঃ দ্বিতীয়ঃ প্রিয়সখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণস্য তাপশ্রবণে সতি সঙ্কোচতে ইতি অতো দিনান্তরে সখীশিক্ষয়া মানোৎপত্তৌ সখীমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যানুতাপং শ্রুত্বা তন্মানস্য সঙ্কোচং দৃষ্ট্বা তয়া সহ কুঞ্জে কৃষ্ণং সঙ্গময়িতুং বৃন্দাসখ্যাঃ কৃত্যং কস্যাচিৎ গদ্যেন লিখতি বস্তুতস্ত্বিতি। বস্তুতো গুরুভ্যঃ শিক্ষাকারিভ্যো ললিতাদিভ্যো ভীতয়া তয়া বাঞ্ছিতে কপটমানকুট্টমিতে কুট্টমিতবদ্বিকাশরহিতে নতু স্বেচ্ছয়া কৃতে ইতি জ্ঞাতে সতি পেশলপ্রিয়সখীদৃশা নিপুণায়াঃ প্রিয়সখ্যা নেত্রভঙ্গ্যা বোধিতোঽর্থাৎ প্রেরিতো হরিস্তটলতাগৃহং যমুনায়াস্তটস্থমাধবীলতাচতুঃশাঙ্গাখ্যং গৃহং যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

তদ্গৃহগমনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য কৃত্যং কস্যাচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি মাধব ইতি। মায়া ব্রজলক্ষ্ম্যা রাধায়া ধবঃ প্রীতিকর্ত্তা মধুরমাধবীলতামণ্ডপে স্থিতা শ্রবণচারুকর্ণরন্ধ্রং যথা স্যাত্তথা বেণুনা বেণুরবেণ সংজগৌ যেন সা আকৃষ্টা বভূবেতি। তস্মিন্ কথম্ভূতে পটবো গাননিপুণা রটন্তঃ শব্দং কুর্ব্বতো মধুব্রতা ভ্রমরা যত্র পরমরমণীয়ে। বেণুরবেণ কথম্ভূতেন গোপিকানাং সর্ব্বাসাং কিমুত কৃষ্ণং

করিলে পর নিপুণ প্রিয়সখীর নয়নভঙ্গীতে হরি অবগত হইয়া যমুনাতটবর্ত্তি লতাগৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২৪৬ ॥

ভ্রমর গুঞ্জিত মধুর মাধবীমণ্ডপে সুচতুর মাধব ভ্রমণ

সংজগৌ শ্রবণচারু গোপিকা
মানমীন-বড়িশেন বেণুনা ॥ ২৪৭ ॥
কস্যচিদিমৌ ॥ ৫ ॥
পুষ্পচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণমন্বেষয়ন্তীং রাধাং প্রতি
কস্যাশ্চিদুক্তিঃ ॥
পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনা-
মেতন্মাত্রমধারি সুন্দরি ময়া নেত্রপ্রণালীপথে।

দ্রষ্টুং ব্যাকুলায়া রাধায়া মানরূপস্য মীনস্য মৎস্যস্য বড়িশেন বড়িশবদাকর্ষকেন বেণ বিদ্ধো মানমীনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বশীভবতি তত্র স্বপরাক্রমং ত্যজতীতি ভাবঃ ॥ ২৪৭ ॥

তাদৃগ্বেণুরবশ্রবণেন মানে বিগতেঽপি প্রিয়পরিহারলজ্জয়া সহসা তন্নিকটং গন্তুং রাধায়াশ্চেষ্টাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে। তত্র তাং প্রতি কস্যাঃ সখ্যা মানজয়বাক্যং সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং পদ্যেন লিখতি পন্থা ইতি। হে সুন্দরি তে তব সম্বন্ধেঽয়ং পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্তু। প্রার্থনায়াং লোট্। ঈশ্বরানুকূল্যেন শুভপ্রচুরো ভবতু। অতঃ প্রত্যূহস্য বিঘ্নস্য সম্ভাবনাং পরিহর। নন্থ কুত্র কুত্র পথাদিভয়মস্তি দুরাগ্রহা জনাশ্চ সন্তি তত্রাহ ময়া নেত্রপ্রণালীপথে এতন্মাত্রং অধারি জ্ঞাতং নান্যৎ তং পরিচায়য়তি। কলিন্দশৈলদুহিতুর্যমুনায়াঃ

করিতে করিতে কর্ণরসায়ন ও গোপিকার মান রূপ মৎস্যের বড়িশ সদৃশ বেণুদ্বারা গান করিয়াছিলেন ॥ ২৪৭ ॥

এই দুই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৫ ॥

পুষ্পচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণকারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন সখীর উক্তি ॥

হে সুন্দর! তোমার সম্বন্ধে পথ কল্যাণকর হউক, বিঘ্ন সম্ভাবনার আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, আমি এই মাত্র নেত্রপথে

নীরে নীলসরোজমুজ্জ্বলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি ॥২৪৮

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং ॥ ১ ॥

তত্র যমুনাতীরগতয়া রাধয়া সহ হরেঃ সংকথা ॥

কা ত্বং মাধব দূতিকা বদসি কিং মানং জহীহি প্রিয়ে
ধূর্ত্তঃ সোঽস্ত্যনয়া মনাগপি সখি ত্বয্যাদরং নোজ্ঝতি।

সম্বন্ধিনি কুঞ্জে কোঽপ্যসাধারণঃ পুংস্কোকিলঃ সুরমাত্বাদিগুণগণেন পুরুষশ্রেষ্ঠঃ খেলতি কুঞ্জস্য সর্ব্বত্র ক্রীড়তীতি। তমন্যং মত্বা রাধায়াং স্থিতায়াং সত্যাং ভঙ্গ্যা তং নির্দ্ধারয়তি যমুনায়া নীরে জলে উজ্জ্বলগুণং নীলপদ্মমিব তীরে তমালাঙ্কুরঃ নবতমাল ইব। যদি তেন সহ তব ক্রীড়া বাঞ্ছা তদা শীঘ্রং গচ্ছেতি প্রেষার্থঃ ॥ ২৪৮ ॥

এত একাকিনীং যমুনাতীরমাগতামাত্মনমেবান্যাং মন্যমানেন হরিণা কথমেতাবতীমিব রাধামালক্ষ্যাত্মা মানো গতো নবেতি সন্দিহ্য দূতীবেশং ধারয়তেন হরে রাধয়া সহ যৎ কথোপকথনং বভূব তদ্বাসবস্য পদ্যেন দর্শয়তি কা ত্বমিতি। তত্র রাধা পৃচ্ছতি কা ত্বমিতি হরিরাহ মাধবদূতিকেতি সা পৃচ্ছতি কিং বিবক্ষুরিহাগতাসি হরিরাহ

অবগত হইয়াছি, কালিন্দীনীরের নীল পদ্মের ন্যায় তীরবর্ত্তি কুঞ্জের উজ্জ্বল নীলবর্ণ তমালাঙ্কুর সদৃশ কোন এক পুংস্কোকিল ক্রীড়া করিতেছে ॥ ২৪৮ ॥

এই শ্লোক সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের ॥ ১ ॥

ঐ যমুনাতীরবর্ত্তিনী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি ॥

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি মাধবের দূতী, শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন প্রিয় ব্যক্তিতে মান পরিত্যাগ কর, শ্রীরাধা

ইত্যন্যোন্যকথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেষবান্
নীত্বা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥২৪৯

বাসবস্য ॥ ২ ॥

বসন্তঃ সমদ্ধো বিপিনমজনং ত্বঞ্চ তরুণী
স্ফুরৎ কামাবেশে বয়সি বয়মপ্যাহিতপদাঃ।

প্রিয়ে কৃষ্ণে মানং জহীহি ত্যজ সাহ স ধূর্ত্তঃ শঠঃ অন্যাসু নায়িকাসু মনো যস্য তথা ভূতোঽতো মানং ন ত্যজামি হরিরাহ হে সখি দৈবাত্তাদৃশেঽপি চেৎ কৃষ্ণস্ত্বয়ি মনাক্ ঈষদপি আদরং নোজ্ঝতি ন ত্যজতি ইতি প্রকারেণ অন্যোন্যকথারসৈঃ পরস্পরকথাসরসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেষবান্ হরিঃ কুঞ্জগৃহং নীত্বা প্রাপয্য প্রকাশিতা তনুর্নিজমূর্ত্তির্যেন স বো যুষ্মান্ পাতু। মধুর-ভক্তিরসবিঘাতেভ্যো রক্ষতু। স কথম্ভূতঃ মাননিদ্রোত্থিতাং সংহৃষ্টাং প্রিয়াং প্রাপ্য স্মেরো মন্দহাস্যবিশিষ্টঃ ॥ ২৪৯ ॥

তত্র প্রসন্নয়া তয়া প্রিয়য়া সহ রন্তুং সলালসঃ কৃষ্ণো যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি বসন্ত ইতি। শরদৃতুং জেতুং সন্নদ্ধঃ সপরিকর আবির্ভূত ইত্যর্থঃ। এতদ্বিজনং জনরহিতং ত্বঞ্চ তরুণী নবযুবতিঃ বয়মপি স্ফুরন্ কামস্যাবেশো যত্র তত্র বয়সি আহিতপদা আহিতং পদং স্থিতির্যেষাং তে

কহিলেন তিনি ধূর্ত্ত, তাঁহার মন অন্যের প্রতি, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সখি! তিনি তোমার প্রতি আদর পরিত্যাগ করেন নাই, এইরূপ পরস্পর কথারসে আনন্দিতা শ্রীরাধাকে কুঞ্জগৃহে লইয়া গিয়া সখীবেশধারী যে শ্রীকৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৪৯ ॥

এই শ্লোক বাসবের ॥ ২ ॥

বসন্ত উপস্থিত, বন নির্জ্জন, তুমিও তরুণী, এবং আমরাও স্ফূর্ত্তিশীল কন্দর্পের আবেশান্বিত বয়সে পাদনিক্ষেপ

ব্রজ ত্বং বা রাধে ক্ষণমথ বিলম্বস্ব যদি বা
স্ফুটং জাতস্তাবচ্চতুরবচনানামবসরঃ ॥ ২৫০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

তত্র শ্রীরাধাবাক্যং ॥

স্বামী মুগ্ধতরো বনং ঘনমিদং বালাহমেকাকিনী
ক্ষৌণীমাবৃণুতে তমালমলিনচ্ছায়াতমঃসন্ততিঃ।

পদং ব্যবসিতি ত্রাণস্থান লক্ষ্যাজ্যি বস্তুস্থিত্যমারাং। অতঃ কালদেশপাত্র-বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তেরাবয়ো রমণমেবোচিতং স্যাং। হে রাধে যদি ত্বং তন্ন মন্যসে তদা গৃহং গচ্ছ বা ক্ষণং বিলম্বস্ব বা তথাপি চতুরাঃ যাঃ পদ্মাপ্রভৃতয়স্তাসাং বচনানামবসরো জাতএব স্যাৎ অতো যথার্থকলঙ্কাৎ মিথ্যাকলঙ্কো দুঃসহ ইতি বিবিচ্য যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতিধ্বন্যর্থঃ ॥ ২৫০ ॥

শ্রীকৃষ্ণসোদাসীন্যং বাক্যং শ্রুত্বা অন্তঃ খিন্নায়া ব্রজং প্রতি গচ্ছন্ত্যা রাধায়াঃ কৃষ্ণঃ পন্থানং রুরোধ তদা সা ব্যপদেশবাক্যেন তং যদাহ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি স্বামীতি। হে সুন্দর স্বামী মুগ্ধতরঃ একাকিন্যা মম বনাগমনেঽপি শঙ্কারহিতঃ ইদং বনং ঘনং নিবিড়ং অত্র সূর্য্যপ্রকাশো ন বিদ্যতে অহং বালা নববয়স্কা তত্রাপ্যেকাকিনী তত্রাপি তমালস্য কৃষ্ণচ্ছায়য়া জনিতা তমঃসন্ততিরন্ধ-

---

করিয়াছি, অতএব হে রাধে! তুমি গমন কর, যদি তুমি এখানে ক্ষণকাল বিলম্ব কর, তাহা হইলে স্পষ্টই চতুর সখীগণের বচন সকলের অবকাশ হইবে ॥ ২৫০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৩ ॥

তদ্বিষয়ে শ্রীরাধার বাক্য ॥

স্বামী অতিশয় মুগ্ধ, এই বন নিবিড়, আমি বালা, তাহাতে আবার একাকিনী, অধিকন্তু তমালের মলিন ছায়ার অন্ধকারসকল পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছি, অতএব হে সুন্দর! হে

তন্মে সুন্দর কৃষ্ণ মুঞ্চ সহসা বর্ত্মেতি রাধাগিরঃ
শ্রুত্বা ত্বাং পরিরভ্য মন্মথকলাসক্তো হরিঃ পাতু বঃ ॥২৫১॥

কস্যচিৎ॥ ৪ ॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

যস্যাঃ প্রেমভরাক্রান্তঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥ যথা।

কারসমূহঃ ক্ষৌণীং ভূমিমাবৃণুতে নিকটস্থস্যাপি বস্তুনো দৃষ্টাভাবাৎ অতো, হে কৃষ্ণ কর্ম্মণাপি মলিন সাধ্বা মম বর্ত্ম পন্থানং সহসা অবিলম্বেন মুঞ্চ অহং ব্রজং যামীতি। শ্লেষেতু হে চিত্তাকর্ষক কপটমার্গং মুঞ্চ স্বাভীষ্টসিদ্ধিং সাধয়েতি রাধায়াঃ সাকূতানি বাক্যানি শ্রুত্বা তাং পরিরভ্যালিঙ্গ্য মন্মথকলাসু সুরত-ব্যাপারকৌতুকেষু আসক্তঃ সন্ বো যুষ্মান্ পায়াৎ। স কথম্ভূতো হরিঃ রাধায়াঃ সর্ব্বদুঃখহরণশীলঃ ॥ ২৫১ ॥

শ্রীরাধায়া মানকারণমেতদন্যাভিঃ সহ বিহারেণ প্রাণপ্রিয়তমমস্য নিজসঙ্গ-সদৃশসুখাভাবমননং যতঃ মানস্য স্নেহগর্ভপ্রণয়পরিণামত্বাৎ পরমরসজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু কার্য্যানুমানেন তন্মানস্য তদ্ধেতুত্বাৎ বিভাব্য তস্যাধীনো ভবতীতি যুজ্যতে। অতস্তস্যাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থাং দর্শয়িতুমাহাথ স্বাধীনভর্ত্তৃকেতি।

কৃষ্ণ! শীঘ্র আমার পথ পরিত্যাগ কর, শ্রীরাধার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যে কন্দর্প-বিলাসাসক্ত হরি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৫১ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৪ ॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

যাহার প্রেমভরে আক্রান্ত হইয়া প্রিয়ব্যক্তি পার্শ্ব পরি-ত্যাগ করেন না, সেই বিচিত্র বিলাসাসক্তা কামিনীর নাম স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥ যথা।

মকরীবিরচনভঙ্গা রাধাকুচকলসমর্দ্দনব্যসনী।
ঋজুমপি রেখাং লুম্পন্ বল্লববেশো হরির্জয়তি ॥ ২৫২ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

ক্রীড়ানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নায়িতং ॥

এতে লক্ষ্মণজানকীবিরহিণং মাং খেদয়ত্যম্বুদাঃ
মর্ম্মাণীব চ ঘট্টয়ন্ত্যলমমী ক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ।

স্বজ্ঞা অধীনঃ সর্ব্বতো বশীভূতো ভর্ত্তা যস্যাঃ সা। তল্লক্ষণং। যথা স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা। সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃদিতি। কস্যচিৎ পদ্যেন তাং সঙ্ক্ষেপতো দর্শয়তি মকরীতি। সম্ভোগানন্তরং বক্ষস্থলে মকার্য্যা বিরচনে ভঙ্গ্যাচ্ছলেন রাধায়াঃ কুচকলসয়োর্মর্দ্দনে ব্যসনং বিশেষেণ যদসনং গ্রহ আগ্রহ অস গতিকান্তিপ্রযত্নেষ্বিতি ধাতোঃ। তদ্বিশিষ্টস্তত্র স লালস ইত্যর্থঃ। স হরিঃ ঋজুমবক্রামপি রেখাং বক্রাভূদিত্যুক্ত্বা তাং লুম্পন্ জয়তীত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ বল্লবং গোপজাতিং বিশতি নিত্যতয়া প্রবিশত ইতি গোপাত্মজ ইত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

রাধাং সজ্জয়িত্বা পুনঃ কামবিশিষ্টো বিজহার। তদনন্তরং তয়া সহ কৃতশয়ানস্য কৃষ্ণস্য স্বপ্নায়িতং জাতং তৎপ্রভাবস্য পদ্যেন বিবৃণোতি এতে ইতি। হে লক্ষ্মণ এতে অম্বুদা নবমেঘা জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্তি। অমী ক্রূরা

মকরীরচনা ভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধার কুচকলস মর্দ্দনে কাতর হইয়া যিনি সরল রেখাও লোপ করিয়াছিলেন, সেই বল্লব বেশ অর্থাৎ গোপরূপী হরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২৫২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

ক্রীড়ার পর শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন ॥

হে লক্ষ্মণ! আমি যৎকালে জানকীবিরহে অভিভূত ছিলাম সেই সময় এই সকল জলধর আমাকে খেদান্বিত

ইত্থং ব্যাহৃতপূর্ব্বজন্মবিরহো যো রাধয়া বীক্ষিতঃ
সের্ষং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ ॥ ২৫৩ ॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

নীচৈর্য্যাসাদথ চরণয়োর্নূপুরে মূকয়ন্তি

দুঃসহাঃ কদম্বানিলা মম কর্ম্মাণি মর্ম্মস্থানানি অলমতিশয়ং ঘট্টয়ন্তি বিলোড়য়ন্তীব। ইত্থং প্রকারেণ ব্যাহৃতঃ কথিতঃ পূর্ব্বজন্মনো বিরহো যেন স বো যুষ্মান্ সুখয়তু। স কথম্ভূতস্তৎ শ্রুতবত্যা রাধয়া নিত্যগোপজাতিরয়ং মানবো মৎ প্রাণনাথো মাং বঞ্চয়িত্বা কথং জানক্যামাসক্ত ইতি শঙ্কয়া তত্রাপি সের্ষং জানকী লক্ষ্মীস্তস্যাং স্বপ্নেনাপ্যাসক্তিকথনং অমঙ্গলায় ভবতীতি তস্যাসহনং যথা স্যাত্তথা বীক্ষিতঃ। অত্রায়ং ভাবঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরামতারূপৈশ্বর্য্যপ্রকাশনেনাস্যাভাষঃ। সঙ্কোচো ভবেন্ন বেতি পরীক্ষাকারিণা লীলাশক্ত্যা খলু তাদৃক্ স্বপ্নঃ প্রকাশিতঃ, কিন্তু মাধুর্য্যময্যাং তস্যাং সমুদ্রে সূর্য্যকান্তমণিরিবাচ্ছাদিতো বভূবেতি ॥ ২৫৩ ॥

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতায়াঃ রাধায়াঃ সহর্ষবিলাসবিশেষং দর্শয়তি অথ বংশীচৌর্য্যমিতি। তবেয়ং বংশী মম কুলাদিকং সর্ব্বং নাশয়ামাসাত ইমাং হৃত্বা যমুনাজলে নিক্ষিপামীতি রাধায়া বাগ্‌ভয়াৎ বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য বিহারালসোন

করিয়াছিল, এই ক্রূর কদম্বসম্বন্ধীয় বায়ুসকল আমার মর্ম্মভেদ করিয়াছিল, স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ পূর্ব্ব-জন্মের বিরহ কথা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা শঙ্কিত হইয়া ঈর্ষার সহিত যাঁহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন সেই স্বপ্নায়মান হরি তোমাদিগকে আনন্দিত করুন ॥ ২৫৩ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ২ ॥

অথ বংশীচৌর্য্য ॥

শ্রীরাধা ধীরে ধীরে পদদ্বয় নিক্ষেপপূর্ব্বক নূপুরকে মূক

ধৃত্বা ধৃত্বা কনকবলয়ানুৎক্ষিপন্তী ভুজান্তে।
মুদ্রামঙ্কোশ্চকিতচকিতং শশ্বদালোকয়ন্তী
স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমঙ্কতো মাধবস্য ॥ ২৫৪ ॥

দৈত্যারিপণ্ডিতস্য ॥ ৩ ॥

তাং প্রতি রাধাবাক্যং ॥

অচ্ছিদ্রমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু

নিদ্রাং প্রাপ শ্রীরাধাতু অবসরং প্রাপ্য মাধবস্যাঙ্কাৎ ক্রোড়াৎ মুরলীং জহারেতি দৈত্যারিপণ্ডিতস্য পদ্যেন লিখতি নীচৈরিতি। হরতীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তু কাব্যকর্ত্তুর্ভাবনয়া সাক্ষাৎ প্রতীতেঃ। হরণপ্রকারং বিষদয়তি। চরণয়োর্নীচৈর্মন্দং যথা স্যাত্তথা নিক্ষেপে কৃতে সতি শব্দভয়ান্নূপুরে মূকয়ন্তী শব্দরাহিত্যং কুর্ব্বন্তী তথা করস্থকনকবলয়ানি শব্দং কুর্ব্বতীতি বিভাব্য তান্যেকৈকং ধৃত্বা ধৃত্বা উৎ ঊর্দ্ধং যথা স্যাত্তথা ভুজান্তে বাহুমূলে ক্ষিপন্তী তথা কৃষ্ণস্যাঙ্কোমুদ্রাময়ং নিদ্রাতি ন বেতি তয়োর্নিমেষণোন্মেষণপরিপাটী চকিতাদপি চকিতং যথা স্যাত্তথা শশ্বন্নিরন্তরমালোকয়ন্তী সত্যং নিদ্রাগোঽয়মিতি দৃষ্ট্বা নির্দ্ধারয়ন্তী স্মিত্বা স্মিত্বেতি হরতীতি ॥ ২৫৪ ॥

তাং হস্তয়োঃ কৃত্বা তাং প্রতি যদাহ তদ্গোবিন্দমিশ্রাণাং পদ্যেন লিখতি অচ্ছিদ্রমিতি। হে সখি কৃষ্ণপ্রিয়ে মুরলি যদ্যসরে মে মম করুণাং করোষি,

---

করিয়া স্বর্ণবলয়সকলকে ধারণ করিয়া ধারণ করিয়া হস্তের ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ নিরন্তর চকিতভাবে অবলোকন করিতে করিতে সহাস্যে মাধবের ক্রোড় হইতে মুরলীহরণ করিতেছেন ॥ ২৫৪ ॥

এই শ্লোক দৈত্যারিপণ্ডিতের ॥ ৩ ॥

মুরলীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ॥

হে মুরলি! তোমার অচ্ছিদ্র হউক, তোমার হৃদয় পরি-

মৌখর্য্যমস্তু মিতমস্তু গুরুত্বমস্তু।
কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি দিশামি সদাশিষস্তে
যদ্বাসরে মুরলি মে করুণাং করোষি ॥ ২৫৫ ॥

শ্রীগোবিন্দমিশ্রাণাং ॥ ৪ ॥

শূন্যং ত্বং হৃদয়ে সলাঘবমিদং শুষ্কত্বমঙ্গেষু মে
মৌখর্য্যং ব্রজনাথ নাম কথনে দত্তং ভবত্যা নিজং।

স্বরবেণ মাং নাকর্ষসি তদ্দিনে সদাশিষস্তব সম্বন্ধে দিশামি দদামীত্যর্থঃ। আশিষো বিষদয়তি। তে অচ্ছিদ্রং দোষরাহিত্যমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখামৃতেন মৌখর্য্যং মুখরতা মিতং পরিমিতীভাবোঽস্তু ত্বৎসদৃশী নান্যা ভবত্বিত্যর্থঃ। গুরুত্বং কৃষ্ণাদরণীয়ত্বেন পূজ্যত্বমস্তু শ্লেষেণ তব বৈপরীত্যা-চরণে আশিষোঽপি বিপরীতা ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৫৫ ॥

পুনশ্চ তস্যাং তস্যাঃ সলালসাক্ষেপং তেষাং পদ্যে দর্শয়তি শূন্যেতি। ভবত্যা নিজং শূন্যত্বং মম হৃদয়ে দত্তং তথা নিজং সলাঘবং শুষ্কত্বমিদং মমাঙ্গেষু দত্তং ব্রজনাথস্য কৃষ্ণস্য নাম কথনে বিষয়ে নিজং মৌখর্য্যং মম দত্তং হে মুরলি এবং নিজং সর্ব্বস্বং মহ্যং ভবত্যা স্নেহেন দত্তং তত্তস্মাৎ পরকীয়ং গোবিন্দবক্ত্রসারং

পূর্ণ হউক, তোমার মুখরতা পরিমিত হউক, তোমার গুরুত্ব হউক, হে কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি! তোমাকে আমি সর্ব্বদা এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি যেন দিবসে আমাকে দয়া করিও ॥ ২৫৫ ॥

এই শ্লোক গোবিন্দমিশ্রের ॥ ৪ ॥

তোমার হৃদয় যেমন শূন্য, তদ্রূপ আমারও হৃদয় লঘুতার সহিত শূন্য, তোমার অঙ্গ যেমন শুষ্ক, তদ্রূপ আমারও অঙ্গ শুষ্ক এবং তুমি যেমন ব্রজনাথের নামকথনে মুখরতা প্রকাশ কর, তদ্রূপ আপনার মুখরতা আমাকে প্রদান করি-

তৎ কিং নো মুরলি প্রযচ্ছসি পুনর্গোবিন্দবক্ত্রাসবং
যং পীত্বা ভুবনং বশে বিদধতী নির্লজ্জমুদ্গায়সি ॥ ২৫৬ ॥

তেষামেব ॥ ৫ ॥

অথ সায়ং হরের্ব্রজাগমনং ॥

মন্দ্রক্বাণিতবেণুরন্ধ্রি শিথিলে ব্যাবর্ত্তয়ন্ গোকুলং
বর্হাপীড়কমুত্তমাঙ্গরচিতং গোধূলিধূম্রং দধৎ।

কিং নো প্রযচ্ছসি ন দদাসি পরকীয়ে ধনে এতৎ কার্পণ্যং মহদনুচিতং। নন্থ ভোঃ সখি দানং দাত্রিচ্ছয়া স্যাদিতি চেৎ সত্যং ন তৎ প্রযচ্ছ, কিন্তু ভবতীয়ং বক্ত্রাসবং পীত্বা ভুবনং কিমুত মাং বশে বিদধতী লক্ষণার্থে শতৃ বিধাতুমিত্যর্থঃ। নির্লজ্জং পরমপুরুষমুখাসবপানে লজ্জাশূন্যং যথা স্যাত্তথা উৎ উচ্চং গায়সি ত্বং ধন্যাসীত্যাক্ষেপঃ ॥ ২৫৬ ॥

এবং মধুররসাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণস্য বনবিহারং বর্ণয়িত্বা সায়ং ব্রজাগমনং বক্তুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র কস্যচিৎ পদ্যেন তৎপ্রকারং বর্ণয়তি মন্দ্রেতি। অহ্নি দিবসে শিথিলে অথাদপরাহ্ণে গোসমূহানামাহ্বনার্থং। মন্দ্রস্তু গম্ভীরে ইত্যমরাৎ। মন্দ্রং গভীরং যথা স্যাত্তথা মন্ত্রতন্ত্রশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধস্তরদাকর্ষণং যথা স্যাদেবং ক্বণিতো বাদিতো বেণুর্যেন সঃ। কেশবো গোকুলং গোসমূহং তত্তন্নামভির্ব্যাবর্ত্তয়ন্ ব্রজাভিমুখং কুর্ব্বন্ সন্ বো যুষ্মাকং শ্রেয়াংসি পঞ্চমপুরুষার্থান্

যাছ, তবে কেন হে মুরলি! আমাকে গোবিন্দের বদনসুধা প্রদান করিতেছ না, যাহা পান করিয়া তুমি জগৎকে বশীভূত করতঃ নির্লজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছ ॥ ২৫৬ ॥

এই শ্লোকও গোবিন্দমিশ্রের ॥ ৫ ॥

অথ সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন ॥

দিবা অবসান হইলে, বেণুর গভীর ধ্বনিদ্বারা গোসকলকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মস্তকে বিরচিত গোধূলিতে ধূম্রবর্ণ

ম্লায়ন্ত্যা বনমালয়া পরিগতঃ শ্রান্তোঽপি রম্যাকৃতি-
র্গোপস্ত্রীনয়নোৎসবো বিতরতু শ্রেয়াংসি বঃ কেশবঃ ॥২৫৭

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

তত্র কস্যাশ্চিদুক্তিঃ ॥

দৃষ্ট্যা কেশব গোপরাগহৃতয়া কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ময়া।

প্রেমভক্তীবিতরতু। তদানীং স কিম্ভূতঃ। উত্তমাঙ্গে শিরসি রচিতং চূড়ারূপেণ কল্পিতং যথা স্যাত্তথা বর্হাপীড়কং ময়ূরপিচ্ছরূপভূষণং দধৎ। তৎ কিম্ভূতং। গবাং পদধূলিভির্ধূম্রং ধূসরং। স পুনঃ কিম্ভূতঃ। ম্লায়ন্ত্যা ম্লানতাং প্রাপ্তয়া বনমালয়া উপলক্ষিতঃ পরিগতঃ পরিপ্রাপ্তঃ শ্রান্তং শ্রান্তির্যেন তথাভূতোঽপি রম্যাকৃতিঃ সুন্দরমূর্ত্তিরতএব গোপস্ত্রীণাং নয়নোৎসবঃ ॥ ২৫৭ ॥

তত্র সময়ে ব্রজনিকটপ্রাপ্তং তত্রাপি বিমার্গগতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ ধেনোর্বাবর্ত্তনায় নিভৃতং গচ্ছন্তং কৃষ্ণং প্রতি কাচিং গোপী তৎস্পর্শাশয়া সবিনয়ং যদাহ কস্যচিৎ পরেণ তত্তদর্শয়তি দৃষ্টৌতি। হে কেশব দৃষ্টেরবাধায়ৈ কেশান্ বয়তে বধ্নাতীতি হে তথাভূত গোপরাগহৃতয়া গবাং খুরধূলিভিরাচ্ছন্নয়া হেতুভূতয়া দৃষ্ট্যা চক্ষুষা ময়া ন কিঞ্চিদ্দৃষ্টং তেন হেতুনা স্খলিতা উচ্চস্থানাৎ পতিতাস্মি। হে নাথ স্বাভীষ্টদানেন পালক কিন্নাম মাং নালম্বসে নোত্থাপয়সি।

ময়ূরপিচ্ছের চূড়া ধারণপূর্ব্বক ম্লান বনমালাসহকারে পরিশ্রান্ত হইয়াও যিনি মনোহর আকৃতিদ্বারা গোপস্ত্রীদিগের নয়নোৎসব হইয়াছেন, সেই কেশব তোমাদিগকে বহু বহু কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ২৫৭ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

ঐ স্থলে কোন গোপীর উক্তি ॥

হে কেশব! গোধূলিদ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়াতে আমি

তেনাদ্য স্খলিতাস্মি নাথ পতিতাং কিং নাম নালম্বসে।
একস্ত্বং বিষমেষু খিন্নমনসাং সর্ব্বাবলানাং গতি-
র্গোপ্যেবং গদিতঃ সপেশমবতাদ্গোষ্ঠে হরির্বশ্চিরং ॥২৫৮॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

নাভিদেশবিনিবেশিত-বেণুর্ধেনুপুচ্ছনিহিতৈক-করাব্জঃ।

নমু ভোঃ রমণীয়ে পরস্ত্রিয়ং ত্বাং কথং স্পৃশামি তত্রাহ একস্ত্বমিতি। রূপাদিনা কন্দর্পদর্পহরণাৎ স ত্বাং রতিরণবীরং মত্বা বিষমেষুঃ কন্দর্পস্ত্বাং পরাজেতুং তত্রোৎসাহরহিতান্যস্মান্ ন্যযোজয়ৎ তৎ কর্ত্তুমসমর্থাভিরবলাভিস্তদাজ্ঞা-লঙ্ঘনে কৃতে সতি স ক্রুদ্ধঃ সন্ সদ্যঃপঞ্চবাণৈর্মনসি বিধ্যতি, তেন খিন্নমনসাং সর্ব্বাবলানাং ত্বমেকো গতির্ভবসি। বয়ন্তু ত্বাং জেতুং নেষ্যামঃ, কিন্তু ভবতো রতিরণশিক্ষাং করিষ্যামস্ত্বং দৃষ্ট্বা স লজ্জিতো ভবন্নতস্ত্বং শিক্ষয়েতি যথান্যাঃ স্বীয়ত্বেন মন্যসে তথৈব মাং মন্যস্ব অহন্তু ত্বাং পরমপ্রেষ্ঠতমং নতু পরপুরুষং ন মন্য ইতি ভাবঃ। এবং কয়াচিদ্দক্ষিণপ্রখরয়া গোপ্যা সপেশং সাবয়বং সম্পূর্ণং যথা স্যাত্তথৈবং গদিতঃ কথিতো হরির্বো যুষ্মান্ চিরমবতাৎ কামবিড়ম্ব-নাৎ রক্ষতু। স কথম্ভূতঃ গোষু পালকতয়া তিষ্ঠতীতি সঃ ॥ ২৫৮ ॥

ব্রজপ্রবেশে তস্য শোভাবৈশিষ্ট্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি নাভীতি।

কিছু দেখিতে পাই নাই, একারণ আজ স্খলিত হইয়াছি, হে নাথ! তুমি পতিত ব্যক্তিকে কি আশ্রয় প্রদান করিবা না? দুর্গমসকলে আতুরচিত্ত অবলাগণের একমাত্র তুমিই আশ্রয়, গোষ্ঠমধ্যে গোপী এইরূপ যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সেই হরি চিরকাল তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৫৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ২ ॥

নাভিদেশে বেণু নিবেশিত করিয়া ধেনুর পুচ্ছে এক হস্ত

অন্যপাণিপরিমণ্ডিতদণ্ডঃ পুণ্ডরীকনয়নো ব্রজমাপ ॥২৫৯॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

তত্রৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সৌভাগ্যং ॥

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।

পুণ্ডরীকনয়নঃ কৃষ্ণো ব্রজমাপ প্রাপ্তবানিত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ নাভিদেশে বৈশিষ্ট্যেন বামে তির্য্যক্তয়া নিবেশিতো বেণুর্যেন সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ কস্যাশ্চিদ্ধেনোঃ পুচ্ছে নিহিতমেকমর্থাদ্দামং করাব্জং যেন সঃ। তথা অন্যপাণিনা দক্ষিণহস্তেন পরিমণ্ডিতো ভূষিতো দণ্ডো যস্য সঃ ॥ ২৫৯ ॥

পথিমধ্য এব চান্যাপেক্ষয়া রাধায়াঃ সৌভাগ্যং উমাপতিধরস্য পরেণ দর্শয়তি ভ্রূবল্লীতি। এবম্ভূতস্য কংসদ্বিষঃ কৃষ্ণস্য দৃষ্টয়ো রাধানয়নে সাতঙ্কানুনয়ং মমান্যাসাং প্রত্যাবলোকনমিয়ং জ্ঞাতবতীতি শঙ্কয়া সহ বর্ত্তমানোঽনুনয়ো যত্র পতন্ ক্রিয়ায়াং তদ্বথা স্যাত্তথা পতিতা দৃষ্টয়ো ভবন্তি রাধাসৌভাগ্যং প্রকটনেন বর্ত্তন্তে ইত্যন্বয়ঃ। বহুত্বন্তু তাদৃক্ তদুপাবলোকনং। কথম্ভূতস্য। অধ্বনি পথি কয়া গোপ্যা ভ্রূবল্ল্যা বলনৈশ্চালনৈঃ সম্ভাবিতস্য, হে প্রাণনাথ বলাৎ সুখেনাগমনং জাতমিতি রমিতস্য। এবং সর্ব্বত্র। পুনঃ কথম্ভূতস্য। কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ সাদরাবলোকৈঃ কয়াপি স্মিতজ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈরীষদ্ধাস্যপ্রকাশনৈ-

---

সমর্পণপূর্ব্বক অন্যহস্তে দণ্ডধারন করতঃ পুণ্ডরীকনয়ন ব্রজমধ্যে আগমন করিলেন ॥ ২৫৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৩ ॥

ঐ স্থানেই শ্রীরাধার সৌভাগ্য ॥

কোন গোপীকর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গী চালনদ্বারা, কোন গোপীকর্ত্তৃক বিকসিতনয়নদ্বারা, কোন গোপীকর্ত্তৃক হাস্যজ্যোৎস্না প্রকাশদ্বারা এবং কোন গোপীকর্ত্তৃক গোপনে পথিমধ্যে

গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেল-ললিত-শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥ ২৬০ ॥
উমাপতিধরস্য ॥ ৪ ॥

তির্য্যক্ কন্ধরমংসদেশমিলিত-শ্রোত্রাবতংসং স্ফুর-
দ্বর্হোত্তম্ভিত-কেশপাশমনৃজু ভ্রূবল্লরীবিভ্রমং।

রিতি। রাধাননে কথম্ভূতে। গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেল-ললিত-শ্রীভাজি। অবহেলো অবহেলনং তচ্চাত্র এতাঃ কিং মৎপ্রিয়তমস্য প্রেমাণং জানন্তি যেনৈনং বশী-কর্ত্তুমিচ্ছন্তীতি গর্ব্বস্যোদ্ভেদো যস্মাদেবম্ভূততয়া যোঽবহেলস্তেন ললিতাং সর্ব্বেষামপি মনোহরাং শ্রিয়ং শোভাং ভজতীতি তাদৃশে। কর্ত্তরি ক্বিবত্র জ্ঞেয়া। কংসদ্বিষ ইতি কংসস্যাপি ভয়ং যস্মাত্তাদৃশস্যাপি রাধায়া ভয়মহো এতস্যাঃ সৌভাগ্যমিতি ॥ ২৬০ ॥

তত্র লক্ষ্মণসেনস্য পদ্যেন তদেব শোভাবৈশিষ্ট্যং পুনর্দর্শয়তি অংসেতি। গোকুলপতের্ধেনুসমূহপালকস্য বক্ত্রাম্বুজং বো যূয়ান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ। তৎ কথ-ম্ভূতং। সাকূতং সানুরাগং যথা স্যাত্তথা রাধাননে ন্যস্তা বিন্যস্তা আ ঈষন্মীলিতা কটাক্ষদৃষ্টির্যেন তাদৃশং পুনঃ কিম্ভূতং রাধাননদর্শনার্থমেব তির্য্যক্ বামে বক্রা কন্ধরা গ্রীবা যত্র তৎ। তথা অংশদেশে মিলিতঃ শ্রোত্রস্য কর্ণস্যাবতংসঃ কুণ্ডলং যত্র তৎ। তথা স্ফুরৎ শোভনতয়া দীব্যৎ বর্হং ময়ূরপিচ্ছং যত্র উত্তম্ভিত ঊর্দ্ধে

আদৃত হইয়াও গর্ব্বে উদ্ভিন্ন ও অবহেলায় মনোহর শোভা-বিশিষ্ট শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, তাহার জয় হউক ॥ ২৬০ ॥

এই শ্লোক উমাপতিধরের ॥ ৪ ॥

যাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশে কর্ণভূষণ পতিত হইয়াছে, যাঁহার কেশপাশ স্ফুরিত ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, যাঁহার বক্র ভ্রূলতা শোভাসম্পন্ন, যাঁহার অধরপুট শব্দায়মান

গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধাননং-
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোকুলপতের্বক্ত্রাম্বুজং পাতু বঃ ॥ ২৬১॥

লক্ষ্মণসেনস্য ॥ ৫ ॥

অংসাসক্ত-কপোলবংশবদন-ব্যাসক্তবিম্বাধর-
দ্বন্দ্বোদীরিত-মন্দমন্দপবন-প্রারব্ধমুগ্ধধ্বনিঃ।
ঈষদ্বক্রিম-লোলহারনিকর-প্রত্যেক-রোকাননং-

ধৃতঃ কেশপাশো যত্র স্ফুরদ্বর্হঞ্চ তদুত্তম্ভিতকেশপাশং চেতি তৎ। তথা স্বাভাবিকায়া বক্রায়া ভ্রূবল্লর্য্যা ভ্রূলতায়া বিভ্রমো নর্ত্তনং যত্র তৎ। তথা প্রেমাবেশাৎ কৃষ্ণকর্ত্তৃকবাদনাভাবেন গুঞ্জন্ স্বয়মব্যক্তরম্যশব্দং কুর্ব্বন্ যো বেণুস্তত্রৈব সংস্কারেণ নিবেশিতে অধরপুটে যত্র তৎ নতু তদ্বাদনসমর্থং অহো রাধায়াঃ সৌভাগ্যং ॥ ২৬১ ॥

ততো রাধায়াঃ কটাক্ষেণ গৃহাভিগমনায়াভিমন্থিতস্য তস্য সানন্দেন বেণুবাদনমাধুর্য্যং নাথোকস্য পদোন দর্শয়ন্ প্রকরণমুপসংহরতি অংশেতি। রাধাধরো রাধায়া নিত্যসিদ্ধরমণত্বাৎ পাণ্ডিত্যভরঃ। স কথম্ভূতঃ। 'অংসে স্কন্ধে আসক্তং কপোলং যথা স্যাত্তথা বংশবদনে বেণুমুখে ব্যাসক্তো যৎ বিম্বাধরদ্বন্দ্বং তেনোদীরিত উদ্গতো যো মন্দমন্দপবনস্তেন প্রারব্ধো মুগ্ধো রম্যো ধ্বনির্যেন সঃ। অতএব ঈষদ্বক্রিমা লোলশ্চঞ্চলশ্চ হারাণাং নিকরঃ সমূহো

বেণুতে সন্নিবিষ্ট এবং যিনি অভিলাষসহকারে শ্রীরাধার মুখের প্রতি বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই গোকুলপতির মুখপদ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬১ ॥

এই শ্লোক লক্ষ্মণসেনের ॥ ৫ ॥

যাঁহার স্কন্ধদেশে গণ্ডস্থল আসক্ত, বংশের মুখে সংলগ্ন বিম্বাধরদ্বয় হইতে উচ্চারিত মন্দ মন্দ পবনবেগে মনোহর ধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহা ঈষৎ বক্র এবং চঞ্চল হারবিশিষ্ট ও

ন্যঞ্চচ্চঞ্চুদঞ্চদঙ্গুলিচয়স্ত্বাং পাতু রাধাধরঃ ॥ ২৬২ ॥

নাথোকস্য ॥ ৬ ॥

অথ গোদোহনং ॥

অঙ্গুষ্ঠাগ্রিমযন্ত্রিতাঙ্গুলিরসৌ পাদার্দ্ধনীরুদ্ধভূ-
রার্দ্রীকৃত্য পয়োধরাঞ্চলমলং সদ্যঃ পয়োবিন্দুভিঃ।

যস্য সঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ বেণোঃ প্রত্যেক রোকাননে প্রতিচ্ছিদ্রমুখে ন্যঞ্চন্ তথা চঞ্চন্ কদাচিৎ নীচৈর্গচ্ছন্ উদঞ্চন্ কদাচিদুচ্চৈর্গচ্ছন্ অঙ্গুলিচয়ো যস্য সঃ ॥ ২৬২ ॥

ততঃ স্বগৃহং প্রাপ্তঃ ভোজনাদি কৃত্বা কৃষ্ণো যদকরোত্তৎ দর্শয়তি গোদোহনমিতি। অথ তদ্দ্রষ্টুং সমাগতানাং গোপীনাং মধ্যে কাচিদ্গোপী রাধাং তদ্যথাদর্শয়ং তং শরদস্য পদ্যেন লিখতি অঙ্গুষ্ঠেতি। সখি হে রাধে দামোদরো ন্যঞ্চতো জানুদ্বয়স্য মধ্যে যন্ত্রিতা দৃঢ়তয়া ধৃতায়া ঘট্যা তস্যা বক্ত্রান্তরে মুখমধ্যে প্রস্খলন্তী অর্থাদুধসো বা ধারা তস্যা ধ্বানেন শব্দেন মনোহরং যথাস্যাত্তথা গাং দোগ্ধি পশ্য ইত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বা তত্রাহ। পুরোঽগ্রে পাদয়োরর্দ্ধেন নীরুদ্ধা ভূর্ভূমির্যেন সঃ। ততোঽঙ্গুষ্ঠস্যাগ্রিমা অগ্রেণ যন্ত্রিতা অন্যা

বক্রীকৃত অথচ যাহাতে ঊর্দ্ধোত্তোলিত অঙ্গুলিসমূহ, সেই শ্রীরাধার অধর তোমাকে রক্ষা করুক ॥ ২৬২ ॥

এই শ্লোক নাথোকের ॥ ৬ ॥

অথ গোদোহন ॥

সখি! বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রে অন্যাঙ্গুলি সংযত করিয়া পাদার্দ্ধদ্বারা ভূমি রুদ্ধ ও সদ্যঃ পতিত দুগ্ধবিন্দুদ্বারা গো-পয়োধরের অঞ্চলকে আর্দ্রীকৃত করিলেন, পরে নিম্নজানুদ্বয়ের মধ্যে সংযত ঘটীর মুখের অন্তরাল হইতে প্রস্খলিত দুগ্ধধারার

ন্যগ্‌জানুদ্বয়মধ্যযন্ত্রিতঘটী বক্ত্রান্তরালস্খল-
দ্ধারাধ্বানমনোহরং সখি পয়ো গাং দোগ্ধি দামোদরঃ ॥২৬৩

শরণস্য ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি চন্দ্রাবলীসখীবাক্যং ॥

শঠোঽন্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ।

অঙ্গুল্যো যেন সঃ। ততো দ্বিত্রৈর্দুগ্ধবিন্দুভিঃ পীনাঞ্চলং উধোঽগ্রভাগং আর্দ্রয়ন্ শ্লথয়ন্ সন্নিতি ॥ ২৬৩ ॥

অথ দিনান্তরে মমত্বাতিশয়ভাজ্বধুস্নেহবত্যা বাময়া রাধয়া সহ সন্ততবিহারিণং শ্রীকৃষ্ণং রহস্যে প্রাপ্য তদীয়ত্বাতিশয়ভাগ্‌ঘৃতস্নেহবত্যা দক্ষিণায়াশ্চন্দ্রাবল্যাঃ নায়ী সখী সের্ষ্যয়া যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি শঠেতি। হে শঠ অস্মাকং বঞ্চক যদ্যস্মাৎ অন্যস্যা রাধায়াঃ কাঞ্চীস্থস্বর্ণক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং রণিতং শব্দং সহসা হঠাদাকর্ণ্য সকৌতুকং শ্রুত্বা তামাশ্লিষ্যন্নেব প্রকর্ষেণ শিথিলা ভুজয়োর্গ্রন্থির্যস্যাঃ এবম্ভূতস্ত্বমভবঃ। তস্মাৎ অহমেতৎ তব শাঠ্যাগণনহেতুং ব্যাচক্ষে তবৈবাহং ত্বমেব মে প্রিয়তমেত্যাদি ঘৃতমধুময়ং তব বচো বাক্যং বিষং তুল্যরূপেণ মিলিতং ঘৃতমধু বিষং ভবতীতি লোকেঽপি

মনোহর শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল, এইরূপে দামোদর গোদুগ্ধ দোহন করিতেছেন, অবলোকন কর ॥ ২৬৩ ॥

এই শ্লোক শরণের ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলীর সখীর বাক্য ॥

হে শঠ! অন্যের কাঞ্চীমণির শব্দ শুনিয়া হঠাৎ যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াই তোমার ভুজগ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। অতএব কোথায় বলিব, তোমার এই ঘৃতমধুময় বহু বহু বাক্য-

তদেতৎ কাচক্ষে ঘৃতমধুময়-ত্বদ্বহুবচো
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি ॥ ২৬৪ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অথ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং ॥

সত্রাসার্ত্তি যশোদয়া প্রিয়গুণপ্রীতেক্ষণং রাধয়া
নগ্নৈর্বল্লবসূনুভিঃ সরভসং সম্ভাবিতাত্মোর্জিতৈঃ।

প্রসিদ্ধমস্তি। তেনাঘূর্ণন্তী বিষপানেনেবাস্থিরা সতী মে মম সখী চন্দ্রাবলী কিমপি ত্বদাচরিতং ন গণয়তি। ত্বন্তু যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতীর্ষ্যা। এতেনৈব চন্দ্রাবল্যা দক্ষিণনায়িকাত্বং ব্যজ্যতে ॥ ২৬৪ ॥

পরমান্নস্য ভোজনাবসানে ভোক্তুং যোগ্যত্বাৎ কেনচিৎ সলালসেন যথা মধ্যেপি কিঞ্চিদাস্বাদ্যতে তথৈব গ্রন্থকৃতা পৌগণ্ডলীলাবর্ণনোচিতগোবর্দ্ধন-ধারণমতিক্রম্য কৈশোরলীলা কিঞ্চনাসাদ্য ভোজনে সমীপানীতসর্ব্বরসাস্বাদনং যুজ্যতে তদিব সম্প্রতি তদ্দর্শয়তি অথেতি। তত্র শৌক্লোদকস্য পদ্যেন সপরিকরভাবপ্রকাশং ধারণং লিখতি সত্রেতি। বামে করপদ্মে সুষ্ঠুতয়া

রূপ বিষের দ্বারা আমার সখী ঘূর্ণমানা হইয়া কিছুই গণনা করিতেছেন না ॥ ২৬৪ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

অথ গোবর্দ্ধন-ধারণ ॥

ত্রাস ও পীড়ার সহিত যশোদা দেখিতে থাকিলে, শ্রীরাধা প্রিয়তমের গুণের প্রতি প্রীতনেত্র হইলে, উলঙ্গও শিশু গোপবালকগণ আত্মসামর্থ্য প্রকাশ করিতে লাগিলে এবং নন্দরাজ ভীত আনন্দিত বিস্মিত এবং নানা ভাবে পরিব্যাপ্ত

ভীতানন্দিত-বিস্মিতেন বিষমং নন্দেন চালোকিতঃ
পায়াদ্বঃ করপদ্মসুস্থিতমহাশৈলঃ সলীলো হরিঃ ॥ ২৬৫ ॥

শৌদ্ধোদকস্য ॥ ১ ॥

একেনৈব চিরায় কৃষ্ণ ভবতা গোবর্দ্ধনোঽয়ং ধৃতঃ

স্থিতো মহান্ শৈলঃ গোবর্দ্ধনাখ্যঃ পর্ব্বতো যস্য সঃ। তত্রাপি শ্রমাভাবসূচনার্থং কন্দুকক্রীড়াদিনৃত্যবেণুবাদনাদিভির্লীলাভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ স হরির্বো যুষ্মান্ পায়াৎ। স কথম্ভূতঃ সুকোমলাঙ্গো মদ্বালকঃ পর্ব্বতং ধৃতবান্ কিং ভবিতেতি ত্রাসার্ত্তিভ্যাং সহ বর্ত্তমানং যথা স্যাত্তথা মাত্রা আলোকিতঃ। এবং সর্ব্বত্র। পুনঃ কাদৃশঃ প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য গুণপ্রীত্যোর্বীক্ষণং দর্শনং যথা স্যাত্তথা রাধয়া। তথা নগ্নৈর্বস্ত্ররহিতৈর্বল্লবসূনুভিঃ সরভসং সানন্দং যথা স্যাত্তথা অবলোকিতঃ। তৈঃ কীদৃশৈঃ সম্ভাবিতং আত্মনি স্বস্মিন্ তদ্ধারণকর্ম্মণি উর্জ্জিতং বলং ধৈর্য্যমপাস্য ধারণাশক্তা ইত্যর্থঃ। পুনঃ স কথম্ভূতঃ নন্দেনচ বিষমং নানাভাবসঙ্কুলং যথা স্যাত্তথা তেন কীদৃশেন সপ্তবর্ষকোয়ং বালো মহাশৈলং ধরতি কিং বা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ততো ধৃতে শৈলে হর্ষঃ তদদ্ভু ঈশ্বরসাধ্যং কর্ম্মাণেন কথং কৃতমিতি বিস্ময়স্তত্তল্যুক্তেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৪

তেষাং গোপশিশূনাং কৃতাং [illegible] দর্শয়তি একেনৈবেতি। হে কৃষ্ণ একেনৈব নত্বন্যৎ সহায়েন ভবতা গোবর্দ্ধনশ্চিরায় চিরকালং ধৃতঃ অতঃ শ্রান্তোসি তস্মাৎ ক্ষণমাসস্ব সুখেনোপবিশ অমী সর্ব্বে বয়ং সাম্প্রতং শৈলং দধ্মহে ধারয়ামঃ। ইত্যুক্তা গোপনিবহে গোপশিশুগণে উল্লাসিতা-

---

হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলে যিনি লীলাসহকারে করপদ্মে মহাশৈলকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬৫ ॥

এই শ্লোক শৌদ্ধোদকের ॥ ১ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি একাকী বহুক্ষণ যাবৎ গোবর্দ্ধনধারণ

শ্রান্তোঽসি ক্ষণমাস্ব সাম্প্রতমগী সর্ব্বে বয়ং দধ্মহে।
ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি-গোপনিবহে কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্ছৈলভরার্দ্দিতে বিরুবতি স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥২৬৬॥

শরণস্য ॥ ২ ॥

খিন্নোঽসি মুঞ্চ শৈলং
বিভ্রমো বয়মিতি বদৎসু সিখিলভুজঃ।

তদ্ধারণে উদ্যমং প্রাপ্তা দোষো বাহবো যেন তাদৃশে সতি তদা কৃষ্ণস্য কিঞ্চিদ্ভুজাকুঞ্চনেন বাহুসঙ্কোচেন ন্যঞ্চন্নধোগামী ভবন্ যঃ শৈলস্তস্য ভরেণার্দ্দিতে পীড়িতে সতি বয়মসমর্থাঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ রক্ষেতি বিকিরতি বিশেষেণ শব্দং কুর্ব্বতিচ সতি স্মেরো মন্দহাস্যবিশিষ্টো হরির্বো যুষ্মান্ পাত্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬৬ ॥

তত্র কিঞ্চিদ্বয়োজ্যেষ্ঠা গোপবালা যদাহুস্তং সুবন্ধোঃ পদ্যেন দর্শয়তি খিন্নোঽসীতি। বয়স্য সখে হে কৃষ্ণ চিরং শৈলধারণে নূনং ত্বং খিন্নোঽসি অতঃ শৈলং মুঞ্চ এনং বয়ং ধারয়ামঃ তত্র সন্দেহং ন কুর্ব্বিতি, এবং বদৎসু গোপেষু সৎসু

করিয়া শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব ক্ষণকাল উপবেশন কর, সম্প্রতি আমরা সকলে ধারণ করিতেছি, এই বলিয়া গোপগণ উল্লাস-প্রকাশ করিতে থাকিলে, কিঞ্চিৎ বাহু সঙ্কুচিত করিয়া শৈল-ভার অর্পণ করায় বালকগণ পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলে, তদ্দর্শনে যিনি হাস্যবদন হইয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬৬ ॥

এই শ্লোক শরণের ॥ ২ ॥

তুমি কাতর হইয়াছ, পর্ব্বত পরিত্যাগ কর, আমরা ধারণ করিতেছি, গোপগণ এই কথা বলিলে, যিনি নিজভুজ কিঞ্চিৎ

ভরভুগ্ন বিতত-বাহুষু
গোপেষু হসন্ হরির্জয়তি ॥ ২৬৭ ॥

সুবন্ধোঃ ॥ ৩ ॥

দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরো ভব হরের্গোবর্দ্ধনং বিভ্রত-
স্ত্বয্যাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করভ্রস্তোঽস্য মা ভূদয়ং।

তেষাং বাহুষু গিরিবরস্যৈকদেশমারোপ্য স্বয়ং শিথিলা ভুজা যস্য এবম্ভূতা বভূব ততস্তস্য ভরেণ ভুগ্না বক্রীভূতাঃ সংরম্ভণে বিততা বিস্তৃতা বাহবো যেষাং তেষু তাদৃশেষু সৎসু হসন্নেব হরির্জয়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

তদা রাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরানুরাগাতুরং দৃষ্ট্বা কাশ্চিদ্রাধাসখ্যঃ তামুপশিক্ষয়ন্তীব যদকথয়ন্ তৎ শুভাঙ্কস্য পদ্যেন দর্শয়তি দূরমিতি। কৃশোদরি কিঞ্চিদ্ভারং হারমপি বোঢ়ুমসমর্থে, হে রাধে গোবর্দ্ধনং বিভ্রতো হরের্দৃষ্টিপথাৎ দূরাবস্থানং প্রাপ্য তিরোভব। নন্থ বহ্বীষু সতীষ্বপি ময়া কিমপরাদ্ধং যতো মামত্র স্থাতুং বারয়থ তত্রাহুঃ ত্বয়ি আসক্তনয়নস্যায়ং গোবর্দ্ধনঃ করভ্রস্তো হস্তকম্পনেন স্খলিতো মা ভূত্তথা সতি কা গতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। রাধায়া এব নিরোধ আশ্রয়ো যস্য তাদৃশমিত্যেবং ভূতং গোপীনাং জল্পিতং বাক্যং কলয়তঃ শৃণ্বতঃ কংসদ্বিষো নাসাদ্বয়তো নির্গতাঃ খেদসূচকাঃ শ্বাসা বো যুষ্মান্ পান্তু। তে কিম্ভূতাঃ শৈলস্য ভরেণ যঃ শ্রমস্তস্য ভ্রমং কুর্ব্বন্তি যান্ দৃষ্ট্বা তদাঙ্গানাং শ্রম-

---

শিথিল করায় ঐ গোপগণ ভারপীড়িত হইয়া হস্তসকল বিস্তার করিয়াছিল, সেই হাস্যবদন হরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২৬৭ ॥

এই শ্লোক সুবন্ধুর ॥ ৩ ॥

হে কৃশোদরি! তুমি গোবর্দ্ধনধারি হরির দৃষ্টিপথ হইতে দূরে যাও, যেহেতু এই হরি তোমাতেই নয়নদ্বয় নিক্ষেপ

গোপীনামিতি জল্পিতং কলয়তো রাধা নিরোধাশ্রয়ং
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কংসদ্বিষঃ পান্তু বঃ ॥ ২৬৮ ॥

শুভাঙ্গস্য ॥ ৪ ॥

অথ নৌক্রীড়া ॥

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহুতঃ।

ভ্রান্তিং তে জনয়ন্তি নতু তে বস্তুতঃ শ্রমজন্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬৮ ॥

অথ নবকৈশোরলীলাবর্ণনপ্রাপ্তাং সম্ভোগাত্মকুলাং নৌকাখেলাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথ নৌক্রীড়েতি। শ্রীকৃষ্ণো যমুনায়াং জলক্রীড়ার্থমেকাং যোগমায়িকনৌকাং রচয়িত্বা জলক্রীড়াং চকার কস্যাশ্চিৎ সখ্যা মুখাৎ রাধা তাং শ্রুত্বা তেন সহ তত্র ক্রীড়িতুকামা সখীবৃন্দৈঃ সহ তত্র জগাম। সখ্যস্ত ক্রীড়য়া আলস্যবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বিভাব্য যদাহুস্তং সঞ্জয়কবিশেখরস্ত পদ্যেন দর্শয়তি কুরু পারমিতি। ভোস্তরিপণ্যজীবিন্ শীঘ্রং যমুনায়াঃ পারং কুরু পরতটং প্রাপয়। ইতি এবং প্রকারেণ মুহুর্বারম্বারং গোপীভিরুৎকরৈরুদ্ধকরৈরাহুতোঽপি-তরিতটে নাবিকোপবেশস্থানে কপটেন শয়ালুঃ শয়নশীলঃ সন্ দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি। হরিরিতি তাভিঃ সহ তত্তদ্বিহরণকৃতিঃ জয়তীতি অপূর্ব্বলীলাং রচ-

---

করিয়া রহিয়াছেন, যেন অন্যাসক্ত হওয়ায় ইহাঁর হস্ত হইতে ঐ পর্ব্বত ভ্রষ্ট না হয়। গোপীদিগের এইরূপ রাধানিরোধ-সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শৈলভারশ্রমের ভ্রম-সূচক যে সকল নিশ্বাস নির্গত হয়, সেই সমুদায় নিশ্বাস তোমা-দিগকে রক্ষা করুক ॥ ২৬৮ ॥

এই শ্লোক শুভাঙ্গের ॥ ৪ ॥

অথ নৌকাক্রীড়া

যমুনা পার কর পার কর, এই বলিয়া গোপীগণ হস্ত উত্তো-

তরিতটকপটশয়ালুর্দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি ॥ ২৬৯ ॥

সঞ্জয়কবিশেখরস্য ॥ ১ ॥

উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণি মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে।

য়ন্ উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইতি ॥ ২৬৯ ॥

তত্র যদা রাধা স্বয়মাজুহাব তদা তস্য তয়া সহোক্তিপ্রত্যুক্তিমান্ যঃ সংলাপো জাতস্তং গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং দর্শয়তি উত্তিষ্ঠেতি। তরুণি হে নবযুবতি মে মম তরৌ নৌকায়াং আরাৎ শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ উপবিশ ছলং প্রাপ্য বক্রোক্তিপ্রতিভয়া পরিহাসার্থং রাধাহ তরোর্বৃক্ষস্যারোহণে কা মম শক্তির্ন কাপি। কৃষ্ণ আহ, হে মুগ্ধে মমাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে সাক্ষাৎ তরণিং নৌকামাখ্যামি কথয়ামি সাহ ইহ প্রসঙ্গে রবেঃ সূর্য্যাখ্যায়া নাম্না মম কা রতিরতস্তং কিমর্থং ভণসি। স আহ, নৌপ্রসঙ্গে ইয়ং বার্ত্তা বৃত্তান্তো জাতা নতু রবিপ্রসঙ্গে। স আহ, নন্থ যদি ভবতা বার্ত্তৈব বিশিষ্যতে তদা নৌ আবয়োঃ সঙ্গমার্থা বার্ত্তা কথমপি ন

লনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উচ্চরবে আহ্বান করিতে থাকিলে, যিনি নৌকার নিকট কপটনিদ্রিত হইয়া দ্বিগুণ আলস্য প্রকাশ করিলেন, সেই হরির জয় হউক ॥ ২৬৯ ॥

এই শ্লোক সঞ্জয়কবিশেখরের ॥ ১ ॥

হে তরুণি! শীঘ্র আমার তরিতে আরোহণ কর, শ্রীরাধা বিবেচনা করিলেন, তরুশব্দের সপ্তমীবিভক্তির একবচনে "তরৌ" হয়, এই অর্থ আশ্রয় করিয়া কহিলেন, তরুর আরোহণে আমার শক্তি কি? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মুগ্ধে! আমি তরি অর্থাৎ তরণি বলিয়াছি, শ্রীরাধা তরণিশব্দের নৌকার্থ পরিত্যাগ করিয়া তরণিশব্দের সূর্য্যার্থ গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন,

বার্ত্তেয়ং নৌ প্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্ত্তাপীতি স্মিতাস্যং জিতগিরমজিতং রাধয়া রাধয়ামি ॥২৭০॥

মুক্তা তরঙ্গনিবহেন পতঙ্গপুত্রী
নব্যাচ নৌরিতি বচস্তব তথ্যমেব।
শঙ্কানিদানমিদমেব মমাতিমাত্রং

ভবিতা ন ভবিষ্যতি ইতি প্রকারেণ রাধয়া জিতাগরং জিতা পরাজিতা গীঃ প্রত্যুত্তরং যস্য তং, ত্বং মম প্রেয়সী কথমেবং বাগ্মিনী ন ভবিতাসীত্যেতদ্ব্যাকৃচ্ছলেনৈব জিতং অতএব স্মিতাস্যং শ্রীকৃষ্ণং রাধয়ামি তত্তল্লীলাপ্রকটনায় সংসাধয়ামি ॥ ২৭০ ॥

উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণীত্যত্র তরণীত্যেকবচনসম্বুদ্ধিপদেন একৈব রাধা আহূতা সারেক্ষা নাব্যারোহণে জীতেবাভূং তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণো যদাহ তৎপ্রত্যুত্তরতয়া রাধাপি যদাহ তৎগ্রন্থকৃৎ স্বয়ং লিখতি মুক্তেতি। পতঙ্গস্য সূর্য্যস্য পুত্রী যমুনা তরঙ্গস্য নিবহেন সমূহেন মুক্তা রহিতেতি যত্তব বচঃ নব্যাচ নৌরিতিচ তত্তং সত্যমেব, কিন্তু হে মাধব মমাতিমাত্রমতিশয়ং শঙ্কানিদানমিদমেব কিং তত্তত্রাহ। যদ্যস্মাদিহ নৌকায়াং ত্বং নাবিকোঽসি। ননু প্রিয়ে ত্বয়া মাধবেত্যনন নৌচালনবিদ্যায়া অপি পতিরহমেবেত্যুক্তং। মাশব্দস্য বিদ্যা-

---

রবিতে আমার রতি হইবে কেন? পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি "নৌ" প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছি, শ্রীরাধা অস্মদ্‌শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বিবচনে "নৌ" আদেশ হয়, সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া কহিলেন, কোনক্রমে আমাদের দুই জনের সঙ্গম-নিমিত্ত বার্ত্তা হইতে পারে না, শ্রীরাধার এই কথায় হাস্য-বদন, বাক্যরহিত অজিত শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করি ॥২৭০॥২॥

শ্রীরাধা কহিলেন, যমুনার তরঙ্গ নাই এবং নৌকাও নূতন, তোমার এ বাক্য সত্য বটে, কিন্তু হে মাধব! আমার অতি-

ত্বং চঞ্চলো যদিহ মাধব নাবিকোঽসি ॥ ২৭১ ॥

সমাহর্ত্তুরিমৌ ॥ ৩ ॥

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ২৭২ ॥

জগদানন্দরায়স্য ॥ ৪ ॥

বাচিত্বাদপি তত্রাহ ত্বং চঞ্চলঃ চঞ্চলস্য কোঽপি গুণঃ শুভায় ন ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৭১ ॥

এবং পরিহাসকথোপকথনানন্তরং নৌকায়াং রাধায়ামারোপিতায়াং সত্যাং সা মায়াতরিঃ কিঞ্চিদ্দূরং গত্বা ভগ্নভাবং প্রকটীকৃতবতী তয়া চাতিভীতাং সখীমালক্ষ্য তস্যাঃ কাচিৎ সখী সকাকু যদবোচত্তৎ জগদানন্দরায়স্য পদ্যেন দর্শয়তি জীর্ণেতি। অনর্থহেতুঃ পারে ইতি শেষঃ। হে মাধবেতি নৌচালনবিদ্যায়াং ত্বং নিপুণঃ কর্ণধারো নাবিকোঽসীতি যদিদমেব পারে বিশ্বাসকারণং। অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ২৭২ ॥

শয় শঙ্কার কারণ এই যে, তুমি চঞ্চল এবং এই ঘাটে আবার নাবিক হইয়াছ ॥ ২৭১ ॥

এই দুই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৩ ॥

নৌকা জীর্ণ, নদীতে অতিগভীর জল এবং আমরাও বালিকা, সুতরাং এ সকলই অনর্থের কারণ, কিন্তু হে মাধব! কৃশোদরী গোপিকাদিগের নিস্তারের এই একমাত্র বীজ যে, সম্প্রতি তুমি কর্ণধার হইয়াছ ॥ ২৭২ ॥

এই শ্লোক জগদানন্দরায়ের ॥ ৪ ॥

অন্তসি তরণিসুতায়াস্তস্তিত-তরণিঃ স দেবকীসূনুঃ।
আতর-বিরহিত-গোপ্যাঃ কাতরমুখমীক্ষতে স্মেরঃ ॥২৭৩॥

সূর্য্যদাসস্য ॥ ৫ ॥

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।

তত্রাপি কৌশলেন তাং যথা সা বিড়ম্বয়ামাস তৎ সূর্য্যদাসস্য পদ্যেন দর্শয়তি অন্তসীতি। দেবকীসূনুর্যশোদানন্দনঃ তরণিসুতায়া যমুনায়া অন্তসি জলে স্তম্ভিতা নিশ্চলীকৃতা তরণিনৌকা যেন সঃ এবম্ভূতো বভূব তরণ্যং প্রার্থয়ামাসচ তৎ শ্রুতবত্যা জলমধ্যে আতরেণ তরণ্যেন বিরহিতায়া গোপ্যো রাধায়াস্তরণ্যদানাভাবেন কাতরং দীনং মুখং স্মেরঃ সন্ ঈক্ষতে পশ্যতীত্যন্বয়ঃ॥ ২৭৩ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণস্তাং ভীতাং বীক্ষ্য স্বয়মপি ভীত ইব সঙ্গতবাক্যমুবাচ হে প্রিয়ে তব গব্যভারেণ তরণিস্তম্ভিতাভূদত ইমং যমুনাজলে নিক্ষিপ ততস্তয়া তস্মিন্ কৃতেঽপি তীরে চলনাভাবাদাহ হারং নিক্ষিপ অপি শব্দাদনাভূষণঞ্চ তত্রাপি তদভাবাৎ স্তনয়োর্হুকূলং মুঞ্চেত্যুক্তয়া তয়া তথা কৃতেঽপি তীরে সঙ্গতিমনালোক্য রাধা ভীতা যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন লিখতি। বাচেতি। যদুবংশে জাতস্ত

দেবকীনন্দন যমুনার জলমধ্যে নৌকা স্থাপন করিয়া তরিপণ্য অর্থাৎ পারকরণের মূল্য প্রার্থনা করায়, যাঁহাদিগের তরিপণ্য নাই, সেই সকল গোপীর কাতরবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭৩ ॥

এই শ্লোক সূর্য্যদাসের ॥ ৫ ॥

হে যদুনন্দন! তোমার কথাক্রমে গব্যভার ও হারও আমি সহসা জলে নিক্ষেপ করিয়াছি, এই দুই স্তনদ্বয়েরও

দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরং ॥ ২৭৪ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

পয়ঃ পূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণাচ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।

নন্দস্য পুত্রত্বাং যদূন্ নন্দয়তীতি হে তথাভূত তবৈব বাচা গব্যভাবো ময়া বারিণি সহসা বিচারাভাবেন বিকীর্ণো নিক্ষিপ্তঃ, এবং হারাদিকঞ্চ তথা স্বপ্নেঽপ্যত্যাজ্যমপি কুচয়োরাবরকদুকূলঞ্চ তয়োরবিলম্বয়া অঙ্গুল্যা দর্শনং। এতৌ দৃষ্ট্বা ত্বরাতুরঃ সন্ শীঘ্রং তীরং প্রাপয়ন্ রমতীতি সুচনায় জ্ঞেয়ং। এবং ত্বদ্বাচা সর্ব্বমপি ময়া কৃতং তথাপি যমুনায়াঃ কূলমদূরং নিকটবর্ত্তি ন ভবতীতি শেষঃ ॥ ২৭৪ ॥

পরিহাসবিশারদঃ শ্রীকৃষ্ণো জলমধ্যেঽপি তয়া সহ রতিরণোদ্যমং চকার সাতু সখীনামগ্রে লজ্জিতা সতী মুহুর্ভর্ৎসনাং কৃতবতী সাতু পরমরসিকশেখরো মুহুঃ করতালাং তাং ন শুশ্রাব। তদাচ তৎসঙ্গেন বিপদ্ভয়শূন্যাপি বাহে বিহ্বলা সতী স্বসখীঃ প্রতি যদাহ তন্মনোহরস্য পদ্যেন বর্ণয়তি পয় ইতি। অত্র হে সখা ইত্যধ্যাহার্য্যং। পয়ঃপূরৈর্জলসমূহৈরেষা তরিঃ পূর্ণা সপদি তৎক্ষণাৎ পবনৈর্বায়ুভির্গতা প্রাপ্তা ঘূর্ণা যত্র সাচ গভীরে কালিন্দীপয়সি প্রবিশতি নিমগ্না ভবতি, তথাপি পরমকুতুকেন ময়া সহ রহসানর্ম্মণা আক্রান্তমবলীকৃতং হৃদয়ং ময়ানুসন্ধানকর্ত্তৃ চিত্তং যস্য স হরিনর্ম্মা সহ বিহ-

---

দুকূল দূরীকৃত করিয়াছি, তথাপি নৌকাখানী যমুনাতীরের নিকটবর্ত্তিনী হইল না ॥ ২৭৪ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৬ ॥

এই তরণি জলসমূহে পরিপূর্ণ ও বায়ুতে ঘূর্ণিত হইয়া গভীর কালিন্দী-জলে প্রবেশ করিতেছে, হায়! আমার একি

অহো মে দুর্দ্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো
হরির্বারম্বারং তদপি করতালিং রচয়তি ॥ ২৭৫ ॥

মনোহরস্য ॥ ৭ ॥

পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি ॥ ২৭৬ ॥

তস্যৈব ॥ ৮ ॥

রণশীলঃ তদপি মন্নিষেধেঽপি বারম্বারং করতালীং রচয়তীতি মে মমাহো আশ্চর্য্যং বাঙ্মনসোরগোচরং দুর্দ্দৈবং দৌর্ভাগ্যং ॥ ২৭৫ ॥

সখীগণং প্রতি তস্যাস্তাদৃশোক্তিং শ্রুত্বা কৃষ্ণো যদা বৈগুণ্যং পরিজহাস তদা তং প্রতি রাধা যদাহ তৎপুনস্তস্যৈব পদেন লিখতি পানীয়েতি। পানীয়ং জলং তে নির্দ্দয়ত্বেন নির্ভয়স্য তব চেদ্যদি কস্মাদপি ভাগ্যোদয়াৎ জীবামি, হে কৃষ্ণ কর্ম্মণাপি কুৎসিতঃ পুনরপি তদা জীবনাবস্থায়াং ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ ন দদামি কয়া সহ পরিহসিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৭৬ ॥

দুর্ঘটনা? তথাপি হরি হৃষ্টচিত্তে বারম্বার করতালি প্রদান করিতেছেন? ॥ ২৭৫ ॥

এই শ্লোক মনোহরের ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার হস্তদ্বয় আর জলসেচন করিতে পারিতেছে না, তথাপি তোমার পরিহাসবাক্য নিবৃত্ত হইল না, আমি যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে আর কখনও তোমার নৌকায় পাদ-নিক্ষেপ করিব না ॥ ২৭৬ ॥

এই শ্লোক মনোহরের ॥ ৮ ॥

ইদমুদ্দিশ্য বয়স্যাঃ স্বমীপ্সিতদৈবতং নমত।
যমুনৈব জানুদঘ্নী ভবতু নবা নাবিকোঽস্ত্বপরঃ ॥ ২৭৭ ॥

মুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য ॥ ৯ ॥

তরিরুত্তরলা সরিদগভীরা
তরলো নন্দসুতশ্চ কর্ণধারঃ।

পুনঃ স্বসখীগণং প্রতি রাধা বিনয়েন যদাহ তন্মুকুন্দভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন বর্ণয়তি ইদমিতি। বয়স্যা হে ললিতাদয় ইদং বক্ষ্যমাণমিষ্টমুদ্দিশ্য স্বাসাং সমাগীহিতং পূর্ণপূর্ব্বাভীষ্টদায়ি দৈবতং নমত প্রণামং কুরুত যেন স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিঃ স্যাৎ। ভোঃ সখি কিমুদ্দিশ্য দৈবতং প্রণমামঃ তত্রাহ। ইয়ং যমুনা জানু-দঘ্নী জানুপরিমিতজলৈব ভবতু তথা অপরঃ কৃষ্ণাদ্ভিন্নো নবানাবিকো বা অস্তু ভবদিতি। শ্লেষেণ অপরো নিকৃষ্টস্তত্রাপি নব্যশ্চ নিকৃষ্টজাতির্নবানাবিকো জন-রঞ্জনার্থং মান্যজনান্ তরণায় বিনাপি অক্লেশং পারয়তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২৭৭ ॥

পুনরপ্যাত্মনোঽক্ষমতাং প্রকাশয়ন্তী কাঞ্চিৎ সখীং প্রতি সকাকুবাক্যং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তরিরিতি। তরির্বায়ুনৈতচ্ছাঠ্যেনচ উচ্চৈ-শ্চঞ্চলা যমুনাচ স্বভাবেন গভীরা অগাধা কর্ণধারো নন্দসুতস্তরলশ্চঞ্চলঃ অহঞ্চ বালা অনেন দৌরাত্ম্যপ্রকটনেঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমা এতাশ্চত্বার এবানর্থহেতবঃ। তত্রাপি ভানুঃ সূর্য্যোঽস্তমুপৈতি উপগচ্ছতি নগরী ব্রজশ্চ

অহে সখীগণ! এই উদ্দেশে স্বীয়-ইষ্টদেবকে নমস্কার কর, যেন যমুনার জানুপরিমিত জল হয়, অথবা অন্য কোন নাবিক হউক ॥ ২৭৭ ॥

এই শ্লোক মুকুন্দভট্টাচার্য্যের ॥ ৯ ॥

নৌকা উত্তরলা অর্থাৎ এক দিকে টাল, নদী গভীর ও চঞ্চল, নন্দসুতও আবার কর্ণধার, আমি অবলা এবং ভানুও

অবলাহমুপৈতি ভানুরস্তং
সখি দূরে নগরীহ কিং করোমি ॥ ২৭৮ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১০ ॥

নাপেক্ষতে স্তুতিকথাং ন শৃণোতি কাকুং
শশ্বৎ কৃতং ন মনুতে প্রণিপাতজাতং।
হা কিং বিধেয়মধুনা সখি নন্দসূনু-

দূরে তদীয়জনা মমৈতদ্দুরবস্থাং দৃষ্ট্বা কথং বা মুঞ্চেয়ুরতঃ, হে সখি ইহ সঙ্কটে অহং কিং করোমি কথয় যদ্যাজ্ঞাং দেহি তদৈতচ্ছঠস্যাভীষ্টং পূরয়িত্বা প্রাণ-লজ্জাদিকং রক্ষিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ২৭৮ ॥

হে রাধে স্তবাদিনাসা সন্তোষং কুরু তথা সতি শীঘ্রং পারং নেষ্যতি তৎ শ্রুত্বা সা তাং যদাহ তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং বর্ণয়তি নাপেক্ষত ইতি। হে সখি অয়ং নন্দসূনুঃ স্তুতিকথাং ন অপেক্ষতে নাদ্রিয়তে তথা কাতর্য্যেণ শশ্বন্নিরন্তরকৃতাং কাকুং, বিনয়বাক্যং ন শৃণোতি ন কেবলং ময়া বাচিকং কর্ম্ম কৃতং কিন্তু কায়িকং প্রণিপাতজাতং প্রণামবৃন্দমপি তথাপ্যয়ং তত্তং ন মনুতে অথচ তরলোঽয়ং যমুনায়া মধ্যে তরঙ্গিণি তরিং নৌকাং ধুনোতি মদ্ভয়জননার্থং কম্পয়তি হেতি খেদে, হে সখি অধুনা ময়া কিং বিধেয়ং কিং কর্ত্তব্যং তৎ কথয়।

অস্তাচলে যাইতেছেন, হে সখি! নগরী দূরে আছে, আমি কি করিব? ॥ ২৭৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১০ ॥

সখি! নন্দতনয় স্তুতিকথাকে অপেক্ষা করেন না, মিনতি শুনেন না এবং নিরন্তর চরণে প্রণিপাত করিলেও মানেন না,

র্মধ্যেতরঙ্গিণি তরিং তরলো ধুনোতি ॥ ২৭৯ ॥
এষোত্তুঙ্গতরঙ্গলঙ্ঘিততটোৎসঙ্গা পতঙ্গাত্মজা
পূর্ণেয়ং তরিরম্বুভির্ন হি হরেঃ শঙ্কা কলঙ্কাদপি।

যদ্বা, অধুনা বিধেয়ং কিমস্তি ন কিমপি কেবলমেতস্যা যথেচ্ছা তাং সাধয়তু ময়ি কোঽপি দোষো ন দাতব্য ইতি ব্যঙ্গ্যার্থঃ ॥ ২৭৯ ॥

কিং বিধেয়মিত্যপেক্ষায়াং তদেকজীবাতবঃ সখায়স্বিদং বিবেচিতবত্যঃ। অদ্যানয়োঃ সম্ভোগো জাত এব তথাপি প্রিয়সখ্যা সহ রমণে রসিকশেখরস্যাকাঙ্ক্ষা কদাপি ন নিবর্ত্তিষ্যতে, সময়ান্তরে রমণাখ্যমস্যাভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে প্রিয়সখীতু বামা তন্ন স্বীকরোতি অতঃ পারে বিলম্বো ঘটতে তৎস্বীকারেচ সর্ব্বং সমঞ্জসং স্যাত্ততস্তাভির্যদ্বিধেয়ত্বমুপদিষ্টং তৎ গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং বর্ণয়তি এষেতি। এষা পতঙ্গজা যমুনা উত্তুঙ্গেন অত্যুচ্চেন তরঙ্গেণ লঙ্ঘিততটসীমা তীরস্য উৎসঙ্গশ্চিহ্নং যয়া সা তটসীমাভিব্যাপিনীত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ তরিরম্বুভিস্তরঙ্গজলৈঃ পূর্ণাসীৎ। হরে কলঙ্কাৎ ঘটে একাকিন্যা রমণা সহাবস্থানহেতুকান্নিন্দিতবচনাদপি হি নিশ্চিতং শঙ্কা নাস্তি। অতো হে সুন্দরি বামাতাকরণযোগ্যো অদ্য কাঠিন্যং বামাতাং ন ভজ যেন তে জীবনসংশয়ো জায়তে ভোঃ সখ্যো জীবনং যাতি চেৎ যাতু তথাপি বামাতাং ন তাজামি তত্রাহুঃ, হে রাধে তে তব প্রসাদেন রাধাসখ্যো বয়মিত্যভিমানেন বামাস্তে জীবনাভাবাৎ বয়-

---

হায়! এখন কি করি? এই চঞ্চল নদীর মধ্যে নৌকা আনিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন? ॥ ২৭৯ ॥ ১১ ॥

এই সূর্য্যতনয়া যমুনা তরঙ্গদ্বারা তট উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, নৌকাও জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, হরিরও কলঙ্ক হইতে শঙ্কা নাই। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরি! হে রাধে! আজ তুমি কঠিনা হইও না, তোমার

কাঠিন্যং ভজ নাদ্য সুন্দরি বয়ং রাধে প্রসাদেন তে
জীবামঃ স্ফুটমাতরীকুরু গিরিদ্রোণীবিনোদোৎসবং ॥ ২৮০ ॥
কাকুং করোষি গৃহকোণকরীষপুঞ্জ-
গূঢ়াঙ্গ কিং ননু বৃথা কিতব প্রযাহি।
কুত্রাদ্য জীর্ণতরণিভ্রমণাতিভীত

মপি মৃতা ভবেম ইতি ভাবঃ। নন্বহং সদৈব ভবতীনামনুগাস্ম্যহং ভবতীনাং সুখার্থং সর্ব্বং কর্ত্তুং স্বীকরোমি কথয় কিং করোমীত্যপেক্ষায়ামাহুঃ। গিরিদ্রোণীষু বিনোদোৎসবং রতিক্রীড়াং স্ফুটং স্পষ্টবাচা নতু ছলেনাতরং তরপণ্যং কুরু। তেনৈব সন্তুষ্টঃ সন্ কৃষ্ণঃ শীঘ্রং তীরং প্রাপয়িষ্যতীতি ॥ ২৮০ ॥

অত্রাপ্রাকরণিকমসঙ্গতমপ্যেকং পদ্যং দৃশ্যতে যত্তু কৃষ্ণে স্নেহাভাবব্যঞ্জকত্বাৎ বিরুদ্ধং, তথাপি সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদমিতি শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যেয়ং যথা কদাচিন্মানিনীং গৃহবর্ত্তিনীং রাধাং চাতুর্য্যা প্রসাদয়িতুং তদ্গৃহং প্রবিশ্য করীষেণাত্মানমপবার্য্য স্থিতমঙ্গচালনেন করীষোৎসারণাৎ প্রকাশিতঞ্চ তং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা কাচিৎ প্রগল্ভা সখী প্রৌঢ়োক্ত্যা তং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি কাকুমিতি। ননু ভোর্গৃহকোণে ধৃতেন করীষপুঞ্জেন গূঢ়মঙ্গং যস্য হে তথাভূত বৃথা কিং কাকুং খেদপ্রকাশকং বিনয়ং করোষি, হে কিতব বঞ্চক অস্মাৎ প্রযাহি তাং রামাং ভজস্ব কিমত্র প্রয়োজনং তত্রাপি কৃষ্ণেন হস্তধারণাদিবিনয়ভরপ্রকাশনাৎ কুপিতেব পুনরাহ জীর্ণায়াস্তরণ্যা ভ্রমণেনাতিভীতানাং গোপাঙ্গনানাং গণস্য বিড়ম্বনায় যা চাতুরী সা তেঽদ্য কুত্র গতেতি শেষঃ।

অনুগ্রহেই জীবিত থাকি, পর্ব্বতগুহার ক্রীড়োৎসবস্বরূপ তরপণ্য বিধান কর ॥ ২৮০ ॥ ১২ ॥

হে ধূর্ত্ত! তুমি গৃহকোণস্থিত করীষ অর্থাৎ শুষ্কগোময়পুঞ্জে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিয়া বৃথা মিনতি করিতেছ কেন? প্রস্থান কর, আজি তোমার জীর্ণতরি ভ্রমণে অতি-

গোপাঙ্গনাগণবিড়ম্বনচাতুরী তে ॥ ২৮১ ॥

ত্রয়ং সমাহর্ত্তুঃ ॥ ১৩ ॥

অথ রাধয়া সহ হরের্বাকোবাক্যং ॥

অঙ্গুল্যা কঃ কবাটং প্রহরতি কুটিলে মাধবঃ কিং বসন্তো নো চক্রী কিং কুলালো নহি ধরণিধরঃ কিং দ্বিজিহ্বঃ ফণীন্দ্রঃ।

যথা, বয়ং বঞ্চিতাঃ স্মেতি ॥ ২৮১ ॥

ইদানীং প্রাকরণিকং রসাবহমপি বাকোবাক্যং দর্শয়তি অথেত্যাদিচতুর্ভিঃ। এতদ্বাক্‌কৌশলং শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্ব্রজগমনানন্তরমেব জ্ঞেয়ং। এতৎ সংগ্রহস্য লীলাবর্ণনতাৎপর্য্যাৎ প্রায়ঃ ক্রমো নাত্রাপেক্ষিতঃ। যথা, শ্রীদশমে পৌগণ্ডলীলাবর্ণনমধ্যে এব নবকৈশোরলীলাবর্ণনং, অন্যথাত্র প্রতীতিবিরোধাদথাসঙ্গতিঃ স্যাদিতি ধ্যেয়ং। অত্র কদাচিদ্রাধায়াঃ শয়নগৃহং গত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ স্বাগমনজ্ঞাপনার্থং কবাটং প্রাহরৎ তথা সতি তয়োর্যৎ বাক্‌কৌশলং জাতং তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন নির্দিশতি অঙ্গুল্যেতি। অত্র কুটিলে ইতি সম্বোধনং মাং বিনা তব কবাটস্পর্শে কোঽপি ন প্রভুর্ভবেদিতি জ্ঞাত্বাপি যতস্ত্বং ক ইতি কুটিলস্বভাবতয়া পৃচ্ছসি অতস্ত্বং কুটিলাসীতি অহং মাধবো রসবিদ্যা-

---

ভীত গোপাঙ্গনাগণের বিড়ম্বন চাতুরী কোথায় গেল ? ॥২৮১॥

এই তিন শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ১৩ ॥

অথ শ্রীরাধার সহিত হরির উত্তরপ্রত্যুত্তর ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, অঙ্গুলিদ্বারা কে কবাটে শব্দ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কুটিলে! আমি মাধব। শ্রীরাধা কহিলেন, তবে কি তুমি বসন্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, না, আমি। শ্রীরাধা কহিলেন, তবে কি তুমি কুলাল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, না আমি ধরণিধর। শ্রীরাধা কহিলেন, তবে কি তুমি দ্বিজিহ্ব ফণীন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, না, আমি ঘোর অহিমর্দ্দী অর্থাৎ কালিয়-

নাহং ঘোরাহিমর্দ্দী কিমসি খগপতির্নো হরিঃ কিং কপীশো
রাধাবাণীভিরিত্থং প্রহসিতবদনঃ পাতু বশ্চক্রপাণিঃ ॥ ২৮২ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্ব্বায়সে

পতিঃ। অর্থান্তরং সম্ভাব্য রাধা পৃচ্ছতি, এবং সর্ব্বত্র যোজনা তদা কিং বসন্তঋতুঃ। শ্রীকৃষ্ণ আহ স নাহং কিন্তু চক্রী চক্রমস্যাস্তীতি তস্য চক্রং নাস্তীতি পরিহারঃ। রাধাহ তদা কিং কুলালঃ কুম্ভকারঃ স আহ নহি, কিন্তু ধরণিধরঃ সর্ব্বভূমিপালকঃ। রাধাহ কিং দ্বিজিহ্বঃ সর্পরূপোহনন্তঃ। স আহ নাহং সর্পজাতিঃ, কিন্তু ঘোরমহিং কালিয়নামানং মর্দ্দয়তীতি সোঽহং। গরুড়স্য সর্পমর্দ্দনপ্রসিদ্ধ্যা সাহ অসি ত্বং কিং খগপতিঃ। স আহ নো কিন্তু হরিস্তস্য স্বামী। সাহ কিং কপীশঃ বানরপ্রধানঃ মৃগেন্দ্র ইতি বা পাঠো রম্যস্তত্র সিংহঃ। ইত্থং প্রকারেণ রাধাবাণীভির্হেতুভিঃ প্রহসিতবদনশ্চক্রপাণিঃ কৃষ্ণো বো যুষ্মান্ পাতু। এবং সর্ব্বত্রাদৌ রাধায়াঃ পরিহাসপ্রশ্নস্তস্য শ্রীকৃষ্ণেনোত্তরং জ্ঞেয়ং ॥২৮২॥

চক্রপাণেঃ পদ্যেন পুনস্তন্নির্দিশতি কস্ত্বমিতি। নিশি রাত্রাবত্রাগতেঃ ভোঃ ত্বং কঃ কেশবোঽহং। অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবঃ তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমা ইতি বচনব্যঞ্জিতার্থঃ কৃষ্ণস্যাভিপ্রেতঃ।

মর্দ্দন। শ্রীরাধা কহিলেন, তবে কি তুমি খগপতি গরুড়। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, না, আমি হরি। শ্রীরাধা কহিলেন, তবে কি তুমি কপীশ অর্থাৎ বানরের রাজা। এইরূপ শ্রীরাধার বাক্য-শ্রবণে হাস্যবদন চক্রপাণি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৮২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিতে তুমি কে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি কেশব, শ্রীরাধা কহিলেন, কেশসমূহ বিস্তার করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,

ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখী প্রযচ্ছসি নু মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহনী-
মিত্থং গোপবধূজিতোত্তরতয়া ব্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৮৩ ॥

চক্রপাণেঃ ॥ ২ ॥

বাসঃ কেশব সম্প্রতি ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং

বা ক-সুখাপ্তিগতিসেবাস্বিতি শব্দকল্পদ্রুমাৎ বাপয়তীতি বঃ অন্যতোঽপি দৃশ্যতে ইতি তেন সিদ্ধঃ কেশবঃ সুখাপ্তির্যস্য উত্তমবেশবিশিষ্ট ইতি রাধায়া অভিপ্রায়স্তস্মাৎ সাহ নাম প্রাকাঙ্ক্ষে শিরসিজৈঃ কুন্তলৈঃ কিং গর্ব্বায়সে তেষাং সর্ব্বজনবর্ত্তিত্বাৎ। স আহ হে ভদ্রে অর্থান্তরকল্পনায়াং কুশলে অহং শৌরিঃ শূরবংশে জাতঃ। সাহ ইহ অস্মিন্ প্রস্তাবে নির্গুণস্য পুত্রস্য পিতৃকুলগতৈর্গুণৈঃ কিং স্যাৎ ন কিমপি। স আহ অয়ি চক্রং মা বা মে বার্ত্তাং শৃণ্বিত্যাহ হে চন্দ্রমুখি অহং চক্রী সাহ সত্যং নু ভোস্তদা মে মম সম্বন্ধে কুণ্ডীং ঘটীং দোহনীং প্রযচ্ছসি ইত্থং প্রকারেণ গোপবধূভি জিতমুত্তরবাক্যং যস্য তত্ত্বাবতয়া ব্রীণো লজ্জিতো হরির্বোযুষ্মান্ পাতু ॥ ২৮৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্চাতুর্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি বাস ইতি। হে কেশব ভবতঃ সম্প্রতি বাসঃ ক্ব কুরাস্তি। নন্থ হে মুগ্ধেক্ষণে মোহবিশিষ্ট-

---

ভদ্রে! আমি শৌরি, শ্রীরাধা কহিলেন, এখানে পিতৃগত-গুণে পুত্রের কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, চন্দ্রমুখি, আমি চক্রী, শ্রীরাধা কহিলেন, অহে! তবে আমার সম্বন্ধে দোহন-পাত্রী কুণ্ডী (ঘটী) প্রদান কর? এইরূপে গোপবধূ শ্রীরাধার উত্তরে পরাজিত ও লজ্জিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৮৩ ॥

এই শ্লোক চক্রপাণির ॥ ২ ॥

হে কেশব! সম্প্রতি তোমার বাস কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ

বাসং ক্রহি শঠ প্রকাম সুভগে ত্বদ্গাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী
শৌরির্গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবম্বিধৈঃ পাতু বঃ ॥২৮৪॥

কস্যচিৎ ॥ ৩ ॥

রাধে ত্বং কুপিতা ত্বমেব কুপিতা স্রষ্টাসি ভূমের্যতো

নয়নে ইদং মে বাসো বস্ত্রং ত্বয়া কিং ন দৃশ্যতে। সাহ শঠ, হে বঞ্চক বাসং নিবাসং ক্রহি। প্রকামমযত্নসিদ্ধং সুষ্ঠু ভগং গাত্রগন্ধাদিগুণো যস্যাঃ হে তথাভূতে ত্বদ্গাত্রস্য সংসর্গতঃ সম্বন্ধাৎ। সাহ হে ধূর্ত্ত ছলনানিপুণ যামিন্যাং রাত্রৌ কুত্রোষিতো নিবাসঃ কৃতঃ। সোঃ প্রিয়ে বিতনুরশরীরা যামনী কিং মুষ্ণাতি চোরয়তি। শৌরিঃ কৃষ্ণ এবম্বিধৈশ্ছলৈর্গোপবধূং রাধাং পরিহসন্ পরিহাসং কুর্ব্বন্ বো যুষ্মান্ পাতু ॥২৮৪॥

অধুনা আদৌ কৃষ্ণস্য প্রশ্নঃ রাধায়াস্তদুত্তরং হরিহরস্য পদ্যেন দর্শয়তি

বাসশব্দের বস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে মুগ্ধেক্ষণে! এই আমার বস্ত্র, শ্রীরাধা কহিলেন, হে শঠ! বাস কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বাসশব্দের বাসস্থানার্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে সুভগে! তোমার অঙ্গসংসর্গে বাস করি, শ্রীরাধা কহিলেন, হে ধূর্ত্ত! যামিনীতে কোথায় বাস করিয়াছিলে বল? শ্রীকৃষ্ণ "যামিন্যামুষিত" এই বাক্যে যামিনীতে ভৃতীয়া বিভক্তি এবং মুষিতশব্দে চুরি করা এই অর্থ অবলম্বন করিয়া কহিলেন, অহে! যাহার শরীর নাই, সেই যামিনী কি চুরি করিতে পারে? এইরূপ ছলবাক্যে গোপবধূর সহিত পরিহাসকারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৮৪ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাধে! তুমি কুপিতা, শ্রীরাধা

মাতা ত্বং জগতাং ত্বমেব জগতাং মাতা ন বিজ্ঞো পরঃ।
দেবি ত্বং পরিহাসকেলিকলহেঽনন্তা ত্বমেবেত্যসৌ
স্মেরো বল্লবসুন্দরীমবনমন্ শৌরিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥২৮৫॥

হরিহরস্য ॥ ৪ ॥

রাধে ইতি। হে রাধে ত্বদধীনায় মহ্যং ত্বং কুপিতা রুষ্টাসি। সাহ ত্বমেব কোঃ পৃথিব্যাঃ পিতা যতো ভূমেঃ স্রষ্টাসি। স আহ যদ্যহং পিতা তদা মৎপ্রেয়সী-ত্বাৎ ত্বং জগতাং মাতাসি। সাহ নন্বহং মাতা ন কিন্তু ত্বমেব যতো ভবতো-ঽপরো বিজ্ঞো ভূমেঃ পরিমাণকর্ত্তা নাস্তি। স আহ দেবি, হে বাক্‌ক্রীড়ন-শীলে পরিহাসকেলীনাং কলহে বিবাদে ত্বমনন্তা অন্তশূন্যা অসি ত্বৎসমোঽন্যো নাস্তীত্যর্থঃ। রাধাহ ত্বমিতি অত্র স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দিষ্টায়া অনন্তায়াঃ পুংলিঙ্গবাচ-কেন ত্বমিত্যনেন সমান্যাধিকরণ্যং ন যুজ্যতে ইতি বিভাব্য পূর্ব্ববদ্ধেতুং নোত্থা-পয়িতুং শক্তা অতঃ পরাজিতমানিনীং বল্লবসুন্দরীং রাধাং অসৌ শৌরির-বনমন্ বাগ্‌যুদ্ধে পরাজয়ং কুর্ব্বন্ স্মেরঃ সন্ বো যুষ্মাকং শ্রিয়ং প্রেমসম্পত্তিং ক্রিয়াৎ। আশিষি লিঙ্ ॥ ২৮৫ ॥

কুশব্দে পৃথিবী, এই অর্থান্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন, তুমিই কুপিতা, যেহেতু তোমা হইতেই ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তুমি সমুদায় জগতের মাতা, শ্রীরাধা কহিলেন, তুমিই জগতের মাতা অর্থাৎ পরিমাণকর্ত্তা, তোমা অপেক্ষা অন্য বিজ্ঞ আর কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে দেবি! তুমি পরিহাসকেলিকলহে অনন্তা অর্থাৎ তোমার পরিহাসের সীমা নাই, শ্রীরাধা কহিলেন, তুমিই অনন্তা অর্থাৎ তুমিইত কাহাকে নমস্কার কর না, এই কথা বলিলে যে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য-বদনে গোপসুন্দরী শ্রীরাধার নিকট নত হইলেন, তিনি তোমাদের কল্যাণবিধান করুন ॥ ২৮৪ ॥

এই শ্লোক হরিহরের ॥ ৪ ॥

অথ রাসলীলা ॥

বৃন্দারণ্যে প্রমদসদনে মল্লিকাপুষ্পমোদে
শ্রীশুভ্রাংশোঃ কিরণরুচিরে কোকিলাদ্যৈমনোজ্ঞে।

এবং পরমসমর্থা রতিমত্যা মঞ্জিষ্ঠরাগান্বিতয়া প্রেয়সীগণমুখ্যয়া রাধয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বহুবিধবিহারং তত্রাপি তস্যা মানোদ্ভবেনোৎকর্ষং জ্ঞাপয়িতুং নীলীরাগান্বিতয়া চন্দ্রাবল্যা সহ বিহারলেশং বর্ণয়িত্বা তস্য মূর্ত্তিমদ্রসত্বেন পরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যপ্রকাশনায় সমর্থা রতিমতিভিঃ শতকোটিগোপীভিঃ সহ বিহারং দর্শয়িতুমন্যত্রাসম্ভবাং রাসলীলাং বর্ণয়ন্ প্রকরণমারভতে। অথ রাসলীলেতি। অস্যাং লীলায়াং সর্ব্বাসাং নায়িকাত্বাভিমানো ভবিতা অতঃ কস্যাঃ কা দূতী ভবতি একয়া বৃন্দয়া সর্ব্বাসামাকর্ষণং সুদুর্ঘটং অতঃ সর্ব্বেষাং জানপ্রদা সন্বিদ্রূপা বংশীনাম্নীদূতী ময়াশ্রয়ণীয়েতি বিবিচ্য যোগমায়েশঃ শ্রীকৃষ্ণো যথা বংশীমবাদয়ত্তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি বৃন্দারণ্যে ইতি। চিত্রে চমৎকারজনকে বৃন্দারণ্যে রাত্রৌ কংসস্যারাতেস্তস্মাত্তুরয়শূন্যস্য কৃষ্ণস্য মুরল্যেব বাদ্যরাজো বাদ্যগণশ্রেষ্ঠো ররাজ স্বরবৈশিষ্টেন জগতো মোহনং কৃত্বা শৃঙ্গাররসোদ্ভাবকেন স্বরেণ ভাববতীর্গোপাঙ্গনা আকৃষ্য দিদীপে ইত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণস্তত্তৎকর্ম্মসম্পাদনার্থং তয়া জগাবিতি ভাবঃ। বাদ্যরাজতাং কার্য্যেণ দর্শয়তি। আদৌ পত্যাদিমোহনং কৃত্বা পশুপবনিতানাং গোপরামাণাং চিত্তং দেহঞ্চ অপহর্ত্তুং শীলমস্য সঃ। যং শ্রুত্বা তাঃ সর্ব্বা এব আকৃষ্টা বভূবুর্ন ত্বন্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা, পশুপে কৃষ্ণে বনিতানাং জাতানুরাগাণামিতি ব্যাখ্যেয়ং। তত্র

অথ রাসলীলা ॥

যাহা মল্লিকাপুষ্পসমূহের আমোদে পরিপূর্ণ, যাহা চন্দ্রকিরণে মনোহর এবং যাহা কোকিলাদিদ্বারা রমণীয়, এমত

রাত্রৌ চিত্রে পশুপবনিতা চিত্তদেহাপহারী
কংসারাতের্মধুরমুরলীবাদ্যরাজো ররাজ ॥ ২৮৬ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অধরামৃতমাধুরীধুরীণো, হরিলীলামুরলীনিনাদ এসঃ।

দেশকালবৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি। বৃন্দারণ্যে কীদৃশে প্রমদস্য হর্ষস্য সদনমাশ্রয়স্তস্মিন্ আনন্দময়ে মনঃসুখদে। পুনঃ কীদৃশে মল্লিকাপুষ্পাণাং মোদো গন্ধো যত্র তস্মিন্ নাসাসুখদে। শ্রীঃ ষোড়শকলা সম্পত্তিস্তয়া যুক্তস্য শুভ্রাংশোঃ পূর্ণচন্দ্রস্যেত্যর্থঃ। কিরণরুচিরে ইত্যনেন তস্য লাভাদেব ব্যাখ্যেয়ং। শ্রীরৈশ্বর্যং তদ্যুক্তস্য ঐশ্বর্যস্য লীলাশক্ত্যা স্থিতং তয়া রাসলীলাসমাপনপর্য্যন্তমধ্যাকাশবর্ত্তিমিতি অতো নেত্রসুখদে। কোকিলাদ্যৈঃ কোকিলাদীনামালাপৈর্জনোক্তে শ্রোত্রসুখদে অনেন বসন্তশ্চতুর্লক্ষ্যতে ॥ ২৮৬ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেন পুনর্ধ্বনিবৈশিষ্ট্যং বিবৃণোতি অধরেতি। এষ হরের্লীলার্থং ক্রীড়ার্থং মুরলীনিনাদঃ হরিণীদৃশাং মৃগীনেত্রাণাং বিশেষবলাং গোপীনাং মনসি প্রমোদং উচ্চৈর্যথা স্যাত্তথা ততান বিস্তারয়ামাস। নাদঃ কিম্ভূতঃ, কৃষ্ণস্যাধরামৃত মাধুর্য্যধুরীণো বাহকঃ। বিশেষণবৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি মুনীনাং ত্রৈকচিন্তাপরাণাং তত্রাপি স্বভাবতশ্চকিতা হরিণ্য ইব কদা মুরল্যা সঙ্কেতো ভবিতেতি চকিতানামিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব বিধেয়মুদীরয়েদিতি বিধেয়াবিমর্শদোষঃ সোঢ়বাঃ অনুপযোগিত্বেন স্পষ্টার্থস্য

বৃন্দাবনে আশ্চর্য্য রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের গোপরমণীদিগের চিত্ত ও দেহের অপহরণকারী মধুর মুরলীবাদ্যরাজ বিরাজ করিয়াছিল ॥ ২৮৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

এই অধরামৃতমাধুরীর ভারবাহী হরির বিলাসমুরলী

প্রেত তান মনঃপ্রমোদমুচ্চৈর্হরিণীনাং হরিণীদৃশাং মুনীনাং ॥২৮৭॥

মাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং ॥ ২ ॥

লীলামুখরিতমুরলী-তরলীকৃতগোপভাবিনীহৃদয়ং।
তদধরমধুনি সতৃষ্ণঃ, কৃষ্ণঃ পায়াদপায়তো ভবতঃ ॥২৮৮॥

মাধবচক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ৩ ॥

কারয় নাদ্য বিলম্বং, মুঞ্চ করং মে হরিং যামি।

প্রত্যাখ্যানৌচিত্যাৎ ॥ ২৮৭ ॥

যদর্থং শ্রীকৃষ্ণেন মুরল্যা বাদনং কৃতং মাধবচক্রবর্ত্তিনঃ পদ্যেন তদর্শয়তি লীলেতি। স কৃষ্ণো ভবতো যুষ্মান্ অপায়ত ইষ্টলাভবিঘাতাৎ পায়াৎ রক্ষতু ইত্যন্বয়ঃ। স কিম্ভূতঃ লীলয়া দুর্ঘটঘটনাসাধীয়স্যা শক্ত্যা মুখরিতা বাদিতা যা মুরলী তয়া তরলীকৃতানাং গোপভাবিনীনাং গোপরামাণাং। যদ্বা, গাঃ পাতি রক্ষতীতি গোপঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্যৈব সুরভ্যাদিভির্গবামিন্দ্রত্বেনাভিষেচনাৎ তস্মিন্ ভাবস্তানাং ব্রজলক্ষ্মীণাং নিবহঃ সমূহো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ চঞ্চলীভূততয়া স্বনিকটমাগতানাং তাসাং অধর এব স্বাদুবিশেষাশ্রয়ত্বান্মধু তত্র সতৃষ্ণ অতিশয়লুব্ধঃ ॥ ২৮৮ ॥

এবং মুরলীরবচঞ্চলিতানাং তাসাং শ্রীকৃষ্ণনিকটে অভিসারপ্রকারং স্বয়ং

হরিণীগণের, হরিণনয়না কামিনীগণের ও মুনিদিগের অতিশয়রূপে মনের প্রমোদ বিস্তার করিয়াছিল ॥ ২৮৭ ॥

এই শ্লোক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ॥ ২ ॥

যিনি মুখরিত মুরলীদ্বারা গোপরমণীদিগের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছেন এবং যিনি গোপীদিগের অধরমধুপানে সতৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করুন ॥ ২৮৮ ॥

এই শ্লোক মাধবচক্রবর্ত্তির ॥ ৩ ॥

আজ আমাকে বিলম্ব করাইও না, আমার হস্ত পরিত্যাগ

ন সহে স্থাতুং যদসৌ, গর্জতি মুরলী প্রগল্ভদূতীব ॥ ২৮৯ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৪ ॥

চূড়াচুম্বিতচারুচন্দ্রকচয়ং চামীকরাভাম্বরং
কর্ণোত্তংসিতকর্ণিকারকুসুমং কন্দর্পকল্লোলিনং।

সমাহর্ত্তা দর্শয়তি কারয়েতি। অন্ব হে সখি বেষাদিনা তন্নিকটগমনে বিলম্বং ন কারয় বেষো যো ভূতঃ স এব সুষ্ঠু তচ্চাঞ্চল্যং দৃষ্ট্বা বেষসমাধানায় স্বীয়ং করং গৃহ্নতীং পশ্যাহ মে করং মুঞ্চ হরিং চিত্তস্য হর্ত্তারমহং যামি। অত্র স্থাতুং ন সহে সমর্থাস্মি, যদস্মাদসৌ মুরলী গর্জ্জতি বিলম্বেন মাং ভর্ৎসয়তীতি যথা প্রগল্ভা প্রখরা দূতী স্বসখীং ভুজে নেতুং কালবিলম্বে গর্জ্জতীতি তৎ ত্বং কিং ন শৃণোষি আগচ্ছ যামীতি, এবং সর্ব্বাসাং গমনং জ্ঞাতব্যং ॥ ২৮৯ ॥

বিঘ্নানভিভূয় গমনানন্তরং তাসাং তাদৃগ্রূপবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাপ্তিপ্রকারং জীবদাসবাহিনীপতেঃ পদ্যেন লিখতি চূড়েতি। ক্ষীণতয়া ভঙ্গুরো মধ্যমঃ শরীরমধ্যভাগো যাসাং তাঃ পরমসুন্দর্য্যো গোপ্যঃ কুঞ্জান্তরে কুঞ্জমধ্যে স্বানাং ভাগ্যং সুখদায়ি অনাদিসিদ্ধশুভকর্ম্ম তৎ কৃষ্ণরূপেণ পরিণতং তৎ ভেজিরে ইত্যন্বয়ঃ। তস্য কৃষ্ণরূপতাং বিশেষণৈর্ব্যনক্তি। চূড়ায়াং চুম্বিতানাং সংযোজিতানাং ময়ূরপিচ্ছানাং চয়ঃ সমূহো যেন তৎ। চামীকরঃ সুবর্ণস্তস্যাভাঃ কান্তিরিব পীতমম্বরং বস্ত্রং যস্য তৎ। কর্ণয়োরুত্তংসিতে ভূষিতে কর্ণিকারকুসুমে

কর, আমি হরির নিকট গমন করিব, আর থাকিতে পারিতেছি না, যে হেতু ঐ মুরলী প্রগল্ভদূতীর ন্যায় গর্জন করিতেছে ॥ ২৮৯ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৪ ॥

যাঁহার মনোহর ময়ূরপুচ্ছসকলে চূড়া বিরচিত, বসন স্বর্ণতুল্য, কর্ণে কর্ণিকারকুসুম আন্দোলিত, যিনি কন্দর্পের

বংশীবাদন-বাবদূকবদনং বক্রীভবদ্বীক্ষণং
ভাগ্যং ভঙ্গুরমধ্যমাঃ পরিণতং কুঞ্জান্তরে ভেজিরে ॥২৯০॥
শ্রীজীবদাসবাহিনীপতেঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

দুষ্টঃ কোঽপি করোতি বঃ পরিভবং শঙ্কে মুহুর্গোকুলে
ধাবন্ত্যঃ স্খলদম্বরং নিশি বনে যূয়ং যদভ্যাগতাঃ।

যেন তৎ। কন্দর্পঃ কামঃ কল্লোলস্তরঙ্গো যস্যাঃ শৃঙ্গাররসনদ্যাঃ সা অস্মিন্নাস্তীতি শৃঙ্গাররসময়মিত্যর্থঃ। কন্দর্পস্তু এতস্য পরিকর ইত্যর্থঃ। বংশীবাদনেনোপলক্ষিতং বাবদূকঃ প্রিয়ম্বদং বদনং যস্য তৎ। কাঃ কাঃ প্রেয়স্যঃ কিং কিং রূপেণ গচ্ছন্তীতি দর্শনোৎকণ্ঠয়া বক্রীভবতী বীক্ষণে নয়নে যস্য তৎ ॥ ২৯০ ॥

এবং স্বপ্রাপ্তীচ্ছয়া সুদুস্ত্যজং লজ্জাস্বজনাদিকং ত্যক্ত্বা স্বনিকটমাগতা বীক্ষ্য লীলাশক্ত্যা স্ফোরিতনৈশ্বর্য্যং সমধিগম্যাপি মাধুর্য্যস্বভাবেন রসিকশেখরো ভগবান্ মনসীদং পরামমর্শ। রাধাদয়োঽভিমন্যাদীন্ কেবলং পতিস্মন্যত্বেন জানন্তি পতিভাবস্তু মযোবাতঃ সমর্থারতিমত্যঃ সত্যস্তদ্ভাবেন মামেব সেবন্তে তেন ধর্ম্মসংস্থাপকস্যাপি মম কোঽপি ন দোষঃ। এতা নব্যা অপি

তরঙ্গস্বরূপ, যাঁহার বদন বংশীবাদনবিষয়ে বাবদূক এবং চক্ষুঃ কুটিল, এতাদৃশ পরিণত ভাগ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কামিনীগণ কুঞ্জমধ্যে ভজনা করিয়াছিলেন ॥ ২৯০ ॥

এই শ্লোক শ্রীজীবদাসনামক বাহিনীপতি অর্থাৎ সেনাপতির ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

অহে হরিণাক্ষীসকল! তোমরা যখন স্খলিতবসনে ধাবিত হইয়া রজনীতে বনে আগমন করিলা, তখন বোধ করি, গোকুলমধ্যে কোন দুষ্ট আসিয়া বারম্বার তোমাদের পরা-

আঃ কা ভীতিরমন্দদানববধূ-সিন্দূরমুদ্রাহরে

তথৈব মৎপ্রেয়সীম্মন্যাস্তথাপি তত্তদ্ভাবপ্রাকট্যার্থং ময়া বাম্যতাচরণং যুক্তং যেনচ সর্ব্বাসাং বিমোহনপরমবৈক্লব্যেচ জাতে তত্তদ্ভাবঃ প্রকটত্বমায়াস্যতি তত্র বাম্যতাচরণে বাগ্বিলাসাঃ খলু সুরসা ভবন্তি। তেতু শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ। তত্রাদ্যাঃ সুললিতবর্ণবিন্যাসাদিময়াঃ দ্বিতীয়া রসভাবালঙ্কারময়াশ্চ। পুনরেতেঽপি চতুর্বিধা উপেক্ষ্যাঃ ভঙ্গিময়াঃ প্রার্থনাভঙ্গিময়াঃ তদ্যুগলার্থসন্ধাপনময়াঃ বাস্তবার্থময়াশ্চ। তত্রচ শাব্দিকাঃ খল্বত্র স্বস্মিন্নুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়ন্তি নতূপেক্ষাং অতো ভগবতোঽভিপ্রেতার্থং দর্শয়িতুমাহ তত্র কৃষ্ণবাক্যমিতি। বাগ্বিলাসান্ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ পদ্যদ্বয়েন দর্শয়তি দুষ্ট ইতি। তত্র শঙ্কিত ইব কৃষ্ণঃ পৃচ্ছতি কোঽপি দুষ্টোঽসুরো গোকুলে বো যুষ্মাকং পরিভবং করোতীতি মুহুরহং শঙ্কে যদ্যস্মাৎ স্খলদুত্তরীয়াদি অম্বরং যত্র তাদৃশং যথা স্যাত্তথা ধাবন্ত্যঃ পদবিন্যাসক্রমমতিক্রম্য গচ্ছন্ত্যঃ সত্যো যূয়ং বনে তত্রাপি নিশি রাত্রৌ মমাভিমুখমাগতাঃ মম দুষ্টনাশনশক্তিদর্শনাৎ লজ্জের্ষ্যাভ্যাং তাভিরুত্তরে ন দত্তে সতি স্বয়ং পুনরাহ। আঃ কোপে। অমন্দাঃ কঠোরা যে দানবাস্তান্ যুদ্ধাদৌ নিহত্য তেষাং বধূনাং সিন্দূরমুদ্রাং হরতীতি যস্তস্য মম দোর্দণ্ডো ভাতি প্রকাশতে অতো যুষ্মাকং কা ভীতিন কাপি অতএব কুরঙ্গীদৃশস্তত্র গত্বা পতিক্রোড়ে দীব্যত স্বচ্ছন্দং রমতেতি। শ্লেষেণ প্রার্থনাং বাস্তবার্থময়াংশ্চ দর্শয়তি। কুরঙ্গীদৃশো হে শোভননয়নাঃ গোকুলে কোঽপি দুষ্টঃ সুখবিঘাতকঃ মন্নিকটগমনে বো যুষ্মাকং পরিভবং করোতি বিঘ্নং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ যদ্যস্মাৎ স্খলদম্বরং যথা স্যাত্তথা ধাবন্ত্যো মমাভিমুখমাগতা অতিকষ্টেনাগমনাদহো ময়ি যুষ্মাকং প্রীতিরিতি। প্রিয়তম যত্র তে সুখোদয়স্তত্র নাস্মাকং ক্লেশগন্ধোঽস্তি কিন্ত্বস্মাকং রক্ষকা জনা অত্রাগত্য ত্বামস্মাংশ্চ পীড়য়ন্তি অতো বিভীমস্তত্রাহ। আঃ কোপে

ভব করিতেছে। আঃ! ভয় কি, ঘোরতর দানববধূদিগের সিন্দূরমুদ্রাহারী আমার ভুজদণ্ড প্রকাশ পাইতেছে, তোমরা

দোর্দণ্ডে মম ভাতি দীব্যত পতিক্রোড়ে কুরঙ্গীদৃশং ॥১৯১॥৬॥
ধৃতোত্তাপে বহতি গহনে ধর্ম্মপূরে ব্রজন্তঃ
কা বস্তৃষ্ণা বলতি হৃদয়ে দুর্ম্মদেয়ং সতীনাং।

এবম্ভূতস্য দোর্দণ্ডো ভাতি কা ভীতিরিতি। যুষ্মাকং পতিষু পতিত্বমন্যেষ্বনুরাগাভাবেন ময়ি তদ্ভাবপ্রকাশনেনচ বস্তুতঃ পতিরহমেব অতো মম ক্রোড়ে দীব্যতেতি কেবলং স্পষ্টার্থব্যাখ্যানে বিরসতাপত্তেরিতি ভাবঃ॥ ২৯১॥

স্বয়ং তথৈব পুনর্দর্শয়তি ধৃতেতি ধৃতঃ কম্পিতোঽর্দ্ধপুরং গত উত্তাপো যেন তস্মিন্ তত্রাপি গহনে নিবিড়ে অধর্ম্মসম্বন্ধরহিতে ধর্ম্মস্য পূরে প্রবাহে ব্রজান্তর্মধ্যে বহতি সতি সতীনাং বো যুষ্মাকং হৃদয়ে কা তৃষ্ণা বলতি লগতি সা কথম্ভূতা দুঃখজনকো মদঃ কামোন্মাদো যত্র সেয়ং দুর্মদা কা অসম্ভাব্যেত্যর্থঃ। হে সীমন্তিন্যঃ পতিসম্ভোষণার্থং কেশসংস্কারবত্যঃ গৃহান্ স্পৃহয়ত তাসাং তত্র ঈপ্সিতত্বাভাবান্ন সম্প্রদানং বিরুদ্ধং পরপুরুষসেবাভিলাষং মা কুরুধ্বং। ভোঃ শঠ তদা কথমস্মাসুরলীকারয়সি তত্র স্বনিষ্ঠামাহ। হন্তেতি খেদোক্তৌ মম দৃষ্টৌ নেত্রপথে অয়ং পরস্ত্রীকামনাশূন্যো ধর্ম্মস্য পন্থা ন বিবটতে বৈপরীত্যং ন গচ্ছতি মুরল্যাকর্ষণাস্ত্র মনোরাজ্যবদ্ব্যাপ্তিঃ কল্পিতমেব। [শ্লেষেতু গহনে দুর্জ্ঞানে ধৃতোত্তাপো ধর্ম্মস্য ঈশ্বরস্য মামেব সেবনং। যদ্বা, পূর্ব্বোক্তব্যাখ্যায়াং ধর্ম্মপূরবৈশ্যে সেবনং ধর্ম্মঃ তস্য পূরে প্রবাহে বহতি সতি সতীনাং মল্লিষ্ঠচিত্তানাং অন্যাভিধেয়ানাং যুষ্মাকং হৃদয়ে অন্তঃকরণে কা তৃষ্ণা ব্রজমধ্যং ন যাতি সমৃণোতি নতু বৃন্দাবনং সা কথম্ভূতা। দুঃখেন মদো হর্ষো যস্যাঃ সা ইয়ং কা পরমাদুচিতৈব। সীমন্তিন্য ইত্যুভয়ত্র সমানং, হে সীমন্তিন্যঃ

স্বচ্ছন্দে পতিক্রোড়ে ক্রীড়া কর ॥ ২৯১ ॥ ৬ ॥

হে সীমন্তিনীগণ! এই উত্তাপরহিত দুর্গম ধর্ম্মপূর ব্রজমধ্যে তোমাদের হৃদয়ে এ কি তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে? সতীদিগের সম্বন্ধে ইহা দুর্ম্মদা অর্থাৎ শোভন নয়, অতএব তোমরা

সীমন্তিন্যঃ স্পৃহয়ত গৃহান্ যা বিরুদ্ধং কুরুধ্বং
নায়ং দৃষ্টৌ মম বিঘটতে হন্ত পুণ্যস্য পন্থাঃ ॥ ২৯২ ॥ ৭ ॥

অথ ব্রজদেবীনামুত্তরং ॥

কথং বীথীমস্মানুপদিশসি ধর্ম্মপ্রণয়িনীং
প্রসীদ স্বাং শিষ্যামতিখলমুখীং শাধি মুরলীং।

গৃহান্ মা স্পৃহয়ত। নন্থ তবৌদাসীন্যাদত্র কিং কুর্ম্মঃ অতো গৃহেভ্যঃ স্পৃহয়াম-স্তত্রাহ ঈর্ষ্যয়াপি বিরুদ্ধং মৎসেবাত্যাগং মা কুরুধ্বং। দেহলীদীপন্যায়েন মাশব্দ-স্তোভয়ত্র সম্বন্ধো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা, অত্র পক্ষে গৃহাদিতি পঞ্চম্যন্তং পদং মৎসেবায়ৈ স্পৃহয়ত গৃহং প্রাপ্য বিরুদ্ধং পত্যাদিভজনং মা কুরুধ্বমিতি। ভো নাথ ত্বাং ভজিতুমত্র বনে বয়মাগতাঃ, কিন্তু ত্বং ন ভজসি কিং কুর্ম্মস্তত্রাহ। হন্তেত্যনু-কম্পায়াং। মম নেত্রপথে অয়ং ধর্ম্মস্য ধর্ম্যাঃ পুণ্যযমন্যায় স্বভাবাচারসোমপা ইত্যমরাৎ। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহমিতি বচনাচ্চ স্বভাবস্য পন্থা মার্গো ন বিঘটতে ন ধ্বংসং প্রাপ্নোতীত্যতো যুষ্মান্ ভজিষ্যাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯২ ॥

ততো ব্রজদেব্যো রাধাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখাদ্বংশ্যেবার্থবোধকং বাক্যং শ্রুত্বা তথৈবোত্তরং দদুরিত্যাহ অথেতি। তৎপ্রকারং স্বয়ং সমাহর্ত্তা দর্শয়তি কথ-মিতি। নিশি বনে চাস্মান্ সমাকৃষ্য কেন প্রকারেণ ধর্ম্মে প্রণয়ো যস্যাস্তাং ধর্ম্মোৎপাদিনীং বীথীং পন্থানং উপদিশসি অনুচিতমেতৎ কৃষ্ণস্ত্বং শ্রুত্বা ভোঃ

গৃহে গমন কর, বিরুদ্ধকার্য্য করিও না, কি আশ্চর্য্য! আমার দৃষ্টিতে পুণ্যপথ বিনষ্ট হইবে না? ॥ ২৯২ ॥ ৭ ॥

অথ ব্রজদেবীদিগের উত্তর ॥

কৃষ্ণ! আমাদিগকে যেন ধর্ম্মপ্রণয়িনী বীথী অর্থাৎ ধর্ম্মপথ উপদেশ করিতেছ, প্রসন্ন হও, স্বীয় শিষ্যা অতিখলমুখী মুর-লীকে শিক্ষা দাও, শিব শিব! এই অতি-দুষ্টা পরপুরুষের

হরন্তীং মর্য্যাদাং শিব শিব পরে পুংসি হৃদয়ং

কামিন্যো যুষ্মাকমাহ্বানং কঃ কৃতবানিতি ক্রুদ্ধ ইবাহ তৎ শ্রুত্বা তা আহুঃ প্রসীদ প্রসন্নো ভব অস্মাকং বচনং শৃণু বৃথাতিরস্কারেণ কিং শিষ্যাং শাসনার্হাং স্বাং মুরলীং শাধি শাসনং কুরু। নন্থ কিমর্থমিয়ং শাসনার্হা তত্রাহুরতিখলজনস্য মুখমিব মুখরং মুখং যস্যাস্তাং। ভো বাচালা যুষ্মাকমেষা কিমপকারং কৃতবতী তত্রাহুঃ। শিবশিবেতি খেদে। হে যদুবর ধার্ম্মিককুলোদ্ভব যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্যোত্যুক্তেঃ। ইয়ং ধৃষ্টা প্রগল্‌ভা মুরলী অস্মাকং কুলধর্ম্মাদীনাং মর্য্যাদাং **হরন্তী হৃদয়ং** চিত্তং পরে পুংসি ত্বয়ি নত্বাত্মীয়ে নয়ন্তী প্রাপয়ন্তী সম্প্রতি যথা নোঽস্মান্ ন আহ্বয়তি তথা তব হস্তে বর্ত্ততে। কিঞ্চ, অস্যাঃ শাসনং কুরু ন বা যদি ভবানাত্মীয়ঃ স্যাত্তদাস্মান্ ভজ তত্রাপি যদুবরেতি সম্বোধনেন রন্তুমিচ্ছন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্ত্যজনেঽধর্ম্মং বিবিচ্যাস্মাকং ভজনমুচিতমিতি সূচিতং। নিষেধার্থো যথা হে যদুবর ধার্ম্মিককুলোৎপন্ন ধর্ম্মপ্রণয়িনীং বীথীং কথং কিমর্থমস্মানুপদিশসি পিষ্টপেষণবৎ বৃথৈব যতো বয়ং সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মঃ, কিন্তু প্রসীদ ত্বমস্মাকং ধর্ম্মং ন প্রণাশয় ভোঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাস্তদা কথং রাত্রাবপি মন্নিকটমাগতাঃ স্থ তত্রাহুঃ স্বামিত্যাদিব্যাখ্যানন্তু পূর্ব্ববৎ তব মুরল্যা রবমোহিতাঃ সত্যো বয়মত্রাগতা নতু কামেন কিমুত রমণেচ্ছয়েতি ভাবঃ। শ্লেষার্থো যথা। ধর্ম্মপ্রণয়িনীং বীথিমস্মান্ কিমর্থমুপদিশসি। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ইতি শাস্ত্রানুসারিরাগমার্গেণ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ভবন্তং সেবিতুং বয়মাগতাঃ স্ম বৈদিকধর্ম্মানুষ্ঠানে কিং স্যাদিতি ভাবঃ। ভোঃ সুনৃতবাদিন্যঃ সদাহমাত্মারামোঽস্মি যুষ্মাভিঃ সহ রমণে আত্মারামতাহানিঃ স্যাত্তত্রাহুঃ। হে যদুবর যদোর্ভক্ত্যৈব তৎকুলেঽবতীর্ণ ভক্তিবশ্যস্থাদ্যথা তত্রাজত্বহানৌ ন দোষস্তথাস্মাভিঃ সহ রমণেঽপি ন দোষঃ স্যাদতঃ প্রসীদ অস্মৎকৃতাং প্রেমসেবাং স্বীকুরু। ভোর্ভক্তিরসিকাঃ সর্ব্বাণি

হৃদয় প্রাপ্ত করায়, হে যদুবর! আর যেন এ আমাদিগকে

নয়ন্তীং দৃষ্টোঽয়ং মধুবর যথা নাহ্বয়তি নঃ ॥ ২৯৩ ॥

ত্রয়ং সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৮ ॥

গোপীজনালিঙ্গিতমধ্যভাগং
বেণুং ধ্বনন্তং ভৃশলোলনেত্রং।

গার্হস্থ্যসুখানি ত্যক্ত্বা ধর্ম্মাদিত্যাজনপূর্ব্বকে এতাদৃক্‌কৃষ্টজনে মৎসেবনে যুষ্মাকং কথং প্রবৃত্তিঃ কথং বা সাধুমুখাৎ শিক্ষাং বিনা ময়ি ভক্তির্ভবেদেব স্বা নির্ঘৃণঃ কঃ সাধুরাস্তে যোঽপরিমিতাঃ যুষ্মান্ সর্ব্বাণি ত্যাজয়িত্বা মৎসেবনে এব নিযোজয়তি তত্রাহুঃ। শিষ্যাং স্বাং মুরলীং শাধি অনয়ৈব সর্ব্বা বয়ং শিক্ষিতাঃ স্মঃ। অস্যাঃ কারুণ্যং কিং বক্তব্যং হিতৈষিণী প্রথরা সখীব অস্মান্ ভংসয়িত্বা ত্বয্যনুরাগিণীঃ কৃতবতী। যদ্বা, অতিক্রান্তা খলতা সদুপদেশকার্পণ্যং যস্যাস্তাং সদুপদেশপরাং ন কেবলমুপদেশমাত্রং কৃতবতী, কিন্তু হে শিব মঙ্গলস্বরূপ অস্মাকং বামতাং হরন্তী তথা হৃদয়ং চিত্তং শিবপরে শিবাৎ শ্রেষ্ঠে পুংসি ত্বয়ি নয়ন্তী ইয়ং দৃষ্টা সেবা কালোঽয়মতিক্রম্যতে কথং বিলম্বঃ ক্রিয়ত ইতি বচনেন প্রগল্‌ভা নোঽস্মান্ যথা যথাবৎ ত্বৎসেবার্থং। শিরশ্চালনে নঞ্। আহ্বয়ত্যেব অতো বয়মাগতা অনুগতানামস্মাকং স্বীকুরুষেতি নিত্যসিদ্ধানাং কাত্যায়নীব্রতবদেতদ্বচনমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৯৩ ॥

এবং যদর্থং কৃষ্ণস্য বেণুবাদনং গোপীনাঞ্চাভিসারাদ্যমস্তয়োঃ ফলরূপাং রাসলীলাং সঙ্কল্প্য দর্শয়ন্ রাসবিলাসপরিপাটীং লিখতি গোপীতি। কৃষ্ণং নমামীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং গোপীজনানাং ব্রজরামাণামালিঙ্গিতো মধ্যভাগো

আহ্বান না করে ॥ ২৯৩ ॥

এই তিন শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৮ ॥

যিনি বেণুবাদ্য করিতেছেন, যাঁহার মধ্যভাগ গোপীগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, যাঁহার নেত্র অতিচঞ্চল এবং যাঁহার

কলেবরে প্রস্ফুটরোমবৃন্দং
নমামি কৃষ্ণং জগদেকবন্ধুং ॥ ২৯৪ ॥

পুরুষোত্তমদেবস্য ॥ ৯ ॥

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাং।

যেন তং। মধ্যভাগশব্দপ্রয়োগাৎ তয়োর্দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে ভ্রমণবৈশিষ্ট্যেন প্রকাশভেদেন বা প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং তেষাং শ্রমাদিপরিহারায় মোহনায়চ বেণুং বাদয়ন্তং তত্রাপি তেষাং মুখদর্শনার্থং ভৃশমতিশয়ং যথা স্যাত্তথা লোলে চঞ্চলে সতৃষ্ণে নেত্রে যস্য তং। পুনঃ কথম্ভূতং হর্ষাৎ কলেবরে প্রস্ফুটং রোমবৃন্দং যস্য তং, পুনঃ কীদৃশং জগত্যামেকং মুখ্যং বন্দ্যং বন্দনীয়ং এবম্ভূতমপি সতৃষ্ণয়া তাদৃশবিহারাকৃষ্টমিতি অহো ব্রজরমাণাং মহিমেতি ॥ ২৯৪ ॥

শারদীয়রাসলীলায়ামিব তত্র বাসন্ত্যাং লীলায়ামপি রাধায়া উৎকর্ষং দর্শয়িতুং ভট্টনারায়ণস্য পদ্যেন তাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্যানুনয়ং দর্শয়তি কালিন্দ্যা ইতি। প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য কংসদ্বিষস্তাং রাধাং প্রত্যনুনয়ো বো যুষ্মান্ পুষ্ণাতু রাধোৎকর্ষপ্রকাশনেন সুখীকরোত্বিত্যর্থঃ। রাধাং কিম্ভূতাং কেলিনা অন্যাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য সাধারণক্রীড়য়া হেতুনা কুপিতা অতএব রাসে রসং সরসমুৎসৃজ্য তক্ত্বা কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু গচ্ছন্তীং বিরহব্যাকুলিতত্বেনৈকত্র স্থানে স্থাতু-

---

কলেবরে রোমরাজি বিরাজিত, সেই জগতের একবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২৯৪ ॥

এই শ্লোক পুরুষোত্তমদেবের ॥ ৯ ॥

কেলিকুপিতা অশ্রু-কলুষিতমুখী শ্রীরাধা রাসবিষয়ে রস পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পুলিনসকলে গমন করিলে তদীয় পাদপ্রতিমায় পাদনিক্ষেপ করিয়া রোমাঞ্চিত ও দয়িতার

তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ॥ ২৯৫ ॥
ভট্টনারায়ণস্য ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে তাসাং প্রশ্নঃ ॥

তুলসি বিলসসি ত্বং মল্লি জাতাসি ফুল্লা

মশক্যত্বাৎ কৃষ্ণান্বেষণবঞ্চনায় বা বহুবচনং তত্রাপি রোষবিষাদাভ্যাং জাতৈ-র্নেত্রাশ্রুভিঃ কলুষাং মলিনাং। এবঞ্চ যস্যা উৎকর্ষপ্রকাশনার্থং রাসারম্ভং কৃতবান্ কুপিতায়াং তস্যাং রাধায়াং গচ্ছন্ত্যাং সত্যাং কৃষ্ণো রাসলীলায়া-মাসক্তো নাভূৎ কিন্তু তত্রাগ্রহং ত্যক্ত্বা তামন্বেষয়ামাসেত্যাহ। কংসদ্বিষঃ কিম্ভূ-তস্য। উৎসৃজ্য রাসে রসনিতান্ত তাৎপর্য্যাদুভয়ত্র সম্বন্ধঃ। তেন তত্রাগ্রহং ত্যক্ত্বা তামনুগচ্ছতঃ রাধায়াঃ প্রাগ্‌গমনাৎ তস্য অনুগমনপ্রকারমাহ তৎ-পাদপ্রমিতয়োশ্চরণচিহ্নয়োর্নিবেশিতে স্বস্য পদে যেন তস্য তৎস্পর্শেনাপি হর্ষোদয়াদুদ্ভূতা রোমোদ্গতী রোমাঞ্চো যস্য তস্য পুনঃ কিম্ভূতস্য প্রসন্না দয়িতা রাধা যস্মাৎ এবম্ভূতং দৃষ্টং দর্শনং যস্য তস্য শতকোটীঃ প্রেয়সীঃ পরিত্যজ্য মামনুনেতুং প্রাণনাথো ভীতবদাগচ্ছতি অতো মদভিপ্রেতস্য সিদ্ধত্বান্মৎপ্রস-ন্নতা যুজ্যতে ইত্যেবং প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্যাপ্যনুনয়ঃ। স কিম্ভূতঃ অক্ষুণ্ণঃ। প্রেয়সীমণ্ডলেঽপি স্বদুৎকর্ষস্য জ্ঞাপনার্থং ময়া বিহারসাধারণ্যং প্রকটিতং তেনচ স্বয়ামোদয়াৎ সর্ব্বাঃ পরিত্যজ্য ময়াত্রাগমনাৎ স সুষ্ঠু প্রকাশিতঃ। অতঃ প্রসন্ন ভবেতি অক্ষুণ্ণতাপ্রকারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯৫ ॥

প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা অবলোকিত সেই কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের অক্ষুণ্ণ অনুনয় তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৯৫ ॥

এই শ্লোক ভট্টনারায়ণের। এই শ্লোক বেণীসংহার নাটকে দৃষ্ট হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে সেই সকল গোপীর প্রশ্ন ॥

হে তুলসি! তুমি বিলাস করিতেছ, হে মল্লি! তুমি

স্থলকমলিনি ভৃঙ্গৈঃ সঙ্গতাঙ্গী বিভাসি।
কলয়ত বত সখ্যঃ ক্ষিপ্রমস্মাসু কস্মিন্
বসতি কপটকন্দঃ কন্দরে নন্দসূনুঃ ॥ ২৯৬ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ১ ॥

এবং রাধামন্বেষিতুং সর্ব্বাঃ প্রেয়সীঃ পরিত্যজ্য হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণেঽন্তর্হিতে সতি বিরহোন্মত্তাস্তাঃ কিং চক্রুরিত্যপেক্ষায়াং সঙ্ক্ষেপবৃত্তান্তমাহ শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানে তাসাং প্রশ্ন ইতি। স্বয়ং গ্রন্থকৃত্তাসাং বিরহোন্মত্তাবস্থাং বর্ণয়তি তুলসীতি। তত্র কদম্বাদীনাং পুংজাতিত্বান্মহত্ত্বাচ্চ এতেঽস্মান্ তুচ্ছং মন্যমানানোত্তরং দাস্যন্তীত্যভিপ্রেত্য স্ত্রীজাতীঃ ক্ষুদ্রাশ্চ তত্রাপি কৃষ্ণপ্রিয়া তুলস্যাদীরপৃচ্ছন্ তাসাং জিজ্ঞাসনপ্রকারং লিখতি তত্র কাশ্চিদাহুঃ হে তুলসি ত্বং বিলসসি বিশেষেণ দীপ্তিং প্রাপ্নোষি অতো বয়ং বিতর্কামহে নন্দসূনুনা ত্বং নূনং স্পৃষ্টাসি অন্যথৈতাদৃগ্‌ঘর্ষোদয়ো ন স্যাদেবং পরপরত্র যোজনা। অন্যা আহ হে মল্লি মল্লিকাজাতে ত্বং ফুল্লা অন্তর্জাতাহ্লাদাসি। অপরা আহু হে স্থলকমলিনি কৃষ্ণমনুগচ্ছদ্ভির্ভৃঙ্গৈঃ সঙ্গতানি মিলিতানি অঙ্গানি যস্যা এবম্ভূতা বিভাসি গোঃ কৃষ্ণবিলাসিন্যঃ সত্যং বিতর্কিতং নন্দসূনুরস্মাভির্দৃষ্ট এব তচ্ছ্রুত্বৈব সর্ব্বা আহুঃ। বতেতি খেদোক্তৌ। হে সখ্যস্তদা তদ্দর্শনহীনাস্বস্মাসু ক্ষিপ্রং শীঘ্রং যূয়ং কথয়ত কপটকন্দঃ কপটমূলঃ পরমকপটী কৃষ্ণঃ কস্মিন্ কন্দরে গোবর্দ্ধনস্য গহ্বরে বসতীতি। স কীদৃশঃ সর্ব্বান্নন্দয়তীতি নন্দস্তস্য সূনুঃ পুত্রঃ স অস্মানানন্দয়িষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাস আসীৎ তেনাপ্যস্মাকং দুঃখদানং মহানুচিতমেবেত্যভিপ্রেত্য তচ্ছব্দঃ প্রযোজিত ইতি ভাবঃ ॥ ২৯৬ ॥

প্রফুল্লা হইয়াছ, হে স্থলকমলিনি! তুমি ভৃঙ্গগণকর্ত্তৃক মিলিতাঙ্গী হইয়া শোভিতা হইতেছ, হা কষ্ট! হে সখীগণ! শীঘ্র আমাদিগকে বল, কপটচূড়ামণি নন্দতনয় কোন্ পর্ব্বতের গুহায় বাস করিতেছেন? ॥ ২৯৬ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংহর্ত্তার ॥ ১ ॥

দৃষ্টঃ ক্বাপি স মাধবো ব্রজবধূমাদায় কাঞ্চিদ্গতঃ
সর্ব্বা এব হি বঞ্চিতাঃ সখি বয়ং সোঽন্বেষণীয়ো যদি।
দ্বে দ্বে গচ্ছতমিত্যুদীর্য্য সহসা রাধাং গৃহীত্বা করে
গোপীবেশধরো নিকুঞ্জকুহরং প্রাপ্তো হরিঃ পাতু বঃ॥২৯৭॥

কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

এবমন্বেষয়ন্তাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ সর্ব্বা গোপ্যঃ কস্যাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমক্রবন্নিতি শ্রীদশমস্কন্ধানুসারেণ শ্রীরাধাপদচিহ্নসহিতান্ শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কান্ দৃষ্ট্বা রোষের্ষ্যালজ্জান্বিতাস্তৌ দ্রষ্টুং প্রতিবনং বভ্রমুঃ কৃষ্ণস্তু নিভৃতে বিবিধপুষ্পাণি চিত্বা রাধায়া ভূষণার্থমেকাগ্রচিত্ত আসীৎ তদা নিকটে তাসাং স্বান্বেষণবাক্যং শ্রুত্বা উপায়ান্তরমলব্ধ্বৈব রাধা কৌতুকার্থং গোপীবেষং ধৃত্বা তাসামলক্ষ্যং যথা স্যাত্তথা তাং গোপীযূথে নিবেশ্য স্বয়ং যং কৃতবান্ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্ট ইতি। হে সখি রূপমঞ্জরি পুষ্পচয়নার্থমত্রাগতাসি বৃত্তান্তং শৃণু স মাধবো বঞ্চনবিদ্যাপণ্ডিতঃ কৃষ্ণঃ একাং ব্রজবধূমাদায় গৃহীত্বা রাসমণ্ডলাদ্গতবান্ স ক্বাপি স্থানে ত্বয়া দৃষ্টোঽস্তি সর্ব্বা বয়ং তেন বঞ্চিতাঃ স্ম অতঃ কথয় তচ্ছ্রুত্বা কৃষ্ণ আহ যদি স বঞ্চকোঽন্বেষণীয়স্তদা দ্বে দ্বে যুগ্মীভূয়ান্বেষণায় গচ্ছতং ইত্যুদীর্য্য কথয়িত্বা গোপবেশধরো হরিঃ সহসা বলাৎ

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ২ ॥

সখি! কোন স্থানেও কি মাধবকে দেখিয়াছ? তিনি কোন এক গোপবধূকে গ্রহণ করিয়া গমন করিয়াছেন, আমরা সকলেই বঞ্চিত হইলাম, এই কথা কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীবেশে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যদি অন্বেষণ করা হয়, তাহা হইলে দুই দুই জনে গমন কর, এই বলিয়া সহসা শ্রীরাধার হস্তধারণপূর্ব্বক যিনি কুঞ্জকুহরে গমন করিলেন, সেই গোপীবেশধারী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৯৭ ॥

শ্রীরাধাসখীবাক্যং ॥

অদোষাদ্দোষাদ্বা ত্যজতি বিপিনে তাং যদি ভবা-
নভদ্রং ভদ্রং বা ব্রজকুলপতে ত্বাং বদতু কঃ।

রাধাং করে গৃহীত্বা অন্যা বঞ্চয়িত্বা নিকুঞ্জকুহরং রাধয়া সহ বিহারার্থং যঃ প্রাপ্তোঽভূৎ স বো যুষ্মান্ পাতু ভক্তিবিপক্ষান্ বঞ্চয়িত্বা রক্ষতু ॥ ২৯৭ ॥

তত্র বিহারানন্তরং শ্রীরাধাললিতাদিভিঃ সহ মিলিতুকামা সালসমশক্তেব কৃষ্ণমুবাচ। হে নাথ গন্তুং ন শক্নোমি তচ্ছ্রুত্বা এতাসাং মদ্বিরহেণাপি ইন্দ্রিয়-পাটবমস্তি যেনান্বেষণং কুর্ব্বন্তি তত্রাপি রাধায়ামীর্ষ্যা ব্যজ্যতে অহঙ্কাক্ষিপ্তোঽস্মি অতো রাধায়া অসাধারণবিরহেণাপ্যুত্তমতা প্রকাশ্যতে ইতি শ্রীকৃষ্ণেন চিত্তে বিবিচ্য স্কন্ধ আরুহ্যতামিত্যুক্তে সতি রাধা মহের্ষ্যালজ্জাভ্যাং পরাবৃত্তা বভূব তদবকাশং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণেঽন্তর্হিতে সতি, হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহা-ভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিমিতি সকাকু বদন্তী মূর্চ্ছিতাসীৎ ততস্তত্রান্বেষণায় গোপীবৃন্দমাগত্য তাং দৃষ্ট্বা মহাখেদান্বিতং সৎ তাং চেতনী-কৃত্য তয়া সহ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণাকর্ষকং গীতং জগৌ তেনাকৃষ্টো ভগবান্ প্রভুরভূত্তং দৃষ্ট্বা রাধাসখী যদবোচত্তদ্রামচন্দ্রদাসস্য পদ্যেনানুবর্ণয়তি অদোষা-দিতি। হে ত্রিভুবনপতে সর্ব্বমপি কর্ত্তুং সমর্থ যদি তাং তাদৃঙ্মানবর্দ্ধনেন স্বসঙ্গং প্রাপয্য দোষাদদোষাদ্বা ভবান্ ত্যজতি তত্রা দোষাদিতি প্রাঙ্নির্দ্দেশাৎ দোষা-ভাবো ব্যঞ্জিতঃ কেবলং বচোরীত্যা দোষাদ্বেত্যুট্টঙ্কিতং। তদা তবেদং ভদ্রং কৃতমিদমভদ্রং কৃতমিতি কো বদতু কো বক্তুমুৎসহতে, কিন্তু মে হৃদয়ং তস্যাঃ ক্রূরং কঠিনং কর্ম্ম স্মরতি তদাহ। হে কুলতিলক পরমধার্ম্মিকস্য যদোঃ

শ্রীরাধার সখীর বাক্য ॥

যদি তুমি বিনা দোষে, অথবা দোষে, বনে তাঁহাকে পরি-ত্যাগ কর, তাহা হইলে হে ব্রজকুলপতে! কে তোমাকে ভদ্র বা অভদ্র বলিবে? কিন্তু হে কুলতিক! আমার এই

ইদন্তু ক্রূরং মে স্ফুরতি হৃদয়ং যৎ কিল তয়া
ত্বদর্থং কান্তারে কুলতিলক নাত্মাপি গণিতঃ ॥ ২৯৮ ॥

রামচন্দ্রদাসস্য ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মীং মধ্যগতেন রাসবলয়ে বিস্তারয়ন্নাত্মনা
কস্তূরীসুরভির্বিলাসমুরলীর্বিন্যস্তবক্ত্রেন্দুনা।

কুলশ্রেষ্ঠ ত্বদর্থং কান্তারো বর্ত্ম দুর্গমমিত্যমরাঃ দুর্গমে বর্ত্মনি তয়া আত্মাপি ন গণিতঃ কিন্তু হা নাথেত্যাদুক্ত্বা মূর্চ্ছিতেতি ॥ ২৯৮ ॥

এবং সার্ব্বকালিকীং রাসলীলাং সংক্ষেপতঃ কস্যাচিৎ পরেণ দর্শয়তি লক্ষ্মীমিতি। রাসে বিহর্ত্তুং শীলমস্য স গোপীনাং বিরহনাশনেন সুখদাতা কৃষ্ণো নোঽস্মান্ পায়াদিত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ কস্তূর্য্যাঃ সুরভিঃ গন্ধো যত্র স কস্তূর্য্যানুলিপ্তঃ। যদ্বা, কস্তূরীব স্বভাবতঃ সুরভির্গাত্রগন্ধো যস্য সঃ। আত্মনা কিম্ভূতেন রাসবলয়ে রাসমণ্ডলে মধ্যগতেন গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন আত্মনা দেহেন লক্ষ্মীং পরমাং শোভাং স্বশোভাং বিস্তারয়ন্। তত্রাতিশুশুভে তাভিঃ ব্যরোচতাধিকং তাতেতিচ শ্রীদশমাৎ। পুনঃ কীদৃশেন বিলাসস্য রাসক্রীড়ায়াঃ সাধনং যা মুরলী তস্যাং বিন্যস্তঃ সমাদরতয়া নিবেশিতো বক্ত্রেন্দুর্যেন তেন। তথা ক্রীড়াং তাণ্ডবেন নৃত্যেন মণ্ডিতুং শীলমস্য তেন অতএব তাভিঃ পরিতঃ প্রত্যঙ্গং দৃষ্টেন তথা তাসাং নৃত্যাদর্শনেন তুষ্যন্তৌ দৃশৌ নেত্রে যস্য তেন।

ক্রূরহৃদয় স্মরণ করিতেছে যে, ঐ রাধা তোমার জন্য মহারণ্যে আপনার আত্মাকেও গণনা করেন নাই ॥ ২৯৮ ॥

এই শ্লোক রামচন্দ্রদাসের ॥ ৩ ॥

যিনি রাসমণ্ডলীর মধ্যগত হইয়া আপনার দ্বারা শোভা বিস্তার করতঃ কস্তূরীসৌরভশালিনী বিলাসমুরলী মুখচন্দ্রে বিন্যস্ত করিয়া ক্রীড়াতাণ্ডবমণ্ডলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হইয়া

ক্রীড়াতপ্তগুবমণ্ডলেন পরিতো দৃষ্টেন তুষ্যদ্দৃশা
ত্বাং হল্লীশক-শঙ্কু-সঙ্কুলপদা পায়াদ্বিহারী হরিঃ ॥ ২৯৮ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

অথ জলক্রীড়া ॥

জলকেলি-তরল-করতলমুক্ত পুনঃ পিহিত রাধিকাবদনঃ।

পুনঃ কিম্ভূতেন। নারীণাং মণ্ডলীনৃত্যং বুধা হল্লীশকং বিদুরিতি হারাবলী-কোষাৎ। হল্লীশক এব শঙ্কুঃ কীলঃ কীলবন্মর্য্যাদাস্থানং তত্র সঙ্কুলসঙ্কীর্ণে স্বেচ্ছাগতিরহিতে পদে চরণৌ যস্য তেন নৃত্যপটুনেত্যর্থঃ ॥ ২৯৯ ॥

রাসক্রীড়ানন্তরং শ্রমমপোহিতুং জলক্রীড়া যুজ্যত ইতি তাং দর্শয়িতুমাহ অথ জলক্রীড়েতি। তত্র রাধয়া সহ পরিহাসরম্যাং তৎকেলিং কস্যাচিৎ পদ্যেন বিবৃণোতি জলেতি। এবম্ভূতঃ কৃষ্ণো জগদ্ভুবনমবতু রক্ষতু। স কীদৃশঃ আদৌ করতলাভ্যাং রাধায়া বদনমাচ্ছাদিতং ততস্তস্যা জলকেলিনা তরলাভ্যাং চঞ্চলাভ্যাং মুক্তং পুনঃ সমর্থতয়া তাভ্যাং পিহিতং রাধিকাবদনং যেন সঃ। তন্মুখস্য চন্দ্রত্বমননাত্তেন তেনচ কোকবন্ধুযুনোশ্চক্রবাকযুগলয়োর্বিঘটনসংঘটনাভ্যাং কৌতুকী কৌতুকবিশিষ্টঃ। মুক্তে সতি রাত্রিং প্রত্যয়তোস্তয়োর্বিচ্ছেদং জনয়তি, আচ্ছাদিতে সতি দিবসং প্রত্যয়তোস্তয়োঃ সংযোগং জনয়তীব। তত্র

প্রসন্ননেত্রদ্বারা এবং হল্লীষ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের মণ্ডলাকারে নৃত্যবিশেষরূপ শঙ্কুসঙ্কুল পদদ্বারা বিহারশীল, সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৮৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৪ ॥

অথ জলক্রীড়া ॥

যিনি জলকেলিতে তরল করতলদ্বারা শ্রীরাধিকার বদন-মোচন এবং পুনরায় তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া চক্রবাক চক্র-

জগদবতু কোকযূনোর্বিঘটনসঙ্ঘটনকৌতুকী কৃষ্ণঃ ॥৩০০॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অথ তত্র খেচরাণামুক্তিঃ ॥
মুক্তমুনীনাং মৃগ্যং কিমপি ফলং দেবকী ফলতি।

প্রসিদ্ধচন্দ্রস্য তন্মুখচন্দ্রতেজসা তিরস্কারাদকিঞ্চিৎকরত্বং করকান্তেশ্চ সূর্য্যবৎ প্রকাশকত্বমবগন্তব্যং। যদ্বা, স্তনয়োঃ কোকযুগ্মতয়া রূপণস্য কবিসম্প্রদায়সিদ্ধত্বাৎ মুক্ত ইত্যনেনাদরাচ্ছন্দেন ব্যঞ্জনাৎ। আদানকালে পূর্ণস্তনয়োঃ করতলাভ্যাং বিঘটনমসংযোজনং মোচনকালে তাভ্যাং সংযোজনং তেন তেনচ কৌতুকী পুনঃ পুনস্তদাচরণবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৩০০ ॥

ইয়ং রাসলীলা খলু ব্রহ্মাদিদেবানামপি বিস্ময়জননী ইতি দর্শয়িতুমাহ অথ তত্রেতি। নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং। দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌসুক্যভূতাত্মনামিতি শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণ্যাং নৃত্যাদিদর্শনাংশে তেষামধিকারপ্রতিপাদনান্নতু রহস্যবিলাসদর্শনাংশে ইতি। তল্লীলাদর্শনে তেষামুক্তিং দাক্ষিণাত্যস্য পদ্যেন বিবৃণোতি মুক্তেতি। দেবকী কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং ফলং শস্যং। যদ্বা, ফলং লাভস্তস্য হেতুঃ ফলতি নিষ্পাদয়তি ফল নিষ্পত্তৌ ইতি ধাতোঃ নতু জনয়তি যশোদা তং পালয়তি লালনাদিনা সুখয়তি। গোপ্যো নিকামং যথেচ্ছমুপভুঞ্জতে আনুকূল্যেন সেবন্তে ইত্যহো এতাসাং সৌভাগ্যং

বাকীদ্বয়ের সঙ্ঘটন ও বিঘটনে কৌতুকী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন ॥ ৩০০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

অথ ঐ বিষয়ে দেবগণের উক্তি ॥

মুক্ত মুনিগণের অন্বেষণীয় কোন এক অনির্ব্বচনীয় ফল দেবকী ফলিত হইয়াছেন, কিন্তু ঐ ফল যশোদা পালন

তৎ পালয়তি যশোদা নিকামমুপভুঞ্জতে গোপ্যঃ ॥৩০১॥

দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ১ ॥

তপ্তং তপোভিরন্যৈঃ ফলিতং তদ্গোপবালানাং।
আসাং যৎ কুচকুম্ভে নীলনিচোলীয়তি ব্রহ্ম ॥ ৩০২ ॥

রঘুপত্যুপাধ্যায়স্য ॥ ২ ॥

অস্মাকন্তু ন কিমপি। ফলং কিম্ভূতং মুক্তানাং মুনীনাং শুকাদীনামপি মৃগ্যং হৃদ্যেব চিন্তনীয়ং, অত্র দেবকীফলতীতি লীলাদর্শনেন চিত্তবিভ্রমাৎ স্বেষাং তদ্গর্ভাবাসস্মরণমাত্রেণ বর্ণনং নতু তত্ত্বতঃ যতঃ স্বয়ং ব্রহ্মণা স্বকৃতস্তবে পশুপাঙ্গজায়েত্যনেন নন্দযশোদয়োঃ পুত্ররূপেণ নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩০১ ॥

তামেব পুনঃ শ্রীরঘুপত্যুপাধ্যায়স্য পদ্যেন বর্ণয়তি তপ্তমিতি। অন্যৈর্যজ্ঞব্রতাদিসাধ্যপুণ্যৈস্তপোভিঃ কৃত্বা যত্তপ্তং কেবলচরণসেবনায়ারাধিতং। গোপবালানামিতি স্বাতন্ত্র্যাধীনতাসম্বন্ধে ষষ্ঠী তদ্গোপকুমারীণাং ফলিতমিষ্টসাধনতয়া অধীনরূপেণ সাক্ষাল্লব্ধং। তৎ কার্য্যেণাপি দর্শয়তি। যদ্যস্মাদাসাং কুচকুম্ভে আরাধিতবটে নীলবস্ত্রমিব স্বয়ং ব্রহ্ম তদ্বদাচরতি কুচমধ্যে তা ধারয়ন্তীতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩০২ ॥

করিতেছেন এবং তাহা গোপীগণ যথেষ্টরূপে ভোজন করিতেছেন ॥ ৩০১ ॥

এই শ্লোক দাক্ষিণাত্য কবির ॥ ১ ॥

অন্যে তপস্যা করিল, কিন্তু তাহা গোপবালাদের সম্বন্ধে ফলিত হইল, যেহেতু এই সকল গোপীর কুচকলসে ব্রহ্ম নীলকঞ্চুলিকার তুল্য আচরণ করিতেছেন ॥ ৩০২ ॥

এই শ্লোক রঘুপতি উপাধ্যায়ের ॥ ২ ॥

রাধাসখীং প্রতি চন্দ্রাবলীসখ্যাঃ সাভ্যসূয়বাক্যং ॥

মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি
কৃষ্ণস্বহস্তলিখিতা নবমঞ্জরীতি।
অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং
বৈরী ন চেদ্ভবতি বেপথুরন্তরায়ঃ ॥ ৩০৩ ॥

দামোদরস্য ॥ ১ ॥

কদাচিল্ললিতা পদ্মাং পরিহসন্তী শ্রীরাধায়াং শ্রীকৃষ্ণহস্তরচিতবেশাদিকং সেঙ্গিতং দর্শয়িত্বা মৃদু মৃদু জহাস তদসহমানা পদ্মা তাং প্রতি সাসূয়া যদাহ তদ্দামোদরস্য পদ্যেন দর্শয়তি মা গর্ব্বেতি। হে সখি ললিতে রাধায়াঃ কপোলতলে কৃষ্ণেন কর্ত্রা স্বহস্তেন লিখিতা নবমঞ্জরী চিত্রপরিপাটী চকাস্তি ইত্যেতং গর্ব্বং মা উদ্বহ নোচ্চৈর্ধারয়। যদ্যেতস্যামেব কৃষ্ণস্য এতাদৃগধীনতা ভবেত্তদা গর্ব্বো ভবিতৈব নতু তথেতি সূচয়ন্তী ররাট ঈদৃশীনাং কৃষ্ণপ্রিয়তমানাং রাধাদীনাং মধ্যে অন্যা প্রধানং চন্দ্রাবল্যপি কিং ভাজনং তৎকর্ত্তৃকবেশাদিরচনাযোগ্যা নাস্তি। নন্থ চেৎ সা তথা তদা ফলেন পরিচীয়ত এবেত্যভিপ্রেত্যাহ

শ্রীরাধার সখীর প্রতি চন্দ্রাবলীর সখীর অসূয়াযুক্ত বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্তলিখিত নবমঞ্জরী (চিত্রপরিপাটী) তোমার কপোলতলে শোভা পাইতেছে বলিয়া গর্ব্বধারণ করিও না, হে সখি! অন্যে কি আর সেরূপ সৌভাগ্য ভাজন হইতে পারে না? যদি কম্পরূপ বিঘ্ন ঐ সময়ে বৈরী না হয়? অর্থাৎ বিঘ্ন আচরণ না করে, যদি হস্ত কম্প হইলে সুন্দর-চিত্র না হয়, তবে সে পৃথক্ কথা ॥ ৩০৩ ॥

এই শ্লোক দামোদরের ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাসখ্যাঃ সাকূতবাক্যং ॥

যদবধি গোকুলমভিতঃ সমজনি কুসুমাচিতাসনশ্রেণী।
পীতাংশুকপ্রিয়েয়ং তদবধি চন্দ্রাবলী জাতা ॥ ৩০৪ ॥

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য ॥ ২ ॥

গান্ধর্ব্বাং প্রতি সখীবাক্যং ॥

কপোলাদিষু বিবিধচিত্রানঙ্গাতুঃ কৃষ্ণস্য বেপথুঃ কম্পো যদ্যন্তরায়ো ন ভবতি, প্রিয়সখ্যা বেশরচনায়াং স এব বৈরী তৎ কর্ম্মণি বিঘ্নমাচরদিত্যর্থঃ ॥ ৩০৩ ॥

তৎ শ্রুত্বা রাধাসখী চন্দ্রাবল্যাঃ কৃষ্ণপ্রিয়াত্বস্যাবধিং নতু স্বরূপত ইতি দর্শয়ন্তী স পরিহাসং সশ্লেষং যদাহ তৎ গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য পদ্যেন বর্ণয়তি যদবধীতি। যৎকালং প্রাপ্য গোকুলমভিতঃ তস্য সর্ব্বতঃ স্থানে অসনস্য পিয়ারা ইতি খ্যাতবৃক্ষস্য শ্রেণী কুসুমৈশ্চন্দ্রাকারপুষ্পৈরাচিতা ব্যাপ্তা সমজনি বভূব তদবধি চন্দ্রাণামিব পুষ্পাণামাবলিঃ শ্রেণী যত্র এবম্ভূতা সতী ইয়ং পীতোঽর্থাৎ সেবিতোঽংশুকো দীপ্তিঃ প্রিয়ো যস্যা এবম্ভূতা জাতা নতু সদাগুণবতী। অতো নরৈর্ন সদা সেব্যত ইতি। শ্লেষপক্ষে যদবধি কুসুমেনার্ত্তবোৎপত্তিজ্ঞাপকেন যৌবনেনাচিতা ব্যাপ্তা অসনশ্রেণী দীপ্তিশ্রেণী যস্যা অস গতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিতি ধাতোঃ। এবম্ভূতা চন্দ্রাবলী গোকুলমভিব্যাপ্য সমজনি নতু স্বভাবতস্তস্যাস্তাদৃশী দীপ্তিঃ যৌবনকালে হি সর্ব্বাসামপি সা স্যাৎ, তদবধি ইয়ং পীতাংশুকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া জাতা নতু বাল্যাবধীতি ভাবঃ। অতঃ শ্রীরাধায়ামসূয়া তবানুচিতৈব ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীরাধার সখীর সাভিলাষবাক্য ॥

যে হইতে গোকুলের চতুর্দ্দিকে অসন অর্থাৎ পিয়ারাবৃক্ষশ্রেণীর চন্দ্রাকার কুসুম পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই হইতে পীতাম্বরপ্রিয়া এই চন্দ্রাবলী জন্মিয়াছেন ॥ ৩০৪ ॥

এই শ্লোক গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ॥

চন্দ্রাবলীর প্রতি সখীর বাক্য যথা ॥

সৌজন্যেন বশীকৃতা বয়মতস্ত্বাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে
কালিন্দীং যদি যাসি সুন্দরি পুনর্মাগাঃ কদম্বাটবীং।
কশ্চিত্তত্র নিতান্তনির্ম্মলতমস্তোমোঽস্তি যস্মিন্মনাগ্-
লগ্নে লোচনসীম্নি নোৎপলদৃশঃ পশ্যন্তি পত্যুর্গৃহং ॥৩০৫॥

গোবিন্দভট্টস্য ॥ ১ ॥

অথ স্বপক্ষবিপক্ষসখীনাং কৃত্যান্তরং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র গান্ধর্বাং প্রতি গাঢ়প্রেমান্বিতা সমগ্রখরা কাচিৎ সখী যদাহ তদ্গোবিন্দভট্টস্য পদ্যেন দর্শয়তি সৌজন্যেনেতি। হে রাধে তব সৌজন্যেন বয়ং বশীকৃতাঃ স্ম অতস্ত্বাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে নিবেদয়ামঃ হে প্রিয়কারিণ্যো যথেচ্ছং বদতেত্যভিপ্রেত্যাহ কালিন্দীং মা যাহি যদি যাসি তদা হে সুন্দরি তত্রস্থাং কদম্বাটবীং কদম্ববনং মা গাঃ হে সখি তত্র গমনে কো দোষস্তত্রাহ তত্র কদম্ববনে কশ্চিৎ নিতান্তনির্ম্মলং যত্তমোঽন্ধকারস্তস্য স্তোমঃ সমূহঃ সুচিক্কণকৃষ্ণবর্ণোঽস্তি অর্থাৎ কৃষ্ণঃ। নন্বস্তু চেৎ তেন কিং তত্রাহ যস্মিন্ লোচনসীম্নি নেত্রাঞ্চলে মনাগীষল্লগ্নে সতি উৎপলদৃশাঃ পদ্মনেত্রা স্ত্রিয়ঃ পত্যুর্গৃহং ন পশ্যন্তি তদাকৃষ্টচিত্তাঃ তল্লাভং বিস্মৃত্য তত্র তিষ্ঠন্তীতি ত্বান্ত স পরমাদরেণ তত্রৈব রক্ষিষ্যতীতি ভাবঃ। অতোঽস্মাকং সুখার্থং তত্র তত্র যাহীতি তাৎপর্য্যং জ্ঞেয়ং ॥ ৩০৫ ॥

হে সুন্দরি! আমরা তোমার সুজনতায় বশীকৃত হইয়াছি, অতএব তোমাকে কিঞ্চিৎ বলি, যদি তুমি কালিন্দীতীরে গমন কর, তাহা হইলে যেন কদম্বকাননে যাইও না, যেহেতু তথায় নিতান্ত নির্ম্মল অন্ধকাররাশি অবস্থিত আছে, যাহাতে লোচনকোণ ঈষৎ সংলগ্ন হইলে ও নীলোৎপলাক্ষী রমণীগণ আর পতির গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না ॥ ৩০৫ ॥

এই শ্লোক গোবিন্দভট্টের ॥ ১ ॥

শ্যামোঽয়ং দিবসঃ পয়োদপটলৈঃ সায়ং তথাপ্যুৎসুকা
পুষ্পার্থং সখি যাসি যামুনতটং যাহি ব্যথা কা মম।
কিন্ত্বেকং খরকণ্টকক্ষতমুরস্যালোক্য সদ্যোঽন্যথা
শঙ্কাং যৎ কুটিলঃ করিষ্যতি জনো জাতাস্মি তেনাকুলা ॥৩০৬

কর্ণপূরস্য ॥ ২ ॥

গন্তব্যা তে মনসি যমুনা বর্ত্ততে চেদিদানীং

কর্ণপূরস্য পদ্যেন তথৈব দর্শয়তি শ্যাম ইতি। হে সখি পয়োদপটলৈর্মেঘসমূহৈরয়ং দিবসঃ শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণঃ তত্রাপি সায়ং সন্ধ্যাকালঃ। তথাপি পুষ্পার্থমুৎসুকা সতী যামুনতটং মদ্বাক্যমন্যথাকৃত্য যদি যাসি তদা যাহি মম কা ব্যথা ন কাপি কেবলং তব কলঙ্কভয়াদ্বিভেমীত্যাহ কিন্ত্বিতি। পুষ্পচয়নকালে তবোরসি খরকণ্টকেন ক্ষতমেকমপি চিহ্নং কুটিলো বিপক্ষজন আলোক্য সদ্যোবিচারানুসন্ধানরহিতো যদন্যথা পরপুরুষনখক্ষতমিতি শঙ্কাং করিষ্যতি তেনাকুলা ব্যগ্রা জাতাস্মি। এতদ্বচনন্তু তত্র গতায়াঃ সত্যামবশ্যং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গো ভবিষ্যতীতি পরীহাসতাৎপর্য্যকমন্যথা বিপক্ষজনেন তস্তা উরোদর্শনং কদাপি ন সম্ভবিতুমর্হতীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩০৬ ॥

অন্যদিনান্তরে কাচিৎ প্রিয়সখী কৃষ্ণং প্রত্যভিসারার্থং নিষেধমুখেন

সখি! মেঘ সমূহে দিবস শ্যামবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার সায়ংকাল, তথাপি তুমি যদি উৎসুকা হইয়া পুষ্পের নিমিত্ত যমুনাতটে গমন কর, তাহাতে আমার দুঃখ কি? কিন্তু তোমার বক্ষঃস্থল খরতর কণ্টকদ্বারা ক্ষত দেখিয়া সদ্যই কুটিললোকে যে অন্য প্রকার অর্থাৎ পর-পুরুষের নখদ্বারা ক্ষত হইয়াছে, এই আশঙ্কা করিবে, তাহাতেই আমি আকুল হইয়াছি ॥ ৩০৬ ॥

এই শ্লোক কর্ণপূরের ॥ ২ ॥

হে সখি! তুমি স্বভাবতঃ সরলা, যমুনায় গমন করিব,

কুঞ্জং মা গাঃ সহজসরলে বাঞ্ছুলং মদ্বচোভিঃ।
গচ্ছেস্তত্রাপ্যহহ যদি বা মা মুরারেরুদারে
কুত্রাপ্যেকা রহসি মুরলীনাদমাকর্ণয়েথাঃ ॥ ৩০৭ ॥

তৈরভুক্তকবেঃ ॥ ৩ ॥

তরলে ন কুরু বিলম্বং কুম্ভং সংভৃত্যমন্দিরং যাহি।

সশ্লেষং যদুপদিদেশ তত্তৈরভুক্তকবেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি গন্তব্যেতি। হে সহজসরলে অকুটিলবুদ্ধে চেদ্যদি জলাহরণার্থং যমুনা গন্তব্যেতি তে তব মনসি বর্ত্ততে তদা তদানীং নির্জনসময়ে বাঞ্ছুলমশোকবনসম্বন্ধিনং কুঞ্জং মদ্বচোভিঃ মম পুনঃ পুনর্নিষেধবচনৈর্মা গা ন যাহি। অহহেতি খেদে। যদি বা মদ্বচনান্যনাদৃত্য তত্র গচ্ছেঃ কস্মৈ কৌতুকায় তদা হে উদারে সৌন্দর্য্যাদিগুণযুক্তে বিবিক্তে নির্জনে একা সতী মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুরলীনাদং কুত্রাপি সময়ে মা আকর্ণয়েথা মা শৃণ্বিতি। শ্লেষপক্ষে মা শোভাবতী ত্বং মা মুরারেরিত্যেকং পদং শোভাযুক্তকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। যোগাং যোগোন যুজ্যত ইতি ন্যায়েন তত্র গমনাদিকমুচিতমিতি ভাবঃ। একা জনরহিতা সতী কুত্রাপি রহসি স্থানে স্থিত্বেতি ভাবঃ ॥ ৩০৭ ॥

তথৈব যমুনায়াং গতায়ামপি তস্যাং সখী যং সমাদিশত্তদ্গ্রন্থকৃৎ স্বয়ং লিখতি তরলে ইতি। হে তরলে হে কামুকি। যদ্বা। তরলং, কামুকে ভাস্করে মধ্যশূন্যে পুংসিতু হারকে, ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। হে দীপ্তিযুক্তে যাবৎ কংসদ্বিষো

ইহা যদি এখন তোমার মনে থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, অশোককুঞ্জে যেন যাইও না, হে উদারস্বভাবে! তাহাতেও যদি গমন কর, তবে যেন নির্জনপ্রদেশে একাকী মুরারির মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিও না ॥ ৩০৭ ॥

এই শ্লোক তৈরভুক্ত অর্থাৎ ত্রিহুতবাসী কবির (ত্রিহুতের প্রাচীন নাম তৈরভুক্ত)॥ ৩০৭ ॥

হে তরলে! বিলম্ব করিও না, কলসী পূর্ণ করিয়া গৃহে

যাবন্ন মোহমন্ত্রং শংসতি কংসদ্বিষো বংশী ॥ ৩০৮ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৪ ॥

পৃষ্ঠেন নীপমবলম্ব্য কলিন্দজায়াঃ
কূলে বিলাসমুরলীং ক্বণয়ন্মুকুন্দঃ।
প্রাক্ পূরণাৎ কলসমম্ভসি লোলয়ন্ত্যা
বক্ত্রং বিবর্ত্তয়তি গোপকুলাঙ্গনায়াঃ ॥ ৩০৯ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

বংশী ত্বামাকর্ষয়িতুং মোহনমন্ত্রং ন শংসতি রটতি তাবৎ কুম্ভমিত্যাদি তদ্রবে সতি গন্তুং ন শক্তাসীতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে হে চঞ্চলে কুম্ভং সংভৃত্য মন্দিরং ন যাহি তাবৎ বিলম্বং কুরু অন্যং সমানং। অত্র শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনে সখী তাৎপর্য্যাৎ নঞা ব্যবহিতান্বয়ঃ দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা, পদ্যচতুষ্টয়েঽপি অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিনা তত্তদাচরণ এব সখীনামভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। অন্যথা প্রিয়কারিত্বাভাবেন সখীত্বস্যাপি হানিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০৮ ॥

সখীবাক্যমনাদৃত্যৈব বিলম্বে কৃতে যদ্ঘটনং জাতং তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি পৃষ্ঠেনেতি কলিন্দজায়াঃ কূলে আগত্য পৃষ্ঠদেশেন নীপং কদম্ববৃক্ষমবলম্ব্য মুকুন্দো মুখে কুন্দবৎ হাসো যস্য সঃ বিলাস-সাধিকাং মুরলীং ক্বণয়ন্ বাদয়ন্ জলস্য পূরণাৎ প্রাগেব। গোপকুলাঙ্গনায়া রাধায়া বক্ত্রং মুখং বিবর্ত্তয়তি

গমন কর, যে পর্য্যন্ত কংসশত্রু শ্রীকৃষ্ণের বংশী মোহনমন্ত্র পাঠ না করে ॥ ৩০৮ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৪ ॥

যমুনাতীরে পৃষ্ঠদেশে কদম্ববৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থাৎ কদম্ববৃক্ষে অঙ্গহেলাইয়া মুকুন্দবিলাসমুরলীর শব্দ করিয়া যে সকল গোপকুলস্ত্রী পূর্ণ করার পূর্ব্বে জলমধ্যে কলস চঞ্চল করাইতেছিলেন, তাঁহাদের বদন বিবর্ত্তিত করিলেন ॥ ৩০৯ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৫ ॥

সখ্যো যযুর্গৃহমহং কলসীং বহন্তী
পূর্ণামতীব বৃহতীমনুলম্বিতাস্মি।
একাকিনীং স্পৃশসি মাং যদি নন্দসূনো
মোক্ষ্যামি জীবনমিদং সহসা পুরস্তে ॥ ৩১০ ॥ ৬ ॥
তাং প্রতি কস্যাশ্চিদুক্তিঃ ॥

স্বাভিমুখীকৃত্য তাং রময়িতুং বিজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ। কথম্ভূতায়া অন্তসি জলে কলসং লোলয়ন্ত্যাঃ জলপূরণার্থমান্দোলয়ন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥

অন্যদিনান্তরে জলং পূরয়িত্বা গৃহমাগচ্ছন্তীং স্বাং নির্জ্জনে পথি প্রাপ্য বলাৎকারায়োদ্যতং শ্রীকৃষ্ণমালক্ষ্য সকাকু সপরিহাসং সচ্ছলং সা যদাহ তৎ স্বয়ং গ্রন্থকৃৎ বর্ণয়তি সখ্য ইতি। হে নন্দসূনো হে ধর্ম্মিষ্ঠকুলজাত কলসীং পূরয়িত্বা সখ্যো গৃহং যযুরহন্তু মহতীং পূর্ণাং কলসীং বহন্তী অনুলম্বিতাভরেণ শ্রান্তাস্মি, অতএব তাভিঃ সহ গন্তুমক্ষমাহভবং। অতএব একাকিনীং মাং যদি স্পৃশসি তদা তে পুরোহগ্রে ইদং জীবনং প্রাণং সহসা শীঘ্রং মোক্ষ্যামি অতো ন স্পৃশ। পক্ষে স্পৃশসি স্পষ্টমুদাতোহসি তদা জীবনং জলং। অতঃ পলায়িতুং শক্ষ্যামীতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং। পক্ষে নন্দসূনো হে সর্ব্বজনসুখদায়ক মহাভারাক্রান্তত্বেন মম কালবিলম্বেহপি সখ্যোহপি কামপি শঙ্কাং ন করিষ্যন্তি অত একাকিনীং মাং যদি স্পৃশসি স্পর্শনপূর্ব্বকং রমসে তদা জীবনং সকলসং জলং মোক্ষ্যামি কক্ষদেশাৎ ভূমৌ স্থাপয়ামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভূট্। অত্র জয়দেবোক্তাং জ্ঞাতব্যং॥ ৩১০ ॥

সখীসকল গৃহে গমন করিয়াছে, আমি বৃহৎ পূর্ণকলস বহন করিয়া ভারশ্রান্তা হইয়াছি, অতএব হে নন্দতনয়! একাকিনী আমাকে যদি তুমি স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখেই জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩১০ ॥ ৬ ॥

তাঁহার প্রতি কোন সখীর উক্তি যথা ॥

বল্গন্ত্যা বনমালয়া তব হৃতং বক্ষোজয়োশ্চন্দনং
গণ্ডস্থা মকরীঘটাচ মকরান্দোলেন বিধ্বংসিতা।
ক্লান্তা স্বৈরতরঙ্গকেলিভিরিয়ং তন্বীচ ধূর্ত্তে তনুঃ
সত্যং জহ্লসি ভানুজাসভিরসে মগ্নাদ্য হর্ষাদভূঃ ॥ ৩১১ ॥ ৭ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহারানন্তরং গৃহমাগচ্ছন্তীং রতিক্রীড়াচিহ্নং সংগোপয়িতুং ব্যাজোক্তিপরাং তাং বিজ্ঞায় কাচিদধিকমধ্যা রাধাসখী তাং যদাহ তদ্বর্ণয়তি বল্গন্তেতি। হে সখি তব বক্ষোজয়োঃ স্তনয়োশ্চন্দনং কথং হৃতং সাহ বল্গন্ত্যা তরঙ্গায়মানয়া বনমালয়া জলশ্রেণ্যা। সখ্যাহ গণ্ডস্থা মকরীঘটা কথং বিধ্বংসিতা সাহ জলেঽধোবদনং কৃত্বা শীতলীকর্ত্তুং নেত্রাভ্যাং জলমস্পৃশং তৎকালে মকরাণাং মৎস্যানামান্দোলনেনেতি। সখ্যাহ ধূর্ত্তে হে বঞ্চকে ইয়ং তন্বী তনুঃ কথং ক্লান্তা সাহ স্বৈরং যথা স্যাত্তথা জলস্য তরঙ্গেষু যাঃ কেলয়স্তাভিরিতি। সখ্যাহ অধুনা ময়া জ্ঞাতং ভানুজং যমুনামভিলক্ষীকৃত্য রসে তস্যা জলে হর্ষাদদ্য ত্বং মগ্না ভূরিতি সত্যং জহ্লসি। অত্র ধূর্ত্তে ইতি সম্বোধনেন ভানুজামভি সত্যং বদসীত্যত্র জহৎস্বার্থলক্ষণয়া মিথ্যৈব বদসীতি সখ্যা অভিপ্রায়ো ব্যজ্যতে। তত্র পক্ষে বনমালয়া শ্রীকৃষ্ণবক্ষস্থিতয়া মকরান্দোলনেন শ্রীকৃষ্ণকর্ণস্থমকরকুণ্ডলয়োস্তব গণ্ডোপরি দোলনেন চুম্বনসময়ে তস্যা সম্ভবাৎ। ন আসীত্তরঙ্গশ্চঞ্চলতা যত্র এবম্ভূতৈঃ স্বৈরসাধারণৈঃ কেলিভিবিহারৈঃ। যদ্বা, রতং রঞ্জয়ন্তি যাঃ কেলয়স্তাভিরিত্যর্থঃ। রসে মুখ্যত্বাৎ মধুররসে অদ্য হর্ষাৎ হর্ষং প্রাপ্য মগ্নাভূর্ভদ্রং ভদ্রমিতি পরীহাসঃ ॥ ৩১১ ॥

হে সখি! বনমালার সঞ্চালনে তোমার স্তনদ্বয়ের চন্দন অপহৃত হইয়াছে, গণ্ডস্থলের মকরীসমূহ (তিলক সকল) মকর অর্থাৎ কুণ্ডলের আন্দোলনে বিনষ্ট হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাধীন কেলিতরঙ্গকলে এই কৃশশরীর ক্লান্ত হইয়াছে, হে ধূর্ত্তে! হর্ষহেতু আজ কালিন্দীর সলিলে তোমার শরীর মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সত্য বলিতেছ ॥ ৩১১ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রাবলীং প্রতি তস্যা বাক্যং ॥

কাত্যায়নীকুসুমকামনয়া কিমর্থং
কান্তারকুক্ষিকুহরং কুতুকাদগতাসি।
পশ্য স্তনস্তবকয়োস্তব কণ্টকাঙ্কং
গোপঃ সুকণ্ঠি বত পশ্যতি জাতকোপঃ ॥ ৩১২ ॥ ৮ ॥

এবং পরমপ্রেয়স্যা রাধয়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য দিবাবিহারং বর্ণয়িত্বা, দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি পুরুষবোধনীশ্রুতেঃ, চন্দ্রাবল্যা অপি মুখ্যত্বাৎ তয়া সহ দিবাবিহারবর্ণনং বক্তুমুপক্রমতে চন্দ্রাবলীমিতি। পুষ্পচয়নকালে শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিহরমাণাং স্বয়ং গৃহমাগচ্ছন্তীং চন্দ্রাবলীং পরিহসন্তী কাচিৎ যদাহ তৎ সমাহর্ত্তা স্বয়ং শ্রীরাধেতি কাত্যায়নীতি। সুকণ্ঠি হে কম্বুকণ্ঠি কাত্যায়নীপূজনার্থং কুসুমকামনয়া কুতুকাৎ কান্তারকুক্ষিকুহরং দুর্গমবর্ত্মমধ্যচ্ছিদ্রং কিমর্থং গতাসি তত্র কিন্তে প্রয়োজনং। যতঃ পশ্য তব স্তনস্তবকয়োর্গুচ্ছবৎ সুগোলকোমলয়োঃ স্তনয়োঃ কণ্টকাঙ্কং কণ্টকেন ক্ষতং পশ্য। দেবতোষণার্থং তদ্ভবতি চেৎ কো দোষস্তত্রাহ। বতেতি খেদে। গোপস্তব ভর্ত্তা যদি পশ্যতি তদা নখক্ষতং মত্বা জাতকোপো ভবতি। এতৎ প্রিয়সখ্যা নর্ম্মময়বচনং। অন্যথা স্বামাঃ স্বভর্ত্তৃকৈঃ স্তনাদিদর্শনসম্ভাবনাভাবেন তস্যাস্তদ্দর্শনশঙ্কা কথঞ্চিন্ন ঘটেতৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩১২ ॥

চন্দ্রাবলীর প্রতি ঐ সখীর বাক্য ॥

হে সুকণ্ঠি! তুমি আনন্দসহকারে কাত্যায়নীর কুসুমকামনায় কি জন্য মহারণ্যের দুর্গম স্থানে গমন করিয়াছিলে? হা কষ্ট! দেখ, তোমার স্তনস্তবকযুগলের উপরিস্থ কণ্টকচিহ্নের প্রতি তোমার পতি কোপ করিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৩১২ ॥ ৮ ॥

তদ্ভর্ত্তারং প্রতি সখীবাক্যং ॥

সুভগ মম প্রিয়সখ্যাঃ কিমিব সশঙ্কং মুহুর্বিলোকয়সি।
যামুনপবনবিকীর্ণ প্রিয়করজঃ পিঞ্জরং পৃষ্ঠং ॥ ৩১৩ ॥

সমাহর্ত্তুরিমাঃ ॥ ৯ ॥

তৎপতিম্মন্যো গোবর্দ্ধনমল্লঃ সহজেন শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী তত্রাপি তত্রানুরাগিণীং চন্দ্রাবলীং শ্রুত্বা কোপেন প্রজজ্বাল, কদাচিৎ দিবাবিহারে পুষ্পশয্যায়াং চন্দ্রাবলী শিশ্যে তত্র পুষ্পরজাংসি পৃষ্ঠে লগ্নান্যাসন্ বিহারানন্তরং ব্যস্ততয়া গৃহমাগচ্ছন্ত্যা-স্তস্যাঃ পরাগলিপ্তং পৃষ্ঠং বিলোক্য স কৃষ্ণসঙ্গমং বিতর্কয়ামাস তদ্বঞ্চনার্থং চন্দ্রাবলীসখী তং প্রতি সাম্না যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি সুভগেতি। হে সুভগ তব সৌভাগ্যেন হৃদেকপরায়া মম প্রিয়সখ্যাঃ পৃষ্ঠং সশঙ্কং যথা স্যাত্তথা কিমিব মুহুর্বিলোকয়সি। কেনচিদ্বিপক্ষজনবচনেন যাং বৃথা শঙ্কাং কুরুষে সা ন যোগ্যা যতো যমুনাসম্বন্ধিনা পবনেন বায়ুনা বিকীর্ণং বিক্ষিপ্তং যৎ প্রিয়-কস্য কদম্বস্য রজঃ পরাগস্তেন পিঞ্জরং পীতং। এতস্যা পরমসাধ্ব্যাং ন কাপি শঙ্কা কর্ত্তব্যেতি ভাবঃ। এতত্তু মথুরায়াং দূতীগমনবর্ণনবৎ কাব্যকর্ত্তুর্মনঃ-কল্পিতমেব নতু সত্যং, যতো যোগমায়াকলিতানাং তত্তৎপ্রতিমূর্ত্তীনাং তত্তৎ-পতিম্মন্যানাং দর্শনাদিঃ তাসু স্বরূপাণাং বিদগ্ধমাধব-ললিতমাধবাদৌ তথৈব নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩১৩ ॥

চন্দ্রাবলীর ভর্ত্তার প্রতি সখীর বাক্য যথা ॥

হে সুভগ! তুমি সভয়ে আমার প্রিয়সখীর পৃষ্ঠদেশ বারম্বার কি দেখিতেছ? যমুনার বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত প্রিয়ঙ্গু-বৃক্ষের পরাগে পৃষ্ঠদেশ পীতবর্ণ হইয়াছে ॥ ৩১৩ ॥

এই সকল কবিতা গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৯ ॥

অথ নিত্যলীলা ॥

বৃন্দাবনে মুকুন্দস্য নিত্যলীলা বিরাজতে।

অথ সামাজিকানামসহত্বেন ক্রমপ্রাপ্তাং প্রোষিতভর্তৃকামুল্লঙ্ঘ্য স্বাধীনভর্তৃকাবস্থাবর্ণনেন বিবিধবিহারবর্ণনেনচ তান্ পরিতোষয়ন, ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে। ইতি ন্যায়েন ভাবিসংযোগময়ঞ্চ বিপ্রলম্ভাখ্যকরুণরসস্য বর্ণয়িতুমিষ্টত্বেনচ তাং বর্জয়িতুং সামাজিকান্ সাক্ষয়িতুঞ্চ নিত্যলীলাং দর্শয়তি অথ নিত্যলীলেতি। ব্রজরমাদিভিঃ সহ সদাতনবিহারো নিত্যলীলা প্রকটপ্রকাশে তস্যাং সদা গতায়াং তাসাং কুতো বিরহঃ। বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ। ইতি লঘুভাগবতামৃতাৎ। তথা সতি শ্রীরাধাদীনামভিমানভেদাৎ প্রকটে বিরহে জাতেঽপি সামাজিকানাং নিত্যলীলাভাবনেন ন দুঃখানুভবঃ স্যাৎ। প্রকটলীলাভাবনেঽপি ভাবিসংযোগভাবনেন রসোল্লাসসম্ভবঃ স্যাদিতি বিবেচনীয়ং। ভাবিসংযোগস্তু দন্তবক্রবধানন্তরমেব জ্ঞেয়ঃ। এবং প্রাপ্তে স্বপ্রসঙ্গাৎ নিত্যলীলাং স্থাপয়িতুং স্বয়ং কৃতপদ্যদ্বয়ং স্বয়মুদাহরতি বৃন্দাবনে ইত্যাদি। যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবং। ইতি লঘুভাগবতামৃতানুসারেণ গোকুলস্য প্রকাশভূতগোলোকীয়বৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ। মুকুঃ পঞ্চমপুরুষার্থরূপপ্রেমলক্ষণাং ভক্তিং রাগানুগীয়ভক্তেভ্যো দদাতীতি তস্য মুকুন্দস্য নিত্যলীলা রাগাত্মিকৈর্ব্রজজনৈঃ সহাসংচ্ছিন্নপ্রবাহরূপা নিত্যকৈশোরলীলা প্রমাণবচনে তথাত্বপ্রতিপাদনাং বিরাজতে প্রতিবন্ধকাভাবেন সা সর্ব্বত্র রাজত ইত্যর্থঃ। নন্থ। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিদিতি শ্রীভাগবতাৎ, শ্রীমদ্ভাগবতার্থামাস্বাদো রসিকৈঃ সহেতি ভক্তিরসা-

---

অথ নিত্যলীলা ॥

বৃন্দাবনে মুকুন্দের নিত্যলীলা বিরাজ করিতেছে, কিন্তু

স্পষ্টমেষা রহস্যত্বাজ্জ্ঞানদ্ভিরপি নোচ্যতে ॥ ৩১৪ ॥ ১ ॥
তাভির্নিত্যবিহারমেব তনুতে বৃন্দাবনে মাধবো

মৃতসিক্তৌ তদাস্বাদস্য মুখ্যভক্ত্যাঙ্গত্ববর্ণনাৎ। তত্রাবর্ণিতায়াং তস্যাং তদাস্বাদকানাং কুতো রতিঃ স্যাদেষেন প্রবাসজনিতবিরহো নিবর্ত্তত এব ইত্যাশঙ্কায়ামাহ। এতাং জানদ্ভিঃ শ্রীশুকাদিভিরপ্যেষা স্পষ্টং যথা স্যাত্তথা নোচ্যতে অপিতু ক্বচিৎ ক্বচিৎ। প্রেষেণ তথাচ। যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্। জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি, পিতরং শ্রীনন্দং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনে সুহৃদাং বসুদেবাদীনাং সুখবিধানানন্তরং আগমনস্য সমাপক-ক্রিয়াত্বেন তদনন্তরং নিত্যা স্থিতির্বাজ্যতে। এবং জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদ ইতি শ্লোকে ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিত্যনেন তথৈব ব্যঞ্জিতং। একাদশেচ উদ্ধবং প্রতি মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণবচনেঽপি তাসাং গোলোক এব প্রাপ্তির্ব্যঞ্জিতেতি দিক্। স্পষ্টবচনে হেতুমাহ রহস্যত্বাদিতি যথা নারো মাহাত্ম্যং পুরাণান্তরেষু রহস্যত্বেন গোপিতমাসীৎ পরব্রাজামিলোপাখ্যানপ্রসঙ্গে প্রকাশিতমভূৎ তথা তাদৃগ্ভক্তাকাঙ্ক্ষায়াং পাদ্মাদৌ প্রকাশিতমভূদিতি জ্ঞেয়ং। প্রকটাপ্রকটয়োর্লীলাদ্বৈবিধ্যস্তু প্রকাশভেদেনেতি ধ্যেয়ং। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ বৈষ্ণবতোষণী লোচনরোচনী-কৃষ্ণসন্দর্ভপ্রভৃতয়ো গ্রন্থা দ্রষ্টব্যা বাহুল্যভয়ান্নাত্র বিবৃতং ॥ ৩১৪ ॥

পূর্ব্বপদ্যার্দ্ধং বিবৃণোতি তাভিরিতি। বৃন্দাবনে পূর্ব্বব্যাখ্যাতে তাদৃশে স্থানে মাধবো মানাং ব্রজরমাণাং ধবঃ পুনর্ব্বিজাগমনানন্তরং, স বো হি স্বামী,

---

যাঁহারা এই নিত্যলীলা অবগত আছেন, তাঁহারাও রহস্য বলিয়া স্পষ্টরূপে তাহা বর্ণন করেন নাই ॥ ৩১৪ ॥ ১০ ॥

মাধব বৃন্দাবনে গোকুলস্থ পদ্মমুখীদিগের সহিত নিত্য

গোষ্ঠান্তোজমুখীভিরিত্যভিমনাক্ প্রোচে প্রিয়ায়ৈ হরঃ।
লীলারত্নরহস্যতা ব্রজপতের্ভূয়স্যহো পশ্য য-

ইত্যনুসারেণ স্বামিতয়া বিখ্যাতঃ শ্রীকৃষ্ণো গোষ্ঠান্তোজমুখীভিস্তাভির্ব্রজরমাভিঃ সহ নিত্যবিহারমেব তনুতে বিস্তারয়তীতি হরো রাগানুগীয়ানাং প্রবাসশ্রবণজদুঃখহরঃ সদাশিবঃ প্রিয়ায়ৈ অপ্রাকৃতায়ৈ দুর্গায়ৈ অভি মনাক্ রহস্যত্বাদত্যল্পং যথা স্যাত্তথোচে কথিতবান্। অতো ব্রজপতেঃ। তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ। ইতি শ্রীকৃষ্ণেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ নিত্যং তৎ শ্রুতিপালকস্য তদ্বদ্ধ তস্য তত্র নিত্যবাসমন্তরেণ ন সম্ভবতীতাতস্তত্র নিত্যস্থিতস্য তস্য লীলয়ৈব রত্নং সর্ব্বেষামানন্দদাতৃচিদ্বিলাসত্বাৎ তস্য রহস্যতা গোপনীয়তা অহো ভূয়সী সর্ব্বাতিশায়িনী তাং গোপনীয়তাং পশ্য যন্মাৎ, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতীতি ন ত্যজামি বনং কৃষ্ণে দিতি গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত ইত্যাদিশাস্ত্রকদম্বেন গৌতমীয়েষু শেষকৈশোরমন্ত্রাণাং দশাক্ষরাদীনাং দেবতাকথনে, সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতেত্যানেন, অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিমাং পতিরেব বেতি তন্মন্ত্রার্থব্যাখ্যানেনচ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সদা হৃদি স্ফুরিতায়াঃ তস্যা নিত্যলীলায়াস্তদঙ্গোঽপি বৈয়াসকির্ব্যাসস্য তপঃফললরূপঃ পুত্রঃ পুরান্তরে মথুরাদৌ গমনমপি ব্যাচষ্ট সুস্পষ্টং ব্যাচকারেত্যর্থঃ। নতু রহস্যত্বান্নিত্যলীলাবিহারঃ অতস্তস্যা রহস্যত্বমেব তেন প্রতিপাদিতং। অত্র পদ্যে একৈবকারস্য দেহলীদীপন্যায়েন ষট্সু সম্বন্ধাৎ ষড়বধারণানি জ্ঞেয়ানি। তথাচ বৃন্দাবন এব গোলোক এব নিবসতীত্যুক্তেঃ গোষ্ঠান্তোজমুখীভিরেব মন্নাথাত্ব্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি মর্ম্মণীত্যাদিপুরাণাং। যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষিত্যাদ্যুক্তেশ্চ। নিত্যবিহারমেব

বিহার বিস্তার করিয়া থাকেন, মহাদেব প্রিয়াকে এই কথা ঈষৎ বর্ণন করিয়াছেন, ব্যাসনন্দন শুকদেব তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও

তত্ত্বজ্ঞোঽপি পুরান্তরেচ গমনং ব্যাচষ্ট বৈয়াসকিঃ ॥৩১৫॥
তথাহি পাদ্মে পার্ব্বত্যৈব্যাহরৎ শঙ্করো রহঃ।
গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥৩১৬॥১১॥

নতু কাদাচিৎকং ন পারয়েঽহমিতি শ্লোকে স্বস্য ঋণিত্বেন শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যবিহারস্বীকারাৎ তং তত্রত এব, জয়তি জননিবাস ইতি শ্লোকে বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিতি শ্লোকে জয়ত্যতচ বর্ত্তমাননির্দ্দেশেনচ নিত্যবিহারানবচ্ছেদাৎ হর এব নাস্যঃ বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুরিত্যুক্তের্গোপেশ্বরনামত্বেন তদর্থং বৃন্দাবনং বিরাজমানত্বাচ্চ। প্রিয়ায়ৈ এব নাস্যেভ্যঃ মন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতেত্যুক্তেঃ ॥ ৩১৫ ॥

পুনর্ব্রজাগমনান্তরং অপ্রকটবৃন্দাবনে নিত্যলীলাং শ্রীসদাশিববাক্যেন দ্রঢ়য়তি যথেতি। পার্ব্বত্যৈ ইতি পর্ব্বতঃ শিবলোকস্থঃ কৈলাসো নিবাসোঽস্য ইতি টাপ্ নিপাত্যতে তাদৃশায়ৈ দুর্গায়ৈ ইত্যর্থঃ। পাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যকথনে হরপার্ব্বতীনাম্নোস্তয়োঃ সম্বাদাৎ তন্নামনির্দ্দেশঃ কৃতঃ নতু হিমালয়কন্যায়ৈ ইতি রহো নিত্যলীলাতত্ত্বং। হরঃ গোলোকতলস্থকৈলাসাখ্যশিবলোকবাসী সদাশিব ইত্যর্থঃ। ব্যাজহার বিশেষেণ কথিতবান্ কিমকথয়ত্তত্রাহ যত্রাপ্রকটবৃন্দাবনে গবাং গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সঙ্গে সম্মীলনে কংসহা ক্রীড়তীতি। কংসহেতি তদবধানন্তরকালীনবৃন্দাবনক্রীড়াং গময়তীতি তৎকালস্ত দন্তবক্রবধানন্তরমেব ॥ ৩১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরে বহুতররূপে বর্ণন করিয়াছেন, অবলোকন কর ॥ ৩১৫ ॥ ১১ ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণে গো, গোপ ও গোপিকাসঙ্গে যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন, এই বিষয় শ্রীমহাদেব নির্জ্জনে পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন ॥ ৩১৬ ॥ ১২ ॥

অথ প্রকটলীলাসারেণ ভাবিনি হরের্মথুরাপ্রস্থানে
রাধাসখীবাক্যং ॥
অদ্যৈব যৎপ্রতিপদুদ্ভাতচন্দ্ররেখা
সখ্যং ত্বয়া বপুরিদং গমিতং বরাক্যাঃ।

তদেবং ভগবদ্গুণশ্রবণপরান্ রাগানুগীয়ান্ ভক্তান্ সান্ত্বয়ন্ পুরলীলাশ্রবণপরানানন্দয়িতুং প্রকটলীলাময়-তচ্চরিতবর্ণনমপেক্ষ্যতে তত্র পুরগমনে সুহৃদাং সুখসাধনমেব হেতুঃ। গোপীজনেন সহ রমণোদ্ভূতে কলঙ্কে জাতে সতি ব্রজে স্থিত্বাপি তাভীরমণং ত্যক্তুমশক্যস্য তৎপরিহারোঽপি হেতুঃ বিধায় সুহৃদাং সুখমিত্যুক্তেঃ। যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবেশ্য বর্ত্ততে, ইতি শ্রীদশমাং। অত্র লজ্জাভরেণ দূরচরত্বং বোধ্যং কিঞ্চিত্তরঙ্গি বাতালিলজ্জাবীচিবিচালিতঃ। কংসবাতমিষাপাতনিজেচ্ছাভাসমাগতঃ। তটস্থতামটন্নূরীচক্রে মধুপুরীগতিমিতি সঙ্কল্পকল্পক্রমাচ্চ। অত আভ্যাং হেতুদ্বয়াভ্যাং দুষ্করমপি সুদূরপ্রবাসং দর্শয়তি, তল্লক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানস্তু যং প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে। তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসহেন কথ্যত ইতি। সুদূরপ্রবাসস্তু ত্রিবিধঃ, ভাবী ভবন্ ভূতশ্চেতি। তত্র ত্রিবিধমেব বিরহং দর্শয়িষ্যন্ প্রকরণমারভতে অথেতি। প্রোষিতভর্ত্তৃকেতি প্রোষিতঃ প্রবাসস্থো ভর্ত্তা যস্যা ইতি ভূতপ্রবাসস্য বহুকালব্যাপিত্বাৎ প্রোষিতেতি নির্দ্দেশঃ। তত্র ভাবিবিরহং রুদ্রস্য পদ্যেন দর্শয়তি অদ্যৈবেতি। কৃষ্ণং মধুপুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতমিত্যেব বাক্যং শ্রুত্বা সুপ্তোপ্তসত্ত্বকবিকারাং

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥

হরির ভবিষ্যৎ মথুরাপ্রস্থানবিষয়ে শ্রীরাধার সখীর বাক্য ॥

হে কুসুমশায়ক কন্দর্প! তুমি যখন অদ্যই বরাকী শ্রীরাধার এই শরীর প্রতিপৎচন্দ্ররেখার সহিত সখ্য-বিধান

কৃষ্ণে গতে কুসুমশায়ক তৎপ্রভাতে
বাণাবলিং কথয় কুত্র বিমোক্ষ্যসি ত্বং ॥ ৩১৭ ॥

রুদ্রস্য ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাবাক্যং ॥

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং

মোহনাবস্থাং রাধাং বীক্ষ্য প্রিয়সখী কন্দর্পং প্রত্যাহ হে কুসুমশায়ক অদ্যৈব পুরগমনাৎ পূর্ব্বমেব বরাক্যা রাধায়া ইদং বপুর্দগ্ধস্মাৎ ত্বয়া প্রতিপদি তিথৌ উদ্গতায়াশ্চন্দ্ররেখায়াঃ সখ্যং সাদৃশ্যং গমিতং প্রাপিতং। শোষণবাণেন অতিসূক্ষ্মতাং নীতং তত্তস্মাৎ কথয় প্রভাতে মধুপুরীং কৃষ্ণে গতে সতি ত্বং কুত্র বাণাবলিং বাণশ্রেণীং বিমোক্ষ্যসীতি অতিসূক্ষ্মত্বাত্তব বাণানাং লক্ষ্যাভাবঃ স্যাৎ, তে যদি কথঞ্চিৎ স্পৃশেয়ুস্তদা তৎস্পর্শমাত্রেণ কোমলকুসুমবাণা দহেয়ুরেব অতো হিতাহিতজ্ঞানাভাবাৎ ত্বং মূঢ় এবেতি ভাবঃ। বরাক্যা ইতি শোচনীয়ায়াঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১৭ ॥

সখী যন্মাচ্চেতনাং প্রাপ্য রাধা স্বজীবনং প্রতি ভবন্তং বিরহং যদাহ তদমরোঃ পদ্যেন নির্দিশতি প্রস্থানমিতি। জীবিত হে প্রাণপ্রিয়তমে শ্রীকৃষ্ণে মথুরাং গন্তুং নিশ্চিতং চেতো যস্য এবম্ভূতে সতি প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য সখিত্বেন বলয়ৈঃ প্রস্থানং কৃতং। সর্ব্বত্রাপি ভাবে ক্তঃ। বলয়াঃ প্রস্থিতাঃ হস্তস্যাতিশুষ্কত্বাৎ পতিতপ্রায়া ইত্যর্থঃ। অজস্রং নিরন্তরমস্রৈর্গতং সদা নেত্রজলানি ক্ষরিতা-

---

করাইলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে তৎপ্রভাতে এই বাণসমূহ কোথায় নিক্ষেপ করিবে বল ? ॥৩১৭ ॥

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ১ ॥

শ্রীরাধার বাক্য ॥

বলয় সকল পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছে, প্রিয়সখাসকল

ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
গন্তুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্ব্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত-প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কথং ত্যজ্যতে ॥৩১৮॥

অমরোঃ ॥ ২ ॥

হরের্মথুরাপ্রবেশে তত্রত্যানামৌৎসুক্যং ॥

নীত্যর্থঃ। ক্ষণং ক্ষণকালং ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ ন আসিতং ধৈর্য্যং গতমিত্যর্থঃ। অতো গন্তুকামস্য প্রিয়তমস্য পুরোঽগ্রে গন্তুং চিত্তেন ব্যবসিতং চিত্তং গমনোদ্যতমিত্যর্থঃ। এবম্প্রকারেণ সর্ব্বৈঃ সমমেকদা প্রস্থিতাঃ প্রস্থিতপ্রায়া বভূবুঃ। ত্বয়াপি গন্তব্যে সতি প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ মদ্দেহাদিঃ কথং ত্যজ্যতে যদি তদেবেষ্টং স্যাত্তদাধুনৈব ত্যজসীতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বাসামপি বিরহো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩১৮ ॥

শোকাবেশাত্তবদ্বিরহবিস্তরং বর্ণয়িতুমশক্নুবন্নাহ হরের্মথুরাপ্রবেশ ইতি। মথুরায়াং হরেঃ প্রবেশে সতি পুরবাসিনাং সৌৎসুক্যকৃতাং বাণীবিলাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি ছায়েতি। যস্যা রমণ্যাশ্ছায়াপি নাগরাণাং লোচনপথং কদাপি ন জগাম ন প্রাপ্তা সেয়ং বধূঃ শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনার্থং ত্যক্তলজ্জা সতী নগরমধ্যমলঙ্করোতি রূপেণ শোভয়তি, অহো শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্যং যেন তস্যাস্তাদৃগ্রূপমপি

নিরন্তর অশ্রুর সহিত গমন করিয়াছে, সে সময়ে ক্ষণকালও ধৈর্য্য ছিল না, মন অগ্রে যাইতেই সমুৎসুক হইয়াছে, প্রিয়তম যদি যাইতে একান্তচিত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সঙ্গে গমন করিব, গমন নিশ্চয় হইলে জীবনের প্রিয় সুহৃৎ সঙ্গীকে কেন পরিত্যাগ করিবেন? ॥ ৩১৮ ॥

এই শ্লোক অমরু কবির ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবেশে তত্রত্য জনসকলের ঔৎসুক্য যথা ॥

ছায়াপি লোচনপথং ন জগাম যস্যাঃ
সেয়ং বধূর্নগরমধ্যমলঙ্করোতি।
কিঞ্চাকলয্য মথুরানগরে মুকুন্দ-
মন্ধোঽপি বন্ধুকরদত্তকরঃ প্রযাতি ॥ ৩১৯ ॥

বাণীবিলাসস্য ॥ ১ ॥

তত্র পুরস্ত্রীণাং বাক্যং ॥

অস্রমজস্রং মোক্তুং ধিঙ্নঃ কর্ণায়তে নয়নে।

তিরস্কৃতং। অস্তু তাবচ্চক্ষুষ্মতাং বার্ত্তেত্যাহ কিঞ্চেতি। মথুরানগরে মুকুন্দমাগত-মিত্যাকলয্য লোকমুখাৎ শ্রুত্বা দ্বাভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং হীনোঽন্ধোঽপি তং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থিনঃ প্রাপ্য ত্বং মে বন্ধুর্ভবেত্যুক্ত্বা তস্য করে দত্তহস্তঃ সন্ প্রযাতি। তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। ত্বং বন্ধুর্ভূত্বা যদি শ্রীকৃষ্ণনিকটং মাং প্রাপয়সি তদা তৎকারুণ্যাঞ্জনেন তমহং পশ্যামীতি সতু সিদ্ধবাসনো বভূবেতি ভাবঃ ॥৩১৯

এবং পুররমণ্যো অত্যোৎসুক্যেন শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তদৈব সাত্ত্বিকভাবোদয়া-দশ্রুগলেনাক্রন্নে নয়নে জাতেঽপি তে নিন্দন্ত্য ইব সৌৎসুক্যং যদাহুস্তৎ তৈর-

---

মথুরানগরমধ্যে মুকুন্দ আসিয়াছেন শুনিয়া, যাহার ছায়াও কখন লোচনপথে পতিত হয় নাই, সেই বধূও নগর-মধ্যকে অলঙ্কৃত করিতেছে, আর অধিক কি, অন্ধ ব্যক্তিও বন্ধুকরে করপ্রদান করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ৩১৯ ॥

এই শ্লোক বাণীবিলাসনামক কবির ॥ ২ ॥

মথুরায় পুরস্ত্রীসকলের বাক্য ॥

আমাদের আকর্ণায়ত লোচনদ্বয়কে ধিক্, উহারা কেবল

দ্রষ্টব্যং পরিদৃষ্টং তৎকৈশোরং ব্রজস্ত্রীভিঃ ॥ ৩২০ ॥

তৈরভুক্তকবেঃ ॥ ২ ॥

সান্দ্রানন্দমনন্তমব্যয়মজং যদ্যোগিনোঽপি ক্ষণং

ভুক্তকবেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি অজস্রমিতি। নোঽস্মাকং কর্ণায়তে আকর্ণং বিস্তৃতে নয়নে বিগস্ত। যে খলু অজস্রং নিরবচ্ছিন্নং অস্রং মোক্তুং সমর্থে যে নৈব শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শন প্রতিঘাতং অত এতাদৃঙ্নয়নাভ্যাং কিং প্রয়োজনমিতি। তৎ পরসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণরূপং কৈশোরং ব্যাপ্য ব্রজস্ত্রীভিঃ পরিদৃষ্টং তাসাং নয়নে ইতি শ্রূয়তে, মাত্রিকাশ্রুমোচনাভাবেন লীনত্বস্ত ন বিবক্ষিতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩২০ ॥

যাস্ত যাজ্ঞিকব্রাহ্মণস্ত্রীমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং শ্রুতবত্যস্তাস্ত ভাগ্যেন তং নেত্রগোচরীকৃত্য যদাহুস্তঙ্গাহিনীপতেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি সান্দ্রানন্দেতি। যদ্রূপং যোগিনো ধ্যানৈকতানাশ্চিন্তয়া তদেকচিত্তাঃ সন্তঃ ক্ষণমপি সাক্ষাৎকর্ত্তুং প্রতিদিনং পরং অনবচ্ছিন্নং যথা স্যাত্তথা উপাসতে। যদ্বা, পরং সকলরূপগুণনিধানত্বেন সর্ব্বত উৎকৃষ্টং। তৎ কীদৃশং সান্দ্রানন্দং আনন্দপ্রচুরং। যদ্বা, যদুপাসনয়া সান্দ্রঃ নিবিড় আনন্দো যস্মাদিতি এবং পরপরত্র অতএব তে উপাসত ইতি। পুনঃ কীদৃশং অনন্তং বিনাশরহিতং ন ভবত্যন্তো যস্মাদ্যদুপাসনয়া বিনাশাভাবঃ স্যাত্তথা ব্যয়েন ক্ষয়েন রহিতং ন ভবতি, ব্যয়ো যত্র যস্মিন্ কৃতোপাসনা বিফলা ন ভবতীত্যর্থঃ। অতএবাজং জীববন্ন জায়তে ইতি নিত্যসিদ্ধং ন ভবতি। প্রবৃত্তিমার্গে জো বেগবান্ যস্মাৎ যদুপাসনয়া প্রবৃত্তিমার্গো নিবর্ত্ততে,

---

অশ্রুমোচন করিবার নিমিত্তই হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের যে কৈশোর-বয়স্ দেখিবার যোগ্য, তাহা ব্রজস্ত্রীগণই অবলোকন করিয়াছেন, ॥ ৩২০ ॥

এই শ্লোক তৈরভুক্ত অর্থাৎ ত্রিহুতবাসী কবির ॥ ২ ॥

যিনি নিবিড় আনন্দস্বরূপ, অনন্ত, অব্যয় ও অজ এবং

সাক্ষাৎকর্ত্তুমুপাসতে প্রতিদিনং ধ্যানৈকতানাঃ পরং।
ধন্যাস্তা ব্রজবাসিনাং যুবতয়স্তদ্ব্রহ্ম যাঃ কৌতুকা-
দালিঙ্গন্তি সমালপন্তি শতধা কর্ষন্তি চুম্বন্তিচ ॥ ৩২১ ॥

বাহিনীপতেঃ ॥ ৩ ॥

প্রিয়সখি ন জগাম বামশীলঃ

বেগিনি জঃ সমাখ্যাত ইত্যেকাক্ষরকোষাৎ। তদ্ব্রহ্ম ব্রজবাসিনাং যুবতয়ো রমণ্যঃ সবাসনত্বাৎ রাধাদয়ঃ কৌতুকাৎ সাভিলাষমালিঙ্গন্তি সমালপন্তি তেন সহ প্রিয়োক্তিং বিদধতি যথাসময়েঽপি স্বাধীনমিব শতধা শতবারমাকর্ষন্তি স্বেচ্ছায়া চুম্বন্তিচ। চকারঃ তুকারার্থত্বাত্তত্তৎকর্ম্মণাং তদেককর্তৃকতা বোধনার্থঃ। অতস্তা এব ধন্যা ইত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু দর্শনমপি দুর্ঘটং। আলিঙ্গন্তীত্যাদি-প্রয়োগস্তু বর্ত্তমানসামীপ্যে ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩২১ ॥

রাজধান্যা অতিদূরবাসিনী কাচিদ্রমণী শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমুৎসুকা সহবাসিনীং কাঞ্চিৎ প্রিয়সখীং পৃচ্ছতি স্ম, ভোঃ প্রিয়সখি অক্রূরস্তস্যানয়নার্থগতস্তেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ কিং নাগত ইতি শ্রুত্বা সা যদাহ তং কুমারস্য পদোন বর্ণয়তি প্রিয়-সখীতি। হে প্রিয়সখি বামং মনোহরং শীলং যস্য তত্রাপি নন্দস্য সুখদাতুঃ

যাঁহাকে ক্ষণকাল সাক্ষাৎ করিবার জন্য যোগিগণও ধ্যানে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রতিদিন উপাসনা করিয়া থাকেন, ব্রজ-বাসিদিগের যুবতিগণই ধন্য, যাঁহারা কৌতুকে নিরন্তর ঐ ব্রহ্মকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহাকে শতপ্রকারে আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিয়া থাকেন ॥ ৩২১ ॥

এই শ্লোক বাহিনীপতির ॥ ৩ ॥

হে প্রিয়সখি! স্পষ্টই দেখিতেছি, মনোহর শীলসম্পন্ন

স্ফুটমমুনা নগরে ন নন্দসূনুঃ।
অদলিত-নলিনীদলেব বাপী
যদহত পল্লব এব কাননান্তঃ ॥ ৩২২ ॥

কুমারস্য ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধায়া বিলাপঃ ॥

যাস্যামীতি সমুদ্যতস্য বচনং বিস্রব্ধমাকর্ণিতং

পুত্রঃ কৃষ্ণো নগরেঽধুনা স্ফুটং ন জগাম অপিতু জগামৈব। বক্তুর্দর্শনযোগ্যেচ লোকখ্যাতে পরোক্ষকে ইতি লিট্। আগমনজ্ঞাপকং হেতুদ্বয়ং দর্শয়তি। যদ্যস্মাৎ বাপী সরোবরঃ অদলিতানি ন নির্ভিন্নানি নলিনীনাং দলানি যত্র সা কাননানাং বনানামন্তর্মধ্যে ন হতো ম্লানঃ পল্লবো যত্র তৎ। যদি তস্যাগমনং নাভবিষ্য তদৈবমেবং রমণীয়তা নাভবিষ্যদিত্যর্থঃ ॥ ৩২২ ॥

প্রোষিতভর্তৃকায়া উপযুক্তং বিলাপভাবং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র কৃষ্ণস্য পদোন তং দর্শয়তি যাস্যামীতি। অয়ে যদি তবাজ্ঞা স্যাত্তদা মথুরাং যাস্যামীতি গমনায়োদ্যমং প্রাপ্তস্য তস্য বচনং বিস্রব্ধং নির্ভয়ং প্রাণনাশভয়রহিতং যথা স্যাত্তথা ময়া আকর্ণিতং শ্রুতং তত্রাপি দূরং গচ্ছন্ মুখং ব্যাবৃত্য মাং মুহুঃ পশ্যন্নপি অসৌ দুর্ভাগ্যয়া ময়োপেক্ষিতস্ত্যক্তোঽভূৎ।

নন্দনন্দন এখনও কি এই নগরে গমন করেন নাই? যেহেতু দীর্ঘিকার নলিনীদলও দলিত হয় নাই এবং কাননের মধ্যে পল্লবও ছিন্ন হয় নাই ॥ ৩২২ ॥

এই শ্লোক কুমারের ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধার বিলাপ যথা ॥

যাইব বলিয়া গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নির্ভয়ে শ্রবণ

গচ্ছন্ দূরমুপেক্ষিতো মুহুরসৌ ব্যাবৃত্য পশ্যন্নপি
তচ্ছূন্যে পুনরাগতাস্মি ভবনে প্রাণাস্ত এব স্থিতাঃ
সখ্যঃ পশ্যত জীবিতপ্রণয়িনী দম্ভাদহং রোদিমি ॥ ৩২৩ ॥

রুদ্রস্য ॥ ১ ॥

গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনং।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখং ॥ ৩২৪ ॥

শঙ্করস্য ॥ ২ ॥

হে সখ্যস্তেন প্রিয়েণ শূন্যে ভবনেঽহং পুনরাগতাস্মি তে তদনুগতাঃ প্রাণা অপি স্বভাবং ত্যক্ত্বা মম দেহে স্থিতাশ্চ পশ্যত অহং ন তং প্রেমবতী, কিন্তু জীবিতপ্রণয়িনী কেবলং দম্ভাং কাপট্যাদেব রোদিমি নতু প্রীত্যা। যদি তত্র প্রীতিঃ স্যাত্তদা তৎক্ষণ এব ম্রিয় এবাহমিতি ভাবঃ ॥ ৩২৩ ॥

অন্যস্মিন্ দিনে তস্য মুখং স্মৃত্বা সবিষাদং যদ্বিললাপ তৎ শঙ্করস্য পদ্যেন বর্ণয়তি গত ইতি। যামঃ প্রহরঃ অন্যৎ সুগমং ॥ ৩২৪ ॥

করিলাম, তিনি দূরে গিয়া মুখ ফিরাইয়া বারম্বার দেখিয়াও ছিলেন, আমি কৃষ্ণশূন্যগৃহে পুনরাগমন করিলাম, সেই সকল প্রাণও রহিয়াছে, সখীগণ! দেখ, আমি দম্ভে প্রাণপ্রণয়িনী বলিয়া রোদন করিতেছি ॥ ৩২৩ ॥

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ১ ॥

এক প্রহর গেল, দুই প্রহর গেল, তিন প্রহরও গেল এবং দিনও গেল, হা কষ্ট! আমি কি করিব? তথাপি শ্রীহরির মুখ দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৩২৪ ॥

এই শ্লোক শঙ্করের ॥ ২ ॥

যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্নটবেশঃ কুসুমস্য কন্দুকং।
ন পুনঃ সখি লোকয়িষ্যতে কপটাভীরকিশোরচন্দ্রমাঃ ॥৩২৫

ষষ্ঠীবরদাসস্য ॥ ৩ ॥

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।

দিনান্তরে বিরহতপনতপ্তা সা সখীঃ প্রতি যদাহ তং ষষ্ঠীবরদাসস্য পদ্যেনানুবর্ণয়তি যমুনেতি। হে সখি পূর্ব্বমস্মাকং কৃষ্ণঃ আভীরস্য ব্রজরাজস্য কিশোরত্বেন নিত্যব্রজস্থায়ীতি প্রতীতিরাসীৎ সম্প্রতি তেনৈব বসুদেবপুত্রত্বপ্রকাশনাৎ ব্রজত্যাগ এব প্রত্যায়িতঃ। অতঃ কাপট্যেনাভীরকিশোরচন্দ্রমত্বং তস্য জ্ঞায়তে। অতএব দুর্লভদর্শনঃ সন্ ময়া পুনর্লোকয়িষ্যতে দৃশ্যতে, তং কথং বিস্মরামীত্যাহ নটবদ্বেশো যস্য সঃ। তথা যমুনাপুলিনে কুসুমস্য কন্দুকং সমুৎক্ষিপন্নিব সদা স্ফূর্য্যত ইতি ॥ ৩২৫ ॥

অথ ধন্যস্য পদ্যেন তস্যা নিদ্রাক্ষয়দশাং বর্ণয়ন্ বিরহাধিক্যং দর্শয়তি যা ইতি। হে সখি বিশাখে যা যোষিতঃ প্রিয়াঃ স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াং প্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তি তা এব ধন্যাঃ পুণ্যবত্যঃ যেন পুণ্যবলেন তত্র সত্যামপি প্রিয়দর্শনং প্রাপ্নুবন্তি। অস্মাকন্তু তং পুণ্যগন্ধোঽপি নাস্তি। অতঃ কৃষ্ণে গতে সতি নিদ্রাপি বৈরিণী মম তাপিকা সতী গতা কথং জীবামীতি ভাবঃ ॥ ৩২৬ ॥

যিনি নটবেশধারণ করিয়া যমুনাপুলিনে কুসুমের কন্দুক ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, হে সখি! সেই কপট গোপকিশোরচন্দ্রকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব না? ॥ ৩২৫ ॥

এই শ্লোক ষষ্ঠীবরদাসের ॥ ৩ ॥

হে সখি! যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে কৃষ্ণকে দর্শন করেন তাঁহারা ধন্য, কিন্তু কৃষ্ণ গমন করিলে আমাদের শত্রুরূপা নিদ্রাও গমন

অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥ ৩২৬ ॥

ধন্যস্য ॥ ৪ ॥

সোঽয়ং বসন্তসময়ো বিপিনং তদেতৎ
সোঽয়ং নিকুঞ্জবিটপী নিখিলং তদাস্তে।
হা হন্ত কিন্তু নবনীরদকোমলাঙ্গো-
নালোকি পুষ্পধনুষঃ প্রথমাবতারঃ ॥ ৩২৭ ॥

সঞ্জয়কবিশেখরস্য ॥ ৫ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।

বিরহকাতরা সতী যদ্বিললাপ তৎ সঞ্জয়কবিশেখরস্য পদ্যেন দর্শয়তি সোঽয়মিতি। যস্মিন্ প্রিয়েণ সহ সততং বিজহার সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ। এবং পরপরত্র জ্ঞেয়ং। নিকুঞ্জবিটপী নিকুঞ্জাকারলতাদিপিহিতোদরো বিটপী বংশীবট ইত্যর্থঃ। তৎ নিখিলং সর্ব্বমাস্তে কিন্তু হা হন্তেতি খেদে নবনীরদকোমলাঙ্গঃ কৃষ্ণো ময়া নালোকি ন দৃষ্টঃ। স কিম্ভূতঃ। পুষ্পধনুষঃ কন্দর্পস্য প্রথমাবতার আদ্যমূর্ত্তিঃ। যদ্বা, ময়ি তস্য প্রথমমবতরণং যস্মাৎ স ধং লক্ষীকৃত্য মম কাম উদ্ভূতঃ কামজনক ইত্যর্থঃ। বাস্তবার্থেতু অপ্রাকৃতনবীনকামঃ ॥ ৩২৭ ॥

হে সখি কৃষ্ণঃ পরশ্ব আগমিষ্যতীতি সত্যং কথয়সি, কিন্তু যস্য সংযোগে

করিয়াছে ॥ ৩২৬ ॥

এই শ্লোক ধন্যের ॥ ৪ ॥

সেই এই বসন্তসময়, সেই এই বন, সেই এই লতাচ্ছন্ন বৃক্ষশ্রেণী এবং সেই সকলই আছে, হা কষ্ট! কিন্তু নবনীরদকোমলমূর্ত্তি কন্দর্পের প্রথমাবতার অর্থাৎ অপ্রাকৃত নবীনকামস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতেছি না ॥ ৩২৭ ॥

এই শ্লোক সঞ্জয়কবিশেখরের ॥ ৫ ॥

শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৩২৮ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ৬ ॥

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা নতু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মূর্চ্ছাং ন মুঞ্চতি চেতনাং।

দীর্ঘকালো নিমেষকাল ইবাসীৎ বিয়োগেতু নিমেষকালো যুগবদাচরতি তং বিনা পরমাণুকালং কথং স্থাস্যামীতি পুনর্বিরহোৎকটাং ভগবতঃ শ্রীশচীনন্দনস্য পদ্যেনানুবর্ণয়তি যুগায়িতমিতি। ভাবে প্রত্যয়ঃ নিমেষেণ নিমেষকালো যুগবদ্ভবতি, প্রাবৃট্ বর্ষা তদিবাচরিতং নিরন্তরাশ্রুনিঃসরণাৎ চক্ষুঃ প্রাবৃড়িব ভবতি, কিমন্যদ্বক্তব্যং সর্ব্বং জগচ্ছূন্যায়িতং মম সম্বন্ধে শূন্যমিবাভাতীত্যর্থঃ। গোবিন্দবিরহেণেতি পদং সর্ব্বত্র যোজ্যং ॥ ৩২৮ ॥

বিরহোৎকটাং অুদ্দীপ্তভাবান্ প্রাপ্তের যদিললাপ তদ্ভবভূতঃ পদ্যদ্বয়েন বর্ণয়তি দলতীত্যাদি। গোবিন্দবিরহেণ গাঢ়োঽতিশয় উদ্বেগো যত্র তদ্ধৃদয়ং দলতি বিদীর্ণং ভবতি, কেবলং নতু দ্বিধা ভিদ্যতে অতো দ্বিধা ভবনাভাবেন জীবনং তিষ্ঠতীতি ধ্বনিঃ। তথা কায়ো দেহঃ বিকলস্তৎসেবাদ্যর্থং যং শিল্পাদিকর্ম্ম তদ্রহিতো মূর্চ্ছাং মোহং বহতি নতু তদবস্থায়ামপি চেতনাং মুঞ্চতি যেন

গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকাল যুগের ন্যায় হইতেছে, চক্ষুর্দ্বারা বর্ষার ন্যায় হইতেছে এবং সমুদায় জগৎ শূন্য হইতেছে ॥ ৩২৮ ॥

এই শ্লোক ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বকৃত-শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গত ॥ ৬ ॥

গাঢ় উদ্বেগ হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে না, বিকল শরীর মূর্চ্ছা বহন করিতেছে,

জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতং ॥ ৩২৯ ॥ ৭ ॥
ভ্রময় জলদানম্ভোগর্ভান্ প্রমোদয়তি চাতকান্
কলয় শিখিনঃ কেকোৎকণ্ঠান্ কঠোরয় কেতকান্।

মূর্চ্ছাদশায়ামপি বিরহঃ স্ফুরতীতি। তথা বিরহজন্মোঽন্তর্দাহঃ কেবলং তনূং পৈত্তিকজ্বরবজ্জ্বলয়তি নতু ভস্মসাৎ করোতি বিরহস্য দেহাবধিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। মর্ম্ম প্রাণপীড়নস্থানং তচ্ছেত্তুং শীলমস্য এবম্ভূতো বিধির্নিয়তিঃ প্রহরতি অর্থান্মর্ম্মস্থানং নতু তত্তন্মর্ম্মাশ্রয়ি জীবিতং কৃন্ততি নাশয়তি মর্ম্মপীড়া সুদুঃসহেতি প্রসিদ্ধিঃ। অথচ নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপীতি শাস্ত্রবলাৎ স্বয়ং মর্ত্তুং ন শক্নোমীতি খেদঃ ॥ ৩২৯ ॥

কালকৃতাং চূরবস্থাং মত্বা বিলপতীত্যাহ ভ্রময়েতি। অকরুণ হে নির্দয় কাল অম্ভো জলং গর্ভে যেষাং তান্ শ্যামবর্ণান্ জলদান্ মেঘান্ ভ্রময়দেশান্তরাদেতৎস্থানং প্রাপয়, এবং সর্ব্বত্র। তেন চাতকান্ প্রমোদয় কেকায়াং স্ববাণ্যাং মত্ততয়া উৎকণ্ঠা যেষাং তথা শিখিনো ময়ূরান্ কলয় কুরু। অস্ত্রবিশেষাকারান্ কেতকান্ কেতকপুষ্পাণি কঠোরয় তীক্ষ্ণান্ কুরু। সংজ্ঞায়া নাশে এতে ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমসমর্থাঃ অতো মূর্চ্ছাং লব্ধ্বা বিরহিণি জনে সুখিনি সতি পুনরধুনা ব্যর্থং ক্লেশজননীং সংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে কিমন্তং

কিন্তু চেতনা পরিত্যাগ করিতেছে না, অন্তর্দাহ দেহ প্রজ্বলিত করিতেছে, কিন্তু ভস্মসাৎ করিতেছে না এবং মর্ম্মচ্ছেদী বিধাতা আমাকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু জীবন ছেদন করিতেছেন না ॥ ২২৯ ॥ ৭ ॥

জলপূর্ণ মেঘগণকে ভ্রমণ করাও, চাতকবিবহকে আনন্দিত কর, উৎকণ্ঠিত ময়ূরবৃন্দকে শব্দ করাও এবং কেতক-

বিরহিণি জনে মূর্চ্ছাং লব্ধ্বা বিনোদয়তি ব্যথা-
মকরুণ পুনঃ সংজ্ঞাব্যাধিং বিধায় কিমীহসে ॥ ৩৩০ ॥

এতৌ ভবভূতেঃ ॥ ৮ ॥

দৃষ্টং কেতকধূলিধূসরমিদং ব্যোম ক্রমাদ্বীক্ষিতাঃ
কচ্ছান্তাশ্চ শিলীন্দ্রকন্দলভৃতঃ সোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ। ৫

কর্ত্তুং চেষ্টসে। যদ্বা, প্রিয়স্যাদর্শনজন্যাং ব্যথাং বিনোদয়তি বিশেষেণ খণ্ডয়তীতি সতি। নুদ খণ্ডনে ধাতুঃ। অয়ম্ভাবঃ। এতে প্রিয়সঙ্গকালে উদ্দীপকাঃ সন্তঃ সুখদা আসন্ বিরহে পরমদুঃখদা বভূবুরধুনাতু মর্ত্তুকামায়া মম শীঘ্রং প্রাণহরত্বাৎ পরমসুখদা অতস্ত্বং মদ্বাঞ্ছিতং সাধয়েতি ॥ ৩৩০ ॥

তাদৃশজলদাদিদর্শনজাতপরমোদ্বেগবতীমাত্মানং দৃষ্ট্বা দুঃখানুভবন্তীঃ স্বসখীঃ প্রতি বিলপন্তী যদাহ তৎ রুদ্রস্য পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্টমিতি। হে সখ্যঃ ইদং ব্যোম আকাশং ক্রমাৎ বায়ুপ্রেরিতৈরনুক্রমেণ কেতকীপুষ্পাণাং ধূলিভিঃ পরাগৈর্ধূসরমীষৎপাণ্ডু দৃষ্টং কচ্ছানাং গোবর্দ্ধনস্থনিকটানাং অন্তা অন্তিকস্থানানি শিলীন্দ্রাণাং কন্দলং নবীনমঙ্কুরং বিভ্রতীতি তাদৃশা বীক্ষিতাঃ। কদম্বানিলাঃ কদম্বপুষ্পগন্ধযুক্তা বায়বঃ বিরহিভিরসহ্যা অপি ময়া সোঢ়াঃ।

পুষ্পসকলকে তীক্ষ্ণ কর, হে নির্দয় বিধে! বিরহিজন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া বিরহবেদনা অনুভব, করিলে পর পুনর্ব্বার তাহার চেতনা সংস্থাপন করিয়া কি চেষ্টা করিতেছে? ॥ ৩৩০ ॥

এই দুই শ্লোক ভবভূতির ॥ ৮ ॥

কেতকীর পুষ্পধূলিতে ধূসর আকাশ অবলোকন করিলাম, ক্রমশঃ মৎস্যবিশেষের কোলাহলে আকুল কাছাড়সকলও দেখিলাম এবং কদম্ববনসম্বন্ধীয় বায়ুও সহ্য করিলাম, অতএব

সখ্যঃ সংবৃণুতাশ্রু মুঞ্চত ভয়ং কস্মান্মুধৈবাকুলা
এতানপ্যধুনাস্মি বজ্রঘটিতা নূনং সহিষ্যে ঘনান্ ॥ ৩৩১ ॥

রুদ্রস্য ॥ ৯ ॥

সেয়ং নদী কুমুদবন্ধুকরাস্ত এতে
তদ্বামুনং তটমিদং বিপিনং তদেতৎ।

এতান্ প্রিয়স্যোদ্দীপকান্ দৃষ্ট্বা মম দশমদশাপ্রাপ্তিং মত্বা মা বিষীদেত্যাহ অশ্রু সংবৃণুত সংবরণং কুরুত মদ্দেহত্যাগভয়ং মুঞ্চত। কস্মাদ্ভেতোর্মুধা মিথ্যা-ভূতাঃ স্থ নূনং নিশ্চিতমধুনা বজ্রবৎ ঘটিতা কঠিনাস্মি। অত এতানপি সর্ব্বেষাং কারণভূতান্ ঘনান্ মেঘানপি সহিষ্যে কেবলং যুগদাকুলতাদর্শনেন ম্রিয়মাণাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৩১ ॥

পূর্ব্ববিহারস্থানানি দৃষ্ট্বা তদুদ্দীপকতয়া তানি চানুভূয় বিরহকাতরা সতী কৃষ্ণমুদ্দিশ্য যদ্বিললাপ তং হরিভট্টস্য পদ্যেন বর্ণয়তি সেয়মিতি। যত্র নৌক্রীড়া-ভূৎ সেয়ং যামুনসগঙ্গা নদী তথা কুমুদবন্ধোশ্চন্দ্রস্য করাঃ কিরণাস্তে এতে যৈ-র্বিহারাধাররঞ্জকৈ রঞ্জিতা আসন্ ইদং যমুনাসম্বন্ধি তটং তং যত্র রাসাদি-রভূৎ। এতদ্বিপিনং বনং তং যত্র পুষ্পক্রীড়াদিমল্লিকাপুষ্পস্য সুরভয়ঃ সুগন্ধয়স্তে বৈরুস্যাদিতঃ সা মাং বিনয়েনাসুখয়ং। মরুতো বায়বস্তে দক্ষিণভবাঃ এতৎ

হে সখীগণ! তোমরা অশ্রুসম্বরণ কর ও ভয় পরিত্যাগ কর, কি জন্যই বা বৃথা আকুল হইতেছ? আমি বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছি, সুতরাং এখন এ সমুদায়ও সহ্য করিতে পারিব॥৩৩১

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ৯ ॥

সেই এই নদী, সেই এই চন্দ্রের কিরণসকল, সেই এই যমুনাতট, সেই এই বন, সেই এই মল্লিকার গন্ধ এবং সেই

তে মল্লিকাসুরভয়ো মরুতস্ত এব
হা প্রাণবল্লভ সুদুর্লভতাং গতোঽসি ॥ ৩৩২ ॥

হরিভট্টস্য ॥ ১০ ॥

যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা মদালয়ঃ।
যুগপৎ পরিতঃ প্রধাবিতা বিকসদ্ভির্বদনেন্দুমণ্ডলৈঃ ॥৩৩৩॥

তৈরভুক্তস্য ॥ ১১ ॥,

সর্ব্বমস্তি। এষ শব্দোঽত্রাবচ্ছেদকার্থঃ। কিন্তু হা প্রাণবল্লভ ত্বমেব সুদুর্লভতাং সুষ্ঠুলভ্যতাং গতোঽসি হা দয়িতেন ময়া অহমাবিবৃন্দাবনপর্য্যন্তং বিস্মরসীতি প্রাণবল্লভস্য তন্নোচিতং, কিন্তু শীঘ্রং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ ॥ ৩৩২ ॥

আয়াস্যে ইতি তদ্বাক্যং স্মৃত্বা তদাগমনং নিশ্চিত্য সৌৎসুক্যং স্বমনঃ প্রতি যদাহ তং তৈরভুক্তস্য পদেন দর্শয়তি যদুনাথেতি। হে যদুনাথ প্রসিদ্ধযমুনামুগ্রসেনাদীনাং সম্প্রতিপালক তেষাং সুখং বিধায় অত্রাগতং ভবন্তং দূরতো দৃষ্ট্বা মদালয়ো মৎসুখকামাঃ সহচর্য্যঃ বিকসদ্ভিঃ প্রফুল্লৈর্বদনেন্দুমণ্ডলৈর্বিশিষ্টাঃ সত্যঃ পরিতঃ সর্ব্বতো দিগ্ভ্যো ধাবিতাশ্চ সত্যো যুগপৎ কদা কথয়িষ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। যদুনাথেতি সম্বোধনেন নন্দাদীনাং যদুত্বাদত্র কদাগত্য এতান্ পালয়িষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ৩৩৩ ॥

এই সকল পবনও রহিয়াছে, কিন্তু হা প্রাণবল্লভ! তুমি এখন কেন এরূপ দুর্লভ হইলে? ॥ ৩৩২ ॥

এই শ্লোক হরিভট্টের ॥ ১০ ॥

হে যদুনাথ! কবে আমার সখীগণ এককালে সকলে ধাবিত হইয়া বিকসিত মুখচন্দ্রদ্বারা তুমি সমাগত হইয়াছ, এই কথা বলিবে ॥ ৩৩৩ ॥

এই শ্লোক ত্রিভুতবাসী কবির ॥ ১১ ॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

মহাবিরহেণ ভাবশাবল্যোদয়াং কৃষ্ণং প্রতি যদাহ তং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং পদ্যেনানুবর্ণয়তি অয়ীতি। তত্র প্রথমং স্বাপরাধেনাসৌ নৈষ্যতীতি মত্বা পরমদৈন্যোদয়াৎ সকাকু প্রাহ অয়ীতি, কোমলসম্বোধনে মদ্বিধেদীনজনে যা দয়া নিরর্গলকরুণা তয়ৈবার্দ্রঃ পরমস্নিগ্ধঃ, হে তাদৃশ যদ্যপাহং ত্বয্যপরাধিনী তথাপি দয়ার্দ্রচিত্তত্বেন দীনায়ৈ মহ্যং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। পুনঃ পূতনাদিবধস্মরণেন নির্দয়ত্বস্ফূর্ত্ত্যা সম্বোধয়তি হে নাথেতি। স্ত্রীবধাদিযতিনির্দয়ত্বেন তবাস্মাকং ত্যাগো ন বিগীত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, দক্ষিণত্বস্ফূর্ত্ত্যাহ নাথ সর্ব্বজনরক্ষক তাদৃশস্বভাবং ত্যক্ত্বা অস্মান্ মারয়িতুং কথং মথুরাং গতোঽসি। যদ্বা, পালনাদিগুণস্ফূর্ত্ত্যাহ, হে নাথ ত্বয়া বয়ং বহুশো রক্ষিতাঃ কথমধুনা ত্যক্তুং যোগ্যা ইতি পুনর্দৈন্যং। পুনরীর্ষ্যয়া সম্বোধয়তি। হে মথুরানাথ মথুরানাগরীভির্হৃতচিত্তত্বাৎ কথং গ্রাম্যান্ অস্মান্ রময়িতুমাগমিষ্যসীতি। যদ্বা, নন্বু যুষ্মাকমহং সদা পালকঃ মথুরাস্থানাং যাদবাদীনাং সুখং বিধাতুমহং কতি দিনানি তত্র তিষ্ঠামীতি। তত্র সদৈন্যমাহ। হে মাথুরজনপালক ত্বমস্মাভিঃ কদাবলোক্যসে। নন্বু সুহৃদাং সুখবিধানানন্তরমেবাগমিষ্যানীতি চেত্তত্র সবৈকল্যমাহ। হে দয়িত প্রাণতোষক তবালোকো যদদর্শনং তেন কাতরং সৎ হৃদয়ং ভ্রাম্যতি ন স্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি অতঃ কিমহং করোমি দয়িততয়া তৎ ত্বমেব বদেত্যর্থঃ। ভাবাদীনাং লক্ষণং যথা। মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্। রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তো নহি তর্কেণ বাধিতুং। শবলত্বন্তু ভাবানাং সংমর্দঃ স্যাৎ পরস্পরং। ইতি। প্রায়স্তত্রৈব মোহনোদয়াৎ সর্ব্বং সম্ভবিতুমর্হতীতি। তথাচ মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুব্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতীতি। সম্যগ্বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহত ইত্যাদি ॥ ৩৩৪ ॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে

হৃদয়ং তদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥৩৩৪

শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদানাং ॥ ১২ ॥

আশৈকতন্তুমবলম্ব্য বিলম্বমানা
রক্ষামি জীবমবধির্নিয়তো যদি স্যাৎ।
নোচেদ্বিধিঃ সকললোকহিতৈককারী
যৎকালকূটমসৃজত্তদিদং কিমর্থং ॥ ৩৩৫ ॥

পুনর্বাহস্ফূর্ত্যা দুরন্তবিরহমসহমানা স্বমনঃ প্রতি যদাহ তৎ শ্রীরঘুনাথদাসস্তু পদ্যেন বর্ণয়তি আশেতি। আয়াস্যে ইতি স্বয়ং প্রতি যদ্বচঃ, জ্ঞাতীন্ যো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি ব্রজরাজং প্রতি যদ্বচঃ। আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুত ইত্যুদ্ধবদ্বারা সম্প্রতি যদ্বচঃ ইত্যাদিনা সুদৃঢ়স্থষ্টা যা আশা সৈবৈকো মুখ্যস্তন্তস্তদেবাবলম্ব্য মরণে বিলম্বমানা সত্যহং জীবং প্রাণমদ্যাপি রক্ষামি। কিন্তু যদ্যবধিঃ স কালো নিয়তঃ স্যাৎ নিশ্চিতো ভবেদিতি বৈকল্যেন কাকুঃ চেদ্যদি আগমনে পুনর্দীর্ঘকালস্তেন স্বীকৃতঃ স্যাত্তদা সকললোকহিতৈককর্ত্তা বিধির্বিধাতা যৎ কালকূটং বিষমসৃজৎ তৎপ্রসিদ্ধমিদং কিমর্থং তদেব পীত্বা নিশ্চিতং মরিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৫ ॥

অবলোকন করিব, হে দয়িত! তোমার অদর্শনে এই আমার কাতরহৃদয় ভ্রমণ করিতেছে, আমি কি করিব? ৩৩৪ ॥

এই শ্লোক শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ॥ ১২ ॥

এক আশাতন্তু অবলম্বনপূর্ব্বক বিলম্বসহকারে অদ্যাপি জীবন রক্ষা করিতেছি, কিন্তু যদি অবধির অর্থাৎ কালের নিয়ম হয়, তবেই ভাল, আর যদি তাঁহার আগমনে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে লোকসকলের হিতকারী বিধাতা যে কালকূট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি নিমিত্ত? অর্থাৎ পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৩৩৫ ॥

শ্রীরঘুনাথদাসস্য ॥ ১৩ ॥

চূতাঙ্কুরে স্ফুরতি হন্ত নবে নবেঽস্মিন্
জীবোঽপি যাস্যতি তরাং তরলস্বভাবঃ।
কিন্ত্বেকমেব মম দুঃখমতীবলগ্নং
প্রাণেশ্বরেণ সহিতো যদয়ং ন যাতঃ ॥ ৩৩ ॥

রাঙ্গস্য ॥ ১৪ ॥

প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ
সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।

তদুদ্দীপনবসন্তাদিকমনুভূয় উদ্বেগবিষাদাভ্যামতিব্যাকুলা সতী স্বগতং যদাহ তৎ রাঙ্গস্য পদ্যেন বর্ণয়তি চূতেতি। অস্মিন্ নবে নবে আম্রমুকুলে মধুভরেণ বিকসতি সতি হন্ত খেদে। ততশ্চ ভ্রমরাদিরাবেণ দন্দহ্যমানঃ সন্ জীবো মৎপ্রাণো যাস্যতিতরাং তনুঃ ক্ষীণতাং যাতৈব সাম্প্রতং জীবোঽপীত্যপেরর্থঃ। যতোঽয়ং তরলস্বভাবঃ। কিন্ত্বেকং মম মহদ্দুঃখমভূৎ যদি যাস্যন্নয়ং প্রাণস্তদা নিজেশ্বরেণ সহিতো ন যাত ইত্যেষকারার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

পুনরন্যস্মিন্ দিনে মথুরায়াং প্রিয়তমস্য সুখাভাবং বিভাব্য মহাতপ্তা সখীং প্রতি যদাহ তৎ রাঙ্গস্য পদ্যেন বর্ণয়তি প্রথয়তীতি। হে সহচরি বল্লবচন্দ্রস্য

এই শ্লোক শ্রীপাদরঘুনাথদাসগোস্বামির ॥ ১৩ ॥

হায়! এখন নূতন নূতন চূতাঙ্কুর উদ্গত হইতেছে, জীবও চঞ্চলস্বভাব, সুতরাং সেও যাইবে, কিন্তু এই এক সুমহৎ দুঃখ যে আমার জীবন প্রাণেশ্বরের সহিত গমন করিল না? ॥ ৩৩ ॥

এই শ্লোক রাঙ্গের ॥ ১৪ ॥

হে সহচরি! বল্লবচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ আমার সেরূপ

কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে
দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ ॥ ৩৩৭ ॥

রাঙ্গস্য ॥ ১৫ ॥

প্রসর শিশিরামোদং কৌন্দং সমীর সমীরয়
প্রকটয় শশিন্নাশাঃ কামং মনোজ সমুল্লস।

কৃষ্ণস্য বিপ্রয়োগো বিরহো মমোচ্চৈরধিকামার্ত্তিং পীড়াং তথা ন প্রথয়তি বিস্তারয়তি। যথা কটুভির্দুঃসহৈরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে ব্যাপ্তে দনুজপতেঃ কংসস্য নগরেঽস্য মৎপ্রাণনাথস্য বাসো নিবাসঃ পীড়াং বিস্তারয়তীতি অহো অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তং সুখকামতেতি কৃষ্ণানিষ্টপ্রক্ষণং শঙ্কৈব হেতুঃ জরাসন্ধস্য পুনঃ পুনরাগমনং শ্রুত্বায়ং বিলাপো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৩৭ ॥

বিরহাসহত্বান্মরণমেব নিশ্চিত্য প্রলপন্তী স্বসখীঃ প্রতি যদাহ তদ্রঘুনাথস্য পদ্যেন দর্শয়তি প্রসরেতি। হে শিশিরঋতো কৌন্দং কুন্দপুষ্পভবমামোদং প্রসর বিস্তারয়। হে সমীর বায়ো শৈত্য সৌরভ্যমাল্যাদিগুণমাত্মানং সমীরয় সমানুভববিষয়ে ত্বং প্রাপয়েত্যর্থঃ। হে শশিন্ চন্দ্র আশা দিশঃ প্রকটয় পরিপূর্ণজ্যোৎস্নাং দিশি দিশি প্রকাশয়েত্যর্থঃ। বৃন্দাবনে ষড়্তূনামেকদৈব মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ। হে মনোজ কন্দর্প সমুল্লস বাগাবলিং নিক্ষিপেত্যর্থঃ। কামং যথেচ্ছমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যং। তদৈব বাহ্যজ্ঞানং প্রাপ্যাহ হে সখ্যঃ সোঽবধিদিবসঃ পূর্ণঃ অতস্তস্য নির্দ্দয়স্যকথাংস্থাং রময়িতুমাগমিষ্যতীতি বালীং বিনুঞ্চত মৈব

পীড়া বিস্তার করিতেছে না, অতিক্রূর অসুরসমূহে ব্যাপ্ত দনুজপতি কংসের নগরে তাঁহার বাস, আমার যেরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে॥ ৩৩৭ ॥

এই শ্লোক রাঙ্গের ॥ ১৫ ॥

হে শিশির! তুমি কুন্দপুষ্পের আমোদ বিস্তার কর, হে সমীরণ! তুমি প্রবাহিত হও, হে চন্দ্র! দিক্‌সকল প্রকাশ

অবধি-দিবসঃ পূর্ণঃ সখ্যো বিমুঞ্চত তৎকথাং
হৃদয়মধুনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং মমাদ্য কিলেচ্ছতি ॥ ৩৩৮ ॥

রঘুনাথস্য ॥ ১৬ ॥

নায়াতি চেদ্যদুপতিঃ সখি নৈতু কামং
প্রাণাস্তদীয়বিরহাদ্যদি যান্তি যান্তু।
একঃ পরং হৃদি মহান্ মম বজ্রপাতো

ক্লেশহেতুর্জাতেতি ভাবঃ। অধুনা মম হৃদয়ং কর্ত্তৃ ইহাবস্থায়াং বৃন্দাবনে বা অন্যৎ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছতীতি মরণাভিপ্রায়ো ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৩৩৮ ॥

নানাভাব বৈবশ্যেন সখীঃ প্রতি যদাহ তং হরিভট্টস্য পদ্যেন বর্ণয়তি নায়াতীতি। হে সখি চেদ্যদি সম্প্রতি যদূনাং পতিঃ কৃষ্ণোঽত্র ন আয়াতি নাগচ্ছতি তদ্ভাবতয়া সুখোদয়শ্চেত্তদা ন এতু আগচ্ছতু মম তু তং সুখেনৈব সুখমিতি ভাবঃ। তথা দুঃসহতদীয়বিরহাৎ হেতোরবধিদিনাং পূর্ব্বমেব যদি প্রাণাঃ যতো যান্তি তদা যান্তু মরণস্য তদ্ধেতুকত্বেন তং প্রাপকত্বাৎ। হা হেতুজ্ঞা পুনঃ সমুৎকণ্ঠমাহ, হে সখি মম হৃদি পরং কেবলং একো মহান্ তুয়া বজ্রপাতো তবেৎ তদাহ, বন্ধুমাত্মরণকালে তং সর্ব্বতাপহরং চন্দ্রবদনং মরা ন

কর, হে কন্দর্প! তুমি যথেষ্ট উল্লাস প্রকাশ কর, অবধি দিন পূর্ণ হইল, অহে সখীগণ! তোমরা ঐ নির্দ্দয়ের কথা ত্যাগ কর, নিশ্চয় আজ আমার হৃদয় কিছু করিতে ইচ্ছা করিতেছে না ॥ ৩৩৮ ॥

এই শ্লোক রঘুনাথের ॥ ১৬ ॥

হে সখি! যদি যদুপতি না আসেন, না আসুন, তাঁহার বিরহে আমার প্রাণসকল যদি যায় যাউক, কিন্তু আমার হৃদয়ে এই সুমহৎ বজ্রপাত হইতেছে যে, পুনর্ব্বার সেই

ভূয়োঽপি দিন্দুবদনং ন বিলোকিতং তৎ ॥ ৩৩৯ ॥

হরিভট্টস্য ॥ ১৭ ॥

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-

বিলোকিতং। বিরহরূপ একো বজ্রপাতো ভূত এব তেন জীবন্মৃতাস্মি অন্ত-কালেতু তন্মুখানবলোকনমিতি ভূয়ঃশব্দার্থঃ ॥ ৩৩৯ ॥

মৃত্যুস্বীকারাদ্দেহকারণভূতানাং পঞ্চভূতানাং তৎসঙ্গপ্রাপ্তিতৃষ্ণয়া ধাতারমুদ্দিশ্য যদাহ তং যাথাসিকস্য পদ্যেন বর্ণয়তি পঞ্চত্বমিতি। পঞ্চত্বং মৃত্যুঃ। ভূতনিবহাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ স্বাংশে স্বং স্বনাংশিনমিত্যর্থঃ। এতদর্থং ধাতারং শিরসা প্রণি-পত্য স্ফুটং বরং যাচে প্রার্থয়ে তত্রাপি স্বাংশপ্রবেশে বরং প্রকাশয়তি তস্য বাপীষু স্নানজলাধারেষু শরীরকারণং জলং বিশন্তু এবং সর্ব্বত্র। মুকুরো দর্পণঃ জ্যোতিরগ্নিঃ ব্যোম আকাশং তদীয়বর্ত্মনি তদ্গমনাগমনস্য পথি ধরা পৃথ্বী তালবৃন্তং ব্যজনং অনিলো বায়ুঃ তদর্পিতস্য দেহস্য তৎসেবোপযোগিবস্তুষু প্রলয়ো যুজ্যত এব নহস্তজেতি ভাবঃ। অত্র ভূতানাং ক্রমান্মুক্তির্বিরহোন্মাদা-

---

চন্দ্রবদন অবলোকন করিতে পাইলাম না ॥ ৩৩৯ ॥

এই শ্লোক হরিভট্টের ॥ ১৭ ॥

আমার শরীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হউক, আর দেহস্থ ভূতগণ স্ব স্ব অংশে গিয়া স্পষ্টরূপে প্রবেশ করুক, তথাপি আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া বিধাতাকে এই বর প্রার্থনা করি যে, শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘিকায় দেহস্থ জল, তাঁহার দর্পণে জ্যোতিঃ, তদীয় অঙ্গনাকাশে আকাশ, তদীয় পথে ধরা ও তাঁহার

বোন্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥৩৪০॥

যাথাসিকস্য ॥ ১৮ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৩৪১ ॥

শ্রীশ্রীভগবতঃ ॥ ১৯ ॥

দিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৪০ ॥

শ্রীরাধায়াস্তাদৃগবস্থাং দৃষ্ট্বা পুরন্ধ্রাঃ স্ত্রিয় আহুঃ। অয়ে সরলে কৃষ্ণঃ শঠরাজো লম্পটোঽদ্যাপি ত্বয়া ন বিজ্ঞায়তে যেন তব কুলধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং ত্যাজিতং কেবলাবশিষ্টং প্রাণোঽপি গন্তুং সমুদ্যতঃ অতস্তদাসক্তিং ত্যজেতি তাঃ প্রতি সা ভাবপ্রাবল্যং দর্শয়ন্তী বদাহ তং শ্রীশ্রীভগবতঃ শচীনন্দনস্য পদ্যেন দর্শয়তি আশ্লিষ্যেতি। স লম্পটোঽপরাধক্ষমাপণায় পাদরতাং মামাশ্লিষ্য প্রিয়ে কিং করোষীত্যুক্ত্বা আলিঙ্গ্য তিষ্ঠতু। স্থিতাদিপদাধ্যাহারেঽপ্যেককর্ত্তৃকতেতি ক্ত্বা প্রত্যয়ঃ। ক্রোধেন পিনষ্টু বা তথা দর্শনাং মাং সুখিনীং করোতু অদর্শনাদ্বা মর্ম্মহতাং মর্ম্মস্থানপীড়াযুক্তং করোতু তথা যথা তথা অন্যু-

---

তালবৃন্তে অনিল গিয়া অবস্থিত হউক ॥ ৩৪০ ॥

এই শ্লোক যাথাসিকের ॥ ১৮ ॥

আমি চরণানুরাগিণী, লম্পট আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করুন, অথবা অদর্শনে মর্ম্মস্থানে পীড়াযুক্তই করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, কিন্তু তিনি আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন ॥ ৩৪১ ॥

এই শ্লোক ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বকৃত-শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গত ॥ ১৯ ॥

মথুরায়াং যশোদাং স্মৃত্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।
তাম্বূলং স্বমুখার্দ্ধচর্বিতমিতঃ কো মে মুখে নিক্ষিপে
দুন্মার্গপ্রস্থতঞ্চ চাটুবচনৈঃ কো মাং বশে স্থাপয়েৎ।

চিতং পাদগ্রহণাদিকং বিদধাতু স এব তু মৎপ্রাণনাথো ন অপরোঽনাত্মীয় ইত্যতস্তদাসক্তিং কথং ত্যজামীতি ভাবঃ॥ ৩৪১॥

অথ। যস্যা যাদৃশজাতীয়ঃ কৃষ্ণে প্রেমাভূদঞ্চতি। তস্যাং তাদৃশজাতীয়ঃ স কৃষ্ণস্তাপ্যুদীয়ত ইত্যুপলক্ষণতয়া, প্রবাসে বিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ দশাস্তাস্তা হরেরপীতি দিশাচ ব্রজবাসিমাত্রেষু বিশেষতঃ শ্রীযশোদাদিষু তত্রাপি শ্রীরাধাদিষু প্রেমবতোঽবিচিন্ত্যমহাশক্তেঃ সপ্তরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি বিরহাবস্থাং বর্ণয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেত্যাদি। তত্র। যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ। প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবদিতি দিশা স্বস্মিন্নতিস্নেহবতীং যশোদাং স্মৃত্বা তত্রাপি তস্যাঃ স্ববিরহেণ দুরন্তদশাং শ্রুত্বাচ একদা বিবিক্তে বসন্ যথা বিললাপ তং তৈরনুক্তস্য পদ্যেন বর্ণয়তি তাম্বূলমিতি। স্বমুখেনার্দ্ধং চর্বিতং তাম্বূলং তন্মাদহিষ্কৃত্য মম ইতো মুখে যস্মিন্ পূর্ব্বং ত্বয়া নিক্ষিপ্তং তত্রাত্র কো নিক্ষিপেৎ। তথা খেলয়া উন্মার্গপ্রস্থতমুৎপথগামিনং মাং চাটুবচনৈঃ প্রিয়বচনৈঃ বশে স্থাপয়েৎ। তথা গোষ্ঠাদাগতং মাং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা বা হে লাল্য হে বৎস এহি এহীতুক্ত্বা বিদূরং প্রাপ্য সারিতৌ প্রসারিতৌ ভুজৌ যেন তাদৃশঃ সন্ স্বাঙ্কে ক্রোড়ে নিধায় উপবেশ্য ক্রীড়ায়াঃ স্রস্তং স্খলিতং শিখণ্ডকং ব্যাধূয় গ্রথীকৃত্য পুনঃ কো বন্ধাত্বিত্যন্বয়ঃ। অত্রেতি পদং সর্ব্বত্র যোজ্যং ক ইতি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশো মুখ্যলালকত্বাভিপ্রায়েণেতি জ্ঞেয়ং॥ ৩৩২॥

মথুরায় যশোদাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

হায়! স্বীয়-মুখ হইতে অর্দ্ধচর্বিত তাম্বূল আর কে আমার মুখে নিক্ষেপ করিবে? আমি খেলায় বিপথগামী হইলে চাটুবচনদ্বারা কে আমাকে বশীভূত করিবে এবং কেই

এহ্যেহীতি বিদূরসারিতভুজঃ সাঙ্কে নিধায়াধুনা
কেলিস্রস্তশিখণ্ডকং মম পুনর্ব্যাধূয় বধ্নাতু কঃ ॥ ৩৪২ ॥
তৈরভুক্তস্য ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধাস্মৃত্যা হরের্বাক্যং ॥

যদি নিভৃতমরণ্যং প্রান্তরং বাপ্যপান্থং
কথমপি চিরকালং পুণ্যপাকেন লপ্স্যে।

সময়ান্তরে দিব্যোন্মাদপর্য্যন্তাং দশাং প্রাপ্তাং রাধাং শ্রুত্বা যদ্বিললাপ তৎ তস্য পদ্যেন বর্ণয়তি যদীতি। তত্র। অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী। ভাবং তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েদিত্যুক্তদিশা সম্যক্ তদ্রূপস্ফূর্ত্ত্যা সম্বোধয়ন্নাহ হে শশিমুখীতি শশিমুখি হে রাধে যদ্যহং পুণ্যপাকেন পুণ্যস্য পাকঃ পরিণয়ো অব্যবহিতফলোৎপত্তিসময়স্তেন নিভৃতমরণ্যং বনং অপান্থং পথিকরহিতং প্রান্তরং দূরশূন্যং পন্থানং বা কথমপি কেনাপি প্রকারেণ চিরকালং ব্যাপ্য লপ্স্যে তদা তব শোকৈর্দেহান্তভাবনাময়ত্বাদতিখেদৈর্বিশিষ্টোঽহং তদ্ধেতুকানি অবিরলানি গলন্তি যান্যশ্রূণি তৈঃ কৃত্বা জগন্তি প্লাবয়িষ্যে কিমুত তত্তৎ স্থানং। অস্রৈঃ কথম্ভূতৈঃ ঘর্ঘরধ্বানমিশ্রৈর্ঘর্ঘরশব্দেন মিলিতৈঃ। অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দো-

---

বা এখন "বৎস! এস এস বলিয়া" দূর হইতে হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক আমাকে ক্রোড়ে সংস্থাপন করিয়া আমার কেলি-বিভ্রষ্ট শিখণ্ডকে শিথিল করতঃ পুনর্ব্বার বন্ধন করিয়া দিবে? ॥ ৩৪২ ॥

এই শ্লোক ত্রিহুতবাসী কবির ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ॥

হে শশিমুখি! যদি নির্জন অরণ্য অথবা পান্থরহিত প্রান্তর, আমার পুণ্যের পরিপাকবশতঃ চিরকালে কোনরূপে প্রাপ্ত

অবিরলগলদশ্রৈর্ঘর্ঘররুদ্ধানমিশ্রৈঃ
শশিমুখি তব শোকৈঃ প্লাবয়িষ্যে জগন্তি ॥ ৩৪৩ ॥
তৈরভুক্তকবেঃ ॥ ২ ॥

উদ্ধবং প্রতি হরের্বাক্যং ॥

বিষয়েষু তাবদবলাস্তাস্বপি গোপ্যঃ স্বভাবমৃদুবাচঃ।

প্যেষ প্রেমবিশেষতঃ। অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্যচ প্রিয়ঃ। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুনুসারেণ শ্রীকৃষ্ণস্য শোকাবিষ্টত্বসম্ভবাং। করুণরসস্থায়তো পরমসুখবিধায়িত্বাচ্চ রসপোষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪৩ ॥

এবমনুশোচান্ রাধাদীনাং গোপীনাং সান্ত্বনং অবশ্যকর্ত্তব্যমেব তচ্চাতি-রহস্যং অতো ন সাধারণজনসাধ্যং, কিন্তু সৎসচিবসাধ্যমিতি সঞ্চিন্ত্য তাসাং বিরহকাতরঃ সন্ কৃষ্ণঃ উদ্ধবস্ত পরমপ্রিয়ত্বাত্তৎকরে গৃহীত্বা রহসি রাধাদীনাং সান্ত্বনার্থং বহুবিধসামবাক্যমুপশিক্ষয়ন্ রাধায়ামেব স্বস্ত পরমানুরাগং বোধ-য়িতুং যদুক্তবান্ তদেব সামাজিকানাং সুখপোষায় বর্ণয়িতুকামো গ্রন্থকার আহ উদ্ধবং প্রতি হরের্বাক্যমিতি। তত্র কস্যচিৎ পদ্যেন কৃষ্ণস্য ভাববৈশিষ্ট্যং বিষদয়তি বিষয়েষিতি। তাবদিতি বাক্যালঙ্কারে মেদিনীকোষে বিষয়শব্দস্য জনপদবাচিত্বাত্তস্যচ জনবাচিত্বাচ্চ বিষয়েষু ব্রজজনেষু মধ্যে অবলা অহোঽতিধন্যা

হই, তাহা হইলে তোমার শোকসমুৎপন্ন ঘর্ঘরশব্দ মিশ্রিত অশ্রুদ্বারা জগৎ প্লাবিত করিব ॥ ৩৪৩ ॥

এই শ্লোক ত্রিহুতবাসী কবির ॥ ২ ॥

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ॥

হে উদ্ধব! বিষয়সকলের মধ্যে সেই সকল অবলা, তাহাদের মধ্যেও গোপীগণ স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী, তাহাদের

মধ্যে তাসামপি সা তস্যামপি সাচিবীক্ষিতং কিমপি ॥৩৪৪

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

উদ্ধবেন রাধায়াং হরেঃ সন্দেশঃ ॥

আবির্ভাবদিনে ন যেন গণিতো হেতুস্তনীয়ানপি

ব্রজগোরমণ্য ইতি বাক্যানুসারেণ ব্রজরমণঃ সরলস্বভাবত্বেন মৎসেবানিষ্টত্বাং প্রিয়া ব্যাখ্যান্তরন্তু ন রসাবহং তাস্বপি মধ্যে স্বভাবাদেব মৃদুবাক্ যাসাং তা গোপ্যো গোপীজনবল্লভেত্যুক্তদিশা মৎপ্রেয়স্যঃ প্রিয়তরাঃ। আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিরিতি ব্রহ্মসংহিতাতঃ। বাগিত্যুপলক্ষণং রূপসৌন্দর্য্যাদীনাং। তথোজ্জ্বল নীলমণৌ। এতাঃ সর্ব্বাতিশায়িন্যঃ শোভাসাদ্গুণ্যবৈভবৈঃ। রমাদিভ্যোপ্যুরুপ্রেমমাধুর্য্যভরভূষিতা ইতি। তাসাং গোপীনাং মধ্যে অপি-কারাচ্চন্দ্রাবলী বে পার্শ্বে রাধাচন্দ্রাবলীত্যথর্ব্বোপনিষদঃ। তস্যাঃ সকাশাৎ সা রাধোপনিষদ্গোবিন্দবৃন্দাবনাদিষু প্রসিদ্ধা রাধা পরমপ্রিয়তমা। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সীত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তথা বর্ণনাচ্চ। তস্যাং রাধায়াং সাচি বক্রং বীক্ষিতং কিম-পীতি প্রণয়েন সম্বলিতত্বাং ময়াপি বক্তুং তন্ন শক্যতে অপিকারাত্তস্য বাম্যতা-দয়ঃ। যদনুস্মৃত্যা সদাহং সোদ্বিগ্নচিত্ত আসমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪৪ ॥

এবং রাধায়াঃ সান্ত্বনায় মম ব্রজাগমনং কৃষ্ণস্যাভিপ্রায় ইতি বুদ্ধিচাতুর্য্যেণ

মধ্যেও শ্রীরাধা, তাহাতেও আবার কোন এক বক্রদৃষ্টি অতি-মধুরা ॥ ৩৪৪ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

উদ্ধবের দ্বারা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সম্বাদ ॥

আবির্ভাবদিনে যিনি অল্পহেতুও গণনা করেন নাই,

ক্ষীয়েতাপি ন চাপরাধবিধিনা নত্যা ন যো বর্দ্ধতে।
পীযূষপ্রতিবেদিনস্ত্রিজগতাং দুঃখদ্রুহঃ সাম্প্রতং
প্রেম্নস্তস্য গুরোঃ কথং নু করবৈ বাঙ্‌নিষ্ঠতালাঘবং ॥৩৪৫॥
কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

জ্ঞাত্বা ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি নিবেদয়ন্তমুদ্ধবং প্রতি হরেঃ সন্দেশো জাত ইতি তং দর্শয়তি অথেতি। তত্র নিরুপাধিপ্রেম্নঃ ক্ষয়রাহিত্যজ্ঞাপনেন তাং সান্ত্বয়িতুং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি আবির্ভাবেতি। যেন প্রেম্না স্বস্যাবির্ভাবদিনে সুবলাদিমুখাৎ ত্বন্নামশ্রবণমাত্রেণ ত্বয়ি মম প্রেমোদয়াৎ শ্রীপৌর্ণমাস্যাদিদ্বারা কৃষ্ণেতি মন্নামশ্রবণমাত্রেণ ময়ি তব প্রেমোদয়াচ্চ স্বোদয়কালে তনীয়ানত্যল্পোঽপি অন্যো হেতুর্দুর্ত্যাদি কর্ম্ম ন গণিতঃ। অতঃ প্রেম্নো নিরুপাধিত্বং তস্য হ্রাসবৃদ্ধিত্বং নিরাসয়তি ময়া বিপক্ষরমণীসঙ্গেন অপরাধবিধিনা অপরাধকরণেন তব ন ক্ষীয়েত তদুদ্ভবক্রোধহেতুকমানজন্যনিষ্ঠুরবচনাদিনা মমাপি ন ক্ষীয়েত, তথা নুত্যা স্তবেন মৎকর্ত্তৃকবিনয়বচনেন ত্বৎকর্ত্তৃক মদ্গুণবর্ণনেনচ যো ন বর্দ্ধতে। অতএব তস্য পরমাস্বাদ্যত্বং দুঃখহরত্বঞ্চ দর্শয়তি। পীযূষপ্রতিবেদিনোঽমৃতং স্বকৃত্যাস্বাদবিশেষভাজ ইত্যর্থঃ। নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচন ইতি বিদগ্ধমাধবাৎ। তথাবয়োঃ প্রেমাণং শ্রুত্বা বর্ত্তমানানাং ত্রিজগতাং দুঃখায় দ্রুহ্যতীতি তস্য কিমুতাবয়োরিত্যর্থঃ। হিতোপদেষ্টৃতাং দর্শয়তি গুরোস্তব মমচ সুখাপ্তয়ে মনস উপদেষ্টুঃ। এবম্ভূতস্য তস্যাদ্য বাঙ্‌নিষ্ঠতালাঘবং বাচা করণেন নিষ্ঠা ইয়ত্তা যস্য তত্তা তয়া লাঘবং লঘুতাং ত্বয়ি মমৈতন্মাত্রং ময়িচ তবৈতন্মাত্রমিতি কিং কেন প্রকা-

---

অপরাধ বিধিতেও যাহা ক্ষয় হয় না, নমস্কারদ্বারাও যাহা বৃদ্ধি পায় না, ত্রিজগতে পীযূষতুল্য দুঃখপ্রতিঘাতক, গুরুতর প্রেমের লঘুতা বাক্যদ্বারা কিরূপে করিব ? ॥ ৩৪৫ ॥
এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

আস্তাং তাবদ্বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি ॥ ৩৪৬ ॥
কেশবভট্টাচার্য্যস্য ॥ ২ ॥

রেণ সাম্প্রতং তদহং করবৈ গুরোর্লঘুতা কদাপি ন কর্ত্তব্যা অতস্ত্বয়াপি স পূর্ব্ববন্মাননীয়োঽস্মিতি ভাবঃ ॥ ৩৪৫ ॥

পুনঃ স্বাপরাধমার্জ্জনার্থং স কাকু যদাহ তং কেশবভট্টাচার্য্যস্য পদ্যেন জ্ঞাপয়তি আস্তামিতি। মম তাবত্তবৈবাহমিত্যাদিবচনরচনায়া ভাজনত্বং পাত্রত্বং বিদূরে আস্তাং বিধিবশেন তস্য বিপরীতফলোদয়াৎ। তথা তব তনোরালিঙ্গনস্য সম্ভাবনা মমাকৃতজ্ঞতা প্রকাশনেনাবিশ্বসনীয়ত্বাৎ দূরে অস্তু চেদাস্তাং অত্রাভ্যনুজ্ঞার্থোঽপি শব্দঃ। তদা কিং কথয়সি তত্রাহ কিন্তু ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিঃ কৃত্বা ইদং বক্ষ্যমাণমহং যাচে অধীনত্বেন মাং স্মারং স্মারং স্মৃত্বা স্মৃত্বা স্বজনানামাত্মীয়জনানাং গণনে কৃষ্ণোঽপি মদীয়োঽস্তীতি মমাপি কাপি অনাদরোদ্ভবাপি রেখা বিধেয়া। ত্বদীয়ত্বেনৈব প্রসিদ্ধে ময়ি উদাসীনতাং মা ভজেতি সন্দেশমর্ম্ম জ্ঞেয়ং। ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিত্যনেন কাতর্য্যাতিশয়ং বোধয়তীতি দিক্ ॥ ৩৪৬ ॥

তোমার বাক্যালাপের কথাও দূরে থাকুক এবং তোমার শরীরে আলিঙ্গনসম্ভাবনাও দূরে থাকুক, কিন্তু আমি বারম্বার প্রণিপাতদ্বারা তোমাকে এই প্রার্থনা করি যে, স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া স্বজনগণনার মধ্যে আমার নামেও যেন একটী রেখা স্থাপন করিবা ॥ ৩৪৬ ॥

এই শ্লোক কেশবভট্টাচার্য্যের ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনং গচ্ছত উদ্ধবস্য বাক্যং ॥

ইয়ং সা কালিন্দী-কুবলয়দলস্নিগ্ধমধুরা
মদান্ধব্যাকূজত্তরল-জলরঙ্কুপ্রণয়িনী।
পুরা যস্যাস্তীরে সরভস-সতৃষ্ণং মুরভিদো
গতাঃ প্রায়ো গোপীনিধুবনবিনোদেন দিবসাঃ ॥ ৩৪৭ ॥

দশরথস্য ॥ ১ ॥

তাদৃশং সন্দেশমাদায় ব্রজং গচ্ছত উদ্ধবস্য কৃত্যং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র সম্প্রতি ভগবতা যদ্যদুক্তমুদ্ধবস্তত্তদেবানুভূয় স্বগতং যদাহ তং দশরথস্য পদ্যেন বোধয়তি ইয়মিতি। পুরা যস্যাস্তীরে গোপীভিঃ সহ নিধুবনবিনোদেন সুরতব্যাপারানন্দেন মুরভিদঃ কৃষ্ণস্য দিবসাঃ সরভসসতৃষ্ণং যথা স্যাত্তথা প্রায়ো বাহুল্যেন গতাঃ সেয়ং কালিন্দী যমুনা ময়াধুনা দৃষ্টা অহো ভাগ্যমিতি। সা কিম্ভূতা কুবলয়ানাং পদ্মানাং দলানি যত্র সা চাসৌ স্নিগ্ধমধুরা চেতি। পুনঃ কীদৃশী মদেন অপ্রাকৃত যমুনাজলবিহারজাতহর্ষেণ অন্ধা বিহারাবিষ্টত্বাদন্যক্রিয়ারহিতাস্তেচ তে ব্যাকূজন্তো মত্ততয়া মনোহরং শব্দায়মানাশ্চ তে তরলা বিহারবশেন পরস্পরং চঞ্চলাশ্চেতি। এবম্ভূতা যে জলরঙ্কবঃ পক্ষিবিশেষাস্তেষাং প্রণয়ো বিদ্যতেঽস্যামিতি তাদৃশী অন্যত্র তাদৃশ

বৃন্দাবন যাইতে যাইতে উদ্ধবের বাক্য ॥

যিনি কুবলয়-দলসদৃশ স্নিগ্ধ ও মধুরা, যিনি মদান্ধ ও শব্দায়মান কাকপক্ষিপ্রণয়িনী এবং যাঁহার তীরে পূর্ব্বকালে সহর্ষে ও সতৃষ্ণে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিধুবনক্রীড়ায় দিবস সকল অতিবাহিত হইয়াছিল, ইনি সেই যমুনা ॥৩৪৭ ॥

এই শ্লোক দশরথনামক কবির ॥ ১ ॥

পুরেয়ং কালিন্দীব্রজজনবধূনাং স্তনতটী-
তনূরাগৈর্ভিন্না শবলসলিলাভূদনুদিনং।
অহো তাসাং নিত্যং রুদিতললিতৈঃ কজ্জলজলৈ-
রিদানীং যাতেঽস্মিন্ দ্বিগুণমলিনাঽভূন্মুররিপৌ ॥ ৩৪৮ ॥

সর্ব্বানন্দস্য ॥ ২ ॥

সুখাভাবাদিতি ভাবঃ। সরভসসতৃষ্ণমিতিতু শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়া উদ্ধবে স্ফোরিত-মিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৪৭ ॥

বিহারে শ্রীকৃষ্ণস্য লালসয়া যাসাং দিবসাঃ সুখেন গতাস্তাসাং বিরহজদুঃখ-স্ফূর্ত্ত্যা স্বয়মপি পরমদুঃখী সন্ স্বগতং যদাহ তৎ সর্ব্বানন্দস্য পদ্যেন বর্ণয়তি পুরেয়মিতি। ইয়ং কালিন্দী পুরা শ্রীকৃষ্ণাবস্থিতিকালে ব্রজজনবধূনাং স্তনতটীষু যাস্বল্পো বিরলা মৃগমদলিখিতাঃ শ্যামরাগাস্তৈরনুদিনং শবলং মিশ্রঃ জলং যস্যা-স্তাদৃশী সতী ভিন্না পূর্ব্বস্রোতসঃ পৃথগ্‌ভূতা অভূৎ। ইদানীং মুররিপৌ যাতে সতি, অহো খেদে অস্মিন্ ব্রজসীম্নি বিয়োগিনীনাং তাসাং নিত্যং রুদিতেন গলিতৈঃ কজ্জলজলৈর্দ্বিগুণমলিনাভূৎ ইতি। বিয়োগে, হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনং। ক্রীড়া শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকেতি নিষেধাৎ। কজ্জলধারণন্তু বর্ণসাদৃশ্যাৎ কৃষ্ণাভেদজ্ঞাননেন ধারণাবিচ্ছেদাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, নিয়তাশ্রুজলপাতেন নেত্রাণামান্ধ্যত্বশঙ্কয়া বন্ধুবর্গেণ বলাৎকৃত্য তত্র যৎ কজ্জলং দত্তং তদ্ধ্যুক্তজলৈরিতর্থঃ ॥ ৩৪৮ ॥

পূর্ব্বে এই যমুনা গোপবধূদিগের স্তনতটের ও শরীরের মৃগমদরাগদ্বারা মিশ্রিত হওয়ায় ইহার সলিল প্রতিদিন শ্যাম-বর্ণ হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! সম্প্রতি ইনি শ্রীকৃষ্ণ গমন করায় প্রতিদিন ঐ গোপবধূদিগের রোদনবিগলিত কজ্জল-দ্বারা দ্বিগুণ মলিনা হইয়াছেন ॥ ৩৪৮ ॥

এই শ্লোক সর্ব্বানন্দের ॥ ২ ॥

ইদং তৎকালিন্দীপুলিনমিহ কংসাসুরভিদো
যশঃ শৃণ্বদ্বক্রস্খলিতকবলং গোকুলমভূৎ।
ভ্রমদ্বেণুক্কাণশ্রবণমসৃণোত্তারমধুর-
স্বরাভির্গোপীভির্দ্দিশি দিশি সমুদ্ঘূর্ণনিশং ॥ ৩৪৯ ॥

মোটকস্য ॥ ৩ ॥

তাভ্যো নমো বল্লববল্লভাভ্যো
যাসাং গুণৈস্তৈরভিচিন্ত্যমানৈঃ।

মোটকস্য পদ্যেন যমুনাতীরভাগ্যমনুবর্ণয়তি ইদমিতি। যৎ শ্রীকৃষ্ণমুখাৎ শ্রুতং তদিদং কালিন্দীপুলিনং ইহ অস্মিন্ সুবলাদিমুখাৎ তস্য যশঃ শৃণ্বৎ সৎ গোকুলং গবাং সমূহং বক্ত্রাৎ স্খলিতং কবলং গ্রাসো যস্য তথাভূতমভূৎ, অহো ব্রজস্থপ্রাণিনাং প্রেমসৌভাগ্যমিতি। তথা অত্র শ্রীকৃষ্ণেন বাদিততয়া ভ্রমন্ যো বেণুক্কাণো বেণুধ্বনিস্তস্য শ্রবণেন মসৃণা স্নিগ্ধা। অথ চোদ্গতা তারা তারকা যাসাং তাশ্চ তা মধুরস্বরাশ্চেতি তাভির্গোপীভির্দিশি দিশি কস্যাং কৃষ্ণোঽস্তি যস্যা অয়ং ধ্বনিরুদিত ইতি প্রতিদিশমনিশং সমুদ্ঘূর্ণং গোপ্য ঊদ্ঘূর্ণভাবান্বিতা বভূবুরিতি ভাবঃ ॥ ৩৪৯ ॥

এবং ক্রমাৎ গোপীসমাজং প্রাপ্য স্বভাগ্যং মন্যমানস্তাসাং দাস্যং সাক্ষাৎ

এই সেই কালিন্দীপুলিন, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের যশঃশ্রবণ করিয়া গো-সকলের মুখ হইতে তৃণ স্খলিত হইয়াছিল এবং ভ্রমিত বেণুধ্বনি শ্রবণে সুস্নিগ্ধ অথচ উত্তারলোচনা মধুরস্বরা গোপীগণ নিরন্তর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪৯ ॥

এই শ্লোক মোটকনামক কবির ॥ ৩ ॥

সেই গোপবল্লভাদিগকে নমস্কার করি, যাঁহাদিগের গুণ

বক্ষঃস্থলে নিশ্বসিতৈঃ কটুষ্ণৈ-
র্লক্ষ্মীপতের্ম্লায়তি বৈজয়ন্তী ॥ ৩৫০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

ব্রজদেবীকুলং প্রত্যুদ্ধববাক্যং ॥

বিয়োগিনীনামপি পদ্ধতিং বো
ন যোগিনো গন্তুমপি ক্ষমন্তে।

কর্ত্তুমিচ্ছন্ তং পরমদুর্লভং মত্বা প্রণামায় সমুদ্যতঃ সন্ যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তাভ্য ইতি। তাভ্যো বল্লবস্য ব্রজরাজকুমারস্য বল্লবাভ্যো দয়িতাভ্যো নমোঽস্তু। শ্রীরাধাদীনাং নামানুক্তিরতিদৈন্যেন। তা গুণৈর্বিশিনষ্টি যাসামিতি। তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ স্বতোযণাদিভিরভি সর্ব্বতোভাবেন চিন্ত্যমানৈর্গুণৈরুপলক্ষিতস্য লক্ষ্মীপতেঃ সর্ব্বশোভাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য তাসাং বিরহাৎ কটুষ্ণৈর্নিশ্বাসৈর্বক্ষঃস্থলে স্থিতাপি নিত্যকোমলা বৈজয়ন্তীমালা ম্লায়তি ম্লানং প্রাপ্নোতি বর্ত্তমানপ্রায়ে লট্। অহো এবম্ভূতা গুণা এতা অতঃ সদা নমস্যা এবেতি ॥ ৩৫০ ॥

এবমগ্রে ব্রজদেবীকুলং প্রণম্য তাঃ প্রতি সন্দেশসারং যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি বিয়োগিনীনামিতি। বিয়োগঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহস্তদ্বতীনাং বো যুষ্মাকং পদ্ধতিং তত্র মনঃ সংযোগং অপি সম্ভাবনায়াং কিমুত সংযোগ-

---

চিন্তা করিয়া ঈষৎ উষ্ণনিশ্বাসদ্বারা লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলস্থিত বৈজয়ন্তীমালা ম্লান হইয়াছিল ॥ ৩৫০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৪ ॥

ব্রজদেবীসকলের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

ভবাদৃশী বিয়োগিনীর পথে যোগিগণও যাইতে সমর্থ

তদ্ধেয়রূপস্য পরস্য পুংসো
যূয়ং গতা ধ্যেয়পদং দুরাপং ॥ ৩৫১ ॥

কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

উদ্ধবে দৃষ্টে সখীং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

যতীনামিতি যোগিন ইতি বহুত্বনির্দ্দেশেন কর্ম্মযোগি-জ্ঞানযোগি-ভক্তিযোগিনো জনা অপি গন্তুং ন ক্ষমন্তে ন সমর্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, তে গন্তমপি কিমুতাচরিতুং শ্লেষেণ বিশিষ্টো যোগঃ প্রেমসেবা সোঽপি বিদ্যতে, যাসাং তাসাং যুষ্মাকং পদ্ধতিং লাভং সমাগ্ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং যোগিনো ভগবদ্ধ্যানপরা অপি গন্তুং প্রাপ্তুং ন ক্ষমন্তে কিমুতান্যে। অতো ভবত্য এব সর্ব্বেষামেব পরমশ্রেষ্ঠাঃ। এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেত্যুক্তেঃ। তস্মাদ্যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিত্যনুসারেণ তাসু ভগবতঃ পরমাবেশং বর্ণয়তি যূয়মিতি। যৎ যৈর্যোগিভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্ধ্যেয়রূপস্য পরস্য সামান্যাতিশয়রহিতস্য পুংসো নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ কৃষ্ণস্য দুরাপং দুঃখেন লভ্যং যথা স্যাত্তথা ধ্যেয়পদং চিন্তাবিষয়ত্বং প্রাপ্তাঃ ন হ্যেবম্ভূতাঃ কেঽপি সন্তীতি ভাবঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথেত্যুক্তেঃ যদ্বস্মাৎ ধ্যেয়ং পদং প্রাপ্তাস্তস্মাৎ যোগিনো ন ক্ষমন্তে ইতি বা ব্যাখ্যেয়ং। কিঞ্চ, ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ব ইতি তদ্বাক্যাৎ যুষ্মাকং সঋণী আসীং অতোঽবিলম্বেনাত্রাগমিষ্যতীতি সন্দেশসারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫১ ॥

হয়েন না, যেহেতু তোমরা সেই ধ্যেয়রূপ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দুরধিগম্য ধ্যেয়পদ প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৩৫১ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৫ ॥

উদ্ধবকে দেখিয়া সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা ॥

কল্যাণং প্রথয়ামি কিং সহচরি স্বৈরেষু শশ্বৎ পুরা
যস্যা নাম সমীরিতং মুররিপোঃ প্রাণেশ্বরীতি ত্বয়া।
সাহং প্রেমভিদা ভয়াৎ প্রিয়তমং দৃষ্ট্বাপি দূতং প্রভোঃ
সন্দিষ্টাস্মি নবেতি সংশয়বতী পৃচ্ছামি নো কিঞ্চন ॥৩৫২॥

রামচন্দ্রদাসস্য ॥ ৬ ॥

দিব্যোন্মাদাবস্থাং প্রাপ্য রাধা উদ্ধবস্য সন্দেশবাক্যং ন শ্রুতবতী তদা কাচিৎ সখী জলাদ্যাহরণার্থং গতা সাগত্য রাধাং বোধয়িত্বা মঙ্গলং পপ্রচ্ছ যাতু বাহ্য-জ্ঞানোদয়াৎ অগ্রে উদ্ধবং দৃষ্ট্বা তাং প্রতি যদাহ তৎ রামচন্দ্রদাসস্য পদ্যেন বর্ণয়তি কল্যাণমিতি। হে সহচরি দূতং ন দৃষ্ট্বা কিং কল্যাণং কথয়ামি প্রশ্নাভাবে স্বয়মেব কারণমুট্টঙ্কতে ত্বয়ৈব পুরা মুররিপোস্ত্বং প্রাণেশ্বরীতি যস্যা মম নাম স্বৈরেষু স্বতন্ত্রেষু বিপক্ষজনেষু পদ্মাদিষু শশ্বৎ সদা সমীরিতং কথিতং সাহং প্রেমাণং কর্ত্তুং ভেত্তুঞ্চ প্রভোঃ পরমস্বতন্ত্রস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়তমং দূতং দৃষ্ট্বাপি তস্য প্রেম্নো ভিদাভয়াৎ কিঞ্চন ন পৃচ্ছামি প্রেমভেদভয়ঞ্চ স্পষ্টয়তি প্রিয়েণ দূতদ্বারা স্ববার্ত্তায়াং সন্দিষ্টাস্মি নবেতি সংশয়বতী সত্যহমিতি যদি ন সন্দিষ্টা তদা ময়ি প্রেমশূন্যতাপ্রকাশেন সর্ব্বো ম্রিয়ে ইতি ভাবঃ। অতো ন কিঞ্চিৎ প্রষ্টুং সমর্থেতি ॥ ৩৫২ ॥

হে সহচরি! কল্যাণের কথা আর কি বলিব? তুমি আপনার স্বজনগণের মধ্যে "কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী" বলিয়া যাহার নাম কীর্ত্তন করিতা, আজ সেই আমি প্রেমভেদের ভয়হেতু প্রভুর প্রিয়তম দূতকে দেখিয়াও "আমাকে কিছু বলিয়াছেন কিনা", এই সংশয়বতী হইয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছি না ॥ ৩৫২ ॥

এই শ্লোক রামচন্দ্রদাসের ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধাং প্রত্যুদ্ধববাক্যং ॥

মলিনং নয়নাঞ্জনাম্বুভির্মুখচন্দ্রং করভোরু মা কুরু।
করুণাবরুণালয়ো হরিস্ত্বয়ি ভূয়ঃ করুণাং বিধাস্যতি ॥৩৫৩

ষষ্ঠীবরদাসস্য ॥ ৭ ॥

উদ্ধবং প্রতি রাধাসখীবাক্যং ॥

হস্তোদরে বিনিহিতৈক-কপোল-পাণে-

স্বসখীং প্রত্যুদিতং রাধাবাক্যং শ্রুত্বা তাং প্রত্যুদ্ধবঃ সহেতুকং সামবাক্যং যদাহ তৎ ষষ্ঠীবরদাসস্য পদ্যেন দর্শয়তি মলিনমিতি। হে করভোরু পরমত্বয়ি ত্বয়ি তস্য প্রেমা কদাপি ভগ্নো ভবিতুং নার্হতীতঃ বিষাদাবগলিতৈনয়নাঞ্জনমিশ্রৈঃ স্বস্য মুখচন্দ্রং মলিনং মা কুরু স করুণাবরুণালয়ঃ কৃপাসমুদ্রো হরিস্ত্বয়ি ভূয়ঃ পুনঃ করুণাং বিধাস্যতি। যদ্বা, ত্বদ্বিচ্ছেদাং করুণস্য করুণরসস্য আসমাক্সমুদ্রঃ সঃ স্ববিচ্ছেদহেতুকত্বদ্দুঃখং দূরীকরিষ্যন্নাগত্য ত্বাং পূর্ব্ববং সুখয়িষ্যত্যেবেতি মুখচন্দ্রং মলিনং মা কুর্ব্বিতি ॥ ৩৫৩ ॥

তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ভোঃ সন্দেশহর কৃষ্ণমুখদর্শনং বিনাস্যাঃ কদাপি বাচা সান্ত্বনং ন ভবিতুমর্হতীত্যভিপ্রেত্য কয়াপি সখ্যা যদুক্তং তৎ হরিহরস্য পদ্যেন স্পষ্টয়তি হস্তোদর ইতি। মাধবস্য প্রস্থানমঙ্গলদিনাবধি সরোরুহাক্ষ্যা রাধায়া অন্যাসাং

শ্রীরাধার প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

হে করভোরু! নয়নের অঞ্জনমিশ্রিত জলদ্বারা মুখচন্দ্র মলিন করিও না, করুণাসাগর হরি তোমাতে পুনর্ব্বার করুণা করিবেন ॥ ৩৫৩ ॥

এই শ্লোক ষষ্ঠীবরদাসের ॥ ৭ ॥

উদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য ॥

মাধবের প্রস্থানের মঙ্গলদিনাবধি সরোজনয়না শ্রীরাধা

রশ্রান্তলোচনজলস্নপিতাননায়াঃ।
প্রস্থানমঙ্গলদিনাবধি-মাধবস্য
নিদ্রালবোঽপি কুত এব সরোরুহাক্ষ্যাঃ ॥ ৩৫৪ ॥

হরিহরস্য ॥ ৮ ॥

নিশ্চন্দনানি বণিজামপি মন্দিরাণি
নিষ্পল্লবানিচ দিগন্তরকাননানি।
নিষ্পঙ্কজান্যপি সরিৎ সরসীকুলানি

যত্নেনাপরিহার্য্যা যা নিদ্রা তস্যা লবোঽত্যল্পোঽপি কুত এব। অত্র সপ্তম্যা-স্তসিঃ। তদ্দিনাবধি রাত্রাবপি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতায়াঃ স্বদশাচিন্তয়া হস্ত-স্যোদরে মধ্যভাগে বিনিহিত একস্য কপোলস্য পাণিঃ ক্রোড়ো যয়া তস্যাঃ। তথা খেদাতিশয়াৎ অশ্রান্তং যথা স্যাত্তথা লোচনজলৈঃ স্নপিতমার্দ্রীভূতমাননং মুখং যস্যা এবম্ভূতপ্রেমবত্যাঃ কেবলং সামবাচা সান্ত্বনং ন ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫৪ ॥

বিরহান্তে [illegible] যদাহ তত্তস্যৈব পদ্যেন বর্ণয়তি। নিশ্চন্দনা-নীতি। জা[illegible]নি। কার্য্যাণি তাপশান্ত্যর্থং যদ্যপ্যেবমেবং কৃতানি তথাপি [illegible] বর্দ্ধিতবিরহতাপপুটপাকবং অন্তস্তাপো বর্দ্ধত এবেত্যাহ তদ্বিরহ-বেদনয়া ন শা[illegible], তন্মুখদর্শনাভাবেন যো বিরহস্তজ্জন্যয়া বেদনয়া ন শান্তং

হস্তমধ্যে কপোলনিহিত করিয়া অশ্রান্ত লোচনজলদ্বারা মুখমণ্ডল স্নপিত করায়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রালবও উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩৫৪ ॥

এই শ্লোক হরিহরের ॥ ৮ ॥

বণিক্‌দিগের গৃহসকলও চন্দনশূন্য হইল, দিগন্তরবর্ত্তি কাননসকলেরও আর পল্লব নাই এবং নদী ও সরোবরসকলও

জাতানি তদ্বিরহবেদনয়া ন শান্তং ॥ ৩৫৫ ॥

তস্যৈব ॥ ৯ ॥

প্রাণস্ত্বং জগতাং হরেরপি পুরা সঙ্কেতবেণুস্বনা-
নাদায় ব্রজসুভ্রুবামিহ ভবান্মার্গোপদেশে গুরুঃ।

ভাবে স্তঃ সা ন শান্তেত্যর্থঃ। অতো বাঙ্মাত্রেণ ন সান্ত্বনং যদি ত্বং সমর্থঃ স্যাস্তদা তমত্রানয় দর্শয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫৫ ॥

তদানীমাগতস্য শীতলবায়োঃ স্পর্শমনুভূয় হুং দুর্ব্বতীং রাধাং বীক্ষ্য সা পুনর্বায়ুং প্রতি যদাহ তদ্রামচন্দ্রদাসস্য পদেন বর্ণয়তি প্রাণস্ত্বমিতি। হুং হো ইতি সম্বোধনে। মথুরায়াং যে নিকুটাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহোদ্যানানি তত্র ভব হে অনিল ত্বং জগতাং প্রাণঃ সন্ কেবলং মাথুরনাগরীণাং অস্মাকং সখা অপিতু গুরুরপি অমিত্যাহ হে সখে ইতি। তস্য কার্য্যং দর্শয়তি। পুরাপি ত্বং হরের্ব্রজসুভ্রুবাং চিত্তহরস্য সঙ্কেতবেণুস্বনানাদায় গৃহীত্বা ইহ বৃন্দাবনে মার্গস্য কৃষ্ণপ্রাপকপথস্য উপদেশে যস্মাৎ দেশাৎ মদানয়তো বেণুরব আয়াতি এনং দেশং গচ্ছতেতি শিক্ষাবচনে ত্বান্ গুরুরাসীঃ সম্প্রত্যপি ইদানীমপি শ্রীপতেঃ। শ্রীর্বেশরচনা শোভা ভারতী শরদ্রুমে। লক্ষ্ম্যাং ত্রিবর্গসম্পত্তিবিধোপকরণেষু চেতি মেদিনীকরকোষাং। বেশরচনাপতেশ্চন্দনাদিনা শোভিতশরীরস্যেত্যর্থঃ। তস্যাঙ্গস্পর্শেন পবিত্রা শীতলাচ তনুর্যস্য তাদৃশত্বং নোহস্মাকমেকো

পঙ্কজশূন্য হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার বিরহবেদনার শান্তি হইল না ॥ ৩৫৫ ॥

এই শ্লোক হরিহরের ॥ ৯ ॥

হে বায়ো! তুমি জগতের প্রাণ, পূর্ব্বে তুমি হরির সাঙ্কেতিক বেণুধ্বনি গ্রহণ করিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের পথ উপদেশে গুরু হইয়াছিলে, অহে মথুরার উপবনের সমীরণ! হে সখে!

হং হো মাথুরনিষ্কুটানিল সখে সম্প্রত্যপি শ্রীপতে-
রঙ্গস্পর্শপবিত্রশীতলতনুস্ত্রাতা ত্বমেবাসি নঃ ॥ ৩৫৬ ॥

রামচন্দ্রদাসস্য ॥ ১০ ॥

অথ রাধাসখ্যা এব কৃষ্ণে সন্দেশঃ ॥

ত্বদ্দেশাগত-মারুতেন মৃদুনা সঞ্জাতরোমাঞ্চয়া
ত্বদ্রূপাঙ্কিত-চারুচিত্রফলকে সন্তর্পয়ন্ত্যা দৃশং।

মুখ্যস্ত্রাতা রক্ষিতাসীতি পুনস্তদেণুধ্বনিং শ্রাবয়িত্বা তং প্রাপয্যাস্মান্ ত্রাহীত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অথ শ্রীরাধায়া দশমদশাসূচনপর্য্যন্তা কাপি বার্ত্তা কয়াপি সখ্যা শ্রীকৃষ্ণে প্রেষিতেতি বক্তুং দ্বাদশশ্লোকৈঃ প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র ত্রিবিক্রমস্য পদেন উৎকণ্ঠাং বর্ণয়তি ত্বদ্দেশাগতেতি। কৃষ্ণেতি সম্বোধনমধ্যাহার্য্যং, হে কৃষ্ণ তন্ব্যাঃ ত্বদ্দর্শনাভাবেনাতিক্ষীণয়া রাধয়া প্রাণনাথঃ কদানেন পথাগচ্ছতী-ত্যভিপ্রেত্য ত্বন্মার্গবাতায়নে তব মার্গোঽন্বেষণং যস্মাত্তত্র গবাক্ষে রাজিন্দিবং স্থীয়তে স্থিতা ভবতি। ত্বদেকপরত্বং দর্শয়তি ত্বদ্দেশাগতমারুতেন যস্মিন্ তব বাসোঽস্তি তস্মাৎ দেশাদাগতেন মারুতেন বায়ুনা মৃদুনা কোমলেন কিমুত ত্বৎ-কোমলগাত্রসংসর্গিবায়ুনা সম্যগ্জাতঃ সুদীপ্তো রোমাঞ্চো যস্যাং তয়া। তথা তবাদর্শনবৈকল্যনিরসনায় স্থাপিতে তব রূপেণাঙ্কিতং চারুচিত্রং যত্র তস্মিন্ ফলকে চিত্রপটে দৃশং নয়নং সন্তর্পয়ন্ত্যা ত্বৎপ্রতিচ্ছবিদর্শনেন দৃশং

তুমি শ্রীপতির অঙ্গস্পর্শ করিয়া পবিত্র ও শীতল হইয়াছ, অতএব সম্প্রতি তুমিই আমার রক্ষক ॥ ৩৫৬ ॥

এই শ্লোক শ্রীরামচন্দ্রদাসের ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীর সন্দেশ বাক্য ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার দেশ হইতে সমাগত মৃদু-বায়ুদ্বারা কৃশাঙ্গী শ্রীরাধা লোমাঞ্চিতা হইতেছেন, তোমার রূপাঙ্কিত

ত্বন্নামামৃতসিক্তকর্ণপুটয়া ত্বন্মার্গবাতায়নে
তন্ব্যা পঞ্চমগীতগর্ব্বিতগিরা রাত্রিন্দিবং স্থীয়তে ॥ ৩৫৭ ॥

ত্রিবিক্রমস্য ॥ ১ ॥

অঙ্গেঽনঙ্গজ্বরহুতবহশ্চক্ষুষি ধ্যানমুদ্রা-
কণ্ঠে জীবঃ করকিশলয়ে দীর্ঘশায়ী কপোলঃ।

কুর্ব্বত্যোর্ভাবঃ। পরমদুঃখদং কৃষ্ণানুরাগং ত্যজেতি কয়াচিদুক্তেন বাগ্বিষেণ জর্জ্জরিতয়োঃ কর্ণপুটয়োঃ সতোস্তৎপ্রেরিতাভিরস্যাভিঃ। গোকুলানন্দগোবিন্দ গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ। প্রাণেশ সুন্দরোত্তংসনাগরাণাং শিখামণে। বৃন্দাবন-বিধো গোষ্ঠযুবরাজমনোহরেত্যাদীনি উক্তানি নামানোবামৃতং পীযূষং তেনৈব সিক্তে কর্ণপুটে যস্যাস্তয়া। এতাদৃগ্বিরহজক্লেশেঽপি এতাদৃশস্বয্যনুরাগঃ ইতি ভাবঃ। সম্প্রতি তব গুণগানমেব জীবনমতস্তৎ স্বয়ং করোতীতি দর্শয়তি পঞ্চ-মেন রাগেণ গীতির্গীনং গর্ব্বিতা যত্র যাদৃশী গীর্বাণী যস্যাস্তৎপরয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫৭ ॥

ক্ষেমেন্দ্রস্য পদ্যেন পুনর্বিরহোদ্রেকং দর্শয়তি অঙ্গে ইতি। অনঙ্গঃ কাম-স্তস্মাৎ জাতো জর এব দাহকস্বভাবত্বাৎ হুতবহোঽগ্নিঃ স সর্ব্বদা তনাবস্তি তত্তাপশান্ত্যর্থং অস্মাভির্দত্তং চন্দনং কুচপরিসরে স্তনপ্রদেশেঽস্তি ধ্যানমুদ্রা

মনোহর চিত্রফলকে চক্ষুঃ পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তোমার নামামৃতদ্বারা কর্ণদ্বয়কে সিক্ত করিতেছেন এবং তোমার পথবর্ত্তি গবাক্ষদ্বারে পঞ্চমগীতগর্ব্বিত বাক্যদ্বারা দিবারাত্রি অবস্থিত আছেন ॥ ৩৫৭ ॥

এই শ্লোক ত্রিবিক্রমের ॥ ১ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধার অঙ্গে অনঙ্গজ্বররূপ অগ্নি, চক্ষুতে ধ্যান মুদ্রা, কণ্ঠে জীবন, করপল্লবে দীর্ঘকালাবস্থিত কপোল,

অংশে বেণী কুচপরিসরে চন্দনং বাচি মৌনং
তস্যাঃ সর্ব্বং স্থিতিমিতি নচ ত্বাং বিনা ক্বাপি চেতঃ ॥৩৫৮

ক্ষেমেন্দ্রস্য ॥ ২ ॥

দৃষ্টে চন্দ্রমসি প্রলুপ্ততমসি ব্যোমাঙ্গনস্থেয়সি
স্ফূর্জন্নির্ম্মলতেজসি ত্বয়ি গতে দূরং নিজপ্রেয়সি।

নেত্রনিমীলনং চক্ষুর্ব্যক্তি করকিশলয়ে হস্তপদ্মে দীর্ঘকালং ব্যাপ্য শয়িতুং শীলমস্য এবম্ভূতঃ করপদ্মলগ্নঃ কপোলোঽস্তি অংসে স্কন্ধে অসমৃতত্বাৎ বেণী অস্তি তথা বাচি মৌচনমস্তি অতোঽধুনা মর্ত্তুং সমুদ্যতেতি সূচয়ন্ত্যাহ সম্প্রতি জীবঃ কণ্ঠে নতু স্ববাসস্থানে অতঃ শীঘ্রং ভবদাগমনং বিনা সোঽপি গমিষ্যতীতি ভাবঃ। ইত্যেবম্প্রকারেণ তস্যাঃ সর্ব্বং স্থিতং, কিন্তু ত্বাং বিনা ক্বাপি বিষয়ে চেতো ন স্থিতং, অতএব তস্যা মরণেঽপি স্বাতন্ত্র্যাভাবঃ ॥ ৩৫৮ ॥

পুনর্যত্নেন বাহ্যদশায়াং বিরহবৈশিষ্ট্যং ভীমভট্টস্য পদ্যেন দর্শয়তি দৃষ্টে ইতি। নিজপ্রেয়সি ত্বয়ি দূরং গতে সতি যেন সহায়েন রাসাদিক্রীড়াসাধিকা তস্মিন্ চন্দ্রে রাধয়া দৃষ্টে সতি তস্যাঃ শ্বাসঃ কৈরবকোরকবদাচরতি চন্দ্রদর্শনে তস্য প্রফুল্লতাবৎ প্রফুল্লো ভবতীত্যর্থঃ। মুখং সরোজবদাচরতি চন্দ্রদর্শনে তস্য মলিনতাবৎ মলিনং ভবতীত্যর্থঃ। মন্মথঃ প্রেমাতিশয়বিশেষঃ ক্ষীরোদবদা-

---

স্কন্ধে বেণী, স্তনপরিসরে চন্দন এবং বাক্যে মৌন, শ্রীরাধার সকলই এইরূপে সংস্থিত, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তোমা ভিন্ন আর কোথাও নাই ॥ ৩৫৮ ॥

এই শ্লোক ক্ষেমেন্দ্রের ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি দূরে স্বীয়-প্রেয়সীর নিকট গমন করিলে পর, অন্ধকারশূন্য আকাশমণ্ডলে নির্ম্মল তেজস্বান্ চন্দ্র দৃষ্ট

শ্বাসঃ কৈরবকোরকীয়তি মুখং তস্যাঃ সরোজীয়তি
ক্ষীরোদীয়তি মন্মথো দৃগপিচ দ্রাক্ চন্দ্রকান্তীয়তি ॥৩৫৯॥
ভীমভট্টস্য ॥ ৩ ॥

অস্যাঃ সদা বিরহবহ্নিশিখাকলাপ-
তপ্তে স্থিতোঽসি হৃদয়ে ত্বমিহ প্রিয়ায়াঃ।
প্রালেয়শীকরসমে হৃদি তে মুরারে

চরতি চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রস্য উচ্ছলনবদুচ্ছলিতো ভবতি, যেন কম্পাদিবিকারাঃ প্রকাশন্তে। প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যুক্তেঃ। তস্যা দৃক্ নেত্রমপি দ্রাক্ শীঘ্রং চন্দ্রকান্তমণিবদাচরতি চন্দ্রে দৃষ্টে তস্য স্রাববৎ অশ্রু-মুঞ্চতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

রাধায়া বিরহতাপং কৃষ্ণস্য চ নিষ্ঠুরতাং দ্যোতয়ন্তী সা যদাহ তৎ শঙ্করস্য পদ্যেনাহ অস্যা ইতি। অস্যাস্তব প্রিয়ায়া ইহ বিরহাবস্থায়ামপি বিরহবহ্নি-শিখাকলাপতপ্তে হৃদয়ে ত্বং সদা স্থিতোঽসি সাদরচিন্তয়া মনসি বিরাজসে ইত্যর্থঃ। হে ধূর্ত্ত শঠ বিরহাভাবাৎ শীতলস্য প্রালেয়স্য হিমস্য ক্ষরিতজল-কণায়াশ্চ সমে তুল্যে স্বভাবশীতলে তে হৃদি রাধা কদাপি ক্ষণং কালং ব্যাপ্য নৈব বসতি সাদরস্মরণাভাবেন তে মনঃ প্রবেষ্টুং ন ক্ষমত ইত্যর্থঃ। মুরারে-

---

হওয়াতে শ্রীরাধার শ্বাস কুমুদকলিকার ন্যায়, মুখপদ্মের ন্যায়, মন্মথ অর্থাৎ প্রেমাতিশয়বিশেষ ক্ষীরসাগরের ন্যায় এবং নেত্র চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥ ৩৫৯ ॥

এই শ্লোক ভীমভট্টের ॥ ৩ ॥

হে ধূর্ত্ত! তুমি এই প্রিয়তমা শ্রীরাধার বিরহাগ্নিতপ্তহৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছ, কিন্তু হে মুরারে! তোমার

রাধা ক্ষণং বসতি নৈব কদাপি ধূর্ত্ত ॥ ৩৬০ ॥

শঙ্করস্য ॥ ৪ ॥

অস্যাস্তাপমহং মুকুন্দকথয়াম্যেণীদৃশস্তে কথং
পদ্মিন্যাঃ সরসং দলং বিনিহিতং যস্যাঃ স তাপে হৃদি।
আদৌ শুষ্যতি সঙ্কুচত্যনু ততশ্চূর্ণত্বমাপদ্যতে

রিত্যত্র বকারেরিতি জ্ঞেয়ং। তদা মুরবিনাশাভাবাৎ। অনেন ত্বদ্বিরহদুঃখমস্যাঃ সদৈব স্ফুরতি ভবতু অস্যা বিরহলেশঃ কদাপি ন স্ফুরতীতি প্রতিপাদিতং ॥ ৩৬০ ॥

অস্যাস্ত্বদ্বিরহক্লেশদর্শনেনাস্মাকমপি মহাকষ্টমিত্যাপাদয়িতুং বাহ্যতাপং যদকথয়ত্তৎশান্তিকরস্য পদ্যেন দর্শয়তি অস্যা ইতি। হে মুকুন্দ তে তব সম্বন্ধে অস্যা এণীদৃশো মৃগী যথা বনাগ্নিতাপং প্রাপ্য ত্রাসেন চকিতনয়না ভবতি তদ্বচ্চন্দ্রকিরণং প্রাপ্য চকিতনয়নায়া বিরহজং তাপং কথং কেন প্রকারে কথয়ামি প্রতিক্ষণং নবনবত্বাৎ কিঞ্চিদপি কথয়ামি শৃণ্বিত্যাহ যস্যাস্তত্তাপসহিতে হৃদি সরসং সজলং পদ্মিন্যা দলং পত্রমস্মাভির্বিনিহিতং তৎ আদৌ শুষ্যতি অনু তদনন্তরং তাপাতিশয়েন সঙ্কুচতি ততঃ পশ্চাৎ তত্তাপাগ্নিনা মুর্মুরতাং দহং চূর্ণত্বমাপদ্যতে। কিমন্তং বক্তব্যং শ্বাসৈরবধূতঃ প্রজ্বলিতো বিরহজশিখী অগ্নিস্তদেব দলং পশ্চাৎ দহতি দাহং করোতিচ। কবিপ্রৌঢ়োক্তিরিয়ং বস্তুতো দাহাতি-

---

হিমকণাসদৃশ সুশীতলহৃদয়ে শ্রীরাধা কখন ক্ষণকালের জন্যও বাস করিলেন না ॥ ৩৬০ ॥

এই শ্লোক শঙ্করের ॥ ৪ ॥

হে মুকুন্দ! এই হরিণাক্ষী শ্রীরাধার তাপের কথা কিরূপে বলিব, তাঁহার সতাপহৃদয়ে পদ্মিনীর সরস দল অর্পিত হইলে কিরূপে অগ্রে শুষ্ক হয়, পরে সঙ্কুচিত হয়, তাহার পর চূর্ণ

পশ্চান্মুমুরতাং দধদ্দহতিচ শ্বাসাবধূতঃ শিখী ॥ ৩৬১ ॥

শান্তিকরস্য ॥ ৫ ॥

উদ্ধূয়েত তনূলতেতি নলিনীপত্রেণ নোদ্বীজ্যতে
স্ফোটঃ স্যাদিতি নাঽঙ্গকং মলয়জক্ষোদাম্ভসা সিচ্যতে।
স্যাদস্যাতিভয়াৎ পরাভব ইতি প্রায়ো ন বা পল্লবা-

শয়ো বিবক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৬১ ॥

তাপাতিশয়ং বিজ্ঞাপ্য তানবাতিশয়ং যদ্ব্যাজ্ঞাপয়ত্তদানন্দস্য পদ্যেন বোধয়তি উদ্ধূয়েতেতি। তত্তস্মাৎ কথং কৃশতনোরতিক্ষীণায়া রাধায়া আধির্মনঃপীড়া অস্মাভিঃ সমাধীয়তামিত্যন্বয়ঃ। যতোঽস্যাস্তনুলতা পদ্মপত্রেণ বীজনাদুদ্ধূয়তে চলিতেতি ভয়াৎ নোদ্বীজ্যতে বয়ং বীজনং ন কুর্ম্মঃ। নো শব্দস্যাপি নিষেধার্থত্বাৎ। দগ্ধাঙ্গে শীতলস্পর্শেন স্ফোটো ভবেদিতি ভয়াৎ মলয়জক্ষোদাম্ভসা চন্দনচূর্ণমিশ্রিতজলেনাঙ্গকং কৃপায়াং কঃ অঙ্গং ন সিচ্যতে। তথা পল্লবানাং লঘুভারাদপি অস্যা বক্ষসঃ পরাভবস্তান্ বোঢ়ুং তদশক্তং স্যাদিতি ভয়াত্তত্র প্রায়ঃ পল্লবানামারোপো ন বা ক্রিয়তে। এবং তাপশান্ত্যর্থং বিহিতৈর্নানোপায়ৈর্দুঃসাধ্যঃ স আধিস্ত্বয়ৈব সমাধীয়তামিতি ভাবঃ ॥ ৩৬২ ॥

হইয়া যায়, শেষে মুর্মুরতা ধারণ করিলে নিশ্বাসদ্বারা প্রোদ্দীপ্ত বিরহাগ্নি তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ৩৬১ ॥

এই শ্লোক শান্তিকরের ॥ ৫ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধার তনুলতা কম্পিত হইবে বলিয়া, পদ্মপত্রদ্বারা ব্যজন করি না, স্ফোট হইবে বলিয়া, চন্দনচূর্ণযুক্ত জলদ্বারা অঙ্গসেচন করি না, অতিভারে পরাভব হইবে বলিয়া, প্রায় ইহাঁর অঙ্গে পল্লব স্থাপন করা হয় না, তবে এই কৃশা-

রোপো বক্ষসি তৎকথং কৃশতনোরাধিঃ সমাধীয়তাং ॥৩৬২

আনন্দস্য ॥ ৬ ॥

নিবসতি যদি তব হৃদয়ে সা রাধা বজ্রঘটিতেঽস্মিন্।
তৎ খলু কুশলং তস্যাঃ স্মরবিশিখৈস্তাড্যমানায়াঃ ॥৩৬৩॥

কস্যচিৎ ॥

উন্মীলন্তি নখৈর্লুনীহি বহতি ক্ষৌমাঞ্চলেনাবৃণু

তব শাঠ্যে বিরাজমানে ত্বয়ি প্রসঙ্গো মহানুচিত এব তথাপি প্রাণরক্ষার্থং স ইদানীং যোগ্য ইতি ভঙ্গ্যা যদাহ তং কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি নিবসতীতি। বজ্রঘটিতে বজ্রেণ কল্পিতে তব হৃদয়ে সা পরমকোমলা রাধা যদি নিবসতি স্মরণেন অন্তিতে লগ্না ভবতি ন তদা তন্নিরসনমেব তস্যাঃ কুশলং। তস্যাং কিন্তূতায়াং স্মরবিশিখৈঃ কামাগ্নিভিস্তাড্যমানায়া বজ্রাগ্নিসন্নিধৌ খদ্যোতার্চ্চিবিরাহনীতি ন্যায়েন কামাগ্নেঃ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমত্বাদিতি ভাবঃ। অত এনাং তাদৃশে হৃদয়ে নিবাসয়েতি ধ্বন্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

স্বাভাবিকপ্রীতিমতাং কৃতং স্নেহসূচকং ভবতীতি দ্যোতয়ন্তী যদাহ তচ্ছম্ভোঃ

ধীর কি প্রকারে মনঃ পীড়া নিবারণ করা হইবে ? ॥ ৩৬২ ॥

এই শ্লোক আনন্দের ॥ ৬ ॥

হে কৃষ্ণ ! যদি সেই রাধা তোমার বজ্রনির্ম্মিত এই হৃদয়ে বাস করেন, তাহা একান্ত মঙ্গল, যেহেতু তিনি নিরন্তর কন্দর্পশরে পীড়িতা হইতেছেন ॥ ৩৬৩ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৭ ॥

যখন উন্মীলিত হইবে, তখন নখদ্বারা ছেদন করিবা, যখন

ক্রীড়াকাননমাবিশন্তি বলয়ক্বাণৈঃ সমুত্রাসয়।
ইত্থং পল্লবদক্ষিণানিলকুহূকণ্ঠীষু সাঙ্কেতিক-
ব্যাহারাঃ সুভগ ত্বদীয়বিরহে রাধাসখীনাং মিথঃ ॥ ৩৬৪ ॥

শম্ভোঃ ॥ ৮ ॥

গলত্যেকা মূর্চ্ছা ভবতি পুনরন্যা যদনয়োঃ
কিমপ্যাসীন্মধ্যং সুভগ-নিখিলায়ামপি নিশি।

পদ্যেন বর্ণয়তি উন্মীলন্তীতি হে সুভগ নিজসুখাভিরাম ত্বদীয়বিরহে রাধায়াঃ স্নেহবতীনাং সখীনাং পরস্পরং পল্লবদক্ষিণানিলকুহূকণ্ঠীষু ইত্থং সাঙ্কেতিকাঃ সঙ্কেতং প্রাপ্তা ব্যাহারাঃ উক্তয়ো ভবন্তীতি শেষঃ। ইত্থমিত্যস্যার্থং বিবৃণোতি তত্র কাপ্যাহ উন্মীলন্তি পল্লবা ইতি সঙ্কেতবাক্যং। অন্যাহ এতান্ দৃষ্ট্বা অস্যা বিরহ উদ্রিচ্যতে অতো নখৈর্নুদীহি ছিন্ধীতি। এবং পরপরত্র যোজনা। বহতীতাত্র দক্ষিণানিলঃ সঙ্কেতবাক্যং ক্ষৌমং নিবিড়পট্টবস্ত্রং ক্রীড়েত্যত্র কুহূকণ্ঠ্যাঃ সঙ্কেতবাচ্যাঃ আবিশন্তি সমাবিশন্তি সমুত্রাসয় উচ্চৈস্ত্রাসং প্রাপয়েতি। কুহূকণ্ঠঃ কোকিলঃ ॥ ৩৬৪ ॥

বিকটবিয়োগিন্যা মূর্চ্ছাবস্থাং ত্রিভিঃ পদৈর্দর্শয়ন্ শচীপতেঃ পদ্যেনা-

---

বহন করিবে, তখন ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা আবরণ করিবা এবং যখন ক্রীড়াকাননে প্রবেশ করিবে, তখন বলয়শব্দে ত্রাসিত করিবা। হে সুন্দর! তোমার বিরহে শ্রীরাধার সখীগণ নির্জনে পল্লব, দক্ষিণবায়ু ও কোকিলের প্রতি এইরূপ সাঙ্কেতিক বাক্য বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬৪ ॥

এই শ্লোক শম্ভুর ॥ ৮ ॥

হে সুন্দর! এক মূর্চ্ছা অবসান হইতেছে, পুনর্ব্বার আর এক মূর্চ্ছা আসিতেছে, সকল নিশিতেই যখন এইরূপ

লিখন্ত্যাস্তত্রাস্যাঃ কুসুমশরলেখং তব কৃতে
সমাপ্তিং স্বস্তীতি প্রথমপদভাগোঽপি ন গতঃ ॥ ৩৬৫ ॥

শচীপতেঃ ॥ ৯ ॥

চিত্রায় ত্বয়ি চিন্তিতে তনুভুবা চক্রে ততজ্যং ধনু-
র্বর্ত্তিং ধর্ত্তুমুপাগতেঽঙ্গুলিযুগে বাণো গুণে যোজিতঃ।

শক্তিতাং দর্শয়তি গলতীতি। হে সুভগেতি পূর্ব্ববৎ বিরহেণৈকা প্রথমপ্রাপ্তা মূর্চ্ছা গলতি প্রণশ্যতি। পুনরন্যা দ্বিতীয়া ভবতি, অনয়োর্মূর্চ্ছাদ্বয়োর্যন্মধ্যং সন্ধিসময় আসীৎ কিমপি তদ্বক্তুমস্মাভিরশক্যং, তত্র মধ্যে তব কৃতে ত্বাং স্ববিরহং জ্ঞাপয়িতু সাক্ষরং কন্দর্পলেখং গাথাময়ীং লিপিং লিখন্ত্যা অস্যা রাধায়া নিখিলায়াং সমগ্রায়ামপি রাত্রৌ লেখনরীত্যনুসারেণ স্বস্তীতি প্রথমপদস্য ভাগ একদেশঃ স্ব ইতি সমাপ্তিং ন গতঃ। পুনঃ পুনর্মূর্চ্ছায়া বাহুজ্ঞানাভাবাৎ তল্লিখিতুমপি শক্তা নবীদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৫ ॥

পুনর্বালস্য পরেণ তস্যা অবান্তরভেদং দর্শয়তি চিত্রায়েতি। পটে ত্বন্মূর্ত্তিং রচিতুকাময়া রাধয়া ত্বয়ি চিন্তিতে সতি, তদৈব সময়ে তনুভুবা কামেন ধনুস্ততজ্যং ততা বিস্তৃতা জ্যা গুণো যত্র তাদৃশং চক্রে। অনন্তরং তস্যা অঙ্গুলিযুগে বর্ত্তিং তূলিকাং ধর্ত্তুমুপাগতে উপো হীনে কষ্টেন তাং যাতে সতি, তেন গুণে

মূর্চ্ছাদ্বয়ের মধ্যভাগ উপস্থিত হয়, তখন তোমার জন্য অনঙ্গপত্র স্বস্তি বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া, তাহার প্রথমভাগও শেষ করিতে পারেন না ॥ ৩৬৫ ॥

এই শ্লোক শচীপতির ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা তোমাকে চিত্রিত করিবার জন্য চিন্তা করিলে, প্রথমতঃ কন্দর্পধনুকে জ্যা রোপণ করেন, তাহার পরবর্ত্তি অর্থাৎ তুলিধারণ করিতে অঙ্গুলিদ্বয় উপস্থিত হইলে

প্রারব্ধে তব চিত্রকর্ম্মণি ধনুর্মুক্তাস্ত্রভিন্না ভৃশং
ভিত্তিং দ্রাগবলম্ব্য কেশব চিরং সা তত্র চিত্রায়তে ॥৩৬৬॥

বালস্য ॥ ১০ ॥

ত্বামন্তঃস্থিরভাবনা পরিণতং মত্বা পুরোঽবস্থিতং
যাবদ্দোর্বলয়ং করোতি রভসাদগ্রে সমালিঙ্গিতুং।

বাণো যোজিতঃ। তথা কথমপি চিত্রকর্ম্মণি প্রারব্ধে সতি, তস্য ধনুষো মুক্তেনাস্ত্রেণ ভৃশং ভিন্না বিদীর্ণা কাতরা সতী সা দ্রাক্ শীঘ্রং ভিত্তিমবলম্ব্য তামাশ্রিত্য চিত্রায়তে মূর্চ্ছয়া চিত্রবং নিষ্পন্দাঙ্গী ভবতি। কেশবেতি। হে ব্রহ্ম শিবাত্মসাংকৃতপরমস্বতন্ত্র ত্বাং কিমন্যং ব্রূম ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অস্তু তাবদস্মাকং তজ্জন্যশোকবার্ত্তা অচেতনোঽপি তচ্ছোকাভিভূত আসীদিতি যদাহ তং কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি ত্বামিতি। অন্তর্মনসি স্থিরয়া ভাবনয়া দৃঢ়ধ্যানেন পরিণতমাকারিতং পুনঃ সাক্ষাদবস্থিতং ত্বাং মত্বা হর্ষাত্তত্রাপি রভসাৎ শীঘ্রং প্রাপ্যালিঙ্গিতুমগ্রে যাবদ্দোর্বলয়ং বাহুদ্বয়ং মণ্ডলাকারং করোতি তাবৎ স্বমূর্ত্তিবুদ্ধ্যা তং নিজমেব দেহং অচিরাৎ শীঘ্রমালিঙ্গ্য হর্ষেণ রোমা-

---

কন্দর্পধনুর্গুণে বাণ যোজনা করেন, তাহার পর তোমার চিত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, কন্দর্পের ধনুর্মুক্ত অস্ত্রদ্বারা অতিশয় বিদীর্ণ হইয়া, শীঘ্র ভিত্তিধারণ করতঃ সেই স্থানে স্বয়ং চিরকাল চিত্রিতের ন্যায় হইয়া অবস্থিত থাকেন ॥৩৬৬॥

এই শ্লোক বালের ॥ ১০ ॥

হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধা অন্তঃকরণের নিশ্চল ভাবনাদ্বারা পরিণত তোমাকে সম্মুখস্থিত জ্ঞান করিয়া সহর্ষে আলিঙ্গন করি-

তাবত্তং নিজমেব দেহমচিরাদালিঙ্গ্য রোমাঞ্চিতাং
দৃষ্ট্বা বৃষ্টিজলচ্ছলেন রুদিতং মন্যে পয়োদৈরপি ॥ ৩৬৭ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১১ ॥

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং তাপঃ সখীষ্বাহিতো
দৈন্যং ন্যস্তমশেষতঃ পরিজনে চিন্তা গুরুভ্যোঽর্পিতা।

ঞ্চিতাং রোমাঞ্চো জাতোঽস্যা ইত্যর্থে ইতপ্রত্যয়স্তথাভূতাং রাধাং দৃষ্ট্বা পয়োদৈর্মেঘৈরপি বৃষ্টিজলচ্ছলেন রুদিতমিতাহং মন্যে ইত্যন্বয়ঃ। অপীতি কিমুত সচেতনাঃ পশ্বাদয়ঃ। তত্রাপি কিমুত মনুষ্যাস্তত্রাপি সরলস্বভাবাঃ স্ত্রিয়স্তত্রাপি তৎসখ্যো বয়ং তদ্দুঃখেন পরমব্যাকুলা ইত্যপেরর্থঃ ॥ ৩৬৭ ॥

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাং সমাগমঃ। কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ। ইত্যনুসৃত্য মরণসূচনং যথা স্যাত্তথা সন্দেশং যমপ্রেষয়ন্তং রুদ্রস্য পদোন দর্শয়তি আচ্ছন্নমিতি। তয়া বিরহিণীত্বেন প্রসিদ্ধয়া রাধয়া অচ্ছিন্নং ধারারূপং নয়নজলং বন্ধুষশেষতঃ সামগ্র্যেণ কৃতং দত্তং তেতু এতাং দৃষ্ট্বা পরমব্যাকুলাঃ সন্তঃ সদা রুদন্তীত্যর্থঃ। অশেষত ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যং। সখীষু তাপঃ

বার নিমিত্ত যখন বাহুকে বলয়াকার করেন, তখন তিনি আপনারই দেহকে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিতা হয়েন, তদ্দর্শনে মেঘসকলও বৃষ্টিচ্ছলে রোদন করিয়া থাকে ॥ ৩৬৭ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধা নিরন্তর নেত্রজল বন্ধুসমূহে অর্পণ করিয়াছেন, সখীসকলে তাপ নিহিত করিয়াছেন, পরিজনবর্গে দৈন্যসমর্পণ করিয়াছেন, গুরুবর্গের প্রতি চিন্তা ন্যস্ত করিয়াছেন

অদ্যশ্বঃ কিল নির্বৃতিং ব্রজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া ॥৩৬৮

রুদ্রস্য ॥ ১২ ॥

অথাস্যা এব প্রণয়ের্ষ্যাং জল্পিতং ॥

মুখমাধুর্য্যসমৃদ্ধ্যা পরহৃদয়স্য গৃহীতবিপ্রসভং।

সন্তাপঃ আহিত এতাস্তত্তাপেন উপতপ্তা আসন্। পরিজনে আত্মীয়ে ভৃত্যাদৌ দৈন্যং ন্যস্তং তে দৈন্যাবস্থাং প্রাপ্য হে কৃপাময় শীঘ্রমত্রাগত্য এতাং সুখয়েতি সবিনয়প্রার্থনপরা অস্থিরচিত্তা আসন্। গুরুভ্যঃ শ্বশ্রূমন্যাদিভ্যঃ চিন্তা অর্পিতা দত্তা এতেতু ন বিজানন্তি অস্যাঃ কীদৃশী গতির্ভাবিনীতি নানাচিন্তাযুক্তা বভূবুঃ। এবং তয়া তব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বন্ধাদিষু বিভক্তং অতোহদ্য শ্বঃ কিমনির্বৃতিমসুখং ব্রজতি প্রাপ্নোতি কুত্রাপ্যনুসন্ধানাভাবাদিত্যর্থঃ। কিল নির্বৃতিমিতি পাঠে তথার্থত্বাং সুখং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। এবম্ভূতাং তদ্দশাং শ্রুত্বা রুদন্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ মা বিষীদ বিস্রব্ধঃ শঙ্কারহিতো ভব সা জীবন্তী সতী পরং কেবলং শ্বাসৈঃ খিদ্যতে শ্বাসাঃ খল্ববশিষ্টা আসতে কিং রোদনেনেতি ভর্ৎসনং ॥ ৩৬৮ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণং ব্রজমানেতুকামা প্রাণসখ্যা মৃত্যুপর্য্যন্তাং দশাং বেদয়ন্তী

এবং আজ কাল তিনি আনন্দানুভব করিবেন বলিয়া, কেবল শ্বাসদ্বারা খিন্না হইতেছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি স্থির হও, তাঁহার এইরূপে বিরহজনিত দুঃখ বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৩৬৮ ॥

এই শ্লোক রুদ্রের ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধার প্রণয় ও ঈর্ষ্যার সহিত জল্পিত যথা ॥

মুখমাধুর্য্যসম্পত্তিদ্বারা সহসা পরহৃদয়-গ্রাহক কৃষ্ণাত্মা

কৃষ্ণাত্মনি পরপুরুষে সৌহৃদকামস্য কা শরীরাশা ॥৩৬৯॥

জগন্নাথসেনস্য ॥ ১৩ ॥

অথ ব্রজদেবীনাং সোৎপ্রাসঃ সন্দেশঃ ॥

বাচা তৃতীয়জনসঙ্কটদুঃস্থয়া কিং
কিম্বা নিমেষবিরসেন বিলোকিতেন।

প্রণয়কোপের্ষ্যাভ্যাং মত্তা সৈব পুনর্যং সন্দিশতি তদ্বর্ণয়তি অথেতি। তজ্জল্পিতং জগন্নাথসেনস্য পদ্যেন বর্ণয়তি মুখেতি। কৃষ্ণাত্মনি কৃষ্ণবর্ণশরীরে পরপুরুষে উপপতৌ পক্ষে কৃষ্ণ এবাত্মা স্বরূপং যস্য তস্মিন্ পরেষাং পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞে সুখদুঃখজ্ঞাতরি ন ত্বস্মাকং তাদৃশে ত্বয়ি সৌহৃদকামস্তাস্মিন্নধিজনস্য শরীরাশা কা, ন কাপি। অতঃ কৃষ্ণো মদীয় এবেতি অভিমানবত্যাঃ প্রিয়সখ্যাঃ কথং শরীরং স্থাস্যতীতি ভাবঃ। অস্যাস্তন্নিষ্ঠত্বে ত্বমেব হেতুরিত্যাহ কীদৃশে মুখমাধুর্য্যসমুন্না প্রসভং বলাৎ পরেষাং হৃদয়স্য গ্রহীতরি কিমুতাস্যা ইতি। যেনেদৃশীং দশাং প্রাপ্তেরঃ অতঃ পুনর্যং কর্ত্তব্যং তং বিধেয়ং ॥ ৩৬৯ ॥

এবং শ্রীচন্দ্রাবল্যাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বর্ত্তন্তি পুনরাগমনবাকাভঙ্গেন তং প্রতি সোপহাসং যং সংদিদিংসুস্তদ্বর্ণয়তি অথেতি। কুত্রচিৎ পদ্যেন তদ্প্রীতিং বর্ণয়তি বাচেতি। হে নাথ নন্দসুত প্রথমমাবয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে অদ্বিতীয়ঃ প্রেমৈব মনোনির্ভেদমৈক্যং প্রাপয়ামাস তদা তৃতীয়জনো মধ্যস্থো নাসীৎ অধুনা তদ্ভঙ্গে

পরপুরুষে সৌহৃদকামীজনের শরীরের আশা কি হইতে পারে? ॥ ৩৬৯ ॥

এই শ্লোক জগন্নাথসেনের ॥ ১৩ ॥

অথ ব্রজদেবীদিগের উৎকণ্ঠার সহিত সম্বাদ ॥

তৃতীয়জনের সঙ্কটরূপ দুরবস্থান্বিত বাক্যে প্রয়োজন কি? নিমেষশূন্য অবলোকনেই বা আবশ্যক কি?। হা

হা নাথ নন্দসুত গোকুলসুন্দরীণা-
মন্তশ্চরী সহচরী ত্বয়ি ভক্তিরেব ॥ ৩৭০ ॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

অথ যথার্থসন্দেশঃ ॥

মুরলীকলনিক্বণৈর্ন যা গুরুলজ্জাভরমপ্যজীগণন্।

সতি, তৃতীয়জনস্য সঙ্কটঃ সম্বাধো মিলনমিতি যাবৎ। তেন তুহুয়া উপরোধরূপয়া বাচা কিং ন কিমপি প্রয়োজনং অতস্তৃতীয়জনঃ কিং করিষ্যতীতি ভাবঃ। নন্থ কিং নির্বিণ্ণা ভবথ মথুরাগমনকালে নির্নিমেষদৃষ্ট্যা ভবতীধনবচ্ছিন্না প্রীতিঃ স্থাপিতৈবাতঃ শীঘ্রমাগমিষ্যামি তত্রাহ কিন্বেতি অনিমেষেণ নিমেষরাহিত্যেন হেতুনা বিশিষ্টো রসঃ প্রীতেরাস্বাদো যত্র তাদৃশেন বিলোকিতেনাবলোকনেন বা কিং ন কিমপি। সম্প্রতি গোকুলসুন্দরীণাং ত্বয্যন্তশ্চরী ভক্তিঃ প্রেমা সহচরী অনুচরী নান্যা বয়ং। অতস্ত্বংপ্রেমাণমাশ্রিত্য বয়ং কেবলং জীবামঃ। তথা প্রেমস্বাভাব্যেন মনসা ত্বাং সেবামহে ইতি ভাবঃ। অত্র স্বমুখেন গোকুলসুন্দরীনামিত্যুক্তিঃ পুরনারীণাং প্রতীর্ষ্যায়ৈবেতি জ্ঞেয়ং ॥৩৭০॥

ততো বামতাং ত্যজন্ত্যাঃ সবিনয়ং যদাহুস্তদ্দর্শয়তি অথেতি। তত্র ষষ্ঠীদ্বাসপ্ত পদ্যেন তাসাং স্বভাবং বর্ণয়তি মুরলীতি। মাধব হে মনোহরস্বভাব তব শ্রুতমাত্রৈর্মুরল্যা নিক্বণৈর্মধুরশব্দৈর্বিমোহিতাঃ সত্যো যা গুরুজনেভ্যো লজ্জাভরং লজ্জাতিশয়মপি ন অজীগনন্ন গণয়ামাসুস্তা গোপিকাস্তব বিরহে কথং

নাথ! হা নন্দসুত! গোকুলসুন্দরীদিগের তোমাতে ভক্তিই অন্তশ্চরী সহচরী ॥ ৩৭০ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

অথ যথার্থসন্দেশ ॥

হে মাধব! যে সকল গোপীগণ মুরলীধ্বনীতে অতিশয়

বিরহে তব গোপিকাঃ কথং সময়ং তা গময়ন্তু মাধব ॥৩৭১॥

ষষ্ঠীদাসস্য ॥ ২ ॥

মথুরাপথিক মুরারেরুপগেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনং।
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো জ্বলতি ॥৩৭২॥

বীরসরস্বত্যাঃ ॥ ৩ ॥

অথ দ্বারবতীস্থস্য হরের্বিরহঃ ॥

কেন প্রকারেণ সময়ং কালং গময়ন্তু যাপয়ন্তু এতৎক্লেশস্যাসহত্বাদতো যথা ক্লেশশান্তির্ভবতি তথা বদেতি ভাবঃ ॥ ৩৭১ ॥

এবং পত্র্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণং সন্দিশ্য বিরহোন্মাদেন পথিকজনং যদাহুস্তৎ বীরসরস্বত্যাঃ পদ্যেন বর্ণয়তি মথুরেতি। হে মথুরাপথিক সাধো ভবান্ মথুরাং গচ্ছতি অতোঽস্মাকং দুঃখচ্ছেদনার্থং ত্বাং প্রার্থয়ামহে মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারি বল্লবীনামস্মাকমেতদ্বচনং উপ আধিক্যেন ভবতা গেয়ং, তেন যথা শ্রূয়তে বচনং বিশিষন্তি ত্বংসম্বন্ধেন পরমস্নিগ্ধায়া যমুনায়াঃ সলিলে পুনরপি কালিয়-গরলানলো জ্বলতি যমুনায়াঃ শীতলস্পর্শো বিরহেণ দাহকো ভবতি। যথা চন্দ্র ইতীতি নিবেদ্যং ॥ ৩৭২ ॥

গুরুলজ্জাকেও গণনা করেন নাই, সম্প্রতি তাঁহারা তোমার বিরহে কিরূপে সময় অতিবাহিত করিবেন ? ॥ ৩৭১ ॥

এই শ্লোক ষষ্ঠীদাসের ॥ ২ ॥

অহে মথুরাপথিক ! মুরারিদ্বারে গোপিকাদিগের এই বাক্য গান করিও যে, পুনরায় যমুনাজলে কালিয়বিষাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ৩৭২ ॥

এই শ্লোক বীরসরস্বতীর ॥ ৩ ॥

অথ দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ॥

কালিন্দীমনুকূলকোমলরয়ামিন্দীবরশ্যামলাং
শৈলোপান্তভুবঃ কদম্বকুসুমৈরামোদিনঃ কন্দরান্।
রাধাঞ্চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপস্মর-
ন্নন্তু দ্বারবতীপতিস্ত্রিভুবনানোদায় দামোদরঃ ॥ ৩৭৩ ॥

শরণস্য ॥ ১ ॥

অথ জরাসন্ধাদ্যাগমনেন চিন্তাপরাণাং সুহৃদাং ক্ষেমায় ত্বরাগমনসা কৃষ্ণেন উদ্ধবাগমনানন্তরমেব ব্রজাগমনং ন সমর্থিতমাসীৎ। অপিতু তেষাং নির্ভয়ার্থং দ্বারকাং নির্ম্মায় তৈঃ সহ তত্রাবাসং কৃত্বা তেষাং সুখোদয়ায় শ্রীরুক্মিণ্যাদি-মহিষীরুদ্বাহ্য তাভিঃ সহানিশং বিহরতোঽপি তস্য শ্রীরাধাবিরহং দর্শয়িতুং প্রকরণমারভতে অথেতি। তত্র শরণস্য পদ্যেনোদ্দীপ্তবিভাবস্মরণসহিতং রাধাবিরহং বর্ণয়তি কালিন্দীতি। দ্বারবতীপতিঃ কৃষ্ণঃ কালিন্দ্যাদিং স্মরন্ বিরহেণ জাতঃ অনুতাপো যস্য এবম্ভূতঃ সন্ ত্রিভুবনানামামোদায় হর্ষায়াস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। দ্বারবতীপতিত্বেঽপি তাসাং স্মরণেন জাতানুতাপে হেতুং নির্দিশতি, দামোদর ইতি প্রণয়কুদ্ধয়া রাধয়া দাম্না বদ্ধমুদরং যস্য স ইতি। কালিন্দীং কিম্ভূতাং অনুকূলঃ সুসেব্যঃ কোমলো জলস্য রয়ো বেগো যস্যাস্তাং। এবং শৈলস্য গোবর্দ্ধনস্য উপান্তভুবো নিকটভূমীস্তস্য কন্দরাংশ্চ। রাধাং কিম্ভূতাং প্রথমাভিসারেঽপি মধুরো রম্যো যস্যাস্তাং সমর্থারতিমতীমিত্যর্থঃ। স্বয়ং বিরহতাপ-

---

অনুকূল কোমলপ্রবাহবতী কালিন্দী, ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামল পর্ব্বতের উপান্তভূমি, কদম্ব-কুসুমে আমোদিত কন্দর এবং প্রথমাভিসারমধুরা শ্রীরাধা ইহাদিগকে স্মরণ করিয়া অনুতাপবিশিষ্ট দ্বারকাপতি দামোদর ত্রিভুবনের আনন্দের নিমিত্ত হউন ॥ ৩৭৩ ॥

এই শ্লোক শরণের ॥ ১ ॥

কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীং আমোদতে কৌমুদী-
নিস্যন্দৈর্ন সমীহতে মৃগদৃশামালাপলীলামপি।
সীদন্নেষ নিশাসু নিঃসহতনুর্ভোগাভিলাষালসৈ-
রঙ্গৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায় মুগ্ধো হরিঃ ॥ ৩৭৪ ॥
তস্যৈব ॥ ২ ॥

তাপস্য ত্রিভুবনামোদনস্য মাতৃদাম্না বদ্ধস্য তস্য নলকুবরমোচনবৎ পরমং বিচিত্রং ত্রিভুবনামোদনকর্ত্তুরপি তাদৃক্ তাপস্য তৎপ্রিয়করণে সর্ব্বেভ্যোঽপি তাসাং বৈলক্ষণ্যাদিত্যপি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭৩ ॥

পুনস্তস্যৈব পদ্যেন মহিষীভ্যো রাধোৎকর্ষং বর্ণয়তি কামমিতি। এষ হরিঃ রাধাবিরহেণ সীদন্ সন্ কেলিনলিনীং লীলাপদ্মিনীং ক্রীড়ার্থং প্রেয়স্যা দত্তা-মপি কামং স্বেচ্ছয়া ন কাময়তে তথা কৌমুদীনিস্যন্দৈশ্চন্দ্রজ্যোৎস্নাপ্রকাশৈর্ন আমোদতে। তদ্বিরহেণ তস্যাং তাপকত্বমননাৎ কিং বক্তব্যং স্বং বিষীদন্তং দৃষ্ট্বা স্বস্য সুখোদয়ায় মৃগদৃশাং রুক্মিণ্যাদীনামালাপেন সহ লীলাং পুরুষবশীকরণ-ব্যাপারবদপি ন সমীহতে তাসাং প্রযত্নেন কিঞ্চিদ্গ্রহণং সংশব্দার্থঃ। অতএব নিশাসু তাভিঃ সহ ভোগস্য সুরতব্যাপারস্যাভিলাষে অলসৈর্মন্দৈরঙ্গৈর্নিঃসহা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমা তনুর্যস্য এবম্ভূতঃ সন্ কেবলং চেতসি ব্রজবধূং মুখ্যত্বাৎ

শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ার্থ প্রেয়সীদত্ত লীলাপদ্ম স্বেচ্ছাবশতঃ কামনা করিতেছেন না, চন্দ্রজ্যোৎস্নাতেও আমোদ প্রকাশ করিতেছেন না এবং মৃগনয়নাদিগের সহিত আলাপলীলাও ইচ্ছা করিতেছেন না, কেবল ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রিসকলে শূন্য-দেহে ভোগাভিলাষে অলস-অঙ্গসকলের সহিত চিত্তমধ্যে কেবল ব্রজবধূকে গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন ॥ ৩৭৪ ॥

এই শ্লোক শরণের ॥ ২ ॥

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্মসৃণ-যমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলীভরপরিমল-ধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥ ৩৭৫ ॥
উমাপতিধরস্য ॥ ৩ ॥

রাধামাদায় ধৃত্বা মুগ্ধো বাহ্যজ্ঞানরহিতঃ সন্ তাম্যতিগ্লানিং প্রাপ্নোতি এবম্ভূতো রাধায়াঃ প্রেমেতি ধ্বনিতঃ ॥ ৩৭৪ ॥

রুক্মিণী দ্বারবতাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি মাৎস্যবচনেন। ভাবঃ, স্যাদুত্তমাদীনাং যস্যা যাবান্ প্রিয়ে হরৌ। তস্যাপি তস্যাং তাবান্ স্যাদিতি সর্ব্বত্র যুজ্যত ইতি কারিকয়াচ রুক্মিণ্যাং কৃষ্ণস্য ভাবাতিশয়ো ব্যজ্যতে, তস্যা অপি রাধায়াঃ সৌভাগ্যং উমাপতিধরস্য পদ্যেন দর্শয়তি রত্নেতি। মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে কোমলযমুনাতীরস্থবেতসকুঞ্জে রাধায়াঃ কেলিপরিমলভরস্য সুরতলীলারূপো যো মনোহরব্যাপারস্তস্যাতিশয়স্য ধ্যানেন হৃদি সম্যগনুভবাৎ জাতা মূর্চ্ছা মোহো বিশ্বং পায়াৎ। মুরারেঃ কথম্ভূতস্য তত্রাহ। দ্বারকায়া মন্দিরে কৃষ্ণস্য স্পর্শনেন প্রবলপুলকানামুদ্ভেদং যথা স্যাত্তথা রুক্মিণ্যা পরমপ্রিয়তময়াপি আলিঙ্গিতস্য মন্দিরে কিম্ভূতে রত্নানাং ছায়য়া কান্ত্যা প্রতিবিম্বেন বা ছুরিতঃ কর্ব্বুরিতো জলধিঃ সমুদ্রো যেন তস্মিন্। অমরটীকায়াং দীর্ঘান্তকেলীশব্দোঽপ্যস্তীতি ব্যাখ্যাতং ॥ ৩৭৫ ॥

রত্নকান্তিতে খচিত সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বারকার মন্দিরে রুক্মিণীর সহিত আলিঙ্গিত থাকিয়াও যিনি সুশীতল যমুনাতীরবর্ত্তি বেতসকুঞ্জে শ্রীরাধার ক্রীড়াতিশয় পরিমল ধ্যান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সেই মুরারির প্রবলপুলকোদ্গমে বিশ্ব রক্ষা করুন ॥ ৩৭৫ ॥

এই শ্লোক উমাপতিধরের ॥ ৩ ॥

নির্মগ্নেন ময়াঽম্ভসি প্রণয়তঃ পালী সমালিঙ্গিতা
কেনালীকমিদং তবাদ্য কথিতং রাধে মুধা তাম্যসি।
ইত্যুৎস্বপ্নপরম্পরাসু শয়নে শ্রুত্বা বচঃ শার্ঙ্গিণো
রুক্মিণ্যা শিথিলীকৃতঃ সকপটং কণ্ঠগ্রহঃ পাতু বঃ॥ ৩৭৬॥

তস্যৈব ॥ ৪ ॥

অথ বৃন্দাবনাধীশ্বরী বিরহজগীতং ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য জাগ্রদবস্থায়াং রাধাগতচিত্ততাং বর্ণয়িত্বা স্বপ্নেঽপি তামপি তস্যৈব পদ্যেন বর্ণয়তি নির্মগ্নেনেতি হে রাধে ক্রীড়ার্থং যমুনায়া অম্ভসি জলে নির্মগ্নেন ময়া সতা প্রণয়েন পালীনাম্নী গোপী সমালিঙ্গিতেতি অলীকং মিথ্যা-বচনমিদং কেনাদ্য তব সম্বন্ধে কথিতং যতো মুধা মিথ্যৈব তাম্যসি ইতি প্রকারং বাক্যং শয়নে নিদ্রায়াং উৎস্বপ্নস্য উচ্চৈঃস্বপ্নস্য পরম্পরাসু শ্রেণীষু শ্রুত্বা কণ্ঠং গৃহীত্বা শয়ানয়া রুক্মিণ্যা ঈর্ষ্যয়া সকপটং হস্তে খালিঃ প্রাপ্তেতি সচ্ছলং যথা স্যাত্তথা শিথিলীকৃতঃ শার্ঙ্গিণঃ কণ্ঠগ্রহস্তস্যা ভুজাভ্যাং মুক্তকণ্ঠো বো যুষ্মান্ পাতু এবম্ভূতো রাধায়াং প্রেমেতি বর্ণনতাৎপর্য্যং ॥ ৩৭৬ ॥

আমি যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া পালীকে প্রণয়বশতঃ আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, হা কষ্ট! হে রাধে! তোমার নিকট এ অলীককথা কে বলিল? বৃথা খেদ করিতেছ কেন? শয়নে এইরূপ কপট স্বপ্নপরম্পরাবাক্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী যাঁহার কণ্ঠগ্রহণ শিথিল করিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৭৬ ॥

এই শ্লোক উমাপরিধরের ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীরাধার বিরহজনিত গীত ॥

যাতে দ্বারবতীপুরং মুররিপৌ তদ্বত্রসম্ব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতং ॥ ৩৭৭ ॥
অপরাজিতস্য ॥ ১ ॥

মথুরাবাসিনাং সুহৃদাং সুখবিধানানন্তরং ব্রজাগমনবার্ত্তয়া স্থগিতপ্রাণায়াঃ পুনস্তস্য দ্বারকাগমনং শ্রুত্বা তত্র নৈরাশ্যং প্রাপ্তায়া রাধায়া বিরহগীতরীতিং দর্শয়তি অথেতি। তত্রাপরাজিতস্য পদ্যেন তদ্গীতশ্রবণাং সর্ব্বেষামপি শোকাভিভূততাং বর্ণয়তি যাতে ইতি। মুররিপৌ দ্বারবতীপুরং যাতে সতি, তং প্রাপ্তুং সোৎকণ্ঠয়া চিন্তয়া সহ বর্ত্তমানয়া রাধয়া কালিন্দীতটকুঞ্জমঞ্জুললতামালম্ব্য গুরুভিরতিশয়ৈর্বাষ্পৈর্গদ্গদেহস্পষ্টোৎতো গলন্ তারোহত্যুচ্চঃ স্বরো তদ্যথা স্যাত্তথা উদ্গীতং তদানীং কিম্ভূতয়া বিরহদহনশোচ্যা তন্নির্ম্মাল্যং বস্ত্রং পীতং দুকূলং সংব্যানমুত্তরীয়ং যস্যাস্তয়া। গানেন বিবৃণোতি যেন গানেনান্তর্জলচারিভির্জলমধ্যগতজন্তুভির্জলচরৈরপি কিমুত মনুষ্যৈরুৎকং উৎকণ্ঠং যথা স্যাত্তথা উচ্চৈঃ কূজিতং রুদিতমিতি যাবৎ। অহো গীতস্য শোকমোহজনকতা যেন তির্য্যগ্‌যোনয়োঽপি রুদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে পর, তদীয় উত্তরীয় বসন অঙ্গে আবরণ করিয়া কালিন্দীতটবর্ত্তি কুঞ্জের মনোহর লতা অবলম্বনপূর্ব্বক উৎকণ্ঠাসহকারে গুরুতর বাষ্প গদ্গদগলিত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীরাধা যে গান করিয়াছিলেন, তাহাতে জলমধ্যচারি জলচরেরাও উৎকণ্ঠিত হইয়া শব্দ করিয়াছিল ॥ ৩৭৭ ॥

এই শ্লোক অপরাজিতের ॥ ৫ ॥

অথ ব্রজদেবীনাং সন্দেশঃ ॥

পান্থ দ্বারবতীং প্রযাসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যং স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ।
এতাঃ কেলিকদম্বধূলিপটলৈরালোকশূন্যা দিশঃ

এবং বিরহোন্মাদেন মুদ্রিতনয়নায়া রাধায়া গীতং বর্ণয়িত্বা অন্যাসাং ব্রজদেবীনাং বিরহোন্মাদজং সন্দেশং দর্শয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি। তত্র উন্মাদকল্পিতপান্থং প্রতি যদাহুস্তাস্তং গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্ত পদ্যেন বর্ণয়তি পান্থেতি। হে পান্থ যদি ত্বং দ্বারবতীং প্রযাহি তত্তদা দেবকীনন্দনায় বক্তব্যং। দেবকীনন্দনেতি ঈর্ষ্যয়োক্তং তদানীং তস্যাঃ পুত্রহরণাবহারাং। কিম্বক্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং ব্রুবন্তি অপি সম্ভাবনায়াং তব স্মরমোহেন কামস্যাপি মোহকেন কামবীজরূপমন্ত্রেণ মুরল্যা বাদিতেন বিবশা বিমোহিতাস্তা গোপ্যোঽপি ভবতা নাম্না উজ্ঝিতাস্ত্যক্তা যেন তাসাং স্মরণাভাবাং ব্রজে আগমনং ন করোষীতি ভাবঃ। *যদ্বা, নাম্না খলু সচেতনো দেহঃ সম্বুধ্যতে* তাস্যাং জ্ঞানাভাবেন নাম উজ্ঝিতং যাভিস্তথাভূতা বভূবুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তৈর্বৈ কেলিকদম্বধূলিসমূহৈরালোকশূন্যা দীপ্তিরহিতা এতা দিশঃ যাসু প্রিয়াভিঃ সহ দিবাপি বিহারঃ। তথা যত্র রাসক্রীড়াসম্পাদিতাস্তাঃ কালিন্দীতটভূময়োঽপি ভবতশ্চিত্তস্যাস্পদং স্থানং

অথ ব্রজদেবীদিগের সন্দেশ ॥

হে পান্থ! তুমি যদি দ্বারকানগরে গমন কর, তাহা হইলে দেবকীনন্দনকে এই কথা বলিও যে, কন্দর্পের মোহনমন্ত্রে বিবশ গোপীগণকে কি পরিত্যাগ করিয়াছ? ঐ গোপীগণ কেলিকদম্বের ধূলিসমূহে অন্ধ হইয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছে না, অতএব হে নাগর! কালিন্দীর তট-

কালিন্দীতটভূময়োঽপি তব ভো নায়ান্তি চিত্তাস্পদং ॥ ৩৭৮

গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য ॥ ১ ॥

তে গোবর্দ্ধনকন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ সচেষ্টো বটো
ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনং।
কিন্তে দ্বারবতীভুজঙ্গ হৃদয়ং নায়াতি দোষৈরপী-

নায়ান্তি ন গচ্ছন্তি, অহো ষট্‌পদসোব তব প্রীতিঃ ক্ষণিকেতি ॥ ৩৭৮ ॥

নীলসা পদেন পুনস্তং বর্ণয়তি তে ইতি। হে দ্বারবত্যাং ভুজঙ্গ কামুক তে হৃদয়ং চিত্তমাধুনিকদোষৈরুপলক্ষিতা বিহারসাধকাস্তে গোবর্দ্ধনকন্দরাঃ কিং ন আয়ান্তি গচ্ছন্তি। স বিহারসাধনে প্রসিদ্ধো যমুনাকচ্ছঃ জলপ্লাবিতভূমিঃ। সচ সখিভিঃ সহ বিহরণস্থানং ভাণ্ডীরনামা বটঃ। স কালিন্দীতীরস্থো বনস্পতিঃ কদম্বঃ। তে প্রসিদ্ধাঃ শ্রীদামাদয়ঃ সখায়ঃ। তচ্চ প্রিয়তমেন প্রসিদ্ধং গোষ্ঠাঙ্গনং নায়াতি ন গচ্ছতি, তেষাং পরক্রিয়াকৌতুকত্বে ইত্যেকবচনং। যদ্বা, আধুনিকৈর্দোষৈর্হেতুভূতৈরিতি তেষামাধুনিকং দোষং কল্পয়িত্বা ত্বং ন স্মরসীত্যর্থঃ। ইতি এবম্প্রকারং ব্রজবধূনাং সন্দেশরূপশৈল্যং হরেঃ সর্ব্বেষাং দুঃখহরণস্যাপি হৃদি দুঃসহমন্যুসুখবিস্মারি ব্রজপরিকরং বিনা তস্য পূর্ণতমত্বাভা-

---

ভূমিও কি তোমার মনে স্থান পাইতেছে না ? ॥ ৩৭৮ ॥

এই শ্লোক গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ॥ ১ ॥

সেই সকল গোবর্দ্ধনের কন্দর, সেই যমুনার কচ্ছ (কাছাড়), সেই অভিলষিত ভাণ্ডীরনামা বট, সেই প্রসিদ্ধ কদম্ববৃক্ষ, সেই সহচরগণ এবং সেই গোষ্ঠভূমি, হে দ্বারবতী-কামুক! এ সকল কি দোষের নিমিত্তও তোমার মনে পড়ি-

ত্যব্যাদ্বো হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসন্দেশশল্যং হরেঃ ॥ ৩৭৯॥

নীলস্য ॥ ২ ॥

কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো রম্যাঃ শশাঙ্কাংশবঃ
সন্তাপং ন হরন্তু নাম নিতরাং কুর্ব্বন্তি কস্মাৎ পুনঃ।
সন্দিষ্টং ব্রজযোষিতামিতি হরেঃ সংশৃণ্বতোঽন্তঃপুরে

বাং তজ্জনিতসুখাভাবেনৈবাস্তসুখস্ফূর্ত্তাভাবাচ্চ বো যুষ্মান্ অব্যাৎ। ব্রজপ্রাপ্তিবিঘাতকদুঃখদৃষ্টেভ্যো রক্ষতু ॥ ৩৭৯ ॥

সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং সমর্থা রতিত্বেন মহিষীভ্য আধিক্যং ব্যঞ্জয়িতুং পঞ্চতন্ত্রকৃতঃ পদ্যেন তাসাং সন্নিধাবপি কৃষ্ণস্য ব্রজসুভ্রুবাং বিরহং বর্ণয়তি কালিন্দ্যা ইতি। প্রদোষমরুতাং শৈত্য মান্দ্য সৌগন্ধ্য ভাজনত্বাদুদ্দীপনত্বেন বর্ণনং। এতে তাবদস্মাকং সন্তাপং ন হরন্তু নাম কস্মাৎ পুনর্নিতরাং সন্তাপং কুর্ব্বন্তি, ইত্যেবং ব্রজযোষিতাং সন্দিষ্টং সন্দেশং ব্রজাগতশুকমুখাৎ শৃণ্বতস্তেনানুতাপিতস্য অন্তঃপুরে স্থিতস্য হরের্নাসিকাভ্যাং প্রসৃতা নিঃসৃতা নিশ্বাসা জয়ন্তি রুক্মিণ্যাদীনাং বিচ্ছেদজেভ্যোঽনুভাবেভ্যো অতিশয়েন বর্ত্তন্তে, তে কিম্ভূতা

তেছে না? হরির হৃদয়ে ব্রজবধূদিগের এইরূপ যে বাক্যরূপ শল্য, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ৩৭৯ ॥

এই শ্লোক নীলের ॥ ২ ॥

কালিন্দীর পুলিন, প্রদোষকালীন বায়ু এবং রমণীয় শশাঙ্কের কিরণপুঞ্জ এ সকল আমাদের সন্তাপ হরণ করিতেছে না, প্রত্যুত বৃদ্ধি করিতেছে, এইরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারকার অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের যে রমণীগণের

নিশ্বাসাঃ প্রস্থতা জয়ন্তি রমণীসৌভাগ্যগর্ব্বচ্ছিদঃ ॥৩৮০॥

পঞ্চতন্ত্রকৃতঃ ॥ ৩ ॥

সুদামানং বিপ্রং প্রতি দ্বারকেশ্বরবাক্যং ॥

মাগা ইত্যপমঙ্গলং ব্রজসখে স্নেহেন শূন্যং বচ-
স্তিষ্ঠেতি প্রভুতা যথাভিলষিতং কুর্ব্বিত্যুদাসীনতা।

রমণীনাং রুক্মিণ্যাদীনাং যৎ সৌভাগ্যং বয়মেব সৌভাগ্যভাজঃ ইতি যো গর্ব্বস্তং ছিন্দন্তি খণ্ডয়ন্তীতি তথা. অত্র শুকো ব্রজদেবীভিঃ প্রহিতঃ। যদ্বা, তাসাং সান্ত্বনার্থং কৃষ্ণং কঞ্চিৎ শুকং ব্রজে প্রেষয়ামাস সম্প্রাগতা ইত্যেবং সন্দিদেশেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৮০ ॥

শ্রীব্রজদেবীনাং বিরহবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকালীলাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত স্তত্র গুরুকুলে কিয়দ্দিনং ব্যাপ্য সখ্যং প্রাপ্তে সুদামনামব্রাহ্মণে প্রেমাধিক্যং তদঙ্গকুলাচরণঞ্চ দর্শয়ন্ কৈমুতেনাজনভাববংস্থ ব্রজবাসিষু কিমুত ব্রজদেবীষু তস্য তয়োর্গাঢ়সংস্কার ইতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি। সতু দরিদ্র আসীৎ পতিব্রতায়াঃ পত্ন্যা দৃঢ়প্রার্থনয়া ধনার্থং দ্বারকাং গত্বাপি

সৌভাগ্যগর্ব্বচ্ছেদক নিশ্বাসসকল নির্গত হইয়াছিল, তাহাদের জয় হউক ॥ ৩৮০ ॥

এই শ্লোক পঞ্চতন্ত্রনামক নীতিশাস্ত্রকারের ॥ ৪ ॥

সুদামা ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বারকেশ্বরের বাক্য ॥

হে ব্রজসখে! যাইও না, যদি এ কথা বলি, তবে অমঙ্গল হয়, যদি যাও বলি, তাহা হইলে স্নেহশূন্য বাক্য হয়, থাক বলিলেও প্রভুত্ব করা হয় এবং যাহা ইচ্ছা, তাহা কর বলিলেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়, হে সুদামমিত্র! এ সকল

সত্যং হন্ত সুদামমিত্রবচনং নৈবোপচারাদিদং
স্মর্ত্তব্যা বয়মাদরেণ ভবতা যাবদ্ভবদ্দর্শনং ॥ ৩৮১ ॥

হরেঃ ॥ ১ ॥

স্বগৃহাদিকং দৃষ্ট্বা তস্য বচনং ॥

ন কিঞ্চিৎ যাচিতবান্, কিন্তু ভগবৎসঙ্গেন পরমসুখী বভূব। কিয়দ্দিনানন্তরং স্বগৃহং গন্তুমুদাতে তস্মিন্ শ্রীভগবান্ যং জগাদ তদ্ধরেঃ পদ্যেন বর্ণয়তি মায়েতি। ভোঃ সুদামমিত্র ইতঃ স্থানাৎ ত্বং মাগা ইতি চেদ্বচ্মি তদাগমনে নিষেধবচো-হমঙ্গলজনকং স্যাৎ। যদিচ হে সখে গৃহং ব্রজেতি বচ্মি তদিতি বচঃ স্নেহেন শূন্যং গমনে সখাব্যাপারহানেঃ। তিষ্ঠেতি চেত্তদা মম প্রভুতা স্বতন্ত্রতা স্যাদত এতদপি বক্তুং ন শক্নোমি, ত্বং যথারুচি তথা কুর্ব্বিত্যুক্তেঽপি প্রীত্য-ভাবসূচিকা উদাসীনতা ভবেৎ। অত ইদং বক্তব্যং বচনং উপচারাৎ। ঘুশ ইতি খ্যাতদানাৎ ন ক্রমঃ, কিন্তু যথার্থং উপচারশ্চিকিৎসনে উৎকোচায়াঞ্চ সেবায়াং পূজাদ্রব্যেচ পুংস্যয়মিতি শব্দরত্নাকরাৎ। যদ্বা, উপাচার আরোপঃ ইতি প্রসিদ্ধিঃ বক্তব্যমাহ যাবৎ কালং ব্যাপ্য ভবতো দর্শনং ভবতি, তাবৎ ভবতা আদরেণ প্রীত্যা স্মর্ত্তব্যাঃ। যদ্বা, ভবতো দর্শনং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ভবতা বয়ং যাবৎ সাকল্যেন প্রীত্যা স্মর্ত্তব্যা ইত্যাহো প্রীতিরীতিরিতি জ্ঞেয়া ॥ ৩৮১ ॥

কথা সত্য আরোপ করিয়া বলি নাই, যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার দর্শন না হইবে, সে কাল পর্য্যন্ত আদরসহকারে আমাদিগকে স্মরণ রাখিবা ॥ ৩৮১ ॥

এই শ্লোক হরির ॥ ১ ॥

নিজ-গৃহাদি দেখিয়া সুদামের বাক্য ॥

তদ্দোহং নতভিত্তিমন্দিরমিদং লব্ধ্বাবকাশং দিবঃ
সা ধেনুর্জরতী চরন্তি করিণামেতা ঘনাভা ঘটাঃ।
স ক্ষুদ্রো মুষলধ্বনিঃ কলমিদং সঙ্গীতকং যোষিতাং
চিত্রং হন্ত কথং দ্বিজোঽয়মিয়তীং ভূমিং সমারোপিতঃ॥৩৮২

কস্যচিৎ॥ ২॥

অথ সাক্ষাৎ ভগবতো ধনমলব্ধ্বাপি তৎসঙ্গেন স্বসৌভাগ্যং চিন্তয়ন্ নির্বৃত-মনাঃ স্বগৃহনিকটং প্রাপ্নুবন্ যদাহ তং কস্যচিৎ পদ্যেন বর্ণয়তি তদিতি। তৎ-পূর্ব্বকালীনং গেহং নতা ভিত্তির্যস্য তাদৃশমাসীৎ। তত্র স্থানে ইদং মন্দিরং দৃশ্যতে কিম্ভূতং দিবঃ স্বর্গস্য লব্ধোঽবকাশো যেন তৎপুরা সৈকা জরতী বৃদ্ধা-ধেনুরাসীদধুনা ঘনাভা নবমেঘবৎ শ্যামবর্ণা হস্তিনাং ঘটা বৃন্দানি চরন্তি পূর্ব্বং মম গৃহে বলাভাবেন ক্ষুদ্রোঽল্পো মুষলধ্বনিঃ তণ্ডুলাঘাতার্থমভবদধুনা যোষি-তাং সুন্দরীণামিদং কলং মধুরাস্ফুটং সঙ্গীতকং হন্ত হর্ষে এতচ্চিত্রং। অয়ং মদ্বিধো দ্বিজ ইয়তীং দেবানাং দুর্লভাং ভূমিং কথং সমারোপিতঃ মহং কেন বা কল্পিতেয়ং সতু সদা মৎসেব্যোঽস্তিতি ভাবঃ। কেবলং সখ্যপ্রীত্যা বশস্ত

সেই নতভিত্তিগৃহ এক্ষণে স্বর্গস্পর্শী মন্দির হইয়াছে, পূর্ব্বে এখানে একটী বৃদ্ধা ধেনু ছিল, এক্ষণে মেঘবর্ণ হস্তি-নমূহ চরিতেছে এবং এখানে পূর্ব্বে সেই অল্পমুষলের ধ্বনি হইত, এখন যুবতীসকলের মধুর সঙ্গীত হইতেছে, কি আশ্চর্য্য! হায়! এই ব্রাহ্মণ কিরূপে এই ভূমিতে আরোপিত হইল? ॥ ৩৮২ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ২ ॥

অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীচেষ্টিতং ॥

যেনৈব সূচিতনবাভ্যুদয়প্রসঙ্গা
মীনাহত-স্ফুরিততামরসোপমেন।
অন্যন্নিমীল্যনয়নং মুদিতৈব রাধা

ভগবতো যদ্বোবং ভক্তানুকূলাচরণং তদা কিমুত ব্রজবাসিনামনুকূলাচরণসাধকং ব্রজাগমননিতি প্রকরণসঙ্গতিরিতি ভাবঃ ॥ ৩৮২ ॥

অথ প্রকরণান্তরেণাচ্ছাদিতং বিরহানন্তরং রাধায়া মিলনং নির্বেতুং সূর্য্যো পরাগচ্ছলেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ সঙ্গমার্থং কুরুক্ষেত্রং গতায়া রাধায়াঃ কৃষ্ণদর্শনে চেষ্টিতং বর্ণয়িতুমারভতে অথেতি। তত্র হরস্য পদদান নেত্রেণ জনিতং চেষ্টিতং দর্শয়তি যেনৈবেতি। যেনৈব নয়নেন কর্ত্রা স্বনর্ত্তনব্যাপারেণ সূচিতো নবীনো-ভ্যুদয়স্য ভাবিসঙ্গমরূপমঙ্গলস্য প্রসঙ্গো যস্যাঃ সা রাধা অন্যদ্দক্ষিণং নয়নং নিমীল্য মুদিতা হর্ষিতা সতী তৎ সূচনং যেন তেন বামেন নয়নেন কৃষ্ণং দদর্শেত্যন্বয়ঃ। দক্ষিণনয়ননিমীলনন্তু তস্যা দাক্ষিণ্যস্বভাবাৎ চিরকালতাজনহেতুক-ক্রোধভঙ্গভয়েনেব। বস্তুতস্তু নেত্রব্যাপারস্বাভাব্যেন তস্যৈব নিমীলনং জাতং রামস্তু কৃষ্ণদর্শনেন স্বব্যাপারবিস্মরণাৎ। অতএব তদ্বিশিনষ্টি মীনাহত-স্ফুরিততামরসোপমেনেতি। অত্র মীনপদেন তন্নয়নং লক্ষ্যতে মৎস্যস্য নয়নং সদা নিমেষরহিতং সুস্থিরদৃষ্টিত্বেন তদাহতং যেন তৎ স্ফুরিতং যত্তামরসং পদ্মং তস্যোবোপমা যস্য তৎ মীনাহতঞ্চ তৎ স্ফুরিততামরসোপমঞ্চেতি তেন

অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা ॥

মীনের আঘাতে স্ফুরিত পদ্মতুল্য যে নয়নদ্বারা নূতন অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গ সূচিত হইয়াছিল, শ্রীরাধা অন্য দক্ষিণনেত্র মুদ্রিত করিয়া আনন্দসহকারে সেই বামনয়নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

বামেন তেন নয়নেন দদর্শ কৃষ্ণং ॥ ৩৮৩ ॥

হরস্য ॥ ১ ॥

আনন্দোদ্গতবাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহূ সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণীসম্ভ্রমগদ্গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ

নির্নিমেষেণ প্রফুল্লিতপদ্মপুষ্পসোব শোভনেন চেত্যর্থঃ ॥ ৩৮৩ ॥

বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং। ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্যাদেব রসিকা বিদুঃ। ইত্যনুস্মৃত্য তত্র মিলিতয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরং যো বিলাসো বভূব তং শুভ্রসা পদেন দর্শয়তি আনন্দেতি। বল্লভশ্চ বল্লভা চেত্যেকশেষাৎ বল্লভশব্দপ্রয়োগস্তয়োঃ সঙ্গমঃ সুচিরাং চিরকালং ব্যাপ্য জাতোঽপি বল্লভসঙ্গমঃ সত্যং বিয়োগায়তে বিয়োগবদাচরতীতি তদেব পরিচায়য়তি তয়োর্দ্বয়োরেব চক্ষুরানন্দাদুদ্গতেন বাষ্পপূরেণ পিহিতমাচ্ছন্নং সৎ পরস্পরমীক্ষিতুং ন ক্ষমং শক্তমাসীৎ। এবং দ্বয়োর্বাহুকম্পেন বিধুরৌ বিকলৌ সন্তৌ সীদত এব। অতএব কণ্ঠগ্রহেণ শক্তৌ বাণীচ সম্ভ্রমেণ গৌরবেণ গদ্গদাদ্যক্ষরাণি যত্র তাদৃশং পদং শব্দো যস্যাং সা পদং ক্লীবন্তু বাক্যে স্যাৎ শব্দেচ ব্যব-

---

দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৩ ॥

এই শ্লোক হরের ॥ ১ ॥

আনন্দহেতু উদ্গত বাষ্পসমূহে চক্ষু আবৃত হইয়া দেখিতে সমর্থ হইতেছে না, কম্পান্বিত বাহুদ্বয় ক্লিষ্ট হওয়ায় কণ্ঠগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, সম্ভ্রমবশতঃ বাণী গদ্গদ হইতেছে এবং মনঃ ক্ষোভযুক্ত হওয়াতে অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে,

সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে ॥৩৮৪॥

শুভ্রস্য ॥ ২ ॥

অথ রহস্যনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং ॥

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদভিরতস্তত্র কস্তেঽপরাধঃ।

সায়কে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। কিন্তু মনস্তু সঙ্গমায় যঃ সম্যক্ ক্ষোভস্তেন লোলং চঞ্চলং সতৃষ্ণমাসীৎ। যদ্বা, বল্লভসঙ্গম ইতি স্পষ্টার্থব্যাখ্যানং রাধায়া বল্লভেন সহ সঙ্গমঃ অন্যচ্চেষ্টিতন্তু রাধায়া এব প্রকরণাজ্জ্ঞেয়ং ॥ ৩৮৪ ॥

চিরবিয়োগানন্তরং সাক্ষাদ্ভূতেঽপি প্রেয়সি সঙ্গমায় সতৃষ্ণামপি চিরব্রজ-ত্যাগাৎ স্বাভাবিকবাম্যোদয়েন মানিনীং তাং বিলক্ষ্য তৎ প্রেমবশ্যো রসিক-শেখরঃ স্বস্য তদধীনতাং প্রকাশয়িতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার, ততঃ শ্রীরাধা সাক্ষেপং যদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেতি। রাধায়াঃ সাক্ষেপবাক্যং কস্যচিৎ পদ্যেন দর্শয়তি কিমিতি। বিমনা অন্যহৃচ্চিত্তঃ সন্ মে পাদান্তে পাদসমীপে কিং কথং লুঠসি চিরত্যাগজমপরাধং ত্যাজয়িতুমিতি চেত্তত্রাহ হি নিশ্চিতং স্বামিনঃ স্বতন্ত্রাঃ স্বেচ্ছাচারা ভবন্তি, নতু স্ত্রিয়ঃ অতঃ কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য ক্বচিদন্যাসু নায়িকাসু অভিরত আসীস্তত্র তেঽপরাধঃ কো ন কোঽপি কিন্ত্বিহ তবান্যত্র প্রীতৌ সত্যাং তাং দ্রষ্টুমক্ষমা অহমেবাগস্কারিণী অপরাধিনী। যদ্বা, ত্বৎকর্তৃক-নিকৃষ্ট কর্ম্মাচরণে মদ্বাম্যতায়া হেতুত্বাদহমেবাপরাধিনী। যদ্বা, ইহেতি পর-

---

বহুকালের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সঙ্গম উপস্থিত হইলেও সত্যই বিয়োগের ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৩৮৪ ॥

এই শ্লোক শুভ্রের ॥ ২ ॥

অথ নির্জনে অনুনয়কারি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, স্বামিগণ স্বতন্ত্র, তাঁহারা কিছুকাল কোন স্থানে আসক্ত হইয়াও থাকিতে পারেন, তাহাতে

আগস্কারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্ত্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নন্থু ত্বং মমৈবানুনেয়ঃ॥ ৩৮৫॥

কস্যচিৎ॥ ৩॥

অথ তত্রৈব সখীং প্রতি শ্রীরাধাবচনং॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

ত্রান্বিতং ইহ ত্বদ্বিয়োগে ময়া জীবিতং মজ্জীবনমেব ত্বল্লঘুতাজনকত্বাৎ তদাশ্রয়া অহমাগস্কারিণীতি। অতস্ত্বয়া মমানুনয়োঽনুচিত এব ত্বন্ত মৈয়বানুনেয়ঃ। যতো ভর্ত্তৈব প্রাণো জীবনং যাসাং তাদৃশা এব স্ত্রিয়ো ভবন্তি, তবেব স্বাতন্ত্র্যাভাবাদনন্যগতিকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যদ্বা, ভর্ত্তরি প্রাণো যাসামিতি তাদৃশা, অতএব ত্বদ্বিয়োগেঽপি মজ্জীবনমাসীৎ বিরহজক্লেশভোজনার্থং স্বস্মিন্নেব তস্য রক্ষণাৎ ইতি হেতোর্মৈয়ব ত্বমনুনেয়ঃ মম প্রাণং দেহীতি নন্থু শব্দস্তামন্ত্রণার্থত্বাৎ কেবলং ত্বৎসুখার্থং সুদুঃসহবিরহক্লেশো ময়া সহ আসীৎ স পুনর্মা ভূদিত্যামন্ত্রণং। অতঃ প্রেমপরাকাষ্ঠা ধ্বনিতা। অয়ন্তাবঃ। চিরকালং ব্যাপ্য তুষদাহ ইব তদ্বিরহক্লেশো ময়া সেবিত এবাধুনা ত্বমস্মাদ্ব্রজং ন গত্বা যদি দ্বারকাং যাহি তদা পুনর্বিরহে কা জীবিতুং ক্ষমন্তে ইত্যতঃ প্রাণার্পণপ্রার্থনমিতি॥ ৩৮৫॥

এবং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতসমুচিতানুনয়া বিরহোল্লাঘাপি শ্রীরাধা ব্রজং বিনা

তোমার অপরাধ কি? আমিই অপরাধিনী, যেহেতু তোমার বিয়োগে এখনও জীবিত আছি, হে কৃষ্ণ! স্ত্রীগণ পতিপ্রাণা, তুমিই আমার অনুনয়ের পাত্র॥ ৩৮৫॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির॥ ৩॥

ঐ স্থানেই সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা॥

সখি! যিনি আমাকে কৌমারকালে হরণ করিয়াছিলেন,

তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৩৮৬॥

কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

তেন সহ সঙ্গমেঽপি তাদৃশসুখাভাবং সূচয়ন্তী ঝটিতি শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং প্রার্থয়ন্তী স্বস্যা অভিপ্রায়সাধকং অন্যোদিতং পদ্যং শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে স্বসখীং প্রতি যদাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেনানুবর্ণয়তি য ইতি। মম যঃ কৌমারং যৌবনরাজ্যং হরতীতি স এব হি নিশ্চিতং ময়া বরো বৃত এব নান্যঃ। সা কৌমারাবস্থা চাহমস্মি সুরতলীলায়াঃ কালাদিবৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যাত্তং সূচয়ন্ত্যাহ তা জ্যোৎস্নাবত্যশ্চৈত্রস্য ক্ষপা রাত্রয়ঃ তথা উন্মীলিতানাং প্রফুল্লিতানাং সুরভয়ঃ সুগন্ধাস্তেচ তথা তেচ প্রৌঢ়াঃ কদম্বপুষ্পসম্বন্ধিনো বায়বঃ বিদন্তে ইতি সর্ব্বত্রাধ্যাহারঃ। তদেতৎকালস্থানাং স্বরূপত ঐক্যাসম্ভবাদভেদতাৎপর্য্যেণ তৎশব্দপ্রয়োগঃ। যদ্যেবং পাত্রকালবৈশিষ্ট্যমস্তি, তথাপি দেশবৈশিষ্ট্যাভাবেন তাদৃশসুখোদয়াভাবাদাহ তত্র রেবানাম্নী নদী তস্যাস্তীরে বেতসীতরোরশোকবৃক্ষস্য তল এব যঃ সুরতব্যাপারস্তস্য লীলায়াঃ ক্রীড়ায়া বিধির্বিধানং তস্মিন্ মম চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে সম্যগুৎকণ্ঠাং প্রাপ্নোতি। রেবা রোধসীত্যত্র যমুনাকূলে ইতি শ্রীরাধায়াস্তিপ্রায়ঃ ॥ ৩৮৬ ॥

সম্প্রতি তিনিই আমার বর, সেই সকল চৈত্রমাসের রাত্রি, সেই সকল বিকসিত মালতীর গন্ধ, সেই সকল বর্দ্ধিত কদম্ববন-সম্বন্ধীয় বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে অশোকতরুতলে যে সুরত ব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৮৬ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ৪ ॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৩৮৭ ॥

সমাহর্ত্তুঃ ॥ ৫ ॥

সমাপ্তৌ মঙ্গলাচরণং ॥

কেনচিৎ কৃতং সামান্যবিষয়কং পদ্যং স্বাভিপ্রেতসিদ্ধ্যর্থমুদাহৃত্য কষ্টার্থ-কল্পনবিষয়ত্বাৎ তত্রাদুষ্যন্ সমাহর্ত্তা তমেবার্থং বর্ণয়তি প্রিয় ইতি। সা রাধাহং কুরুক্ষেত্রমিলিতা উভয়োরাবয়োঃ সঙ্গমেন পরস্পরমিলনেন সুখং জাতং যদ্যপ্যেবং, তথাপি মে মনঃ কালিন্দ্যা যমুনায়াঃ পুলিনে তটে যদ্বিপিনং বনমস্তি তস্মৈ স্পৃহয়তি। বিপিনং বিশিনষ্টি তন্তর্বিপিনস্য মধ্যে খেলন্ মধুরো যো মুরল্যাঃ পঞ্চমঃ স্বরো রাগবিশেষস্তং জোষতি সেবতে তস্মৈ। তাদৃশমুরলী-গানস্যান্যত্রাসম্ভবত্বসূচনায়ত্তনস্যোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। কালিন্দীপুলিনবিপিনা-য়েত্যুপলক্ষণং ব্রজস্থবিহারস্থানানাং জ্ঞেয়ং। মুরলীবদনঃ প্রিয়োঽয়মস্মাভিঃ সহ বৃন্দাবন এব বিহরত্বিতি ভঙ্গ্যা স্বাভিপ্রায়নিবেদনং ॥ ৩৮৭ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সহচরি! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখও বটে, তথাপি বনমধ্যে খেলিত মুরলীর পঞ্চম স্বরবিশিষ্ট সেই কালিন্দীপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মনঃ স্পৃহা করিতেছে ॥ ৩৮৭ ॥

এই শ্লোক গ্রন্থসংগ্রহকর্ত্তার ॥ ৫ ॥

গ্রন্থ সমাপ্তিকালে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা—

মুগ্ধে মুঞ্চ বিষাদমত্র বলভিৎ কম্পো গুরুস্ত্যজ্যতাং
সদ্ভাবং ভজ পুণ্ডরীকনয়নে মান্যানিমান্ মানয়।
লক্ষ্মীং শিক্ষয়তঃ স্বয়ম্বরবিধৌ ধন্বন্তরের্বাক্ছলা-

এবং, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি, তাদৃশীতি ন্যায়েন যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজামাহমিতি শ্রীভগবদ্বচনেন ভক্তেচ্ছায়া বলবত্তমেন তেনচ ব্রজমাগচ্ছতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ শ্রীরাধায়া নিরূপাধিরতিশয়সঙ্গমসুখং সুসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য কৃতার্থতাং মন্যমানো গ্রন্থকারো গ্রন্থসমাপ্তিং কুর্ব্বন্ মঙ্গলমাকাঙ্ক্ষতে সমাপ্তৌ মঙ্গলাচরণমিতি। অথ কস্যচিৎ পদ্যেন ক্ষীরার্ণবোদ্ভূতায়া জগল্লক্ষ্ম্যা বিষ্ণুনা সহ নিত্যদাম্পত্যপ্রাপ্তিনিত্যসংযোগদর্শনেন তদ্দাম্পত্যভূতানাং ব্রজরমাণাং শ্রীরাধাদীনাং স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিত্যদাম্পত্যপরিপ্রাপ্তনিত্যসংযোগং সাধয়ন্ এতদ্গ্রন্থশ্রোতৄন্ ব্রজানুগান্ ভক্তান্ হর্ষয়ংশ্চ তেষাং মঙ্গলমাকাঙ্ক্ষতে মুগ্ধে ইতি। কুবলয়ানন্দনামালঙ্কারটীকাব্যাখ্যানুসারেণৈতৎপদ্যং ব্যাখ্যায়তে। হে মুগ্ধে পরমসুন্দরি অত্র মাল্যদানকর্ম্মণি মূঢ়ে ইতি বা বিষাদমবসাদং মুঞ্চ পক্ষে শ্রীশিবং বলং ভিনত্তীতি বলভিদ্ গুরুরতিশয়ঃ কম্পস্ত্যজ্যতাং পক্ষে বলভিদিন্দ্রঃ কম্পো বরুণঃ গুরুর্বৃহস্পতিশ্চ হে পদ্মনেত্রে সদ্ভাবং সাধুস্বভাবং পক্ষে পুণ্ডরীকনয়নে বিষ্ণৌ প্রশস্তধর্ম্মং দাম্পত্যং ভজ। ভাবঃ সত্তাস্বভাবাদি[illegible]যেষু। ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতিবুধজন্তুষু। রত্যাদৌচ রবৌ ধর্ম্মে ইতি শব্দরত্নাকরাৎ। ইমান্ মান্যান্ ব্রহ্মাদীন্ মানয় সম্মানং কুরু পক্ষে ইমান্ মান্যান্ বিহায় আত্মানং মানয় ন প্রাপয়। স্বয়ম্বর বিধৌ লক্ষ্মীং শিক্ষয়তো ধন্বন্তরেরিত্থং বাক্ছলাদন্যেষু শিবাদিষু প্রতিষেধং আত্মনি

হে মুগ্ধে! বলবান্ বিষাদ ত্যাগ কর, গুরুতর কম্প ত্যাগ কর, হে পদ্মাক্ষি! সৎস্বভাব শিক্ষা কর, এই সকল মান্যব্যক্তিগণকে সম্মান কর, স্বয়ম্বরবিধিতে লক্ষ্মীকে শিক্ষাকারি ধন্বন্তরির বাক্যচ্ছলে অন্যের প্রতি নিষেধ এবং আপনার

দিত্যন্যপ্রতিষেধমাত্মনি বিধিং শৃণ্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥৩৮৮॥

কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

যদুবংশাবতংসায় বৃন্দাবনবিহারিণে।

মাল্যদানায় বিধিং শৃণ্বন্ হরির্বিষ্ণুর্বো যুষ্মান্ পাতু ভক্তিরসদানেন সুখয়ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৮৮ ॥

শ্রীভগবতঃ প্রণামশ্চ সর্ব্বমঙ্গলমূলং তত্রাপি স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীবৃন্দাবননাথস্যোত্যভিপ্রেত্য অবিলম্বসরস্বত্যাঃ পদ্যমুত্থাপয়তি যদুবংশেতি হরয়ে নমোঽস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। হরয়ে স্বমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদিভিরসাধারণগুণৈশ্চ সর্ব্বেষাং মনোহরতীতি চিত্তাকর্ষকায় কৃষ্ণায়েত্যর্থঃ। তস্য কৃষ্ণস্বরূপতাং বিবৃণোতি শ্রীনন্দস্য যাদবত্বাৎ কৃষ্ণস্য তৎপুত্রত্বাচ্চ যদুবংশস্যাবতংসায় শিরোভূষণবৎ শ্রেষ্ঠায়। তথাচ গোপালচম্পূঃ (পূর্ব্বচম্পূঃ। ৩ পূ) অথ সর্ব্বশ্রুতিপুরাণাদিকৃতপ্রশংসস্য বৃষ্ণিবংশস্যাবতংসঃ শ্রীদেবমীঢ়নামা মথুরামধ্যাসামাস। তস্যার্য্যাণাং শিরোমণের্ভার্য্যাদ্বয়মাসীৎ, প্রথমা দ্বিতীয়বর্ণা দ্বিতীয়া তৃতীয়বর্ণেতি। তয়োশ্চ ক্রমেণ যথাবদাহ্বয়ং পুত্রদ্বয়ং প্রথমং বভূব শূরঃ পর্জ্জন্য ইতি তত্র শূরস্য বসুদেবাদয়ঃ সমুদয়ন্তি স্ম। শ্রীমান্ পর্জ্জন্যস্তু মাতৃবৎ বর্ণসঙ্কর ইতি ন্যায়েন বৈশ্যতামেবাবিশ্য গমামেবৈশ্যং বশ্যঃ চকার। বৃহদ্বন এবচ বাসমাচচারেত্যারভ্য যশ্চ শ্রীমদুপনন্দাদয়ঃ পঞ্চনন্দনা জগদেবানন্দয়ামাসুঃ। উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ নন্দসন্নন্দনন্দনৌ। ইত্যাখ্যাঃ কুর্ব্বতা পিত্রা নন্দিরর্থান্ সুদণ্ডিত ইতি। তস্য ব্রজবিলাসিত্বং স্পষ্টয়তি, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদিভিঃ সহ বিহর্ত্তুং শীলমস্যেতি তস্মৈ। আত্যন্তিকদুঃখহারিত্বং দর্শয়তি সংসার এব সুদুষ্পারত্বাৎ সাগরস্তস্য উত্তারে

প্রতি মাল্যদানের বিধি যে হরি শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৮৮ ॥

এই শ্লোক কোন ব্যক্তির ॥ ১ ॥

যদুবংশের অবতংস বৃন্দাবনবিহারী ও সংসারসাগরের

সংসারসাগরোত্তারতরয়ে হরয়ে নমঃ ॥ ৩৮৯ ॥

অবিলম্বসরস্বত্যাঃ ॥ ২ ॥

ভ্রাম্যদ্ভাস্বরমন্দরাদ্রিশিখরব্যাঘট্টনাদ্বিস্ফুরৎ-
কেয়ূরাঃ পুরুহূতকুঞ্জরকরপ্রাগ্‌ভাবসম্বর্দ্ধিনঃ।

সম্যক্‌তরণে তরিরিব তরির্নিস্তারকস্তস্মৈ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থায়েতি যাবৎ ॥ ৩৮৯ ॥

অথ যোগেশ্বরস্য পদ্যেনান্যাবতারকৃতলীলয়া সর্ব্বোপকারিত্বং স্বভক্তবাৎসল্যাদিকঞ্চ দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাবতারিত্বেন ভৃত্যকৃতং রাজনীতি ন্যায়াৎ তস্মিন্ তত্তৎ পর্য্যবসায়য়ন্ তদ্ভক্তানাং মঙ্গলমাশংসতি ভ্রাম্যাদিতি। কংসদ্বিষঃ স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য দোর্দণ্ডা হস্তিশুণ্ডাবং পরমশোভনা বাহবো বো যুষ্মান্ ভক্তিরসিকান্ পান্তু ভক্তিবিঘাতকান্ বিঘ্নান্নিরস্য ভক্তিরসদানেন পালয়ন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বোপকারিত্বসূচনায় তান্ বিশিনষ্টি। দেবাদীনামুপকারার্থং ক্ষীরোদস্য মথনসময়ে তস্মিন্ ভ্রাম্যতো ভাস্বরস্য দীপ্যমানস্যাচ মন্দরপর্ব্বতস্য শিখরাণাং ব্যাঘট্টনাৎ বিলোড়নাৎ বিস্ফুরন্তি সুপ্রকাশানি কেয়ূরাণি যত্র তে ভক্তপক্ষপাতিত্বঞ্চাহ পুরুহূতস্যেন্দ্রস্য স্বস্কন্ধে কুঞ্জরমৈরাবতং করপ্রাগ্‌ভাবং রাজস্বপূর্ব্বসত্তাঞ্চ সম্বর্দ্ধয়িতুং শীলমেষাং তে। সম্মর্দ্দিন ইতি পাঠে ইন্দ্রস্যৈরাবতশুণ্ডায়াঃ প্রাগ্‌ভাব উৎকর্ষস্তং সম্মর্দিতুং শীলমেষাং তত্তুল্যা দোর্দণ্ডা ইত্যর্থঃ। ভক্তরক্ষণার্থং সামর্থ্যপ্রকটনং দর্শয়তি। দৈত্যেন্দ্রস্য হিরণ্যকশিপোঃ প্রমদানাং কয়াধুপ্রভৃতীনাং কপোলেষু বিলসন্তো যে পত্রাঙ্কুরাস্তেষাং ছেদিনস্তাসাং বৈধব্যকরণেন তেষাং নাশকারিণ ইত্যর্থঃ। কংসদ্বিষঃ কিম্ভূতস্য কলিকালস্য

পারকারি তরিস্বরূপ হরিকে নমস্কার করি ॥ ৩৮৯ ॥

এই শ্লোক অবিলম্বসরস্বতীর ॥ ২ ॥

ভ্রমণশীল দীপ্তিমান্ মন্দরপর্ব্বতের শিখরসমূহের বিলোড়নহেতু যে সকল বাহুতে কেয়ূর স্ফুরিত, যাহারা ঐরাবত-

দৈত্যেন্দ্রপ্রমদাকপোলবিলসৎ পত্রাঙ্কুরচ্ছেদিনো
দোর্দণ্ডাঃ কলিকালকল্মষমুষঃ কংসদ্বিষঃ পান্তু বঃ ॥ ৩৯০ ॥

যোগেশ্বরস্য ॥ ৩ ॥

জয়দেব-বিল্বমঙ্গলমুখৈঃ কৃতা যেঽত্র সন্তি সন্দর্ভাঃ।

দোষনিধের্যং সুদুস্তরং কল্মষং পাপং তং মুষ্যতি খণ্ডয়তীতি তস্য। যদ্বা, কলিঃ সাংসারিকঃ কলহঃ তস্য কালঃ ক্ষোভকং নিয়ন্তৃ যৎ কল্মষমশুভাদৃষ্টং তস্য মুট্-নাশো যস্মাত্তস্য। অয়ন্তাবঃ। কলিকালকল্মষমুষঃ কংসদ্বিষো দোর্দণ্ডাঃ পান্ত্বি-ত্যনেন এতদ্গ্রন্থে যস্য গুণাদিবর্ণনং কৃতং তস্য কলিকল্মষনাশকত্বাং এত-চ্ছোতৃণাং ন কলিকালকৃতপাপেভ্যো ভয়সম্ভাবনেতি ॥ ৩৯০ ॥

অথ পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈরিতি প্রতিজ্ঞাতত্বাং পরমরসিকৈঃ সর্ব্বত্র বিখ্যাতৈঃ শ্রীজয়দেববিল্বমঙ্গলপ্রভৃতিভিঃ কৃতানি পদ্যানি কথং ন সমা-হৃতানীত্যপেক্ষায়ামাহ জয়েতি। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যাদিবর্ণনে বিষয়ে জয়-দেবাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্যে সন্দর্ভাঃ প্রবন্ধাঃ কৃতা আসন্ তেষাং সন্দর্ভানামবয়ব-ভূতানি পদ্যানি বিনা তেষাং সর্ব্বেষামপ্যাস্বাদ্যত্বাং। অত্র গ্রন্থে কানি সমাহর্ত্ত-ব্যানি কানি ত্যক্তব্যানি চেতি বিভাব্য বাহুল্যভয়াৎ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা ইতরাণি

শুণ্ডের গর্ব্বনাশকারি এবং যাহারা দানবেন্দ্রদিগের প্রমদা-গণের কপোলদেশস্থ মনোহর পত্রাঙ্কুরসকলের ছেদনকারি, কলিকল্মষহারি কংসারির সেই সকল ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৯০ ॥

এই শ্লোক যোগেশ্বরের ॥ ৩ ॥

জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলপ্রভৃতির কৃত যে সকল প্রবন্ধ এখানে আছে, তাঁহাদের পদ্যভিন্ন অন্য পদ্যসকল এই গ্রন্থে সংগৃহীত

তেষাং পদ্যানি বিনা সমাহৃতানীতরাণ্যত্র ॥ ৩৯১ ॥
লসদুজ্জ্বলরসসুমনা গোকুলকুলপালিকালিকলিতঃ।

অন্যৈঃ কৃতানি পদ্যানি ময়া সমাহৃতানীত্যর্থঃ ॥ ৩৯১ ॥

এবং সর্ব্বান্ কলিকালগ্রস্তজীবান্ মোচয়িতুং প্রেমপ্রাপ্ত্যা কৃতার্থয়িতুঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং ভজনমাহাত্ম্যং নামমাহাত্ম্যং নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং নাম-কীর্ত্তনপ্রকারং রূপস্মরণং ভক্তবাৎসল্যং ভক্তমাহাত্ম্যাদিকঞ্চ তদনু নিষ্ঠৌৎসুক্যং সমুৎকণ্ঠাদিকঞ্চ বহুশো দর্শয়িত্বা তস্য শৈশবাদিকং শ্রীরাধাদীনাং তস্যচ পরস্পর-রাগাদিকং বিবিধতয়া বর্ণয়ন্ অনুরাগফলভূতামভিসারিকাদিসপ্তনায়িকাবস্থাঃ বর্ণয়ন্ তস্য পুনর্ব্রজাগমনানন্তরভাবি-নিত্যলীলাং স্থাপয়ন্ অপ্রকটপ্রকাশেচ স্বস্বরূপানুভবৈঃ পরিকরৈঃ সহ নিত্যলীলা সদাতনীতি সূচয়ন্ ব্রজানুগান্ ভক্তান্ সান্ত্বয়ংশ্চ প্রোষিতভর্তৃকাবস্থা তদনু পরস্পরবিরহাদিকঞ্চ বর্ণয়ন্ শ্রীভাগবতাদিপ্রসিদ্ধকুরুক্ষেত্রসঙ্গমঞ্চ বর্ণয়ন্ সমাপ্তৌ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বং প্রকাশয়ন্ অন্তিমশ্লোকেন তাং নিত্যলীলাং স্মরতি লসদিতি। তত্রপতমাল-রূপঃ কল্পাদপস্তদ্বৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদঃ কোঽপি বেদাদিভিরনিবাচ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণো মমাভীপ্সিতং শ্রীরাধাদিভিঃ সহিতস্য স্বস্য সাক্ষাৎসেবাং অতি সর্ব্বতোভাবেন দদ্যাৎ। প্রার্থনায়াং লিঙ্। তস্য বৃক্ষসাধর্ম্ম্যং দর্শয়তি। লসন্ রসানাং মুখ্যতয়া রাজমানো য উজ্জ্বলরসঃ স এব সুমনাংসি পুষ্পাণি যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ। গোকুলে যাঃ কুলপালিকাঃ শ্রীরাধাদয়স্তা এবালয়ো ভ্রমর্যস্তাভিঃ কলিতঃ সেবিত ইত্যর্থঃ। এতাদৃশরূপেণ মধুররসস্য গোপিকানাঞ্চ সদৈকাশ্রয়ত্বাৎ। তঞ্চ তাশ্চ বিনা তস্যাশোভনাং সর্ব্বেষাং তত্তদ্রূপতয়া নিত্যত্বমায়াতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৯২ ॥

হইয়াছে ॥ ৩৯১ ॥

যিনি দেদীপ্যমান উজ্জ্বলরসে সুপণ্ডিত এবং যিনি গোকুল-কুলপালিকারূপ অলিসকলে পরিসেবিত, সেই কোন তরুণ-

মদভীপ্সিতমভিদদ্যাত্তরুণতমালকল্পপাদপঃ কোঽপি ॥৩৯২॥

॥ * ॥ ইতি পরমার্চ্চনীয়চরণ শ্রীপাদরূপগোস্বামিনা সংগৃহীতা পদ্যাবলী সমাপ্তা ॥ * ॥

গ্রন্থস্য প্রতিপাদ্যো যঃ শ্রীরাধামাধবঃ প্রভুঃ। স্ফুরত্যন্তঃ স মে নিত্যং দত্ত্বা ভক্তিরসামৃতং। ভুবনে বিত্তনামা যো গ্রন্থবস্তুপ্রকাশকঃ। স আচার্য্যঃ শ্রীলরঘুনন্দনো মেঽস্তু ভূতয়ে। করুণাবরুণাগারাঃ সুধিয়ঃ সন্তু উৎসুকাঃ। পশ্যন্ত্বেতাং মম শ্রান্তিসাফল্যায়াভিনৌমি তান্। মনোভ্রান্তিবশাদত্র যে দোষা লিখিতা ময়া। তান্ শোধয়ন্তু তে সন্তঃ করুণাভরতো বিদাঃ। ভক্তিমার্গ-প্রকাশার্থং যো জাতো ভগবৎকুলে। জনকং তং সদা নৌমি কিশোরীমোহনং প্রভুং। ইতি শ্রীভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীমৎকিশোরীমোহনগোস্বামি-তনয়-শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিবিরচিতা রসিকরঙ্গদা নাম শ্রীপদ্যাবলীটীকা সম্পূর্ণা। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ * ॥

[illegible]-কল্পবৃক্ষ আমার অভিলষিত প্রদান করুন ॥ ৩৯২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীপাদরূপগোস্বামিসংগৃহীতা শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানূদিতা তদনুগত-শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেনচ সংশোধিতা পদ্যাবলী সমাপ্তা ॥ * ॥

সন ১৩১৮ সাল। ৭ই জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণাষ্টমী ॥

পদ্যাবলীর সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
মঙ্গলাচরণ	৩ ...	... ১
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ...	৯ ...	২
শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্য	১১ ...	... ৩
প্রেমের সৌভাগ্য ...	১৮ ...	৩
নামমাহাত্ম্য	২২ ...	... ৪
নামসঙ্কীর্ত্তন ...	৪১ ...	২
শ্রীকৃষ্ণকথামাহাত্ম্য	৪৭ ...	... ৫
ধ্যান ...	৫২ ...	৪
ভজনবাৎসল্য	৫৬ ...	... ৭
কৃষ্ণভক্তসকলের মাহাত্ম্য ...	৫৯ ...	২
ভক্তসকলের দৈন্যোক্তি	৬৫ ...	... ৪
ভক্তসকলের নিষ্ঠা ...	৭৬ ...	৩
ভক্তসকলের ঔৎসুক্যপ্রার্থনা ...	৮৯ ...	... ৩
ভক্তসকলের উৎকণ্ঠা ...	৯৬ ...	৫
মোক্ষের প্রতি অনাদর	১০৬ ...	... ৪
শ্রীভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্ব ...	১৩৯ ...	৪
নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি	১১২ ...	... ৪
মথুরামহিমা ...	১১৫ ...	৫
বৃন্দাবনের বন্দনা	১২১ ...	... ২
নন্দপ্রণাম ...	১২১ ...	৮
যশোদার বন্দনা	১২৩ ...	... ৪
শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ...	১২৪ ...	৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
শৈশবে তারুণ্য ...	... ১২৮	... ২
গব্যাহরণ ...	১৩২ ...	৪
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন ...	... ১৩৭	... ২
পিতামাতার বিস্ময়	১৩৮ ...	৭
গোরক্ষণাদিলীলা ...	... ১৪২ ...	... ৪
গোপীদিগের প্রেমের উৎকর্ষ ...	১৪৪ ...	৬
গোপীদিগের সহিত লীলা ...	... ১৪৬ ...	... ৬
গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব	১৪৭ ...	৫
শ্রীকৃষ্ণের প্রথমদর্শনে শ্রীরাধার প্রশ্ন ...	১৪৮ ...	... ৫
সখীর উত্তর ...	১৫০ ...	৭
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ...	... ১৫১ ...	... ৬
শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রশ্ন ...	১৬৫ ...	৮
শ্রীরাধার প্রতি সপরিহাস আশ্বাস ...	১৬৯ ...	... ১
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগকথন	১৭০ ...	১
শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগকথন	১৭৩ ...	... ৪
শ্রীরাধার অভিসার ...	১৭৬ ...	৩
নির্জ্জনে ক্রীড়া ...	... ১৮১ ...	... ৪
যাঁহারা ক্রীড়ার পর জানিয়াছিলেন		
সেই কালে সখীদের পরিহাসোক্তি	১৮৩ ...	৩
মুগ্ধবালকগণের বাক্য ...	... ১৮৪ ...	... ২
শ্রীরাধার সহিত দিনান্তকেলি ...	১৮৫ ...	২
শ্রীরাধার সাভিলাষবাক্য ...	১৮৬ ...	... ৩
সখীর পরিহাস ...	১৯০ ...	৪
পুনরায় অন্যদিবসের অভিসারিকা ...	১৯১ ...	... ৩
বাসক সজ্জা ...	১৯৫ ...	১
উৎকণ্ঠিতা ...	... ১৯৬ ...	... ৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
বিপ্রলব্ধা ...	১৯৮ ...	৫
খণ্ডিতা	১৯৯	৫
শ্রীরাধার বাক্য ...	২০০ ...	৮
সন্ধ্যাকালে মাধব আগমন করিলে সখীর শিক্ষা	২০৫	৪
অথ মানিনী ...	২০৬ ...	২
শ্রীকৃষ্ণের দূতীর বাক্য	২০৯	১
দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ...	২১০ ...	৩
কলহান্তরিতা	২১১	৩
কর্কশসখীর বাক্য ...	২১২ ...	৬
দূতীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ...	২১৩	৬
সখীর অসূয়াবাক্য ...	২১৭ ...	৫
ক্ষোভপ্রাপ্তা শ্রীরাধার উক্তি	২১৮	৩
শ্রীরাধা মানজ্বরে চিন্তা করিতেছিলেন, এমত কালে তাঁহার প্রতি সখীর উক্তি	২১৯ ...	৪
ঐ সখীর প্রতি কাহারও বাক্য ...	২২০	৪
অথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ...	২২১ ...	৩
শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ে শ্রীরাধার প্রসন্নতা ...	২২৩	২
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীবাক্য	২২৪ ...	২
অন্যদিনের কেলী	২২৫	৫
পুষ্পচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণকারিণী শ্রীরাধার প্রতি কোন সখীর উক্তি	২২৮ ...	৫
তদ্বিষয়ে শ্রীরাধার বাক্য	২৩১	৪
স্বাধীনভর্তৃকা ...	২৩২ ...	৪
ক্রীড়ার পর শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন ...	২৩৩	৪
বংশীচৌর্য্য ...	২৩৪ ...	৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
মুরলীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ...	২৩৫	৫
সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন	২৩৭	৪
ঐ স্থলে কোন গোপীর উক্তি	২৩৮	৪
ঐ স্থানেই শ্রীরাধার সৌভাগ্য ...	২৪০	৩
গোদোহন	২৪৩	৩
নৌকাক্রীড়া ...	২৪৯	৪
শ্রীরাধার সহিত হরির উত্তর প্রত্যুত্তর...	২৬০	৩
রাসলীলা ...	২৬৫	২
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য	২৬৯	৮
ব্রজদেবীদিগের উত্তর ...	২৭২	৩
শ্রীরাধার সখীর বাক্য	২৭১	২
জলক্রীড়া ...	২৮১	৪
ঐ বিষয়ে খেচরদিগের উক্তি	২৮২	৩
শ্রীরাধার সখীর সাভিলাষ বাক্য	২৮৫	২
শ্রীরাধার প্রতি সখীর বাক্য ...	২৮৫	৬
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য	২৯০	২
শ্রীরাধার প্রতি সখীবাক্য	২৯০	৬
চন্দ্রাবলীর প্রতি ঐ সখীর বাক্য	২৯২	২
চন্দ্রাবলীর ভর্ত্তার প্রতি সখীবাক্য ...	২৯৩	১
নিত্যলীলা ...	২৯৪	১
প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার সখীবাক্য	২৯৮	১
শ্রীরাধার বাক্য ...	২৯৯	৪
পুরস্ত্রীগণের বাক্য	৩০১	৬
শ্রীরাধার বিলাপ ...	৩০৪	৫
শ্রীরাধাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য	৩২১	৪
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য	৩২২	৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
শ্রীরাধার প্রতি উদ্ধবের বাক্য ...	৩৩২ ...	... ১
উদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধার সখীর বাক্য	৩৩২ ...	৫
শ্রীরাধার সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ	৩৩৫ ...	... ৪
শ্রীরাধার প্রণয় ও ঈর্ষ্যার সহিত জল্পিত	৩৪৬ ...	৪
ব্রজদেবীদিগের উৎকণ্ঠার সহিত সন্দেশ	৩৪৭ ...	... ৩
দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ...	৩৫৯ ...	৬
শ্রীরাধার বিরহজনিত গীত... ...	৩৫৩ ...	... ৬
ব্রজদেবীদিগের সন্দেশ ...	৩৫৫ ...	১
সুদামার প্রতি শ্রীদ্বারকেশ্বরের বাক্য...	৩৫৮ ...	... ৩
সুদামার বাক্য ...	৩৫৯ ...	৪
কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীর চেষ্টা	৩৬১ ...	... ২
নির্জ্জনে অনুনয়কারি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার বাক্য ...	৩৬৩ ...	৩
ঐ স্থানেই সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্য	৩৬৬ ...	... ৬
গ্রন্থসমাপ্তিতে মঙ্গলাচরণ ...	৩৬৬ ...	৬
গ্রন্থসমাপ্তি	৩৬৮ ...	... ০

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিল্বমঙ্গল-
বিরচিতং।

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত "রসিকরঙ্গদা"-
নামটীকয়া তথা শ্রীযদুনন্দনঠক্কুরবিরচিত-
বঙ্গীয়পদাবল্যা চ সহিতং।

৺রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন
বঙ্গভাষয়ানূদিতং।

শ্রীরামদেবমিশ্রেণাস্য—
দ্বিতীয়সংস্করণং
প্রকাশিতং।

মুর্শিদাবাদ;
শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ, বহরমপুর, "রাধারমণযন্ত্রে"
শ্রীব্রজনাথমিশ্র-প্রিণ্টারেণ
মুদ্রিতং।

সন ১৩২৩ সালে। আশ্বিনে।

বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণকর্ণামৃত অতি প্রাচীনগ্রন্থ, ইহা এতদ্দেশে ছিল না, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে যখন দক্ষিণদেশে তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন, সেই সময়ে এই গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়া ছিলেন। ইহার রচনার পরিপাটী অতীব উৎকৃষ্ট। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত নির্জনে এই গ্রন্থখানির নিরন্তর আস্বাদন করিতেন। এই গ্রন্থের যেরূপ নাম বর্ণনাও তদ্রূপ, ইহা শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, ভক্তগণ ইহার আস্বাদনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

"কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥"

(চরিতামৃত)

বহুকালাবধি এই গ্রন্থপ্রকাশে আমার অভিলাষ ছিল, সমুদায় কার্য্য অর্থসাধ্য একাকী শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি শ্রীহট্ট কানাইবাজার মৈনাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচনদাস মহাশয় অর্থ-সাহায্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়া আমাকে প্রকাশিত ও মুদ্রিতকরণে অনুরোধ করেন।

বোধ করি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া থাকিবেন, নতুবা অর্থ ব্যয়-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ?। ভারতবর্ষে বহু বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, কাহাকেও ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে উন্মুখ দেখিতেছি না। অতএব বৈষ্ণবগণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজীবলোচনদাস মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার যেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি স্থিরতর ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি যেন পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন ইতি ॥

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন।
বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

৺রামনারায়ণবিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রথমবারের প্রকাশিত গ্রন্থ গুলি বৈষ্ণবগণের আগ্রহহেতু একেবারে নিঃশেষ হওয়ায় পুনরায় দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণে আমি প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে এই কৃষ্ণকর্ণামৃতনামক সুমধুর গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিলাম, আশা করি বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি থাকিলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে। নিবেদন ইতি ॥

শ্রীরামদেব মিশ্র দেবশর্ম্মা।

উৎসর্গঃ।

——০ঃ*ঃ০——

বিষমসমরবিজয়ি—
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ-বীরচন্দ্র বর্ম্ম-
মাণিক্য-বাহাদুর-সমীপে—

মহারাজ! সম্প্রতি কবিবরশ্রীবিল্বমঙ্গলবিরচিত কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ, মূল শ্লোক, টীকা, অনুবাদ ও যদুনন্দন ঠাকুরের পয়ার সহ মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আপনি স্বয়ং, বৈষ্ণববর শ্রীযুক্ত বাবু রাধা-রমণ ঘোষ বি, এ, সেক্রেটারি মহাশয় দ্বারা ইহার আস্বাদন করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। নিবেদন ইতি॥

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন।

গ্রন্থকারের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কবীন্দ্র শ্রী-বিল্বমঙ্গল নামে কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জন্মান্তরীয় দুর্ব্বাসনায় প্রেরিত হইয়া ঐ কৃষ্ণবেণ্বার পূর্ব্বতীরনিবাসিনী, যিনি সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকৃত কিন্নরীগণকে নিন্দা করেন তাদৃশী কোন এক চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যায় অতি-শয় আসক্ত হয়েন। তিনি কোন সময় বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনীতে মেঘের মন্দ মন্দ গর্জ্জনে কন্দর্পপীড়ায় অন্ধের ন্যায় হইয়া পথের বিঘ্নসকল গণনা না করত গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সেই নদীতে শবাবলম্বনে অর্থাৎ মৃতদেহকে আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, পরে চিন্তামণি বেশ্যার গৃহসমীপে গিয়া দেখিলেন দ্বারে কপাট বন্ধ রহিয়াছে, বিল্বমঙ্গল শত শত চিৎকার করি-লেও যখন কেহ শুনিল না, তখন তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন প্রাচীর গর্ত্তে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট একটা কৃষ্ণসর্প রহিয়াছে, তিনি রজ্জুভ্রমে ঐ সর্পের পুচ্ছ অবলম্বনপূর্ব্বক ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন, অমনি একটা প্রণালিকা (নর্দ্দামা) মধ্যে পতিত হওত মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চিন্তামণি বেশ্যা সখীগণের সহিত বিদ্যুদালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, "হা কষ্ট"! এই বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত বিবিধোপ-চারে সুস্থ অর্থাৎ চেতন করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহার কথিত আগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তামণি কম্পিত কলেবরে নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করত বলিতে লাগিল, "হা কষ্ট! তুমি সকলশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও মূঢ় হইলে?, তোমা ব্যতিরেকে কোন্ অন্য ব্যক্তি পরিণামে দুঃখদায়ক রস-

লেশের নিমিত্ত আপনাকে বিনষ্ট করে?, হায়! আমাকে ধিক্ থাকুক, আমি মহাপাপীয়সী, কপট ভাবদ্বারা পুরুষসকলকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের মনোরূপ ধনসকল হরণ করিয়াছি। অহো! এতাদৃশী ভক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে কিনা হইত?, আমি কল্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিব" এই বলিয়া চিন্তামণি সেই রাত্রে সখীগণের সহিত বিল্বমঙ্গলকে শুশ্রূষা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাময় গীত সকল গান করিতে লাগিল। তখন সেই বিল্বমঙ্গলও তাহার বাক্যে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া আত্মধিক্কার করিতে করিতে কহিলেন, আমিও কল্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিব" এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং চিন্তামণির গীত শ্রবণমাত্রে তাঁহার স্বীয় পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তখন তিনি শ্রীরাধাকান্তকে আপনার কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া মানা করত প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে প্রণাম করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ঐ কৃষ্ণবেণ্বানদীতীরস্থ "সোমগিরি" নামক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের নিকট গিয়া আপনার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাকে শ্রীমদ্গোপাল মন্ত্ররাজ প্রদান করিলেন। বিল্বমঙ্গল মন্ত্রগ্রহণ মাত্রে প্রোদ্বুদ্ধ অনুরাগ, কম্প, অশ্রু ও পুলকাদিতে আকুল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনবিষয়ে উৎকণ্ঠাসত্ত্বেও গুরুসেবার নিমিত্ত কতিপয় দিবস সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন এবং সেস্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিবর্ণনময় গ্রন্থসকল রচনা করিতে লাগিলেন। বহুবিধ গ্রন্থে পাণ্ডিত্য দেখিয়া গিরিমহাশয় বিল্বমঙ্গলকে "লীলাশুক" এই আখ্যা প্রদান করেন। তদনন্তর বিল্বমঙ্গল অতিশয় উৎকণ্ঠায় শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথে পথে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিসমুচ্ছ্বসিত প্রেমপ্রবাহজনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে পতিত হইলেন, তাহাতে আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিয়া তত্তল্লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করত মথুরামণ্ডল হইতে আগত লীলাবিশেষের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তদ্দ্বারা উচ্ছলিত অনুরাগসিন্ধু জনিত উদ্গত লালসারূপ গর্ত্তে পতিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করত তথা হইতে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার মানিয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাক্যমনের অগোচররূপে তাঁহাকে বর্ণন করিতে করিতে

যাহা যাহা প্রলাপ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার সঙ্গতিক্রমে তখনি তাঁহার সঙ্গের বৈষ্ণবগণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

তদনন্তর কিছু দিন বৃন্দাবনে বাস করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুককে আপনার লীলার মধ্যে প্রবেশ করান।

গ্রন্থকর্ত্তার এই বিবরণ গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত এবং ইহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। এই কৃষ্ণকর্ণামৃত খানীকে 'কোষকাব্য' বলা যায়, কারণ ইহার শ্লোক গুলি প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবের, পূর্ব্বাপর অসম্বদ্ধ। "কোষঃ শ্লোকসমূহৈস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ। ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ" ॥ ইতি সাহিত্য-দর্পণে ॥

অর্থাৎ পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে। ক্রমপরিপাটীতে এই শ্লোকসমূহ সজ্জিত হইলে অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। গ্রন্থকারের অন্যান্য পরিচয় মৎকৃত বৈষ্ণবজীবনীতে দ্রষ্টব্য। এখানে বিস্তৃত অসম্ভব। ইত্যলং বাহুল্যেন।

১৩২৩। শুভাশ্বিন।

"ভূমিকা"।

—— ০ঃ※ঃ০ ——

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োত্থবাচাং, মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঙ্গবানাং। স্রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং, রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি ॥ ১॥ কৃপাসুধাসরিদস্যা বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি। নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥ রমন্তী কৃষ্ণমাধুর্য্যকেলিসৌন্দর্য্যসম্পদং। কৈশ্চিন্ন ভাবজা সম্যগ্ স্তেন্না লীলাশুকস্য গীঃ ॥ ৩ ॥ মন্দোঽপি কশ্চিচ্ছ্রীরূপপাদাম্ভোজমধূন্মদঃ। কৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাং বিবৃণোতি যথামতি ॥ ৪ ॥ স্পষ্টে বাহ্যদশোক্ত্যর্থে নির্ব্বন্ধঃ পরিমুষ্ণতা। নিগূঢ়োঽন্তর্দ্দশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহঃ ময়া ॥৫॥ মদাস্যামরুসঙ্কার-খিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীং। সন্তঃ পুষ্ণন্তিমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসন্নিধৌ ॥ ৬ ॥ সদ্ভক্তভাগগন্ধর্ব্বগান্ধর্ব্বরসলম্পটৈঃ। সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥ ৭ ॥

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বাপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গলনামা কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ কিলাসীৎ। স চ পূর্ব্বদুর্ব্বাসনাপ্রেরিতস্তৎপূর্ব্বতীরবাসিন্যাং নঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরীনিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্ছিন্তামণিনাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্সমিস্রায়াং জীমূতমন্দগর্জ্জিতজাতহৃচ্ছয়োহন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবাবলম্বনেনোত্তীর্য্য কীলিতকবাটং তদাবাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তত্রত্যৈরশ্রুতফুৎকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ত্তেঽর্দ্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মূর্চ্ছিতো বভূব। ততঃ সা সখীভিঃ সহ বিহ্বলোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং স্বাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্ব্বেদং তমাহ। "অহো সকলশাস্ত্রবিশারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোঽন্যঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং ঘাতয়েৎ। হা ধিক্ ধিগস্তু মাং, যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান্ প্রতার্য্য তেষাং মনোধনানি চাহরং। অহো এতাদৃশ্যাসক্তির্যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ। "শ্বঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া

কার্য্যং” ইতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রীং তং শুশ্রূষমাণা সখীভিঃ সহ শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদিলীলাময়গীতান্যগাসীৎ। স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্ব্বেদঃ স্বং ভর্ৎসয়ন্ ময়াপি শ্বঃ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজনমেব কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্নুন্নিদ্র এব তদ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রোদ্বুদ্ধপূর্ব্বসিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরন্তং শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণকোটিদয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তং নদীতীরস্থং সোমগিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাৎ শ্রীমদ্গোপালমন্ত্ররাজমগ্রহীৎ। গৃহীতমন্ত্র এব প্রোদ্বুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিব্যাকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোঽপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈবাবাৎসীৎ। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনময়গ্রন্থাংশ্চকার। তদ্দৃষ্ট্বা সোমগিরিগুরুণা লীলাশুক ইতি প্রখ্যাপিতোঽভূৎ। অত্র স্বীয়ৈরুপদ্রুতস্ততএব সন্ন্যাসং চক্রে ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে গচ্ছংশ্চ পথি পথি প্রথমং তৎস্ফূর্ত্তিসমুচ্ছলিতপ্রেমপ্রবাহজোৎকণ্ঠাকল্লোলপতিতঃ শূন্যমিবাত্মানং মত্বা তল্লীলাবিশিষ্টস্য তস্য স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরামণ্ডলগতো লীলাবিশেষস্ফূর্ত্ত্যুচ্ছলিতানুরাগসিন্ধূদ্গতলালসাবর্ত্তগ্রসিতস্তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরাগতস্তৎস্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকারং মন্বানস্ততো বৃন্দাবমাগতস্তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তং বর্ণয়ংশ্চ যদ্বং প্রললাপ তত্তং সর্ব্বং তৎসঙ্গিভির্বৈষ্ণবৈস্তদা তদৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাৎসীৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ। ইতি হি গুরুপরম্পরাগতা সার্ব্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি ॥

শ্রীল যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি, তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥

বন্দ গুরুপাদপদ্ম-নখাগ্র-অঞ্চলে। যাতে হৈতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতিমনোহর। যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কুমার ॥ রায় রামানন্দ সনে শ্রীবিদ্যা-

নগরে। আস্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে॥ শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর। সমস্ত জানিতে নারে ভাবজা * সুধীর॥ আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি সাধুর্য্যে রসময়। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রস অতি রসময়॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া। টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া॥ অতিক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি। তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে যাহা শুনি॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার। কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার॥ তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ। নিজগুণে এই মোরে করিবা প্রসাদ॥ ভাবমগ্ন লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি। অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক প্রতি॥ বাহ্যদশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা। যথামতি লেখ মুঞি অন্তর্দ্দশার কথা॥ এই লীলাশুকের বাণী শুন সাবধানে। যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে॥

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্বা নদী। যাহার পশ্চিম পারে তাহার বসতি॥ শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত॥ পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ। কন্দর্পচেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন॥ সেই নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি। চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী॥ বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যা সনে। সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে॥ এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোর তর। মেঘ গর্জ্জন বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥ তাতে কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে। সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু

* ভাবজা বাণী, অর্থাৎ শ্রীলীলাশুকের অনির্ব্বচনীয় ভাবজনিত বাক্য॥

নাহি স্ফুরে ॥ নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে। নিজ ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যাস্থানে ॥ নৌকা নাহি নদী পার হইতে না পারে। মৃতকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে ॥ বেশ্যাদ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়। প্রবেশিতে নারে তাতে মহাচেষ্টা পায় ॥ প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়। মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥ সেই কালে দেখে ভিত্তিগর্ত্তের ভিতরে। কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি। প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালী উপরি ॥ পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন। শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥ বিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া তখন। শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ ॥ হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা পাইল। শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির করিল ॥ তবে আগমন কথা বিবরি কহিলা। যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইলা ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ "শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে। বিরস রসের লাগি বধহ আপনে ॥ হাহা ধিক্ ধিক্ রহু জীবন আমার। মহাপাপীয়সী আমি জানিনু নির্দ্ধার ॥ নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া। মন ধন হরি-লাউ তাকে প্রতারিয়া ॥ এমন আসক্তি যদি জন্মেকৃষ্ণ লাগি। তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥ কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া। ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া ॥" এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া। তাহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ কহিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাস-

কুঞ্জলীলা। গান করে সখী সনে হৈয়া এক মেলা॥ তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়। মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎর্সয়॥ মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া। ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া॥ নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর। রাধাকৃষ্ণলীলা গীত শুনয়ে বিস্তর॥ সে লীলা শ্রবণ-মাত্র মায়াবন্ধ গেল। পূর্ব সিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল॥ সেই রাধাকান্ত মোর কোটিপ্রাণ-প্রাণ। তারে ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান॥ এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাতি। প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নুতি স্তুতি॥ সেই পথে চলি গেলা সেই নদী তীরে। বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে॥ আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল। উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্ত্রিবর॥ সে মন্ত্র লইতে-মাত্র কি কহিব আর। অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার॥ স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ। ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ॥ যদ্যপিহ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিত। গুরুসেবা লাগি কত দিন কৈলা স্থিত॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা। তাহা দেখি গুরু "লীলাশুক"নাম থুইলা॥ কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া। সন্ন্যাস করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া॥ তবে অতি উৎকণ্ঠিত বাড়ি গেল মনে। বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে॥ বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা। পথে পথে যাইতে আগে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈলা॥ তাতে হৈতে উছলিল অতি প্রেমপূর। উৎকণ্ঠা কল্লোলে তেঞি পড়িলা প্রচুর॥ তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে। বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তি করেন প্রার্থনে॥ এরূপে

আইলা তেহোঁ মথুরামণ্ডলে। বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্ফূর্ত্তি সেই স্থলে॥ অনুরাগ সিন্ধু তাতে হইতে উচলিলা। লালসা-আবর্ত্তে সর্ব্ব চিত্ত গ্রাস কৈলা॥ কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা। মথুরাভিতরে গেলা লৈয়া কত জনা॥ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা। তবে বৃন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎকণ্ঠিতা॥ সাক্ষাতে দেখিল তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন। মনো বাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন॥ প্রলাপ করিয়া যথা সে সব বর্ণিল। স্বসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল॥ তবৈ কত দিন তেহোঁ রহে বৃন্দাবনে। পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে॥ গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুকবাণী। প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে এই কথা শুনি॥

এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে ত্বরিত। লীলাশুক পায়ে মোর প্রণতি বিস্তর। সাক্ষাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রত্যুত্তর॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

———০:※:০———

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ং বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ১ ॥

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালয়াৎ লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুর্ব্বন্নেব শ্রীলীলাশুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব স্বেষ্টদৈবতস্য চ সঙ্কীর্ত্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি। ইদং মঙ্গলাচরণমন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্ত্তিবিঘ্ননিরসনপ্রয়োজনং ন ভবতি। প্রেমোন্মাদপ্রলাপেঽস্মিন্ গ্রন্থকরণপ্রস্তাবাভাবাৎ। তত্রাপি দাক্ষিণাত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিরিত্যস্য তু কবীন্দ্রত্বাৎ পদ্যোক্তিঃ। কিন্তু

গ্রন্থকার লীলাশুক প্রেমোন্মত্ত হওত নিজালয় হইতে লালসান্বিতচিত্তে বৃন্দাবনদর্শনে বহির্গত হইয়াই পথমধ্যে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনরূপ গ্রন্থারম্ভ করিয়া নিজাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু চিন্তামণির নামকীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ॥

চিন্তামণি অর্থাৎ আশ্রয়মাত্রেই যিনি অভীষ্টপূরক সেই সোমগিরিনামা আমার গুরুদেব জয়যুক্ত হউন, কিম্বা তাঁহার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা। সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা ॥ তার অনুসারে লিখোঁ প্রাকৃত কথনে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবানাং স্বভাবোঽয়ং যচ্ছয়ন-ভোজন গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্টদেবতাস্মরণং। তদ্যথা চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্। চিন্তামণিঃ। আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতা চাস্য। কিংবা। জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থঃ। তথাহি কাব্যপ্রকাশে। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি। কোঽয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ

প্রতি আমি প্রণত হই এবং আমার অভীষ্টদেব যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিদ্যমান তথা যিনি বৃন্দাবনবিহারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন। কারণ যাঁহার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কল্পতরুরূপি চরণদ্বয়ের অঙ্গুলি সকলের নখাগ্রে জয়শ্রী লীলাবশতঃ স্বয়ংবর সুখলাভ করেন অর্থাৎ বহু বহু জয়সম্পত্তি যাঁহার চরণদ্বয়ের নখাগ্রে পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার জয় আর আমি কি বর্ণন করিব ?॥

পক্ষান্তরে। চিন্তামণিনাম্নী সেই বেশ্যা জয়যুক্ত হউন, যে হেতু তাঁহার বাক্যমাত্রেই আমার মায়িককার্য্যে বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনিও আমার গুরু (বর্ত্মোদ্দেশক গুরু) অতএব তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষ হউক॥ ১॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃপাসুধা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা। সদা নীচস্থানে পূর্ণ হইয়া রহিলা॥ সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করোঁ পরণাম। তাঁর পায়ে রহু মম হৈয়া একতান॥ এবে কহি শুন লীলা শুকের চরিত। যাতে কৃষ্ণ ভাবোদ্গম অতি বিপরীত॥

প্রেম-উন্মত্ত লীলাশুক মহাশয়। বৃন্দাবন যাত্রা কৈল হৈতে নিজালয়॥

মৌলিঃ। শিখিপিঞ্ছোত্তান্যোব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ। ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব। জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ নিত্যলীলা সূচিতা। আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি। আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি দিশা। তথা। কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্, কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগুরুঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ সএব মে গুরুরিত্যাহ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রথমেত শ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা। নিজ ইষ্টদেব নিজ গুরুকে মানিলা॥ দোঁহা সঙ্কীর্ত্তন রূপ মঙ্গলাচরণ। করিয়া করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন॥ এই মঙ্গলাচরণ অন্য গ্রন্থ টীকা হেন। বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ॥ প্রেমে উন্মত্তচিত্ত সদা মহাশয়। গ্রন্থ করণের কথা তাতে নাহি হয়॥ তবে যদি বল কেনে শ্লোকবন্ধ বাণী। দাক্ষিণাত্য সবে কহে সংস্কৃত বাণী॥ তাতে লীলাশুক মহাকবীন্দ্র পণ্ডিত। ইহাঁর মুখে শ্লোক বাণী এ কোন বিস্মিত॥ কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাব এক হয়। শয়ন গমন আদ্যে গুরু কৃষ্ণ স্মরয়॥ তেঞি কহে সোমগিরি নাম গুরু মোর। জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব সুমঙ্গল ওর॥ চিন্তামণি হেন যাঁর বৈভব বিস্তার। আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্ব্বাভীষ্ট সার॥ প্রণাম করঙ সেই গুরুর চরণে। বিশ্বপ্রকাশে জয়শব্দে প্রণাম বাখানে॥

তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান্। ময়ূরের পিচ্ছ শিরে যাঁর অবিরাম॥ বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়। জয়শব্দে নিত্যলীলা বৃন্দাবনে কয়॥ তেহোঁ মোর শিক্ষাগুরু বন্দো তাঁর পায়। যাঁহার শিক্ষায় প্রেমভাব উপজয়॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ অনুভাব হৈতে। শিক্ষাগুরু করি

স কীদৃক্ মে শিক্ষাগুরুঃ। বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ শিখিপিঞ্ছমৌলিরিতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইত্যাদিনা। যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকমিত্যাদিনা। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তত্তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রীর্লভতে। তদেব বক্ষ্যতি। কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাং। বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌ বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। কিংবা।

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বোলে কৃষ্ণ এই রীতে॥ শিখিপিঞ্জ মৌলি নামে বিগ্রহ স্ফুরিল। মদন মদনরাজ বেকত হইল॥ ভূষণভূষণ অঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ। কৈশোর বয়স্‌বেশ রসময় অঙ্গ॥ যাঁর ঊর্দ্ধ অন্য নাহি অখিলের মাঝে। ব্যাস শুক ভাগবতে যাঁরে বর্ণিয়াছে॥

এরূপ মাধুর্য্য কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৈল যবে! অঙ্গের উপমা যোগ্য বিচারয়ে তবে॥ যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল। কেহ অঙ্গতুল্য নহে অতিতুচ্ছ হৈল॥ কৃষ্ণপদ-নখশোভা সবারে জিনিল। এত বিচারিতে মনে আর উপজিল॥ শ্রীরাধিকা-চিত্ত হরে পদনখ-শোভা। শব্দশ্লেষে সমাধান করে হৈয়া লোভা॥ যেই কৃষ্ণপাদ-কল্পতরু শোভা বরে। কৌমল্য আরুণ্য সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে॥ তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ। তাহার শেখর নখরাগ্র মনোরম॥ যত শোভা যত লীলা যত রসগণ। পদ নখ স্বয়ংবর হেন সুখগণ॥

আলিঙ্গন পাশাখেলা নর্ম্ম জলকেলি। সুরতাদিলীলা

সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভির্গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরি-কাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়যোগাৎ জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎশ্রীশ্চ জয়শ্রীরাধৈব। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গমিত্যাদি-দিশাচ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি দিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মী-ত্বাৎ। কীদৃশী। সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথমং তচ্ছ্রী-চরণনখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষাস্তৈর্ধর্ম্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাৎ বর্ত্ত-মানপ্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণং। যৎপাদেত্যাদি। অত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যাঁর জয় শোভা মেলি ॥ কিম্বা সৌন্দর্য্যাদি পাতিব্রত্য আদি গুণে। সৌভাগ্য বৈদগ্ধী আদি অতি মনোরমে ॥ গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি। ব্রজকিশোরিকা হৈতে যেহোঁ কলাবতী ॥ সর্ব্ব-জয়-যোগ্যা যেঁহো লক্ষ্মীর অংশিনী। সর্ব্বত্র উৎকর্ষা হয় রাধা ঠাকুরাণী ॥ কৃষ্ণ যেন মূল নারায়ণ অবতরী। রাধা তেন মূল লক্ষ্মী অংশিনীত্বে বলি ॥

যদ্যপিহ রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাধিকা। অতিলজ্জাশীলা সর্ব্বগুণেতে অধিকা ॥ সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রহে। প্রথমেই কৃষ্ণপদ নখ নিরীখয়ে ॥ কৃষ্ণপদ নখ দেখি শোভাসিন্ধু মাঝে। মগ্ন হৈয়া নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে ॥ লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাববিশেষ। উদ্গার হইল তার কি কহিব শেষ ॥ তাতে ধর্ম্ম সুমর্য্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া। কৃষ্ণপদে স্বয়ংবর রস লভে যাঞা ॥ কৃষ্ণের মধুর্য্য নিজ অনুরাগময়। প্রতিক্ষণে নব নব অনুভব হয় ॥ নব নব বর্ত্ত-মান প্রয়োগেই রহে। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দুহুঁ কেন ঊন নহে ॥

কামাদারিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষয়াদ্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তির্যৎপাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা। বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ। যে গুরুর পাপপদ্ম কৈলে আশ্রয়ণ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। চক্ষু আদি পঞ্চক্লেশ অতি বলবান্॥ * বাষট্টি প্রকার মতি-অন্তরায়গণ † গুরুপদ-নখালম্বে জিনে সর্ব্বগণ॥ কিংবা

* কাম ক্রোধাদি সমস্তই মনের ধর্ম্ম। চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়ের ও মনের ভেদে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ। ইহারই অবান্তর ভেদ লইয়া বাষট্টি প্রকার মনের অন্তরায় (বিঘ্ন) সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীতে ৪৮ কারিকার ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীবাচস্পতিমিশ্র নিরূপণ করিয়াছেন যথা—তমঃ ৮। মোহ ৮। মহামোহ ১০। তামিস্র ১৮। এই সমষ্টিতে ৬২ হয়। ক্লেশ যথা—তম—অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারবিষয়ক ৩। এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দতন্মাত্রবিষয়ক ৫। এই উভয়ে ৮। অষ্ট প্রকার মোহ যথা—অণিমাদি অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কানাবসায়িত্ব এই আট বিষয় ভেদে মোহ আট। মহামোহ দশ প্রকার যথা—দেবগণের ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচ এবং মনুষ্য ভোগ্য ঐ শব্দাদি পাঁচ এই উভয়ে দশ। দেব ও মনুষ্য উভয়কেই অণিমাদি আট ঐশ্বর্য্য তথা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি নিজ গুণে অনুরক্ত করে, সুতরাং আট ঐশ্বর্য্য ও দশ শব্দাদিতে তামিস্র আঠার প্রকার। আঠারপ্রকার অন্ধ তামিস্র যথা—অন্ধতামিস্র শব্দে অভিনিবেশ অর্থাৎ ত্রাস (আমাদের ভোগ্য শব্দাদি দিব্য ও অদিব্য ভেদে দশ, ভোগ বিষয়ে ক্ষমতার কারণ বলিয়া অণিমাদি আট ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ এই অষ্টাদশ বিষয়কে অসুরাদিগণ নষ্ট না করুক) এইরূপে দেবগণেরও ত্রাসের কারণ বলিয়া অন্ধতামিস্র আঠার প্রকার হয়। সমষ্টিসংখ্যা যথা—তম ৮। মোহ ৮। মহামোহ ১০। তামিস্র ১৮। অন্ধতামিস্র ১৮। সাকল্যে ৬২ হইল॥

† অন্তরায় যথা—মতি অর্থাৎ মনকে আত্মতত্ত্ববিষয়ে যাইতে না দিয়া

গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহুঃ। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাক্যাত্রেণ অস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা ॥ ১ ॥

অথ পথি পথ্যাগচ্ছতোঽস্য বাহ্যদশায়াং সাধকরীত্যোৎকণ্ঠয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তোদ্গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্গারি-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বর্ত্মোদ্দেশ শ্রীল গুরু এক হয়। মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরু এই গুরুত্রয়॥ হেথা লীলাশুকের গুরু বেশ্যা চিন্তামণি। বর্ত্মোদ্দেশী গুরু তেঁহ এই মতে জানি॥ তাঁর বাক্যমাত্রে হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ। তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে মহাভাগ॥ এই ত প্রথম শ্লোকের কহিলাম অর্থ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকা প্রমাণার্থ॥ ১॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিয়ে শ্লোকের অর্থের আভাস॥ পথে পথে চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি। সাধকের হেন অতি উৎকণ্ঠিত মতি॥ ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কহিতে কহিতে। অতিশয় অন্তর আবেশ হৈল তাতে॥ সিদ্ধপ্রায় লালসাতে ভরি গেল মন। রসোদ্গার উক্তি হেন কেবলা-লক্ষণ॥ অতএব ফলদ্বয়ে বাসিত হইয়া। এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া॥ অন্তর্দশার তার অর্থ বিবরিয়া। লিখি বুঝাইব মুই আপনার হিয়া॥ বাহ্যদশার অর্থগণ সঙ্ক্ষেপ

পূর্ব্বোক্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, সুতরাং বাষট্টি প্রকার মনের বিষয়কে অন্তরায় (বিঘ্ন) বলা যায়। মনুষ্য ও দেবগণ ক্রমশঃ বিষয় ভোগ করত পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করেন, সুতরাং এই সমষ্টির মূলীভূত অবিদ্যাদি পাঁচটী ক্লেশ অতীব বলবান্ শত্রু। ইহা কেবল আত্মপথপ্রদর্শক সদ্গুরুর কৃপাতেই নিবৃত্ত হয়॥ ইতি॥

ণ্যুক্তিঃ। অতস্তদ্দশাদ্বয়বাসিত্বাদেকৈব সার্থদ্বয়মুদ্গিরতি। তত্রান্তর্দশোত্থার্থো বিবৃত্য বাহ্যদশোত্থার্থস্ত সঙ্ক্ষিপ্য ময়া দর্শয়িতব্যঃ। যদ্যুন্মাদপ্রলাপেঽত্র তস্য তত্তদনুসন্ধানাদিকং নাস্তি তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসঞ্চাবিরুদ্ধমেব স্ফোরয়তি। শুদ্ধপ্রেম্নঃ স্বভাবোঽয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসাভাসংবা মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি। তত্র প্রথমঃ গচ্ছন্তং তমনুগচ্ছতাং বৈষ্ণবানাং, 'স্বামিন্ কিমর্থং ত্বয়া গম্যতে কিন্তুত্রাস্তি' ইতি প্রশ্নান্ প্রতি প্রাভববৈভবাংশাবতারশক্ত্যাবেশাবতারাদিস্ববিলাসবাল্যপৌগণ্ডাদিস্বপ্রকাশরূপস্বস্বরূপাণাং তথা চিচ্ছক্তেস্তদ্বিলাসানন্তবৈকুণ্ঠানাং মায়াশক্তেস্তদ্বৈভবানন্তব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্তেশ্চ পরমাশ্রয়ভূতানাং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং সর্ব্বোত্তমং সর্ব্বভজনীয়ং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করিয়া। দিগ্ দেখাইব মাত্র বাহুল্য ছাড়িয়া॥ যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন। সিদ্ধান্ত-সন্ধান কিছু নাহি তাঁর মন॥ তথাপিহ শুদ্ধপ্রেম প্রায় যত যত। অবিরোধ রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত॥ বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বভাব আচার। সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার॥ রসাভাস আদি কিছু নাহি তাঁর মুখে। শুদ্ধপ্রেম শুদ্ধরস এই সবে মুখে॥ এই শ্লোকের বাহ্য অর্থ কহি কিছু হেথা। লীলাশুক সঙ্গে যান যে বৈষ্ণব তথা॥ তারা কহে মহাশয় যাবে কোন স্থানে। কি নিমিত্ত কিবা বস্তু আছে সেই স্থানে॥ সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়। অন্তর-আবেশে কৃষ্ণ মহিমা কহয়॥ প্রাভব বৈভব অংশ অবতার গণ। শক্ত্যাবেশ অবতার লীলাবতার গণ॥ স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত। স্বপ্রকাশ রূপ নিজ স্বরূপাদি কত॥ চিৎশক্তি মহিমগণ কহে বিবরিয়া। অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁর বিলাস গণিয়া॥ তবে বিবরিরা মায়াশক্তির লক্ষণ। তাঁহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ জীবশক্তি আদি করি যত যত গণ। পরম আশ্রয় যেঁহ পুরুষ উত্তম॥ শ্রীভাগ

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলং।

পরতত্ত্বরূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবান্তরাবেশাত্তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্ফুরন্তং বিলোক্য প্রলপন্নাহ অস্তীতি। অস্য বাহ্যার্থঃ। কিমপি বস্তু অস্তি সদা বিরাজতে। শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ। বসন্তাস্মিন্ প্রাগুক্তানি তথা বসতি। কালত্রয়েঽপ্যেকরূপতয়া দীব্যতীত্যর্থদ্বয়োরপ্যৌণাদিতুন্ প্রত্যয়াদ্বস্তু। সামান্যনির্দ্দেশাং ন পুংসকত্বং। নন্থ, কিং নিরাকারং ব্রহ্ম নেত্যাহ কিশোরাকৃতি। কিশোরী প্রত্যহং নবযৌবনা আকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীববদ্দেহদেহিভেদো নিরস্তঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে। বেদাং বাস্তবমত্র বস্তিতি। বিনাচ্যুতাৎ বস্তুতরাং ন বাচামিতি। নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিতি চ। নন্থ, ভগবদ্রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব কিশোরাকৃতীনীত্যত্র কতরদিদমিত্যত্রাহ প্রস্তুতবেণ্বিতি। রাসে ব্রজসুন্দরীণামাকর্ষনার্থং প্রস্তুত্যা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা লহর্য্যঃ স্বরগ্রামাস্ত্রয়ঃ মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিরূপাস্তরঙ্গাস্তজ্জন্যং যন্নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তাসু মন আদীনাং লয়ো বা তেন নির্ব্যাকুলং। নিরিত্যব্যয়মভাবার্থঃ। অব্যাকুল-

---

অতঃপর পথে যাইতে যাইতে উৎকণ্ঠাবশতঃ সাধকরীত্যনুসারে অন্তর্দ্দশাসমুদ্ভূত ইষ্টবস্তুর উদ্দেশপূর্ব্বক কহিতেছেন॥

বৃন্দাবনে এমন কোন এক বস্তু আছে, যাহা স্বর্গীয় তরুণী-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বতে যাঁর মহিমা বিস্তার। সর্ব্বভজনীয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বসার॥ পরতত্ত্ব বস্তুরূপ যেঁহ নিরূপণ। কহিতে আবেশ কৃষ্ণ হইলা স্ফুরণ॥ এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা। দেখিয়া প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা॥ এই ত দ্বিতীয় শ্লোকের কহিল আভাস। বিচারিয়া অর্থ এবে করিয়ে প্রকাশ॥

স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥ ২ ॥

মিত্যর্থঃ। নির্ম্মক্ষিকবৎ ব্যাকুলেভ্যো নির্গতমিতি চ। তত্র মগ্নচিন্তাদিত্বান্নি-শ্চলমিত্যর্থঃ। নির্ব্বাণং সুখমোক্ষয়োরিতি বিশ্বাৎ। তথা সায়ং পুষ্পাণ্যবচি-ন্বত্যস্তস্মাদাকৃষ্টা যাঃ স্বস্তরুণ্যস্তাসাং তন্মাধুর্য্যদর্শনবিবশানাং কম্পমানকরা-গ্রেভ্যো বিগলন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি কল্পতরুপুষ্পাণি তৈরাপ্লুতং প্রেমবৈব-শ্যাৎ কল্পতরুস্থানেকল্প ইত্যুক্তিঃ। কিংবা, সাহচর্য্যবলাদেকদেশেনাপি পদার্থো বোধ্যতে। তথা স্রস্তস্রস্তা বেণুনাদশ্রবণাৎ গুরুভর্তৃপুর এব স্রস্তা লজ্জাভয়তঃ স্বস্থানে বদ্ধা অপি পুনঃ স্রস্তা অতঃ করেণ রুদ্ধাঃ। কাসাঞ্চিত্তদ্বন্ধনকাল-বিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ করাভ্যাং নিরুদ্ধা নীব্যো যাসাং তাশ্চ বয়ঃসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যানু-রাগাদ্যৈর্বিলসন্ত্যশ্চ যা গোপ্যস্তাসাং সহস্রৈরাবৃতং পরিতোবেষ্টিতং। অতঃ শ্রীভাগবতোক্তরাসবিলাসারম্ভি শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্তু নত্বাগমধ্যানোক্তং। অন্যোপা-মাবরণানামত্রাগ্রেঽপ্যনুক্তত্বাৎ। তথা হস্তেন ন্যস্তো নতানাং স্বভজনোন্মুখা-

---

গণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা সমাবৃত তথা আরব্ধবেণুনাদ শ্রবণে আনন্দবশতঃ ব্যাকুলতা-শূন্য, যাঁহার চতুঃপার্শ্বে সহস্র গোপাঙ্গনাগণ কটিদেশ হইতে বার-ম্বার বিগলিত নীবিকে অবরুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় শোভা ধারণ করিতেছেন, অপবর্গ (মোক্ষ) যাহার করতলে বিন্যস্ত থাকিয়া অবনতভাবে বর্ত্তমান এবং যিনি নিখিল উদার হইতেও উদার এবং যাহার আকৃতি কিশোরী অর্থাৎ সমুদিত নবযৌবন সমন্বিত ॥ ২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বৃন্দাবনে আছে কোন বস্তু অতিশয়। কালত্রয়ে একরূপে সদাই রময়॥ সামান্য নির্দ্দেশ নহে বস্তুনিরূপণ। নিরা-কার ব্রহ্ম তার দেখায় লক্ষণ॥ সেহো নহে কিশোর

নামপবর্গঃ স্বপার্ষদরূপানন্দদেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গো যেন। তদুক্তং। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মেত্যাদৌ। যদ্বা। অপবর্গঃ প্রেমভক্তিযোগো যেন। তথা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আকৃতি মনোহর। নবযুবা কৈশোর মিলন স্থিরতর॥ এই লাগি জীব প্রায় দেহ দেহি ভেদ। নিরস্ত হইল, গুণে নাহি পরিচ্ছেদ॥

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত। কিশোর আকার সব হয় মূর্ত্তিমন্ত॥ তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাঁহার বিলাস। এত চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ॥ রাসে ব্রজকিশোরিকা আকর্ষণ কাজে। প্রস্তুত বেণুর নাদ বৃন্দাবনমাঝে॥ সে নাদ-লহরী স্বর গ্রাম মূর্চ্ছাগণ। সে জন্য নির্ব্বাণ শব্দে আনন্দ পরম॥ মন আদি করি তাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ। অব্যাকুল মগ্ন প্রায় নিশ্চল লক্ষণ॥ সায়ংকালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা। আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা॥ মাধুর্য্য দেখিয়া তারা বিবশ হইলা। ধৈরয না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা॥ কল্প-বৃক্ষ পুষ্প তার হাতেতে হইতে। গলিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে॥ সেই সব পুষ্প পড়ে যে কৃষ্ণ উপরে। তাতে পরিপ্লুত রহে কামমোহ করে॥ বেণুধ্বনি শুনিতেই গোপ-নারীগণ। গুরু ভর্ত্তা আগে স্রস্তনীবিবন্ধ হন॥ লজ্জা ভয়ে তারা নীবি পুনঃ বদ্ধ করে। পুনঃ স্রস্ত করে নীবি মহী খসি পড়ে॥ কেহ কেহ করে রুদ্ধ করি নীবিবন্ধ। সহিতে না পারে কেহ বন্ধন বিলম্ব॥ নবীন কিশোর অতি সুন্দরীসকল। বৈদগধী অনুরাগ পরম প্রবল॥ হেন ব্রজাঙ্গনাগণ-সহস্রে আবৃত। শ্রীভাগবতের রাসে যাঁহারে বেকত॥ সেই বস্তু

পঞ্চমস্কন্ধে গদ্যং যথা। বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতীত্যত্র ভক্তিযোগলক্ষণ ইতি। তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। তথা অখিলেভ্যঃ কল্পবৃক্ষাদিভ্য উদারং বাঞ্ছাতিরিক্তদাতৃত্বাৎ। তথাহি। স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিত্যাদি। কিম্বা। অখিলৈর্নায়কসদ্গুণৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ। অন্তর্দশোত্থত্বেবং। ইদং কিমপি বস্ত্বস্তি পুরো বিরাজতে। বসন্ত্যস্মিন্ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদি-সদ্গুণাদীনীতি বস্তু। যদ্বা, বস্তে স্বমাধুর্য্যবেণুগীতাদিজনিতমোহমূর্চ্ছাদিভাবৈ-রাত্মারামাদিভ্যঃ প্রাণপর্য্যন্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং ততোঽপ্যতিতরাং ব্রজসুন্দ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বৃন্দাবনে সদা বিরাজয়। আগমাদ্যে ধ্যান-উক্ত যেহো তেহো নয়॥ অন্য আবরণ আদি আগে না কহিল। এই ত কারণে ইহা তারে না বলিল॥ প্রণত জনেরে হস্তাবলম্বন দিয়া। নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া॥ পরম আনন্দে দেহ দান দেয় তার। মায়াদেহ দূর করে কি বলিব আর॥ তাহাতে প্রমাণ তার শ্রীমুখবচন। ভক্তস্থানে কৃপা করি কহিল কখন॥ কিবা অপবর্গ শব্দে প্রেমভক্তি বলি। পঞ্চমস্কন্ধের গদ্য প্রমাণ তাহারি॥

কিম্বা সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা। কল্পবৃক্ষ আদ্যে জিনে অন্যে কিবা কথা॥

কিম্বা সর্ব্বনায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণা। পরম উত্তম রূপ সর্ব্বরস-সীমা॥ এই ত কহিল শ্লোকের বাহ্যদশা অর্থ। অন্তর্দ্দশার অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ এইরূপে কোন বস্তু আগে বিরাজয়। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যাদি চয়॥ আপনা মাধুর্য্য বেণুগীত আদি হৈতে। আত্মা প্রাণপর্য্যন্ত সে করয়ে মোহিতে॥ বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে অন্তরে। তাতে

স্ত্রীণাং চিত্তমাচ্ছাদয়তি ইতি বস্তু। কীদৃশং। কিশোরাকৃতি। নন্থ গোপ্যঃ সাধ্ব্যঃ পরতন্ত্রাঃ কথমেষ্যন্তি কথম্বা রাসো ভবেদিতি ব্যাকুলোঽপি তথা বেণুনাদলহরীভির্নির্ব্বাণং তদা কৃষ্ণবল্লবীনাং কাঞ্চীনূপুরাদিধ্বনিশ্রবণজানন্দস্তেন নির্ব্যাকুলং। তথাচ হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতঃ নতানাং স্বচরণাশ্রয়োন্মুখীনাং তাসাং গুর্ব্বাদিবারণধর্ম্মলজ্জাদিশৃঙ্খলাভ্যো ঽপবর্গো মোক্ষো যেন। তদুক্তং। যা মাভজন দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যতাদৌ। তথা। অখিলাসু বল্লীষু উদারং তত্তদভীষ্টবিলাসপূর্ত্ত্যা সর্ব্বমনোরথদাতৃ। তদুক্তং। শ্রীজয়দেবচরণৈঃ। বিশ্বেষামনুরঞ্জনেনেত্যাদৌ। কিম্বা অখিলৈর্ভজনীয়সদ্গুণৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ। অনাৎ সমং। আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাদ্ভঙ্গ্যা তয়া গূঢ়বিলাসলাভতঃ। কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষলব্ধয়ে প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্র-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈতে ব্রজনারী সদা মোহ করে॥ কিশোর আকৃতি বস্তু গুণের সাগর। মদনমোহন বেশ শ্যাম কলেবর॥ মনে চিন্তে কৃষ্ণ পোপনারী পরতন্ত্র। সহজেই নারীগণ না হয় স্বতন্ত্র॥ কেমনে আসিবে হেথা স্বতন্ত্র হইয়া। ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া॥ বেণুগান আরম্ভিলা শুনি গোপীগণ। পরম আনন্দবৃন্দে আকর্ষিল মন॥ নির্ব্বাণ শব্দেতে কহি আনন্দবিশেষ। বিশ্বপ্রকাশে কহে এই অর্থ শেষ॥

হস্তে লৈয়া বেণু গান করিয়া গোবিন্দ। প্রণতগণের মনে বাঢ়ায় আনন্দ॥ গুরু লজ্জা ধর্ম্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে। মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে॥

ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া। আইসে কৃষ্ণের স্থানে না চায় ফিরিয়া॥ নূপুর কিঙ্কিণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্করে। সে ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ব্ব্যাকুল ধরে॥ বহু কল্পবৃক্ষ হৈতে উদয় গোবিন্দ। সর্ব্বগোপী অভীষ্ট পুরণ নিরুদ্বন্ধ॥

মৌলিনা। পশ্চান্ময়া বাহ্যদশোত্থমর্থং সংগৃহ্যতাদাবপি বক্তুমহং। অন্তর্দশোত্থঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্ব্বং নিজেষ্টঃ কিল কথ্যতেঽসৌ। তথাস্য তদ্বেশ্যাবক্ত্রাৎ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগাদিশ্রবণজাতলোভস্তাং রাগানুগামার্গে অনুৎপন্নরতি-সাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনান্তু স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্ত্তেঃ। অস্যাতু উৎপন্না মধুরজাতীয়া রতিঃ ক্রমেণানুরাগদশাং প্রাপ্তাস্ততস্তদ্দেহস্ফূর্ত্তিঃ সদৈব। যথা রসামৃতসিন্ধৌ। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে। রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রসিকেন্দ্রমৌলী কৃষ্ণ আরম্ভিলা রাস। বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হাস পরিহাস॥ ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা। আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লোভে সাধা॥ নিকুঞ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া। আরম্ভিলা রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া॥ দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার। তৃতীয় শ্লোকের এবে শুন অর্থ সার॥ পাছে বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব অন্তর্দ্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব॥ নিজ ইষ্ট অন্তর্দ্দশার অর্থ সবিশেষ। সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ॥ অতঃপর লীলাশুক মহাভাগবত। বেশ্যামুখে রাধাকৃষ্ণলীলা শুনে যত॥ রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া। অতিলোভ উপজিল আপনার হিয়া॥ রাগানুগা মার্গে কৃষ্ণভজন করিতে। পরম লালসা তার বাঢ়ি গেল চিত্তে॥ এই রাগানুগা পথে অন্য ভক্তগণ। অনুৎপন্নরতি কৃষ্ণে সাধকলক্ষণ॥ তাহারাহ বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া। কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত হইয়া॥ জাতরতিগণে তাহা সদা স্ফূর্ত্তি হয়। নিজ সুখ

চাতুর্য্যৈকনিদানসীম-চপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতং।

লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্। তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণমিতি। অথোজ্জ্বলনীলমণৌ। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যান্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি। বীজমিক্ষুঃ সচ রস স গূঢ়ঃ খণ্ডএব সঃ। সা শর্করা সিতা সা স্যাৎ সা যথা স্যাৎ সিতোপলেতি। তত্রানুরাগলক্ষণং। সদানুভূতমপি যঃ কুর্ব্বন্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ইতি। তথৈবাগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি॥ ২॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্যায়াঃ পূর্ব্বশ্রুতানুরাগসৌভাগ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পূর্ব্বে যাঁহার অনুরাগ ও সৌভাগ্য শ্রুত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধার পার্শ্বস্থা এবং উপাসনাকারিণী সখীগণের মধ্যে আপনাকে তাদৃশী একটী জানিয়া কোন এক সখী নিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন॥

হে সখিগণ! যিনি চাতুর্য্যের একমাত্র নিদানের সীমাস্বরূপ অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রপ্রান্তভাগের ছটায় মন্থর, লাবণ্যা-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দুঃখে তাহা কভু না বাধয়॥ লীলাশুকে উপজিল মধুর জাতি রতি। ক্রম অনুরাগ দশা তাতে প্রাপ্ত অতি॥ সদা সেই দেহ স্ফূর্ত্তি হয় তার মনে। রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে যে সব লক্ষণে॥ ২॥

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে। তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে॥ কৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্য রাধা গুণবতী। অনুরাগ সৌভাগ্যপূর্ণা পূর্ব্বে যার খ্যাতি॥ তার পার্শ্বে আছে সখী তার উপাসিকা। আপনাকে তার মাঝে জানে সেই একা॥

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমণী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্মঃ ॥ ৩ ॥

পার্শ্বস্থসখীনাং স্বদুপাসিকানাং মধ্যে আত্মানং তাদৃশীমেকাং জ্ঞাপয়ন্নাহ। অমী বয়ং তৎপরিবাররূপা বালং কিশোরং আরাধ্মঃ। চামরান্দোলনতাম্বূলদানাদিনা বয়ং সেবামহে। পূর্ব্বং কিশোরাকৃতিত্বেন নিরূপিতত্বাৎ, অগ্রেঽপি তল্লীলায়া এব বর্ণিতত্বাৎ, স্মৃত্যলঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে বালাষোড়শাব্দান্তস্থিতি প্রসিদ্ধেশ্চ বালশব্দেনাত্র কিশোর এবোচ্যতে। অন্যথা ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাঙ্কুরহাসম্ভবাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। কীদৃশং। নীলং ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং মূর্ত্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ। যদুক্তং। শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিতি।

মুক্তের তরঙ্গে চঞ্চললোচন, লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষে সমাদৃত, যমুনার পুলিনাঙ্গণের প্রণয়ী কামরূপ অবতারের অঙ্কুর এবং নিখিল মাধুর্য্যের নিজায়ত্ত রাজ্যস্বরূপ, সেই নীলবর্ণ বালক অর্থাৎ কিশোরকে আমি আরাধনা করি ॥ ৩ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাধিকার পরিবার আমি সর্ব্বথায়। আরাধিব কিশোরশেখর শ্যামরায় ॥ চামর দোলাব আর যোগাব তাম্বূল। পাদসম্বাহন আদি সেবা অনুকূল ॥ বালশব্দে কিশোর বয়স শাস্ত্রে কহে। স্মৃতি অলঙ্কার আদ্যে ইহা ব্যক্ত হয়ে ॥ ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কাব্যে। ষোড়শাব্দ অন্তবাল্য তাতে কহিয়াছে ॥ এই লাগি বালশব্দে কিশোর কহিয়ে। এইমত এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র বুঝিয়ে ॥ আর কহি বালশব্দে কাম অবতার। প্রকট অঙ্কুর যেন বিনোদ আকার ॥ কিশোর আকার কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ইন্দ্রনীলমণি শ্যামবর্ণ মনোরম ॥ কেবল শৃঙ্গার রসায়ন মূর্ত্তিমান্। শ্রীগীতগোবিন্দ যার লীলারস গান ॥

রাসরঙ্গকালিন্দীপুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্র প্রণয়িনং সদা তত্র বিলসন্তমিত্যর্থঃ। তথা প্রবললজ্জাবাম্যাভ্যাং পরমোৎকণ্ঠায়ামপাধোমুখস্থিতায়াঃ লক্ষ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্তাবাদৃতং সাদরং তথা পরিতঃ স্থিতাস্বপ্যন্যাসু শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যামৃতবীচিভির্লোলিতে সতৃষ্ণীকৃতে দৃশৌ যস্য তং। অতোঽন্যাস্ত্যক্ত্বা তয়াসহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানপূর্ব্বকমন্যালক্ষিতপ্রেরণয়া তন্নিষ্ক্রামণস্বনিষ্ক্রামণাদিষু তস্য তত্র চ চাতুরীস্ফূর্ত্ত্যাহ। চাতুর্য্যেতি। চাতুর্য্যাণাং নেত্রান্তাদিদ্বারৈব তত্তজ্জ্ঞাপনরূপাণাং যানি মুখ্যানি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মাধবীর চতুঃশালা কালিন্দীপুলিনে। রাসরঙ্গ লীলা করে তাহার অঙ্গণে॥ কালিন্দীপুলিন তার অতিপ্রিয়স্থান। প্রিয়া লৈয়া লীলা তাহা করে অবিরাম॥ অতি লজ্জা বাম্য আর অতি উৎকণ্ঠিতা। অধোমুখী সদা রহে সেই যে রাধিকা॥ তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার। আদরে ভজিব আমি চরণ তাঁহার॥ রাসমধ্যে শতকোটি গোপীসঙ্গে লীলা। রাধার লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইলা॥ রাধার লাবণ্য সুধা তরঙ্গে ভরল। সদাই তৃষিত নেত্র যাহার প্রবল॥ সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দৃঢ়। হৃদয়ে লালসা মোর বাড়ি গেল বড়॥ রাসমধ্যে অন্য গোপীগণ তেয়াগিয়া। রাধাসঙ্গে কুঞ্জলীলায় ভুলে যার হিয়া॥ নেত্র-অন্ত দ্বারে তাহা ব্যক্ত জানাইতে। চপল অপাঙ্গ-ছটা সীমারূপ যাতে॥ এই যে নয়নভঙ্গী বুঝেন রাধিকা। অন্য কেহ নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা॥ কিম্বা রাধা কটাক্ষেতে আদর যাহার। সঙ্কেত জানিয়া তেঁহ করে অঙ্গীকার॥ যাহাতে চঞ্চল যার অপাঙ্গের ছটা। তাহারে ভজিব আমি মনে হর্ষ ঘটা॥

লক্ষ্মীগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ। কটাক্ষেহ যদ্যপিহ

নিদানান্যাদিকারণানি তেষাং সীমা অবধিরূপশ্চ। পুনশ্চপলো যোঽপাঙ্গস্তস্য ছটয়া তাং মন্থরয়তি স্তব্ধাং করোতীতি। অতো লক্ষ্যাস্তস্যাঃ কটাক্ষে আদৃতং সাদরং সঙ্কেতজ্ঞাপনমিদং জ্ঞাপয়ন্নিয়মিতি তদভিলসন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা। তথা, শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যাদি। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেবমানমিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদানুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রজদেবীনাং কটাক্ষৈরাদৃতমপি তাদৃক্চাকুষ্যাপাবধিরূপশ্চপলায়াস্তল্লীলার্থং জাতচাপল্যায়াঃ শ্রীরাধায়া যোঽপাঙ্গস্তচ্ছটাভির্মন্থরং জাতস্তব্ধতয়া তত্তৎক্রিয়াদিষ্বপাশক্তং বা। তথা প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যাদ্যনুসারেণ কামস্য তদ্বিষয়কপ্রেমমিশেষস্য যোঽবতারঃ। প্রাকট্যং তস্যাঙ্কুরঃ প্ররোহো যস্মাত্তং। সর্ব্বমাধুর্য্যমনুভূয়াহ মধ্বিতি।

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আদর সঘন ॥ চাতুর্য্যনিদানমাত্র এক সেই সীমা। সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপমা। রাধার অপাঙ্গ ছটায় মন্থর হইয়া। স্তম্ভ হৈয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া ॥

কামশব্দ তাহার বিষয়ে প্রেম কহি। তার যেই অবতার অঙ্কুর উদই ॥ তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত। কহিতেই দেখে সর্ব্ব মাধুর্য্যের অন্ত ॥ মাধুর্য্য স্বারাজ্যময় এই কৃষ্ণে হয়। সকল সুলভ এথা মাধুর্য্য-আলয় ॥ রাধিকার সখীভাব লীলাশুক মনে। প্রকট হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে ॥

বাহ্যদশা অর্থ এবে কহিয়ে ইহার। ভঙ্গী প্রতি লীলাশুক যে কৈল প্রচার ॥ পূর্ব্বে যে কহিলাঙ বস্তু নিয়ম তোমারে। কেবল সে বস্তু নহে আর আছে আরে ॥ আমরা সবাই যার করি আরাধনে। ব্রহ্মা শুক আদি তারে করিলা স্তবনে ॥

সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন। আশ্রণীয় তেঁহ সর্ব্ব নায়ক উত্তম ॥ বিশেষে কালিন্দীকূলে সদাই বিলাসে।

মধুরিম্নাং স্বারাজ্যং তৎ সর্ব্বত্রৈব সুলভমিত্যর্থঃ। তত্রাস্য তস্যাঃ সখ্যেনানুরাগতঃ। রাধাপয়োধরেত্যাদৌ। যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখা ইত্যাদৌ চ সুব্যক্তৈব। বাহুদয়ার্থত্বেবং। স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাদৃশং বস্তুস্তোবমাত্রং বয়মপি তদুপাস্মহ ইত্যাহ। অমী বয়ং। জানন্ত এব জানন্তু ইত্যাদিনা। নায়ং সুখাপো ভগবানিত্যাদিনা বিধিশুকাদিভিঃ স্তুতং বালং আরাধ্নুম ইতি। স্বরবৈকৃত্যেনাশ্চর্য্যদ্যোতনং। স্বস্য তদ্বহির্মুখপূর্ব্বদশাস্মৃত্যা অদসঃ প্রয়োগঃ। তান্ ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বপ্রয়োগশ্চ। তমেবাশ্রয়ণীয়নায়কং সদ্গুণৈর্বিশিনষ্টি। তত্র কালিন্দীতি সদা বিলাসিত্বমুক্তং। মধুরিমেতি রুচিরত্বং তাসামাকর্ষণে উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্ভঙ্গিপ্রার্থনাদিচাতুরীস্ফূর্ত্ত্যাহ চাতুর্য্যেতি। অনেন বৈদগ্ধ্যং। চপলেতি মোহনত্বং। চপলানাং তাসামপাঙ্গচ্ছটাভির্মন্থরং স্তব্ধমিতি প্রেমবৈবশ্যত্বং। তস্যা মুখেন্দুদর্শনাদুচ্ছলিতো যো লাবণ্যামৃতার্ণবস্তদমৃতবীচিভির্লোলিতাঃ সতৃষ্ণীকৃতাস্তস্যাঃ পশ্যতাঞ্চ দৃশো যেনেতি সৌন্দর্য্যং। বেণুনাদাকৃষ্টয়া নভঃস্থিতয়া লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষৈরাদৃতং সাদরং সলালস-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অতিশয় সুমাধুরী যাহাতে প্রকাশে॥ কহিতেই যেন রাসে গোপাঙ্গনা আনি। উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গী বাণী॥ প্রার্থনা জানায় তাতে বচন কৌশলে। এই স্ফূর্ত্তে লীলাশুক কহায় সত্বরে॥ বৈদগ্ধ্য জাপপ্য নিজ প্রকাশ করিলা। মোহনত্ব আপনার তাতে জানাইলা॥ তারা যে চপলাগণ অপাঙ্গচ্ছটাতে। মন্থর হইল এই প্রেমবশ্য রীতে॥ রাধিকাদি মুখচন্দ্র দর্শন হইতে। উছলিল লাবণ্য অমৃতসিন্ধু যাতে॥ তাহার তরঙ্গে তারে তৃষিত করিয়া। তা সবারে দেখে যেঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া॥ এই ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাতে প্রকাশ। অন্যোন্য চঞ্চল নেত্র মুখে মৃদু হাস॥ বেণুধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মীগণ। কটাক্ষে পূজিলা তারা লোভি হৈয়া মন॥ নারীগণ

মীক্ষামাণমিতি। নারীগণমনোহারিত্বং কামাদীনাং চতুর্ব্যূহান্তর্গতপ্রদ্যুম্নাখ্য-স্বস্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়ানাং তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপ্রাকৃত-কামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নকোমলস্কন্ধাংশং। প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটিনন্দনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতরলাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়োঽনুভূয়মানতত্তন্মহাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ। অনেন সর্ব্বাবতারবীজত্বসর্ব্বমাধুর্য্যে উক্তে। রাসলীলা জয়তোষা ময়া সংবুজ্যতেঽনিশং। হরের্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধাসৌভাগ্যদুন্দুভিঃ॥ ৩॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মনোহারি লীলার প্রকাশ। না পাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী গেলা দুঃখে বাস॥ চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কামগণ। প্রদ্যুম্নাখ্য আদিস্বস্বরূপ মনোরম॥ শাখাস্থানীগণ আর আছে কত কত। তার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত কামগণ। পত্রস্থানী আছে তার না হয় গণন॥ তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর। বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্ব্বমূল॥ প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ। প্রথম কমলস্কন্ধ অংশ মনোরম॥ আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কামবীজে। তার উপাসনা করে সর্ব্বভাবে ভজে॥ কোটি মনোমথ এই রূপের প্রকাশ। সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক সহজ বিলাস॥ লাবণ্য মধুরোত্তম অমৃতের সিন্ধু। মহা অনুভাব চয়ে অনুভবে বিন্দু॥ সেই সেই মহা মহা প্রভাবের গণ। মহা মহাশয় সবে করে আস্বাদন॥ অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ ধরি। বৃন্দাবনে বিরাজয়ে সঙ্গে গোপনারী॥ সর্ব্ব অবতার বীজ মাধুর্য্য আলয়। বৈদগ্ধ চাতুর্য্য সর্ব্ব রসের আশ্রয়॥ এই কৃষ্ণ আরাধিমু মোর

অথাস্য বাহ্যে তিস্রো দশা দৃশ্যন্তে। প্রথমস্ফূর্ত্তৌ স্ফূর্ত্তিজ্ঞানং। ততঃ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ। ততঃ সাক্ষাৎকার ইতি। অত্রাস্য মধুরজাতীয়-ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্ব্বরাগবিপ্রলম্ভোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি তয়া অন্তঃস্ফূর্ত্তা-বপি বাহ্যদয়োত্থদৈন্যবৈকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তস্য স্ফূর্ত্তিপ্রার্থনি-মেবাষ্টাদশভিঃ। তানি স্পর্শসুখাদীনি তেচ তরলা ইত্যাদৌ। সা বিম্বাধর-মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মনসঃ, তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে। ইতিবৎ॥

তত একেন স্বনিশ্চয়কথনং। ততো গোপীনাং রাসান্তর্হিতকৃষ্ণদর্শনোৎ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মনে লয়। যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয়॥ জয় জয় রাসলীলা জয় রাসলীলা। অহর্নিশি এই লীলা যেহ ঘোষা-ইলা। কৃষ্ণবিদগ্ধতা ভেরী সঘন বাজায়। রাধার সৌভাগ্য-ময় দুন্দুভি ঘোষয়॥ ৩॥

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে। আসাস লিখিয়ে তার টীকা অভিমতে। এই লীলাশুকের বাহ্য তিন দশা হয়। প্রথমে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তে স্ফূর্ত্তি জ্ঞান হয়॥ দ্বিতীয়েতে হয় স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম। তৃতীয়ে সাক্ষাৎকার এইত লক্ষণ॥ মধুর জাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে। পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন তাহাতে প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইলা যদ্যপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফুরিলা॥ বাহ্যদশা উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা। তাহাতে বাসিত মন হইল সর্ব্বথা॥ শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তির লাগিয়া। অষ্টাদশ শ্লোক করে প্রার্থনা যাচিয়া॥

একশ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা। তবে রাসে কৃষ্ণ

কণ্ঠা প্রলাপস্ফূর্ত্তা তদ্দর্শনপ্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা। ততঃ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ, পুনর্দর্শনোৎকণ্ঠা সপ্তভিঃ। ততঃ সাক্ষাত্তদ্দর্শনাদ্বাৎ মনসাগোচরত্বেন তদ্বর্ণনষ্টাবিংশত্যা। ততস্তেন সহোক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশভিরিতি ক্রমঃ। তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃতলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং। বাহুপ্রসায়েত্যাদিবৎ। তথা তস্যাস্তাসাং তদুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতুমুত্তস্থয়ন্ রতিপতিস্মিত্যাদিবচ্চ। তাভিঃ সহ বিলসতস্তস্য স্ফূর্ত্তা স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ। প্রথমং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্তর্দ্ধান স্ফূর্ত্তি হৈলা॥ তাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া। উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া॥ তাহা দেখিবারে স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করয়। তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ব্বাচয়। তবে স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয়। পঞ্চশ্লোকে বিশেষিয়া করিল নিশ্চয়॥ পুনর্ব্বার দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত। সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল নিশ্চিত॥ সাক্ষাৎ দর্শন তবে হইল তাহার। বাক্য মন অগোচর বর্ণনা প্রচার॥ অষ্ট বিংশতি তার শ্লোক মনোহর। উক্তি প্রত্যুক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে তার পর॥ সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার। এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার॥ তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে। নিভৃতে করিতে সাধ বাঢ়ে কৃষ্ণ মনে॥ সর্ব্ব সমাধান লাগি সর্ব্ব গোপী সনে। বাহুপ্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে॥ রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাঢ়াইতে। রাসে নানা লীলা করে কৃষ্ণ নানামতে॥

রাধা আদি গোপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র। রাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ॥ সেই রাসলীলা স্ফূর্ত্তি হৈল লীলাশুকে, নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজমুখে॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণের লাবণ্য ছটা সনে। ভূষণ অম্বর কান্তি

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং

তদ্ভূষণাম্বরং গোপীলাবণ্যভূষাদিজ্যোতিঃপুঞ্জং নির্ব্বিশেষতয়ানুভূয়েব জাতা-হ্লাদো লোভাৎ সসম্ভ্রমমাহ ॥

ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোনেত্ররসায়নং বস্তু নশ্চেতসি চকাস্তু। ঈগদ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যাহ। কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্মিতাদীনাং মাধুর্য্যে তৎপ্রবাহে মগ্নং কৃতমজ্জনমাননং যস্য তৎ। সমগ্রবিশেষস্ফূর্ত্ত্যাহ। প্রকর্ষেণ উন্মীলন্নবযৌবনং চরমকৈশোরং যস্য তৎ। তথা বর্হোত্তংসস্য যো বিলাসঃ নৃত্যগত্যা মন্দা-

---

অনন্তর সখীগণ সহ বিলাসকারি শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি বোধ করত আপনার সমান সখীগণের প্রতি কহিতে লাগিলেন—

হে সখীগণ! যিনি ময়ূরপিচ্ছ চূড়ার সহিত সংযুক্ত কুন্তলে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ঘটা উছলনে ॥ তৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা। তার বিভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা ॥ নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল। সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল ॥ নিজ পর প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ। মন নেত্র রসায়ন সর্ব্ব-জনরঞ্জ ॥ আমার মনে ত সদা রহুক লাগিয়া। তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া ॥ এতেক কহিতে অল্পবিশেষ স্ফুরিলা। তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড অধরমাধুরী। মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচন চাতুরী ॥ মাধুর্য্য-প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন। দেখ দেখ সুমাধুর্য্য করয়ে মজ্জন ॥ কহিতেই সামগ্রীবিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা। বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা ॥ নবীনযৌবন বয়ঃ উদয় হইল। চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিল ॥ চাঁচর কেশের চূড়া তাতে মনো-হর। তাহাতে বর্হিয়া শোভে পরম সুন্দর ॥ নটন গমনে মন্দ

প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতং।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং

নিলেন চান্দোলনং তদ্ধ্বক্তকুন্তলভরস্তংকলাপো যস্য। তথা স্বরালাপাদিভঙ্গিভির্বিলসন্তো যে বেণোঃ প্রকৃষ্টা নাদাস্তএবাতিমধুরত্বাৎ শুষ্কস্থাবরাদিজীবদত্বাচ্চামৃতানি যস্মিন্। তথা গোপীভিরভিতশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিভিরারাধিতং সেবিতুং, আপীনানি স্তনকুট্মলানি যাসাং তাভিঃ। তথা জগত্তাং তৎস্পর্শতৃষ্ণয়াভিতঃ কুটিলং ভ্রমন্তীনাং তাসাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধায়াং অভি সর্ব্বতোভাবেন যো রামঃ রমণং তেন পশ্যতাং স্মরতাং চাদ্ভুতং চমৎকারকারকং। তয়া সহ মিথঃ স্কন্ধন্যস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যত্বাৎ। বাহে তান্ প্রত্যেবাহ। অর্থঃ সএব

শোভিত, যাঁহার বদন মাধুর্য্যে নিমগ্ন, যিনি সমুদিত নবযৌবনশোভিত, বেণুনিনাদরূপ অমৃতযুক্ত, স্থূলতর স্তন কুট্মলশালিনী গোপাঙ্গনাগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আরাধিত এবং যিনি জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধায় সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত এবং যিনি দর্শন ও স্মরণকারিদিগের সম্বন্ধে চমৎকারকারী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বাতাসে দোলায়। তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায়॥ বিম্বাধরে বিলাস মুরলী মনোহর। স্বরভঙ্গি আলাপনে মাধুরী বিস্তর॥ কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয়। শুষ্ক কাষ্ঠ আদিগণে জীবন রচয়॥ তাতে মুগ্ধ হৈয়া রহু গোপাঙ্গনাগণ। চুম্বনালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন॥ তথা জগজ্জনমনে স্পর্শ তৃষ্ণা হয়। হেনরূপ শোভা সখী বর্ণন না হয়॥ গোপ-কিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী। রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি আর্ত্তি॥ দুহু স্কন্ধে দুঁহু বাহু আরোপণ করি। অন্যোন্যে নাচে সুখে সর্ব্ব মনোহারি॥ রাধাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতং ॥৪॥
মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং

কিংবা ত্রিজগতাং একং প্রধানমভিরামং চাদ্ভুতঞ্চ যত্তৎ ॥ ৪ ॥

পুনরতিমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি সলালসমাহ মধুরতরেতি। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম্ম চেতসি চিরং চকাস্তু। নন্থ, চিত্তসন্তাপকস্যাস্য স্মৃতিলালসয়াঽলমিত্যত্র চিত্তং তচ্চ দূষয়ন্নাহ। কীদৃশে। বিশেষেণ সিনোতি স্বমাধুর্য্যমধুনা মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি বিষয়ং। তচ্চ বিষবদ্ধাহকত্বাদ্বিষঞ্চ তথাপ্যমৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম তস্য যং গ্রসনং ঋটিত্যাত্মসাৎকরণং তত্র গৃধ্নু লম্পটং যত্তস্মিন্। তদুক্তং। পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো

সেই জ্যোতি অর্থাৎ স্বপরপ্রকাশক মনোনেত্র রসায়ন কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমার চিত্তমধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হউন ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় সেই সমস্ত সখীগণের প্রতি লালসা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

অহে সখীগণ! যাঁহার মধুরতর হাস্যামৃতে বদনপদ্ম

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিলাসে। দরশন কার মনে সুখ যে না আইসে ॥

এই ত কহিল শ্লোকের অন্তর্দ্দশার অর্থ। বাহ্য অর্থ স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব্ব ॥ ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম রূপ। বৃন্দাবনে আছে সর্ব্ব মাধুর্য্যের ভূপ ॥ কহিতেই পুনঃ অতি মাধুর্য্য স্ফূরিল। সম সখীপ্রতি কহে লালসা বাঢ়িল ॥৪

সখি হে, এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে, অভিরাম নয়ন চাতুরী ॥ ধ্রু ॥

যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা তৃষ্ণ, মন হয় তাপিত,

মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নু চেতসি মে

নিসান্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে, জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ইত্যাদৌ। তত্র হেতুমাহ। মধুতরং যৎ স্মিতামৃতং তেন বিমুগ্ধং মনোহরং মুখাম্বুরুহং যস্য। তথা। বিপুলে বিলোচনে যস্য। তথা অস্মৎপিঞ্ছান্যেবায়বতংসয়তীতি সৌভাগ্যমদযুক্তাস্তথা নবঘননিন্দিতংকান্তিদর্শনোদ্গতানঙ্গমদযুক্তাশ্চ যে শিখিনস্তেষাং পিঞ্ছৈর্লাঞ্ছিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়ো যস্য। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। মদাতিশয়াৎ তএব মদরূপা ইতি বা। শিখিনাং মত্ততোক্তা পিঞ্ছানাং স্ফীততোক্তা। বাহে তু। বিষয়ো বনিতাদিঃ। অন্যৎ সমং। অতঃ সএব কৃপয়া চেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎস্ফুরণমন্যথা তদপি দুর্লভমিতি দৈন্যং। আমিষং পললে লোভ্যে ইতি মেদিনী। লোভ্যে বস্তুনীতি তল্লাবণ্যচ্ছটোচ্ছলিতং

অতিশয় মনোহর, যাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরপিঞ্ছে লাঞ্ছিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার বিষয় বিষরূপ আমিষগ্রাসে লুব্ধতর চিত্ত-

---

বিস্তর। ছাড়হ লালসা কাজ, সেহ নহে মূল লাজ, দোষি মোর হইল অন্তর॥ নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মনোভৃঙ্গ বান্ধি টানে, গ্রাস কৈল তাতে মোর মন। দাহক বিষের সম, আবিষয়ামৃত যেন, পরম লম্পট অনুক্ষণ॥ মনোহর মুখপদ্ম, বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম, তাতে স্মিত মধুরিমামৃতে। বিপুল লোচনদ্বয়, শ্রবণ পরশে তায়, দেখি লোভ নহে কার চিত্তে॥ মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে, মত্তশিখি-পিচ্ছ উড়ে, কিবা শিখিপিচ্ছের বান্ধন। কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুগ্ধ হৈল সুখে, পুন শ্লোক

বিপুলবিলোচনং কমপি ধাম চকাস্তু চিরং ॥ ৫ ॥ *
মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো-

কোষঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীমন্মুখাম্বুজলগ্নমনস্তয়া সলালসমাহ। বিভোঃ কৃষ্ণস্য মাধুর্যাসম্পৎপূর্ণস্য মুখপদ্মজং মে মনঃসরসি বিজৃম্ভতাং। কীদৃশং। মুরলীনিনাদ এব মকরন্দস্তেন নির্ভরং পূর্ণং। তথা প্রোজ্জ্বলেন্দ্রনীলমণিমুকুর ইবাচরতীতি মুকুরায়মাণে মৃদুনী গণ্ডমণ্ডলে যস্মিন্। তথা স্মরমদেন ভারোদ্গারেণ চ মুকুলায়মানে নয়নাম্বুজে স্ফুটপদ্মোপরি দরবিকসিতপদ্মযুগলং চেৎ স্যাৎ তদা তৎসমমিত্যুদ্ভূতোপমেয়ং।

মধ্যে চিরকাল শোভা প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালসার সহিত স্বীয় সখীর প্রতি কহিতেছেন ॥

হে সখি ! যাহাতে মুকুলসদৃশ নয়নপদ্ম বিরাজমান,

বদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

সখি হে, কৃষ্ণ-মুখপদ্ম মনোহর। মাধুর্য্য চাতুর্য্য সীম, স্ফূর্ত্তি হউ রাত্রি দিন, মোর মন নদী মধ্যস্থল ॥ ধ্রু ॥

মুরলী নিনাদ যাতে, মকরন্দ পূর্ব্ব রীতে, মাতায় তরুণীগণ মন। ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুর সুছটা হেন, যাতে মৃদু গণ্ডের সোহন ॥ কামমদ ভারোদয়, নয়ন অম্বুজদ্বয়, মুকুলায়মান তাতে সদা। স্ফুট পদ্মোপরি যেন, অল্প বিকসিত হেন, দুই পদ্ম রহয়ে বিষদা ॥ কিবা গণ্ড দর্পণেতে, সহযোগী

---

* অস্মিন্ শ্লোকে নর্দ্দটকং ছন্দঃ। যদি ভবতো মজৌ ভ জ জ লা গুরু "নর্দ্দটকং"। "জয় জয় জহুজামজিত দোষগৃভীতগুণাং" ইতি ভাগবতীয়শ্রুত্যধ্যায়পদ্যোক্তচ্ছন্দোবৎ ॥

মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরং।
মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাং ॥ ৬ ॥ *
কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ

কিংবা শ্রীগণ্ডমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখপঙ্কজেন সহ সখ্যং কর্ত্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদ্গার-মুকুলায়মাননয়নাম্বুজানি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশনয়নাম্বুজে খঞ্জন-স্থানীয়ে বা যস্মিন্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট ইব। প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোকত্রয়ে ক্রমেণোৎকণ্ঠাধিক্যং। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥৬॥

অথ তন্মাধুর্য্যাব্ধিস্ফূর্ত্ত্যাদিরসেঽপ্যেতদ্বর্ণনে কৃষ্ণাদর্শনবিক্লবাং প্রিয়সখীং শ্রীণয়ামীতি তদভাসান্ তদানন্ত্যস্ফূর্ত্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নাহ। মুরারেঃ মুরা কুৎসা

যাহা মুরলীর নিনাদরূপ মকরন্দে সুপোভিত, তথা যাহাতে মৃদু গণ্ডমণ্ডল দর্পণতুল্য, বিভুর সেই মুখপদ্ম আমার মনোরূপ সরোবর মধ্যে শোভিত হউক ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সমুদ্র স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিক্লবা শ্রীরাধাকে "প্রীত করিব" এই অভিপ্রায়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মুখাম্বুজ তাতে, আসে সখ্য করিবার আশে। রাধার নয়নাম্বুজ, আইল যাতে ভাবপুঞ্জ, সে যেন খঞ্জননদ্বয় বৈসে ॥ মাধুর্য্যসমুদ্র সার, কহিতেই স্ফূর্ত্তি আর, শ্লোক এক পড়ে অদভুত। কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হইলা, লীলা-শুক অত্যন্ত স্তম্ভিত ॥ ৬ ॥

সখি হে, সুন্দর মুরারি-মধুরিমা। আমার বচনে আসি,

---

* অত্র মঞ্জুভাষিণী ছন্দঃ। স জ সা জগৌ চ যদি "মঞ্জুভাষিণী"।

কলবেণুকূণিতাদৃতাননেন্দোঃ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে-
র্মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥ *

তদরেস্তদ্রহিতস্য পরমসুন্দরস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্ভতাং অল্পকণঃ কণী। পশ্চাদ ভাল্লার্থে কণ্ কণিকা সা। অতিসূক্ষ্মেত্যর্থঃ। তত্রাপি কাপি কাপি কৈশোরসৌষ্ঠবসবেণুমুখসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ। তাং তামেব প্রকাশয়তি। কীদৃশঃ। কমনীয়া কিশোরী মুগ্ধা মনোহরা চ মূর্ত্তির্যস্য। তথা কলরেণুকূণিতৈরাদৃতঃ সেবিতস্তৈর্বেণুভিঃ প্রশস্যো বা মুখেন্দুর্যস্য। বাহ্যে দৈন্যোদয়াচ্চিত্তে স্ফূর্ত্তিস্তাবদাস্তাং বাচ্যপি তত্রাপ্যতিদৈন্যাৎ। নন্থ সমধুরিমাকরঃ স এব কিন্তু তন্মধুরিমা। তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ নতু মধুরিমসিন্ধুঃ ত্বিন্তু তৎকণিকাপি যয়াখিলব্রহ্মাণ্ডমেবাপ্লাবিতং স্যাৎ। ততোঽপ্যতিতমাং দৈন্যোদয়াৎ কাপি

তাঁহার নিকটে গমন করত তদীয় স্বানন্ত্য-স্ফূর্ত্তিতে স্তম্ভিত হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন ॥

যিনি কমনীয় অথচ কিশোরী ও মনোহারিণী মূর্ত্তিশালী এবং মধুরাস্ফুট বেণুধ্বনিতে যাঁহার বদনচন্দ্র সুশোভিত, সেই মুরারির মাধুর্য্যের কোন এক কণিকামাত্রও আমার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সদা করউঁ বিলাসি,অত্যল্প কণার এক কণা ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলাসিতে, কোন্ কোন লীলার সময়। তার তার কণাগণ, স্ফুরু মোর বচন, প্রকাশ করিয়া অতিশয় ॥ এত কহি মনে মনে, করে মাধুর্য্য বর্ণনে, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র। কুঞ্জমাঝে লীলাকাজে,

---

* ইদং উপবৃত্তং ছন্দঃ। "উপবৃত্ত" মিদং তদা পরশ্চেদ্গুরুবর্ণঃ খলু সুন্দরী-পদান্তে। সুন্দরী চেয়ং। অযুজোর্যদি সৌ জগৌ যুজোঃসভরা ল্গৌ যদি "সুন্দরী" তদা ॥

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজং।

ক্বাপি যা কাপীত্যুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

অথ মনসি তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়ন্ তস্য তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠাস্ফূর্ত্ত্যা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া সহর্ষমাহ। তদ্বর্ণবাসিতমনস্তয়া বাগ্বাচ্যয়োরেকতাস্ফূর্ত্ত্যা ইদং মম বাঙ্ময়জীবিতং রহস্তল্পীলার্থং গচ্ছন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা। মম বাঙ্ময়ঞ্চ তস্য জীবিতং জীবনহেতুঃ তৎ বিজয়তাং কা মম চিন্তেত্যর্থঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ। কীদৃশং মদেতি পূর্ব্ববৎ। হৃদ্যুচ্ছলিতমদনেন মন্থরং মানসং তত্তৎক্রিয়াসু মুগ্ধঞ্চ মুখাম্বুজং যস্য। মদনমপি মন্থরয়তি স্তম্ভয়তি মুগ্ধং মুখাম্বুজং যস্যেতি বা। মিথো ব্রজবধূনাং চুম্বনেনাঞ্জনৈরঞ্জিতং। নয়নযুগকপোলং দন্তবাসো মুখাম্বু-

---

বাক্যমধ্যে শোভা প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

অনন্তর মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নির্জ্জনলীলার স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অদর্শনোৎকণ্ঠায় সহর্ষে লীলাশুক কহিতেছেন ॥

মদমত্ত ময়ূরগণের পিঞ্ছই যাঁহার ভূষণ, যাঁহার মুখপদ্ম মদনমন্থর ও মনোহর, যাহা ব্রজবধূগণের নয়নাঞ্জনে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দর্শন উৎকণ্ঠা সাজে, হর্ষে পড়ে শ্লোক প্রবন্ধ ॥ ৭ ॥

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ নন্দন, জয়যুক্ত হউ সর্ব্বক্ষণ। রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যত রাসলীলা কাজে, সদা চিন্তা করে যার মন ॥ ধ্রু ॥

যার মুখপদ্ম সদা, মন্থর-মদন-মদা, কামক্রিয়া অলস মোহন। কিবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে, কোটি কাম জিনিয়া সোহন ॥ মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চূড়ায়ে কুসুম-

ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতং ॥ ৮ ॥ *
পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং

স্তনযুগললাটং চুম্বনস্থানমাহুরিতি। বাহ্যে তদ্ভৌর্ভাং কথয়তঃ স্বান্ প্রতি। কৃদিহিতো ভাবো দ্রবারং প্রকাশত ইতি ন্যায়াৎ। তন্মাধুর্য্যময়স্বরাচাং তৎস্বরূপত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা সহর্ষমাহ। ইদং বিজয়তাং। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্ব্বমিব তং মন্ম-

---

রঞ্জিত সেই আমার বাঙ্ময় অর্থাৎ বাক্যের জীবনস্বরূপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু জয়যুক্ত হউন ॥

অনন্তর রাসবিলাসি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি বশতঃ প্রেম বৈবশ্য হওয়ায় তাঁহাকে যেন অভূতপূর্ব্ব জানিয়া বাহ্যদশার স্ফূর্ত্তিহেতু পুনর্ব্বার লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

পল্লবতুল্য অরুণবর্ণ পাণিপঙ্কজে সঙ্গতবেণু ধ্বনিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গুচ্ছ, তরুণীনয়ন যাতে বান্ধা। রাসমধ্যে ব্রজনারী, চুম্বনে হরষ হরি, অধরে অঞ্জন তাতে রঞ্জা ॥ এইরূপে রাসরসে, নানা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তারে স্ফুরে। প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব্ব মানয়ে চিতে, বাহ্য-গন্ধ সঙ্গে পুনঃ বলে ॥ ৮ ॥

সখি! হে, এই কৃষ্ণাঞ্জয় সাধ মোরে। রাসমধ্যে এক অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে, বিলসিয়া সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরে ॥ ধ্রু ॥

---

* অত্র দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ। "দ্রুতবিলম্বিত" মাহ নভৌ ভরৌ ॥

ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহং।

বাহ্যদশাবাসিতমনস্তয়া স্ফূর্ত্তিপ্রার্থনবৎ সলালসমাহ দ্বাভ্যাং। প্রভুমেকেন বপুষৈবানন্তকোটিগোপীবাঞ্ছাপূর্ত্তিসমর্থমহমাশ্রয়ে। কীদৃশং। পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ পাণিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণুস্তস্য রবৈস্তাঃ স্মরোল্লাসৈরাকুলয়তীতি তৎ। তদুক্তমনঙ্গবর্দ্ধনমিতি। নৃত্যে তাভিরনঙ্গদৃপ্তকুচেষু ন্যস্তত্বাদপূর্ব্বকান্তি-শ্রীচরণস্ফূর্ত্ত্যাহ। তদুরোজস্পর্শাৎ ফুল্লস্য সহজারুণচপি স্তনচরণপ্রস্বেদপঙ্কিলং তৎ কর্পূরমিশ্রিতচন্দনারুণারুষিতত্বাৎ পাটলঞ্চ তৎ। শ্বেতরক্তস্তু পাটল ইত্যুক্তেঃ। তচ্চ অতঃ পাটলীং পরিবাদিতুং শীলং যস্য তাদৃশং পদসরোরুহং যস্য তং। ফুল্লানি পাটলানি যস্যাং তাং পাটলীমিতি বা। পাটলপাটল্যোরীষদ্ভেদো বা জ্ঞেয়ঃ। তথা তন্নেত্রচুম্বনলগ্নাঞ্জনেন স্মিতকান্ত্যা চোল্লসন্ত্যা সুধাসারাদপি মধুরা চ যাধরস্য শিতশ্যামারুণা দ্যুতিমঞ্জরী তয়া সরসমাননং যস্য। তথা বল্লবীনাং

আকুল এবং যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলপুষ্পকে নিন্দা করিতেছে; উল্লসিত ও মাধুর্য্যময় অধরের কান্তিমঞ্জরী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নবীন পল্লব হৈতে, অরুণিমাপুঞ্জ যাতে, হেন দুই করাম্বুজ যার। তার সঙ্গী যেবা বেণু, তার ধ্বনি সুধা জনু, চিত্ত আউলায় গোপিকার ॥

কহিতেই দেখ যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন, চরণ ছোয়ায় গোপীস্তনে। উরোজ পরশ পায়, প্রফুল্ল চন্দন তায়, শ্বেতরঙ্গ বর্ণ দুচরণে ॥

প্রফুল্ল পাটলী পুঞ্জ, অতিশোভা মনোরঞ্জ, চরণপঙ্কজ হেন যার। দেখিতে চরণ শোভা, মন হৈল অতি লোভা, ঊর্দ্ধনেত্র দেন আরবার ॥

সুধাসার হৈতে অতি, মধুর অধরদ্যুতি, গোপীনেত্র অঞ্জন

উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥ *
অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভিরনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ।

কুচকুম্ভকুঙ্কুমৈঃ পঙ্কিলং চর্চ্চিতাঙ্গং। বেণুনাদৈস্তা ব্যাকুলীকৃত্য তাভিশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিকং কৃতবানিতি ভাবঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমাণস্য স্ফূর্ত্ত্যা পূর্ব্ববদেবাহ। পূর্ব্ববদ্বিভুং আশ্র-

---

(দীপ্তিশ্রেণী) দ্বারা যাঁহার মুখপদ্ম সরস, এবং যাঁহার অঙ্গ বল্লবীগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কুমপঙ্কে পঙ্কিল অর্থাৎ পঙ্কযুক্ত, সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯ ॥

পুনর্ব্বার গোপীগণ লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন এই স্ফূর্ত্তিতে লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গরেখার রসরঞ্জিত, ভঙ্গুর অপাঙ্গরেখা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহাতে। শ্যাম অরুণিমা-দ্যুতি, মঞ্জরী কি সুমূরতি, যার মুখ সরস ইহাতে ॥

এত কহি প্রতি অঙ্গে, দেখি বাঢ়ে বহু রঙ্গে, ব্রজাঙ্গনা কুচকুম্ভ পঙ্কে। চর্চ্চিত হইল গাত্রে, বেণুনাদে মোহে তাতে, আলিঙ্গন চুম্বনের বন্ধে ॥

এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাঙ্গনাগণ, রাসলীলায় বড়ই লালসা। সেই স্ফূর্ত্তে পুনর্ব্বার, পঢ়ে শ্লোক মনোহর, লীলাশুক তার আপ্ত্যে আশা ॥ ৯ ॥

সখি! হে, সর্ব্ব ত্যজি ভজিব ইহাঁরে। রাসমধ্যে ব্রজ-

---

* অত্র হরনর্ত্তনং ছন্দঃ। সৌ জজৌ ভরসংযুতৌ কথিতমেতৎ "হরনর্ত্তনং" ইতি বৃত্তরত্নাকরপরিশিষ্টে। এতচ্ছন্দসা গ্রথিতং পদ্যং যথা স্তবমালায়াং মুকুন্দ-

অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১০ ॥

য়ামঃ। কীদৃশং বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরং অপাঙ্গরেখাভিরবিচ্ছিন্ননেত্রান্ত-দৃষ্টিধারাভিরভ্যস্যমানং তৃষিতনেত্রান্ত-নল নালিকাভির্গম্ভীরামৃতাব্ধিমিব। কিয়দ্দূরাদাসাদ্যমানং। কিম্বা। বিয়োগভীত্যা দিবসেঽপি নেত্রাগ্রে তৎস্ফূর্ত্তয়ে অভ্যস্যমানং। অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ। নেত্রভ্রুবোরবক্রতা দৃষ্টিধারা ঋজ্বীত্যর্থঃ। অপ্রতিহতাভিরিতি বা। তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরম্পরায়া যো রসস্তেন রঞ্জিতাভির্ভাবিতাভিঃ। কোটিকন্দর্পরসোদ্গারিকাভিরিত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা বাণশ্রেণীভির্লক্ষমিব কটাক্ষধারাভিরভ্যস্যমানং কামরসহিঙ্গুলাদিরঞ্জিতাভিঃ।

দ্বারা নিরন্তর যাহাকে অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নারী, অপাঙ্গরেখার সারি, নিরন্তর অভ্যাসয়ে যাঁরে ॥ ধ্রু ॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গনালিকামত, কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু। পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত, যেন নাহি পায় একবিন্দু ॥

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা। তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা নেত্রান্ত সাজে, নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা ॥

অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরতা, কথনে বক্রতা নাহি যায়। তথা অনঙ্গের রেখা, সে রসে রঞ্জিত দেখা, যারে রঞ্জে এই নেত্রধারা ॥

নেত্রান্তের ভঙ্গিবাণ, মোহে যাতে কোটি কাম, শ্বেতারুণ অঞ্জনরেখায়। রস হিঙ্গুলাদি যেন, বাণ সাজে সুমো-

---

মুক্তাবল্যাং। গর্ব্ববর্ত্তলশর্ব্বরীপতিগর্ব্বরীতিহরাননং ॥

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং

যদ্বা। কীদৃশীভিস্তাভিঃ অপাঙ্গান্তরুণা রেখা যাসাং বাহ্যে রঞ্জনরেখা যাসাং তাভিঃ। অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিত্যর্থঃ। কামশ্রেণীরসভাবিতাভিশ্চ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ১০ ॥

অথ রসিকশেখরত্বাৎ বৈদগ্ধ্যাত্তাসামুৎকণ্ঠাং সম্বর্দ্ধ্য তা হিত্বা তয়া সহ রহো-লীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং শ্লিষ্যতি কামগীত্যাদিবৎ। তাভিঃ সহ বিল-

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসিকশেখরত্ব নিখিলকলার গুণে গোপীদিগের উৎণ্ঠা বর্দ্ধন করত, "তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার সঙ্গে বিলাস করিবেন" এই আশায় ভাবি দোষ সমাধান জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন, লীলাশুক এই ভাবে কহিতে লাগিলেন ॥

যিনি মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীদিগের হর্ষবিলাস

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হন, তেন বাণ পড়ে যার গায় ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলক্ষণ, গোবিন্দের রসিকতা হৈতে। গোপাঙ্গনার বিদগ্ধতা বাঢ়ে অতিশয় তথা, বাঢ়াইয়া উৎকণ্ঠিতা তাতে ॥

তা সবা ছাড়িয়া রাসে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে, রাই সঙ্গে বিলাসের কাজে। সর্ব্ব-সমাধান করে, চুম্বনে আশেষ ধরে, এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল সুখী, রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে। উৎসুক বাঢ়িয়া গেল, শ্লোকবন্ধে প্রকাশিল কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে ॥ ১০ ॥

সখি! হে, এই কান্তিপুঞ্জ মনোরম। আমার হৃদয় মাঝে,

হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রং।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং

সন্তং তমালোক্য তদ্দিদৃক্ষয়া সোৎসুক্যমাহ। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃপুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম হৃদয়ে। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়াৎ হৃৎস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধত্তাং। তদর্থমেতা হিত্বা অনয়া সহ শীঘ্রং তত্র গচ্ছতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যান্তরীয়ে শ্রীরাধাযূথ এবেতি বা। কীদৃশং। তরুণং নবকিশোরং তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং নবকিশোরীণাং হৃৎ অয়তি জানাতি হৃদয়ং। গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ। যদ্বা। তাসাং হৃদঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ। কীদৃশাং। হৃদি বিভ্রমা যাসাং। তথা তরলং নৃত্যগত্যা সর্ব্বসমাধানার্থং চঞ্চলং। তাসামেব তরলং হৃন্নায়ক-নীলমণিবৎ তন্নিকটস্থিতম্বা।

দর্শনে লোলনেত্র ও তরল অথচ তরুণ সেই কোন অনি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চিত্তস্থিত লীলাসাজে, স্ফূর্ত্তিরূপে দিছে দরশন ॥ ধ্রু ॥

রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা কুঞ্জ-লীলাবাড়ি, সঙ্গে লৈয়া রাই সখীবৃন্দ। করু তথা রসকেলি, আনন্দমোহন মেলি তবে মোর নেত্র হয় ধন্য ॥

নবকিশোর নট শ্যাম, নবকিশোরীর কাম, জানে সব মনের বিচার। কিম্বা তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্যময়ে, নানা সুখ করেন প্রচার ॥

চঞ্চল নৃত্যের গতি, সর্ব্ব সমাধান মতি, সর্ব্বনারী জানে মোর কাছে। ব্রজাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে যে নায়কসার, নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে ॥

তথা অতিহর্ষভরে, ফুল্লনেত্রাম্বুজবরে, যার শোভা অতি অদভুত। গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রম অনুভাব, জানা-

তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাং ॥ ১১ ॥ *
নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং

তথা হর্ষেণ বিশালে প্রোৎফুল্ল লোলে নেত্রে চ যস্য। তাসাং হৃদ্যা হৃদিভবা যে বিভ্রমাস্তেষাং হৃদয়ং তদ্রহস্যজ্ঞমিতি বা। বাহেতু প্রকাশতামন্যৎ সমং।১১।

অথান্যা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তাঃ স্তনয়োরধাদিতিবং। কয়াপি হৃদি ন্যস্তং তৎপদকমলং দৃষ্ট্বা সহর্ষলালসমাহ চেতঃ শ্রীরাধায়া ইতি শেষঃ। মদীয়হৃদয়ে অরুণপাদসরোরুহাভ্যামাক্রীড়তামিত্যগ্রেত্বাক্যেঃ। শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং কিমপি

র্ব্বচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন ॥ ১১ ॥

অনন্তর "অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন" দেখিয়া লীলাশুক ইর্ষ্ট হইয়া এই ভাবে লালসার করিতে লাগিলেন ॥

যাহা নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্য লীলার আস্পদ (স্থান) যাহা কমলকাননের বীথী (শ্রেণী) স্থিত গর্ব্বকে অপহরণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

জানাইতে যার নেত্র দূত ॥

এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণে, রাস মধ্যে কৃষ্ণের চরণ। যেন অন্য গোপাঙ্গনা, লৈয়া কৈল সুযোজনা, তাহে বাঢ়ে লালসা গণ ॥ ১১ ॥

অরুণ সরোজ জিনি, পদদ্বন্দ্ব সুলাবণি, সদা স্ফুরু আমার হৃদয়ে। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলাকাজে, অতি-শীঘ্র করাহ উদয়ে ॥ ধ্রু ॥

প্রফুল্ল কমলবন, শ্রেণী বিলক্ষণ, গন্ধ শৈত্য মৃদু মধু

* অত্রাপি উপবৃত্তং ছন্দঃ।

কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাং।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং

তৎস্পর্শজং সুখং কুঞ্জে বহতু। কীদৃগ্‌ভ্যাং কমলবিপিনবীথীনাং তচ্ছ্রেণীনাং পঙ্কেন্দ্রিয়াহ্লাদকানাং শৈত্য-সৌগন্ধ্য-কৌমল-সৌন্দর্য্যমকরন্দালিধ্বনিমত্ত্বাদি-গুণৈর্যো গর্ব্বস্তস্য সর্ব্বঙ্কষে ছেদকে যে তাভ্যাং। তথা নিখিলভুবনে যা লক্ষ্যঃ শোভাসম্পত্তয়স্তাসাং নিত্যলীলাস্পদে কেলিগ্রহরূপে যে তাভ্যাং। তথা প্রকর্ষেণ নমন্তীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশন্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপাদিভ্যো যদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়িস্তয়া গাঢ়াদৃতে যে তাভ্যাং। গাঢ়োদ্ধতাভ্যামিতি পাঠে। তদ্দানে গাঢ়োদ্ধতে যে তাভ্যাং। কিম্বা তয়া সহ রহোলীলান্তে তৎসম্বাহনং কুর্ব্বত্যা মম চেত ইতি। বাহেতু। তাভ্যাং তাভ্যাং কিমপি তৎপ্রাপ্তিসুখং বহতু। বৈকুণ্ঠাদীনামখিলভুবনানাং যা লক্ষ্যাঃ সম্পত্তয়স্তাসাং তাদৃগ্‌ভ্যাং। কিংবা নারায়ণাদিতদংশানাং তৎপ্রেয়সো যা লক্ষ্যাস্তাসাং তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়াধ্যেয়তেন মনস আশ্রয়াভ্যাং। যদাঞ্জয়া শ্রীললিতাচরত্তপ

করেন এবং যাহা প্রণত-জনগণের প্রতি অভয়দান-বিষয়ে প্রগাঢ় প্রৌঢ়ি (সামর্থ্য) শালী ও আদৃত সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শোভা। ইহার যতেক গর্ব্ব, পদশোভা নাশে সর্ব্ব, পঙ্কেন্দ্রিয় করে অতিলোভা॥

বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলামৃতে, না পাইয়া ব্যাকুল সদায়। অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে কত কত, কৃষ্ণপদ তাহার আলয়॥ তথা ব্রজকিশোরিকা, অনঙ্গতাপিতাধিকা, উন্নত উরজে সদা ধরে। সে তাপ নাশিতে অতি, যার হয় প্রৌঢ়মতি, সেই পাদ সম্বাহিব করে॥

এত কহি দেখে পুনঃ, গোবিন্দের নেত্র যেন, রাই

কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং ॥ ১২ ॥
প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং

ইত্যুক্তেঃ। ভক্তানামভয়দানে যা প্রৌঢ়িঃ সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবা স্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ইত্যাদিকাস্তত্রোদ্ধতাভামন্যং সমং ॥ ১২ ॥

অথান্যালক্ষিতদৃগ্‌ভঙ্গ্যা নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তমালোক্য সাশ্চর্য্যহর্ষোৎকণ্ঠমাহ। অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরঃ নঃ সর্ব্বাসাং সখীনাং হৃদয়ে প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং শ্রীরাধিকাবিষকপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু সর্ব্বা আপ্লাবয়ত্বিত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যায়াং শ্রীরাধায়ামিতি বা। লোচনাভ্যাং স্ফুরন্নিতি বা। অত্র

যুগলদ্বারা শ্রীরাধার চিত্ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ লাভ করুক ॥ ১২ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর অলক্ষ্যভাবে নেত্রকটাক্ষে শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা শ্রীরাধার প্রণয়পরিব্যাপ্ত ও শোভাসমূহের আশ্রয়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেলিকুঞ্জ যাইবারে। সঘন প্রেরণ করে, অন্য তাহা নাহি হেরে, প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে ॥ ১২ ॥

সহি হে, প্রাণনাথ কিশোর আকার। প্রফুল্ল লোচনদ্বয়, রাধা প্রতি প্রেমময়, প্লাবি রহু হৃদয়ে আমার ॥ ধ্রু ॥

প্রণয়প্রবাহময়, রাধার বিষয়ে হয়, সে প্রবাহ রহুক হৃদয়ে। তোমা সবার চিত্তে রহু, রাধার হৃদয়ে বহু, গোবিন্দের নেত্র সব সময়ে ॥

প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাং।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং

স্বানুস্বারোচ্চারণং। কীদৃগ্ভ্যাং। শ্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়ৈরেব পরিণতাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং। শ্রীঃ শোভা তদ্ভরস্যালম্বনাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাং। পুনঃ সবিচারমাহ। প্রত্যহং নূতনাভ্যাং। যে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিসুন্দরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সবিমর্ষমাহ। প্রতিমুহুঃ ক্ষণে ক্ষণেঽধিকাভ্যাং প্রণয়শোভাদিভিরুচ্ছলিতাভ্যাং। অদ্যৈব তদানীং যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমধুরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সশঙ্কং। প্রতিপদং পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাং। ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ। অনুরাগস্বভাবোঽয়ং যং সবিষয়ং নবং নবমিত্যনুভাবয়তি। তথাহি। অনুসবাভিনবমিতি তথাপি তস্যাস্ত্যি যুগলং নবং নবমিতি

স্বরূপ, তথা প্রত্যেক পদবিন্যাসেই যাহা ললিত এবং প্রত্যহই নূতন নূতন, অপিচ যাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই অধিক অধিক, সেই প্রফুল্লিত লোচনযুগলদ্বারা এই প্রাণনাথ কিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের (সমস্ত সখীগণের) প্রণয়রসপ্রবাহে বহমান

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ বিচারয়ে মনে, কৈছে সেহ দুনয়নে, প্রত্যহ নূতন হেন লয়। পূর্ব্ব দিনে যে দেখিল, তাহা হৈতে এ লখিল, কভু নাহি দেখি তেঁহ লয়॥

কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা, সুললিত নিমিষে নিমিষে। এখনি দেখিল যাহা, নিমিষ অন্তরে তাহা, অতিশয় মাধুরী বরিষে॥

অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, গোবিন্দের প্রতি অঙ্গগণ। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, ভাগ্যবান্ করে আস্বাদন॥

প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩ ॥

মাধুর্য্যবারিধি-মদাম্বু-তরঙ্গভঙ্গী-

বা। বাহ্যে তু শ্রীঃ সর্ব্বসম্পত্তিঃ তৎকটাক্ষেণৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যং সমঃ ॥ ১৩ ॥

তথা সস্মিতমুখোদ্ভাতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তং তদানন্দোচ্ছলিতং বীক্ষ্য সহর্ষমাহ। ইদমানন্দসংপ্লবং সর্ব্বাপ্লাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং যে মনঃ অনুপ্লাবতাং উন্মজ্জননিমজ্জনাদিভিরত্রৈবাক্রীড়তাং। কীদৃশং। আনন্দোহভিনন্দস্তেনৈব গম্যো যো হাসস্তেন ললিতমাননচন্দ্রবিম্বং যস্য। তথা চন্দ্রাংশুচ্ছলিতো

হইতে থাকুন ॥ ১৩ ॥

অপিচ, "শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখ হইতে নির্গত মধুর হাস্যময় ভাবহারাদিদ্বারা ও শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরিত করিতেছেন" লীলাশুক তাহা দেখিয়া হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন ॥

যাঁহাতে মাধুর্য্যাম্বুধির আনন্দরূপ তরঙ্গমালা বিদ্যমান,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ, অন্তরে আনন্দ অন্য ভাবে। সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাই বারে, দেখি হৃদে সুখ অনুভাবে ॥ ১৩ ॥

সখি হে, এই যে আনন্দসিন্ধু মাঝে। মোর মন নিমজ্জন, উন্মজ্জন অনুক্ষণ, বিহরহু রসলীলা কাজে ॥ ধ্রু ॥

রসকেলি রসমাঝে, শ্যাম নটবর সাজে, চন্দ্রবিম্ব বদনসুষমা। তাতে অতি মন্দস্মিত, রাইর অগম্য রীত, যার সেই হাস্য মধুরিমা ॥

সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু চন্দ্রকান্তি-ঘটা, উছলে মাধুর্য্য-সিন্ধু তায়। তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মদ যত, সমু-

শৃঙ্গারশঙ্কুলিতশীতকিশোরবেশং।
আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্ব-

যো মাধুর্য্যবারিধিস্তত্রোদ্গতা যে কন্দর্পমদাস্তএবাম্বুতরঙ্গা যস্মিন্। তাদৃশশ্চ ভঙ্গ্যা যঃ শৃঙ্গারো বেশরচনঃ তেন সংকুলিতো যুক্তশ্চ শীতঃ সর্ব্বতাপহরশ্চ কিশোরবেশস্তত্রপুর্ষস্য। বেশো বপুষি চেতি কোষাৎ। তত্তরঙ্গভঙ্গ্যৈব শৃঙ্গারো

শৃঙ্গাররসে সঙ্কুলিত ও শীতল, অথচ কিশোর বেশ যাঁহাতে বর্ত্তমান এবং ঈষৎ হাস্যে যাঁহার বদনচন্দ্র মনোহর, সেই আনন্দসংপ্লব অর্থাৎ মহানন্দরূপ জলযান আমার মনোরূপ

দ্রেতে জল সেই হয়॥

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই তরঙ্গের মাতে, মদন অনঙ্গ তার নাম। তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ, সেই মুক্তা জাতি অনুপাম॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ব্ব তাপহরাশেষ, অতি সুশীতল কৃষ্ণ অঙ্গ। শৃঙ্গারতরঙ্গভঙ্গী, তরঙ্গশৃঙ্গার সঙ্গী, সংগলিত-মাধুর্য্য-তরঙ্গ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, আর দেখে মনোরম, সঙ্কেত মধুর বেণুধ্বনি। রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা, রাসমধ্যে শুনি সর্ব্ব জনি॥

যমুনা-নির্ম্মল জলে, প্রফুল্ল কমল ভরে, তাহার নিকট তীরোপরে। প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে, ঝঙ্কারে ভ্রমরাপুঞ্জে, তথা যাইতে কহেন রাইরে॥

দেখিয়া গোবিন্দ রীত, লীলাশুক হরষিত, কহে নিজ সব সখীগণে। অতিশয় শ্লাঘ্য মানি, কহে কৃষ্ণ মর্ম্ম বাণী,

মানন্দসংপ্লবমনু প্লবতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥
অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈ-

বা। তত্তদঙ্গভঙ্গীশৃঙ্গারাভ্যাং সঙ্কুলিত ইতি বা। বাহ্যে সম এবার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথ তৈরগম্যৈঃ সঙ্কেতবেণুনাদাদ্যৈর্নীরজরাজিরাজিতযমুনানীরনিকট-তীর-বানীরকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তং বিলোক্য সম্ভ্রাম্যাহ। পূর্ব্বরীত্যা ঈদৃমোজঃ মদীয়ানাং সখীজনানাং হৃদয়ে তত্তুল্যো রাধায়াং তদ্গত এব বা অরুণ-পাদসরোরুহাভ্যাং আ সমাক্ ক্রীড়তাং। কীদৃশে। আর্দ্রে তৎপ্রেমস্নিগ্ধে। তাভ্যামার্দ্রে বা। বিচ্ছেদপ্রতপ্তহৃদস্তৎস্পর্শেনৈব স্নিগ্ধতোৎপত্তেঃ। তদুক্তং।

সরোবরে ভাসমান হউন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণ অন্যের অবোধ্য বেণুনাদ-প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা পদ্মশোভিত যমুনাজলের নিকটস্থ তীরভূমিতে অশোক কুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া কহিতেছেন—

স্বভাবসুন্দর মুখপদ্মদ্বারা যিনি নিজ বেণুনাদ আস্বাদন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এক শ্লোক করি উচ্চারণে ॥ ১৪ ॥

সখি হে, গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম। আমা সবাকার মনে, রাধিকার সখী সনে, সর্ব্বভাবে করউ ক্রীড়ন ॥ ধ্রু ॥

পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ অম্বুজ সম, অতিস্নিগ্ধ অতিসুকোমল। বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ধরি তাপ নাশে যার তল ॥

বেণুনাদে যা সবারে, বিদ্ধ করে মৃদুস্বরে, তা সবা উরোজ তাপ নাশে। ভুবন আর্দ্রতা তায়, এই হেতু মনে ভয়, ব্যাজ

রাস্বাদ্যমান নিজবেণুবিনোদনাদং।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যা-

তে পদাম্বুজং রুণু রুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়মিতি। তত্র হেতুঃ। ভুবনেতি। ভুবনমেবার্দ্রং যস্মাৎ। বেণুনাদাদ্যৈস্তদার্দ্রয়তীতি বা তথা অব্যাজমঞ্জুলং যৎ কৃষ্ণমুখাম্বুজং তস্য সঙ্কেতরূপভ্রূনেত্রান্তচালননিরক্ষরকথনাদিরূপৈর্মুগ্ধভাবৈঃ সহ শ্রীরাধয়ৈব আস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকঃ বেণোর্বিনোদনাদঃ কাঞ্চনবল্লীসঙ্গিনীত্বমজ্জবনীং বিহায় তা ভ্রমরীঃ মধুপীঃ মধুসূদনস্ত্বাং রময়িতুমেষ্যতীত্যসে নিভৃতমিত্যাদিনিগূঢ়প্রেরণরূপো নাদো যস্য। কিম্বা। তস্যান্তৎপ্রেরণা জ্ঞানজ্ঞাপকতাদৃশমুখাম্বুজভাবৈঃ সহাস্বাদ্যমানো নিজবেণোস্তাদৃশনাদো যেন।

করেন এবং অরুণবর্ণ পাদপদ্ম যুগলদ্বারা উদ্যানশোভা প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভুবনার্দ্রকারী কোন এক অনির্ব্বচনীয় তেজঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ত্যজি হৃদি করু বাসে॥

অব্যাজ মঞ্জুল সার, গোবিন্দ মুখাব্জ তার, ভুরু আর নেত্রান্ত চালনে। নিরক্ষর কথা রূপ, সঙ্কেত-কথন-ভূপ, রাই যাহা করে আস্বাদনে॥

তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা প্রেরণ সান *, রাই বাহিনীর সে সন্ধান। তাতে মুগ্ধ হৈয়া ধনী, সুখী হয় যাহা শুনি, কিবা বেণু পানের বন্ধান॥

বেণু কহে শুন ভৃঙ্গী, কাঞ্চন লতার সঙ্গী, শীঘ্র তুমি করহ গমন। অজবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি, মধুসূদন গেলা সেই স্থান॥

ইত্যাদি নিগূঢ় কথা, কহ যে সঙ্কেত মতা, আকর্ষণ রূপ যার ধ্বনি। কিবা সেই ভাব সনে, রাই-মুখ-আস্বাদনে,

---

* সান—সানযন্ত্র, যাহাতে ক্ষুরাদি অস্ত্র ধারাল করান হয়।

আর্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ ॥ ১৫ ॥
মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।

যাহেতু মম হৃদয়ে প্রকাশতাং হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাশঙ্ক্য সমাদধাতি। তৎপদাজাভ্যামার্দ্রে তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে। অন্যৎ সমং ॥ ১৫ ॥

অথ তজ্জ্ঞাত্বা কুঞ্জগতাং তামন্যালক্ষিতমনুগচ্ছন্তং তং পশ্চাদ্দূরতোঽনুগচ্ছত ইব স্বস্য তন্নূপুরধ্বনিশ্রবণস্ফূর্ত্যা সহর্ষমাহ। বিভোস্তাদৃশালক্ষিত-

---

আমার হৃদয়ে শোভিত হউন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতাদি জানিতে পারিয়া শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে আসিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন" লীলাশুক যেন ঐ গমনে নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইয়াই সহর্ষে কহিতেছেন—

যাঁহার লালিত্য বৃন্দাবনের পথে পথে প্রসৃত হইতেছে,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাদৃশ মুরলী সুমোহনী ॥

জানি সে সঙ্কেত গণে, না দেখিতে অন্য জনে, রাই গেলা সেই কুঞ্জ-মাঝে। তাহা দেখি অলক্ষিতে, কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে, লীলাশুক চলে পাছে পাছে ॥

কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেও স্ফূর্ত্তি মানি, হর্ষে শ্লোক কৈল উচ্চারণ। সেই শ্লোক অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা, যাতে সুখী ভক্তগণ-মন ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ অলক্ষিত, গতির যে প্রভুমত, রাধিকার পাছে পাছে যাইতে। বন্দি সে চরণদ্বন্দ্ব, সকলআনন্দ কন্দ, মাধুর্য্য সকল বৈসে যাতে ॥

যাহাতে বাচাল মণি, মঞ্জীরের রণরণি, শ্রবণে আনন্দময়

ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু ॥ ১৬ ॥
মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভো-

গতিসমর্থস্য তত্তাদৃশং তামানুগচ্ছচ্চরণং বন্দে কীদৃশং। মণিনূপুরাভ্যাং বাচালং মার্গে তচ্চিহ্নানি দৃষ্ট্বাহ। হৃদি যানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সর্ব্বাসু ব্রজবীথিষ্বপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ। কীদৃশানি। ধ্বজবজ্রাদিভির্ললিতানি। বাহার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ১৬ ॥

অথ পদ্মষণ্ডমণ্ডিতযমুনা-নীর-তীর-বানীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাণস্য তস্য

সেই মণিময় নূপুরদ্বারা যেন বাচাল প্রায়, সুতরাং শোভিত শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর "পদ্মরাজি বিরাজিত যমুনার তীরস্থ অশোক-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রসে। এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে, দেখিয়া বিচারে স-হরিষে ॥

এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাহি হন, কিন্তু সর্ব্ব ব্রজপথ ময়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ মান, স্বস্তিক গোষ্পদ চিহ্ন, অর্দ্ধচন্দ্রাম্বুজ যাতে হয় ॥ ১৬ ॥

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, আসি করে নানান বিলাস। দোঁহার নূপুর ধ্বনি, কুঞ্জ-মাঝে তাহা শুনি, লীলাশুক লালসা প্রকাশ ॥

নিজসম-সখী-সনে, রহি কুঞ্জ-বাহ্য স্থানে, সেই স্ফূর্ত্তি মানিয়া অন্তরে। ভাবাবেশে নিজ সুখে, শ্লোকবন্ধে পরকাশে যাহার শ্রবণে মন হরে ॥

এই গোপাঙ্গনাশ্রেণী, তাহার যে শিরোমণি, রাধা সুধামুখী

র্ম্মণিনূপুরপ্রণয়িমঞ্জু শিঞ্জিতং।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যকা-

নূপুরধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ স্থিত্বা শৃণ্বন্নিব সলালসমাহ। বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা রাধা তস্যা বিভোরমণস্য শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনির্মম চেতসি স্ফুরতু। কস্য ভূষণস্যেত্যাহ। মণিনূপুরপ্রণয়কেলিবিশেষেণোর্দ্ধস্থিতশ্রীচরণয়োর্নূপুরোদ্ভব-মিত্যর্থঃ। অতো মঞ্জু মনোহরং। কিম্বা তস্যাঃ প্রণয়শ্চাত্মেন বিদ্যতে যস্যা-স্তৎপ্রণয়ি তচ্চ মঞ্জু মনোজ্ঞঞ্চ তৎ তাদৃশং মণিনূপুরয়োর্যৎ শিঞ্জিতং তৎ। তথা কমলা লক্ষ্মীস্তস্যা বনেচরা যে পদ্মবনেচরা কলিন্দকন্যায়ামাঃ কলহংসাস্তৈঃ কলকণ্ঠকূজিতৈরাদৃতং তৎসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাভ্যাসিতং। তেষাং কলকণ্ঠ-

---

কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন," লীলা-শুক যেন বাহিরে থাকিয়া সখীদিগের সহিত ঐ বিলাসের নূপুরধ্বনি শুনিয়াই লালসান্বিত চিত্তে কহিতেছেন—

যাহা কমলবনে কলিন্দকন্যা যমুনার কলহংসের কণ্ঠকূজনে সম্যক্ প্রকারে আদৃত, সেই বল্লবীপতি শ্রীকৃষ্ণের মণিময়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অতিধন্যা। তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্ব্বানন্দ রসিকেন্দ্র, সদা মোর চিত্তে স্ফুরু রম্যা॥

যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাধিকাপ্রণয় ভণি, যার ধ্বনি শ্রুতি-মনোহর। রাইর মঞ্জীরধ্বনি, গুণে যেই প্রণয়িনী, সে স্ফুরুক আমার অন্তর॥

কালিন্দী কমলবন, চরে যেই হংসগণ, তার কণ্ঠধ্বনি জিনি ধ্বনি। তাহাচ আদর করে, যে মঞ্জীর ধ্বনি বরে, সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী॥

কিম্বা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ-কূজিতগণ, শ্লাঘা করে যেই

কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতং ॥ ১৭ ॥ *
তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং

কূজিতৈঃ শ্রাবিতং বা। বাহে তৎস্ফূর্ত্তোক্তিরর্থঃ সএব ॥ ১৭ ॥

অথ সুরতান্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ কুঞ্জরন্ধ্রে মুখং দত্ত্বা তং পুষ্পতল্পোপর্য্যুপবিশ্য তস্যাঃ শ্রমাপনোদনং পুনর্মদনোদ্দীপনঞ্চ কুর্ব্বন্তং পশ্যন্নিবানন্দোন্মত্ত-

---

নূপুর শিঞ্জিত অর্থাৎ নূপুরধ্বনি আমার চিত্তমধ্যে শোভিত হউক ॥ ১৭ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের সুরত-বিহার শেষ হইয়াছে" জানিয়া লীলাশুক সখীদিগের সহিত কুঞ্জদ্বারের ছিদ্রে মুখ দিয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সর্ব্বক্ষণে। সেই কৃষ্ণ-নূপুর ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি, স্ফূর্ত্তি হব স্বভাব লক্ষণে ॥ ১৭ ॥

অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাড়িল সুখ, জানি ক্রীড়া অবসান কাজ। সখী গণসঙ্গে করি, কুঞ্জরন্ধ্রে মুখ ধরি, দেখে দোঁহা রতিশ্রম সাজ ॥

মৃদু-পুষ্পশয্যা-মাঝে, রাইরে বসাঞা কাছে, করে কৃষ্ণ শ্রম-নিবারণ। রতিশ্রম জলবিন্দু, ভাসিয়াছে মুখইন্দু, করুণায়ে করেন বীজন ॥

মদনোদ্দীপনা পুনঃ, করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন, এই মত আনন্দ মানিয়া। সুধাময় সুবিলাস, মানি মত্ত শুকোল্লাস, প্রকাশয়ে শ্লোক পড়িয়া ॥

সখি হে, এই লীলা অমৃতের সার। মোর সখী রাধিকার, সৌভাগ্য আনন্দ সার, মোদে খেলু অন্তরে আমার ॥ ধ্রু ॥

---

* অত্রাপি "মঞ্জুভাষিণী" বৃত্তং।

কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকং।

স্তমমৃতং মন্যাহ। ইদমমৃতং মম স্বসখীসৌভাগ্যানন্দমদযুক্তে চেতসি খেলতু ঈদৃগেব বিলসতু। অমৃতস্বাদাদপি মধুরসরসঃ স্বাদুঃ প্রিয়ো মনোহরশ্চাধরো যস্য। মধুরং রসবৎস্বাদু প্রিয়েষ্বপি মনোহরে ইতি বিশ্বাং। তথা তরুণে মদন-মদোদ্গারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণেচ বীজনাদিনা তদ্ভ্রমাপনোদনার্থং হৃদ্যা-দ্গতা যা করুণা তন্ময়ে তদুদ্গারিণীচ স্বতো বিপুলে আয়তেচ নয়নে যস্য। অঙ্কনিষণ্ণায়াঃ কমলায়াঃ পূর্ব্বরীত্যা শ্রীরাধায়াঃ কুচকলসোর্ভরেণ স্পর্শাতি-

---

"পুষ্পশয্যার উপরি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধারার শ্রমাপনোদন এবং মদন উদ্দীপন করিতেছেন" ইহা দর্শন করিয়াই যেন আনন্দামৃত অনুভব করত কহিতেছেন—

যাহা অরুণের ন্যায় অরুণ (রক্ত) বর্ণ ও করুণাময় তথা আয়ত (বিশাল) লোচন শোভিত এবং কমলা (রমা) দেবীর কুচকলসের ভারে যাহার পুলক বিপুল হইয়াছে এবং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অমৃত হৈতে সুমধুর, কৃষ্ণের অধরপর, অতি রস সুমাধুর্য্য-ময়। রাধার অধরপানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে, চিত্তে স্ফুরু সেই রসময়॥

তথা সে নয়ন যোগ, তারুণ্য মদন মোদ, উদ্গারিণী সহজে অরুণে। তাতে হেন মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠাম, এই শোভা খেল মোর মনে॥

তাতে রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁখি, সে করু-ণায় বীজন করিলা। সহজে করুণাময়, নেত্র অতিদীর্ঘ হয়, তাতে রাই-মাধুর্য্য দেখিলা॥

দ্বিগুণ প্রলুল্ল দৃষ্ট, অখিল নয়ন ইষ্ট, এইরূপ স্ফুরু

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং

শয়েন বিপুলীকৃতঃ পুলকো যস্য। তথা তচ্ছ্রমাপনোদনং কৃত্বা পুনঃ কেলিলালসোৎপাদনায় মুরলীং মৃদু বাদয়ন্তং তং বীক্ষ্য কৈমুত্যেনাহ। মুরলীরবেণ তরলীকৃতানি মুনীনাং পাদপতিতেঽপি তস্মিন্ মৌনশীলানাং গ্রহিলমানিনীজনানাং মানসনলিনানি যেন কিমুত তাদৃশ্যাস্তস্যা ইত্যর্থঃ। বাহ্যেতু মুনীনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থিরকঠিনানাপি মানসানি নলিনবৎ কোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি

যে মুরলীর রবে মুনিগণের মানসপদ্মকেও চঞ্চল করিতেছে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর চিত্তে। আর এক অপূর্ব্ব দেখি, কহে অতি হৈয়া সুখী, দেখি কৃষ্ণ চাপল্য চরিতে॥

রাইকে লইয়া ক্রোড়ে, কুচ কলসের ভরে, বিপুল পুলক কৈল যার। রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে কেলি লোভ বাঢ়ায় প্রিয়ার॥

করেন মুরলী গান, অতি সুমাধুর্য্য তান, তাহা দেখি কহে পুনঃ আর। যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি, নারে মান দূর করিবার॥

সে সব মানিনী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীস্বন, কি তাহে রাধিকা এ সময়ে। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাথা, শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে॥

সে গানে রাধিকা মন, পুনঃ হৈল দ্রবমাণ, পুনঃ তার কেলি লোভ হৈল। তাহা হেরি শ্যামরায়, বামপার্শ্বে রাধা তায়, দেখি অতি আনন্দ বাঢ়িল॥

কেলিলোভ বাঢ়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, নেত্রে অন্তে নিরিখে রাধিকা। তার শোভা দেখি লীলা—, শুক

মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতং ॥ ১৮ ॥ †
আমুগ্ধমর্দ্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-

যেনেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং ॥ ১৮ ॥

অথ পুনর্জাতকেলিলালসাং তামুত্থায় বামপার্শ্বে বিষণ্ণাং তদর্দ্ধনেত্রান্তেন পশ্যন্তং তং বীক্ষ্যাহ। অসাবেহপানির্ব্বাচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবির্ভবন্তু। কীদৃশঃ। পূর্ব্বতোঽতিমধুরত্বেনারব্ধবেণুরবং যথা স্যাত্তথা আত্তা গৃহীতা

সেই মুরারির মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত মনোমধ্যে খেলা করুক ॥ ১৮ ॥

অতঃপর "কেলি শেষ হইলেও পুনশ্চ শ্রীরাধার চিত্তে কেলি বাঞ্ছা উপস্থিত হইয়াছে" শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়া এবং তাঁহাকে উঠাইয়া বাম পার্শ্বে স্থাপন করত অর্দ্ধমুদ্রিত লোচন দ্বারা চুম্বন করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবেই যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈল চঞ্চলা, শ্লোক পঢ়ে যাতে রসাধিকা ॥ ১৮ ॥

সখি হে, এই ভাবে মোর চিত্তমাঝে। আবির্ভাব করু সদা, নির্ব্বাচ্য না হয় কথা, কোন রসময় মনোরাজে ॥ ধ্রু ॥

পূর্ব্ব হইতে অতিশয়, বেণুগান সুধাময়, যাহা প্রকটিলা শ্যামরায় ॥ মন্মথ-মন্মথ কোটি, রূপে গুণে নাহি ত্রুটি, কিশোরশেখর ব্যক্তি যায় ॥

মঞ্জু অর্দ্ধ নেত্রাম্বুজে, বধূশ্রেষ্ঠা যেহো ব্রজে, তার নাম রাধা সুধামুখী। তার মুখচন্দ্র চুম্বে, পরমলালসা-রূপে, সে

---

† অষ্টাদশাক্ষরো গীতিবিশেষঃ। স্তবমালায়াং মুকুন্দমুক্তাবল্যাং এতদ্বিধং সংস্কৃতসঙ্গীতোপযোগি, নতু কাব্যাদ্যুপযোগি ॥

হর্ষাকুল-ব্রজবধূ-মধুরাননেন্দোঃ।
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে-
রাবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ ॥ ১৯ ॥

কোটিমন্মথত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্ত্তির্যেন। তথা আ সম্যক্ মুগ্ধং যথা স্যাত্তথার্দ্ধনয়নাম্বুজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলায়া ব্রজবধ্বাস্তচ্ছেষ্টায়াস্তস্যা মধুরাননেন্দুর্যেন। বাহ্যে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি কোটি কোটি মন্মথ মোহন ও অর্দ্ধ মুকুলিত লোচন-প্রান্তদ্বারা হর্ষাকুলা ব্রজবধূ অর্থাৎ শ্রীরাধার সুমধুর মুখ-চন্দ্রকে চুম্বন করিতেছেন এবং আরব্ধ বেণুরবে যাঁহার কিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হউক ॥ ১৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভার স্ফুরুক চিত্তে থাকি ॥

এ রূপে রাইর মনে, বাঢ়ে কেলিলোভগণে, তাহা দেখি ব্রজযুবরাজ। রসিকশেখর গুণে, পুনঃ রাধিকার মনে, বাঢ়াইছে সে লোভ অব্যাজ ॥

রাস স্থানে গন্ত মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে, কোন ছদ্ম করিয়া গোবিন্দ। রাইর উৎকণ্ঠা চেষ্টা, দেখিতে মনের ইষ্টা, তাহা লাগি এই পরবন্ধ ॥

গোবিন্দ রোধন রাই, দেখি অতি সুখ পাই, লীলাশুক কহে সখীগণে। কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, লীলাশুক কহে সেই, শুন সব করি এক মনে ॥ ১৯ ॥

কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্লমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।

অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরত্বাৎ পুনস্তামত্তুদ্দীপয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং তং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছদ্মনা তদুত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্ট্বাহ। বিভোস্তত্তৎকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশয্যোত্থিতস্য মম মানসে স্ফুরতু। ভাবেক্তঃ। কীদৃশং পূর্ব্বকৃতলীলাবিশেষপরিবর্ত্তনেন তয়া পরিহিত-পীতাম্বরস্য তেনাকর্ষণাত্তয়া রোধনাচ্চ দ্বয়োঃ করৈর্নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্। অতঃ কলকণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্। পূর্ব্বং স্রুতাপি ক্লমেন প্রকর্ষেণ স্রুতা বিলুলিতাস্তস্যাশ্চূড়াহেন তস্য বেণীত্বেন বদ্ধাঃ কুন্তলাঃ যস্মিন্। অতো

অনন্তর "রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখিয়া তাহার উদ্দীপনার্থ উৎকণ্ঠিত এবং রাসস্থানে যাইবার ছলে শ্রীরাধাকে উঠাইতেছেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে বারম্বার যাইতে নিষেধ করিতেছেন" লীলাশুক এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াই যেন কহিতেছেন ॥

যাহাতে কঙ্কণ মধুর কণ শব্দ করিতেছে, পীত বসন করে অবরুদ্ধ হইতেছে, ক্লান্তিজন্য কুন্তল ইতস্ততঃ প্রসৃত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মদনকেলি শয্যোত্থান, মোর চিত্তে অবিরাম, স্ফূর্ত্তি হউ অতি দীপ্তি রূপে। সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ্র অঙ্গী বিভু, মন রহু এই সুধাকূপে ॥

কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে, কোন রসে বেশ ফিরাইয়া। নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেম ধাম, রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া ॥

সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তে, করে ধরি

পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাবস্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতং ॥ ২০ ॥ *

গলিতে স্রংসিতে তয়োর্বহির্ভূষে তত্র তস্যাশ্চূড়ায়াঃ বর্হং তস্য বেণীমূলে বতংসং রত্নসকলং জ্ঞেয়ং। তথা প্রকৃত্যা স্বভাবেন দ্বয়োশ্চাপলং যস্মিন্। অতঃ পুনঃ প্রণয়িনীভুজাভ্যাং কান্তকণ্ঠস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্। তয়া বস্ত্রং ত্যক্ত্বা কণ্ঠে গৃহীত্বা তল্লে উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ। যদা। প্রকৃষ্টাকৃতিঃ স্তনাধরাদিগ্রহণং তত্র চাপলং কৃষ্ণস্য যত্র। অতঃ প্রোদ্যৎকুট্টমিতাখ্যানুভাবেন প্রণয়িনীভুজাভ্যাং অবিরোধিবাহুঃ যথা তথা কৃষ্ণকরয়োর্যন্ত্রিতং যত্র। তল্লক্ষণং। স্তনাধরাদিগ্রহণে স্বংপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ বহিঃ। ক্রোধব্যাপিত্বং প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈরিতি।

হইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বভাববশে চপল এবং যাহা প্রণয়িনীর ভুজদ্বয়ে আবদ্ধ, সেই প্রাতঃকালীন মদনাবেশ বশতঃ শয্যোত্থান-লীলা আমার মানসে নিয়ত স্ফূর্ত্তি হউক ॥ ২০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করে আকর্ষণ। ধ্বনি তাহা নাহি ছাড়ে, পীত বাস দুঁহু করে আকর্ষিতে ঝঙ্কারে কঙ্কণ ॥

কেলিক্রমে গলিয়াছে, দুঁহার দুকূল পাছে, গোবিন্দের বেণী রাই চূড়ে। চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, বেণীতে রত্নের গুচ্ছ, খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥

প্রকৃতি চঞ্চল দুঁহু, মুখে হাস্য লহু লহু *, পুনঃ রাধিকার ভুজ লৈয়া। নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যাম, শোভা হৈল অনুপাম, তেহোঁ কণ্ঠ ধরে বস্ত্র থুঁয়া ॥

---

* অত্র পৃথ্বী ছন্দঃ। "জসৌ জসজলা বসুগ্রহযতিশ্চ "পৃথ্বী" গুরুঃ। যথা—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ॥

† লহু লহু—লঘু লঘু ॥

স্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং

মহঃ স্ফুরতু ইতি পাঠে কেলিশয্যোত্থিতং মহঃ স্ফুরতু ইতি। বাহ্যে তু স্ফূর্ত্যা তথৈবোক্তং। নিশান্তে রময়া শয্যোত্থানমিতি কেচিৎ॥ ২০॥

পুনর্বিলাসারম্ভং দৃষ্ট্বা সখীভিঃ সহ দূরং গত্বা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ কুঞ্জমাগত্য বহিঃ সখীনাং নূপুরাদিধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নর্ম্মশুশ্রূষয়া

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনশ্চ বিলাসারম্ভ হইয়াছে" জানিয়া লীলাশুক সখীদের সহিত দূরে গিয়া এবং লীলার শেষ জানিয়া পুনশ্চ কুঞ্জে আসিয়া বাহির হইতেই গোপীদের নূপুরাদির শব্দ শ্রবণ করত দেখিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত শ্রীরাধার পরিহাস শুনিতে কপট ভাবে সুপ্ত আছেন" লীলাশুক যেন এই ভাবে দর্শন পাইয়াই বর্ণন করিতেছেন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের শ্রবণ-মধুর পরস্পর বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কপট নিদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সমস্ত কথা শ্রবণে কিছু কিছু হাস্য প্রকাশ পাইলেও তাহাকে অল্পে অল্পে নিরুদ্ধ করি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বসিলেন পুষ্পশেষে, শোভাতে ভুবন মজে, কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায়। এই কেলি শয্যোত্থান, শোভা স্ফুরু হৃদি স্থান, এ যদুনন্দন দাস গায়॥ ২০॥

এই মতে দুই জন রতিকেলিরসে। আরম্ভিলা দেখি লীলাশুক মনোল্লাসে॥ সখী সনে অন্য স্থানে গেলা শীঘ্রগতি। পূর্ব্ব রঙ্গ দুই সঙ্গ আলপয়ে অতি॥ কেলিকাম অবসান জানি পুনর্ব্বারে। শীঘ্রগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে॥

প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমং।

কপটসুপ্তং কৃষ্ণমালোক্য সবিতর্কমাহ। ভগবতঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যাদিশ্রীযুক্তস্যাস্য ব্রজবধূনাং লীলয়া যন্মিথোজল্পিতং তৎ শ্রোতুং মিথ্যাস্বাপং কপটশয়ানং উপাস্মহে পশ্যামঃ। কীদৃশং জল্পিতং। তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ। অয়ি কিমস্মান্ হিত্বা পুন্নাগসুমনোহরণায় একাকিনী বনে প্রবিষ্টাসি দিষ্ট্যা বনে বকান্তেন পরাভবো ন জাতঃ। অয়ি শ্রুতং সুদ্যুম্নশিখণ্ডিভ্যামত্রাগতং তয়োর্বিদ্যা

তেছেন এবং কখনও বা প্রেমবশতঃ অঙ্গের লোমাঞ্চসকল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাই অতি সূক্ষ্মমতি নূপুর শুনিয়া। কুঞ্জবাহে সখী সহ মিলিলা আসিয়া॥ সখীসনে নর্ম্ম ভণে রাই তা শুনিতে। নিদ্রাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শতে॥ তাহা দেখি হৈয়া সুখী লীলাশুক রঙ্গে। তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে॥

নবব্রজবধূগণে, মৃদুবাক্য অনুপমে, কহে লীলা পরিহাস কথা। শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ দেখিব সর্ব্বথা॥ সেই ব্রজবধূবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী, যাতে কর্ণ মন হরি লয়। এমতি মধুরবাণী, কৃষ্ণ যাহে সুখ মানি, শুনিতে কপটে শ্রুতি রয়॥

রাই প্রতি কহে সখী, শুন অহে সুধামুখি!, কেনে তুমি আমা সবা ছাড়ি। একা বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ সুমনো নীতে *, শীঘ্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী॥

ভাগ্যে বনরক্ষি-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে, পরাভব না হইল তায়। শুনিল সুদ্যুম্না আর, শিখণ্ডির সমাচার, এথা তার আগমন হয়॥

কিশোর কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই, সুদ্যুম্না

* পুন্নাগ সুমনো নীতে অর্থাৎ পুন্নাগ পুষ্পচয়ন করিতে॥

শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং

চ ভবদ্ভ্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যং। ইত্যাদি সখীনাং নর্ম্ম শ্রুত্বা স্তোকস্তোকমল্পাল্পং তেন রুদ্যমানং মৃদুলং প্রসান্দি প্রকর্ষেণ বিকসচ্চ মন্দস্মিতং যস্মিন্॥ আ ভোঃ শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্য্যাঃ সত্যং আত্মবং কলঙ্কিনীং কর্ত্তুং দৃগ্‌ভঙ্গিনাস্য হস্তেন মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মদ্ধর্ম্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা নিদ্রয়ালিঙ্গিতেঽস্মিন্ যুষ্মদাগারে একাকিনা শিখণ্ডিনাগতোঽহং। হঃ ম কৃষ্ণস্বংসখীগণাধিষ্ঠিতং কুঞ্জে সখ্যা সুদ্যুম্নেন সহাহমাগমং ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য মত্তো

আবৃত করিলেও অবাধে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, এতাদৃশ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা। দোঁহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম-সুখী, বিদ্যাভ্যাসে কৈল কুঞ্জে যাঞা॥

করিলা বিহার দোঁহে, আপনি দেখিলে অহে, তা সবার স্থান যত্ন করি। এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস, অল্পে অল্পে রোধে সুখ ভরি॥ তা সবার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ। তোমরা শিখিলা বিদ্যা, শিখণ্ডী সুদ্যুম্ন পদ্মা, তাতে গুরু হৈলা সর্ব্বজন॥

করিতে কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে, তুমি সবে কৃষ্ণ ধৃষ্ট করে। আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্যস্থলি, ছদ্ম বাক্য কহ পুনঃ মোরে॥

সদ্ধর্ম্ম রক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর, কৃষ্ণচন্দ্রে আসি কৈল কোলে। তবে-মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখণ্ডিনী, পূর্ব্বাহ্নিক কহিল আমারে॥

কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী, গণসঙ্গে হৈয়া সুখী, সর্ব্ব বিদ্যা শিখে দুঁহু স্থানে। আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহ-

মিথ্যা স্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ॥ ২১ ॥

মদ্বিদ্যা গৃহীতা তেন তেন চ মৎসখ্যঃ সংপ্রতি তদ্বিদ্যানৈপুণ্যপরীক্ষার্থমাগতো-হহং। তাভিস্তদ্দীক্ষার্থং প্রার্থা প্রেষিতোঽস্মি তথা কুর্ব্বিতি শ্রুত্বা যুষ্মাসু সরুষা ময়াভর্ৎসিতোঽসৌ গুরুর্গতস্তন্মদনপেক্ষকাভির্দুর্ম্মুখীভির্যুষ্মাভিঃ সহ সংলাপো-ঽপি ময়া ন কার্য্য ইতি। তদ্বাক্যং শ্রুত্বা প্রেমোদ্ভেদেন নিরর্গলাঃ যত্নৈরপি নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রসৃমরাস্তস্য রোমোদ্গমা যস্মিন্। বাহ্যে তু তস্য শ্রোতুস্য

মুরারির মিথ্যা স্বপ্ন অর্থাৎ কপট নিদ্রাকে আমি নিয়তকাল সানন্দচিত্তে স্মরণ করি ॥ ২১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চরী বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে ॥

তেঞি আমি আইনু তথা, তুয়া সখীগণ যথা, তারা মোরে বহু যত্ন করি। পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে, দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥

এই বাক্য শুনি তার, রোষচিত্ত যে আমার, অনক ভর্ৎসনা কৈল তারে। বহু দুঃখী হৈয়া পাছে, গেলা আপনার বাসে, তোমরা বলহ গুরু যাবে ॥

তস্মাৎ † অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোর, দুর্ম্মুখী তোমরা সব সখী। সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন পরবন্ধে, আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেমোদ্ভেদ হৈল নিরগলা। যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে প্রতি অঙ্গে ফুল্ল রোমমালা * ॥

---

† তস্মাৎ—সেই জন্য। প্রাচীনকালে বাঙ্গালাপদ্যে অবিকল সংস্কৃত পদ কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইত ॥ * ফুল্ল রোমমালা—লোমাঞ্চসমূহ ॥

বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিবালা-

মনো হরতি। তথাহি অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়াং। অন্যৎ সমং॥ ২১॥

অথ রাসেত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুত্রেতি জ্ঞাত্বা তত্রৈব চম্প-

---

অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলেন, সম্প্রতি "তাহারা কি আসিয়াছে"? এই আশঙ্কায় "তাহারা কোথায়?" এইরূপ করিয়া চম্পক পুষ্প আঘ্রাণ করত "তাহারা শীঘ্র আসুক" সখীদিগের প্রতি এই আদেশ করিলে, বহির্ভাগে থাকিয়া লীলাশুকের সখীভাবে ঐ নিজাভীষ্ট সেবারূপ আনয়নাদি কার্য্য করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন, তার লাগি সব সখীগণ। লীলাশুকে কহে বাণী, শীঘ্র যাহ বাহে তুমি, তারা কোথা জান বিবরণ॥

যাঞা পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি, শীঘ্র এথা কর আগমন। এই মত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে শুনি, আনন্দিত হৈল নিজ মন॥

সখীর বচন ধরি, বাহ্য গন্ত মনে করি, দুই তিন সখী লইয়া সঙ্গে। কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি, কহে কিছু নর্ম্মের তরঙ্গে॥

সে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া দেখ যেবা, কহে সব সখীগণ মাঝে। সখী স্নেহামৃতপাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে॥ ২১॥

বিচিত্রা বলিত যুত, শোভা অতি অদভুত, রাধিকার

স্তনান্তরং যামি বনান্তরং বা।

কাদিপুষ্পাণ্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রিসখীভিঃ সহ বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাপ্ত্যা স্বস্য সখীস্নেহাধিকসখীত্বাৎ সবিচারমাহ। তেনৈব কুঞ্জে ভূষিতত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিনৌ যৌ বালায়াঃ কিশোর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেবান্তরে হৃদি যস্য তং। তয়া সহ রমমাণং কৃষ্ণং বা যামি তন্নিকটে তিষ্ঠামি। পুষ্পাদ্যর্থং বনান্তরং বা যামি। বৃন্দাবনরূপং কৃষ্ণং

অধিক প্রেম হইয়াছে" গ্রন্থকার যেন এই ভাবেই কহিতেছেন॥

সুন্দর স্তনশালিনী গোপাঙ্গনাদিগের স্তনব্যবহিত ও বিচিত্র পত্র এবং অঙ্কুরাদি পরিশোভিত বনান্তরে (বৃন্দাবনেই) গমন করি, কারণ, বৃন্দাবনের ভূমিপ্রদেশে গোপাঙ্গনা-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কুচমধ্যস্থলে। রমে সেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ, যাব কি তাহার রম্য স্থানে॥

কিম্বা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি আহরণে, উপাসনা করিব রাধার। বৃন্দাবন মাঝে যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার, তাহা বিনু না দেখিব আর॥

অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে, উপাসনা কি করিব আর। এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে, কহে অর্থ অতিশয় সার॥

বন যাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ, কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে। হে সখি! দুঃখিতাগণ, রাসে ত্যাগী যতজন, সুখী করি সঁপি কৃষ্ণ করে॥

এই মত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, পুনঃ কহে

অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্য-

আদত্তে বশীকরোতি তদ্বৃন্দাবনং। পাদং দায়াদবৎ তাদৃশং লাস্যং যস্য তং শ্রী-বৃন্দাবনেশ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যং অপাস্য অন্যং উপাস্যং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপাস্মহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথমমাগতত্বাৎ। তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায় হে সখি দুঃখিতাঃ এতাঃ গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গময্য সুখয়াম। ইত্যনাসখীনাং বচঃ শ্রুত্বা সমস্নেহ-সখীগুণমাশ্রিত্য সনিশ্চয়মাহ। কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃকেলিত্বাদ্বিচিত্রাঙ্কুরশা-লিন্যো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিয়োগ-নীরস-পাণ্ডুচ্ছবীনাং স্তনমেব স্তনশর-দভ্রস্তনিতমিব বিলপনধ্বনিস্তং বা যাম তন্মধ্যে বা পতাম। কিম্বা। পুষ্পাণ্যা-হর্ত্তুং বনান্তরং বা যাম। তন্নবীনযুবদ্বন্দ্বমিতি বক্তুমুদ্যতঃ। পথি তয়োঃ পাদ-চিহ্নান্যালোক্যাহ। বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং যুবদ্বন্দ্বরত্নং ত্যক্ত্বা অন্যমুপাস্যং সেবাং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপাস্মহে। অয়োর্লক্ষণং। কৃষ্ণা-দল্পমাধিক্যং যাসাং তাসাং সখীনাং স্নেহঃ তাঃ সখীস্নেহাধিকা ইতি। কৃষ্ণে সখ্যাঞ্চ সমস্নেহাং সমস্নেহা ইতি। বাহ্যে তু। মূর্চ্ছিতং পথি পতিতং দৃষ্ট্বা অয়ে স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাস্তর্যামিতয়া সর্ব্বত্রাস্তে তথা বিঠ্ঠলশ্রীরঙ্গাদি-রূপশ্চ ত্বয়া দৃষ্টএব তমেব স্মর পশ্য বা। ইত্যাশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রতি স্বনি-শ্চয়মাহ। তাদৃশবালাস্তন্মধ্যং বা যামঃ। মহাবিষয়মগ্নাভবাম ইত্যর্থঃ। বনা-ন্তরং বৃন্দাবনমধ্যং। কিম্বা। স্বস্য বৃন্দাবনাযোগ্যত্বাদ্বনান্তরং বা যাম। তাদৃশং

দিগের নৃত্যকালীন পদচিহ্ন পরিত্যাগ করত অন্য কোন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সমস্নেহ মত। রাসে কৃষ্ণত্যক্ত নারী, চিত্রপত্রাঙ্কুর শালী বিলাপ বৈবর্ণ্যগণ যত ॥

তার মধ্যে যাব কিম্বা, পুষ্প আহরিব কিবা, মনমধ্যে করিব প্রবেশে। যুবদ্বন্দ্বরত্ন বিনা, অন্য নাহি উপাসনা, এই নিষ্ঠা মোর হৃদি দেশে ॥

এতেক কহিতে পথে, দেখে পদচিহ্ন তাতে, রাধাকৃষ্ণ একত্র ঘটনা। এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মহোহর,

মুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াম ॥ ২২ ॥
সার্দ্ধং সমুদ্ধৈরমুতায়মানৈ-

তমপাস্যেতি পূর্ব্ববৎ। অত্র বিচিত্রপত্রাঙ্কুরপাণীতিস্তনযনয়োর্বিশেষণং। বৃন্দাবনেতি বিশেষ এব তাৎপর্য্যাদিবিশেষোক্তিঃ ॥ ২২ ॥

অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎকুঞ্জমাগচ্ছন্তমাত্মানং জানন্ পথি

কোন উপাস্য বস্তু কিন্তু আমার নয়নগোচর হয় না ॥ ২২ ॥

অতঃপর "পুষ্পাদি আহরণপূর্ব্বক পুনশ্চ কুঞ্জে আসিতেছে এবং পথমধ্যে স্বাধীন ভর্ত্তৃকার ন্যায় গর্ব্ব, মান, ঈর্ষা প্রভৃতির উদয়হেতু, রসোৎকণ্ঠা আচ্ছন্ন হইল, এবং পরস্পর দুর্লভ বোধ করিয়া কৃষ্ণই লুক্কায়িত হইলেন," তৎকালে শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া যে বিলাপ করিয়াছেন, এই ভাব আত্মাতে আরোপ করত লীলাশুক যেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই কহিতেছেন ॥

যাঁহার মুরলীনিনাদ ব্রহ্মাণ্ডভেদপূর্ব্বক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥

এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ। শ্রীলীলাশুকের বাণী সুধাময় ঠাট ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধ ইহার অর্থ অন্তর্দ্দশা এক। দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দ্দশা বাহ্যে তিন রেখ ॥ এইরূপে লীলাশুক সখীগণ-সঙ্গে। দিব্য পুষ্প মাল্য আদি গাঁথিলেন রঙ্গে ॥ তাহা লৈয়া সখী-সঙ্গে ফিরি কুঞ্জে আইসে। এই মত জানে তেহোঁ মনের বিলাসে ॥ এথা রাই কৃষ্ণ-সনে কৈলা নানা লীলা। স্বাধীনভর্ত্তৃকা আদি বহু সুখ পাইলা ॥ তাহা গর্ব্ব আর মান উপ-

রাতায়মানৈর্মুরলীনিনাদৈঃ।

অত্যন্তস্বাধীনভর্তৃকতয়া সৌভাগ্যগর্ব্বমানাভ্যাং রসাস্বাদকোৎকণ্ঠায়হিতাভ্যাং রসপোষকান্যোন্যদৌর্লভ্যরাহিত্যেন পর্য্যুষিতরসামিব তাং স্বক দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্দ্ধনায় তদুৎকণ্ঠপ্রলাপশ্রুতয়ে চ কুঞ্জান্তরিরোহিতে রসিকশেখরে তমন্বেষ্টুং বহির্নির্গতয়া সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধায়া মিলিত্বা তমন্বিষ্য ভ্রমন্তীনাং তাসাং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা প্রলপিতশ্রবণোদ্গতায়াঃ স্বস্য বাহ্যান্তর্দশাদ্বয়েঽপি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপমেবানুবদন্নাহ ত্রয়স্ত্রিংশতা শ্লোকৈঃ। অত্রার্থোঽয়মনুসন্ধেয়ঃ। উক্তঞ্চ। সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ। তত্রচ। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে। বিপ্রলম্ভোঽপি চতুর্দ্ধা। পূর্ব্বরাগো মানঃ প্রেম-

---

হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণ কালে যাহা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

জিল। রসের উৎকণ্ঠা-গণ রহিত হইল॥ অন্যোন্য দুর্ল্লভ বিনে রস পুষ্ট নহে। পর্য্যুষিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়ে॥ অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ-যাতনা। তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা॥ রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়াঞা। উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা হৈল হিয়া॥ তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ লুকাইলা। তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা॥ কৃষ্ণ অন্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া। গমন করেন কুঞ্জ বাহির হইয়া॥ সেই সঙ্গে লীলাশুক নিজ সখী লৈয়া। রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণদরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই। তাহা শুনি লীলাশুক দুঃখ বহু পাই॥ বাহ্য আর অন্তর্দ্দশায় মন বসাইয়া। প্রলাপানুসারে তাহা প্রলাপয়ে ইহা॥ তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে জানিবে। রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণো-

মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং

বৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চেতি। প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্বভেদেন দ্বিধা। বুদ্ধিপূর্ব্বোঽপি কিঞ্চিদ্দূরসুদূরগমনাদ্দ্বিধা। তত্র কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসাখ্যবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্না দশ দশাঃ স্যুঃ। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশেতি। এতাস্তত্তৎশ্লোকে যুব্যাখ্যাসাস্তে। তত্র। সার্দ্ধমিত্যাদিভিশ্চিন্তা। অধীরমিত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ। ত্বচ্ছৈশবমিত্যাদিভিরুদ্বেগঃ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মৃতিঃ। হে দেবেত্যাদিভিশ্চোন্মাদঃ। আভ্যামিত্যাদিভির্গ্লানিলক্ষণং তানবমিতি। তত্র প্রথমং নিজাশ্বাসনপরসখীঃ প্রতি তাসাং তদ্দর্শনচিন্তোৎ-

---

অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আর যিনি নিখিল অমৃত-

দ্দেশে সবে ॥ এইরূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার। বিপ্রলম্ভ মত আর খ্যাত পরকার ॥ বিপ্রলম্ভে চারিমত পূর্ব্বরাগ মান। প্রেমবৈচিত্ত্য আর প্রবাস আখ্যান ॥ সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বল প্রচার। বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্ব আখ্যান যাহার ॥ বুদ্ধিপূর্ব্ব দুই রূপ খ্যাত শাস্ত্রমত। কিঞ্চিদ্দূর সুদূর গমনখ্যাত যত ॥ এইত প্রবাস হয় কিঞ্চিদ্দূর নাম। এই বিপ্রলম্ভ হয় বিরহ বিধান ॥ তাহাতে রাধিকা আদি সব সখীগণে। দশদশা উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে ॥ চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগতানব। মলিন প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব ॥ মোহ মৃত্যু আদি করি এই দশ দশা। রাধিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা ॥ তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা। কৃষ্ণ দরশন কাযে চিত্তোৎকণ্ঠা হৈলা ॥ আস পাশ সব সখী ললিতাদি করি। তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি ॥ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলাশুক এথা। সেই সব ভাব মত কহে সেই কথা ॥

বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে ॥ ২৩ ॥

কণ্ঠয়া প্রলপিতমনুবদন্নাহ তন্নাদমুরলীনিনাদৈরিতি সার্দ্ধং। তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে। তন্নাদমুদ্গিরন্তং তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ। সমৃদ্ধৈঃ। তানবমূর্চ্ছনাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্টৈঃ। অমৃতবদাচরতীতি তথা তৈঃ। আতায়মানৈঃ স্বমাধুর্য্যেণ ব্রহ্মাণ্ডং নির্ভিদ্য বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তপ্রসরণশীলৈঃ। লক্ষ্ম্যা অপ্যাকর্ষণাৎ। তদুক্তং। রুন্ধন্নম্বুভৃত ইত্যাদৌ, ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিতি। কীদৃশং তং। মধুরাকৃতীনাং মূর্দ্ধাভিষিক্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং

ময়ী আকৃতির মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ মহারাজ স্বরূপ সেই মাধুর্য্যরাজ বালক অর্থাৎ কিশোরকে কবে আমি অবলোকন করিব ? ॥ ২৩ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এইত শ্লোকের এই কহিল আভাস। এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ ॥ মুরলীর নাদ সঙ্গে কিশোর শেখর। কবে নিরখিব আমি শ্যামল সুন্দর ॥ তানব মূর্চ্ছা আদি গান সমৃদ্ধ সহিতে। মাধুর্য্য পুষ্টতা যার অমৃত চরিতে ॥ অতি দীর্ঘধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়। যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ যা'ঞা লক্ষ্মী আকর্ষয় ॥ মধুর আকার যত আছে ত্রিভুবনে। তার শিরোধার্য্য রূপ সর্ব্বমনোরমে ॥ অন্তর্দ্দশার এই কৈল প্রকটনে। স্বান্তর্দ্দশার অর্থ এবে শুন করি মনে ॥ সখীভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে। কবে সে দেখিব শ্যামকিশোর মোহনে ॥ মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্য্যের সীমা। রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা ॥ সে শব্দে সঙ্কেত বাণী কহেন রাইরে। কবে তাহা শুনি সুখী হইব অন্তরে ॥ স্বান্তর্দ্দশার এই অর্থ বাহ্য দশা আর ॥

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ

তৎপ্রেরকসঙ্কেতমুরলীনিনাদমুদ্গিরন্তং তমিতি। অন্যাং সমং। বাহ্যে তু। আশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। সএব ॥ ২৩ ॥

অথ পুনর্মুহুস্তীনাং করুণার্দ্রোঽসাবধুনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছতেতি। সখীভিরাশ্বাসিতানাং তদ্দর্শনবহ্নিজ্বালাবলীঢ়নেত্রাণাং তাঃ প্রতি তথোক্তিমনুবদন্নাহ। নু লো সখ্যঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং দৃশোর্যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি। কীদৃক্। শিখিপিঞ্ছৈরা-

---

অতঃপর "সকল সখী কৃষ্ণদর্শনাভাবে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দর্শন দিবেন, খেদ করিওনা" এইরূপ সখীর আশ্বাসবাক্যে অন্য সখীগণ তাহার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব বোধ করিয়া ক্রোধযুক্ত নেত্রে আশ্বাসকারিণী সখীদিগকে কহিতেছেন" লীলাশুক ঐ ভাব আত্মায় আরোপ পূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

হে সখি! ময়ূরপিচ্ছধারী বালক অর্থাৎ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সঙ্গী প্রতি কহে সেই ভক্তি অর্থ সার ॥ কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে। শিরোধার্য্য হয় যেহ মাধুর্য্যের গণে ॥ অমৃত মুরলীধ্বনি সমুদ্ধের সনে। কবে সে দেখিব শ্যাম মদনমোহনে ॥ এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন। এইমত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকে ক্রম ॥ অন্তর্দ্দশার অর্থ এথা কহিব বিবরি। সংক্ষেপে জানিহ দুই অর্থের চাতুরী ॥ ২৩ ॥

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, গোবিন্দের বিরহ বেদনে। তাহা দেখি সখীগণ, কহে কৃষ্ণ এই ক্ষণ, তোমাকে তোষিবে দরশনে ॥ খেদ না বাড়াহ সখি।

শিখিপিঞ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-

ভরণং মৌলির্যস্য। কীদৃশেন তেন বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশং যৎ স্মিতং তস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা মৃদুনা। স্বান্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণহর্ষজতাদৃশস্মিতস্যান্যতো

কবে আমার লোচনযুগলকে বিগলিত মধুধারা সম্বলিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখি তোমা সবে দুঃখি, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর মনে। এই আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা, নেত্রজ্বালা কৃষ্ণ অদর্শনে॥

তা সবাকে ধনী কহে, বিরহবেদনাচয়ে, সেই কথা লীলা-শুক কহে। কহিল আভাস এই, এবে শুন শ্লোক যেই, অর্থ-গণ সুধা সব হয়ে॥

সখি হে! শ্যামধাম কিশোর শেখর। দেখাইয়া মুখচন্দ্র, দিবে মোরে সুখানন্দ, নেত্র কবে করিবে শীতল॥ ধ্রু॥

শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহর, যাতে গলে মধু-দ্রবধার। স্মিতভঙ্গী মৃদু অতি, মাতায় যুবতিমতি, হেন মুখ-চন্দ্রশোভা যার॥

এই অন্তর্দ্দশা অর্থ, শুন স্বান্তর্দ্দশা অর্থ, লীলাশুক মনে যাহা লয়। রাধিকা প্রেরণ সার, এই স্মিতমনোহর, কবে সে জুড়াবে নেত্রদ্বয়॥

বাহ্যে সঙ্গী প্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্রময়ে, তাতে মৃদুস্মিত মধুদ্রবে। শিখিপিচ্ছভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ, সুশীতল করিবেন কবে॥

ওথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক্ পৃথক্ রীতে, গোবিন্দ প্রার্থনা করে সবে। তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,

স্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা ॥ ২৪ ॥
কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন,
তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন।

যন্মুদ্রণং গোপনং তেন মৃদুনা। অন্যৎ সমং। বাহেতু পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪ ॥

অথাত্যুৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বচোঽনুবদন্নাহ। হে কৃষ্ণচন্দ্র কারুণ্যেন কর্ব্বুরং চিত্রং যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন মে লোচনং শিশিরীকুরু করুণরসস্য চিত্রবর্ণত্বাৎ কর্ব্বুরত্বং। কীদৃশেন তারুণ্যসম্বলিতং শৈশবকৈশোরং তস্য বৈভবেন সম্পদ্রূপেণ তথা ভুবনমপ্যাপ্লুষ্টতা সম্যক্ স্থলীকুর্ব্বতা। তথা অদ্ভুতবিভ্রমো বিলাসো যস্য তেন। শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপকত্বেন

স্বীয় মুখচন্দ্রদ্বারা শীতল করিবেন ॥ ২৪ ॥

অতঃপর "অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন" এই বাক্যের অনুবাদ করিয়াই যেন গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ॥

হে কৃষ্ণচন্দ্র! আপনি কারুণ্যপূর্ণ কটাক্ষদৃষ্টি ও ভুবন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে ॥ ২৪ ॥

সখি হে! কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি। বিচিত্র কটাক্ষ তার, যাতে নানা ভাবোদ্গার, নিরখিয়া নেত্র করু সুখী ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে, অদ্ভুত বৈভব মধুরিমা। অখিল ভুবনজন, সুখ পুষ্টি অনুক্ষণ, করে যার কটাক্ষের কণা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রূপরাশি, মাধুর্য্য তরঙ্গ হাসি, তাহে আর তারুণ্যের ঘটা। বিলাস বিভ্রম তাতে, অপাঙ্গ মাধুরী যাতে, স্নিগ্ধ করু মোর নেত্র ছটা ॥

আপুঞ্চতা ভুবনমদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরুলোচনং মে ॥ ২৫ ॥
কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ

স্বলোচনয়োর্বিরহার্কপ্রতপ্তকুমুদত্বং ধ্বনিতং। যদ্বা, নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্রমেণ চ মে লোচনং তথা কুরু। আপুঞ্চতেতি ত্রয়াণাং বিশেষণং। চন্দ্রোঽপি তথা করোতি ইতি রূপকং। স্বান্তর্দ্দশায়াং তু প্রেয়সীপ্রেরণরূপং তন্নিরীক্ষণং। অন্যৎ সমং। বাহ্যে তু স্পষ্টং ॥ ২৫ ॥

পুন্যর্মুহুস্তীনাং মা খেদং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ কটাক্ষাব-

---

পোষণকারী তথা আশ্চর্য্য শোভাশালী তারুণ্যযুক্ত শৈশব বৈভবদ্বারা আমার লোচনদ্বয়কে শীতল করুন ॥ ২৫ ॥

অতঃপর "সখিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইলে, "খিন্ন হইওনা" এই বলিয়া আশ্বাসকারিণী সখীদের বাক্যই অনুবাদ করিয়া যেন গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ॥

হে সখিগণ! কালিন্দীর কুবলয়দলতুল্য শ্যামবর্ণ করুণা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা দেখি সব সখিগণ। আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য্য ধর সখী ওহে, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন ॥

মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি, অতিসুখী করিবে তোমারে। এরূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইলা ধনি, প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ২৫ ॥

সখি হে! সত্য মোরে কহ সুনিশ্চয়। কৃষ্ণের কটাক্ষ ধারা, সুধারস সত্য পারা, কবে জুড়াইবে নেত্রদ্বয় ॥

কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষভঙ্গী করি, আজি

কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ।

লোকনেন বঃ প্রণয়িষ্যতীত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠপ্রশ্নপ্রলাপানুবদন্নাহ। তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষিষ্যন্তে তৎ কথয়েতি শেষঃ। ইতুৎকণ্ঠোক্তিঃ। কিম্বা। নালীকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত্বা বৃতীরতনুরন্যগজঃ ক্ষুণত্তি। অত্রানুরাগিণী চিরাদুদিতেঽপি ভানৌ হা হন্ত কিং সখী মুখং ভবিতা বারাক্যা ইতিবৎ। ইদানীং ম্রিয়ামহে কদা বা তে লক্ষিষাতে তে বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃশাঃ কালিন্দীকুবলয়নাং দল-

---

পূর্ণ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং কোন এক অনির্ব্বচনীয় করুণা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর প্রাণ অন্ত হয়। কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়া সখি আরে, না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়॥

কালিন্দীর কুবলয়, দল করে পরাজয়, অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ। করুণাতরঙ্গ তাতে, সংযোগ উত্তম রীতে, তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য॥

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবনবিমোহিনী, অতিসুশীতল সুকোমলা। কামবৈরি রুদ্রজটা চন্দ্র হৈতে শৈত্য ঘটা, কবে সে শুনিব গানকলা॥

জটাস্থিতা জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার, তাতে ঢাকা যেই চন্দ্র আছে। তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরলীর কল ধ্বনি, তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে॥

এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই, মোহিতা হইলা সেই ক্ষণে। ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন, কৃষ্ণকণ্ঠমাল্য-গন্ধার্পণে॥

চেতন করাঞা কহে, শুনহ সরলা ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি

কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ

তোঽপি শ্যামলতরা অতিশ্যামলাঃ। শ্যামতরলা ইতি পাঠে ততোঽপি শ্যামাস্তরলাশ্চ যে। অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দসাহচর্য্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে। কিমপ্যনির্ব্বচনীয়া যাঃ করুণাবীচয়ঃ তাভির্নিচিতাঃ খচিতাঃ তথা ভাগাং নাস্তিচেত্তদা দূরতোঽপি তে মুরল্যা কেলিনিনদাঃ কমপ্যস্তস্তোষং কদা বা দধতি ধাস্যন্তি তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিদাহনাশকাতিশৈত্যমাহ। কন্দর্পপ্রতিভটস্য রুদ্রস্য জটাস্থিতচন্দ্রতোঽপ্যতিশিশিরাঃ। জটারণ্যচ্ছায়াশীতলগঙ্গাজলপ্লাবিতত্বাৎ চন্দ্রস্যাতিশৈত্যমুক্তং। তথা কন্দর্পপ্রতিভটজটাশব্দেন কামাপযানং চ

তরঙ্গ নিচিত ও কন্দর্প প্রতিদ্বন্দ্বি রুদ্রজটাস্থ চন্দ্র অপেক্ষা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দুঃখদায়ী। তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত ভরি, কেনে দুঃখী চিন্তা করি স্থায়ী॥

এমত সখীর বাণী, শুনি রাই সুনয়নী, যত্ন করে চিন্তা ছাড়িবারে। এই কালে রাসে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত, কৃষ্ণ গুণ গান উচ্চৈঃস্বরে॥

তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়া দুঃখী, সখী প্রতি কহেন বচন। ইহা সবাকারে সখি, মান্য কর এবে দেখি, কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ॥

তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণ চন্দ্র দেখে যেন, অন্য নারী ভোগ করি আইলা। নিজ-কুচকুঙ্কুমেত, মানে অন্য নারী ভুক্ত, এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিলা॥

যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া ওহে, আইলাঙ্ আমি শুনি তুয়া গান। সুপ্রসন্না হও মোরে, যেরূপ বিনয় করে, রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান॥

কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ ॥ ২৫ ॥
অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং

সূচিতং। স্বান্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণকটাক্ষবেণুনাদা জ্ঞেয়াঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ২৬ ॥

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবস্থোত্থপ্রলাপানুবদনং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্রজল্পাখ্যপ্রলপিতমনুবদন্নাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অথান্যা ব্রজদেব্যো জয়তি তেঽধিকং জন্মনেত্যাদিবৎ তদ্গুণগানাবলম্বনা বভূবুঃ। শ্রীরাধাতু মূর্চ্ছন্তী সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং নাসায়াং ন্যস্য প্রবোধিতা। তথা অয়ি সরলে শঠস্য তস্যাতিদুঃখদাং চিন্তাং বিহায় ক্ষণং সুখিনী ভবেতি সখীবচনাৎ। তথা প্রযত্নং কুর্ব্বন্তী তাভির্বর্ণিততদ্গুণশ্রবণবিকলা এতা বারয়তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরস্থিতং স্বকুচযুগ্মনাঙ্কিতমপ্যন্যাসংভুক্তং প্রিয়ে তব সদ্গুণগানশ্রবণাদাগতোঽস্মি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব তং মত্বা সের্ষ্যোদাসীন্যং স্বাভিজ্ঞত্বপ্রকাশং যৎ প্রললাপ তদনুবদন্নাহ। হে নাথেত্যৌদাসীন্যেন গোপিকা এব। নিন্দার্থে ক প্রত্যয়ঃ। এতা অবিদগ্ধা এব

অতীব সুশীতল মুরলীর কেলিনিনাদ কবে আমার অন্তকরণে সন্তোষ বিধান করিবে ॥ ২৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাভাবে শ্রীরাধার উন্মাদ ও প্রলাপাদি অনুবাদ করত গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! গোপিকাগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, প্রজল্প,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীন মতা, প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ প্রকাশয়। লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী, এক শ্লোক অতি অর্থময় ॥ ২৬ ॥

দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব্ব পাসরিল, কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ মানিয়া। ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদাসিনী, নিন্দা

গতঞ্চ গম্ভীরবিলাসমন্থরং।

তে অধীরং সর্ব্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ স্থৈর্য্যরহিতং। আ ঈষৎ লোকিতমধীরং মদীয়নর্ত্তনমিব মনোজ্ঞং শরদুদাশয় ইত্যাদিনা বদন্তী গায়ন্তী। বিদন্তীতি পাঠে জানন্তি। তথা ধূর্ত্তস্য তে জল্পিতং আ ঈষদার্দ্রং ব্যাধানামিব মুখএবার্দ্রং যজ্জল্পিতং গম্ভীরবিলাসেন পুতনাবধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ। মন্থরং স্থগিতমপি স্নিগ্ধগম্ভীরনর্ম্মসূচকশব্দার্থধ্বনিরূপবিলাসেন মন্থরং বদন্তি। মধুরয়া গিরেত্যাদিনা গায়ন্তি। উক্তঞ্চ, মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষশীতলাঃ। হৃদয়ং কর্ত্তরীতুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্তলক্ষণমিতি। তথাগতং গমনং রাসাৎ কুঞ্জতশ্চালক্ষিতান্তর্দ্ধানাং জ্ঞাতুমশক্যো যো বিলাসস্তেন মন্থরমপি মত্তগজসোব গম্ভীরবিলাসমন্থরং। বর্ষ্মধূর্য্যগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি। তথালিঙ্গিতং। অমন্দং ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং গাঢ়ং পীনস্তনীগণসুখদং

গম্ভীর-বিলাস-শোভিত-মন্থর গমন, প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অর্থ প্রকট করিয়া॥

শুন নাথ কহি যে নিশ্চয়। অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, না জানে তোমার মন, দোষ গুণে গুণ বিস্তারয়॥ ধ্রু॥

সর্ব্বত্যাগী যেই জন, করে তারা আশ্রয়ণ, তাতে তুয়া ধৈর্য্য আলোকন। অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য খঞ্জন, হেন তোমার কমললোচন॥

বচন কোমল যেন, ওহে আর্দ্রগুণ হেন, মুখে মাত্র কোমল বচন। বধিয়া পুতনানারী, বধিতে বাসনা ভারি, নারীবধ ইচ্ছা প্রপূরণ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে, স্নিগ্ধ সুগম্ভীর নর্ম্মময়। শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ, প্রত্যক্ষরে মাধুরী স্রবয়॥

অমন্দমালিঙ্গিতমাকুলোন্মদ-

বদন্তি। আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাদিনা গায়ন্তি তথা প্রেক্ষকানাকুলয়ন্তীত্যাকুলং তচ্চ তানেবোন্মাদয়তি গ্লপয়তীত্যুন্মদঞ্চ তাদৃশং যৎ স্মিতং। কীদৃশং। অমন্দং ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং সর্ব্বসুখদং। নিজজনস্মরধ্বংসন স্মিতেত্যাদিনা গায়ন্তি। মদিধাতোর্ম্লেপনার্থে ঘটাদিত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। কিম্বা সোল্লুণ্ঠনাহ। এতা এব তবালোকিতাদিকমধীরমধৈর্য্যং বদন্তি অহন্তু মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ং। তত্র দিব্যোন্মাদলক্ষণং। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। পূর্ব্বোক্তো যঃ প্রেম্নঃ পরাবস্থারূপো ভাবঃ। স দ্বিবিধঃ। রূঢ়োঽধিকরূঢ়শ্চ। অধিরূঢ়োঽপি দ্বিধা মোদনো মাদনশ্চ। মোদন এব বিশ্লেষদশায়াং মোহনো

এবং আকুল ও উন্মত্তভাবে ঈষৎ হাস্য কীর্ত্তন করি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গমন তেমনি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জভূমা, কুঞ্জ হৈতে পুনঃ অন্যস্থানে। জানিতে বিষম যার, বিলাসের সুবিস্তার, তেমন মন্থর গতি মানে॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা বোলে, মদমত্ত গজবরে, জিনিয়া মন্থর গতি অতি। আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন, পর-পোড়াইতে মন্দ অতি॥

অজ্ঞ কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনুপাম, পীনস্তনীগণ সুখদায়ী। তেমনি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত, জনে সদা ব্যাকুল করয়ী॥

পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, অজ্ঞ নারী কহে সুখদায়ী। অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দস্মিতচ্ছটা, যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী॥

এইমত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক, আর মত অর্থ

স্মিতঞ্চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ॥ ২৭ ॥

ভবতি। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতা ইতি। তত্র চিত্রজল্পঃ। প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষবিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্প-শ্চিত্রজল্প উদাহৃতঃ। সুহৃদালোক ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণং। স চ দশাঙ্গঃ। প্রজল্প পরিজল্প-বিজল্পোজ্জল্প-সংজল্পাভিজল্পাজল্প-প্রতিজল্পসু-জল্পাঃ। এষ শ্রীদশমে ভ্রমরগীতায়াং ব্যক্ত এব। তত্র শ্লোক এবায়ং প্রজল্পঃ। তল্লক্ষণং। অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ স প্রজল্প ইতীর্য্যতে। যথা মধুপেত্যাদি গোপিকা এব বদন্তি। তথার্দ্রজল্পিতমিত্যাদি জল্পোঽপি। তল্লক্ষণং। ভঙ্গ্যান্যসুখদং প্রোক্তং জৈহ্মোক্তিরাজল্পঃ। যথা বয়মৃতমিবেত্যাদি। এতা এব নাহমিতি স্ববৈচক্ষণ্যব্যক্ত্যাগতঞ্চেতিচ পরিজল্পঃ। তল্লক্ষণং।

তেছেন ॥ ২৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন সার। কহেন সোল্লুণ্ঠ বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী, যাতে অতি মাধুর্য্যপ্রচার ॥

অধীর আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু, ধৈর্য্য গতি গম্ভীর বিলাস। আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ, গোপী কহে নারী-দুঃখ-ফাঁস ॥

দিব্যোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ফুরণ, উজ্জ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা। পূর্ব্বোক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থা ভাব সেই, দুই রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥

রূঢ় অধিরূঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান, অধিরূঢ় দুই মত হয়। মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান, মাদন মোহন উপজয় ॥

এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান, ভ্রম-আভা

তন্নির্দ্দয়তা শাঠ্যাদ্যযুক্ত্যা স্ববিচক্ষণতাদ্যুক্তিঃ পরিজল্পঃ। যথা সুমনস ইবেত্যাদি। অধীরমিতি সংজল্পঃ। লক্ষণং। সোল্লুণ্ঠয়াক্ষেপমুদ্রয়া তদকৃতজ্ঞতোদ্গারঃ সংজল্পঃ। যথা। স্বকৃত ইহ বিস্রষ্টেত্যাদি। অমন্দমালিঙ্গিতমিত্যবজল্পঃ। লক্ষণং। সভয়ের্ষা তৎকাঠিন্যকোমিতোদ্গারোঽবজল্পঃ। যথা। স্ত্রিয়মকৃত বিরূপামিত্যাদি। আকুলোন্মদস্মিতমিত্যুজ্জল্পঃ। তল্লক্ষণং। সগর্ব্বের্ষয়া তৎকুহুকতাখ্যানেন তদাক্ষেপ উজ্জল্পঃ। যথা কপটরুচিরহাসেত্যাদি। স্বান্তর্দ্দশায়াং। শ্রীরাধাত্যাসঙ্গরোগাত্তথোক্তিঃ। বাহ্যে গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি ॥ ২৭ ॥

অথ ক্ষণান্তং তত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়াগতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপা সোৎ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বৈচিত্রিপ্রকাশে। দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদ্ঘূর্ণাদি যাতে ধরে, চিত্রজল্প আদি ভেদ ভাষে ॥

চিত্রজল্প দশ অঙ্গ, ভ্রমরগীতা প্রসঙ্গ, ব্যঙ্গ আছে প্রতি স্থানে স্থানে। দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া যাহা কহিলেন ব্রজদেবীগণে (শ্রীমদ্ভাগবতের। ১০। ৪৭। ১০—১৯)

গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরিভাব অঙ্গে মাখি, যেই জল্প সেই চিত্রজল্প। অসূয়ের্ষা মদ গর্ব্ব, কুহকতা কহে সর্ব্ব, সোলণ্ঠন কহেন অনল ॥

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই, কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা বচনে। অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা, তাপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে ॥

চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সদৈন্য গাম্ভীর্য্য-মতা, সচাপল্য উৎকণ্ঠা সহিতে। সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পঢ়ে অদভূত, ভক্তসুখ যাহাকে শুনিতে ॥ ২৭ ॥

* অস্তোকস্মিতভরমায়তায়তাক্ষং

কণ্ঠঃ চতুশ্লোকীমাহ সৈব সুজল্পঃ। তল্লক্ষণং। তত্রার্জ্জবাং সগাম্ভীর্য্যাং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্প ইতি স্মৃতঃ। যথা অপি বতেত্যাদি। তত্র যথা চতুষু পাদেষু গাম্ভীর্য্যাদ্যাশ্চত্বারো ভাবা ব্যক্তাস্তথাত্র চতুর্ষু শ্লোকেষু। তত্র প্রথমং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া অপি বতেতি প্রথমপাদবৎ সগাম্ভীর্য্যাং তৎপ্রলপনমনুবদন্নাহ। তে তব মহঃ কান্তিপূরমপ্যহং দৃশ্যাসং। যথা তত্র মথুরাস্থিত্যা কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকান্তিদর্শনে জাতে তদ্দর্শন-

---

অতঃপর ক্ষণকালে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অবজ্ঞা-পূর্ব্বক যেন আসিয়াছেন, এই বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! তোমার অনল্প হাস্যভরে আয়ত অক্ষিযুগল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রাণনাথ শুন মোর এই নিবেদন। কুঞ্জেতে প্রেরণ রূপ, যে কটাক্ষ অপরূপ, পুনঃ আসি দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥

রাসমণ্ডলীর মাঝে, শঙ্কেত বংশীর নাদে, সঙ্গে যেই কটাক্ষে প্রেরণ। অতি সুমাধুরী তার, আহ্লাদয়ে নেত্র আর, চিত্তে হয় আনন্দ পরম ॥

যদি বল অন্য নারী, জানিবেন এ চাতুরী, তারা মোরে করিবেন রোষ। নিজগণ সখীসঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে, কটাক্ষ প্রার্থনা অতিশোষ ॥

তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি, তুমি যদি

অত্র প্রহর্ষিণী বৃত্তং। তদুক্তং ছন্দোমঞ্জর্য্যাং। ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ং ॥

নিঃশেষস্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে ॥ ২৮ ॥

মপি সম্ভবেদিতি গাম্ভীর্য্যং। কীদৃশং নিঃসীম সৌন্দর্য্যাদিনাবধিশূন্যং মাং ত্যক্ত্বান্যত্র গমনান্নির্ম্মর্য্যাদমপি। অতোঽন্যাসঙ্গলগ্নচন্দনকুঙ্কুমযাবকাদিনা স্তবকিতা নীলকান্তিধারৈব লতা যস্মিন্। অন্যাসঙ্গগোপনেন মৎপ্রতারণয়া স্তোকোল্লসিতভরো যস্মিন্। তথা তেনৈব হেতুনা আয়তায়তে অত্যায়তে অক্ষিণী যত্র। নন্বন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং মামবধীর্য্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষসে ইতি মনস্যুট্টঙ্ক্য সদৈন্যমাহ নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্ব্বাভির্ব্রজাঙ্গনাভিরপি কিমুতৈকয়া মৃদিতং তদপি মম সুখদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ ত্রিরিতি ত্রিভুবনমেব সুন্দরং যস্মাৎ। স্বান্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণায় স্মিতায়তাক্ষাদিবিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ২৮ ॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের অশেষরূপে স্তনমর্দ্দনকারি, অসীমরূপে প্রকাশিত লীলার আধার স্বরূপ ও ত্রিভুবনসুন্দর তেজঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রসন্ন হইয়া। সেইরূপ বেশ ধর, সেরূপ কটাক্ষ কর, এই মোর নিকটে আসিয়া ॥

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য, কিবা কার্য্য তাতে আছে মোর। কি করিবে রোষ করি, তোমা না দেখিলে মরি, তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর ॥

তুমি অপ্রসন্ন যবে, দর্শন না দিবা তবে, অন্য গোপী নিজ সখীগণ। তাহাতে বা কিবা কাজ, দুঃখদায়ী সব সাজ, অতএব দেহ দরশন ॥

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকণ্ঠা পাই, গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া। সগাম্ভীর্য্য প্রলাপন, পড়ে শ্লোক

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ-
র্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।

অথ পূর্ব্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণস্মৃত্যা জাতাভিলাষসহাং ক্রমমপ্যুল্লঙ্ঘ্য ভুজমগুরু-সুগন্ধমিতিবৎ সোৎকণ্ঠং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে প্রাণনাথ কুঞ্জপ্রেরণ-রূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়েত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ। শঙ্কেতরূপং বংশীনিনাদমনুচরন্তীতি তথা তৈঃ। তথা মধুরৈরাহ্লা-দকৈঃ। ননু। পুনঃ সর্ব্বাসাং মধ্যে তথা কৃতে, তস্যা অমুনি নঃ ভোক্ষমিত্যা-দিবৎ। কামিন্যাঃ কামিনেত্যাদিবচ্চ তাস্ত্বাং মাঞ্চ প্রতিক্রুধ্যেয়ুস্তৎসখীভি-রেবাত্মানং সুখয়ালম্বনয়া প্রার্থয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্ব্বসদৈন্যমাহ ত্বয়ীতি। ত্বয়ি

আমি কবে সন্দর্শন করিব ॥ ২৮ ॥

অতঃপরঃ পূর্ব্বের কুঞ্জপ্রেরণ স্মরণ করত, অত্যন্তাভি-লাষে ক্রমোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে লাগিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা এই বিষয় বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! আপনি বংশীনিনাদের অনুগামী মধুর কটাক্ষ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মনোরম, লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া ॥ ২৭ ॥

প্রাণনাথ এই তোমার সৌন্দর্য্যবৈভবে। দর্শন করিব আমি, মধুপুরী হৈতে তুমি, কভু যদি আপনে আসিবে ॥ ধ্রু ॥

মোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী, এই কার্য্য অমর্য্যাদা অতি। অন্যা-অঙ্গসঙ্গ লগ্ন, চন্দন কুঙ্কুম মগ্ন, নীলকান্তি বাধা যাতে অতি ॥

করিতে মোরে প্রতারণ, অন্যসঙ্গ সঙ্গোপন, তাতে অল্প নহে যেই স্মিত। তাতে যে বদন শোভা, কামিনীর মনো-লোভা, দর্শন করিব সেই রীত ॥

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্ন-

প্রসন্নে তথা কৃতে নিকটাগতে বা ইহ দেশে কালে বা অপরৈরন্যৈর্গোপী-সহস্রৈরপি কিমস্মাকং ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বয্যপ্রসন্নে ইহ এতদ্দশায়াং দর্শনমপ্যদত্তবতি। অপরৈর্নিজজনৈরপি সখীকুলৈঃ কান্তাপি অতিদুঃখদা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং জয়দেবৈঃ। রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়মিতি, প্রিয়সখীমালাপি জ্বালায়ত ইতি চ। স্বান্তর্দশায়াং আগত্য পুনস্তং প্রেরণমেব মে প্রসাদঃ। নম্বন্যা প্রার্থনয়া ক্রুধ্যেয়ুস্তত্রাহ ত্বয়ি প্রসন্নে অন্যৈঃ কিং ত্বয়ি অপ্রসন্নে এতন্নিকটমপ্যনাগতে নিজৈরপি প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিং। তেঽপি দুঃখদা এব সমস্নেহসখীনাং স্বভাবোঽয়ং যং কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং স্যাৎ। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি দমস্তাত্মম মনো বিনা রাধাং কৃষ্ণোঽপ্যহহ সখি মাং বিক্লবয়তি। জনিঃ সা মে মা ভূৎ ক্ষণমপি ন যত্র ক্ষণদুহৌ যুগে

দ্বারা প্রসাদ (অনুগ্রহ) করুন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, অতিদীর্ঘ শোভা মনোরম। সে শোভা দেখিব আমি, যখন আসিবে তুমি, জুড়াইব এ দুই নয়ন॥

তবে যদি বল তুমি, অন্য নারী ভুক্ত আমি, গেলো যবে নিকটে তোমার। অবজ্ঞা করিলা মোরে, এবে কেন দেখিবারে, চাহ তুমি সেইরূপ আর॥

মনে উট্টঙ্কিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি গেল হিয়া, অতিদৈন্যে কহেন বচন। সর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনাগণ, স্তনে অঙ্গ সুমার্জ্জন, একা হৈতে না হয় মার্জ্জন॥

ত্রিভুবন বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম, ত্রিভুবন মোহে স্মের মুখে। ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নেত্রসুচাপল্য বর্য্য, দর্শন, করিব আমি সুখে॥

স্তুত্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ ॥ ২৯ ॥
নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে
নিরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠং।

নাক্ষোর্লিহ্যাং যুগপদনয়োর্বক্ত্রশশিনাবিতি। বাহ্যেতু স্পষ্টএবার্থঃ ॥ ২৯ ॥

অথ প্রগাঢ়লালসয়াতিদৈন্যোদয়াৎ স্মরতি স পিতৃগেহানিত্যাদিবৎ দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে ইত্যাদিবচ্চ সদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে দেব বহ্বীভিঃ ক্রীড়ারসিক এষোঽহং নিবদ্ধো মূর্দ্ধাঞ্জলির্যেন। তাদৃশস্তব দাসীজনঃ নীরন্ধ্রং

হইলে আর অন্যান্য কার্য্যে প্রয়োজন কি ? ॥ ২৯ ॥

অতঃপর প্রগাঢ় লালসায় অতীব দীনভাবে প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব! আমি মস্তক অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নিরতিশয় দৈন্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দয়ানিধে!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এইকালে পূর্ব্বকৃত, কুঞ্জলীলা সুখ যত, তাতে লোভ বাড়ি গেল মন। অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভারি, এক শ্লোক করিয়া পঠন ॥ ২৯ ॥

ওহে গোপীক্রীড়ারসরাজে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে, তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে ॥ ধ্রু ॥

মুক্তকণ্ঠ হৈয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী, ওহে প্রাণনাথ দয়ানিধি। কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসে বিঘ্ন যদি করে, রহু তবে সে কটাক্ষ বিধি ॥

কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্যের প্রাবীণ্য, তার লেশ অতি অল্পকণা। তাহা দিয়া সিঞ্চ মোরে, দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে, শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা ॥

দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষং
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ৩০ ॥

নিশ্ছিদ্রং যদ্দৈন্যং তস্য যা উন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যথা স্যাত্তথা যাচে। কিং তদ্যাচসে। যদি তে রাসক্রীড়াবিঘ্নঃ স্যাত্তর্হি তাদৃশকটাক্ষপ্রেরণাদিকং দূরেঽস্তু ভবৎকটাক্ষস্য যদ্দাক্ষিণ্যমৌদার্য্যং তস্য লেশেনাপি সকৃদপি নিষিঞ্চ তল্লেশেনাপি দুঃখাগ্নিনির্ব্বাপকো নিতরাং সেকঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আগত্য সর্ব্বাভিঃ সহ বাসং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যয়ং জনোঽপরাধী তথাপি তবৈব তদ্যোগ্যমিত্যাহ হে দয়ানিধে ইতি। স্বান্তর্দ্দশায়াং। ইমাং মৎসখীং নিষিঞ্চ। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

হে দেব! কিঞ্চিন্মাত্র দাক্ষিণ্যলেশে আপনার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন ॥ ৩০ ॥

তুমি সুধীরা মানিনীগণের অগ্রগণ্যা তোমার আর আমাকে অবজ্ঞা করায় কি হইবে? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে, উত্তরকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ আইস রাসমাঝে, নটবরবেশ সাজে, ক্রীড়া কর গোপাঙ্গনা সনে। যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি, সেইরূপে দেহ দরশনে ॥

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে। এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর, অন্যাঙ্গনা উপহাস করে ॥

এই কৃষ্ণের নর্ম্মভঙ্গী, চিত্তে উট্টঙ্কিয়া ব্যঙ্গী, নেত্রের চাপল্য সঞ্চারিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাঁই, অদভুত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ ২৯ ॥

পিঞ্ছাবতংসরচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে।

ননু ধীরাণাং মানিনীনাং মূর্দ্ধন্যাসি ইদানীং মামবধার্য্য কিমিতি দৈন্যং কুরুষে অন্যাস্ত্বামুপহসিষ্যন্তীতি তন্নর্ম্ম মনস্যুট্টঙ্ক্য। ক্বচিদপি স কথাং ন ইতিবৎ। স্ব-চাপলং নেত্রে সংক্রমষ্য সচাপলং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নোঽস্মাকং সর্ব্বা-সামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধিবেশলীলাদৌ চাপল্যমেতি চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবৎ। তদ্দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কিং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। অথবা বরাকাণাং নেত্রাণাং কো বা দোষঃ। যৎ এতাদৃশমেতৎ। কীদৃশোঽপি পিঞ্ছাবতংসেন তন্মুকুটেন যা রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্ তথা চন্দ্রার-

---

হে নাথ! আপনার শৈশবকালে পিঞ্ছ, কর্ণভূষণ, বসন, তৎ-শোভিত কেশশালিনী পীনস্তনী গোপাঙ্গনাগণের নয়নপদ্ম

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন ওহে ব্রজরাজসুত, তোমার কৈশোরবেশ লীলায়ে মোহয়ে দেশ, মোর নেত্র চাপল্যের দূত ॥ ধ্রু ॥

চঞ্চল আমার দিঠি, পাইয়া কৈশোর মিঠি, সদাই দেখিতে করে আশ। তথাপি কি দোষ তার, যাহাতে কৈশোর সার জাতি কুল শীল ধর্ম্ম নাশ ॥

ভৃঙ্গ-কান্তিপুঞ্জ জিনি, কেশপাশ সুমোহিনী, তাতে অব-তংস শিখিপাখা। পিঞ্ছের মুকুটশোভা, কামিনীনয়ন লোভা, উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥

মদন মাধুর্য্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়, হেন দর্প তাহার সুষমা। এই লাগি পীনস্তনী, নয়নপঙ্কজ গণি, পূজনীয় যোগ্য মনোরমা ॥

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে

চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বৈ-
শ্চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবেন ॥ ৩১ ॥

বিন্দয়োর্বিজয়েনোদ্যতমুদ্গুং বক্ত্রবিম্বং যস্মিন্ অতঃ পীনস্তনীনাং যুবতীনাং তাভির্ব্বা নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে তদ্বোগ্যে। অন্যোঽপি বিজয়ী বদ্ধমুকুটঃ সম্রাট্ নগরযুবতিভির্নেত্রাব্জৈঃ পুষ্পবৃষ্ট্যাচ পূজ্যো ভবতি অতো দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াং শৈশবে শ্রীরাধয়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে। পীনস্তনী রাধা তন্নেত্রপঙ্কজাভ্যাং পূজার্হে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ৩১ ॥

দ্বারা পূজনীয় এবং চন্দ্র ও অরবিন্দগণের বিজয়ার্থ উদ্যত মুখবিম্বে আমাদিগের নয়ন সাতিশয় চঞ্চল হইতেছে ॥ ৩১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্যামসুন্দর শেখর। এতেক কহিতে রাই, সমুদ্‌ঘূর্ণাদশা পাই, ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রওর ॥

তার যে উদ্বেগ দশা, চারি শ্লোক পরকাশা, মনে মনে চিন্তে এই রাই। কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য ওহে, হেন আর কভু দেখি নাই ॥

তুমি সাধ্বী সুপ্রবরা, ধৈর্য্য হয় সুগম্ভীরা, শুন এই আমার বচন। দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণ, তবে কেন ব্যস্ত কর মন ॥

কৃষ্ণের এ নর্ম্মবাণী, শুনি ধনি শিরোমণি, নিজ মনে নর্ম্ম উট্টঙ্কিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, চিত্তেতে উদ্বেগ পাই, অতিশয় প্রলাপ করিয়া ॥ ৩১ ॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি

অথ উদ্ঘূর্ণাদশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্রৈবোদ্বেগদশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমং। নন্থু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কার্পণ্যৈস্তাদৃক্ বিকলান্ দৃশ্যতে ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদ্গাম্ভীরাভাবে সখ্যোঽপোবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্ম্মো-পালম্ভং মনসুট্টঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদি মদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুতমবেহি

অতঃপর শ্রীরাধা উদ্ঘূর্ণা দশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্ত্তা চতুঃশ্লোকে তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।

হে নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর) মাধুর্য্যাদি অর্থাৎ মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদিদ্বারা ত্রিভুবনে অদ্ভুত রূপে অব-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নাগরেন্দ্র শুন মোর সত্য এই বাণী। তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য্য মদেক তার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী ॥ ধ্রু ॥

এ তিন ভুবনে যে, অদ্ভুত না জানে কে, সেই তুমি জান নিজ মনে। তোমাতে আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ, ইহা তুমি করহ স্মরণে ॥

কিশোর মাধুর্য্য তোর, মনের চাপল্য মোর, এই দুই তুমি আমি জানি। অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি জানে, সখীহু না জানে এই বাণী ॥

যাতে ধৈর্য্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, তেঞি না জানয়ে মনোব্যথা। কহিতেই অতিশয়, বাড়িল উদ্বেগময়, সদৈন্য কহয়ে ধনী কথা ॥

তোমা মুখাম্বুজ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী, দেখিবারে

মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপল্যঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি। এতদ্দ্বয়ং তব বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বা। যদ্বা। মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যং। অন্যো বেদ নচান্যদুঃখমখিলমিত্যাদিন্যায়াৎ। সখ্যোঽপি সম্যঙ্ জানন্তি যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ। তদিতি তত্তস্মাত্তন্মুখাম্বুজনীক্ষণাভ্যাং উচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। নন্থ ন দৃষ্টং তত্তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং তদ্দর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ। অক্ষণ্বতামিত্যাদি। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং।

অবগত হউন, আমার চাপল্যও ত্রিভুবনের অদ্ভুত রূপে আমার এবং আপনার উভয়ের পরিজ্ঞেয়। কিন্তু লোচন-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করে বহু আশ। আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে, তুমি তার বল উপদেশ॥

যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা, তবে তার শুন বিবরণ। না দেখি সে চাঁদমুখ, না মিটয়ে যার দুঃখ, বিফলতা হয় সে নয়ন॥

তোমার মধুরবাণী, শ্রুতি-মর্ম্ম-রসায়নী, না শুনিল সে কানে কি কাজ। মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী ঘটা, না দেখিলে আঁখি মুণ্ডে বাজ॥

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে, বিলম্বে করিহ দরশন। তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন, মোরা অতি কুলবধূজন॥

বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা, ব্রজমাঝে

মুঞ্চং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্ম্মম তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োস্ত কিলানয়োরিত্যাদেঃ। নন্থ, নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ। বিরলং কুলবধূনাং নস্তত্রাপি তসা গোচারণাদিনা দুর্ল্লভ-দর্শনং। অতোঽধুনা লব্ধেঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা নন্থ, তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ। বিরলং সামারহিতং। তত্র হেতুঃ। মুরলী-বিলাসি। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববং তৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং। তদ্দৃষ্টং মচ্চাপলং। চানাং সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বয়দ্বারা আপনার বিরল ও মুরলীনাদভূষিত সুন্দর মুখাম্বুজ দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব ॥ ৩২ ॥

সুলভ না হয়। এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয় ॥

পুনঃ যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখ তুল্য আর কিছু নাই। মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে, তুল্য দিতে না দেখিয়ে ঠাঁই ॥

এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্ব যাহা কৃষ্ণ সনে, হইয়াছে চাতুর্য্য আলাপন। নিজ সখীগণ সনে, পুষ্প আদি আহরণে, দানঘাটিপথের বর্জ্জন ॥

সনর্ম্ম কলহ তাতে, স্ফূর্ত্তি হৈল নিজচিত্তে, সেই ভাব হইল মনেতে। বাঢ়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি, নানা ভাব উপজিল তাতে ॥

তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা সুনাগরী, সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক। তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পড়ি, শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-

অথ মনসি তস্য তত্তৎপ্রতিবচনোদ্ভবণং। পুষ্পাদ্যাহরণে দানবর্ত্মন্যাদৌ চ মুখেন স্বসখীভিশ্চ সহ কৃষ্ণস্য নর্ম্মকলহস্ফূর্ত্ত্যা অত্যুদ্বেগেন তৎস্মরণেঽপ্যসমর্থায়াস্তব কথামৃতমিত্যাদিবৎ সবিষাদং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মদবল্লভভাবিনীভিঃ সহ তব জল্পিতানি মিথো বাকাবাকরূপাণি সুকৃতাং ভাবে

তৎপরে শ্রীরাধা মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর সম্ভাবনা করত পুষ্পাহরণাদিকার্য্যে সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদি বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্ত্তা তাহার উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

হে নাথ! যাহার পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ বচনকৌশল পরি-

প্রাণনাথ তুয়া সঙ্গে পরিহাস বাণী। পদ অর্থ ভঙ্গীগণ, সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন, সঙ্গে মদবল্লভভাবিনী ॥ ধ্রু ॥

দুঁহু দুহাঁ বাকাবাক, অতি মনোহর ভাক্, ভাবাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে। তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন, সে কথা স্মরণ ভেল দূরে ॥

গর্ব্ব করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, পথরুদ্ধ কর কেন তুমি। প্রণয় সরোষ কহে, সহাস্য রোদন ময়ে, অসূয়া সভয় ক্রোধবাণী ॥

তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, পুষ্প তুল পল্লব ভাঙ্গিয়া। পুষ্প চৌরী হেমগৌরী, আজি লাগ পাইল তোরি, প্রবেশাব কুঞ্জগৃহে যাঞা ॥

তারা কহে সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা, সুরদেব ভজন লাগিয়া। কাহার নিষেধ বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি, কেনে বল প্রগল্‌ভ বলিয়া ॥

বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।

ভাবাক্রান্তচিত্তে লুঠন্তি স্ফুরন্তি মম পুনরুদ্বিগ্নে চেতসি তদপি দুর্লভমিতি ভাবঃ। কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। তথা। প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমিত্যত্র ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতিবৎ মদেতি ভামিনীভিশ্চেত্যনেন বয়ং পরকীয়া রমণাঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ কথময়মস্মান্নিরুণদ্ধীতি গর্ব্বোক্ত প্রণয়রোষযুক্তায়া স্তাভিরিতি। তাসাং কিলকিঞ্চিতভাবোদ্গমঃ কথিতঃ। তল্লক্ষণং। গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতমিতি। কীদৃশানি পাদানামর্থানাঞ্চ ভঙ্গীভির্বল্গূনি মনোজ্ঞানি। পাদানাং যথা বিলাসমঞ্জর্য্যাং। বিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনানি মে তাং, লুনীষে ত্বমেব

ব্যাপ্ত অমৃতরসদ্বারা মনোহর, যাহাতে বিশাল লোচন বক্রীকৃত হইয়াছে ও বাল্যোচিত বাক্য হইতেও সমধিক তোমার

তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণকুণ্ড লিন্ আমি, শুন চণ্ডী না ডরাহ মোরে। ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয় সবাকার, হিতকথা কহিলাম তোরে॥

সে কহেন কুলনারী, ধরিবারে গর্ব্ব ভারি, ভুজঙ্গে সক্ষম কি আছয়। দশনে দংশন তার, দূরে মাত্র গর্ব্ব ভার, অতি সুমঙ্গল প্রকাশয়॥

এই মত মনোহর, নর্ম্মবাণী রসধর, প্রফুল্ল বিশাল বিলোচনে। কৈশোর বয়স দুহু, চাপল্য স্বভাব মুহু, অন্যে অন্য জিনিবার মনে॥

ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে, সদা স্ফূর্ত্তি হয় মনোহর। আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ফুরণে, এই মোর অভাগ্য প্রবল॥

বাল্যাধিকানি মদবল্লভভাবিনীভি-
র্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি ॥ ৩৩ ॥

প্রবালৈঃ সমেতাং। ধৃতা সৌম্যা কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি, প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরিঃ। সদাত্র চিন্নুমঃ প্রসূনমজনে বয়ং, হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে। ন কোঽপি কুরুতে নিষেধবচনং কিমদ্য তনুষে প্রগল্‌ভবচনং। অর্থানাং যথা দানকেলিকৌমুদ্যাং। কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডী কৃতং ঘট্টনয়ানয়া। ফুৎকৃতিক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা। ধর্ষণেন কুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথং। যদেতা দশনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভনমিতি। অতঃ পরি সর্ব্বতঃ আচিতানি অমৃতানি রসা শৃঙ্গারাদয়শ্চ যৈঃ। তথা বল্গিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিশালবিলোচনানি যৈ-র্যেষু বা। তথা বাল্যেন কৈশোরস্বভাবচারুলোনাধিকানি মিথো জিগীষয়া-নবচ্ছিন্নানি। স্বান্তর্দশায়াং কর্ণদ্বারা তাদৃশচিত্তে প্রবিশ্য তদানন্দয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

জল্পিত (বাক্য) মদমত্ত ভামিনীগণের সহিত পুণ্যবান্ দিগের হৃদয়ে বিলুণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন সঞ্জাত মনঃপীড়ায় পীড়িত শ্রীরাধাকে সখীগণ আশ্বাস করিলে ঐ বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, মন হৈল উদ্বেগে পীড়িত। সম্ভাস করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে, তাতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিত ॥

তাহা দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য্য কর মন, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন। শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী, লীলাশুক কহে সে বচন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা
পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপমহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং

অথ তদ্দর্শনোদ্ভূতমনঃপীড়োদ্বিগ্নায়া মূর্চ্ছন্ত্যাঃ আশ্বাসনপরাঃ সখীঃ প্রতি সলালসং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। পুনঃ পুরোঽবতীর্ণস্য তস্য যেন মাং কুঞ্জে প্রেষিতবান্। তথা লীলাসূচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দুমুখেন তদ্রূপেণ তেজসা কান্তিপুরেণ সহ মম সমাধেঃ সম্যঙ্মনঃপীড়ায়া বিনায় নাশায় কদা ভবেৎ অহো

হে নাথ! আমি যৎকালে সমাধি ধারণ করিয়া থাকিব, সেই সময় মহাকৃপাসমুদ্রস্বরূপ আপনি আমার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া প্রসন্ন-মুখচন্দ্রে মুরলী-ধারণপূর্ব্বক বাদ্য করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে! কবে মোর হবে শুভ দিনে। মোর আগে কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি, পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে॥

প্রসর বদনচন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ, যাতে মোরে কুঞ্জে পাঠাইলা। সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙ্গে, কবে হবে সেই শুভ বেলা॥

উদ্বেগে আমার মন, পীড়া পায় অনুক্ষণ, তাহা নাশ কবে হবে মোর। পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন, কৈছে হবে না পাইয়ে ওর॥

এত কহি বিমর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন, কহে পুনঃ বিচার বচন। অথবা হইতে পারে, মহাকৃপা সিন্ধুবরে, অঘটন হয় সুঘটন॥

শুনি সখীগণ কহে, শুন সুনাগরী ওহে, যদ্যপি কৃপালু

সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
বালেন যুগ্মচপলেন বিলোকিতেন

দুর্ঘটমেতদিতি ক্ষণং বিচিন্ত্য অথবা সম্ভাব্যেত ইত্যাহ কৃপেতি। স্বান্তর্দশায়াং তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরসামৃতমন্যৎসমং। বাহ্যসমাধের্ধ্যানস্যেবান্যৎ স্পষ্টং ॥ ৩৪ ॥

অয়ে সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াস্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীং

থাকিল, ঐ লীলাময় মুরলীর নাদামৃত কবে আমার সমাধির বিঘ্ন সম্পাদন করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার দুঃখ দেখিয়া কোন সখী বলিলেন, হে সখী কেন দুঃখিতা হইতেছ, তিনি যদি কৃপালু হয়েন, অবশ্যই স্বয়ং আসিবেন, সখীর এই কথায় শ্রীরাধা তিরস্কার করিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা এই বাক্য অনুবাদ করত বর্ণন করিতেছেন।

হে নাথ! আপনার বাল্যোচিত অর্থাৎ কৈশোরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হয় হরি। আপনি আসিবে হেথা, তুমি কেন পাও ব্যথা, অতিশয় চাপল্য আচরি ॥

রাই কহে শুন সখী, তুমি ত ন জান দেখি, তারি অতি দোষ ইথে হয়। চাপল্য করায় তেঁহ, ইহা নাহি বুঝে কেহ, শুন তাহা কহি যে নিশ্চয় ॥

এতেক কহিয়া রাই, মনের স্বয়ান্ত নাই, কহিতে লাগিলা বিবরিয়া। লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে, শুন সবে এক মন হৈয়া ॥ ৩৪ ॥

সখী হে দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি। মোর আকর্ষণ

নন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তং।

সখীঃ প্রতি তদ্দোষমেব বদন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ লীলা মংপ্রেরণলীলা তদ্যুক্তং কিশোরং তং সাক্ষাত্তদ্ভাগ্যরাহিত্যাদীক্ষণেনাপ্যুপগ্রহীতুমুৎসুকাঃ স্ম ন কেবলমেকৈবাহং ভবত্যোঽপীতি বহুত্বং। কীদৃশেন লোচনেন তং দ্রষ্টুমতিচঞ্চলেন লুব্ধেন চ। তত্র হেতুঃ। কীদৃশং। রোচনং রসায়নং তৎসম্পর্কং। নন্থ সাধ্ব-

---

উপযুক্ত মনোহর চাপল্যযুক্ত দৃষ্টিপাত ও চঞ্চললোচন সম্ব-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা, আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহ জানি ॥ ধ্রু ॥

একা মোরে আকর্ষয়, শুন সখী সেহ নয়, তুয়া সবাকেও আকর্ষয়ে। লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখিবারে আঁখি লোল হয়ে ॥

লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই, নয়নের তৃপ্তি করে সদা। সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল, অনুষ্ঠানে জানিল সর্ব্বথা ॥

ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দ্দেশ হয়ে, শুন সখী মোর দোষ নাই। আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ হাসি, প্রেরয়ে নয়নপ্রান্তে চাই ॥

তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী, বর্ণন না হয় রূপ শোভা। চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্ব্বাচ্য না হয় যাতে, অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভা ॥

অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, সখীগণ দেখ বিচারিয়া। অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে, অল্প দেখে মানসে পশিয়া ॥

লোলেন লোচননসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥
অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ

সুষ্ঠিতং নো বচঃ দ্বিগুণীকৃতং চাপলমুদ্বহন্তমুৎপাদয়ন্তং। সাক্ষাদ্দর্শনমদত্ত্বা মনস্যাবির্ভূয় কুর্ব্বন্তমিতি তস্যৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কীদৃশেন বালেন কোমলেন কিম্বা। অন্যাভ্যঃ সঙ্কোচেন দরালোকনাৎ সূক্ষ্মেণ মন্নৈব জ্ঞেয়েনেত্যর্থঃ। তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন। হৃদি স্ফুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ স্ম। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ পূর্ব্বস্বপ্রেরণাস্মৃত্যোন্মাদদশারূঢ়ায়াঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিতি

লিত, তথা মদীয় অন্তঃকরণে অত্যন্ত চঞ্চল তোমার কিশোর মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে কবে আমি উৎসুকচিত্ত হইব ॥৩৫॥

অতঃপর পূর্ব্বের প্রেরণ স্মরণ করত উন্মত্ত ভাবাপন্ন শ্রীরাধার মন অতি চঞ্চল করিয়াছি, ইত্যাদি উত্তর বাক্যের অনুবাদপূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন।

হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই অগ্রবর্ত্তী চঞ্চল বিম্বাধরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতেই পূর্ব্বে যেন, কৃষ্ণ কৈল সুপ্রেরণ, স্মৃতি হৈতে উন্মাদ বাড়িল! গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুয়া মনে কেন, সুচাপল্যগণ বাঢ়াইল ॥

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন মন্দ, বৈকল্য উদ্বেগ বাড়ি গেলা। গোবিন্দের উপলম্বে, কথা কহে মহারম্ভে, পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈলা ॥ ৩৫ ॥

হা হা ধূর্ত্ত এই তোমার কেমন চরিত। নিরক্ষর শঙ্কেতে

হর্ষাদ্রর্বেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ

বদতস্তস্য পুরোদর্শনাদর্শনোত্থবৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়াস্তমুপালভমানায়াঃ প্রালপমনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণং। অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে ইতি। নিরক্ষরসঙ্কেতব্যথনেনাধীরো যো বিম্বাধরস্তস্য বিভ্রমেণ মনো দুনোষি দুঃখয়সি হে ধূর্ত্ত ইতি শেষঃ। হা খেদে। হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়ে বীপ্সা নন্থ ভ্রান্তাসি তত্রাহ। অনেন দৃশ্যমানেন। মনেব চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ তত্রাহ। কেনাপি প্রতীয়মানসাপাসত্তাত্বাং নির্বক্তুমশকেন। অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্ব্যত্তেন তথা তাদৃশ্যা হর্ষার্দ্রয়তীতি হর্ষাং

শোভা এবং আনন্দসহিত আর্দ্রীভূত বেণুর নাদসমূহ যুক্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যে, বিম্বাধর অধীর সে, তাহার বিভ্রম জানে চিত্ত ॥ ধ্রু ॥

দেখ সবিষাদ মেলা, উন্মাদ বাড়িয়া গেলা, পুনঃ পুনঃ কহে সেই বাণী। যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী, সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি ॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জমাঝে, সেই খানে পাবে দরশন। কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে জানি, সব তুয়া অসত্য বচন ॥

বলিবার শক্য নহে, হেন তুয়া বাণী হয়ে, এই লাগি মনোহর বলি। মনমাত্র হরি লও, কার্য্যসিদ্ধি না করাও ইন্দ্রজাল প্রায় এ সকলি ॥

শঙ্কেতে বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ্ গণি, হর্ষে মাত্র আর্দ্র করে চিত্ত। সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন, নারীবধ রঙ্গলাগে ভীত ॥

হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি ॥ ৩৬ ॥
যাবন্ন মে নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং
নির্য্যন্দিবন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ।

তাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেণুস্বরস্তৎসম্পদা চ। তথা করোষি। অতঃ স্ত্রীবধরঙ্গিনস্তব তত্র কা ভীতরিতি ভাবঃ। স্বাস্তর্দশায়ামনুভবেঽপি মিথ্যা ত্বন্মনো দুনোষি-মাত্রং অন্যৎ সমং। বাহ্যস্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিরর্থঃ স্পষ্টএব ॥ ৩৬ ॥

অথ তদ্বিচ্ছেদার্কতাপাবলীঢ়ায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়মোহোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণং। মোহো বিচিত্ততা প্রোক্ত ইতি। হে বিভো সর্ব্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোঽপ্যনির্ব্বচনীয়স্তাপঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ

কোন এক মনোহর মূর্ত্তি আমার মনকে সমধিক সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদরবির প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্তা এবং মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধা প্রগাঢ় মূর্চ্ছার পূর্ব্বেই যে প্রলাপ করিয়াছেন ও সেই গ্রন্থকর্ত্তা তাহা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! যতক্ষণ কোন (সাংসারিক) সন্তাপ হৃদয়ের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই, বিচ্ছেদার্ক তাপ বাড়ি গেল। সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপশম, পূর্ব্ব প্রায় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু রূপ। মোর বোল শুন মোর করুণার ভূপ ॥ অনির্ব্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয়। যাবৎ সে চিত্তে দুঃখে ঘাত নাহি দেয় ॥ সে প্রগাঢ় অতি বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন। যাবৎ না উপজয় তাবৎ এই ক্ষণ ॥

তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্রচন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭ ॥
রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবাঃ।

মোহহেতুত্বাত্তাপ এব মোহঃ। মম নিখিলমর্ম্মাণাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিঘাতং যথা স্যাত্তথা নিঃসন্ধিবন্ধনং অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ। ন উপৈতি তাবৎ মম চিত্তধারা তাবকবক্ত্রচন্দ্রচন্দ্রাতপোবিতানং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু। মুখচন্দ্রং দর্শয়িত্বা তাপং বারয়েত্যর্থঃ। চিত্তস্য বৃত্তির্ব্বাহুল্যাদ্বারাত্বং। অনেন ব্যাধিরপ্যুক্তঃ। স্বান্তর্দশায়াং তৎপ্রেরণভাব মধুরবক্ত্রচন্দ্র ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং। বাহ্যে পথি ভূমৌ প্রাহ পতিতঃ। অর্থঃ স্পষ্ট এব। ৩৭ ॥

অথ মোহিনাবৃতচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতিমাশঙ্ক্য সদৈন্যং তমুদ্দিশ্য

নিখিল মর্ম্ম স্থানকে সুদৃঢ়রূপে ভেদ করিয়া উপস্থিত না হয়, আমার চিত্তধারা তত্তক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুখচন্দ্ররূপ চন্দ্রাতপে দ্বিগুণিত হইয়া অবস্থিত হউক অর্থাৎ কোন বস্তু যদি সন্তপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে আর তাহাকে তাপ আসিয়া অভিভূত করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা মোহবশতঃ আবৃতেন্দ্রিয় বৃত্তি হইয়া মৃত্যু যেন উপস্থিত, এই আশঙ্কা করত দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর চিত্ত ধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র। চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বাঢ়য়ে অমন্দ ॥ আচ্ছাদন দুই গুণ করি রাখ চিত্ত। ভাব এই দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥ কহিতেই মোহ হই মনেন্দ্রিয় ঝাপ। মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণনাম নিবেদন এই অবগাও। যাবৎ দশমীদশা, না

যাবন্ন মে নবদশা দশমী কুতোঽপি,
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মৃতেরমঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ অত্র স্বীয়তদ্বর্ণনে স্তুতরাং পূর্ব্বদশৈব যোগ্যা। যাবন্ন মে দশমী নবদশামৃতিঃ কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ ছিদ্রাৎ ন উদেতি ভবেদেব তব মুখেন্দুবিম্বং। লক্ষ্ম্যা সংদৃশ্যা সমেত্যাত্মানমাশাস্তে। কিমিত্যুৎকণ্ঠসে স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ। তিমিরীকৃত-সর্ব্বভাবা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশিনী। নন্থ, মৃতেশ্চেত্তন্ন দৃষ্টং তত্তেন কিং। তত্র

করিয়া যে বিলাপ করিতেছেন তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! যে পর্য্যন্ত আমার নবমীদশা মূর্চ্ছার পর দশমীদশা মৃত্যু কোন ছিদ্র (দোষ) পাইয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার করত আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে আমি তোমার নিখিল লাবণ্যের বিলাসভবন স্বরূপ, লক্ষ্মী-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উঠয়ে প্রাণনাশা, মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ॥ ধ্রু ॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল, থাকিয়া করহ দরশন। তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ, অতিতাপ বাড়ি যাবে মন ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহেন্দ্রিয় নাশে সব, তাতে কৈছে হবে দরশন। তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান, না দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥

মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হৈল উৎকণ্ঠিতে, কহিতে লাগিলা উৎকণ্ঠায়। লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন সে, মুরলী মধুর ধ্বনি তায় ॥

লক্ষ্ম্যা সমুৎকলিতবেণুমুখেন্দুবিম্বং ॥ ৩৮ ॥
আলোললোচন-বিলোকিতকেলিধারা-

সোৎকণ্ঠমাহ। কীদৃশং তৎ। লাবণ্যানাং কেলিসদনং। তথা উৎকলিতো বেণু-র্যস্মিন্তন্মধুরমুখদর্শনাভাবান্মরণমপ্যধন্যমিতি ভাবঃ। তাদৃশপ্রেমাক্রান্তচেতসাং স্বভাবোঽয়ং যদত্যন্তবিচ্ছেদভিয়া মরণমপি নেচ্ছন্তি। তথাহি। ন শক্নুমস্তচ্চর-ণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়মিত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াং তৎপ্রেরণভাবমধুরমুখেন্দুবিম্বং। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বদন্তোব মূর্চ্ছিতাসীৎ। ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাম্বূলোদ্গারং তন্মুখে

দেবীরও উৎকণ্ঠাজনক এবং বেণুনাদশোভিত মুখচন্দ্র একবার দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৮ ॥

তৎপরে মূর্চ্ছাপন্ন বোধ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ এই আসিয়া-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে বদন সুমাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি, মরণ অধন্য করি মানি। প্রেমাক্রান্ত চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নহি তার, জীবনে দর্শন হয় জানি ॥

এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা উপস্থিত তাই, ললিতা বিশাখা শীঘ্র যাঞা। কৃষ্ণমুখোদ্গীর্ণ পান, তার মুখে কৈল দান, কহে কৃষ্ণ আইলা দেখসিয়া ॥

শুনিয়া চেতন পাঞা, দুঃখভরে আউলাইয়া, যত্নে নেত্র মেলিবারে নারে। নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখি ওহে আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে ॥ ৩৮ ॥

সখি! হে, সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ। সে মণিনূপুর-

নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ।

ন্যস্য আগতোঽয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যেতি প্রবোধিতায়া গ্লানিভাবান্নেত্রেঽনুমীল্যৈব সত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নূত্যন্নিবাগচ্ছতস্তস্য মণিনূপুরশিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি তৎ সত্যমাগতোঽয়ং। আকর্ণয়ানীতি পাঠে। আগতাশ্চেত্তদা আকর্ণয়ানি তদৈব মে প্রতীতিরিত্যর্থঃ। আগমনহেতুমাহ। করুণাম্বুরাশেঃ কীদৃশানি বেণুনিনাদৈরার্দ্রাণি। কীদৃশৈস্তৈঃ পাদতলবলয়-

---

ছেন দর্শন কর, এই বলিয়া সখীগণ প্রবোধ দিতেছেন" নিজের এইরূপ দশা উৎপ্রেক্ষা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কহিতেছেন।

সখি! এই দেখ করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ধ্বনি, নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্ধ ॥ ধ্রু ॥

আগমন হেতু এই, করুণাসমুদ্র সেই, তাহাতেই প্রতীত জনমে। তথাপি হ কি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি করিয়ে, করুণা বা না হয় উদ্যমে ॥

নৃত্য গতি পদ তান, বেণু ধ্বনি মৃদু তান, বলয় কিঙ্কিণী-নাদ সঙ্গে। প্রতিনাদপূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে, প্রতীত জনমে তবে রঙ্গে ॥

বংশী গানামৃত তাল, রাখিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন হইতে। আলোল লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়, চরণাগ্র নির্মঞ্জয়ে তাতে ॥

অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে, অদ্ভুত বিলাস মনোরম। আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হা হা, বল সখী করিয়া নিয়ম ॥

আর্দ্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-

কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদপূরো যেষু তে তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ। তথা আলোল-লোচনয়োর্বিলোকিতকেলিধারাভির্নীরাজিতৌ তস্যৈবাগ্রচরণৌ যৈঃ সঃ বংশী-বাদননৃত্যে তালোন্নয়নায় চরণাগ্রদর্শনাৎ। কিম্বা। ব্রজদেবীনাং নেত্রাণি

হইয়াছেন, ইহাঁর চঞ্চল লোচন যুগল হইতে মধুময় দৃষ্টিরূপ কেলিধারা বর্ষণ করত চরণাগ্রভাগকে শোভিত করিতেছেন। প্রতিধ্বনিপূর্ণ বেণুনিনাদে অত্যন্ত আর্দ্রীভূত মণিময় নূপুরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্থ নাই, চতুর্দ্দিকে করি নিরীক্ষণ। কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি, হেথা না আইসে কি কারণ॥

অতিশঠ ধূর্ত্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জমাঝ, কারো সঙ্গে করয়ে রমণ। সুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আইসে এথা, মোরে কৈছে দিবে দরশন॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাড়িল মন, আইলা কৃষ্ণ মনে হেন দেখে। অন্যাঙ্গনা ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পর-বিণ, আঘূর্ণ নয়ন হাস্য মুখে॥

দেখিতেই তার মতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি, অতিশয় ক্রোধ উপজিল। তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি গেলা পুনঃ, পাছে তাপে ঔৎসুক্য হইল॥

এই দুই ভাবে মেলি, ভাবসন্ধি করি বলি, অমর্ষ বিক্ষেপ অপমান। ঔৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্য না করে ইচ্ছা, শাবল্যের এইত লক্ষণ॥

অমর্ষা অনুগা ত্রয়া, অসূয়োগ্রাবহিত্থয়া, ঔৎসুক্যে অনুগা

রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরসিঞ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

জ্ঞেয়ানি। স্বান্তর্দশায়াং শৃণোমি কিমিত্যর্থঃ। বাহ্যে কদা কিম্বেত্যধ্যাহার্য্যং ॥ ৩৯ ॥

অথোত্থায় দিশোঽবলোক্য অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে স ন দৃশ্যতে। তদত্র কুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্য সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্বা-

---

মনোহর ধ্বনি আমি শ্রবণ করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে উত্থিত হইয়া "অহে সখীগণ! নূপুরের শব্দ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আর তিন। অতিদৈন্য সচাপল, মোহোন্মাদ মহাবল, সন্ধিশালল্যের এই চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শুন দেব এথা কেনে তুমি। গোপাঙ্গনা ক্রীড়াবৎ, সেই তোমার অভিমত, তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ধ্রু ॥

এইমত বক্রিকথা, বাষ্পনেত্রে বক্রমতা, শুনি যেন অবজ্ঞা বচন। পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা, দরশনে ঔৎসুক্যাগমন ॥

প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি, পুনর্ব্বার দেহ দরশন। ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন, অনুনয় করে অনুমান ॥

দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়ানাদর রাগা, সোল্লুণ্ঠ কহয়ে বক্রবাণী। ধীরমধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, ওহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়ঃ। ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি। স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষঃ সহিষ্ণুতেতি। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টৈক্যাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণং। শবলত্বন্তু ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়োগ্রাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্তী বচো'হনুবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মহামর্ষোদয়াৎ সহজনিজধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য সবাষ্পং

শুনিতেছি কৈ তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না” এই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেবল আমার নও, সর্ব্ব সমাধান চাও, যাঞা কর সর্ব্বসমাধান। ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন, বেণুগানে কর আকর্ষণ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগা মত্যুদয়। সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনী সবিশেষে, তাতে এই সম্বোধন ত্রয়॥

ওহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষিহ যায়, তাতে মোর মানে কিবা কায। তৎকাল আসিয়া যবে, অল্প দেখা দেহ তবে, তাপ নষ্ট হয় ত অব্যাজ॥

পুনঃ যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ, প্রিয়ে! আমি ছিলাম এথাই। আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক বাণী কও, তবে আমি মনে সুখ পাই॥

মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, ঔগ্র্যভাব হইল উদয়। অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া,

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি। হে দেব অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবস্ত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদাগতমিব তং মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাং তদ্দর্শনোৎসুক্যেনাহ। হে দয়িত ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্যক্ষ্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ॥

পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বামর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরাধীরমব্যাত্বমাশ্রিত্য-বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ। হে ভুবনৈকবন্ধো তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্দাতন্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎ সর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগ-মত্যাখ্যাভাবোদয়াদাহ। হে কৃষ্ণ হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্তং ত্বয়া হৃতং

বলিয়া পুনশ্চ উন্মাদের ন্যায় কহিতেছেন॥

হে দেব! হে দয়িত! (হে প্রিয়!) হে ভুবনের একমাত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তার বশে এই সম্বোধয়॥

শুনহ চপল রাজ, বল্লবীভুজঙ্গসাজ, পরনারী চৌর ধূর্ত্ত-রাজ। যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সঙরিতে, বুঝিলাম যত তুয়া কাজ॥

অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুনঃ গেলা হেন, মনে মনে করেন বিচার। কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল, তাতে কহে সম্বোধন সার॥

ওহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপি হ অপ-রাধী আমি। নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল, কৃপা করি দেখা দেহ তুমি॥

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৪০ ॥

কিং মে মানেন তং সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বৌগ্রোদয়াদধীরমধ্যাগুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ। হে চপল বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নির্ভর্সোদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্গতোঽয়ং পুনর্নৈষ্যতি দৈন্যোদয়াং সকাকু প্রাহ। হে করুণৈকসিন্ধো যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীতি। তৎপুনরাগত্য প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বা মর্ষানুগাবহিত্থোদয়াং ধীরপ্রগল্‌ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ। হে নাথ ত্বন্ত ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাষতে। কিন্তু

বন্ধু! হে চপল! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু! হে নাথ!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে! কেনে মিছা মান করি। কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, সুপ্রসন্না হও মান ছাড়ি ॥

এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অনুগ ভণি, অবহিত্থা উপজিল আসি। ধীরপ্রগল্‌ভা গুণাশ্রয়ী, তাতে ঔদাসীন্যময়ী, মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥

ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কত বা বিপদে না রাখিলা। কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি তুয়া মৌন, কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা ॥

তা সবার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি, এই লাগি কথা না হইল। এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি, ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল ॥

ব্রাহ্মণীভির্ব্রতার্থং গ্রাহিতাস্মি তৎ ক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণং। উদাস্তে স্মরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াসাত্তোবেতি চাপলোদয়াদ্যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ। হে রমণ সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমীদানীমপাগত্য তথা কুর্ব্বিতার্থঃ। পুরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগন্তুকামর্ষভাবেন প্রবলসহজৌৎসুক্যোনান্তমনন্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধা জাতবাহুস্ফূর্ত্তিঃ নবিক্লবমাহ। হে সয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা নু

হে রমণ! হে নয়নের আনন্দদায়ক! হা কষ্ট! হা কষ্ট!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী, মনে মনে করয়ে বিচার। বারে বারে আইলা হরি, এবে গেলা ক্রোধ করি, বুঝি এথা না আসিবা আর॥

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, তাতে কহে যদি পুনর্ব্বার। কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি, যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার॥

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের রঙ্গে, হে রমণ এই কুঞ্জে আসি। রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে, পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা হাসি॥

পুনর্ব্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরী, আগন্তুকামর্ষে তিরস্করি। সহজ ঔৎসুক্য ভাব, মহাবলী পরতাপ, তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি॥

দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা। বাহু স্ফূর্ত্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই, এই ক্ষণে তুমি কোথা গেলা॥

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি

মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা হা ইত্যাতিখেদে। স্বান্তর্দশায়াং তু শ্রীরাধাসঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব ভক্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। গতমিব ময়া তয়া সঙ্গমনায়োৎসুক্যং অনাদ্যথাযোগাং জ্ঞেয়ং। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ। বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ॥ ৪০॥

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণায়মা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে হরে অমুনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধ্য-

কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে? ॥ ৪০ ॥

পুনশ্চ শ্রীরাধা বিরহাগ্নি জ্বালায় উদ্বিগ্ন হইয়া ক্ষণকালকেও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন আনন্দধাম, কবে হবে নয়ন-গোচরে। হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, জগার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ কৃপাভরে॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালা হেন, হইতে উদ্বেগ উছলিলা। যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম, বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা॥

তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আসোয়াস্থ নাই, সেই ভাব লীলাশুক কহে। কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, এ যদুনন্দনদাস কহে॥ ৪০॥

ওহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া। এই রাত্রি দিবা মাঝে, যত ক্ষণ সন্ধি আছে, কৈছে আমি রহিব কাটিয়া॥ ধ্রু॥

কোটিকল্প তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমা বিনা নারি গোঙাইতে। হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ,

হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো

গতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা। হা খেদে। হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়াম্যতিবাহয়ামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি নন্বু যদানঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিন্বন্তি তমেব গচ্ছেত্যুট্টঙ্ক্য পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদন্নাহ। হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নন্ত্বমেব বন্ধুরসি। তেন দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নন্বু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতমিতিবদাহ। হে হরে

বহু দিন বোধে অতীব দুঃখভাবে যে প্রলাপ করিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই বর্ণনপূর্ব্বক করিতেছেন॥

হে অনাথের বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু!, হা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তুমি বল গোঙাই সে রীতে॥

অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায়। কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিয়া কহ সে উপায়॥

যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ নিজপতি ঠাঁই। সেহ অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা, পতিসঙ্গে বিলাসহ যাই॥

তার শুন তার বাণী, পাত ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাথাগণ মোরা। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ আসি ত্বরা॥

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্ যোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নন্থ কামিন্যোযূয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যস্তত্র তন্নঃ প্রসীদেতিবৎ সদৈন্য মাহ। হে করুণৈকসিন্ধো কৃপাসিন্ধুত্বাং ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনান্মোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দশায়ামনয়া তথা ক্রীড়তস্তব দর্শনং বিনা ন। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪১ ॥

কষ্ট। হা কষ্ট। হে হরে। এ অবস্থায় কি করি? কাহাকেই বা বলি, কারণ সখীগণও আমার ন্যায় দুঃখিনী! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই অধন্য দিনসকল আমি কিরূপে যাপন করিব? অথবা আর আশার প্রয়োজন নাই, আশায় যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যদি বল পতিসেবা, ধর্ম্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে। তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর, মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥

তবে যদি বল হেন, আসিয়া তোমার কেন, ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি। চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ঘোরা, ধর্ম্ম ছাড়ি কিরে মোহে হেরি ॥

তবে শুন তার বাণী, ধর্ম্মত্যাগী যদি আমি, তবে উদ্ধারিবে কেবা আর। করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম্ম-ছাড়া আমি, কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

উদ্বেগেতে প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ। সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত, এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৪১ ॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমমা-বেগোদয়াদাহ। হে সখাঃ। ইহ বৈশসে তং কিং কৃণুমঃ। যেন ভবদ্দর্শনং স্যাং তত্রস্থা অপি বয়ং দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ কস্য ব্রূমঃ। যূয়মপি তুল্যাবস্থা-এব তদন্যঃ কঃ যেন ভাবং সাত্তং পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদেব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াং আশা হি পরমং দুঃখমিত্যাদিবদাহ। আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতমেবানান্ন কর্ত্তব্যং। কিম্বা। তয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতং বর্থ্যং তৎ তাং

অনন্তর উদ্বেগদ্বারা পুনর্ব্বার ভাবশাবল্যের উদয় হেতু প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ করত কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আবেগের উদয় হেতু কহিতেছেন॥

হে নাথ। আমি কোথায় কাহাকে স্তব করিব? কাহা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব, সেই ভাবে কহে সখী প্রতি। কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে কৃষ্ণদরশন পাই সতি॥

কহিতেছি সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে, তারে ঝাঁপি চিন্তা ভাব হৈলা। কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে, মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা॥

মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার, কে কহিবে মঙ্গল উপায়। এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে, মতিভাব জন্মিল হিয়ায়॥

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা, যে কৈল সে কৈল আর না। কিম্বা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ পাইল, আশা ছাড়ি রাখহ আপনা॥

কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে

ত্যজতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষোদয়াদাহ। অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বানাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথয়ত। কথয়ন্তিতি পাঠে একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীত্যর্থ। তদেব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যন্ত কামঃ মত্বা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াং সবৈক্লব্যমাহ। অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুবয় মারয়তি কিং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। ততস্তামাসাদ্য সহজোৎসুক্যোদয়াত্তজ্ঞানতীনাং নঃ কৃষ্ণে ইত্যাদি-

---

কেই বা বলিব ? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই, অথবা অন্য কোন ধন্য কথা বল ? কারণ তুমি আমার হৃদয়নাথ। অপিচ মধুর অপেক্ষাও মধুর হাস্যযুক্ত, তথা মন ও নয়নের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতে সে ভাব ঝাঁপি, অমর্ষা জন্মিলা কাঁপি, তাহে কহে শুন সখীগণ। অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণকথা, ছাড়িয়া অধন্য মতা, কহ ধন্য অন্য সুকথন॥

এই কালে হৃদি মাঝে, স্ফূর্ত্তিরূপে কৃষ্ণসাজে, কামশর বিদ্ধ হৈতে মনে। সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়াভরি, বিক্লব পাইয়া পুনঃ ভণে॥

অহো কষ্ট কি করিল, কাম বৈরী উপজিল, সদাই স্ফুর্তিয়া আছে হিয়ে। সদা হিয়ে বিদ্ধে সেই, তিলেক না ছাড়ে যেই, হইতে উপায় কি করিয়ে॥

কিবা হিয়ে কৃষ্ণস্ফুরে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে, বিষাদ করিয়া কহে বাণী। যারে চাহি তেয়াগিতে, সেই শুতিয়াছে চিতে, কোনরূপে না যায় ছাড়নি॥

তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ ঔৎসুক্য হিয়া, উদয় হইল শীঘ্র আসি। বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতিশয়ে, কৃষ্ণ

কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ ॥

বং সবিষাদমাহ মধুরেতি। বত ইতি খেদে অস্ত তাবত্ত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী। কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে। মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিরুৎফুল্লশ্চাকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্। অতো মনোনয়নয়োরুৎসবোযস্মাত্তস্মিন্। স্বান্তর্দশায়াস্তু পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে আমার কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি চিরদিনের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আশ্রিত হউক ॥ ৪২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আছে জানে মনে বসি ॥

ছাড়িবার মন হৈলে, অতিতৃষ্ণা হিয়া বলে, প্রতিক্ষণ বাড়ি তৃষ্ণাগণ। দুঃখভোরা দুঃখী হেন, বাঢ়ে তৃষ্ণা অনুক্ষণ, বাড়িবার আছয়ে কারণ ॥

মধুর হৈতে সুমধুর, স্মের যাতে সুখপূর, কামমদে প্রফুল্ল আকারে। মন নয়নের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই, কেবা পারে তারে ছাড়িবারে ॥

এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব, তাতে অতিকৃশ হৈল অঙ্গ। তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেষ্টা প্রকটিল, তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥

হেন অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সুদৈন্য করে, ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া। আশ্বাসয়ে সখীগন, ধৈর্য্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ এবে আলিঙ্গিবে সিয়া ॥

সেই সখীগণে রাই, কহে মনোদুঃখ পাই, আশা ত্যজি প্রলাপবচন। সেই শ্লোক পড়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা, কহে তাহা এ যদুনন্দন ॥ ৪২ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামস্মদ্বিলোচনং বালং *।

অথ অত্যাধিভরোৎপন্নতানবাতিশয়াদ্গ্লানিরুৎপন্না তচ্চেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদ্দর্শনোৎপন্নবিষাদদৈন্যাভ্যাং অধুনৈবাগতং তং পরিরভ্য সো ধৈর্য্যং কুর্ব্বিত্যাশ্বাসয়ন্তীং সখীং প্রতি নৈরাশ্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। আগতেঽপ্যস্মিন্নশক্ত্যা ভুজাচালনাদাসামর্থ্যাত্তদালিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাং বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং মম দৈবসামগ্রীভাগ্যরূপসাদনং দূরে সা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হন্ত বিষাদে। বিষাদে হেতুঃ।

শ্রীরাধা অতিশয় মানসিক ব্যথা জন্য নূতন দশা প্রাপ্ত হইয়া যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই তিন শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন॥

হে দেব! আমার অন্যান্য সামগ্রী ত বহু দূরে, সুতরাং সম্প্রতি এই বিস্ফারিত লোচনযুগলের সহিত আপনার অভি-

নন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্ব্বথা, আইলে না যাবে মোর দুঃখ। বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে, নয়নের নাহি হবে সুখ॥

কিশোর শেখররাজ, আঁখি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন। সেহ মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল, মেলিবারে না পারি নয়ন॥

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, বামনেত্র অন্তে দরশন। ভাবোদ্গারী বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন, প্রায় না দেখিয়ে ইতর জন॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি দেখিবা

* অত্র আর্য্যা জাতিঃ॥

দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম তন্তু দৈবসামগ্রী ॥ ৪৩ ॥

* অশ্রান্তাস্মিতমরুণারুণাধরৌষ্ঠং

অস্বিতি। তত্রাপি ভাবোদ্গারিবাদনেনপ্রান্তেন দর্শনমাত্রাং দ্বাভ্যামপি তব জনবদ্দর্শনভাগং নাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যামপি। নন্বধুনৈব দ্রক্ষ্যসি কিমিতি খিদ্যসে ইতাত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযতন্তী তদশক্ত্যাহ আভ্যাং। স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম মম পুনরাভ্যাং তদ্দর্শনং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। স্বাদুর্দশায়াং তয়া সহ বিলসন্তং। অনাং সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনঃ স্বপ্রেরকতচ্ছ্রীমুখস্ফূর্ত্তা বিষাদৌৎসুক্যাং জহামসূন্ বতকৃশা শত-

---

পদ্মতুল্য লোচনদ্বয় আলিঙ্গিত হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা ॥ ৪৩ ॥

পুনশ্চ নিজের প্রেরক শ্রীমুখ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীরাধা যে বিলাপ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! আপনার যে বদনকমল মধুর হাস্যযুক্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্যামরায়। তাহা শুনি শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি, নিজ-নেত্র মেলিবারে চায় ॥

মেলিতে না পারি আঁখি, তাতে কহে হয়ে দুঃখী, যবে আইসে তবে আইস হরি। যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি কর জিউ, আঁখি আমি মেলিবারে নারি ॥

মনে কৃষ্ণসুখস্ফূর্ত্তি, হৈতে বাড়ি গেল আর্ত্তি, বিষাদ ঔৎসুক্য ভাবে দোলে, প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাই, এথা লীলাশুক শ্লোক বলে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র শুন আমি কহি যে নিবন্ধ। তোমার মুখাব্জ-

---

* অথ প্রহর্ষিণীবৃত্তং। আশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ং ॥

হর্ষার্দ্রদ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতং।
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং

জন্মভিঃ স্যাদিতিবৎ, ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে। ইতিবচ্চ। তং প্রতিপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ মু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাম্বুজমত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব কদাপি জন্মান্তরেঽপি বীক্ষিষ্যে। কীদৃশং। অশ্রান্তং সন্ততং স্মিতং যস্মিন্। ঈষৎ স্মিতং বা অরুণারুণৌ অত্যারুণৌ অরুণাদপ্যরুণৌ গ্লানিতমোঘ্নাধরোষ্ঠৌ

অত্যন্ত অরুণবর্ণ অধরোষ্ঠ শোভিত এবং আনন্দভরে দ্বিগুণিত মনোজ্ঞ বেণুগীত শোভিত, তথা যাহা বিভ্রমশালি লোচ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শোভা, মোর নেত্রভৃঙ্গ লোভা, এ জন্মে দেখিতে ভেল অন্ধ ॥ ধ্রু ॥

জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি, মুখাব্জ করিব দরশন। সদা যাতে মন্দ হাসি, উগরে অমিয়ারাশি, সদা ঝরে চন্দ্রজ্যোৎস্নাগণ ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে, গ্লানি অন্ধকারগণ নাশে। এমন সুন্দর মুখ, অখিল-নয়ন সুখ, তবে আমি দেখিব হরিষে ॥

আমার প্রেরণ হর্ষে, মৃদু গান যেই বর্ষে, সেই ত মুরলী তাহে শোহে। তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী-অন্তরলোভা বচন বর্ণন তাহে নহে ॥

পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত্ত, অতি দীর্ঘ অতিশোভাময়। তাহার অর্দ্ধেক ভঙ্গি, কামিনীমোহন রঙ্গি, জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয় ॥

শুনি কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ, কৃষ্ণ আসি

বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু ॥ ৪৪ ॥
লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং

যস্মিন্। মৎপ্রেরণা হর্ষেণার্দ্রং অতো দ্বিগুণমনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্ যৎপ্রেরণার্থং বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনয়োর্যৎ অর্দ্ধং তেন মুগ্ধঞ্চ যৎ। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যে স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতঃ সীদন্ত্যা অয়ি সএবাগত্য ত্বাং দ্রক্ষ্যতি তদা তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি সখীবাক্যান্তঃসৌৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। স কিশোরঃ নয়নাম্বুজাভ্যাং

নার্দ্ধদ্বারা মুগ্ধ সেই ভবদীয় বদনাম্বুজ কবে দর্শন করিব ?॥৪৪॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে অবসন্নপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বলিলেন "তুমি অবসন্না হইও না, যার জন্য দুঃখ, তিনি নিজেই আসিয়া দর্শন দিবেন" এই কথা গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

করুণাশালী কিশোর শ্রীকৃষ্ণ, লীলায়িত রসশীতল নীল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখিবে তোমায়। তাতে তুয়া শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে পাবে, সুখী হবে তুয়া নেত্র তায় ॥

এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী, তারে পুছে উৎকণ্ঠিত হৈয়া। লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা তবে, এক শ্লোক অপূর্ব্ব করিয়া ॥ ৪৪ ॥

সখি হে সেই নব কিশোর শেখর। নয়নকমলবরে, কবে নিরীক্ষিবে মোরে, এই দশা দেখিবে সকল ॥ ধ্রু ॥

এখনি মরিয়ে আমি, কিবা বল সখী তুমি, কবে বা আসিবে সে দেখিতে। এরূপ নৈরাশা বাণী, কহি খেদ করে ধনী, যেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥

নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাং।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং

কদা কালে আলোকয়েং মামিতি শেষঃ। ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ্। কিংবা। ইদানীং ম্রিয়ে কদা বা লোকয়েদিতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃগ্‌ভ্যাং। প্রেমরস-শৃঙ্গাররসয়োঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাং। তথা তারয়োর্নীলিমা প্রান্তয়োররুণিমা চ যুক্তাভ্যাং। মদিরয়োরিবাদ্ভুতো বিভ্রমো যয়োস্তাভ্যাং। অতো লীলা-প্রাচুর্য্যাল্লীলেবং চরতঃ লীলায়তে যে তাভ্যাং। অপরাধিনী মাং পশ্যতি। চেত্তদা হিত্বা কথং গত ইতি বিমৃশ্য সদৈন্যমাহ। কারুণিকঃ কৃপয়া সম্ভবেদপি

ও অরুণবর্ণ প্রভৃতি আশ্চর্য্য শোভাযুক্ত নয়নাম্বুজদ্বারা কবে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শৃঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই, শীতল নয়নপদ্ম-শোভা। তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর, পদ্মে নট খঞ্জনের লোভা॥

লীলাতে আয়ত আঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি!, কবে তাহে হেরিব আমারে। মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে থাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে॥

এত কহি বিমার্ষিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া, দেখিতেহ পারে আসি মোরে। সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা হয়, মোর ভাগ্যে না জানি কি করে॥

কহিতেই মূর্চ্ছা হৈলা, সখীরা সম্ভ্রম পাইলা, কহে সখী দেখ আগে তারে। আইলা কিশোর রায়, গজগতি সুলীলায়, আঁখি মেল কেনে আর ভোরে॥

সখীর আশ্বাস শুনি, সম্ভ্রমে পাইলা ধনী, যত্নে নেত্র মেলিয়া উঠিলা। সব্ব দিশা দেখি পুনি, নাহি দেখে ব্রজ-

কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ৪৫ ॥
বহলচিকুরভার-বদ্ধপিঞ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠং।

ইতি। স্বান্তর্দশায়ামেনাং কদা লোকয়েদিতি। বাহ্যে কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫ ॥

অথ পুনর্মূর্চ্ছিতায়াঃ সখি উত্তিষ্ঠ পশ্যায়ামাগতঃ কৃষ্ণ ইতি সখীনামাশ্বাসনৈঃ সসম্ভ্রমং নেত্রে উন্মীল্যোত্থায় দিশোঽবলোকয়ন্ত্যাস্তমপ্যেতাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ মুরা কুৎসা তদরেঃ পরমসুন্দরস্যেত্যর্থঃ। মুগ্ধং বেশং মে নয়নং মৃগয়তি শীঘ্রং দর্শয়েতি ভাবঃ। কীদৃশং। বহলস্নিগ্ধনিবিড়শ্চিকুরভারো যস্মিন্ তত্রৈব বদ্ধঃ পিঞ্ছাবতংসো যস্য। চপলান্মীনাদসি চপলে

আমাকে অবলোকন করিবেন ? ॥ ৪৫ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সখী বলিলেন, "হে সখি শয্যা হইতে উঠ, এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন," এই রূপ সখীদিগের শ্রীরাধার প্রতি আশ্বাসবাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আমার নয়ন মুরারির মুগ্ধবেশে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহাই অন্বেষণ করিতেছে (বেশের কথা অধিক আর কি বলিব) যাহাতে কেশকলাপ সংযত ও তদুপরি ময়ূর

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মণি, সখীগণে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৫ ॥

সখি ! হে মুরারির মনোহর বেশ। দর্শন লাগিয়া মোর, অন্বেষয়ে দিঠি যোর, তৎকাল দেখাও নাগরেশ ॥ ধ্রু ॥

ঘনস্নিগ্ধকেশ তার, পিঞ্ছ অবতংস আর, নবাম্বুদে যেন ইন্দ্রধনু। চঞ্চলনয়ন ঘোর, অতিদীর্ঘ শ্রুতিকোর, সফরী মীনের গতি জনু ॥

মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারনীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬ ॥

নেত্রে যস্মিন্। চপলঃ পারদে মীনে ইতি বিশ্বাং। চারুবিম্বাধরোষ্ঠৌ যত্র মধুরো মৃদুলশ্চ হাসো যত্র। বেশস্য গাম্ভীর্য্যং ক্ষোভকত্বঞ্চাহ। মন্দরাদ্রেরিবোদারা মহতী লীলা যস্য তেন যথা দুগ্ধাব্ধিং সংক্ষোভ্য রত্নাদিকঞ্চ আহৃতং তথা নৈবাস্মাকং ধৈর্য্যাদিকমতো মহাক্ষোভকমিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াং তৎসঙ্গমমধুরবেশং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬ ॥

পিচ্ছের কর্ণভূষণ আবদ্ধ, নেত্রদ্বয় অত্যন্ত চপল, মনোজ্ঞ বিম্বফলতুল্য অধরৌষ্ঠ তথা হাস্য মধুর অথচ মৃদুল এবং যাহা মন্দরের ন্যায় নীলবর্ণ ॥ ৪৬ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাতে ওষ্ঠ বিম্বাধর, মৃদুহাস্য মধু চোর, গাম্ভীর্য্যক্ষোভক লীলাগুণে। মন্দরপর্ব্বত যেন, স্নিগ্ধসিন্ধু সুমন্থন, করিয়া হরিলা রত্নধনে ॥

হৃদয় গম্ভীর তেন, মথয়ে আমারে যেন, কৃষ্ণ-লীলা বেশ সুমন্দর। ধৈর্য্যরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সখি! অয়ে, দরশাও দেখি সে সুন্দর ॥

সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। চল তাহে অন্বেষিয়া, সেইখানে বিলোকিয়া, শুনি ধনী সখীসনে যায়ে ॥

তুলসী মালতী জাতি, মাধবী মল্লিকা যূথী, লতা তরু পশু পক্ষী স্থানে। কৃষ্ণকথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে, প্রলাপিয়া করে নির্দ্ধারণে ॥ ৪৬ ॥

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং

নন্বাগতোঽয়ং ত্বাং পরিহসন্ ক্বাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি তদা গচ্ছত ত মন্বিষ্য পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা তাভিস্তন্বিষ্য ভ্রমন্ত্যাঃ কচ্চিত্ত্বুলসি অপ্যেন-পত্নীত্যাদিবং স্থিরচরান্ প্রচ্ছন্ত্যাস্তেষাং প্রশ্নমুট্টঙ্ক্য তান্ প্রতি প্রত্যুত্তরয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নন্থ, কিমর্থমুন্মত্তা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ তত্রাবহিত্থামাহ। যস্য নামাপি চৌরত্বাদগ্রাহ্যং তং কমপি বয়ং মৃষয়ামহে। স জ্ঞায়ত এব বো দৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাং। আং শঠোঽয়ং ক্বাপি কয়াপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি তদন্বেষণং তু লাঘবায়ৈব তন্নিবর্ত্তধ্বং তত্র সগর্ব্ব-সাবহেলমাহ কমলেতি। লক্ষ্যাপাঙ্গস্য য উদগ্রঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং তদ্বসমিতি। কিমুতাস্মদ্গোপ্যা রমমাণস্ততোঽস্মন্মনো-

---

অতঃপর সখীগণ বলিলেন "এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং তোমাকে উপহাস করত কুঞ্জমধ্যে কোথাও লুক্কায়িত রহিয়াছেন" ইত্যাদি সখীদিগের বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আমি এমন কোন এক অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তিকে অন্বেষণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন, রাত্রে কেন ভ্রমিয়া বেড়াও। আকার গোপন করি, তারে কহে সুনাগরী, শুন সবে এক মন হও ॥

নাম লৈতে নারি তার, নাম চৌরপ্রায় যার, তারে সবে করি অন্বেষণ। তোমরাও জান তারে, দেখি থাক কহ আরে, তাতে কিছু আছে প্রয়োজন ॥

তারা যেন কহে তারে, তেঁহ মহা-শঠবরে, কোন্ কুঞ্জে কোন গোপী লৈয়া। রমণ করয়ে সুখে, অন্বেষ লাঘব তাকে, থাক মনে নিবৃত্ত হইয়া ॥

নদশিখিশিখানীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজং।

রত্নং হৃত্বা গতোঽয়ং তদেব প্রার্থ্যং কিং নস্তেনেতি ভাবঃ। নন্থ, শীলে কথং চৌরাপবাদং দদথ। তত্র সহাসশিরোধূনানমাহ বহলেতি। বজ্রেন্দ্রধনুরাদি-যুক্তানাং নিবিড়জলদানামপি ছায়া কান্তিস্তচ্চৌরং কিমুতাবলানাং নো মনো-রত্নমিতি ভাবঃ। তথা মধ্বিতি। মধুরিম্নাং পরিপাকো যেষু তে মধুরিমপরি-পাকাঃ স্মরেন্দুপদ্মহংসমৃগমীনপল্লবাদ্যাস্তেষাং উদ্রেকঃ শঙ্কয়াস্মাৎ তং তেষা-মপি মাধুর্য্যাণাং চৌরিমিত্যর্থঃ। মধুরং সরবৎ স্বাদু প্রিয়েষু ইতি বিশ্বঃ। রেকো বিবেক শঙ্কায়াং রেকঃ স্যাদধমেঽপি বেতি বিশ্বঃ। নন্বেবং চেদ্দূরে স্থাস্যতি কথং দ্রক্ষ্যথ তত্রাহ মদেতি। পিঞ্ছমুকুটাদ্দূরতোঽপি দৃশ্যো ভবেদিতি

করিতেছি যে যাঁহার কান্তি নিখিল জলদকান্তিকে অপহরণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এত উট্টঙ্কিতে * মনে, কহে গর্ব্ব ভাব সনে, লক্ষ্ম্যাপাঙ্গ-নামে তেঁহু জড়। সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে, মোর গোপী সঙ্গে কাহে, রমণ করিবে সে চপল॥

তার সঙ্গে মো সবার, কিবা কাজ আছে আর, মনরত্ন যে চুরি করিলা। তাহা লব তাহা স্থানে, এ লাগিয়া অন্বেষণে, ফিরি সবে হৈয়া সখী মেলা॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম্ম শীলেরে কেন, চৌর্য্য অপবাদ দেও সবে। তার কথা শুন কহি, সত্য জান বাক্য এহি, মো সবার চিত্ত অনুভাবে॥

বজ্র ইন্দ্র ধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে নিবিড় জলধর। তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা, মনোরত্ন হরিতে কি ডর॥

* উট্টঙ্কিতে উত্থাপন করি নে॥

কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ-

ভাবঃ। নন্থ, ততোঽপি ধাবিত্বাপসরেতি তত্রাহ। বিলাসেতি তদতিশয়জালসেন শীঘ্রং গন্তুমপ্যশক্তমিত্যর্থঃ। নন্থ, ঘনতমসি কুঞ্জে নিলীয় স্থাস্যতি তত্রাহ মনোজ্ঞেতি। কোটিচন্দ্রবন্মনোজ্ঞং মুখাম্বুজং যস্য তৎকান্তিপূরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্বা, নন্থ প্রাতর্ব্রজ এব তং লপ্স্যাধ্বে তদৈবাত্মানং গ্রাহ্যং সব-লোঽসৌ রাত্রৌ কদাচিদ্দেহমপি বঃ চারয়ন্তঃ নিবর্ত্তধ্বং। তত্র আত্মানমনুক্ত্বা ভঙ্গ্যাহ। কমলানাং বরস্ত্রীণামাসামপাঙ্গস্যোদগ্রো যঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং কিমপি কর্ত্তুমশক্তমিত্যর্থঃ। কমলা শ্রীবরস্ত্রিয়োরিতি বিশ্বঃ, স্বান্তর্দশায়াং স্বসমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। হে সখ্যঃ আগচ্ছ যেনোন্মাদিতেয়ং তমন্বেষয়ামঃ। নন্থ, কথং রাত্রৌ

করিতেছে, যিনি বিলাসভরে অলস, মদমত্ত ময়ূরগণের পিচ্ছ-সহ যাঁহার কেশবন্ধ, মুখাম্বুজ মনোজ্ঞ, কমলার নেত্রান্তের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা, চন্দ্র পদ্ম হংসমৃগ কাম। পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, এ সবার মাধুরী হরে, তেঁই চোর-চক্রবর্ত্তী নাম॥

বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেঁহু চৌর হেন, তবে তেঁহু আছে দূর স্থানে। লাগ পাবো কোথা তার, কিবা অন্বেষহ আর, ধৈর্য্য ধরি থাক নিজ মনে॥

পুন কহে সুনাগরী, তেঁহ শিখিপিচ্ছধারী, দূরে হৈতে দেখা পাব তার। লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পলাইব যবে, তবে কৈছে লাগ পাব তার॥

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়, চলিতেই শক্তি নাহি ধরে। লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে, নিজ-তনু গোপন আকারে॥

মাধুরিমপরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে ॥ ৪৮ ॥

লপ্স্যামহে তত্রাহ পঞ্চভির্বিশেষণৈঃ। নন্থ, প্রাপ্তে কথমায়াস্যতি তত্রাহ। কমলা শ্রীরাধা অস্যাপাঙ্গে তৎপ্রস্তাবেনাপি জড়ং তত্ত্বং সচিত্তং নৈবেষ্যতীত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রসঙ্গে যিনি জড়বৎ, অপিচ যিনি অনিয়ত শোভাপরিপাকের উদ্রেকস্বরূপ ॥ ৪৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কান্তি, হেন মুখপদ্ম শোভা যার। সেই কান্তিগণ তারে, দেখাইবে অন্ধকারে, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥

কিম্বা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে, লাগ পাবে লৈও নিজধন। রাত্রিকালে তেঁহু ফিরি, দেহ পাছে করে চুরি, তেঞি কহি হও নিবর্ত্তন ॥

রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ডারি, জড়প্রায় তনু মন হয়। তেঞি আমা সবাকারে, না করিতে পারে আরে, নিজ রত্ন লইব হেলায় ॥

উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী, এইকালে কুঞ্জের সমীপে। স্ফূর্ত্তে দেখে আইলা হরি, পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যে নাহি হেরি, তাতে ধনী বৈকল্যে বিলাপে ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না দেখিলা তাহারে। সখীর আশ্বাস শুনি, তা সবাকে কহে ধনী, প্রলাপবচন সুকাতরে ॥ ৪৭ ॥

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশা দৃশ্যং শশ্বত্রিভুবনমনোহারি বদনং।

অথ ক্বচিৎ কুঞ্জাভ্যর্ণে স্ফূর্ত্ত্যা তং দৃষ্ট্বা পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যা বিক্লবায়া দৃষ্টোঽসৌ কিমপি খিদ্যসে ইত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ তদেব ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং তদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যা পশ্যামি। তত্র হেতুঃ। দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ। অতো মুনিসমুদায়ানাং ব্যাসাদীনাং বাচাপ্যনামৃশ্যমস্পৃশ্যমেতাদৃক্সৌন্দর্য্যবিশিষ্টতয়া বক্তুমপ্যশক্যমিত্যর্থঃ। অনিশমুদয়ানামিতি পাঠে। অনিশমুদয়ানাং নিত্যোদয়ানাং বাচাং শ্রুতীনামপ্যনামৃশ্যং। কিংবা। নন্বু তবৈবায়ং কদাপি দ্রক্ষ্যতি। তত্র, অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগিতিবৎ তদ্দৌর্লভ্যমাহ। মুনীনাং বচোঽপ্যনাদৃশ্যং। নন্বেবং চেৎ ত্বং কথং

অতঃপর কোন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, পুনশ্চ বিক্লবা শ্রীরাধা খেদ করিলে সখীগণ আশ্বাস বাক্য কহিতেছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করত কহিলেন॥

মুনিগণ ধ্যানপথেও যাঁহাকে বহুদূরে অবলোকন করেন কি না, এবং যিনি ব্রজবধূগণের নেত্রকটাক্ষে নিরন্তর দৃশ্য,

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে, ক্রীড়াবান্ কিশোর শেখর। বাঞ্ছা ভরি নেহারিমু, পুনঃ পুনঃ সুখ পাইমু, মুখ ত্রিভুবন মনোহর॥ ধ্রু॥

নীলোৎপল দলকান্তি, ঈষৎ বিকাস ভাঁতি, তাহা নিজ কান্তি মনোহর। ব্যাস আদি মুনিগণ, যতেক কবীন্দ্র হন, বচনের দূর রূপধর॥

সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি, এখনি দেখিবে চিন্তা নাই। দুর্ল্লভ মানিয়া রাই, কহে সখী বুঝ নাই, মুনি-বাক্য-অগোচর সেই॥

অনামৃশ্যং বাচা মুনিসমুদয়ানামপি কদা

দিদৃক্ষাসে তত্রাহ ব্রজেতি। ব্রজবধূনাং যুষ্মাকং দৃশা দৃশ্যং তত্রাপি শশ্বন্নিরন্তর-মত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ। কিন্বা। নন্থ কালে দ্রক্ষ্যসি ইদানীং ক লভ্যোঽসাবত্র তদুদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ মুনীতি। মুনয়ো বিহগা বনে অস্মিন্ হরিমুপাসত তে ধৃত-মৌনা ইত্যাদিদিশা মুনীনাং দর্শনেন জাতস্তম্ভমোহাদিতয়া ধৃতমৌনানাং যুষ্মাকং তত্রাপি পক্ষিমৃগাণাং পথি পথি পরামৃশ্যং তত্রাপি দূরে দূরে দূরাদেবাত্রৈবান্ত ইত্যুল্লেখং। স্বান্তদর্শায়াং সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। দেবমনয়া সহ তথা ক্রীড়-য়ন্তং তং কদা দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পশ্যামি। অন্যৎ সমং। বাহ্যে ভাব-শাবল্যোদয়াদাহ। তং কদা দরীদৃশ্যে তত্র হেতুঃ দরেতি। পুনঃ সনৈরাশ্যমাহ অনেনেতি। মুনীনাং বাগগোচরমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীতো মূর্খোঽস্মি। পুনঃ সোৎ-

---

যাঁহার বদন ত্রিভুবনের মনোহর, যাহা নিখিল মুনিগণেরও বাক্যপথের অগোচর, সুতরাং সেই নীলোৎপল কান্তি প্রভুকে কি আমি কোন কালেও পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে, দেখিতে লালসা কেনে কর। তবে শুন ব্রজনারী, নেত্রদৃশ্য সদা করি, তা লাগি দেখিতে আশা বড়॥

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী, একে তার দেখা পাবে কোথা। তবে শুন পক্ষিগণ, মৌন দেখ অনুক্ষণ, দূরে পরামর্শি কহে যথা॥

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই, পথে পথে তারা যুক্তি করে। তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপজিয়া, তাতে তারা সবে মৌন ধরে॥

কহিতেই পূর্ব্বে যেন, অন্যে অন্যে দরশন, সে সময়ে

দরিদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিং ॥ ৪৮ ॥
লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং

কণ্ঠমাহ ত্রিভুবনেতি। তথা মুনীনাং দূরেঽনুমেয়ং বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূদৃশা দৃশ্যং নীলোৎপলতয়েত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৪৮ ॥

অথ পূর্ব্বপ্রেরণকালোঽন্যোন্যদর্শনস্মৃত্যোৎকণ্ঠং তাঃ স্পৃশন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নু ভোঃ সখ্যস্তং ময়ৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়য়ন্তং কদা বাতিলোকয়িষ্যে। স মাং কুঞ্জে প্রেরণার্থং দ্রক্ষ্যতীহমপি তং তদঙ্গীকারজ্ঞাপনার্থং

সমর্থ হইতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকার প্রেরণকালীয় পরস্পর সন্দর্শন স্মরণ করত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

যাঁহার বদনকমল নীলবর্ণ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

স্মৃতি হৈয়া গেল। তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগী, উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সখি হে, আমার দয়িত শ্যামরায়। সেই ক্রীড়াযুক্ত কবে, অন্যে অন্যে দেখা হবে, হেন দিন হবে কি আমার ॥ ধ্রু ॥

মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরক্ষিবে মোরে, আমি তাহা অঙ্গীকার কাজ। জানাবার তরে তারে, হেরিব কি সখী আরে, কবে রাসমণ্ডলীর মাঝ ॥

নানারস উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারি, নিরক্ষর সঙ্কেত-ভঙ্গি যাতে। অধৈর্য্য লোচন তথা, ঊর্দ্ধচালনে যে কথা, কহয়ে সঙ্কেত কুঞ্জে যাইতে ॥

নর্ম্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং।
দোলায়মান নয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯ ॥

কদা দ্রক্ষ্যামি। কীদৃশং। লীলা নানাভাবোদ্গারযুক্তং নিরক্ষরসঙ্কেতবর্ণন ভঙ্গী তদ্যুক্তমাননাম্বুজং যস্য। অধীরং যথা তথোদীক্ষমাণং ঊর্দ্ধনেত্রচালনয়া মাং কুঞ্জে প্রেরয়ন্তং। অতোঽন্যজ্ঞানভিয়া দোলায়মানে নয়নে যস্য তথা নর্ম্মাণি মৎপ্রেরণসঙ্কেতরূপাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং। অতো নয়নাভিরামং স্বান্তর্দশায়াং তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং সংদ্রক্ষ্যতাহমপি তজ্জ্ঞাপনার্থং তং। অন্যং সমং। বাহ্যে কৃপাবলোকনং তস্য মমাপি বিস্ময়াবলোকনং ॥ ৪৯ ॥

নিরীক্ষণশীল, যিনি বেণুবিবরে নিখিল নর্ম্ম (পরিহাস) কে বিনষ্ট করিতেছেন, যাঁহার নয়নযুগল দোলায়মান এবং যিনি নয়নের অভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে আমি কবে সমধিক রূপে দর্শন করিব ? ॥ ৪৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়, যেন সে কৌতুকময়, তাহাতে দোলায়মান আঁখি। তথা নর্ম্ম বেণু বিন্ধে. সঙ্কেত রূপের বন্ধে, সঙ্কেতে পাঠায় নর্ম্ম তাখি ॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ, সেই লীলা সর্ব্ব রসময়। কবে অন্যে অন্যে দেখা, হবে সেই প্রেমলেখা, কবে হবে মঙ্গল সময় ॥

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমুদ্রে যাই, সর্ব্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে। পুনঃ মোহ উপজিলা, দেখি সব সখী গেলা, কহে সখী পাসরহ তাহে ॥

ক্ষণেক বিস্মৃত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া, কেনে দুঃখ

লগ্নং মুহুর্মনসি লম্পটসম্প্রদায়-
লেখাবলেহি নিরসঙ্গ-মনোজ্ঞবেশং।

অথ তন্মাধুর্য্যার্ণবে সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোনয়নেন পুনর্মোহং গচ্ছন্ত্যা অয়ি সখি ক্ষণং বিস্মৃত্য সুখিনী ভবেতি সখীনামাশ্বাসাত্তচ্ছক্তিং কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মুখে কুন্দবন্ধাসাং যস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা মম মনসি বস্ত্রে মঞ্জিষ্ঠারাগ ইব লগ্নং কিং করোমীত্যর্থঃ। নন্থ, ততো নিবৃত্যান্যত্র নিবেশয়েত্যত্র তদপি মদ্বশেনেত্যাহ। কীদৃশে। লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেঢ়ুং শীলং

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যার্ণবে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয় মগ্ন হওয়ায় প্রলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়াছেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহারই বর্ণন করত কহিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার মনোমধ্যে নিয়তই সংলগ্ন রহিয়াছে, যে বাল্যভাব লম্পট বালকবৃন্দের সহিত কানন-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পাও স্মৃতি করি। তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি নাই, এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ ॥

সখি হে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ। মোর চিত্ত বস্ত্র যেন, মঞ্জিষ্ঠারাগের হেন, লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

পুনিম চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়নসুখ, তাতে হাস্য চন্দ্রের সমান। প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে, স্মিত অংশ অরুণ বন্ধন ॥

কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপল্য যাতে, সখী তাহা পাসরিতে নারি। তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন, কোন স্থানে অবলম্ব করি ॥

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব, সেহ মন মোর

রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদুল্লসিতাধরাংশু-
রাকেন্দু-লালিত-মুখেন্দু-মুকুন্দ-বাল্যং ॥ ৫০ ॥

যস্য মহালম্পট ইত্যর্থঃ। অথবাস্য বরাকস্য কো দোষঃ যত এতাদৃশং তদিত্যাহ। রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেশো যস্মিন্। তথা রাগযুক্তশ্চ মৃদুস্মিতেন মৃদুল্লসিতশ্চ যোঽধরস্তস্যাংশুর্গস্মিন্। পৃথক্ পদং বা। তথা রাকেন্দুর্ভির্লালিতঃ সেবিতঃ মুখেন্দুর্যত্র। স্বান্তর্দশায়াং সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাল্যং তয়া সহ

মধ্যে নিরসজ্ঞ (অন্যান্য-সাধারণ) মনোহর বেশে পরিশোভিত এবং সুরঞ্জিত মৃদুহাস্যদ্বারা মৃদুভাবে সমুন্নত অধরকান্তিরূপ রাকাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রদ্বারা বাল্যভাবে যে মুখচন্দ্র লালিত তাদৃশ মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবে আমার মনোমধ্যে লগ্ন রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বশ নয়। লম্পট সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত কাজ, পরধন গ্রাসশীল হয় ॥

অথবা বরাক মন, ইহারি কি দোষ গুণ, কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব-আকর্ষয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যগণে, কেবা ক্ষমা দিবে মনে, এই লাগি পাসরিল নহে ॥

সেই যে মাধুর্য্যে মন, ডুবি হৈল অচেতন, পুন মৃত্যু শঙ্কা হৈল মনে। সখী প্রতি কহে ধনী, বিষাদ প্রলাপ বাণী, এই দেখা তোমা-সবাসনে ॥

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল, সখীগণ নিকট থাকিতে। স্তনাধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত, নর্ম্ম-ভঙ্গি মনোহর রীতে ॥

তাতে রতি ফল হয়ে, মাধুর্য্য সমুদ্রাশয়ে, তাহা স্ফূর্ত্তি

* অহিমকর-করনিকর-মৃদুমৃদিতলক্ষ্মী-
সরসতর-সরসিরুহ-সদৃশদৃশি দেবে।

কুঞ্জে কৈশোরচাপলং। বাহ্যে স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫০ ॥

অথ তস্য তন্মাধুর্য্যমন-আদীনাং লয়েন মুহ্যন্ত্যাঃ পুনর্মৃতিমাশঙ্ক্য সখীঃ প্রতি এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। অথ প্রথমং কুট্টমিতাদিভাববিবশেনামুনা স্বসখীভিঃ সহ তস্য কঞ্চুকাকর্ষণহঠালিঙ্গনর্ম্মাদিভঙ্গীরতিকলহমাধুর্য্যাদিস্ফূর্ত্ত্যা তত্র মন আদিলয়েন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অহং দেবে মনোজ্ঞক্রীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণ-বিশেষণে তাৎপর্য্যাৎ তন্মাধুর্য্যার্ণবে ইত্যর্থঃ। লীয়ে লীনাভবামি। কীদৃশে।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মন আদি ইন্দ্রিয়গণ মগ্ন হইলে শ্রীরাধা মুগ্ধা হওত মরণাশঙ্কায় সখীর প্রতি প্রলাপ করিলে তাহাদের আশ্বাসবাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের লোচন অহিমকিরণ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের কিরণ-দ্বারা যাহার শোভা মৃদিত, তাদৃশ অতীব সরস পদ্মদলের ন্যায়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈয়া গেল মনে। তাতে মনেন্দ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন, তিনি শ্লোক কহে প্রকাশনে ॥ ৫০ ॥

সখি হে কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যসিন্ধুতে। ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, এই দেখা তো সবা সহিতে ॥ ধ্রু ॥

ব্রজযুবতির সঙ্গে, যে রতিকলহ রঙ্গে, তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে। তাতে যেই মদোময়, সঙ্গে মুখশশি হয়, লীন হব সে মাধুর্য্য মাঝে ॥

তথা সূর্য্যকান্তি চয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে, প্রভাতাব্জ

---

* অত্র ৫৩ পদ্যপর্য্যন্তং অন্ত্যৈকগুরুবর্ণাধিক্যেঽপি অচলধৃতিশ্ছন্দো-বিশেষঃ। তদুক্তং। ছন্দোমঞ্জর্য্যাং। দ্বিগুণিতবসু লঘুরচলধৃতিরিহ ॥

ব্রজ-যুবতি-রতিকলহ-বিজয়ি-নিজলীলা-
মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫১ ॥

ব্রজযুবতিভিঃ সহ যো রতিকলহস্তত্র বিজয়িনী যা নিজলীলা সনর্ম্মকঞ্চুকাকর্ষণ-স্তনাধরাদিগ্রহণকেলিস্তয়া যো মদো গর্ব্বস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা সূর্য্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্গতেন মৃদুমুদিতমীষদ্বিকসিতঞ্চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ সরসীরুহং তৎসদৃশৌ দৃশৌ যস্য। কুট্টমিতলক্ষণং। স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রাৎ। বহিঃক্রোধো-ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ। স্বান্তর্দশায়াং তয়া সহ তাদৃশক্রীড়াপরে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

এবং যিনি আনন্দে বিস্ফারিতবদন, বিস্ফারিত নিখিল মাধুর্য্যের নিবাসস্বরূপ, সুতরাং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজযুবতিগণের রতিকলহের বিজয়িনী নিজলীলা শোভা পাইতেছে ॥ ৫১ ॥

অতঃপর, সস্মিত বংশীধ্বনিদ্বারা সম্পাদিত পূর্ব্বতন প্রেরণ স্মরণ করত প্রেমস্ফূর্ত্তিতে "শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে যেন আমি মগ্না হইয়াছি" এইরূপ বোধে শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যেই মনোহর। তার শোভা জিনি যেই, গোবিন্দের পদ দুই, সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্বর ॥

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ, স্মেরমুখে বংশী-ধ্বনি করি। আপনার আকর্ষণ, স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণ, যাতে লয় প্রাণচিত্ত হরি ॥

সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত্ত অতি, তাহা শুনি সেই সব কথা। সে ভাবে গমন হৈয়া, লীলাশুক বিবরিয়া, কহে এক শ্লোক মনোরতা ॥ ৫১ ॥

করকমল-দল-কলিত-ললিততর-বংশী-
কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে।
সহজ-রসভর-ভরিত দরহসিত-বীথী

অথ সস্মিতবংশীধ্বনিকৃতপূর্ব্বস্বপ্রেরণস্ফূর্ত্ত্যা তন্মাধুর্য্যে প্রলীনমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। দেবে এতল্লীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে কীদৃশে। করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ যা বংশী তস্যাঃ কলনিনদ এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সান্দ্রসরোবরে। ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে দার্ঢ্যে বিস্তারে লৌহমুদগরে, ইতি বিশ্বঃ। তথা সহজরসভরৈর্ভরিতং পূর্ণং যদ্দরহসিতং তস্য যা বীথী ধারা সরণির্ব্বা তস্যাং তয়া বা সততং বহন্ প্রসরন্ অধরপদ্মরাগমণের্মধু-

---

থাকিলে, গ্রন্থকার তাহার বর্ণন করত কহিতেছেন ॥

করকমলে অবলম্বিত বংশীর কলনিনাদরূপ বিগলিত অমৃত অর্থাৎ জলের বা সুধার যিনি নিবিড় সরোবর এবং যাঁহা হইতে নৈসর্গিক রসপূরিত ঈষৎ হাস্যশ্রেণীদ্বারা অবচ্ছিন্নভাবে বহমান তাদৃশ মুখরূপ মণির নিখিল মাধুর্য্যের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্যসাগরে। পূর্ব্বপ্রায় লীন আমি হব মনে ধরে ॥ হস্তপদ্ম তলে শোভে যে ললিত বাঁশী। তাহার মধুর নাদ গলে সুধারাশি ॥ সেই সান্দ্র সরোবরে লীন হব আমি। কহিল না পাসরিহ সব সখি তুমি ॥ সহজ রসের ভাব ভাবিয়া যাহাতে। মৃদুমন্দ হাসিধারা নদী-মাধুরীতে ॥ পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ-অধরে। তাহার কিরণ সুখ সদাই উগরে ॥ কহিতে এ সম্ভোগান্তকালীন যে লীলা। গোবিন্দমাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হৈয়া গেলা ॥ তাতে লীনা প্রায় ধনী আপনাকে মানে। প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে॥৫২

সতত-বহদধরমণি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫২ ॥
কুসুমশর-শর-সমর কুপিত-মদগোপী-
কুচকলস-ঘুস্থণরস-লসদুরসি দেবে।

যস্য। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥

অথ সম্ভোগান্তঃকালীনতন্মাধুর্য্যাস্ফূর্ত্ত্যা তত্র লীয়মানমিবাত্মানং মন্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে কুসুমশরস্য শরেণ তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা স্মরমদেন মধুপানজমদেন বা যুক্তা যা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহাশ্লেষেণ লগ্নো যঃ কুচকলসঘুস্থণরসস্তেন লসৎ উরো যস্য। তত্রাত্মস্থানে গোপীতি সামান্যোক্তিঃ। বৈদগ্ধ্যা

যিনি নিলয় অর্থাৎ বাসস্থান স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

অতঃপর, সম্ভোগকালের ভাব স্মরণ করত "সেই ভাবে যেন আমি মগ্ন হইয়াছি" এই বোধে বিলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কুসুমশর কামদেবের শরসংগ্রামে কোপান্বিতা গোপাঙ্গনাগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কুমরসে যাঁহার বক্ষঃস্থল উল্লসিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে, এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে। ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে ॥ মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে। তাহাতে কোপিতা যত কামমদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে সদা গোপাঙ্গনাগণ। তার কুচকলসেতে কুঙ্কুমলেপন ॥ আপনে আগ্রহে তারে আলিঙ্গন দিতে। লাগিলা কুঙ্কুম কুচকলস সহিতে ॥ তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল যার। আমি লীন হব সেই

মদমুদিত-মৃদুহসিত-মুষিত-শশি-শোভা
মুহুরধিক-মুখকমল-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫৩ ॥

তথা মদেন মুদিতং তদ্ধাষ্ট্যদর্শনাৎ। যন্মৃদুহসিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণে অধিকশ্চ মুখকমলস্য মধুরিমা যস্য। যদ্বা। তাদৃশহসিতেন মুষিতঃ শশী যয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং তন্মুখকমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৫৩ ॥

এবং মদমুদিত (আনন্দবিস্ফারিত) মৃদুহাস্যে যিনি শশধরের শোভাকে অপহৃত করিতেছেন, আর যিনি পুনঃ পুনঃ সমধিক ভাবে বর্দ্ধমান মুখকমলের মাধুর্য্যের নিলয়স্বরূপ ॥৫৩॥

অতঃপর মূর্চ্ছাপন্না শ্রীরাধার প্রতি সখীগণ প্রবোধ দিলেও ঔৎসুক্যাদি ভাবমগ্না ও প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মাধুর্য্যে তাহার ॥ সামান্য গোপিকা নাম কহিলা যে রাই। বৈদগ্ধী হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥ তথা আর কামমদে উদয় ধৃষ্টতা। সেই গোপাঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্ব্বথা। তাতে আর মৃদু হাসি তার শোভা হৈতে। পূর্ণিমাশশির শোভা হেন শোভা যাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে মুখকমলমাধুরী। তাহাতে ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥ এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছিত হইয়া। সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া ॥ ৫৩ ॥

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
স্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নয়োরর্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-

অথ মূর্চ্ছিতায়াঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অন্যোৎসুক্যাৎ তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্যৈব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অহো এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোঃ কিশোরস্য মূর্ত্তিং আশাস্তে দ্রষ্টুং আকাঙ্ক্ষতি। অথ বাসা কো দোষঃ। যতো জগন্মোহিনীং। তত্র হেতুমাহ শ্যামভ্রুবোরানম্রাং কুটিলাং। অক্ষীণেষু পক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতাং সমৃদ্ধিমতীং প্রোদ্ভটসঘনপক্ষ্মাঙ্কুরামিত্যর্থঃ। মদ্বিষয়ানুরাগযুক্তয়োর্নয়নয়োরালোলং প্রসা-

---

সেই ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে আমার লোচন নিয়তই আশা করিতেছে, যে মূর্ত্তি ঈষৎ নম্র, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলে উপচিত, স্থূলতম, পক্ষ্মাঙ্কুরে ঈষৎ চঞ্চল, অনুরাগ-শালিনী যুবকযুবতির মৃদুমৃদু পরিহাসবাক্যে অর্দ্রীভূত, যাহার

বদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি। এতাদৃশী দশা তেঁহ তাঁরে ভাবে প্রাণী॥ ব্রজকিশোরের মূর্ত্তি দেখিবার তরে। আমার লোচন দুই কাহা আশা করে॥ অথবা লোচনদ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে। জগন্মোহিনী রূপ যাতে তার হয়ে॥ শ্যামভুরু আনম্র কুটিল অতিশয়। ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরপুঞ্জ অখিল যাহায়॥ তাহাতে চঞ্চল দুই নয়নসুন্দর। মো বিষয়ে অনুরাগ যুক্ত মনোহর॥ প্রসারিত পাখা দুই উড়িবার তরে। পঞ্জরস্থ খঞ্জরীট যেন সুচঞ্চলে॥ অরুণ অধরামৃত নেত্র মনোহর। মৃদু মৃদু কথা তাতে অতি সুকোমল॥ অম্লান মুরলীগান মধুর মধুর। কামমদ উদ্গারে গ্রহিল প্রচুর॥ কামমদ সদাই বাড়ায়

ম্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং ॥ ৫৪ ॥
তৎকৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং

রিতপক্ষ্মপক্ষাভ্যামুড্ডিডীষু বদ্ধখঞ্জনযুগপৎচঞ্চলাং। মৃদৌ জল্পিতে আর্দ্রাং অধরা স্মৃতে আতাম্রামত্যরুণাং অম্লানবংশীস্বনেষু মদকলাং স্মরমদোদ্গারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ। স্মরমদং বর্দ্ধয়তীতি বা। দশাদ্বয়ে সুগমোঽর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অহিমকরাদিশ্লোকত্রয়যুক্ততত্তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তদপ্রাপ্তিবৈক্লব্যাদ্বিলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। তৎ কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ দৈবতেঽপি স্বর্গাদিবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তস্থদেবসমূহেঽপি দুর্লভমিতি সত্যং সত্যং। তথা তৎ কারুণ্যং তে

অধরযুগল ঈষৎ তাম্র (রক্ত) বর্ণ এবং সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি বিষয়ে জগদুন্মাদকারি কলধ্বনি বিশিষ্ট ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কৈশোর, সেই মুখপদ্ম, সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তেঁহ তাতো ইহাতে সে লোচন চাহে কি দেখিতে ॥ কহিতে কহিতে রাই চেষ্টা বাড়ি গেলা। তিন শ্লোকে পূর্ব্বে যৈছে মাধুর্য্য বর্ণিলা ॥ সে মাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকুল্য হইলা। তাতে হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

কৈশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখকমল। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ কেবল ॥ এই সত্য সত্য আমি কহিলাউ সব। সে কারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ দুর্ল্লভ ॥ সে সৌন্দর্য্য সেই সান্দ্রস্মিত শোভাগণ। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ দর্শন ॥ যথা সেই

তৎ কারুণ্যং তেচ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সাচ মন্দস্মিতশ্রীঃ

লীলাদিকটাক্ষশ্চ দুর্লভাঃ। তথা তৎ সৌন্দর্য্যং সা সান্দ্রস্মিতশ্রীশ্চ দুর্লভা। যদ্বা, মম পুনস্তদ্দর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকঞ্চ দুর্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যাস্তৎকালং বামোরু-নেত্র-কুচাদি-স্পন্দনমনুভূয় তদ্ভাগ্যমপ্যতিনৈরাশ্যেনোপালভমানায়া বচোঽনুবদন্নাহ। হে দেব তদ্দর্শনসূচকভাগ্যং তে তবাপি তৎ কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ তদ্দর্শনমিত্যর্থঃ। পুনর্দুর্লভমেব। ননু, ভাগ্যস্য দুর্লভমেব ন বাচ্যং। তত্রাহ। সত্যং সত্যং দুর্লভমেবেত্যর্থঃ। তবাপি চেদ্দুর্লভং তদ্যুক্তানাং বরাকাণাং কিমুত ইত্যর্থঃ। তদ্দর্শনমপি দুর্লভং। চেত্তদা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা যেন ময়ৈব রেমে তৎকারুণ্যং যৈর্মাং রহঃ প্রেরিতবান্ তে লীলাকটাক্ষাশ্চ সুদু-

---

কারুণ্য (দয়া), সেই সমস্ত লীলাময় কটাক্ষ, সেই সেই সৌন্দর্য্য এবং সেই সেই নিবিড়তর হাস্যশোভা, আমি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৈশোরাদি কুঞ্জ আদিলীলা। পুনঃ মোরে সে দর্শন দুর্লভ হইলা॥ এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে। বাম ঊরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে॥ তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া। কহিতে লাগিলা দেবে উপালম্ভ দিয়া॥ অহো দেব গোবিন্দের মাধুরী দর্শনে। মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে॥ তোমারি দুর্লভ সেই কৈশোরাদি লীলা। আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সূচিলা॥ কোন বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন। তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিহ্ন॥ গোবিন্দ দর্শন তোরে সদাই দুর্লভ। আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব॥ সর্ব্বত্যাগ মোর সঙ্গে যে রহিলা হরি। করুণা কটাক্ষ তোরে সুদুর্লভ বলি॥ তাহা হৈতে সুদুর্লভ সুরতান্ত শোভা।

সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেঽপি ॥ ৫৫ ॥

র্লভা এব। এবঞ্চেত্তর্হি সুরতান্তে যৎ তৎ সৌন্দর্য্যং কেলিবিশেষে সুবেশাং মাং দৃষ্ট্বা যা সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ সাচাতিদুর্লভৈব। স্বাস্বদর্শায়াং তয়া সহ বিলসত-স্তস্য তৎ সর্ব্বমিতি। বাহ্যে তদ্বৈরুব্যাং বিঠ্ঠলরঙ্গনাথাদিদর্শনোপদেশিনঃ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। দীব্যন্তীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ। স্বার্থে তন্ দৈবতেতি তৎসমূহেঽপি। নন্থ, তেঽপি নিত্যকিশোরা এব তথাহ তৎ সাক্ষান্মন্মথত্বেন বর্ণিতমিতি। অন্যৎ সমং ॥ ৫৫ ॥

পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এ সমস্ত দেবগণেরও সুদুর্লভ ॥ ৫৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা হৈতে সুদুর্লভ সেই স্মিতলোভা ॥ কেলি বিশেষের লাগি মোরে নিজবেশ। করয়ে দেখিতে তাহা দুর্লভ অশেষ ॥ তুমি কিবা অশুভ সকল প্রকাশহ। দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার নহ ॥ এতেক কহিতে হৈল স্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎ। ভ্রম হৈয়া গেলা চিত্তে নাহিক সোয়াস্থ ॥ সেই স্থলে অতিশয় নৈরাশা হইয়া। পড়িলা পৃথিবী তলে মহা-মূর্চ্ছা পাঞা ॥ তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য্য ধর। এখনি আসিবে কৃপাসিন্ধু তেঁহ বড় ॥ কতেক বিপদে তেঁহ রক্ষা নাহি কৈলা। অকস্মাৎ কোন পথে দেখি বা আইলা ॥ এই সখীবাক্য শুনি সেই গুণগণ। গান করি পূর্ব্ব কথা কহেন তখন ॥ বিষজলে রক্ষা কৈলে বাতবৃষ্টি হৈতে। দাবানলে রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে ॥ ইহা কহি সর্ব্বপথ করে নিরীক্ষণে। গোবিন্দের স্ফূর্ত্তি কথা কহে সখী-গণে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাং।

অথ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুন র্মূর্চ্ছন্ত্যা অয়ি সখি কারুণিকেন তেন কতি বিপদ্গণাৎ রক্ষিতাঃ স্মঃ। তদধুনাপ্যকস্মাৎ কেনাপি পথাগন্ত্যা নঃ সুখয়িষ্যতীতি সখীবাক্যাদ্বিষজলাপ্যায়াদিতিবৎ তদ্জ্ঞান-পূর্ব্বকং সর্ব্বতঃ পথোঽবলোক্য তত্র তত্র তৎস্ফূর্ত্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ মুরারেঃ পরমসুন্দরস্য তস্য শৈশবং কৈশোরং তদ্বয়ঃসৌন্দর্য্যাদি পথি পথি পশ্যামঃ কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। কিশোরং তমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং। প্রকর্ষেণ শ্যামাঃ প্রতিনবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চ যে

চিরন্তন বিশ্বাসবশে স্তবকিত অর্থাৎ প্রফুল্লচেতা ভক্তবৃন্দের বিশ্বোপপ্লব অর্থাৎ সকল বিঘ্নের উপশম (শান্তি) বিষয়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে মুরারির কৈশোর-মাধুরী। পথে পথে নিরক্ষিব সৌন্দর্য্যচাতুরী॥ প্রকর্ষে জলদ শ্যামরূপ মনোহর। ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর॥ সে কান্তি কল্লোল যাতে সদাই কমল। তাহা নিরক্ষিব আমি এ সাধ অন্তর॥ তথা বিশ্ব উপ-দ্রব শান্তি করিবারে। ব্রজবাসী প্রতি যেহ ব্রতদীক্ষা ধরে॥ সব ব্রজবাসি জনে নিশ্চিন্ত যে করে। বিশ্বাস স্তবক যার আছয়ে অন্তরে॥ সেই ত করিবে রক্ষা এই ত নিশ্চয়। শুন শুন অহে সখি! মিথ্যা কভু নয়॥ তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে। আমার নয়ন মন সুমঙ্গল যাতে॥ এইকালে কুঞ্জ-পথে আইসে যেন হরি। স্ফূর্ত্তি হৈল নব নব গোবিন্দমাধুরী॥ নিজনেত্র আগে হেন গোবিন্দ মানিয়া। পার্শ্বস্থ সখীরে কহে

প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তিকন্দলার্দ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥
মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-

কান্তিকন্দলান্তৈরার্দ্রং তথা জানানাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্ব্বেষামেব কিমুত অস্মাকমেবেত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্ব্বে যে উপপ্লবাস্তেষাং। স্বান্তর্দশায়াং। তস্যাঃ সঙ্গে তথা স্ফূর্ত্ত্যৈব। বাহ্যে তু। মথুরানিকটমাগতস্য তস্য সর্ব্বত্র তৎস্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিঃ। তত্র প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেত্যাদি বিশ্বাসযুক্তানাং জনানাং ভক্তানাং। তথা সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেত্যাদি তদ্দীক্ষা জ্ঞেয়া। অন্যৎ সমং ॥ ৫৬ ॥

অথ পুরঃ কুঞ্জবর্ত্মন্যাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদং নবনব-তন্মাধুর্য্য-

---

যে একমাত্র দীক্ষাগ্রাহী সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিনব কান্তিদ্বারা কন্দলিত (অঙ্কুরিত) এবং আর্দ্রীভূত শৈশবকে আমি কি পথে পথে দেখিতে পাইব ? ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আমার অগ্রে আসিতেছেন" এই বোধে তদীয় নব নব মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে আশ্চর্য্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে সব দেখিয়া ॥ লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী। বাহ্যদশাতেহো লীলাশুকের কাহিনী ॥ মথুরানিকটে যাইতে স্ফূর্ত্তি সব ঠাঁই। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই ॥ সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পুছে ঐছে রীত করি। অন্তর্দ্দশাতেঁহ রহে সখীবেশ ধরি ॥ ৫৬ ॥

অহে সখি! কিশোরশেখর দুই জন। দুই কুঞ্জ পথে কেবা একই বরণ ॥ মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাসগমন।

বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-

স্ফূর্ত্ত্যা অদৃষ্টপূর্ব্বমিব তং মত্বা পার্শ্বস্থাং সখীং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ মৌলিরিতি। অয়ে বালে মিথোরহসি এক এবেত্যর্থঃ। কএষ মন্দং মন্দং বীথীং কুঞ্জবীথীং গাহতে বিলাসগত্যাক্রম্য গচ্ছতীত্যর্থঃ। যস্য মৌলিঃ শিরোমুকুটং বা চন্দ্রকৈর্ভূষণং যস্য তথা বপুর্মরকতস্তম্ভাদপ্যভিরামং। বক্ত্রং চিত্রো বিমুগ্ধশ্চ যো হাসস্তেন মধুরং। দৃশৌ বিলোচনে বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেণ শীতলাঃ। তথা গত্যবলোকনকরচালনাদিবিলাসস্থিতির্মদগজৈরপি শ্লাঘ্যা। পুনঃ কীদৃশী। মথুরা পশ্চাতাং। মনোমথ্নাতীতি মথুরা। ঔণাদিক উরচ্ প্রত্যয়াৎ। তথা সর্ব্বপদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণমিদং। মৌলির্মধুরবক্ত্রং মধুরমিত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াং। তথা স্ফূর্ত্তৌ পার্শ্বস্থসখীং প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যেতু মথুরাং প্রবিষ্টস্তথা স্ফূর্ত্ত্যাহ। অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনং। ক এষ মথুরাবীথীং গাহতে।

বোধ করত সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন॥

আহা! যাঁহার মস্তক ময়ূরপিচ্ছভূষিত, শরীর মরকত (নীলকান্তমণি) স্তম্ভের ন্যায় অভিরাম (মনোজ্ঞ), মুখ সুন্দর চিত্রিত এবং মনোহর হাস্যে মধুর, লোচনদ্বয় চঞ্চল, বাক্য সকল কৈশোরহেতু সুশীতল এবং যাহার বিলাসস্থিতি মদমত্ত গজরাজের ন্যায়, সেই এই কোন পুরুষ মথুরার পথে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যার শিরে চন্দ্রক ভূষণ সুমোহন॥ অঙ্গ মরকতস্তম্ভ হৈতে অভিরাম। চিত্রমুখে মন্দ হাস্য মাধুরী সুঠাম॥ কৈশোর বয়স বাণী পরম শীতল। মৃদুহস্ত চালন গতি স্থিতি মনোহর॥ মদগজ গতি শ্লাঘ্যা করয়ে সঘন। মল্লকে মথন করে এইত

মন্দং মন্দময়ে কএষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে ॥
পাদৌ বাদবিনির্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ।

যস্য দৃশৌ বালে স্মরমদালসে বিলোচনে চ। অন্যৎ সমং ॥ ৫৭ ॥

পুনস্তদতিশয়স্ফূর্ত্ত্যা সসংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। পাদৌ বাদেত্যাদি। অহো এতৎ পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিং বালং কিশোরং তদাকারমিত্যর্থঃ। যতোঽস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জিতানি অম্বুজবনানি যাভ্যাং তাদৃশৌ। অতঃ পদ্মালয়াজাতানি তাক্ত্বা লম্বিতাবাশ্রিতৌ তথাস্য পাণী বেণুবিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদ্যুক্তৌ। তথা পর্য্যাপ্তা শিল্পশ্রীর্যত্র যাভ্যাং বা তৌ। তথাস্য বাহূ চ মাধুর্য্যধারাং কিরত ইতি তৎকিরৌ। অতো মৃগদৃশাং

মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্তিতে প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

অহো এই বালকরূপি তেজোরাশির কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব, দেখ পাদপদ্মদ্বয় বাদ (বিতণ্ডা) দ্বারা পদ্মবনকে জয় করিয়াছে, হস্তদ্বয় পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবীর আশ্রিত ও বেণু

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কারণ ॥ পুনঃ তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্ফূর্ত্তি। সংশয় প্রলাপ কহে মহাবাণী আর্ত্তি ॥ ৫৭ ॥

সখি! হে, আগে কি এ সে কিশোর শ্যাম। মহাকান্তি পুঞ্জঘটা যার দৃশ্যমান ॥ চরণকমলদ্বয়ে শোভা মনোহর। বাদে নিজ পদ্মবন শোভা এ সকল ॥ লক্ষ্মী অবলম্ব করে তাহা তেয়াগিয়া। বেণু অবলম্বন কৈল প্রণয় লাগিয়া। পর্য্যাপ্তি শিল্প শোভা যেই দুই করে। তাহাতে ধরিয়া

বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং মাধুর্য্যধারাকিরৌ
বক্ত্রং বাগ্বিষয়াভিলঙ্ঘিতমহো বালং কিমেতন্মহঃ ॥ ৫৮ ॥
এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শৈষৈরলং

দোহদস্য সর্ব্বাভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ তথাস্য বক্ত্রং বাগ্বিষয়মভিলঙ্ঘয়তি যত্তদনির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। নির্ব্বিশেষমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাহ। এতন্মহঃ কিং কীদৃশং মনোনেত্রহারকত্বাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ। অহো বালং কিশোরমেতৎ। সমাগ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা মাধুর্য্যোদয়াদাহ। অস্য পাদৌ তত্রাপি বাদেতি পূর্ব্ববৎ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৫৮ ॥

পুনরতিবিশেষেণ তন্মুখমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। এতদ্বক্তং।

বিনোদন অর্থাৎ বেণুবাদ্যবিষয়ে প্রণয়ী এবং নিখিল শিল্প-বিষয়ে প্রবীণ, বাহুদণ্ড দুইটী ব্রজাঙ্গনাগণের অভিলাষের আবাসভূমি ও মাধুর্য্যধারা স্বরূপ, তথা বদন বাক্যপথের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনাতীত ॥ ৫৮ ॥

পুনশ্চ রতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কিশোরাকৃতি তেজঃপুঞ্জের যাহা এই বিভূষণ বর্ণিত

আছে বেণু মনোহরে ॥ তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর। ক্ষরয়ে মাধুর্য্যধারা যাতে নিরন্তর ॥ এই ত কারণে বাহু মৃগ-দৃশাগণে। সর্ব্বাভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে ॥ তথা মুখপদ্ম শোভা অতিবিলক্ষণ। বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম ॥ কহিতেই পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ। সে মুখ মাধুরী-স্ফূর্ত্তি হইল অশেষ ॥ তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা। সেই বাক্য লীলাশুক তাহা প্রকাশিলা ॥ ৫৮ ॥

সহি হে! এই লাগি গোবিন্দবদন। নানাবর্ণ-মণিগণে,

বক্ত্রং দ্বিত্রবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরং।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং

নাম প্রাকাশ্যে। বেশায় মহুমতং বিভূষণং। শেষৈর্নানামণিময়ৈরলং পর্য্যাপ্তং। নন্থ, নানামণীনাং বর্ণশাবল্যাৎ শোভাবিশেষঃ স্যাত্তত্রাহ। দ্বৌ বা ত্রয়ো বা বিশেষা যস্যাং তাদৃশী যা কান্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোঽধরো যস্মিন্। স্মিতাধরগণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। পুনর্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গাবয়বমনুভূয় তেষাঞ্চ ভূষণত্বেনানুভবাৎ সাশ্চর্য্যমাহ। ইদং মহঃকান্তিপূরশ্চিত্রং সাবয়বত্বাৎ। পুনস্তৎসৌষ্ঠবস্ফূর্ত্ত্যা অত্যাশ্চর্য্যমাহ। কস্যাচিদপূর্ব্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যাঃ শৃঙ্গারভঙ্গ্যো ভূষণভঙ্গ্যঃ

হইল তাহাই যথেষ্ট, কারণ যে বেশের অনন্তদেবও অন্ত করিতে অক্ষম, কেবল বদন দুইতিনটী বিশেষ কান্তিলহরী-বিন্যাসে ধন্যতম অধর সুশোভিত, অল্পবুদ্ধি জনসকল যাহার

বহুমত বিভূষণে, বেশ লাগে পর্য্যাপ্ত মোহন ॥ ধ্রু ॥

দুই তিন মণিকান্তি, লহরী বিশেষ ভাতি, ধন্যাধর শোভা যাতে হয়। স্মিতাধর গণ্ডদ্বয়, শুক্লারুণ শ্যামময়, এই মণি-কান্তি যে নিন্দয় ॥

পুনঃ মাধুর্য্যানুভবে, কহিতে লাগিলা তবে, সর্ব্ব-অঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফূরে। কিবা কান্তিপুর এই, চিত্ত অবয়বময়ী, আশ্চর্য্য লাগয়ে মোর পুরে ॥

পুনঃ তার সৌষ্ঠব, দেখিয়ে কহয়ে সব, অত্যাশ্চর্য্য হইল যে মনে। অপূর্ব্ব বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কল্প, ভূষণ ভঙ্গীর চিত্র সনে ॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব হয়, এই চিত্র

চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥ ৫৯॥
অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-

স্তন্ময়ীং। অহো বিচিত্রমিদং। ততোঽপ্যতিশয়স্ফূর্ত্ত্যাহ। অহো ইদং চিত্রং বিচিত্রং যতঃ। কীদৃশৈস্তৈঃ। অল্পধিয়ামেতদ্বিধ্যাদীনামগম্যবিভবো যেষাং তৈঃ। সন্নকণ্ঠত্বাং অহো ইতি বক্তব্যে অহহো ইত্যুক্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ সাক্ষাং তং মত্বা স্বভাগ্যাতিশয়মননাং কিমিদং সত্যমিতি সবিচারং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্রয়তি

বৈভব জানিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ শিল্পসমূহদ্বারা শৃঙ্গার-ভঙ্গী অর্থাৎ ভূষণ ভঙ্গিমা সুতরাং চিত্র চিত্র মহাচিত্র এবং বিচিত্র ও মহাবিচিত্র ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বোধ করত আপনার ভাগ্যাতিশয় মানিয়া "এ কি ?" এই বলিয়া সবিচার প্রলাপ-কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অনুবাদপূর্ব্বক কহিলেন ॥

আমার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্ব্বচনীয় কেলি-

বিচিত্র মাধুরী। অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাধি, হেন চিত্র মাধুর্য্যের ধুরি ॥

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই, সৌভাগ্যাতি-শয় মনে করি। কিবা এই সত্য হয়, সুবিচারে প্রলপয় লীলা-শুক কহে শ্লোক পড়ি ॥ ৫৯ ॥

মোর আগে কোন কেলি শোভা বিলসয়। ইহা কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠে নিরখি কহয় ॥ অন্য দিগ্ গণেহ দেখিয়ে সেই শোভা। এক দিকে কেনে সর্ব্বত্রই মনোলোভা ॥ এত কহি

মন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি।
হা হন্ত হন্তপথদূরমহো কিমেত-

সম্যক্ করোতি। অতঃ সত্যমেব পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ। অন্যাসু দিক্ষ্বপি তথা তদেকঃ কথং সর্ব্বত্র ভবতীতি সংশয্য সপ্রত্যয়মাহ। বিলোচনমেব সাক্ষি প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে কথমন্যথা স্যাৎ ভবতু স্পৃষ্ট্বা নির্দ্ধারয়ামীতি বাহূ প্রসার্য্য তত্র তত্র গত্বা ততোঽপি দূরে তমালোক্য সবিষাদমাহ। হা হন্ত হন্তপথদূরং হন্তপথাদ্দূরে এতদিতি সবিতর্কমাহ। অহো কিমেতৎক্ষণং বিমৃষ্য সনির্ণয়দৈন্যমাহ। অয় ইত্যাকাশে বিষাদসম্বোধনং। আশা কিশোরময়ং

লক্ষ্মীকে সম্যক্ রূপে প্রকটিত করিতেছেন, তৎপরে দেখিলেন সত্যই বটে, পুনর্ব্বার পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশে দেখিয়া অন্যান্য দিকেও যে, সেই শোভাই দেখিতেছি। যদি বল এক বস্তু সর্ব্বত্র কিরূপে সম্ভবিতে পারে, এই বলিয়া মনোমধ্যে সংশয় হওয়ায় প্রত্যয়ের সহিত কহিলেন, আমার লোচন এই

সংশয় মনেতে উপজিল। সপ্রশ্রয়রূপে কিছু কহিতে লাগিল॥ বিলোচন সাক্ষী মোর সর্ব্বত্র দেখিয়ে। এই সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে॥ হস্তে করে পরশিয়া করিয়ে নির্দ্ধার। কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবার॥ যত যায় তত তত দূরে দেখে তারে। তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে॥ হায় হস্ত-পথ-দূরে হাতে নাহি পাই। নয়নে দেখিয়ে ঐছে কভু দেখি নাই॥ এতেক বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া। কি আশ্চর্য্য হয় এই মন মোহনিয়া॥ আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ ওই হয়। কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময়॥ এইরূপে গোবিন্দের লাগ

দাশাকিশোরময়মস্ব জগত্রয়ং মে ॥ ৬০ ॥
চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নং।

জগত্রয়ং মে জাতং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬০ ॥

অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ পুনস্তস্যাঃ ভূমৌ নিপত্য মূর্চ্ছিতস্যাঃ

বিষয়ে সাক্ষী, ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে। যাহা হউক আমি স্পর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করি, এই বলিয়া বাহুপ্রসারণ-পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন সে স্থান হইতে আরও গমন করিয়াছেন তখন সবিষাদে কহিলেন। হা কষ্ট! হা কষ্ট! ইনি যে হস্তপথের দূরবর্ত্তী হইলেন, এই বলিয়া সবিতর্কে কহিলেন "অহো একি! এই বলিয়া ক্ষণকাল বিচারপূর্ব্বক দৈন্যসহকারে কহিলেন "ওমা! আমি যে সকলদিকেই ত্রিজগৎকে কিশোরময় দেখিতেছি ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অলাভহেতু মথুরার বীথীতে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার মথুরার ভূমিতে পতিত হওত মূর্চ্ছিত হইলে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

না পাইয়া। পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ সখী কহে "এখনি মাধুর্য্যগণ তার। নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহর" ॥ ইহা শুনি চেতন পাইলা সুধামুখী। কুঞ্জলীলা অন্ত না পাইয়া হইল দুঃখী ॥ দুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন। মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬০ ॥

সখি! হে, কবে দুঃখহরণ প্রভুর। স্নিগ্ধঘনচূড়া হেন

অধরং মধুরং বদনং মধুরং

অধুনৈবাগতস্য তত্তন্মাধুর্য্যমধু বিতরিষ্যসীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়াঃ নেত্রে নিমীল্যৈব কুঞ্জে লীলাবসানসময়ে তস্য স্বেষ্টতত্তৎসেবাদ্যপ্রাপ্তিস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ চিকুরমিত্যাদি। মু ভোঃ সখ্যঃ বিভোরেতদ্ধৃঃধহরণসমর্থস্য চিকুরং কদা চূড়াত্বেন বধ্নামীতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি, কীদৃশং। বহলং স্নিগ্ধনিবিড়ং। তথা ভ্রমরং ললাটালকং কদা উদ্বহ্যামি। কীদৃশং বিরলং অলিপঙ্‌ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতং। মৃদুলং বচনং কদা শ্রোষ্যামি

এখনি আগমন করিবেন, আপনি তাঁহার সেই মাধুর্য্য অনুভব করিবেন, নিজের সখীগণকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করত কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তাঁহার স্বীয় ইষ্ট স্ফূর্ত্তিদ্বারা সখীর প্রতি প্রলাপকারিণীর বাক্য অনুবাদপূর্ব্বক কহিলেন॥

হে সখীগণ! যাঁহার কেশপাশ বিরল ভ্রমরমালার তুল্য, বচন মৃদু, নয়ন বিপুল, অধর মধুর, বদন মধুর ও চরিত্র চঞ্চল,

মদনমোহনঠাকুরের পদ্য।

বান্ধিব চিকুর॥ অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল। কবে ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি বন্ধ করিব সোঙর॥ কবে সেই মৃদু মৃদু বাণী মনোহর। শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর॥ বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে। কবে পাব অধর মধুরামৃত পানে॥ কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন। চপল চরিত কবে অনুভাবি মন॥ এইরূপে গাঢ় আর্ত্তে অতি লজ্জাচয়ে। বাক্যের সমাপ্তি নাহি এলা গিলা কহে॥ ক্ষণে উঠে বৃন্দাবনে যাইবার কালে। মূর্চ্ছা পাঞা পড়ে ধনী পুন সেই স্থলে॥ তাহা দেখি সখীগণ অন্যে

চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ ॥ ৬১ ॥
পরিপালয় নঃ কৃপাল এত্য, সকৃজ্জল্পিতমার্ত্তবান্ধবঃ।

বিপুলং নয়নং কদা দ্রক্ষ্যামি মধুরমধুরং কদা পশ্যামি মধুরং বদনং কদা চুম্বিষ্যামি চপলং চরিতং কদা নু ভবিষ্যামি গাঢ়ার্ত্ত্যা লজ্জয়া চ রাগসমাপ্তিঃ। দশান্তরে সুগমং ॥ ৬১ ॥

ততঃ ক্ষণাদুত্থায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্। এতদ্দশায়াং তস্যাং মূর্চ্ছিতায়াং তৎসখীনাং অন্যোন্যপ্রলপিতস্ফূর্ত্ত্যা তদনুবদন্নাহ দ্বাভ্যাং। নু ভোঃ সখ্যঃ হে কৃপালো এত্য নোঽস্মান্ পরিপালয় ইত্যাত্মকং বহুজল্পিতানাং মধ্যে সকৃজ্জল্পিতমপি বিভুঃ সর্ব্বরক্ষাসমর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ মুরলীমুদ্বলস্তনস্যান্তরে মধ্যে কদা

সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় কবে দর্শন করিব ? ॥ ৬১ ॥

অনন্তর তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন এমন সময়, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহার সখীগণ যেন প্রলাপ করিতেছেন, এই স্ফূর্ত্তিতে দুই শ্লোকে কহিলেন ॥

সখীগণ "হে কৃপালো ! তুমি আগমন করিয়া আমাদের সকলকে রক্ষা কর। আমাদের এইরূপ বহু জল্পনার মধ্যে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্যে কহে। এইত প্রলাপ স্ফূর্ত্তি লীলাশুকে হয়ে ॥ ৬১ ॥

সখীগণ কৃপালয় কেবল মুরারি। আমা সবাকারে দেখা দিবে কৃপা করি ॥ অনেক জল্পয়ে যেবা তাহারেই দিবে। তার মধ্যে অল্প যে জল্পয়ে তারে দিবে ॥ মুরলী গানের মধ্যে যেই সুখসিন্ধু। কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার একবিন্দু ॥ কবে মূর্চ্ছা-

মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে, বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ ॥ ৬২ ॥
কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধির্নঃ।

আকর্ণয়িতা শ্রোষ্যতি। তত্র হেতুঃ। আর্ত্তেতি কৃপালয়েত্যসকৃদিতি পাঠে। হে কৃপালয় ইতি সকৃজ্জল্পিতং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬২ ॥

নন্থ, স্বজনবিপদ্ভরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ং শ্রীকৃষ্ণ এত্য নঃ পালয়িষ্যতীতি কস্যাশ্চিদ্বাক্যাং সদৈন্যং প্রলপন্তীনাং বচোঽনুবদন্নাহ। স করুণাম্বুধিঃ কদা নু কস্মিন্ ক্ষণে ইতোঽপ্যধিকায়াঃ কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং বিপুলায়তাভ্যাং

একটী জল্পনাও সর্ব্বরক্ষা সমর্থ আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর কোমল শব্দের মধ্যে কবে শ্রবণ করিবেন ॥ ৬২ ॥

অহে! স্বজনদিগের বিপৎসমূহ-অসহিষ্ণু কৃপালু এই শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া আমাদিগকে পালন করিবেন, এই বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

কোন সময়ে কোন বিপদ্দশায় কৈশোরগন্ধি অর্থাৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গত সখী পাইবে চেতন। কৃপাসিন্ধু তুমি কহি এই সে কারণ ॥ সুজন বিপত্তিভর অসহিষ্ণু হরি। এ লাগি কৃপালু নাম আছে ক্ষিতি-ভরি ॥ নিজ কৃপালুতা নাম পালন করিতে। অবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে ॥ ঐছে বাক্য কোন সখী কহে প্রলাপিয়া। লীলাশুক সেই শ্লোক পঢ়ে আর্ত্ত হৈয়া॥৬২

সখি! হে, কবে শ্যামসুন্দরশেখর। এই বিপত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর ॥ বিপুল আয়ত নেত্র গোচর বিষয়ী।

বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা-
মালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩ ॥
মধুরমধুরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে

বিলোচনাভ্যামালোকায়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি স্বগোচরীকরিষ্যতি। ইতোঽপি বিপৎ সম্ভবেন্নাম। কীদৃক্। কৈশোরগন্ধিঃ। স্বল্পার্থে ইচ্ সমাসান্তঃ। নবকৈশোর ইত্যর্থঃ। দশাদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৩ ॥

অথোন্মত্তেবোত্থায় উপবিশ্য নেত্রে নিমিল্যৈব সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হু ভোঃ সখ্যস্তং মরকতমণিনীলং বালং কিশোরং

নবকৈশোর করুণাম্বুধি শ্রীকৃষ্ণ বিপুল ও আয়ত লোচনযুগল দ্বারা কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করত নেত্রপথের কি পথিক করিবেন ? ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীরাধা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াই সখীগণের প্রতি উৎকণ্ঠারসহিত জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহার বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! যাহার অধরবিম্ব অতি মধুর ও মন্দহাস্যে মনোহর, যিনি মুরলীতে শীতল অমৃততুল্য শব্দ করেন,

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কবে সে করিবে অতি দয়া উপজারি ॥ কৈশোর সুগন্ধ যেই সেই সর্ব্বক্ষণ। কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন ॥ তাহা শুনি উঠে রায় নয়ন মুদিয়া। সখী প্রতি কহে রাই উৎকণ্ঠিতা হৈয়া ॥ ৬৩ ॥

সখি হে মরকতমণি নীলকাঁতি। কৈশোর শেখরবর, মৃগদৃশা তপহর, কবে নিরখিব সে মুরতি ॥ ধ্রু ॥

শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে

আলোকয়ে কদা দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশং অধরবিম্বে মধুরং মন্দহাসে মঞ্জুলং অমৃতনাদে শিশিরং। দৃষ্টিপাতে শীতলং অরুণনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে বিশ্রুতং।

যাহার দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ শীতল হয়, যিনি বিপুল ও অরুণ-নেত্রশালী তথা বেণুবাদ্যবিষয়ে বিখ্যাত এবং যিনি মরকত অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য শ্যামাঙ্গ সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বান্ধুলী সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধর বাণী, মৃদু নব পল্লব-জিনিয়া। সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি, কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া॥ তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগরে অমৃত রাশি, তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ। সদাই অধর তাতে, স্নান করে অবিরতে, তা দেখি জুড়াব কবে মন॥

তাহাতে অমৃত বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, অতিস্নিগ্ধ সুমাধুরীময়। তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর প্রাণসঙ্গী, কবে তা শুনিব কর্ণদ্বয়॥

লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমময় যাতে, অতি সুললিত সদা যেই। বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তার, কবে আঁখি দেখিব সদাই॥

তাহাতে অরুণ আঁখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী, তাতে ঘন পক্ষের সুষমা। যাহা দেখি মাতে নারী, কে কহিবে সে মাধুরী কবে সে দেখিব মনোরমা॥

তাতে বেণু গান সুধা, যে করে অমৃত মুধা, ব্রজনারী-

মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে মু ॥ ৬৪ ॥
মাধুর্য্যাদপি মধুরং, মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরং।

দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৪ ॥

অথোত্থায় ইতস্ততো ধাবন্ত্যাঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা সখি কিমিত্যুন্মত্তাসি-ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্য্যমিব বচোঽনুবদন্নাহ। মন্মথতাতস্য মনো-মথ্নাতীতি মন্মথো দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্মথজনকস্তস্যেতি বক্তুর্ভাবৈক্যবশাৎ সমানপর্য্যায়ত্বাচ্চ তস্যাতস্যেত্যুক্তিঃ। তস্য কৃষ্ণস্য কিমপ্য-নির্ব্বচনীয়ং কৈশোরং চেতো হরতি হন্ত খেদে কিং কুর্ম্মঃ। তত্র হেতুমাহ ॥

কবে দর্শন করিব ? ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর উত্থিত হইয়া শ্রীরাধা ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে-ছিলেন সখীগণ তাঁহার অঞ্চলে ধারণ করিয়া কহিলেন, সখি ! তুমি কি উন্মত্তা হইয়াছ, ? ধৈর্য্য ধারণ কর, সখীদিগের এই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চিত্ত যেই হরে। সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে, ডুবাইব শ্রবণ অন্তরে ॥

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে সুয়াস্থ নাই, উন্মাদ বাড়িল অতিশয়। উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা কহে হায় হায়, সখীগণ ধরিয়া রাখয় ॥

তারা কহে শুন সখী, উন্মাদ বাড়াও নাকি, ধৈর্য্য অবলম্ব কর তুমি। শুনি প্রিয়সখী বোল, ছাড়ি অতি উত্তরোল, ধৈর্য্য প্রায় কহে কিছু বাণী ॥ ৬৪ ॥

সখি হে গোবিন্দের কৈশোর বয়স। অনির্ব্বাচ্য মন্মথন, মন্মথ বিলক্ষণ, হরে চিত্ত কি করিমু শেষ ॥ ধ্রু ॥

চাপল্যাদতিচপলং, চেতো বত হরতি হন্ত কিং কূর্ম্মঃ ॥৬৫

কীদৃশং মাধুর্য্যাৎ তদ্রূপধর্ম্মাদপি মধুরং লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ। নন্বয়ি মুগ্ধে কস্যাশ্চেতো ন হরতি কান্যা ত্বমিবোন্মাদ্যতি। তত্রাহ কীদৃশং চেতঃ চাপল্যাত্তদ্রূপধর্ম্মাদপি চপলং তস্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তস্য কৃষ্ণস্য মন্মথ-কৈশোরং ব্যাপ্য মনো হরতীত্যন্বয়ঃ। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগ ইতি দ্বিতীয়া। কিম্বা কৈশোরং কীদৃশং মন্মথতা তৎস্বরূপং। স্বান্তর্দশায়াং সমানসখীং প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে সঙ্গিজনান্ প্রতি ॥ ৬৫ ॥

বাক্যে প্রবোধিতা শ্রীরাধার সধৈর্য্যের ন্যায় বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য হইতেও মধুর কোন এক অনির্ব্বচনীয় মন্মথতা এবং কৈশোর তথা চাপল্য অপেক্ষাও চপল, এই সকল আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে, হায়! এখন আমি কি করিব? ॥ ৬৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুনহ কারণ তার, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার, প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ। চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় মতি, তাতে নারি ধৈর্য্য করিবার ॥

যদি বোল মুগ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত্ত না হরয়ে সে। তুয়া হেন উনমত্তা, না দেখি শুনিয়ে কোথা, পরধনে লোভ কর বশে ॥

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি, চিত্তের নাহিক দোষ লেশ। চাপল্য কৈশোর ধর্ম্ম, চাপল্য তাহার কর্ম্ম, চাপল্যতা করে চিত্তদেশ ॥

সখী কহে ভাল হৈল, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর, এখনি দেখিহ

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।

নহ্যধুনৈব তং দ্রক্ষ্যসি ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়াঃ

অহে! তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, ক্ষণকাল ধীর হও এই বলিয়া পুনর্ব্বার সখীদিগের কর্ত্তৃক প্রবোধিত শ্রীরাধার সলালস বাক্য অনুবাদপূর্ব্বক কহিলেন,—

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তারে তুমি। সখীর প্রবোধ পাঞা, লালসা বাড়িল হিয়া, তাতে কহে অতিমিষ্ট বাণী ॥ ৬৫ ॥

সখি! হে কৃষ্ণ নবকিশোরশেখর। সুবিলাস মহানিধি, রসে নিরমিল বিধি, কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ ধ্রু ॥

বক্ষঃস্থল পরিসর, দর্পণ সুচটাধর, তরুণীর হিয়া লোভে মাতে। সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি আলিঙ্গিব তাতে।

তৈছে নীলোৎপলদ্বয়, পরম বিদীর্ণময়, অতিদীর্ঘ অতি-সুচাপল। কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন, কবে শোভা দেখিব তরল ॥

তৈছে মৃদুমন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, সদাই প্রসন্ন মুখচন্দ্র। কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব দুনয়ানি, কবে আঁখি ভাঙ্গিবেক অন্ধ ॥

বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন, অর্দ্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে। কুল ছাড়ে কুলবতি, সদা হয় উনমতি, কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে ॥

বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ৬৬ ॥
আর্দ্রাবলোকিতধুরা পরিনদ্ধনেত্র-

সলালসং বচোঽনুবদন্নাহ। নু ভোঃ সখায়স্তং বিলাসনিধিং তৎসমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদা আলোকয়ে দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশং। বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎপলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণং ॥ মন্দস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলং। বিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৬ ॥

অথাতিদৈন্যোদয়াৎ সদৈন্যং তদ্দর্শনকারিণোঽভিনন্দন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ।

অহে সখীগণ! যাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নোৎপল বিপুল, মন্দহাস্যও মদজল্পিত মৃদুল, এবং যাঁহার বিম্বাধর মধুর ও মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসনিধি বাল অর্থাৎ কিশোরকে আমি কবে নিরীক্ষণ করিব? ॥ ৬৬ ॥

অতিশয় দৈন্যের উদয় হেতু সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিম্বাধর সুমধুর, উদগারে রসের পূর, অরুণ বরণে সুধা মাখা। কবে নিরখিব আমি, কহ দেখি সখী তুমি, এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা ॥

মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিথরে যেন, অমৃত ঝরয়ে দশ দিশা। শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি সুদিন হবে, পূর্ণ হবে এই মোর আশা ॥

কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাঢ়ি গেল মতি, সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন। তার ভাগ্য যে বাখানে, তারে কহি ধন্য জনে, লীলাশুক করয়ে বর্ণন ॥ ৬৬ ॥

সখি হে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ। কৃতী যেই কৃতপুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য, সেই দেখে তার মুখচন্দ্র ॥ ধ্রু ॥

মাবিষ্কৃতস্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠং।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হ-

আর্দ্রাবলোকিতেত্যাদি। তমাদ্যং পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃতপুণ্য-পুঞ্জাঃ তএবালোকয়ন্তি। আকর্ণয়ন্তীতি পাঠে তাদৃশং যে শৃণ্বন্তি ত এব ধন্যাঃ। কিমুত যে পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদ্যং প্রেমবজ্জনৈরাস্বাদ্যং ইতি বা। কীদৃশং। প্রণয়করুণরসৈরার্দ্রয়া অবলোকিতমুরা অতিশয়েন পরিনদ্ধে যুক্ত নেত্রে যস্য আবিষ্কৃতং যৎ স্মিতং তদেব সুধা তয়াতিমধুরাবধরৌষ্ঠী যস্য তথাবতংসিতানি

কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন॥

যাঁহার নেত্র আর্দ্র দৃষ্টিভাবে আলিঙ্গিত ও প্রকাশিত, মধুর হাস্যরূপ সুধাদ্বারা অধরৌষ্ঠ মধুর, সেই ময়ূরপিচ্ছধারী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সদাই নয়নে যার, করুণা রস অবতার, আর্দ্র অবলোকে অতি ধুরা। তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত, তাহা দেখে ভাগ্যবান্ যারা॥

অধরৌষ্ঠ সুমধুর, যাতে স্মিত সুধাপুর, সদাই বিলাসে তাহা সনে। তাহা যে বা নিরীখয়, ভাগ্যবান্ সেই হয়, ধন্য রহু তার দুনয়নে॥

চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বেড়া পুষ্প গুচ্ছ, তার সেই শোভা পরিপাটী। যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ, ধন্য বহু তার আঁখি দুটী॥

আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন, তৈছে ভাগ্য কভু করে নাই। কহি সখীগণ সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে অতিমুক্তকণ্ঠধ্বনি রাই॥

মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৭ ॥
মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু

বর্হিণাং বর্হাণি যেন তৎ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৭ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূদিতি-বৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। সচ তং

পুরুষকে যাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছে তাহারাই দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর লীলাশুক বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন" এই লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের অগ্রেও যেন আবির্ভূত হইলেন, তিনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ভাগ্য নাই, সখীদিগের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দূরে অবলোকন করিয়া প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ পূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

প্রথমদর্শন মাত্রেই বিরহবিক্লবা শ্রীরাধা কন্দর্পভ্রমে সভয়ে কহিতেছেন। হে সখীগণ! যিনি অদৃশ্য হইয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অকস্মাৎ এইকালে, কিছু দূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি অতিভ্রম হৈল। তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা সুনাগরী, লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

সখি হে, কে দেখি যে সম্মুখে আমার। কিবা কাম মূর্ত্তিমান্, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি শঙ্কা না হয় কাহার ॥ ধ্রু ॥

মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।

বিলোক্য স্বয়ং জাতসম্ভ্রমোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অস্যাঃ কন্দর্পনভাগ্যং নাস্তেবেতি। সখীভিঃ সহ কন্দর্পায়াঃ অকস্মাত্ কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ। যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং নু বিতর্কে পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। স তাবদীদৃশমধুরো ন ভবতি। তদিদং মধুরজ্যোতীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ। ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং পুনঃ মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যাসসন্তোষমাহ।

জগৎকে মারিয়া থাকেন, সেই মার অর্থাৎ কন্দর্প কি স্বয়ং আগমন করিলেন ? পুনর্ব্বার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত কহিলেন, কন্দর্প ঈদৃশ মধুর হইতে পারে না, তবে একি মধুরজ্যোতিসকলের মণ্ডল, পুনর্ব্বার অত্যন্ত আশ্চর্য্য

মধুসূদনঠাকুরের পদ্য।

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে, দৃশ্য নহে সেই কামরাজ। জগৎ মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে কেহ, এতাদৃশ তার নহে সাজ॥

মাধুর্য্যমণ্ডলদ্যুতি, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতী, সেহ নহে গতি হীন তার। কিবা সুমাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম্ম সাক্ষী, তাহার না হয় যে আকার॥

মম মন লোচন, সুখী করে অনুক্ষণ, মন নেত্রামৃত এই কিবা। অবয়ব দেখি পুনঃ, সম্ভ্রম হইল দুন, তবে আর দেখি এই কিবা॥

মোর বেণীপুঞ্জ যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই, কিবা কান্ত আইলা শ্রোষ্য হৈতে। এতেক কহিতে রাই, সম্যক্ নিরিখে

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু

মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিং। পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ। বেণী-মৃজো নু বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রৌষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিং। পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ। নু ভোঃ সখাঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মমলোচনায় তদা নন্দয়িতুমভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়াস্তু তদনুগৈরেব ব্যাখ্যেয়ং। বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহ-

বোধ করিয়া কহিলেন ইহা তাহা নয়, কিন্তু মাধুর্য্যই তদ্ধর্ম্ম-রূপে পরিণত হইয়া আগমন করিলেন কি! পুনর্ব্বার মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তির সহিত কহিলেন, ইহা কি মন ও নয়নের তৃপ্তিকারী? পুনর্ব্বার অবয়ব অনুভব করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, বেণী উন্মোচনকারী বিদেশাগত কান্ত ইনি কি সেই? পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন, অহে সখীগণ! ইনি আমার জীবিতবল্লভ বাল অর্থাৎ নবকিশোর আমার লোচনকে আনন্দ দিবার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাই, দেখ সখি এই না সাক্ষাতে॥

আমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, আগে আসি উদয় হইলা। তাপিত আমার আঁখি, জুড়াবার তরে দেখি, কৃপা করি মোরে দেখা দিলা॥

এইরূপে রাধিকার, যত সখীগণ তার, কৃষ্ণসঙ্গে মিলন হইলা। তাহা দেখি লীলাশুক অন্তরে পাইলা সুখ, বাহ্য-স্ফূর্ত্তি তব হি ভৈগেলা॥

তাহাঁ মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে, মন্মথরূপ

বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮ ॥
বালোঽয়মালোল-বিলোচনেন
বক্ত্রেণ বিস্ত্রীয়িতদিঙ্মুখেন ।

নামায়মলঙ্কারঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ তয়া তাভিশ্চ সহ মিলিতং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্ট-সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপস্য তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বমাহ দ্বাভ্যাং। অয়ং বালঃ কিশোরঃ বক্ত্রেণ বেশেন চ নোঽস্মাকং নয়নয়োরুৎসবং দৃগ্ভে প্রপূরয়তি। বক্ত্রেণ কীদৃশা। স্বাপরাধভয়েন

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তোমরা অবলোকন কর ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হেতু তদীয় মাধুর্য্যদ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হওয়ায়, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দ সাত শ্লোকে বর্ণন করিতে প্রথমতঃ নয়নানন্দ দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ! যাহাতে নিজের অপরাধ ভয় ও এককালীন সকলের দর্শনহেতু লোচন অতিচঞ্চল এবং ঈষৎ হাস্যান্বিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রূপ রাশি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দন, সপ্ত শ্লোক বর্ণন, করে হর্ষামৃত রসে ভাসি ॥ ৬৮ ॥

দেখ শ্যাম কিশোর মাধুরী। বদন নয়ন আর, কেশ অতি মনোহর নেত্রোৎসব পুরে মো সবারি ॥ ধ্রু ॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আদি সখীচয়ে, এক কালে দর্শন লাগিয়া। সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই সাক্ষী, সবা সুখী করে নিরখিয়া ॥

বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন তুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥
আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্র-

যুগপৎ সর্ব্বাসাং দর্শনেন চ আ সমাক্ লোকে বিলোচনে যত্র। তথা স্বিতা-ধরাদিকান্তিধারাভিশ্চিত্রমিব কৃতং দিশাং মুখং যেন। বেশেন কীদৃশা। ঘোষো ব্রজস্তদ্যোগ্যানি বর্হগুঞ্জাদীনি ভূষণানি যত্র অতো মুগ্ধেন ॥ ৬৯ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেরিত্যাদিবৎ তাভির্মিলিত্বা নৃত্যান্তমিবাগচ্ছন্তং

অধরাদির কান্তিসমূহদ্বারা দিক্‌সকলের মুখকে যে চিত্রীয়িত অর্থাৎ চিত্রের ন্যায় করিয়াছে এতাদৃশ বদনদ্বারা তথা ঘোষোচিত অর্থাৎ ব্রজযোগ্য বর্হ ও গুঞ্জাপ্রভৃতি ভূষণবিশিষ্ট মনোহর বেশদ্বারা এই বাল অর্থাৎ কিশোর আমাদের নয়নোৎসবকে পূর্ণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

অপর হে সখীগণ! গোপীদিগের অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত কম্প এবং সনৃত্য গতিদ্বারা যাঁহার ভুজের অগ্রভাগ আন্দোলিত এবং করুণাবশতঃ যাঁহার লোচন চঞ্চল। তথা আর্দ্রীভূত

বদনমাধুরী অতি, স্মিতকান্তি ধারা তাতি, তাহাতে অধর কান্তি ধারা। চিত্র কৈলা দিশামুখ, অখিল-নয়ন-সুখ, মুখ কোটিচন্দ্রমুখহরা ॥

ব্রজযোগ্য বেশ অতি, বর্হগুঞ্জা অলঙ্কৃতি, তাতে আর মণি ভূষাগণ। অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়নলোভা, কহি করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥

দেখ সখি! আঁখি ভরমান। হাসিতে হাসিতে আগে, আইসে এই অনুরাগে, যাতে স্নিগ্ধ করে দুনয়ন ॥ ধ্রু ॥

আর্দ্রস্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিঞ্ছমৌলি

তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্ত্যা সহর্ষমাহ। ইদং শীতং বিলোচনয়োরসায়নং অস্ত্যা-পৈতি পুরত আয়াতি। কীদৃশং। তাসাং স্পর্শোত্থকম্পাৎ সম্ভ্রমাগত্যা চান্দো-লিতৌ অগ্রভুজৌ যস্য। করুণয়া আকুলে পূর্ব্ববল্লোলে চ নেত্রে যস্য। আর্দ্র-স্মিতেনার্দ্রং বদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং যস্য। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভি-ত্বাচ্চাম্বুজত্বং শৈত্যমাধুর্য্যকান্ত্যাদিভির্নেত্রপ্রীণনত্বাচ্চন্দ্রং। শিঞ্জানানি যানি

ঈষৎ হাস্যদ্বারা যাঁহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ গোপীদিগের দর্শনানন্দ জনিত প্রফুল্ল ও সৌগন্ধি হেতু পদ্ম এবং শৈত্য, মাধুর্য্য ও কান্ত্যাদিদ্বারা নেত্রতৃপ্তি কারিত্বপ্রযুক্ত চন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং যিনি কঙ্কণভূষণপ্রভৃতির শব্দসমূহে পরিব্যাপ্ত, তথা যিনি শিখিপিঞ্ছমৌলী সেই শীতল লোচনদ্বয়ের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পরশে অঙ্গুল্যা পাণি, কম্প হৈল অনুমানি, তাতে নৃত্য গতি মনোরম। ভুজাগ্র দোলায়মান, নবকিশলয়ভান, তাতে নখচন্দ্র ঝলকন॥ করুণা-আকুল আঁখি, অতিলোল তাতে সাক্ষী, পূর্ব্বপ্রায় সখি দেখ আরে। মুখাব্জ চান্দের কাঁতি, মৃদুহাস্য সুধাভাঁতি, দর্শনে প্রফুল্ল মধু ঝরে॥

কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যাদি মনোহর, মণিভূষা শব্দ মনোহর। শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণরসায়ন যেই, শিখিপিঞ্ছ চূড়ার উপর॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন, বসিলেন গোবিন্দ বেড়িয়া। অঙ্গবাসাসন দিয়া, মনে কোপ উপজিয়া, কহে কথা সবাই হাসিয়া॥

শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি ॥ ৭০ ॥
পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ

কঙ্কণনূপুরাদিভূষণানি তৈশ্চিতং। অনেন শ্রোত্রানন্দনত্বং চোক্তং। শিখিপিঞ্ছে-র্মৌলির্যস্য ॥ ৭০ ॥

অথ পরিতস্তা দৃষ্ট্বা, চকাস গোপীপরিষদ্গতো বিভূরিত্যাদিলীলাবিশিষ্টং তং বিলোক্য সহর্ষমাহ। এষ শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাসামপি বিশেষতো

রসায়নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে আগমন করিতেছেন ॥৭০

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সখীগণ এবং লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার বাক্য লীলাশুক কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ! যিনি পশুপাল বালা অর্থাৎ গোপকিশোরী-দিগের সভার বিভূষণস্বরূপ এবং যাঁহার লোচন অতিশয়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে, তাতে রূপ শোভার মাধুরী। লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ যাহা, মধুময় শ্লোকৈক উচ্চারি ॥ ৭০ ॥

সখি! হে, এই যে কিশোর কৃষ্ণ আঁখি। মুখচন্দ্র মন্দ-হাসি, রাধা আদি গোপীরাশি, মোর হৃদি ব্যাপ্যে করে সুখী ॥ ধ্রু ॥

সখী প্রশ্ন কোপ শুনি, তাতে মৃদুস্মিত খানি, তাতে আর্দ্র যেই মুখচন্দ্র। তাতে যেই প্রেম উক্তি, তার জ্যোৎস্না পুঞ্জযুক্তি, সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি কন্ধ ॥

শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ।
মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা-

মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং হৃদয়ং। এতন্নোক্রহীত্যাদিনাস্বান্ত-কোপঃ স্বপ্রশ্নশ্রবণাৎ যন্মৃদুলস্মিতং তেনার্দ্রো যো বদনেন্দুস্তস্য মাস্থয়িতং মার্হ-থেত্যাদি ন পারয়েঽহমিত্যাদি প্রেমোক্তিকৌমুদীরূপয়া সম্পত্তয়া মদয়ন্নানন্দয়ন্ বিগাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদ্দৃষ্ট্বা মম হৃদয়ঞ্চ। কীদৃক্। পশুপালবালানাং গোপকিশোরীণাং পরিষদং বিভূষয়তীতি। তথা তৎসঙ্গেব বিভূষণং যস্যেতি বা। তয়া বেষ্টিতো বভূবিত্যর্থঃ। অগ্রে রাধাপয়োধরেত্যাদৌ ধেনুপালদয়িতা-স্তেন স্থলীত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাৎ, প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরিষদিতি বক্তব্যে বালপরিষদিত্যুক্তিঃ। যদ্বা। পশুপালানাং বালা যস্যাং সা পশুপালবালা সা চাসৌ পরিষচ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পুম্বদ্ভাবঃ। কিম্বা। তদ্বালগোষ্ঠীনাং বিভূষণ-

---

শীতল, সেই এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সকলের এবং বিশেষতঃ আমাদিগের অর্থাৎ স্বসম্মুখস্থ শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতির হৃদয়ে "অহে! আমাদিগকে ইহাই বল" ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণাদি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ আর্দ্রবদন হইয়া "তোমরা অসূয়া করিও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পশুপাল নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, হেন মানে নীল-মণি যেন। নায়ক সোদর শোভা, যাতে হয় চিত্তলোভা, মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন॥

শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে, সেই নেত্র ব্যাপ্ত হৈল হিয়া। তিন শ্লোক মান্য কহি, কৃষ্ণবর্ণে সুখ পাই, মোর প্রাণ এসব কহিয়া॥

কৃষ্ণ কহে ঋণী আমি, এই আদি সুধাবাণী, তাতে গোপী ঈর্ষ্যা পঙ্ক ক্ষালে। বিলাস লালসা পুনঃ, নদী উচ্ছলিতে দুন, লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে॥

মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে ॥ ৭১ ॥
কিমিদমধরবীথীকৃপ্তবংশীনিনাদং

বর্হিভূষণং যস্য সঃ। তদুক্তং। বেশেন ঘোষোচিতভূষনেনেতি। সামান্যবয়স্য-বর্ণবৃত ইত্যর্থস্তু প্রক্রমমব্যাপ্তং। তথা শীতলে বিলোলে চ লোচনে যস্য ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্লোকত্রয়্যা সামান্যেন তং নির্ব্বর্ণ্য তন্মম জীবিতমেবৈতদিতি বর্ণয়ন্ প্রথমং তাসাং ন পারয়েঽহমিত্যাদি। স্ববাগমৃতক্ষালিতের্ষ্যানবপঙ্কে

না” ইত্যাদি বহুবিধ বাক্য রূপ কৌমুদীসমূহে আনন্দবিধান করত প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

এই প্রকার তিন শ্লোকে সামান্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন করিয়া, তিনি আমার নিশ্চয়ই জীবন এই বর্ণন করত প্রথমতঃ সেই সকল গোপীর (ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতদ্বারা ঈর্ষ্যারূপ নবপঙ্কক্ষালিত অন্তঃকরণ মধ্যে পুনর্ব্বার বিলাস লালসারূপ তরঙ্গিণী অর্থাৎ নদীকে উচ্ছলিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণমেঘ বংশীনাদামৃত বর্ষণ করিতে থাকিতে তাহাতে লীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল হওত “এ কি বস্তু” এই বলিয়া সংশয় করত পুনর্ব্বার নিশ্চয় করত কহিতেছেন ॥

হে সখি! এ কি বস্তু, যিনি আমাদের নয়নদ্বয়ে কোন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বংশীগানামৃতবর্ষে, কৃষ্ণমেঘ অতিহর্ষে, অতি প্রেমানন্দ হৈল তায়। একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতূহলী, পুন এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭১ ॥

সখি হে কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে। যাতে হৈতে

কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাং।
তদিদমমরবীথীবল্লভং দুর্ল্লভং ন-

স্বান্তে পুনর্বিলাসলালসাতরঙ্গিণীমুচ্ছলয়িতুং বংশীনাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণঘনে যত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ। কিমিদং বস্ত্বিতি সংশয্য পুনর্নিশ্চিনোতি কিমিদং বস্তু যন্নোঽস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি প্রেমধারাং কিরতি। ক্ষণং বিমৃষ্য আং বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবতমিদং। পুনঃ সশঙ্কং কিমুত দৈবতং বল্লভঞ্চ। পুনঃ সপ্রণয়ং। কিমুত বল্লভং জীবিতঞ্চ কথং জ্ঞাতং। তত্রাহ। অধরবীথ্যাং কৃপ্ত-

এক প্রেমধারা নিক্ষেপ করিতেছেন, অনন্তর ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, আ! জানিতে পারিলাম, ইনি আমাদের দেবতা। পুনর্ব্বার সশঙ্কে কহিলেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন, আমাদের বল্লভ বটেন তাহা নয়, ইনি আমাদের জীবনও হয়েন, যদি বল কিরূপে জানিতে পারিলা, এই অভিপ্রায়ে কহিতেন॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মো সবার, আঁখি বহে প্রেমধার, কোন প্রেম উপজায় যায়ে॥ ধ্রু॥

এত কহি ক্ষণ এক, বিমর্ষিয়া পরতেক, কহে হয় জানিল জানিল। মো সবার দৈব সেহো, দেহ আগে আইলা তেঁহ, এই আমি নির্ণয় কহিল॥

পুনঃ সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা বল্লভ আমার। পুনঃ সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে, প্রাণ আইলা আমা সবাকার॥

যদি বল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে, শুন তার কহি

স্ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥
তদিদমুপনতং তমালনীলং

চিত্রবদর্পিতা যা বংশী তস্যা নিনাদো যত্র। অতোঽমরবীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং তস্যা অপি বা দুর্ল্লভং। অতস্ত্রিভুবন-কমনীয়ং তদিদং মন্নেত্রগোচরমিত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

রাসোৎসবঃ সংবৃত্তঃ। ইত্যাদিবং পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণং তং নিশ্চিত্যাহ। তদিদং মম জীবিতং উপনতং সমীপমাগতং। কীদৃশং। বিলাসি রাসবিলাসা-

ইহাঁর অধরশ্রেণীতে আশ্চর্য্যরূপে অর্পিত বংশীর নিনাদ উদ্গত হইতেছে। অতএব দেবশ্রেণীতে এই বংশীরব অতিদুর্ল্লভ, সুতরাং ইনি ত্রিভুবন সুন্দর। অহো ভাগ্য! আমার নেত্রগোচর হইলেন ॥ ৭২ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

হে সখি! সমুদায় গোপীমণ্ডলের বদন দর্শন নিমিত্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিবরণ। অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণদংশী, তার নাদ যাতে সুধাকণ ॥

দেবতাগণের যে, দুর্ল্লভ আইলা সে, ত্রিভুবন কমনীয়রূপা। তেঁহ মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে, তেঁই মোর ভাগ্য মহামুদা ॥

এত কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণসুখী হৈয়া দুন, রাসলীলা আরম্ভ করিলা। তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, শ্লোক পড়ি কহিতে লাগিলা ॥ ৭২ ॥

সখি! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। নিকটে আইলা এই, দেখ বিদ্যমান সেই, রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ॥

তরলবিলোচনতারকাভিরামং।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩ ॥
চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম

রন্তি। মুখরিতো বেণুর্যেন শব্দিতবেণোর্বিলাসযুক্তং বা। তমালনীলং কনকবল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবং ভ্রাজমানং। সর্ব্বগোপীমণ্ডলবক্ত্রদর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনয়োস্তারকাভ্যাং অভিরামং। মুদিতমুদিতং অতিমুদিতং বক্ত্রচন্দ্রবিম্বং যস্য মুদিতমানন্দিত উদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বমিতি বা ছেদঃ ॥ ৭৩ ॥

রাসে তস্য তত্তচ্চাপল্যাদিকমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। প্রথমং নৃত্যগতিলাঘব

দ্বয়ের চঞ্চলতারকাযুগলে যিনি অভিরাম। যাঁহার বদন উদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রফুল্ল। এবং যিনি শব্দিতবেণুর বিলাসযুক্ত, আমার জীবনস্বরূপ সেই এই তমালনীল শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

রাসমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিগুণতর চাপল্য অবলোকন করিয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শব্দযুক্ত বেণু যাতে, অখিল তরুণী মাতে, অমৃত মাধুরী সদা গলে। হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম, দীপ্তিমান্ তমাল সুনীলে ॥

সর্ব্বগোপীযূথবর, মুখচন্দ্র মনোহর, সর্ব্বমুখ দর্শন কারণ। তরল লোচনদ্বয়, তারকাভিরাম হয়, তাতে অতি ফুল্ল মনোরম ॥

তাহাতে প্রফুল্লমুখ, চন্দ্র বিম্বোদয় সুখ, আনন্দ আনন্দময় যাতে। এতেক কহিতে পুনঃ, চাপল্যতা দেখে দুন, রসমাঝে সুখসিন্ধুরীতে ॥ ৭৩ ॥

সখি হে মোর প্রাণ কিশোর শেখর। রাসমাঝে নৃত্য-

চাতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম।
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম

দৃষ্ট্বাহ। তদিদং মম জীবিতং চাপল্যসীম্নে তেষাং সীমা যত্র তদবধিভূতমিত্যর্থঃ। তাদৃশগোপীভিশ্চুম্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ। সহ নৃত্যচুম্বনাদ্যর্থং চপলানামাসাং যত্তৎস্পর্শাদিসুখানুভবস্তস্যৈকপ্রধানং সীম। তাদৃশীভিস্তাভিরেব অনুভবিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। তচ্চাতুর্য্যং দৃষ্ট্বাহ চাতুর্য্যেতি। সৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বাহ।

লীলাশুক আশ্চর্য্যান্বিত হওত প্রথম নৃত্যগতির লাঘব (শীঘ্রতা) দর্শনে কহিতে লাগিলেন॥

হে সখি! কি আশ্চর্য্য! ইঁন চাপল্যের একমাত্র সীমা, এই সকল চপলা গোপীদিগের যে স্তনস্পর্শাদি সুখানুভব তাহার একমাত্র সীমা, চাতুর্য্যের সীমা, চতুরানন বিধাতার শিল্পের একমাত্র সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, সকল আশ্চর্য্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গতি, দেখ মহাশীঘ্র অতি, সীমা যাতে পরম চাপল॥

গোপাঙ্গনাগণ মুখ, চুম্বনাদি মহাসুখ, স্পর্শ আদি সুখ অনুভবে। নৃত্যগতি সঙ্গে এই, চাপল্যতা সীমা নাই, তাহার না জানে অনুভবে॥

সেই সেই চাতুরী করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, তা দেখি কহয়ে পুনর্ব্বার। চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজনারী, সদা আকর্ষয়ে বার বার॥

গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া সুখী, দেখ সখি কিরূপ বন্ধান। বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মনোরমা, তুল্য দিতে নাহি যার স্থান॥

দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের

সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥ ৭৪ ॥
মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃতশ্রোতসা সেচয়ন্তী।

চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র। দূরাৎ সৌরভ্যং লব্ধ্বাহ সৌরভেতি। তৎকেলিপরিপাটীং দৃষ্ট্বাহ সকলেতি। ব্রজদেবীনাং তৎপ্রেমাবেশং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বাহ সৌভাগ্যেতি। ক্ষণং বিমৃশ্য ন কেবলমাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্যসীমা যত্র ॥ ৭৪ ॥

তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যাতিশয়ং মত্বা সাশ্চর্য্যমাহ। অহো আশ্চর্য্যং মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিপাকোঽয়ং মন্নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে

কেলির সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, অধিক আর কি বলিব বৃন্দাবনের ভাগ্যের একমাত্র সীমাস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

সেই লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারজনিত মহানন্দে আপনার অতিশয় সৌভাগ্য মানিয়া আশ্চর্য্যসহকারে কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সীমা কৃষ্ণ-অঙ্গ। কেলি পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া আঁখি, অদভূত কেলি সীমারঙ্গ ॥

যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি পুনঃ কহে। ব্রজস্ত্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে, তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে ॥

ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য কেবল নহে, ব্রজবাসী ভাগ্য সীমাময়। আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন-আনন্দ-ময়ী, পুনঃ এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭৪ ॥

সখি! হে, আশ্চর্য্য মোর পুণ্য পরিপাক। গোবিন্দের

মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং

সাক্ষাদ্বভূব অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশী। বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী। কীদৃশং। তং স্বভাবশীতলমপি মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং। তথা বংশীবীথীভিস্তন্মার্গৈর্বিশেষেণ গলন্তি যান্যমৃতশ্রোতাংসি তৎপ্রবাহাস্তৈ ব্রজদেবী র্মাং জগচ্চ সেচয়ন্তী। তথা মদ্বাণীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানং। কীদৃশাং। মত্তাঃ

শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তি, নৈসর্গিক শীতল হইলেও মাধুর্য্যবশত দ্বিগুণতর শীতল মুখচন্দ্রকে ধারণ করিতেছে এবং বংশীর ছিদ্রপথ হইতে বিগলিত সুমধুর নিনাদরূপ অমৃত প্রবাহদ্বারা ব্রজদেবীদিগকে, জগৎকে এবং প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ সৌভাগ্যশালী মদীয় বাক্যপথকে (বর্ণনাকে) সেচন করিতেছে, অহো!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মুখচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ॥

স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী নয়নসুখ, তাতে তার মাধুর্য্য হইতে। দ্বিগুণ শীতল শোভা, মোর লাগে নেত্রে লোভা-অদর্শনতাপ নাশে যাতে॥

তাতে বংশীরন্ধ্র দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, অমৃত প্রবাহ কত কত। ব্রজদেবীগণ আর, আমার অন্তরে আর, জগতে সেচয়ে অবিরত॥

ঐছে মোর বাণীগণ, লীলাস্থানে মনোরম, কৈছে তাহা শুন মন দিয়া। তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম উনমত্তা, আছয়ে সৌভাগ্য ভাজাইয়া॥

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি, এক অঙ্গ বহু গোপীগণ। হিয়ার মাঝার হৈতে, আধ তিল অনির্গতে কান্ত্যাচিন্ত্যপ্রবাহোচ্ছলন॥

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা লেখি, আশ্চর্য্যে

মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে ॥ ৭৫ ॥
তেজসেঽস্তু নমো বেণুপালিনে লোকপালিনে।

প্রেমোন্মত্তাশ্চ তৎসৌন্দর্য্যাদিবর্দ্ধনাৎ সৌভাগ্যভাজশ্চ যা তাসাং তদ্বক্ষ্যতে চ সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা ইত্যাদৌ ॥ ৭৫ ॥

অথ নৃত্যগতিলাঘবেনৈকেন বপুষৈবাশেষগোপীনাং হৃদয়াৎ ক্ষণমপ্যনপগতং। অবিভাব্যকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নির্বক্তুমসমর্থঃ। সাশ্চর্য্যং-কেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাং। অস্মৈ কস্মৈচিৎ তেজসে তৎপুঞ্জরূপায় নমোঽস্তু।

আমার নেত্রদ্বয়ের পরিণতি (শেষাবস্থা) কি আশ্চর্য্যবতী হইয়া সন্নিহিত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর "রাসে নৃত্যগতি লাঘবদ্বারা এক শরীরে গোপীদিগের হৃদয় হইতে ক্ষণকালও অপগত হয়েন না"। ইহা অনুভব করিয়া কান্তিপ্রবাহে উচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত কেবল নমস্কার পূর্ব্বক লীলাশুক দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

যিনি শ্রীরাধার স্তনযুগলের উৎসঙ্গ (ক্রোড়) শায়ী, যিনি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহয়ে দুই শ্লোক। কেবল প্রণাম করি, জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র বলি, লীলাশুক হইয়া অশোক ॥ ৭৫ ॥

সখি! হে, এইমত কৈলা তেজোবরে। নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে ॥ রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন। করিবার শীল যার নিরন্তরোত্তম ॥ তার কালে ক্ষণে পাছে ত্যাগ-ইচ্ছা হয়। ঐছে চিন্তা যার নিত্য তারে রহু জয় ॥ কহি আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা। কহে অহে আশ্চর্য্য হে সেহ নহে শেষা ॥ বহু নারী কুচোপরি নিকটেত রহে। তারে বহু

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

কীদৃশে। রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরন্তরং তন্নিকটে স্থাতুং শীলং যস্য তস্মৈ। তস্মাৎ ক্ষণমপ্যনপগতায়েত্যর্থঃ। পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্য্যমাহ। তাদৃশায়াপ্যশেষেষু সমস্তগোপীস্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তন্নিকটস্থিতায়। নন্বেকস্য কথমেতৎ সম্ভবেদিতি বিমৃশন্ ব্রজমোহনলীলাস্ফূর্ত্ত্যাস্য নৈতদাশ্চর্য্যামিত্যাহ। একং সপাণিকরতলমিত্যাদি দিশা ধেনুপালিনে একেন স্বরূপেণৈবানন্তগোপালরূপায় অপি লোকপালিনে লোকাঃ অনন্তব্রহ্মাণ্ডানি তত্তদুপাস্যতত্তচ্চতুর্ভুজরূপেণ তত্তৎপালিনে। কিম্বা। অকারো বিষ্ণুঃ অস্য বিষ্ণোর্লোকা বৈকুণ্ঠলোকাস্তৎপালিনে ॥ ৭৬ ॥

শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি ধেনু ও সমস্ত জগতের পালনকর্ত্তা, সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় তেজকে নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহু নতি করিব কি অহে ॥ যদি কহ এক মত বহু গোপনারী। সবা-সনে কেমনে বা রহয়ে বিহারি ॥ শুন কহি ব্রহ্মমোহি যার হেন লীলা। এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈলা ॥ আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম। যে অনন্ত ব্রহ্ম অণ্ডপালে তার ধাম ॥ বৈকুণ্ঠেত বিষ্ণুমত সে বৈকুণ্ঠলোক। সদা পালে সর্ব্বকালে হেন যে সশ্লোক ॥ তার বহু গোপবধূসঙ্গে বহুদেহে। সুবিলাস পরিহাস কি কাজ সন্দেহে ॥ কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ। গোপীকুচকুঙ্কুমেতে চর্চ্চিত সুরঙ্গ ॥ বেণু বায় অঙ্গ-ছায় নাচে মনোহর। সবিস্ময়ে দেখি

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলী-ধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।

অথ তৎকুচকুঙ্কুম-মনোজ্ঞকান্তিং অপূর্ব্ববেণুং বাদয়ন্তং তং বিলোক্য সবিস্ময়মাহ। অস্মৈ নমো নমঃ। আদরেণ বীপ্সা। কীদৃশে তাসাং স্তনসম্বন্ধিত্বাদ্ধন্যং যৎ কুচকুঙ্কুমং তেন সনাথা সরলা অত্যুৎফুল্লা কান্তির্যস্যা। সহজকুঙ্কুমগন্ধবর্ণানাং তাসাং কুচস্থত্বাৎ সৌরভাকান্ত্যতিশয়প্রাপ্ত্যা তস্য ধন্যত্বং। বিরহে ম্লানায়াঃ কান্তেশ্চ তদালিঙ্গনাদিপ্রাপ্ত্যানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সনাথত্বং। তথা বিধাতৃসৃষ্ট্যতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে। তদুক্তং। সবনশ ইত্যাদৌ কশ্মলং যযুরিতি। কথমস্য তৎস্রষ্টৃত্বমিতি বিমৃশন্ পূর্ব্ববত্তল্লীলাস্মরণান্নৈতা-

অনন্তর শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের মনোজ্ঞ কান্তি ও অপূর্ব্ব বেণুবাদনে তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত লীলাশুক কহিতেছেন॥

যাঁহার কান্তি ধেনুপালদয়িতা অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তনস্থলীয় ধন্যতম কঙ্কুমদ্বারা একীকৃত এবং যিনি বেণুগীতের বিধাতা-

বৃন্দাবনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে এই কৃষ্ণে নমস্কার মোরে। গোপীবৃন্দ কুচকুম্ভ কুঙ্কুমাঙ্গ ভোরে॥ তার স্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙ্কুম। তার নাথ তার গাত তারে লভি দুন॥ সহজেত গোপী যত কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি। অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি॥ তাতে হৈতে কুঙ্কুম সে ধনী যবে আইলা। বিরহান্তে পাইলা কান্তে প্রফুল্লত্ব হৈলা॥ বেণুগান অনুপাম বিধি সৃষ্টিরে। গান গতি মোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে॥ কহিতেই বিমর্শই কৈছে হেন হয়ে। পুনঃ কহে আন নহে এই সত্যময়ে॥ ব্রহ্মরাশি হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে। চতুর্ভুজে ব্রহ্মপুঞ্জে যাতে স্তব

বেণুগীতগতিমূলবেধসে, ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ ॥ ৭৭॥
মৃদুক্কণন্নূপুরমন্থরেণ

চিত্রমিত্যাহ। ব্রহ্মরাশীনাং তত্তচ্চতুর্ভুজস্তাবকবিধিসমূহানাং মহঃপ্রকাশো যস্মাৎ তস্য বিধাতৃবিধাতুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ। যস্য প্রভেত্যাদিতদ্ব্রহ্মেতানন্ত-ব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয় ইতি শ্রীরামানুজীয়-সিদ্ধান্তানুসারেণ নির্গুণব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কান্তিপূরো যস্যেতি কেচিৎ ব্যাখ্যান্তি। তত্রৈব শ্রীগীতাসু চ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। প্রতিষ্ঠা আশ্রয় ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথ দূরাত্তংকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্ব্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোক্য সমাধিবিঘ্নাশঙ্কেত্যাদি। বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতমিত্যাদিসাফল্যাং সহর্ষং

স্বরূপ সেই ব্রহ্মরাশি তুল্য মহঃ অর্থাৎ তেজকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর রাসকেলি অবলোকন করাইয়া বেণুবাদ্য করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করে ॥ বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে। তেঁই ততি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ অতঃপর হর্ষভর পুনঃ ভরে মনে। রাসকেলি ঘটামেলি আইসে নিজস্থানে। বেণুগান সহ তান দেখিবার তরে। পূর্ব্বে যাহা বাঞ্ছে তাহা কাছে আসি পুরে ॥ দেখে শ্যাম সুখধাম আইসে এই রীতে। লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে ॥ ৭৭ ॥

সখি! হে আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। রাসকেলি প্রকটিয়া, সর্ব্ব গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু বেণুগীত গান, স্মৃতি করি পুনঃ পুনঃ, সৃষ্টি করি

বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন।
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীত-
মায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি ॥ ৭৮ ॥

তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ। ইদং মে জীবিতং আত্তকেলি যথা স্যাত্তথা আয়াতি। কীদৃশং। মঞ্জুলবেণুগীতমনুস্মরৎ নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং সৃজদিত্যর্থঃ। পাদকৌমল্যাং সস্নেহসখেদমাহ। অহো বত পাদাম্বুজপল্লবেনায়াতি। কীদৃশা। বালেন কোমলেন। তথা মৃদু ক্বণন্নূপুরং তচ্চ গীতস্মরণমগ্নচিত্তত্বাৎ মন্থরঞ্চ যন্তেন ॥ ৭৮ ॥

করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া লীলা-শুক কহিতেছেন ॥

যিনি মৃদু মৃদু ভাবে শব্দায়মান নূপুরদ্বারা মন্থর এবং যাঁহার পাদপদ্মের পল্লবগুলি অভিনব তাদৃশ আমার জীবনই যেন মনোহর বেণুনাদকে অনুস্মরণ করত ক্রীড়া করিতে করিতে আগমন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করয়ে গায়ন। নব নব ক্ষণে ক্ষণে, যাতে সৃষ্টি বিরহণে, কি অপূর্ব্ব দেখি মনোরম ॥

মৃদু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব হৈতে সুকোমল, হায় তাতে কৈছে চলি আইসে। মোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ ধরি, আগু জানি কোথা লাগে পাশে ॥

তাহাতে নূপুরবর, মৃদু শব্দ মনোহর, মন্থর গমন অনুমানি। গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্তমগ্ন হৈল তাতে, এই লাগি মন্থর গতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব্ব যত, প্রার্থনা করিলা কত, কবে কৃষ্ণ দেখিব নয়ন। উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণদরশন পাইলা, হর্ষে পুনঃ কহে মনোরম ॥ ৭৮ ॥

সোঽয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন
সিঞ্চন্নুদঞ্চিতমিদং মম কর্ণযুগ্মং।
আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-
রানন্দ-কন্দলিত-কেলিকটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিত্যাদিপূর্ব্বকৃতদর্শনোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ পুনঃ সহর্ষমাহ।সোঽয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি কীদৃশো মে অন্যন্যবন্ধোর্নাস্ত্যান্যো বন্ধুর্যস্য। কীদৃগয়ং। আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষস্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা যস্মিন্। তথা মম কর্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন সিঞ্চন্। কীদৃশং তৎ উদঞ্চিতং তচ্ছ্রোতুমুন্মুখং ॥ ৭৯ ॥

"দুই নেত্রদ্বারা কবে দর্শন করিব" এইরূপ যে পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দর্শনোৎকণ্ঠার সাফল্য হওয়ায় লীলাশুক পুনর্ব্বার সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যাঁহার কটাক্ষলক্ষ্মী আনন্দবশতঃ কন্দলিত, সেই নয়নবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মাদৃশ বন্ধুহীনজনের উন্নত কর্ণযুগলকে বিলাসসম্বলিত মুরলীর নাদামৃতে অভিষিক্ত করিয়াই যেন আগমন করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান। আমার নয়ন বন্ধু, যা বিনু না অন্য বন্ধু, তেঁহ আইল সুমোহন ঠাম ॥ ধ্রু ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সুকেলি কটাক্ষ ততি, তার শোভা যার বিলক্ষণ। ওই শোভা দেখিবারে, মোরে দিঠি আশা ধরে, যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ ॥

তৈছে বংশী গানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, সিঞ্চে মোর এই কর্ণদ্বয়ে। যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী,

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলিগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন।

অথ, আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যামিত্যাদি স্বোৎকণ্ঠাসাফল্যাং সানন্দমাহ। সোঽয়ং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি। মামিতি শেষঃ। রাধাং বা। কীদৃশা। ধারাপ্রবাহরূপা যে কটাক্ষাস্তৈর্ভরিতেন পূর্ণেন। স কীদৃক্। বারণবৎ কেলিগামী। তথা আরাৎ নিকটে উপৈতি। কীদৃক্। হৃদয়ঙ্গমা যে বেণোর্নিনাদাস্তেষাং যা বেণী পরম্পরা তদ্যুক্তং যন্মুখং তেন উপলক্ষিতঃ।

অনন্তর আমি অদ্ভুত বিভ্রমশালি লোচনদ্বয়দ্বারা কবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব, এইরূপ পূর্ব্বিকার নিজ-উৎকণ্ঠায় সাফল্যহেতু লীলাশুক আনন্দের সহিত কহিতেছেন॥

হস্তির ন্যায় সবিলাস গমনশালী শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষধারাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে করিতে বেণুনাদ ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখ তার লালসা পূরয়ে॥

এত কহি পুনঃ দেহে, পুরব উৎকণ্ঠা যাহে, দরশে বিভ্রম লাগে আঁখি। তাহার সাফল্য হৈল, মনে এই অনুমিল, তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ মাখি॥ ৭৯॥

সখি! হে, লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র। দূরে হৈতে নিজ-দিঠি, দেখে রাধা অতিমিঠি, দেখ সখি! নয়ন-আনন্দ॥ ধ্রু॥

কটাক্ষ প্রবাহরূপা, ধারাপূর্ণ সুধা কূপা, রাধা প্রতি ক্ষেপে অনুক্ষণ। যাহা দেখিবার তরে, উৎকণ্ঠাতে আঁখি মরে, তাহা দিয়া রাখিল জীবন॥

মদমত্ত গজজিতি, মন্থর মন্থর গতি, নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম, সেহ হেন

আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০ ॥
ত্রিভুবন-সরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং

কীদৃশা। সহজস্মিতেন প্রস্মরা যে দশনাংশবস্তেষাং ভরো যস্মিন্ তেন। যদ্বা। দশনাংশুভরেণোপলক্ষিতঃ। কীদৃশা। তাদৃশবেণুনাদকল্লোলযুক্তবেণীকৃতং তন্মুখং যেন। তত্র দন্তকটাক্ষাধর-কান্তিধারা গঙ্গাযমুনাসরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ৮০ ॥

কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাদ্যুৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সোল্লাস-

---

দন্তাংশুপূর্ণ বেণী অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণী-যুক্ত বদন ধারণ করত আমার হৃদয়মধ্যেই যেন প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর উৎকণ্ঠার সাফল্যহেতু উল্লাসের সহিত লীলা-শুক কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ত্রিবেণীর রীত ॥

বেণুনাদ নিজহিয়ে, সহজেই মন্দস্মিতে, দর্শন কিরণযুক্ত কিবা বেণুধ্বনি সুকল্লোলে, যুক্ত হৈয়া ধারবলে, ত্রিবেণীর মুখে ধরে কিবা ॥

দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনা মানি, বিম্বাধর কান্তি সরস্বতী। এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে শ্রোতপারা, স্নিগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি ॥

কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্রপড়ে অতিসাধে, পূর্ব্বের প্রার্থনা-গণ যত। সাফল্য হইল জানি, নিজভাগ্যে শ্লাঘ্য মানি, কহে শ্লোক মহামুক্ত মত ॥ ৮০ ॥

এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ। অদ্ভুত চরণদ্বয়, ত্রিভুবনা-

দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাং।
অশরণ-শরণাভ্যামদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যা-

মাহ। অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যামাগ্নাতি। কীদৃগ্‌ভ্যাং অদ্ভুতাভ্যাং। তদেব ব্যনক্তি। ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা যাভ্যাং তাভ্যাং দিব্যা যা লীলা মত্তেভগতিনিন্দিবিলাসান্তৈরাকুলাভ্যাং তৎপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্যাগত্যা দিশি দিশি তরলাভ্যাং। দৃশি দৃশি সরসাভ্যামিতি পাঠে দর্শনে দর্শনে নূতনাভ্যাং। দীপ্তা প্রজ্বলিতা যা নূপুরাদিভূষাস্তাভিরাদরো বা যয়োঃ। অশরণানাং ত্যক্তগৃহাণামাসাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাং অয়ং কীদৃক্।

যাহা ত্রিভুবনের আনন্দস্বরূপ অথবা শৃঙ্গাররস সঙ্কুল, যাহা দিব্য লীলায় সমাকুল, যাহা ইতস্ততঃ প্রত্যেক দিকে চঞ্চল, যাহা নূপুরাদি অলঙ্কারে সমাদৃত এবং যাহা অশরণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নন্দময়, তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥

কিম্বা যাতে সশৃঙ্গার, রসসংক্ষালিত সার, সে দুই চরণ আইসে চলি। দিব্য যেই লীলা অতি, মত্তেভ-নিন্দিত গতি, তাতে পূর্ণ যে পদ সুবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক্ দিক্ চাপল্য তাতে, কিম্বা দৃশে দৃশে নব নব। উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নূপুরাদ্বয়, সে ভূষায় আদরানুভব ॥

ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, সেই পদ চলি আইসে পথে। এই হেন পদদ্বন্দে, কৈছে চলে এই স্কন্ধে, হিয়াপদ্ম দেই ওতলাতে ॥

নূপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদ তার, অনুসারে বেণু-গান যার। কিম্বা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম, তেঁহো

ময়ময়মস্যুকুজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ ॥ ৮১ ॥
সোঽয়ং মুনীন্দ্রজন-মানস-তাপহারী।
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।

অস্যুকুজদ্বেণুনূপুরধ্বনিঃ পাদতালঞ্চাস্য তদনুসারেণ কুজন্ বেণুর্যস্য। অনুনিরন্তরং বা ॥ ৮১ ॥

সাক্ষাত্তদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যা পরমানন্দমগ্নঃ সাশ্চর্য্যমাহ। মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানে স্ফূর্ত্ত্যা হর্ত্তুং শীলং যস্য সোঽয়ং। তাদৃশোঽপি মদযুক্তা গর্ব্বেণ ভংসয়ন্ত্যো যা ব্রজবধ্বস্তাসাং বসনাপহারী যঃ সোঽয়ং। তথা তৃতীয়ভুবনেশ্বরস্য গিরিধৃত্যা স্বর্গেশস্য দর্পহারী যঃ

গোপীজনসমূহের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই চরণযুগলদ্বারা এই দেব শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছে ॥ ৮১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া লীলাশুক পরমানন্দে নিমগ্ন হওত আশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন ॥

সখি! সেই এই মুনীন্দ্রগণের মানসিক তাপহারী, সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আইসে আগে ত আমার ॥

তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শন-আনন্দ-সার, সে আনন্দে মগ্ন মন হই। কহে লীলাশুক বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, শুন সবে চিত্ত মন দেই ॥ ৮১ ॥

সখি! হে, সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান। মুনীন্দ্র আর ভক্তজন, নারদাদ্যের যেই মন, তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ধ্রু ॥

মদযুক্তা গোপনারী, মারে ভৎর্সে গর্ব্ব করি, তা সবার বাস যেই হরে। সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্তসুখ দেই, বিদ্যমানে দেখহ তাহারে ॥

স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রগর্ব্ব, গিরিধরি কৈলা খর্ব্ব, সেই এই আইলা সাক্ষাৎ। গোপী হৃদ্ পদ্মহারী, আমার চিত্তাম্বুজহারী, সেই এই আশ্চর্য্য এ বাত ॥

সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী
সোঽয়ং মদীয়হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ।

সোঽয়ং। তাদৃশোঽপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়াম্বুরুহাপহারী যঃ সোঽয়মিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বং যথা যথা স্বপ্রার্থিতং তথা বিধত্তে নাবির্ভাবং রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছা-পূরকত্বাচ্চ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজপরমৈশ্বর্য্যাদেরননুসন্ধানাৎ মুগ্ধতায়াশ্চানুভবানন্দবিস্ময়োৎফুল্লঃ সন্নাহ। পূর্ব্ববদিদং মহঃ নয়নং নির্বিশৎ।

এই ব্রজবধূদিগের বসনাপহারী, সেই এই ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের দর্পহারী এবং সেই এই আমার হৃদয়পদ্মের অপহরণ কারী শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর পূর্ব্বে যেমন যেমন আপনার প্রার্থিত ছিল তদ্রূপে আবির্ভাব, তথা রাসে গোপীদিগের হৃদয়েচ্ছা পূরক এবং সর্ব্বজ্ঞতার লীলায় আবিষ্টত্ব, স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্যাদির

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অথ পূর্ব্বে যাহা, নিজ প্রার্থ্য তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে বিধান। আর দেখি রাস মাঝে, ব্রহ্মাঙ্গনা-চিত্তমাঝে, যাহা বাঞ্ছে তাহা কৈল দান ॥

সর্ব্বজ্ঞতা লীলাবেশ, সহজ যে পরমেশ, অনন্য সন্ধানে হৈতে যত। মুগ্ধতা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিত্তে, প্রফুল্লে প্রকাশ কহে বাত ॥ ৮২ ॥

সখি হে! কৃষ্ণ অঙ্গকান্তি। মোর আঁখি মাঝে দেখি প্রবেশয়ে অতি ॥ আঁখি পথে যাঞা চিত্ত পরম আনন্দ। ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে স্তব্ধ করে অঙ্গ ॥ আশ্চর্য্য না সর্ব্বজনা

নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥ ৮৩ ॥
পুষ্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভা-
মুষ্ণেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ।

তদ্দ্বারা প্রবিশ্য নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তৎপদং হৃদয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। বিস্ময়েন স্তব্ধং করোতি। হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে। কীদৃশং। সর্ব্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধে চ সার্ব্বভৌম-মতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

পুনস্তৎশ্রীমুখশোভায়াঃ স্বতৃষ্ণায়াশ্চ ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্বমনুভূয় সবিস্ময়-মাহ। এতৎ কিঞ্চনানির্ব্বচনীয়ং কৃষ্ণাহ্বয়ং মম জীবিতং মুখেন্দোরুদয়াৎ মে তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি। কীদৃশং। উষ্ণেতরাংশোর্হিমাংশোস্তদুদয়াদেব

অননুসন্ধান এবং মুগ্ধতার অনুভব হেতু আনন্দ বিস্ময়ে প্রফুল্ল হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন ॥

আহা! যাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মুগ্ধত্ব অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবিষয়ে যাহা সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই এই মহঃ (তেজঃ) আমার নয়নমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণপদবী লাভ করিতেছে ॥ ৮৩ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা এবং নিজতৃষ্ণার ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্ব অনুভব করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্রেষ্ঠ মহাশয়। রূপ পুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয়॥ কহি পুনঃ দেখে জুন কৃষ্ণমুখ শোভা। নিজ তৃষ্ণা বাঢ়ে সদা হয় মনোলোভা॥ তাতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল তার। শ্লোক পড়ি হর্ষভরি কহে পুনর্ব্বার ॥ ৮৩ ॥

এই অনির্ব্বাচ্য কৃষ্ণনাম। মোর প্রাণ রূপধাম দেখি বিদ্যমান॥ মুখচন্দ্র চন্দ্রছান্দ উভয় হইতে। মোর তৃষ্ণা সিন্ধু-

তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে ॥ ৮৪ ॥
তদেতদাতাম্রবিলোচনশ্রীঃ

পুনরুক্তা ব্যর্থীকৃতা যা শোভা তাং পুষ্ণানং। স্বশ্রীমুখকান্ত্যা ইন্দোঃ শোভাং ব্যর্থীকৃত্য পুনস্তয়ৈবোচ্ছলিতাং কুর্ব্বাণমিত্যর্থঃ। কিম্বা। শ্রীব্রজদেবীনাং তদ্দর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্ট্বাহ এতাসাং তদদর্শনাৎ পুনরুক্তাং ব্যর্থীকৃতাং ম্লানাং শোভাং পুষ্ণানং স্থূলীকুর্ব্বং। মুখেন্দোঃ কীদৃশঃ। উষ্ণেতরাংশোরতিশীতস্য ॥ ৮৪ ॥

স্বস্য ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্র জাততৃষ্ণঃ সলালসমাহ। তদ্বীক্ষিষ্যে

শ্রীকৃষ্ণনামক আমার কোন এক জীবন অর্থাৎ আমার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মদীয় পুনরুক্ত শোভাকে এবং আমার মুখেন্দুর উদয়সমূহকে পোষণ করিতেছেন, তথা আমার তৃষ্ণারূপ অম্বুরাশিকে (সমুদ্রকে) দ্বিগুণ করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

আপনার ভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনর্ব্বার তাহাতে জাততৃষ্ণ হইয়া লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দৃশা কৈল বিগুণীতে ॥ চন্দ্রোদয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে। পুনর্ব্বার শোভা তার উছলয়ে তাতে ॥ কিম্বা ব্রজনারী তার অদর্শনে ম্লানী। কৃপা করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা পুনি ॥ অতিশীত মুখরীত তাপ করে নাশ। মোর হিয়া মুখদিয়া কৈলা পরকাশ ॥ পুনঃ নিজভাব ব্রজ বিশেষ আশ্রয়। হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালসাতে কয় ॥ ৮৪ ॥

সখি! হে, মুরারির মুখাব্জ সুন্দর। মোর মন পুনঃ পুনঃ

সম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্ব্বং।
মুহুর্মুরারের্মধুরাধরৌষ্ঠং
মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

বত্ত বদনাম্বুজমিত্যাদৌ পূর্ব্বপ্রার্থিতমেতন্মুরারের্মুখাম্বুজং মে মানসং মুহুশ্চুম্বতি নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আস্বাদয়তি নিজভাবানুসারেণ বিশেষয়তি। কীদৃশং। মধুরৌ অধরোষ্ঠৌ যত্র তথা আতাম্রয়োরীষদরুণয়োর্বিলোচনয়োর্যা শ্রীঃ শোভা কৃপাকটাক্ষাদিসম্পৎ তয়া সম্ভাবিতো বর্দ্ধিতঃ অশেষবিনম্রাণাং ভক্তানামনুকূলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্যগর্ব্বো যেন ॥ ৮৫ ॥

আহা! যাহাতে মধুরতর অধরৌষ্ঠ বিদ্যমান, তথা অরুণবর্ণ লোচনদ্বয়ের যে শোভা অর্থাৎ কৃপা কটাক্ষাদি সম্পত্তি তদ্দ্বারা অশেষ বিনম্র অর্থাৎ ভক্তগণ এবং আমাদের সৌভাগ্য গর্ব্ববর্দ্ধিত হইতেছে, মুরারির সেই মুখাম্বুজ আমার মানস চুম্বন অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া আস্বাদন করিতেছেন ॥ ৮৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চুম্বে নিরন্তর ॥ নেত্র পথদিয়া চিত্ত করে আস্বাদন। নিজ নিজ ভাব জীববিশেষ লক্ষণ ॥ সুমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয়। আ অরুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥ কটাক্ষাদি কৃপানিধি সম্পদ্ যাহাতে। নেত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশয়ে তাতে। যত ভক্ত অনুরক্ত আর ব্রজনারী। সুসৌভাগ্য গর্ব্বযোগ বাড়ায় যা হেরি ॥ সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাব্ধিগণ। তাতে মুগ্ধ চিত্তে লুব্ধ নাহিক চেতন ॥ প্রেমানন্দে অনুবন্ধে সকল পাসরি। কৃষ্ণদর্শে রাধা পার্শ্বে নিজ স্ফূর্ত্তি সারি ॥ রাধাপ্রতি কহে অতি আনন্দ আচরি। কৃষ্ণঅঙ্গ পুণ্যগন্ধ উপমা না হেরি ॥ ৮৫ ॥

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।

তত্তদনন্তমাধুর্য্যাব্ধিমগ্নঃ প্রেমানন্দবৈহ্বল্যাৎ সর্ব্বং বিস্মৃত্য পূর্ব্ববত্তমন্বিষ্য প্রাপ্ততদ্দর্শনায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ পার্শ্বস্থাত্মস্ফূর্ত্ত্যা তাং প্রতি। বাহেতু স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং প্রতি। লীলাস্বয়ং বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবৎ স্বান্তোদ্গতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃত্বমাহ। অহো আশ্চর্য্যে। ইদং পুরো দৃশ্যমানং মহঃ পূর্ব্ববৎ কান্তিপুঞ্জং বিলোকয়। কীদৃশং। বিলোচনয়োরমৃতং। তদ্বত্তৎসন্তর্পকং। ক্ষণং নির্ব্বর্ণ্য সবিস্ময়মাহ। ইদং শৈশবং কৈশোরমিতার্থঃ। স্বার্থেহণ্। যতোঽস্য করৌ কীদৃশৌ। তৌ শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরিপাট্যা যে বিলাসাস্তেষাং শিক্ষাগুরূ। তথাস্য পদৌ কীদৃশৌ। বিবুধপাদপানাং কল্পবৃক্ষাণাং প্রথমপল্লবান্ তত্তদ্গুণৈরুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়োস্তাদৃশৌ। তথাস্য

অনন্তর সেই সেই আনন্দ মাধুর্য্যাদিতে নিমগ্ন তথা প্রেমানন্দে বিহ্বল হওয়ায় বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা পার্শ্বস্থ আত্মস্ফূর্ত্তিদ্বারা তাঁহার প্রতি বাহ্যে স্বীয় সঙ্গিকে কথঞ্চিৎ আপনার মিত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখ সখি! আশ্চর্য্য গোবিন্দ। কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ নেত্রামৃত বন্ধ॥ কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাঁতি। নীলমণি কান্তি জিনি অঙ্গশোভা অতি॥ শরতের পদ্মবর ক্রম সুবিলাস। শিক্ষাগুরু হস্তধরু সর্ব্ব মনোল্লাস॥ কল্পশাখী মনমাথি প্রথম পল্লব। পদদ্বয়ে তা লঙ্ঘয়ে কিবা অনুভব॥ ত্রিভুবনে উপমানে শোভয়ে দুর্ম্মদ। দ্বিনয়নে তাঁরে জিনে শ্রীমুখ সম্পদ্॥ পুনর্ব্বার বাহ্য আর অন্তর্দ্দশা নাশি। কাম লোভ

দৃশৌ দলিতদুর্ম্মদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবং ॥ ৮৬ ॥
আচিন্বানমহন্যহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমা-
নারুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া।

দৃশৌ কীদৃশৌ। দলিতানি দুর্মদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাদীনি উপমানানি যেষাং তেষাং শ্রীর্যাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬ ॥

পুনর্দশাদ্বয়সম্বলিতঃ স্মরলালসোৎপাদকতন্মাধুর্য্যদর্শনানন্দমগ্নস্তদেবানন্দং

আহা! যাঁহার হস্তদ্বয় শরৎকালজাত পদ্মের যথাক্রমে বিলাসবিষয়ের শিক্ষাগুরু, চরণদ্বয় বিবুধপাদপ অর্থাৎ কল্পবৃক্ষসকলের নবপল্লবের রক্তিমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং যাহার নেত্রযুগল ত্রিভুবনের যাবতীয় পদ্মাদি উপমান আছে, তৎসমুদায়ের দুষ্ট অহঙ্কারকে বিদলিত করিয়া স্বীয় শোভা বিস্তার করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এই দৃশ্যমান মহঃ অর্থাৎ কান্তিপুঞ্জ যাহা লোচনদ্বয়ের অমৃততুল্য তৃপ্তিজনক সেই শৈশবকে অবলোন কর ॥ ৮৬ ॥

পুনর্ব্বার বাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশাসম্বলিত ও কন্দর্পলালসার উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনজনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পজ্ঞানে কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উপাদক কৃষ্ণ শোভারাশি ॥ দরশন মুখঘন মগন মানসে। সে আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥ ৮৬ ॥

সখি হে সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র। ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা, প্রায় যেই মোহনতা, প্রকাশয়ে পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

যত ব্রজ নারীগণ, স্তনতটী মনোরম, তাহার সুখদ স্থান

আতন্বানমনন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনঘ্যাং দশা-

মত্বাহ আচিন্বানমিতি। তদেতন্মহ আনন্দং আ সম্যক্ আনন্দো যস্মাৎ তদানন্দং তদ্রূপং সং উজ্জৃম্ভতে। ক্ষণে ক্ষণে নবনবত্বেন প্রকাশতে। পরিতঃ পশ্যন্। রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে। ইতিবৎ তং দৃষ্ট্বাহ। ব্রজসুন্দরীণাং স্তনতট্য এব সাম্রাজ্যং সুখদস্থানং যস্য তাসাং। যদ্বা। তাসু সাম্রাজ্যং যস্যেতি বা। তত্রৈব তাদৃশত্বেন সুলভমিত্যর্থঃ। অতঃ কামপ্যনুপমাং দশাং কোটি-মন্মথমোহিনীং আতন্বানং প্রকটয়ন্তং। মাধুর্য্যস্যানন্ত্যান্নেত্রাভ্যামনুভবিতুমসমর্থঃ। কোটিনয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্ত্বাৎ। তত্রাপ্যযোগ্যতামননাং সামান্যস্ত্রীত্বং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্যযোগ্যতা বিচার্য্য সদৈনমাহ। কীদৃশীং। তাং অনন্যজন্মনি

ব্রজসুন্দরীগণের স্তনতটের সাম্রাজ্য অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী-রূপা লক্ষ্মী প্রতিদিন স্বীয় বিহারক্রম বিস্তারপূর্ব্বক অরুন্ধ-তীর হৃদয়কে আর্দ্রীভূত মধুরহাস্যের আর্দ্রশোভাদ্বারা অব-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যে। কিম্বা কুচতটগণ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান, তাহাতে সুলভ হয় সে॥

এইত কারণে কহি, কোন অনুপদশা নহি, কোটি কাম মোহয়ে তাহাতে। প্রকট করয়ে যাহা, দেখ সখি তাহা তাহা কিবা সুখ না বাড়য়ে চিত্তে॥

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে মোর দুটি আঁখি, তাতে কিবা দেখিব গোবিন্দ। কোটিনেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি তবে, দুই নেত্র দিল বিধি মন্দ॥

বাহ্যদশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে, তাহাতে কহয়ে আর বার। পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্য্যচয়ে, সামান্য স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার॥

মানন্দং ব্রজসুন্দরীস্তনতটীসাম্রাজ্যমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৮৭ ॥

ব্রজসুন্দরীব্যতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ শ্লাঘিতুমপ্যশক্যাং কিমুতানুভবিতুং। আভির্ব্রজদেবীভিরেবানুভাব্যামিত্যর্থঃ। বিলাসসৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ অহন্যহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতিনিমেষং সাকারান্ মূর্ত্তিমতঃ বিহারক্রমান্ তৎপরিপাটীরাচিন্বানং সৃজন্তং। এবং চেত্তর্হি তদন্যোজনস্তদাশাং ত্যক্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্ভমাহ আরুন্ধেতি। সহজার্দ্রস্য স্মিতস্য যা আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তয়ৈবারুন্ধত্যা অপি হৃদয়মারুন্ধানাং আত্মন্যারুধ্য স্থাপয়েৎ। সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা অপি তং শ্লাঘন্তে তস্যাস্তৎশ্লাঘাপি নাস্তি অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

রোধ করত এবং যাহা কোন জন্মেও সুলভ নহে তাদৃশী অমূল্য দশা ও আনন্দকে বর্দ্ধন করত নিয়তই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে ॥ ৮৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সামান্য নারীও হৈলে, ও মাধুর্য্য নাহি মিলে, এরূপ বিচার করি মনে। কহয়ে সদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী, না দেখয়ে যে অন্য নয়নে ॥

ব্রজনারী আঁখিগণ, শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ, দর্শন করয়ে যে মাধুরী। কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাস সৌষ্ঠব যেই, দেখিয়া কহয়ে বলিহারি ॥

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক নিমিষগণে, মূর্ত্তিমন্ত বিহারের ক্রম। পরিপাটী মনোহর, জগতের তাপহর, নিরন্তর করয়ে সৃজন ॥

তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্য জন, লোভ করে

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশিশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতং।

পুনর্লালসয়া সহর্ষমাহ তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সর্ব্বোৎকর্ষতামেবাহ বিশেষবৈঃ। ন কেবলমরুন্ধত্যা অপিতু জগদ্ভ্রয়ে মনোহরং। উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্ব্বাবস্থা যস্মিন্। তথা তরলং গম্ভীরং কিঞ্চিদবশিষ্টং শৈশবং যং তেনালঙ্কৃতং। বিশেষণাভ্যাং কিশোর-

---

পুনর্ব্বার অন্তর্লালসায় সহর্ষে কহিতেছেন। যাঁহার যৌবন উচ্ছলিত, যাহা তরল (চঞ্চল) শৈশবে অলঙ্কৃত অর্থাৎ যিনি কিশোর, যাঁহার কন্দর্পমদে লোচন উচ্ছলিত, যাঁহার হাস্যা-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা দেখিবারে। যে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহু, মাধুর্য্য মাহাত্ম্য বহু, তবে শুন কহি যে তোমারে॥

উপালম্ভ মতে কহে, ঐছে তার স্মিত নহে, পরম কোমল শোভাময়। অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবান্ধ অতি, তবু-রাখে আপনা আলয়॥

কহিতেই নিজান্তরে, লালসা আসিয়া ধরে, অতিশয় হর্ষ মানি মনে। কহে মহাভাগবত, লীলাশুক অভিমত, সাক্ষাৎ গোবিন্দদরশনে॥ ৮৭॥

এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। জয়যুক্তবন্ত সদা, সর্ব্বোৎ-কর্ষা প্রেমপ্রদা, রাসমাঝে কিশোর নটেন্দ্র॥ ধ্রু॥

ন কেবল অরুন্ধতী, সতী-মন হরে নিতি, জগত্রয় মনো-হারিবেশ। প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সংপূর্ণ দম্ভ, তাহাতে মোহিলা সর্ব্ববেশ॥

কৈশোর বয়স সার প্রতি অঙ্গ অলঙ্কার, এক অঙ্গ শোভা

প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগত্ত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতং ॥ ৮৮ ॥
চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং

মিত্যর্থঃ। অতঃ স্মরমদৈশ্ছুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যস্য। মদনো মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস এবামৃতং তদ্যস্মিন্। অতঃ প্রতিক্ষণবিলোভনং। কর্ত্তরি ল্যুট্। প্রণয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ মুখং যেন ॥ ৮৮ ॥

পুনস্তৎপ্রত্যঙ্গমাধুর্য্যানন্ত্যস্ফূর্ত্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ তৎকৃষ্ণপদাম্বুজাভ্যা-

মৃতে মদনও বিমোহিত হয়েন এবং যাঁহার সপ্রণয়ে পীতবংশী-মুখ ক্ষণে ক্ষণে লোভ জন্মাইতেছে, সেই ত্রিজগন্মনোহর মদীয় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৮৮ ॥

পুনর্ব্বার তাঁহার প্রত্যঙ্গের অনন্তমাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হেতু

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুঞ্জ হেরি। জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য্য কত, শ্রুত মাত্র হইল বাউলী ॥

তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্তে আছে দ্বিনয়ন, তাহাতে চঞ্চল তার গতি। কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যোহো ধরে, সেহ হরে অমৃতের রতি ॥

প্রতিক্ষণে মতি লোভা, হেন সে মাধুর্য্যশোভা, যার প্রতি তনুতে বিরাজ। শুক মা বংশীর মুখ, চুম্বি যেহো পায় সুখ, প্রণয়ে পিবয়ে এই কাজ ॥

কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরী সার, স্ফূর্ত্তি হৈলা আসি নিজমনে ॥ আচার্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥

সখি হে, এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দ। পূর্ব্বে যা প্রার্থনা কৈনু,

চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং

মিত্যাদিনা। প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমদ্ভুতং। তথা মূর্ত্তিং জগন্মোহিনী-মিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমত্যদ্ভুতং। মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততরং। তথা প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততমং তদেতৎ সর্ব্বং মম প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রং অতিতমাদ্ভুততমং। বপুরস্য ইতি

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তেছেন॥

যাঁহার চরণারবিন্দ অদ্ভুত, যাঁহার বদনারবিন্দ অদ্ভুত, এবং যাঁহার নয়নারবিন্দ অদ্ভুত, অধিক কি বলিব যাঁহার

বহুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই যে সাক্ষাৎ পাইনু, কি অদ্ভুত পরম আনন্দ॥

এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল আনন্দসদ্ম, বড়ই অদ্ভুত হয় আর। পূর্ণবাঞ্ছা যত মোর, পূর্ণ কৈল ভাগ্য ভর, দেখিলাউ মুখপদ্ম সার॥

তাহা হইতে এই আর, অদ্ভুততর তার, আঁখি পদ্ম মনোহর শোভা। পুরুষে প্রর্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি, দরশন দিল চিত্তলোভা॥

তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্ভুত তমময়, এই না গোবিন্দ অঙ্গ আগে। যেই কান্তিসুমাধুরী, বেশবৈদগ্ধী ভরি, প্রার্থনা করিল অনুরাগে॥

পুনঃ দেখে কত দূরে, রাই কৃষ্ণ কেলি করে, গোপবধূ চুম্বে আলিঙ্গনে। ক্ষণেক বিস্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,

চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রং ॥ ৮৯ ॥
অখিলভুবনৈকভূষণমণি-
ভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভং।

পাঠে। অস্য ইত্যাশ্চর্য্যদ্যোতকাকাশ সম্বোধনং ॥ ৮৯ ॥

পুনঃ কিয়দ্দূরে স্থিত্বা তাভিঃ সহ চুম্বনালিঙ্গনাদিভির্বিলসন্তং তমালোক্য বিস্মিতঃ ক্ষণং বিচার্য্য অস্য নৈতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ। তাদৃশমনুং বন্দে। ন কেবলং ব্রজযুবনস্যৈব কিন্তু অখিলানাং ভুবনানাং এবং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং ভূষণং তত্বং স্থিতং। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ। ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী নেপথ্যোচিত-

---

সমস্ত শরীরই আশ্চর্য্য, ॥ ৮৯ ॥

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূরে থাকিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত চুম্বন ও আলিঙ্গনদ্বারা বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল বিচার করত ইহা আশ্চর্য্য নহে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

যিনি অখিল ভুবনের ভূষণসমূহেরও একমাত্র ভূষণ, যিনি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥

দেখ দেখ বিচারে নাহিক প্রয়োজন। এই কৃষ্ণরূপ রাশি, যাতে নিন্দে কোটিশশী, বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা হার—, লতা মাঝে মনোহর, মরকত মণি সুনায়ক। কেবল ইহাও নহে, আর দেখ দেখ ওহে, সাক্ষাৎ আছয়ে পরতেক ॥

চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহাইষ্ট, নীলমণি ভূষণ আমার। যত ব্রজনারীগণ, নিরুপম গুণগণ, বক্ষঃস্থলে বসতি যাহার ॥

ব্রজযুবতিহারবল্লী-

নীলরত্নমিতি। তথা অধিভূষিতা বিষ্ণ্বাদিস্বরূপেণ পাদসম্বাহনপরাণাং লক্ষ্মীণাং স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন। আসাং সর্ব্বাসান্তু নায়কমণিবৎ কণ্ঠস্থিতমিত্যাশ্চর্য্যং। যদ্বা, নম্বীশস্য প্রকাশভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোঽখিলানাং বৈকুণ্ঠানামেকং ভূষণং স্বয়মেব তত্তদ্রূপেণ তেষু স্থিতং। তথা অধিভূষিতাঃ তত্তৎপ্রেয়সীনাং লক্ষ্মীণাং কুচকুম্ভা যেন। ক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদ ইত্যাহ। আসান্তু একেন বপুষৈব নায়কমণিঃ তচ্চিত্রমেবৈতৎবন্দনমেব কার্য্যং নতু বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। অথ, যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদিদিশা স্বমাধুর্য্যেণ তামাকৃষ্য অধিভুবি উষিতৌ বিরহবহ্নিজ্বালয়া তাপিতৌ তস্যাঃ

জলধিসুতা লক্ষ্মীদেবীর কুচকুম্ভের ভূষণ এবং যিনি ব্রজযুবতিদিগের স্তনমণ্ডলের হারলতাস্বরূপ, সেই মরকত নায়ক-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

জলধিদুহিতা যত, লক্ষ্মীগণ আছে কত, বিষ্ণুরূপে পাদ সম্বাহয়ে। নিজপাদস্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহর, সেই তার সদাই রহয়ে॥

অখিল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিষ্ণুরূপে যে করে বসতি। তাহার প্রেয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত, তার কণ্ঠে মণিরূপে স্থিতি॥

কিম্বা লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিরত, বেণুগান করি মনোরম। তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অবিরতা, তারে মুই করউ বন্দন॥

অতঃপর রাধাসনে, আর গোপাঙ্গনাসনে, করে কৃষ্ণ-লীলা সবিস্ময়। সে শোভা দেখিয়া লীলা, শুক অতি-সুখ

মরকতনায়কমহামণিং বন্দে ॥ ৯০ ॥

কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ।

কুচকুম্ভৌ যেন। উর দাহে ॥ ৯০ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সর্ব্বাভির্বা কৃতলীলাবিশেষস্য তস্য শোভাবিশেষং বিলোক্য সহর্ষমাহ। কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরী সুমনো মালাং গ্রথ্নাতি। কীদৃশঃ। কান্তায়াস্তাসাং বা আলিঙ্গনচুম্বনাধরপানার্থং যৎ কুচগ্রহণং তত্র কুট্টমিতাখ্যভাবেন হস্তাদিক্ষেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ যো

মণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা তথা সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃত-লীলাবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ সন্দর্শন করিয়া লীলা-শুক সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যিনি কান্তা এবং ব্রজসুন্দরীগণের কুচগ্রহণরূপ বিগ্রহে অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহার নূতন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পাইলা, হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৯০ ॥

ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র। কোন সুমাধুরী ফুলে, মালা গাঁথি মনোহরে, দরশনে কে নহে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

চুম্বনালিঙ্গনাধর, পান লাগি সুচঞ্চল, কান্তাকুচ করিতে গ্রহণ। করে কর বারে রাই, কুট্টমিত * ভাব পাই, তাতে যুদ্ধ দুঁহে সুমোহন ॥

কিম্বা রাই জিনিবারে, বাক্য কহে মনোহরে, বাক্যমালা গাঁথে মনোহর। কহিতে দেখয়ে আর, অঙ্গরাগ লাগে তার অঙ্গনিজ অঙ্গনিজ ভর ॥

---

* ভাববশতঃ হস্তপদাদিচালনকে কুট্টমিত কহে ॥

গণ্ডস্থলীমুকুরমণ্ডলখেলমান-
ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

বিগ্রহস্তেন লব্ধাঃ শ্রীমদঙ্গে লগ্না যে তেচ লক্ষ্মীঃ শোভা তদ্যুক্তাশ্চ। মধ্যপদ-লোপী সমাসঃ। খণ্ডাঃ খণ্ডখণ্ডাশ্চ তস্যাস্তাসাঞ্চা সিন্দূরকুঙ্কুমচন্দনাঞ্জনাদ্যঙ্গ-রাগাণাং যে নবাস্তৈ রঞ্জিতা অতোঽতিমঞ্জুলা শ্রীর্যস্য তেন বিগ্রহেণ লব্ধা যা লক্ষ্মীস্তয়াচ তদঙ্গসঙ্গেন খণ্ডাঃ ক্বচিৎ খণ্ডিতা যে কুঙ্কুমাদিনিজাঙ্গরাগাস্তৈষাং নবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্যস্যেতি বা। তথা গণ্ডস্থল্যাবেব মুকুরমণ্ডলে তয়োঃ খেলমানা ঘর্ম্মাঙ্কুরাঃ শ্রমোথপ্রস্বেদকলাঃ যস্য। যদ্বা, তস্যা নর্ম্মভি-র্জিতস্তাং জেতুং নর্ম্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুম্ফতি ॥ ৯১ ॥

অঙ্গরাগ খণ্ডিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং যাঁহার গণ্ড ও উদরে ঘর্ম্মবিন্দু চঞ্চলভাবে অবস্থিতি করায় বোধ হইতেছে। যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় মুক্তামালাই গ্রন্থন করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি, তাতে কান্তা উরোজ কুঙ্কুম। সিন্দূর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নবমত, কৃষ্ণ-অঙ্গে লাগে মনোরম ॥

গোবিন্দের অঙ্গরাগ, কুঙ্কুম চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে রাধিকার। রাই অঙ্গে অঙ্গরাগ, দুঁহ ছিন্ন ছিন্ন ভাগ, এ শোভার না পাইয়ে পার ॥

রতিযুদ্ধ শ্রমজল, ভরে দুই কলেবর, ঘর্ম্মাঙ্কুর গণ্ডে খেলে সমে। গণ্ডস্থলী সুদর্পণ, তাতে ঘর্ম্মবিন্দুগণ, মাধুরী গ্রহণ মনোরমে ॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

তাদৃশানন্তত্তন্মাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। অস্য বিভোর্বপুর্মধুরং মধুরং অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ। বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরং অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দ্দেশকতর্জনীচালনপূর্ব্বকমাহ। এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং

তদীয় তাদৃশ অনন্ত মাধুর্য্যবিশেষ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন॥

এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের বপুঃ মধুর মধুর অর্থাৎ অতি সুমধুর, পুনর্ব্বার শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মস্তক কম্পনের সহিত কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের বদন মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয় সুমধুর। অনন্তর সেই বদনে ঈষৎ হাস্য অনুভব করিয়া শীৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এইরূপ অন্য নহে, বিশেষ মাধুর্য্য তাহে, দেখিয়া আশ্চর্য্য কার কহে। কর্ণামৃত কথা এই, অমৃত হৈতে সুধা যেই, শুনি কৃষ্ণকর্ণ সুখী যাহে॥ ৯১॥

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর। মধুর হৈতে সুমধুর, বহে চন্দ্র জ্যোস্নাপূর, ত্রিভুবন যাহাতে উজোর॥

কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাসে মন্দ, শির চুলাইয়া কহে বাণী। মুখ অতি মনোহর, তাহা হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর মানি॥

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৯২ ॥
শৃঙ্গার-রসসর্ব্বস্বং শিখিশিঞ্চবিভূষণং।

মধুরং অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশং। মধুরগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাব্জং যস্য। মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীয়গন্ধি বা ॥ ৯২ ॥

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ ইদং শৃঙ্গারশ্চাসৌ রসরাজত্বাৎ রসানাং সর্ব্বস্বঞ্চ যত্তদাশ্রয়ে। নমু স তাবদমূর্ত্তস্তত্রাহ। ভুবনং তৎস্থজীবশ্চ আশ্রয়ো যস্য তাদৃশোঽপাঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন। নবকার ইতি পাঠে। স্বীকৃতো

কারের সহিত তন্নির্দ্দেশক তর্জ্জনী চালনাপূর্ব্বক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদুহাস্যও মধুর, মধুর, মধুর, মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত সুমধুর ॥ ৯২ ॥

তৎপরে তাঁহার তদ্রসাবেশ অবলোকন করিয়া কহিলেন,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতেই দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত, স্মিত কথা কহন না যায়। মুখাব্জে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ, কৃষ্ণমুখ সুমাধুর্য্যময় ॥

কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখয়ে মোহনদেশ, তাহা দেখি কহে পুনর্ব্বার। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন ছাড় অন্য বার্ত্তা, যাতে সর্ব্বমাধুর্য্যের সার ॥ ৯২ ॥

এই যে শৃঙ্গার রসরাজ। যত আছে রসগণ, তাহার সর্ব্ব-স্বধন, আশ্রয় লইনু এই কাজ ॥ ধ্রু ॥

কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অখিল ভুবনে জীব যত। তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই, নরাকার হৈল অঙ্গীকৃত ॥

অঙ্গীকৃতনবাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ ৯৩ ॥
নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়

নূতনাকারো যেন তত্র স এবায়ং মূর্ত্তিমানিত্যর্থঃ। তদুক্তং। শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিত্যত্র। কীদৃশং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং। যদ্বা। শিখিপিঞ্ছবিভূষণমমুমাশ্রয়ে। কীদৃশং স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন। তত্র হেতুঃ। ব্রহ্মমোহনে তৎস্বরূপেণৈব ভুবনানাং তত্তদ্বৈকুণ্ঠানাং তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চাশ্রয়ঃ তস্মিন্নেবোৎপন্নপ্রলীনত্বাত্তেষাং। তাদৃশমপি শৃঙ্গাররস এব সর্ব্বস্বং যস্য। তাদৃশঞ্চ তস্য সর্ব্বস্বং বা ॥ ৯৩ ॥

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ সাশ্চর্য্যং

যিনি শৃঙ্গাররসের সর্ব্বস্ব, শিখিপিঞ্ছই যাঁহার বিভূষণ এবং যিনি নরবপুকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই ভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর নিজসমীপাগত তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নবাকার শব্দে কহে, নূতন আকার ময়ে, সর্ব্বক্ষণে স্বীকার যাহার। কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ, মূর্ত্তিমান্ তুল্য নহে আর ॥

শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ গোপবেশ সুমোহন, ব্রহ্মার মোহন কৈলা যে। অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মরুদ্রগণ সাথ, ইন্দ্রাদির একাশ্রয় সে ॥

এতেক বৈভব যার, নিকটাগমন তার, দেখি লীলাশুকের আনন্দ। উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দসাগরে ভোলে, অত্যাশ্চর্য্য করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ৯৩ ॥

ঐছে এই করুণা তোমার। ব্রজবধূ নেত্রোৎপলে, দৃশ্য

চিন্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রং।
স ত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং

তমেব পৃচ্ছতি। হে স্বামিন্ ব্রহ্মবধূদৃশা দৃশামিত্যাদ্যনুসারেণ আসামেব দৃশ্যস্বমীদৃশঃ কদা নু কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নিধৎসে। নু আশঙ্কায়াং। নন্থ পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিরেবেয়ং তবেত্যত্র সবিমর্ষমাহ। চিরাদ্বহুকালং ব্যাপ্য তৎ স্ফূর্ত্তির্নেয়মিত্যর্থঃ। নন্থ সত্যমীদৃশোঽহমন্যাগোচরঃ। কিন্তু তব তাদৃশভাবাদ্দৃষ্টোঽস্মি। কিমত্র চিত্রমিত্যাহ। অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহাঙ্গবিশেষয়োরিতি দুর্ঘটমেতদিত্যর্থঃ। নন্থ ভবতু তে প্রাকৃতপুংস্ত্বং। তেন কিং এতদ্ভাবেনৈব যস্য

প্রাপ্তিহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা ॥

হে স্বামিন্! সহস্র সহস্র সুলোচনাগণও অদ্যাবধি যাঁহাকে কোন তাদৃশ দর্শনেও দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তুমি নিরন্তরে, মোর নেত্র আগে দেখা তার ॥ ধ্রু ॥

এত কহি চিন্তে মনে, পূর্ব্বে যৈছে বিস্ফুরণে, তৈছে স্ফূর্ত্তি দেখি কিবা আমি। পুনঃ কহে সেহ নহে, বহুকাল ব্যাপি রহে তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি ॥

মনে ইহা * উট্টাঙ্কয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা, অরে কৃষ্ণ যদি বল হেন। অন্য নেত্র দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী, তেঁই তোরে দেখা দিল যেন ॥

তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা, মোর দেহ এই বিদ্যমান। পুরুষের দুর্ঘটন, এইরূপ দরশন, এই লাগি হয় স্ফূর্ত্তি ভান ॥

---

* উট্টঙ্কিয়া-উৎপ্রেক্ষা বা বিচার করিয়া ॥

স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥ ৯৪ ॥

কদাপ্যহং দৃশাঃ স্যাং তত্র সশিরশ্চালনং কৈমুত্যন্যায়েনাহ। সুদৃশাং বেণুনাদমত্তত্রিজগন্নারীসুন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং যস্য তব তদঙ্গানাং সাক্ষাদ্দর্শনং তাবদ্দূরেঽস্তু তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্যদর্শনায়াপি কিমপি কদাপি চিত্তেঽপি অদ্যাপি ন পশ্যতি। যদ্বা, উপনিষদাং সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি ন পশ্যতি নন্থ তাঃ অমূর্ত্তাঃ কথং পশ্যন্তু তত্রাহ সুদৃশামিতি। তথা তেন প্রকারেণ তং প্রাপ্ত্যর্থং সুদৃশঃ। সদ্যস্তৎপশ্যন্তীনামপীত্যর্থঃ। তদাভির্গোপসুন্দরীভিরেব দৃশ্যত্বং যয়া কৃপয়া মম সাক্ষাদ্ভূতোসি কা সেতি কথ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

না, সেই আপনি আমার এই নয়নপদবীতে কোন্ কৃপাগুণে সন্নিহিত হইলেন ? ॥ ৯৪ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল হেন, পুরুষদেহ নও কেন, তাহাতেই ক্ষোভ হৈল কিয়ে। গোপীভাবে যেই ভুজে, তারি দৃশ্য আমি ব্রজে, তবে শুন তদুত্তর দিয়ে ॥

বক্র করি শির চালি, কহে ন্যূনাধিক বলি, শুন শুন ওহে ব্রজধন। বেণুনাদমত্তা যত, ত্রিজগৎনারী কত, তথা কত মুনিকন্যাগণ ॥

সহস্রে সহস্রে কত, ধায় যেন উনমত, তোমা দেখিবার আশা করি। সাক্ষাৎ তোমার দেখা, থাকু তাহা পাবে কোথা, চিত্তে হ না পায় দেখা শারি ॥

যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাব সাধি, অদ্যাপি না দেখে এই রূপ। তবে যদি বল সেই, অস্ফূর্ত্তি সকল যেই, কেমনে দেখিবে সেইরূপ ॥

কেয়ং কান্তিঃ কেশব তবমুখেন্দোঃ

পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকান্তিং বেশসৌষ্ঠবঞ্চ দৃষ্ট্বা তদ্বর্ণয়িতুমুদ্যতস্তদশক্ত্যা সচমৎকারসংশয়ং তং পৃচ্ছতি। হে কেশব স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশরচিতচূড় ইয়ং তবমুখেন্দোঃ কান্তিঃ কা, অয়ং বেশশ্চ কঃ। নমু, পূর্ব্বং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ তত্রাহ

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকান্তি ও কেশসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া তাহা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়া তদ্বিষয়ে আসক্তি হেতু চমৎকার ও সংশয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন॥

হে কেশব! "তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মুখকান্তি এবং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহি শুন তে কারণে, যত গোপাঙ্গনাগণে, নয়নের দৃশ্য তুমি সদা। তবে যে সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা, কহ মোরে সে নিয়ম কথা॥

এইমতে পুনর্ব্বার, দেখে শোভা মনোহর, গোবিন্দের শ্রীমুখকিরণ। সৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে, সংশয়ে পুছয়ে সেই ক্ষণ॥ ৯৪॥

কেশব তব স্নিগ্ধ কেশচূড়। এ তব মুখেন্দুকাঁতি, কি এই মোহন ভাঁতি, কিবা এই বেশ সুমধুর॥ যদি বল পূর্ব্বে তুমি, বর্ণনা করিলা জানি, সেই মুখচন্দ্র সেই বেশ। তবে শুন তাহা কহি, এই কান্তি বেশ যেই, অনির্ব্বাচ্য বাণীবর্ণা লেশ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাস্বাদন কর, তাতে শক্তি নাহি তাহা শুন। মোরে নেত্রস্বাদ নহে, গোপী সদা আস্বা-

কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে

ইয়মযঞ্চ কাপ্যনির্ব্বাচ্যা বাচামভূমিঃ নেমৌ তল্লোচরবিতার্থঃ। যদ্বা, ইয়ং কাপ্যনির্ব্বাচ্যা অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ। নন্থ, বর্ণনে শক্তির্নচেত্তর্হি চক্ষুর্মনোভ্যা-মাস্বাদয়েতি তথা চিকীর্ষুস্তদশক্যা সনিশ্চয়মাহ। সেতি সা নাদ্যাপীত্যাদি-রীত্যাস্মাদৃশৈর্দ্রষ্টুমশক্যা গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ং অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ স্বয়মেবা-স্বাদতামেব নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনমতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্তু ভূয়ো ভূয়ো

কি অনির্ব্বচনীয় বেশ” এইরূপে “সেই এই, সেই এই” ইত্যা-কারে আপনার রূপাঞ্জলি আমার রুচিকর হউক এবং আমিও

দয়ে, মুখকান্তি বেশসুখে দুন ॥

আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, বর্ণনা আস্বাদে যেই আশা। তাহাতে নাহিক কায, তোমাকে তাহার কায, রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাষা ॥

কিম্বা তোহে নমস্করি, মোরে বহু কৃপাকরি, যদি আসি দিলে দরশন। তবে মোর নেত্র মনে, আস্বাদ করাও ক্ষণে, পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ ॥

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকান্তামৃত বন্ধ, লীলাশুক করেন বর্ণন। অদর্শনে দুঃখ দৈন্য, দর্শনে আনন্দ জন্য, উনমাদ প্রলাপ বচন ॥

তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অতিশয় আন-ন্দিত হৈয়া। লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌন ধরে, কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া ॥

শুনিবারে সে বর্ণন, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার

ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি ॥ ৯৫ ॥
বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী

ভূয়শস্ত্বাং নমামি। কিম্বা তল্লুব্ধঃ সকাতর্য্যমাহ। তুভ্যমঞ্জলীরস্তু মুহুস্ত্বাং নমামি ইমৌ স্বাদতাং মহ্যমিতি শেষঃ। অন্তর্ণিহিতার্থো জ্ঞেয়ঃ। যথেমৌ মম স্বাদৌ ভবতস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদুঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদপ্রলাপশ্রবণা-

---

আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৯৫ ॥

অতঃপর, নিজ কর্ণের অমৃতস্বরূপ কৃষ্ণকথা তদীয় রূপ-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সনে শ্যাম। ঈশ্বরান্তর ভজন, মন্দ সব প্রার্থন, ভাব নিষ্ঠা করে উদ্ঘাটন ॥

এইরূপ বিবাদ করি, স্থাপি নিজ বাক্যাবলি, কৃষ্ণসনে, সেই লীলাশুক। কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই, শুন সবে পাবে প্রেমসুখ ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে এক মন করি। একান্ত লক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে, হেন বাণী অতি সুমাধুরী ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক বলি, চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত। মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত, এবে কেনে না বর্ণ সে মত ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, কৃষ্ণপদ নখ নিরীক্ষয়। সে শোভাতে মগ্ন মন, গ্রন্থারম্ভে যে বর্ণন, সেই রূপ শ্লোক পড়য় ॥ ৯৫ ॥

হে দেব! এই তোমার মুখচন্দ্র কাযে। অখণ্ড নির্ম্ম-

দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে।

নন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তদুক্তিশ্রুতিশ্রুষুণা স্ব-মুখাদিবর্ণনা ঈশ্বরাজ্ঞারভজনবরপ্রার্থনাদ্যা জ্ঞেয়া তত্তৎ স্থাপনায়চ। প্রেম-নিষ্ঠাদিকমুদ্ঘাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশশ্লোকীমাহ। তত্র প্রথমং অস্মি নীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাদ্যুপমেয়তয়া কিমিতি মদ্মুখাদ্যঙ্গং ন

দর্শন, তজ্জন্য আনন্দ, ইত্যাদি ভাবোত্থিত উন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনে অসমর্থ হইয়া আজ্ঞা প্রার্থনার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া "কেন তুমি চন্দ্রাদির সহিত আমার মুখাদির উপমা দাও" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উত্ত-রই যেন প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রাদি উপমানবস্তুকে ধিক্কার দিয়া গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

হে দেব! চন্দ্র বদনচন্দ্রকর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া তুই চর-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লোজ্জ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, তব মুখে জয় দেখি লাজে ॥ধ্রু

দশখান করি অঙ্গ, সেবে নখপদচন্দ্র, প্রসন্ন হইয়া দশ-রূপে। অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে, দেখ এই করুণার ভূপে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশিতুল্য করি তবে, পদনখ কর হে বর্ণন। তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যেই কহি, নখ-তুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥

তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে, সে শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা। নখেন্দু নির্দোষময়, এই চন্দ্রে দোষোদয়, তেঁই তার সম নহে শোভা ॥

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং

ন বর্ণয়সীতি তদ্বাক্যাৎ ক্ষণং বিমৃশ্য, লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবত্তান্ অযোগ্যান্ মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুত্যেন ভঙ্গীপূর্ব্বকমাহ বদনেন্দুরিতি। হে দেব অয়ং শশী অখণ্ডনির্ম্মলোজ্জ্বলত্বদ্বদনেন্দোরুদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীনখস্বরূপেণ দশধাত্মানং কৃত্বা তে পাদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে দেবস্য তব পাদং বা। ননু, তদ্রং নখানেব তথা বর্ণয়েত্যত্র নহি নহি নহীত্যাহ অমীতি। তত্র ত্বৎকারুণ্যেনাধিকাং শ্রিয়ং তত্তদ্গুণসম্পত্তিমশ্নুতেতরাং মুহুঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নখেন্দুচন্দ্রয়োর্নির্দ্দোষসদোষত্বেন মহদ্বৈষম্যাৎ। নন্বেতৎ প্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কমাহ। ইদং তব কারুণ্যসিন্ধূনাং বিজৃ-

---

ণের দশটী নখরূপে দশভাগে বিভক্ত হইয়া অদ্যাপি আপনার চরণকে নখরূপে সেবা করিতেছে এবং সে কহিল, আপনার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্র আকার। তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল, এ করুণা অতি অল্পতর॥

এ লাগি গগণ শশী, সাম্যেত অযোগ্য বাসি, এই আমি কহিল নিয়ম। এইরূপে কৃষ্ণসনে, করি বাদ বাণীগণে, হৈয়া অতি হরষিত মন॥

কৃষ্ণ কহে শুন ওহে, তুমিত অবিজ্ঞ যাহে, দর্প করি কর এই বাণী। বহুগণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি॥

চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন, তাহাতে বা কিবা দোষ হয়। এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে, ভঙ্গি

তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥
তত্ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং

জৃম্ভিতং কিয়দল্পং তৎকণিকৈকেবেত্যর্থঃ। অতো যোঽয়ং খলঃ শশী স তে নখ-সাম্যোপাহযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

নন্বয়ে ত্বং বালোঽসি। একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক ইতি। তৎসাম্যেন পদ্মসাম্যেন বা মন্মুখং কিং ন বর্ণয়সীতি তেন

বর্দ্ধিত তারুণ্যশোভা যে কেমন তাহা বলিতে পারি না ॥৯৬॥

অতঃপর "তুমি অজ্ঞ, দেখ, চন্দ্রের এক কলঙ্ক বহুগুণে নিমগ্ন, যেমন একটী দোষ বহুগুণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, ইহাতে চন্দ্রের দোষ একটী থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য, সুতরাং তাহার সহিত মদীয় মুখবর্ণনে দোষ কি ?" এইরূপ কথা যেন শ্রীকৃষ্ণই বলিলেন, এই ভঙ্গীতে বিবাদ করত গ্রন্থকার "মুখ নিরুপম, চন্দ্র নিকৃষ্ট" ইহাই সম্পাদন, করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করি মনোসুখে কয় ॥ ৯৬ ॥

ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র। উপমা দিবার নাই, পদ্ম তুল্য কিবা তাই, ইন্দু তুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥

প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে, সে কথা কহিতে নাই চাই। সর্ব্বক্ষণ হয় সেই, কান্তি লেশ তাতে নাই, এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥

চন্দ্রের চরণাঘাতে, পদ্ম যায় অধঃপাতে, সে পদ্ম কেমন মুখতুল্য। এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী, তব মুখ উপমা অতুল্য ॥

বাচামবাচি নমু পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ।

সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ। তন্নিরুপমং তত্ত্বমুখং অস্মদ্ভং তুল্যকক্ষায়াং যস্য তাদৃশং কথং ভবেৎ। নমু, কিমত্র দূষণমিত্যত্র চন্দ্রে দোষান্তরং বদন্ পক্ষপাতিতরাং দূষয়তি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি দর্শে দর্শে ইন্দোর্ঘটতে তদ্বাচামবাচি অধঃ সংক্ষয়স্যামঙ্গল্যাদ্বাগ্বিষয়েঽপি কর্ত্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদীন্দোরপ্যেবং তদা তৎপাদঘাতৈস্তিরস্কৃতস্য পদ্মস্য কথং অস্মুখসাম্যমিতি ভাবঃ। নমু, ন ভবতু তৎসাম্যং বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতয়া বর্ণয়েতি। ক্ষণং বিমৃশ্য আঃ অপরং তবৈব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিয়দেব নোচ্যতে। নু ভোঃ স্বামিন্ ইদং ত্বদাননমনেন সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুষে কথমেতৎ কথয়ামি তত্তুমুখা বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। নমু, কিং বিক্ষিপ্তোঽসি তদেতন্মুখমেকমেব কস্তাবদসাম্যে হেতুরিতি বহূন হেতূন্ হৃদি বিভাব্য একমেব সকরমার্জ্জনং নীচৈরাহ। ইদং তদাননং ভুবনৈককান্তো বেণুর্যত্র তাদৃশং,

---

আপনার মুখচন্দ্র নিরুপম, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সহিতও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হউক শুন ওহে, বর্ণিতে বাসনা যদি হয়। তবে অন্যোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মনদিয়া, শুনি ক্ষণে বিমর্ষিয়া কয়॥

তবে ব্রজবিলাস যে, স্বরূপ অদ্ভুত সে, হয় হয় জানিল জানিল। অপর স্বরূপগণ, কত আছে সুবদন, তার তুল্য বলহ বুঝিল॥

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি, বৈকুণ্ঠ নাথ গুণালয়। আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি সুবিচারি, তব মুখতুল্য কে আছয়॥

তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণুত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

এতদহংপূর্ব্বামৃতং তেষু নাস্তি ময়া কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্তস্মাদনেনাজেন্দুনা ত্বন্মুখং সমং যৎ স্যাৎ। তৎ কিং ব্রুবে কথং ব্রবীমি। কিমপরং শ্রীমুখাদি ত্বয়োচ্যতে অনেনাপি সমং যৎ স্যাৎ তদহং কথং ব্রুবে যত ইদং ভুবনৈককান্তবেণু অপরশব্দস্যানাং যৎকিঞ্চিদর্থে কৃতে ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্রস্তৎপদার্দ্দিতমম্বুজং। নির্বেণূনাপরাস্যানি কেন তুল্যং ত্বদাননং ॥ ৯৭ ॥

তাহার গণনা হয় না, অর্থাৎ বাক্যপথের অগোচর, সুতরাং ভুবনের এক ভূষণ ও বেণুবাদন শীলমুখের শোভা আর আমি কি বর্ণন করিব ? ॥ ৯৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি, সে মুখ এমুখ এক তুল। তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি, কি হেতু তাহাতে কর ভুল ॥

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেন না হয় উন, করিয়া হৃদয় বিভাবয়। স্বকর মার্জ্জনা সহে, ধীর ধীর করি কহে, তব মুখ তুল্য কেহ নয় ॥

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর সুখ দ্যুতি, ভুবনের কমনীয় ঠাম। তাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা সুধা বরিষয়ে, এই লাগ তুল্য নহে আন ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন, চন্দ্রপদ্ম তুল্য বলে মুখ। তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল, শুনি হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯৭ ॥

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বং
পূর্ব্বৈরপূর্ব্ব-কবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ।

নন্থ, যদ্যেবং তর্হি কবয়ঃ কথং মমুখস্মিতাদিকং তত্তৎসাম্যেন বর্ণয়ন্তি। ত্বয়া বা কথং ন বর্ণ্যমিত্যত্র সগর্ব্বপরিহাসমাহ দ্বাভ্যাং। ভো বিদগ্ধশেখর যদি শুশ্রূষসে তদা পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈরপূর্ব্ব-কবিভির্যৎপ্রণিধানপূর্ব্বমপি ন কটাক্ষিতং

অহে! যদি চন্দ্রাদি ঘৃণার্হই হইল, তবে কবিগণ কি প্রকারে আমার মুখের হাস্যাদিকে সেই সেই চন্দ্রপদ্মাদির সাম্যে বর্ণন করেন এবং তুমিই বা কিরূপে বর্ণন করিতেছ? এস্থলে লীলাশুক দুই শ্লোকে গর্ব্ব ও পরিহাসের সহিত কহিতেছেন॥

হে বিদগ্ধশেখর! আপনি যদি শুনিতে চাহেন তবে পূর্ব্ব

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন ওহে বিদগ্ধশেখর। শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাবধানে শুন ওহে, পূর্ব্বে যত বর্ণে কবিবর॥ ধ্রু॥

কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে, চন্দ্র পদ্ম তুল তব মুখ। সে সব বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে, শুন কহি কারণ অনেক॥

এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনির্ম্মঞ্ছন, করি দূরদেশে ফেলাইতে। প্রদীপের তুল্য বলি, যে মোর বচনাবলি, দীপতুল্য কহি এইমতে॥

এ তোমার মন্দস্মিতে, সর্ব্বোপমাবলি জিতে, জয়যুক্ত সদাই বিরাজে। অখণ্ড নির্ব্বাণরস, প্রবাহ আনন্দ যশঃ, দেখ দেখ এইরূপ সাজে॥

নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-
র্নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥

তৎ শৃণু। যদ্বা, প্রণিধানপূর্ব্বং শৃণ্বিতি পরিহাসঃ সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ। কিং তৎ। অয়ং শশী প্রদীপঃ ভবদাননেন্দোর্নিরাজনক্রমধুরাং নির্ম্মঞ্ছনপরিপাটী-ভারং চিরায় নির্ব্যাজং যথা স্যাত্তথা। অর্হতি। ত্বদাননং নির্ম্মঞ্ছ্য দূরে প্রক্ষেপ্তুং যোগ্যোঽয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

অর্থাৎ প্রাচীন এবং ইদানীন্তন কবিগণকর্ত্তৃক প্রণিধানপূর্ব্বকও যাহা কটাক্ষিত হয় নাই তাহা, অথবা আপনি প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। চন্দ্ররূপ প্রদীপ আপনার আননচন্দ্রের নীরাজন ক্রমধুরা অর্থাৎ নির্ম্মঞ্ছন পরিপাটী ভাব চিরকালের জন্য নির্ব্ব্যাজরূপে যোগ্য হইতেছেন অর্থাৎ আপনার বদন নির্ম্ম-ঞ্ছন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহুরস অন্তরাণি, ন্যক্কার করিতে ধনী, যে স্মিত বিখণ্ড করি বলি। এইত স্বভাব যার, হেন স্মিত কাতে আর, উপমা দিবারে শক্তি ধরি ॥

সুধাসিন্ধু রসে যেই, হেন স্মিত যাতে জয়ি, সত্য মাধুর্য্য রসানন্দ। তাহার পরম কাষ্ঠা, সর্ব্বমনো নেত্র ইষ্টা, সম কেহ না হয় নিবন্ধ ॥

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, লোকমাঝে সদা-নিবসয়। কেনে তাহা সবা ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি, মোরে স্তব কর অতিশয় ॥

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে, কৃষ্ণপ্রতি

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥৯৯

অখণ্ডেতি। তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্ব্বোপমানানি বিজিত্য সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। কীদৃশানি অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভিঃ পূর্ণানন্দরসপরৈর্বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য নাঙ্কৃতানাশেষাণি রসান্তরাণি যৈঃ। তথা অযন্ত্রিতেনাযত্নেন স্বভাবেনেত্যর্থঃ। উদ্বান্তাঃ সুধার্ণবা যৈঃ। তথা শীতান্যতিশীতানি শৈত্যমাধুর্য্যানন্দরসপরাকাষ্ঠারূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

যাহা অখণ্ড নির্ব্বাণ রসদ্বারা অন্যান্য রসকে বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং সুধাসিন্ধুর প্রতিও নির্ব্বাধে ধুৎকার প্রদান করে, আপনার সেই মৃদুমন্দ হাস্যামৃত জয়যুক্ত হউক ॥৯৯॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সবিনয় বাণী। কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে সর্ব্ব রসখনি ॥ ৯৮ ॥

হে দেব, শুন আমি কহি সত্য বাণী। তব সঙ্গে সত্য আমি, বিবাদ নাহিক জানি, স্তুতি করি না কহিয়ে আমি ॥

রসিকশেখরগণ, লোকে কেবা হেন জন, সহস্র সহস্র ঈশগণ। তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য স্বারাজ্য সতি, অন্য নহে কেহ তব সম ॥

সত্যবলি শুন হরি, রমণীর সুমাধুরী, তুমি সেই সকলের পার। সর্ব্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্ব্বাবধি রসগণে, সহজেই বিবাদ কি আর ॥

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্য-ধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতা।

নন্থ, কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সন্তি। কিমিতি তান্ হিত্বা ময়া বিবদমানঃ। স্বোক্তিমেব স্থাপয়ন্ মামেবাত্যুক্ত্যা স্তৌতীতি তান্ প্রতি সাবহেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ। হে দেব সারস্যধৌরেয়কা সরসতা-ভারবাহিনঃ সহস্রশঃ কামং সন্তু। তেষাং মধ্যে কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্য-বদ্ধব্রতাঃ সর্ব্বাতিকমনীয়া বা কতিপয়ে কামং সন্তু। তে তেন সন্তীত্যেবং

অহে! লোকমধ্যে কত কত মধুরশেখর থাকিতে কেন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বিবাদ করত নিজের বাক্যকে স্থাপনপূর্ব্বক অত্যুক্তিতে আমাকে স্তব করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তাহাদিগের প্রতি অবহেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবিনয়ে কহিলেন॥

হে দেব! রসবিষয়ে ধুরন্ধর (অগ্রগণ্য) ব্যক্তি, সহস্র সহস্র থাকুন, এবং রমণীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যরূপ পরিমলের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পূর্ব্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত, ইদানী সফল হৈল তা। আমার কবিতাগণ, সাফল্য হইল জন্ম, এত কহি শ্লোকে কহে কথা॥ ৯৯॥

শুন নাথ এই সত্যবাণী। তুমি যদি শুন তাহা, তবে মানি ভাগ্য ইহা, বিশেষ উত্তম তারে মানি॥ ধ্রু॥

মোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবরিষণ, সুন্দর গাঁথনি মনো-রমে। তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে, ভাল দ্রব্য তোহে পর্য্যাপ্ত কাম্যে॥

নৈবৈবং বিবদামহে নচ বয়ং দেব প্রিয়ং ব্রূমহে

ত্বয়া সহ ন বিবদামহে। নচ তব প্রিয়ং ব্রূমহে। অসদ্‌গুণাধ্যারোপেণ ত্বাং ন স্তৌমি, কিন্তু সত্যমেব ব্রূমহে। যৎ যতো যা রমণীয়তাপরিণতিঃ সা ত্বয়োব

স্বীয়রাজ্যে বদ্ধব্রতও সহস্র ২ থাকুন, কিন্তু আমরা নির্ব্বৈর ভাবে বলিব যে, সত্য সত্যই "হে কৃষ্ণ! আপনাতেই রম-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আমার কবিত্বগণ, অসদ্গুণ অধ্যাসন, পূর্ব্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল। ইদানী তোমার স্থানে, গেল হৈল ফুল্লমনে, অসহজ অনন্ত বর্ণিল॥

জনমে চাপল্য জানি, মানি ছিল মোর বাণী, এবে অতি প্রফুল্ল হইলা। এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে, তাহাতেই কহিতে লাগিলা॥

কেবল বরাক বাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি, ইহা নহে শুন কহি আর। কিন্তু গুণরূপ রাগ, অতিশয় পূর্ণভাগ, গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার॥

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিমন, তাতে জন্ম সফল তাহার। তেঁহ কহে তাহা কহি, পূর্ব্বে তুয়া নাহি পাই, পতি কোলে দেহ ত্যাগ যার॥

তোমার বিষয়ে প্রেম, যৈছে দশবাণ হেম, তাতে তার নম্র অনুক্ষণ। তে কারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্ত লজ্জা সুবিহ্বলা, তেঁই জন্ম ধন্য গোপীগণ॥

এই কালে বৎস দেখি, সশীৎকারে ঝরে আঁখি, কহে এই কৈশোর বয়স। ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি মর্ম্ম, কামমদে স্ফীত অহর্নিশ॥

যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্ত্বয্যেব পারং গতা ॥ ১০০ ॥
গলদ্ব্রীড়ালোলামদনবিনতা গোপবনিতা-

পারং গতা অবধিং প্রাপ্তা। অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নায়ং বিবাদস্তুতির্বেতি ভাবঃ ॥ ১০০ ॥

কিঞ্চ, পূর্ব্বং তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি কিন্ত্বিদানীমেব মৎকবিত্বাদিকঞ্চ সফলং যাতমিতি সহর্ষমাহ। মাদৃশাং গিরাং গুম্ফা গ্রথনানি ত্বয়ি স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে বর্গীয়জকারপাঠঃ। ক্বচিত্তত্র জাতে ভূতে সতি জন্ম সফলং দধতি। উত্তমপদার্থানাং ত্বৎপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ। তদুত্তমত্বমাহ। কীদৃশাং গিরাং। মধুরিমকিরাং মাধুর্য্যাদিকবিত্বগুণযুক্তামিত্যর্থঃ। কীদৃশাস্তাঃ সম্যগ্‌জুষ্টা যত্র। পূর্ব্বমসদ্‌গুণাধ্যাসেন বর্ণনাং সঙ্কুচিতাঃ। ইদানীং

ণীয় ভাবের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে” ॥ ১০০ ॥

অপিচ পূর্ব্বে আমি সেই সেই কতই না বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই কবিত্বাদি সফল হইল, এই বলিয়া সহর্ষে কহিলেন ॥

গোপবনিতাগণ মদনে বিনত ও চঞ্চল হইয়া লজ্জাশূন্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবতামনুষ্য জনে, কৈশোর কি সাফল্য না হয়। শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ, রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায় ॥ ১০০ ॥

এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে, তাতে দেখে চাপল্যের ধুরা। চপলা মানস আর, প্রেমাদি মাধুর্য্য সার, তাতে দেখি কহে অতি ত্বরা ॥

একাঙ্গ অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী, গোবিন্দের

মদস্ফীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা
সমুজ্জৃম্ভাগুম্ফামধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং

তে সহজানন্তগুণবর্ণনাদুৎফুল্লাঃ। কীদৃশং জন্ম চপলং গন্ধরং পূর্ব্বং তাদৃশত্বেন ব্যর্থমপি তদৈব তৎসমীপে গোপীবীক্ষ্য। এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদিবৎ সশ্লাঘমাহ। ন কেবলং বরাক্যো মদ্বাগ্ গুম্ফা এব কিন্তু গুণরাগাদিপূর্ণাঃ। শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্ম সফলং দধতি নন্বাসাং স্বস্বপতিমতীনাং জন্ম সফলমেবেতি নেত্যাহ। পূর্ব্বং তদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগস্য নিশ্চিতত্বাচ্চপলমপি রাসারম্ভে কাসাঞ্চিৎ তথা দর্শনাত্তদ্গুণানাহ। মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষেণ বিনতা নম্রাস্তৎপ্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমং প্রথামিতি তন্ত্রে। অতো লোলত্বংপ্রাপ্তয়ে চঞ্চলাঃ সতৃষ্ণা বা। ততো গলদ্ব্রীড়াস্ত্যক্তলোকলজ্জাস্তদৈব কিশোরমাধুর্য্যং বীক্ষ্য সশীৎকারমিদং বয়ঃ ইতি বিবৃক্ষুস্তন্মাধুর্য্যস্তুতিতঃ সগদ্গদমাহ। ইদং কিমপি বয় ইত্যর্থঃ। তথা জন্ম সফলং দধাতি তদেব ব্যঞ্জয়তি। বীতং বাল্যা শেন বিগতপ্রায়ং নবতারুণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন স্ফীতং বিশেষণাভ্যাং কৈশোরমিতার্থঃ। নন্থ, তদন্যত্র দিব্যাদিব্যকিশোরেষু সফলমেবেত্যত্র নেত্যাহ। পূর্ব্বমন্যত্র এতাদৃশরাসকুঞ্জলীলাদ্যপ্রাপ্ত্যা চ। স্থিরতয়া চ ব্যর্থমপি। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে। সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থ ইত্যাদি। তথা রসামৃতসিন্ধৌ। বাচা

হইয়াছেন, কোন এক ভাবে গমন ও মদমত্ত, নির্ম্মল ভাব ও মধুর মাদৃশজনের মাধুর্য্যবর্ষিণী বাক্যশ্রেণীর গুম্ফন প্রণালী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নৃত্যগতি রঙ্গ। পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম, যাতে করে হেন পরবন্ধ॥

অতএব ন কেবল, মোরবাণী গাঁথা ফল, কিন্তু গোপী কৈশোর চাপল। সবারি সফল জন্ম, জানিল কহিল মর্ম্ম,

ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলং ॥ ১০ ॥

সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যা রাধিকাং, ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ, কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি। তস্য নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্ট্বাহ। চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ। তথা। নন্দু, সংপাবনঃ পবনাদৌ সাপি পূর্ণা নেত্যাহ। মধুরা একেন বপুষা অসংখ্যাঙ্গনাপার্শ্বস্থিত্যাদিনা মধুরা অতিমনোজ্ঞা। তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ। অয়ঞ্চ কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব, ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ। বাতনুত গতিলীলালাঘবোর্ম্মিং তথাসৌ, দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বপার্শ্বে ইতি। পূর্ব্বং তাদৃশত্বাভাবাচ্চপলমপি। ত্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদ্বাগ্ গুম্ফা ন কেবলং সফলা কিন্তু কৈশোরলৌলা-গোপাঙ্গনা অপি ॥ ১০১ ॥

বর্দ্ধিত এবং আপনার গমনকালে আমাদের চপল জন্মও সাফল্য ধারণ করিতেছে ॥ ১০১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উত্তমের স্তব প্রাপ্তিফল ॥

অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ, আর্ত্তিগণ মিশালে বচন। পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাঢ়ে, তাহা লাগি কহে হর্ষ মন ॥

শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ, সর্ব্বভূতে যে ঈশ্বর আছে। তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি, গীতাশাস্ত্রে গুণ গাইতেছে ॥

গোয়ালের পুত্র আমি, সর্ব্বোত্তম করি তুমি, সদা কেনে করহ বর্ণন। শুনি হর্ষ হর্ষাগমে, নিজহস্ত সঞ্চালনে, কহে বাণী অতি মনোরম ॥ ১০১ ॥

ভুবনং ভবনং বিলাসিনীশ্রী-
স্তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ।

ভাবোদ্ভাবিতহর্ষোর্য্যা প্রৌঢ়িদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং। পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ং। নশ্বীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশ ইত্যাদৌ। তমেব প্রতিপদ্যস্বেত্যাদি গীতাদিশাস্ত্রোক্তভজনীয়মীশ্বরং হিত্বা কিমিতি গোপকুমারং মামেব সর্ব্বোত্তমত্বারোপেণ স্তবন্নাশ্রয়সীতি তত্তদ্ভাববিশেষবিবশঃ সহস্তচালনমাহ ভুবনং ভবনমিত্যাদি। হে বিভো সর্ব্বাবতারিন্ যস্মিন্ ত্বচ্চরিতে ভুবনং ভবনং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাদাশ্রয়ংস্ততস্তোহপ্যনুমেয়ৈশ্বর্য্যময়চরিত্রাদদ্ভুতাদ্দৃশ্যমানস্য তাদৃশং নেত্রস্যায়নং চরিতং বিচিত্রমুত্তমং। যদ্বা, তদপি ত্বচ্চরিতং তাদৃশং ন ভবতীতি কো নাম বিবদতে। তদপীতি ইদন্তু বিচিত্রমদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। নন্বেবং চেত্তর্হি দৃশ্যৈশ্বর্য্যা বিষ্ণুবামনাজিতাদয়ঃ সন্তি তানেব ভজেতি সস্মিতমাহ। যত্র সুরেন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচারপরম্পরা অনুগা ইত্যর্থঃ। ততো-

---

অহে! সকল ভূতের অন্তরে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, তাঁহারই শরণাগত হও, ইত্যাদি গীতাশাস্ত্রোক্ত ভজনীয় ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য গোপকুমার আমাকে সর্ব্বেশ্বর মানিয়া আরোপদ্বারা স্তব করত আশ্রয় করিতেছ,

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন প্রভু সর্ব্ব অবতরি। সর্ব্ব অন্তর্যামী যেই, ভুবন-ভবন সেই, তাহার আশ্রয় তুমি হরি॥ ধ্রু॥

তাহাতে চাইয়া তব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য সব, দৃশ্যমানে অদ্ভুত সকল। নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিত্র কত, বিচিত্র প্রকার মনোরম॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃশ্যমানৈশ্বর্য্যগণ, বিষ্ণুবামনাজিতাদিগণে। কত কত মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকার পূত, তারে ভজ হৈয়া এক মনে

শুনি মন্দহাসি কহে ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে, তারা পরি-

পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-

হপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাদত্যদ্ভুতাশ্চরিতাদিদং ত্বচ্চরিতং মধুরৈশ্বর্য্যময়ং বিচিত্রমত্যুত্তমং। নন্থ যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোঽস্তীত্যধোনেত্র-চালনমাহ। যত্র তামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়স্ততোঽপি সৃষ্ট্যাদিকেলিরূপাদতি-সর্ব্বাদ্ভুতাশ্চরিতাদিদং মধুররসময়ং ত্বচ্চরিতমতিসর্ব্বোত্তমং। নন্থ, ত্বং মধুররস-রসিকভক্তোঽসি তৎপরমব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সোর্দ্ধভ্রূচালনমাহ। যত্র শ্রীরেকা বিলাসিনী ততোঽপি মধুররসময়াদতিসর্ব্বাদ্ভুততরাং চরিতাদিদং নায়ং

লীলাশুক এইরূপ তত্তদ্ভাবে বিবশ হইয়া হস্তচালনার সহিত কহিলেন ॥

হে বিভো! ভুবনই আপনার ভবন। বিলাসিনী লক্ষ্মী,

বহুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চর্য্যায় নিপুণ। যুদ্ধ আদি ভয় যত, পালনাদি কার্য্য কত, তাহা হৈতে তব বহুগুণ ॥

মধুর ঐশ্বর্য্যময়, উত্তম চরিত্রময়, সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্য-মান। শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদি বিমুখ নহে, গর্ভোদক-শায়ী পুরুষ নাম ॥

ভজন করহ তারে, সর্ব্বদেব ভজে যারে, এত শুনি লীলা-শুক কয়। অধোনেত্র চালনায়, কহে কবি হয় হয়, তার পুত্র চতুর্ম্মুখ হয় ॥

তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপ ভূমে সাধি, সর্ব্বা-দ্ভুত চরিত্র তোমার। মধুর রসময় যত, লীলাসৃষ্টি অবিরত, দেখ যার নাহি হয় পার ॥

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে, আদিরস রসিকে ভজ তুমি। তবে পরব্যোমেশ্বর, ভজ লক্ষ্মীনাথ বর,

স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রং ॥ ১০২ ॥

শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদি সংস্তুতবিলাসিনীকোটিবিলাসবলিতং তচ্চরিতমতিসর্ব্বোত্তমতরং নন্বেবং চেত্তর্হি তাদৃশং রুক্মিণ্যাদিরমণং মামেব ভজেতি। সশিরশ্চালনমাহ। যত্র স্মরশ্চ তনয়ঃ। চকারাৎ সাম্বাদয়স্ততোঽপি স্বীয়াভির্দশদশপুত্রবতীভিঃ সঙ্খ্যাতীতাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্ব্বাদ্ভুতমাচ্চরিতাদিদং পরকীয়াসঙ্খ্য-নৃত্যাৎ-কিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকেলিময়ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতিসর্ব্বোত্তমমেব ময়া সেব্যমিতি ভাবঃ। বহূনি হ্যচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্য্যরূপকেলিভিরুত্তমং ॥ ১০২ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা ও কন্দর্পপুত্র এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ আপনার পরিচারক, তথাপি আপনার চরিত্র বিচিত্র ॥ ১০২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥

শুনি ঊর্দ্ধভুরু চালি, কহে তার পদ্যাবলি, তথা এক লক্ষ্মী বিলাসিনী। তা হৈতে মধুররস-, ময় তব সুবিলাস, কোটি কোটি বিলাসিসঙ্গিনী ॥

কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আমার ভজন তবে, রুক্মিণ্যাদি রমণী যে হয়। শুনি শির চালি কহে, স্বীয়ভাব যাতে হয়ে, কাম আদি দশ দশ তুলয় ॥

প্রতি মহিষীতে হয়, দশতুল আদি ময়, মহিষীসনে কেলি আদি হৈতে। অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়া ভাবনীত, নৃত্যকী কিশোরীকুল সাথে ॥

রাস আদি লীলাগণ, চিত্র সর্ব্বোত্তমোত্তম, যাহা নাহি অন্য রূপগণে। অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্ভুত, মধুর ঐশ্বর্য্য ভজি মনে ॥

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্যকস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ।

ননু, জ্ঞাতং ব্রজলীলৈব তেঽভীষ্টা ভদ্রমপি বাল্যপৌগণ্ডলীলে স্ত ইত্যর্দ্ধোক্তে সসংভ্রমং তর্জন্যা নির্দিশন্ ভঙ্গ্যাহ। অয়ং দেবঃ রাসক্রীড়াপরঃ কিশোর-শেখরঃ জীয়াৎ সর্ব্বোপরি বিরাজতাং মমান্যৈরিত্যর্থঃ। আং কিশোরলীলৈব তেঽভীষ্টা ভদ্রং তত্রাপি গোচারণাদিলীলাস্তীতি সভ্রূভঙ্গমাহ। ব্রজাঙ্গনানাং অনঙ্গকেলিভির্লালিতঃ সংবর্দ্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশ-

---

অহে! জানিতে পারিলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট, ভাল, আমারও বাল্য পৌগণ্ডলীলা আছে, এই অর্দ্ধ উক্তিতে লীলাশুক সংভ্রমের সহিত তর্জ্জনীদ্বারা নির্দ্দেশ করত ভঙ্গী-সহকারে কহিলেন॥

ত্রিলোকীর সৌভাগ্যরূপ কস্তূরীর মকরাঙ্কুর বিশিষ্ট ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোয়, ভাল ভাল ভজ ব্রজলীলা। এথা বাল্য পৌগণ্ড আছে, সে ভাবেতে ভক্ত নাচে, লীলাশুক তা শুনি কহিলা॥

সসংভ্রমে তর্জ্জনীতে, নিদর্শন ভঙ্গিরীতে, কহে শুন শুন মহাশয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, ভাগ্য-বান্ সদা আস্বাদয়॥ ১০২॥

এই দেব রাসক্রীড়াপর। জয়যুক্ত হও সদা, সর্ব্বোপরি-বিরাজিতা, কিশোর যে কেবা অন্যে আর॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়, তোমার অভীষ্ট সেই হয়। ভাল তবে গোচারণ, লীলা আছে মনো-রম, তাহা তুমি করহ আশ্রয়॥

এত শুনি ভুরুভঙ্গে, কহে যেহ গোপীসঙ্গে, অনঙ্গ

জীয়াদ্ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে

ত্বমেবেত্যর্থঃ। নন্বেতাদৃশোঽহং দুর্ল্লভঃ নাদ্যাপি ইত্যাদৌ ত্বয়াপি তথৈবোক্ত ইত্যত্রাহ। সত্যং কিন্তু তাদৃশোঽপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যাপি সৌভাগ্যব্যঞ্জককস্তূরীমকরাঙ্কুরস্তস্যাস্ত্বমেব তৎকল্পিতস্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

পুনঃ সস্মিতং কিমপি বিবক্ষুঃ তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসংভ্রমং সদৈন্যমাহ।

ব্রজাঙ্গনাদিগের কন্দর্পকেলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৩ ॥

পুনর্ব্বার ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেলিতে সুললিতে। তাহাতে মাধুর্য্যপুর, বিলাস মোহন ভোর, আমি তাতে হৈনু আকাঙ্ক্ষিতে ॥

কৃষ্ণ কহে ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, এইরূপ দুর্ল্লভ তোমার। শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই হৈল পুনঃ, কেবল তুমি না হও আমার ॥

ত্রিলোক সৌভাগ্যপূর, কস্তূরী মকরাঙ্কুর, হেন তোমার রূপ মনোহর। তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভরীতে, মিলায় কহিল শুনিশ্চল ॥

পুনঃ কৃষ্ণ মন্দ হাসি, কহে অন্যমতে ভাষি, অসহিষ্ণু হৈল লীলাশুক। অতিশয় সসংভ্রমে, সদৈন্য বচন ক্রমে, কহিতে লাগিলা পাঞা সুখ ॥ ১০৩ ॥

রাসলীলা পর যেই দেব। সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল সে কৃপা তোর, তব কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ ধ্রু ॥

বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে

হে দেব রাসলীলাপরঃ মম দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং ত্বংকিশোরশেখরাদপরং ন। চ এবার্থে নৈবেত্যর্থঃ। নন্থ, কোঽত্র হেতুরিতি তং সূচয়ন্নাহ। প্রেমদঞ্চ মেঽপরং ন এবমগ্রেঽপি যোজ্যং যতস্তৎপ্রাপ্তিহেতোঃ প্রেম্নস্ত্বমেব দাতেত্যর্থঃ। নন্থ, কৌমারপৌগণ্ডলীলাপরোঽহমপি প্রেমদস্তল্লভাশ্চ তত্রাহ। কামদঞ্চ মে তজ্জাতীয়প্রেমদঞ্চ ত্বমেব। অত এতদ্বৈকবিষয়াং কিশোরশেখরাং ত্বদপরং

ইচ্ছুক দেখিয়া অসহিষ্ণু হওত সম্ভ্রম ও দৈন্যের সহিত কহিলেন॥

হে দেব! তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জ্ঞাতা)

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে হেতু কিবা, তাহা শুনি সেই কিবা, এত শুনি কহে শুন নাথ। তুমি মোর প্রেমদাতা, তুয়া বিনে নাহি ধাতা, এই লাগি চাই তোমার সাথ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে, কৌমার পৌগণ্ড লীলা মোর। তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে তুমি, শুনি কহে সে বাসনা দূর॥

যেই বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কামদাতা তুমি, সে জাতীয় প্রেম তুমি দিলা। যে ভাব বিষয় হৈতে, আনন্দ উপজে চিত্তে, অন্যাশ্রয় নাহি হই মোরা॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটী শিক্ষা-গুরু তুমি। কিম্বা জ্ঞান ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে জ্ঞান বেদন মোর তুমি॥

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি, বৈকুণ্ঠসম্পদ্ তবে চাও। শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব যাহা যাহা,

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং ॥ ১০৪ ॥

ময়া নাশ্রয়ণীয়ং নৈতন্মাত্রং বেদনঞ্চ। তথা বেদয়তীতি কর্ত্তরি লুট্ তৎপরিপাটী-শিক্ষকশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং শিক্ষাগুরুশ্চেতি। কিম্বা, অয়ে মূঢ় ভক্ত্যাত্ম-জ্ঞানং যতো মোক্ষস্তত্ত্বপেক্ষামিত্যত্রাহ। বেদনং তদ্‌জ্ঞানঞ্চ মে ত্বমেবেত্যর্থঃ। নন্থ, ভবতু শুদ্ধভক্তত্বাং তজ্‌জ্ঞানাদরঃ বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যৈবেত্যত্রাহ। বৈভবঞ্চ তথা ত্বমেব সর্ব্বসম্পদিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে বৈভবং তদপ্রাপ্তাবপি জনা জীবন্তি তদ্বিনা ত্বহং ম্রিয়ে ইত্যাহ। জীবনঞ্চ তথা জীবয়তীতি জীবনং তদ্ধেতু-রিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে তদ্ধেতুস্তদপি ত্বমিত্যাহ। জীবিতঞ্চ। ত্বদপরং ন তৎ কিমিতি অন্যোপদেশৈর্মামুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

বৈভব, জীবন, জীবিত এবং দৈবত, অপর কেহ নহে ॥১০৪॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে বৈভব তুমি আমার হও ॥

যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীয়ে সবে প্রাণ নাহি যায়। তুয়া না পাইলে আমি, না জীব দেখহ তুমি, অতএব জীবন তোমায় ॥

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি জীবন বরে, যে জীয়ায় সেই সে জীবন। তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে মরম কহি, কেন মোরে কর উপেক্ষণ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দৃঢ়তা পাইলে সুখ, সাধু সাধু তোমার আশয়। আমার দর্শন সে যে, বিফলতা নহে কাজে, বর মাগ দিব সর্ব্বথায় ॥

এইরূপে কৃপারীতে, কৃষ্ণ কহে মন্দস্মিতে, তাহা শুনি তেঁহ বর চাহে। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন সবে মনোরতা, শুনিলেই প্রেম লাভ হয়ে ॥ ১০৪ ॥

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে ॥ ১০৫ ॥

ততঃ সাধুলীলাশুক সাধুত্বদৃঢ়তয়া প্রীতোঽস্মি তন্মদ্দর্শনং বিফলং ন স্যাৎ। প্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাম্রেড়িতঃ স্বেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়মাহ। তব বৈভবে বাগ্বিষয়াতীতে সৌন্দর্য্যবিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোঽস্মাকং বাচো মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং তত্তন্মাধুরীবর্ণনসমর্থা ভবন্ত্বিতি ভাবঃ। তথা তব শৈশবে কৈশোরেঽযোগ্যাদেহাদীনামপি নশ্চিন্তা প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া তচ্চিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লীলাশুক! সাধু সাধু তোমার দৃঢ়তায় আমি প্রীত হইলাম অতএব আমার দর্শন বিফল হয় না, তোমার বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর, ভঙ্গীসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে লীলাশুকও স্বীয় ভঙ্গীসহকারে প্রার্থনা করত কহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ! আমার বাক্যসমূহ আপনার বৈভবে মাধুর্য্যের সহিত বর্দ্ধিত হউক এবং আপনার শৈশববিষয়ে ত্বদীয় চাপল্যের সহিত আমার চিন্তাও বর্দ্ধিত হউক ॥ ১০৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে। সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্য, বাণী আগে সুমাধুর্য্য, বর্ণিতে সামার্থ্য হউ তবে। তথা তব কৈশোর রঙ্গ, প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ, মনে মোর সদা যেন রহে। তাহারি সুপ্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগী, চাপল্যে বাঢ়ুক বর মোহে ॥

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি অগোচর, বরমাগ তিহ আমি তোরে। এত শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই, কহি এক শ্লোক পাঠ করে ॥ ১০৫ ॥

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।

নন্বিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যতামিত্যত্রাহ যানি তচ্চরিতামৃতানি। শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তানোব নত্বন্যানীত্যর্থঃ। মে হৃদয়ে ধারা-বাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্তু। কীদৃশানি। ধন্যাত্মনাং রসনালেহ্যানি শ্রীশুকা-দিভিরাস্বাদনীয়ানি। তথা যে বা। চার্থে বাশব্দঃ। যে শৈশবচাপল্যব্যতিকরাঃ কৈশোরচাঞ্চল্যাবিস্তারাস্তে তে এব তথা বহন্তু। কীদৃশঃ। দানপুষ্পাহরণবর্ত্ম-

---

অহে! এত তোমার সহজ, বিশেষ প্রার্থনা কর, এই শুনিয়া লীলাশুক কহিলেন॥

হে কৃষ্ণ! তোমার যে চরিতসমূহরূপ অমৃতধারা পুণ্যা-ত্মাদিগের রসনার আস্বাদ্য শ্রীরাধার অবরোধোন্মুখ যে সমস্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র এই বর দেহ তুমি মোরে। যে তুয়া চরিতামৃত, রাধা সহ অবিরত, রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে॥ ধ্রু॥

সেই সেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ, রহুক প্রবাহ-রূপ হৈয়া। শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহ্য কত, আস্বা-দয়ে যাহা সুখ পাঞা॥

কৈশোর চাপল্য যত, রাধাকে রোধন মত, দানঘাটি পুষ্প তোলাকালে। তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে, তার ধারা বহউ অন্তরে॥

মুখাব্জ তোমার তথা, কাম মদোদ্গারিস্মিতা, তার ভঙ্গি-বিশেষ যে আর। তথা বেণুগীত গতি, নব নব জন্মায় রতি, বিভাবিত মাধুর্য্য নিশাল॥

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬ ॥
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-

ন্যাদৌ রাধায়া যো হরবোধস্তত্রোন্মুখাঃ সদা তদুৎকণ্ঠাবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা যা বা যাশ্চ মুখাম্ভোরুহে লীলাঃ কামমদোদ্গারিস্মিতাদিভঙ্গীবিশেষাস্তাস্তাশ্চ তথা বহন্তু। কীদৃশঃ ভাবিতাঃ স্বমাধুর্য্যমিশ্রীকৃতাঃ উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১০৬ ॥

নন্থ পুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থরূপং প্রেমফলং মাঞ্চ সাক্ষাৎ প্রাপ্তং

শৈশব চাপল্য তথা যে সমস্ত লীলাময় মুখপদ্মে উচ্চারিত বেণুর নাদগতি সেই সমুদায় প্রণালী ধারায় আমার হৃদয়ে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকুক ॥ ১০৬ ॥

অহে! পঞ্চমার্থ চতুষ্টয়, প্রেমফল এবং আমি সাক্ষাৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই এই লীলা মন, হিয়ে রহু অবিরত, অতিশয় ধারারূপ ধরি। কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, সদা পান করে যেই, তার প্রেম হয় হিয়া ভরি ॥

কৃষ্ণ কহে ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ পুরুষার্থ, জিনিয়া আমি সে প্রেমফল। সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি মোর লীলা, স্ফূর্ত্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঞা সুখ, ভক্তিসিদ্ধান্ত উট্টঙ্কিয়া। সচাতুরী ভঙ্গি কথা, কৃষ্ণকর্ণামৃত মতা, শুন সবে এক মন হৈয়া ॥ ১০৬ ॥

শুন অহে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র। যে প্রেম লক্ষণ

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্-

হিত্বা মল্লীলাস্ফূর্ত্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তিসিদ্ধান্তোট্টঙ্কনপূর্ব্বকং স্বচাতুরীং ভঙ্গ্যা কথয়ন্নাহ ভক্তিস্ত্বয়ীতি। হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ যয়া লীলাস্ফূর্ত্তি-রূপয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ত্বং সাক্ষাৎ প্রাপ্তোঽসি সা ত্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা যদি স্যাত্তদা দৈবেন স্বতএব দিব্যকিশোরমূর্ত্তিরীদৃক্ ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি। মুক্তিস্তু মুকুলিতাঞ্জলি যথা স্যাত্তথা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্

প্রাপ্ত এই সকল ত্যাগ করিয়া আমার লীলাস্ফূর্ত্তি কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের এই জিজ্ঞাসায় ভক্তিসিদ্ধান্ত উট্টঙ্কনপূর্ব্বক স্বীয় চাতুরীভঙ্গীসহকারে কহিতেছেন॥

হে ভগবন্! আপনাতে যদি ভক্তি স্থিরতরা হয় এবং দৈববশে যদি কিশোরমূর্ত্তি ফলবতী হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম,

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ।

হৈতে, লীলাস্ফূর্ত্তি হয় চিতে, তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ॥ ধ্রু॥

সেই প্রেমভক্তি যবে, মোতে স্থির রহে তবে, তুমি যে কিশোর মূর্ত্তিমানে। এইরূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহি জানি, নহে তুমি দুর্ল্লভ অন্য স্থানে॥

তবে যদি মুক্তিগণ, করে অঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও মোরে লও কহে। ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাতে সাধি, কহে কভু ফিরিয়া না চাইয়ে॥

অতএব কিবা কাজে, বর দিবা করি ব্যাজে, ছদ্মকথা করহ প্রকাশ। ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটী, নানা-মত অন্য পরিহাস॥

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

জয় জয় জয় দেব দেব দেব

সেবতে ধর্ম্মার্থকামগতয়স্ত্ব পশ্চাৎস্থিতা কদাচিদস্মানীক্ষতে বেতি সময়প্রতীক্ষা-স্তৎপ্রতীক্ষকা ভবন্তি। তৎ কিমিত্যাত্মানং দত্ত্বা বরেণ মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ ॥ ১০৭ ॥

ততঃ অয়ি লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপানি বৃন্দাবনযাত্রামঙ্গলাচরণমারভ্য কেয়ং কান্তিরিত্যন্তানি ত্বৎভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্তৎশ্রোতুকামেন ময়া

অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় সময় প্রতীক্ষা করত কৃতাঞ্জলি পুটে আমাদিগকে সেবা করিবে ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহে লীলাশুক! বৃন্দাবন-যাত্রা মঙ্গলাচরণকে আরম্ভ করিয়া "কেয়ং কান্তিঃ" এই পর্য্যন্ত আমার কর্ণামৃতরূপ যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শুনিবার নিমিত্ত তুমি উচ্চালিত হইয়াছ, সেই এই তোমার বাক্যনিজৃম্ভিত রচনা আমার কর্ণা-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, আমি বহু পাইল সুখ, আদ্যো-পান্তে যতেক বর্ণিলা। তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা, কহি ব্যাজে, তব বাণী কর্ণামৃত হৈলা।

এমতে সস্নেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, লীলাশুক পাইয়া হরিষে। কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন, সবে কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশে ॥ ১০৭ ॥

হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয়। পরম আনন্দ-বাণী পুনঃ পুনঃ কয় ॥ ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্য কিশোরমূরতি। মনোহর নাম অতি সুলোহন কান্তি ॥ কিম্বা দেবদেব তুমি

ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

ত্বমুচ্চালিতোঽসি তদিদং ত্বদ্বচো বিজৃম্ভিতং মৎকর্ণামৃতনামাস্তু ত্বমেব মে মাধুর্য্যাদিবর্ণনং জানাসীতি সস্নেহং তন্মধুরবাক্যং শৃণ্বন্নেবানন্দোচ্ছলিতঃ সন্নাহ জয় জয়েতি। হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয়। অত্যাদরানন্দাভ্যাং বীপ্সা। ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ। কিম্বা। হে দেব দেব দেবা মর্ত্যপূজ্যাস্তদ্দেবাস্তৎপূজ্যাস্তৎপার্ষদাঃ হে তদ্দেব তদীশ্বর জয়। যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে। হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি। হে ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যমানন্দময়ং স্বস্বরূপং নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ জয়। হে দেব জয় হে কৃষ্ণদেব জয় শ্রবণমনোনয়নামৃতবদবতারঃ প্রাকট্যং যস্য হে তাদৃশ জয় ॥ ১০৮ ॥

মৃত নামক হউক, তুমিই আমার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে জান, শ্রীকৃষ্ণের এই সস্নেহ মধুর বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া কহিতেছেন ॥

হে দেব! হে দেব! হে দেব! আপনার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, আপনার নাম ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট মঙ্গলস্বরূপ। হে দেব! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, হে কৃষ্ণদেব! আপনার অবতার শ্রবণ, মন, ও নয়নের অবতার অর্থাৎ প্রাকট্যস্বরূপ ॥ ১০৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তার দেব দেব। তাহাতে মঙ্গলবিদ রূপ সর্ব্বসেব ॥

হে কৃষ্ণদেব জয় মানসলোচন। অমৃতাবতার জয় প্রকট শোহন ॥ পুনঃ কৃষ্ণ সুমাধুর্য্য অতিশয় হেরি। আনন্দে উন্মত্ত

তুভ্যং নির্ভর হর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভব-
দ্ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবেষু নির্ভাষিণে।

পুনস্তন্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাদানন্দোন্মত্ততয়া তদ্বর্ণয়িতুকামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববাস্তাচংস্বরূপমুপসংহরতাত্মনা কৌতুকেন বিবদমানেন তেন সহ বিবদমান আহ। কস্মৈচিদনির্ব্বাচ্যায়ৈ মহসে মাধুর্য্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং নমঃ। নন্থ, তন্মাধুর্য্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোঽস্মি তত্রাহ। কীদৃশে। বাচাং দূরএব স্ফুরন্তি যানি মাধুর্য্যাণি তেষাং প্রধানার্থায়। নন্বেবং চেন্মনসা বিভাবয় তত্রাহ। মনসাঞ্চ তাদৃশায়াবিভাবায়েত্যর্থঃ। নন্থ, বাঙ্মনসয়োরগ্রাহ্যত্বাৎ

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় অনুভবহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছা করত শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ও নমস্কার দ্বারাই উপসংহার করতঃ আত্মকৌতুকে বিবাদকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করত কহিলেন॥

প্রগাঢ় আনন্দবর্ষণে বিবশ আবেশবশতঃ প্রব্যক্ত ভাবে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈল বর্ণে বাঞ্ছা ভরি॥ বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন প্রণাম। কৃষ্ণসনে কহে কথা বাদসংহরণ॥ ১০৮॥

অনির্ব্বাচ্য মাধুর্য্যপুঞ্জ শুন অহে হরি। বর্ণিতে না পারি অহে, রূপ জগন্মনো মোহে, অতএব নমস্কার করি॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে অহে, মাধুর্য্য যে মোর হয়ে, বর্ণ শুনি ইচ্ছা বড় হয়। শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দূর হয়ে, সে মাধুর্য্যসিন্ধু রসময়॥

কৃষ্ণ কহে বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ হয়ে, তবু মোর সুখ লাগে মন। শুনি কহে সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে, ভাবনা বিষয় সুগহন॥

শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরে স্ফুর-
ন্মাধুর্য্যৈকমহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥ ১০৯ ॥

কস্যাপি গোচর এব নাস্মি তত্রাহ। সুকৃতাং তৎপ্রেমবিশেষভাজাং ভাবেষু ভাবাক্রান্তচিত্তেষু নির্ভাষিণে প্রকাশশীলায়। কীদৃশেষু নির্ভরহর্ষাণাং যদ্বর্ষং তেন বিবশা যেচ তে চাবেশেন ত্বৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠাকৃতয়া তৎস্ফূর্ত্ত্যা স্ফুটমাবির্ভবন্তি যানি ভূয়শ্চাপলানি তৈর্ভূষিতাশ্চ যে তেষু। নন্থ এতেন কিং নিরাকার-ব্রহ্মত্বেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ গোকুলস্য মণ্ডনায় মধুরোজ্জ্বলনীলমণি-বদ্ভূষণায় অতঃ কেবলং তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

আবির্ভূত যে চাপল্য তদ্দ্বারা বিভাবিত (অনুমিত) পুণ্যা-ত্মাদিগের ভাবে যিনি প্রকাশমান, যিনি গোকুলের একমাত্র ভূষণ, যাঁহার মাধুর্য্যসাগর বাক্য ও মনের বহুদূরে অবস্থিত, সেই ভবাদৃশ কোন এই মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১০৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে বাণী মন, অগোচর যদি হেন, তবে বোল কাহার গোচর। শুনি কহে যে যে জন, প্রেমে ভজে তনুমন, তাহার গোচর তুমি ধর ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, তাহা শুনি কহে লীলাশুক। নির্ভর হরিষ বর্ষে, বিবশ যে অহর্নিশে, তাহাতে চাপল্যস্ফূর্ত্তি সুখ ॥

কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার ব্রহ্মময়ে, নিরুপম করহ আমারে। ভেঁহ কহে নহি নহি, গোকুলমণ্ডনময়ি, নীলমণি মূর্ত্তিমান্ বরে ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণামৃতসম, যত সব বর্ণনা

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন।

ততঃ অয়ে লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপত্বদ্ভাষিতেনাপ্যায়িতোঽস্মি তৎ প্রার্থয় পুনঃ কিমপ্যভীষ্টমিত্যত্র দেব তদেতৎ সাক্ষাদ্দর্শনেন পূর্ণোঽস্মি। কিং ময়া প্রার্থ্যং তথাপীদমপি দেহীত্যাহ ঈশানেতি। হে কৃষ্ণদেব লীলাশুকেন ময়া রচিতং তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতান্তরেঽপি ত্বদ্ভক্তিরসিকজনচিত্তমাপ্লাব্য বহতু। কীদৃশা ময়া ঈশানঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তস্য ঈশা রাধা সাচ অননং আনঃ প্রাণঃ তস্যা মম বা প্রাণশ্চায়ং দেবশ্চ সচ তয়োর্ব্বা চরণাঃ

অনন্তর অয়ে! লীলাশুক! আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছি, পুনর্ব্বার তোমার কি অভীষ্ট তাহা প্রার্থনা কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে লীলাশুক, হে দেব! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি, আর কি প্রার্থনা করিব তথাপি ইহাই আমাকে অর্পণ করুন, এই আভিপ্রায়ে কহিলেন॥

যিনি ঈশানদেবের চরণের আভরণস্বরূপ এবং নীবীদামো-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তোমার। তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি, অভীষ্ট যে থাকে মনে আর॥

লীলাশুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে, সাক্ষাৎ তোমার দরশন। সর্ব্ব পূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতিকৃপা তোর, তথাপিহ এক বর মন॥ ১০৯॥

হে কৃষ্ণ দেব ক্রীড়ারত। এই আমি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত॥ ধ্রু॥

কল্পশত অন্তরেহ, তব ভক্তিরসিক যেহ, তার চিত্তে বহুক

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি ॥ ১১০ ॥
ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যমভ্যস্যতাং

শিরোঽদয়াভরণানি যস্য তেন অত্র পক্ষে ছন্দোঽনুরোধাৎ প্রশব্দস্যাপ্রয়োগঃ। তথা নীবীদামোদরস্য নীবী দাম উদরে যস্য কার্ত্তিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধোদরস্য। তথাহি। ভবিষ্যোত্তরোক্তনীলার্থবন্ধশ্লোকঃ। সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরুজয়া রাধয়া প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্নানিবদ্ধোদরং। কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্তপুলকং ধ্যায়েম দামোদরমিতি। যদ্বা, মম নীবীমূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ তস্য তব যঃ স্থিরযশঃ স্তবকোঽম্লানযশঃকুসুমগুচ্ছঃ স এব উদ্ভবো বিভবঃ স্বস্পদ্বস্য তেন ঈশানদেবস্য। শিরসোতি নীবীদামোদরয়োর্মাতাপিত্রোরিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ১১০ ॥

ততঃ অয়ে মম চাসাঞ্চ মৎপ্রেয়সীনাঞ্চ সরসবিদগ্ধমত্তক্তানাঞ্চ স্বগুণত

দরের সুস্থির যশোরূপি স্তবকোদ্ভূত, হে কৃষ্ণদেব! সেই লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) কর্ত্তৃক বিরচিত এই কৃষ্ণকর্ণামৃত শতশত কল্পে বিদ্যমান থাকুক ॥ ১১০ ॥

তদনন্তর অয়ে! আমার, ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেয়সী-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্লাবিয়া। তোমার যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণময়ী, তার চিত্তে বহুক ধারা হৈয়া ॥

তথা দামোদর চিত্তে, সদা বহুক ধারারীতে, রাইনীবী দামে যার ওর। বদ্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতি মাঝে, নাম যার রাধাদামোদর ॥ ১১০ ॥

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি অধরুদ্ধ হৈলা রাই স্থানে। প্রণয় সংরব্ধে রাই, ভ্রুকুটি করিয়া তাই,

কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।

এব তবৈতৎকর্ণয়োরমৃতমেব তথাপি মদ্গিরাপীদমস্ত্বিতি স্ববচসাং তত্তৎসুখদত্বং বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ। ইদং নোঽস্মাকং বচসাং বিজৃম্ভিতং দেবস্য তব কর্ণামৃতমিত্যহো মদ্ভাগ্যমিতি ভাবঃ। তত্রাপি কৃষ্ণস্য সকলকেলিকলা-

---

গণের সরস বিদগ্ধ আমার ভক্তগণের স্বীয়গুণ হেতুই তুমি এই কর্ণদ্বয়ের অমৃতদ্বারা তথাপি আমার বাক্যদ্বারা ইহা হউক এই নিজবাক্যের তত্তৎসুখপ্রদত্ব চিন্তা করিয়া বিস্ময় ও আনন্দসহকারে লীলাশুক কহিলেন ॥

যাহা ধন্যতমদিগের কর্ণবিবরে শত শত কল্পকাল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হিরণ্যরসন দামসসে ॥ ধ্রু ॥

উদর বান্ধিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র তবে, কহয়ে কার্ত্তিক পুণ্য মাসে। জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা প্রকাশিলা, সে লাগি সঙ্কেতচ্যুত বেশে ॥

এই স্থির যশ তোমার, অম্লান পুষ্পগুচ্ছ সার, তেঁই তোমার নাম দামোদর। অতএব তব কর্ণে, রহু এই গ্রন্থবর্ণে, কল্পশত হইয়া বিমল ॥

এতেক কহিতে মনে, বাঢ়িল আনন্দগণে, বিস্ময় হইল এই ঠাঁই। গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব্ব ব্রজগোপিকার, জানি এই হয় সুখদায়ী ॥

পুন মানে নিজ মনে, আমার কবিত্বগণে, মোর মনে প্রকাশে আনন্দ। এত জানি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ ॥

আমার বচন এই, বেদ কর্ণামৃত সেই, কি ভাগ্য আমার অতিশয়। কেলিকথা সুচতুর, রসিকশেখর ভোর, হেন

রম্যাণাং সুদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ

চতুররসিকশিরোমণেঃ। নন্বেতাদৃশবিরহসংযোগপ্রলাপসংলাপময়ত্বান্নৈতচ্চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ। সুদৃশাং বিরহে মনসি সংযোগে নয়নয়োর্মগ্নস্য তত্তৎপ্রলাপসংলাপাভ্যাং হৃতেন্দ্রিয়স্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি রম্যাণাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্যবৈদগ্ধ্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাং কিঞ্চন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাত্তবৈব কিন্ত্বাসামপি

ব্যাপিয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় সরস আলাপের তরঙ্গরূপ সৌভাগ্যময়ী সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মন ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণকর্ণামৃতময় ॥ ধ্রু ॥

তবে যদি বল হেন, কর্ণামৃত সবে কেন, এতাদৃশ যাহার বর্ণন। বিরহ সংযোগ জানি, প্রলাপ সংলাপবাণী, সে কি নহে কর্ণামৃত সম ॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সদৃশ সবে, সংযোগ বিরহে যেই হরি। মানসে নয়ন লাগে, সংলাপ প্রলাপ ভাবে, সর্ব্বেন্দ্রিয় হরিতে সে বলি ॥

তার কোন সুধাময়, মোর এই বাণী হয়, কি আশ্চর্য্য এই লাগি কহি। আর চিত্র লাগে মোরে, তোমার যে ভক্তবরে, তার কর্ণে হয় সুধাময়ী ॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী, যত গোপসুরঙ্গিণী, যার বৈদগ্ধী কমলা প্রার্থয়ে। তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেই মানি, অতিচিত্র মোর ভাগ্য চয়ে ॥

যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে সুখ ভারি, শুন কহি তাহার কারণ। অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী, তেঁই যুক্তি কর্ণামৃত সম ॥

আরো বিশেষ এহি, মধুররস ভক্তিময়ী, পুনঃ পুনঃ সেই

কর্ণাণাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতং ॥ ১১১ ॥

কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিং দুহানং প্রপুরয়দিত্যহো চিত্রং। স্বদশাদ্বয়প্রলপিত-সাম্যাদাসামেব ন কেবলং, কিন্তু স্বভক্তানামপীত্যাহ। ধন্যানাং স্বভক্তিবিশেষ-বতামপি কর্ণানাং বিবরেষু তথা কুর্ব্বত ইতি চিত্রমিতি ভাবঃ। নন্থ, তেষা-মশ্রুতচরসরসবাণীশ্রবণাদ্যাকমেতদিতি চেত্তত্রাহ। কীদৃশাং ভবন্মধুরভক্তি-রসসহিতো যোঽনুলাপো মুহুর্ভাষণং তস্য যা লহর্য্যস্তাসাং সৌরভাম্ভাস্যতা-মিতি। পূর্ব্বং তথৈব তথোক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥

নয়নকে সুন্দর আনন্দসমূহের বন্যাতে মগ্ন করিতে সক্ষম, তথা সেই শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের ও বাক্যের নিকট বর্দ্ধিত অমৃতবৎ কৃষ্ণকর্ণামৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দিনদিন বর্দ্ধিত হউক॥১১১

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভাষাগণ। তাহার লহরী গন্ধ, গোপী বাক্য পরবন্ধ, তাহার অল্প সে বাণীগণ ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক ওহে, সত্য এই তোমার বচন। বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ হেম, তাহার বিলাস সপ্রবীণ ॥

এইরূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি মাত্র দেগি। মোরে বল করিবারে, এই রাগ বলে ধরে, আমি তাহে তেজিতে নাশ কি ॥

কিন্তু তুমি এইক্ষণে, আইলা এই বৃন্দাবনে, কত দিন এইরূপ দেহে। বৃন্দাবন রসকেলি, সুখ অনুভব মেলি, কত দিন চিত্তে ধরি মোহে ॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রাস লীলায় মতি, প্রবেশ করিয়া নিরীক্ষিবে। এইরূপে আশ্বাস করি, নবকিশোর

অনুগ্রহ-দ্বগুণ-বিশাল-লোচনৈ-

তত অয়ি লীলাশুক সত্যং তদ্বিশুদ্ধপ্রগাঢ়প্রেমবিলসিতমেবৈতত্তে বচঃ। ঈদৃগনুরাগস্যাহমেব মূল্যামিতি ত্বয়াহং বশীকৃত এব। কিন্তু তমধুনৈবাত্রাগতোঽসি। তদেতদ্দেহাস্বাদাশ্রীবৃন্দাবনরাসাবলোকসুখানি কতিচিদ্দিনানি অনুভব-

---

তদনন্তর অহে লীলাশুক! বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেম বিলসিত এই তোমার বাক্য সত্য কিন্তু এই প্রকার অনুরাগের আমিই মূল্য, অতএব আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি, কিন্তু তুমি এখনই এস্থানে আসিয়াছ, সুতরাং এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনবাস ও অবলোকন সুখসকল কতিপয় দিন অনুভব কর, পশ্চাৎ শীঘ্র এই লীলাতে প্রবেশ করত নিজের অন্তর্দ্ধান বিধিৎসু স্নেহপূর্বিক শ্রীরাধার সহিত কৃপাবলোকনকারি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদ্দর্শনবিয়োগে অতিব্যাকুল হইয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কিশোরী, ইচ্ছা তৈল অদর্শন হবে॥

রাধাকৃষ্ণস্নেহ আঁখি কৃপামৃতে তাহা সাক্ষী, দেখি লীলাশুকের বদন। তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদ কাতর মুখ, সদৈন্যে ভরল তনু মন॥

অদর্শনে দিনগণ, গোঙাইব কেন মন, তাহার উপায় পুছে তারে। প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে, এক শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে॥ ১১১॥

রাধে কৃষ্ণ নিবেদন করোঁ তুয়া পায়। দোঁহার দর্শন শোভা, এই ধন মোরে দিবা, তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয়॥ধ্রু॥

যেখানে যেখানে মোর, পড়য়ে লোচন জোর, সেখানে সেখানে যেন সদা। কৃপাতে বিশাল আঁখি, মৃদু বংশীধ্বনি সাথী, সঙ্গে দেখা দিবে যে সর্ব্বদা॥

রনুস্মরন্মৃদুদুরলীরবামৃতৈঃ।

পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্যসীত্যাশ্বাসান্তর্দ্ধিৎসুং সস্নেহপূর্ব্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তং তং বীক্ষ্য তদ্দর্শনবিয়োগাতিবিকলঃ সদৈন্যং তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং প্রার্থয়ন্নাহ। হে দেব যতো যতঃ যত্র যত্র মে বিলোচনং

তৎসমুদায় দিন যাপনের উপায় প্রার্থনাপূর্ব্বক কহিলেন ॥

হে দেব! অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দ্বিগুণিত ও বিশাল-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দোঁহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদগ্ধ সার, ইহার বৈভব যত যত। আমার অন্তর সনে, এই দুই বিলোচনে, স্ফূর্ত্তি রূপ হউ অবিরত ॥

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন নাহিক বাসনা। সেই সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা, তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥

এবমস্তু বলি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা। লীলাশুক কত দিন তথাই রহিলা ॥ তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা। ভাব রূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা ॥

প্রার্থনা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, তুয়া না ভজিনু কভু, মুই অতি অধমের অধম। তুমি কৃপাকর মোরে, নিজগুণে নীতিভরে, কৃপানিধি তুমি দীনধন ॥

শ্রীশ্রীসনাতন রূপ, অখিল ভকত ভূপ, নিজগুণে দয়া কর মোরে। শ্রীভট্ট গোপাল পঁহু, অন্তরে করুণা রহু, মোরে রাখ বান্ধি কৃপাডোরে ॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, এই মোর

যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং

প্রসরতি। কীদৃশং তদনুস্মরং ততস্ততস্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি মদ্বিষয়ানু-গ্রহেণ দ্বিগুণং বিশালানি যানি যুবয়োর্লোচনানি তৈস্তথা মৃদুমুরলীরবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যবিলাসাদিময়ং স্ফুরতু অনু

লোচনসমূহে তোমাকে দর্শন করিয়া এবং নিয়তকাল তোমার মুরলীনাদরূপ অমৃতধারার অনুস্মরণ করিয়া যে দিকে আমি নেত্রপাত করি, হে প্রভো! সেই দিকেই যেন তোমার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভরসা অন্তরে। সাধন ভজন নাই, সংসার যাতনা পাই, গুণ শুনি মন প্রাণ ঝুরে॥

করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, মো সম পতিত কেহ নাই। মো অতি তাপিত জন, কর কৃপানিরীক্ষণ, তবে আমি এতাপ এড়াই॥

ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে, কর কৃপা অনুগ্রহে, সদা দোষ নাহি যার মনে। সহজ আপন গুণে, দয়া কর দীনজনে, তুয়া পদে লইনু শরণে॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, লীলাশুকবাণী মনোরম। তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই, টীকা কৈলা অতি বিলক্ষণ॥

তাঁহার করুণা হৈতে, সেইত টীকার মতে, প্রাকৃত লিখিয়া বুঝু মুই। টীকার আভাস গণ, লিখিনু করিয়া শ্রম, তাঁর কৃপায় মনে হৈল যেই॥

তুমি মোরে কৃপা কর, মো অতি অধমবর, দীন প্রতি যে দয়া তোমার। ব্রহ্মা শিব অগোচর, ব্রজলীলা সর্ব্বোপর, তাহা প্রকাশিলা অকাতর॥

ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবং ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং সমাপ্তং ॥ * ॥

নিরন্তরং স্ফুরদিতি বা। অক্ষোরগ্রে সদা তিষ্ঠ, নয় বা মাং পদান্তিকং। ইতি দীনঃ কথং ব্রূয়াং নেত্রাগ্রে স্ফুরতাং সদা ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা সমাপ্তা ॥ * ॥

স্ফূর্ত্তিপায় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই॥১১২

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলবিরচিত শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

টীকা আর। তিন জগতে ত্রিভুবনে, ভাসাইলা সর্ব্বজন, আঁখি পাইল জন্মা অন্ধ যার ॥

তুমি বড় দয়াবান্, মোরে কর পরিত্রাণ, নিজগুণে এই দীন জনে। তোমার করুণা হৈলে, মোর সব বাঞ্ছা পুরে, মোর দোষ না লইবা মনে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, পদরেণু নিজশিরে ধরি। গাইল গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলা, আর শুন যার কৃপা বলি ॥

শ্রীল শ্রীগুরুপদ, দ্বন্দ্বামৃত আনন্দিত, তায় নখাঞ্চলে মোর আশ। সেই পদ পরসাদে, গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে, এ যদুনন্দনদাস দাস ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থস্য সারঙ্গরঙ্গদা নাম-টীকায়া ভাষানুরূপবর্ণনং সমাপ্তং ॥ * ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। মৎসর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ জয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্গ্রন্থনবিধিসুধাভিঃ সার্থ-সংজ্ঞামকার্ষীৎ। বিষয়বিষবিসংজ্ঞাং যো রসজ্ঞাং নটীং মে সরসভজনলাস্যে সূত্র-ধারস্বরূপঃ ॥ দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ। স্বকৃপাযষ্টিদানেন সদ্যঃ সম্ভবলম্বনং ॥ শ্রীরূপচরণাব্জালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥